জে. কে. রাওলিংয়ের চরিত্র ও কল্পজগত অবলম্বনে

জেমস পটার

অ্যান্ড

দ্য হল অব এল্ডারস ক্রসিং

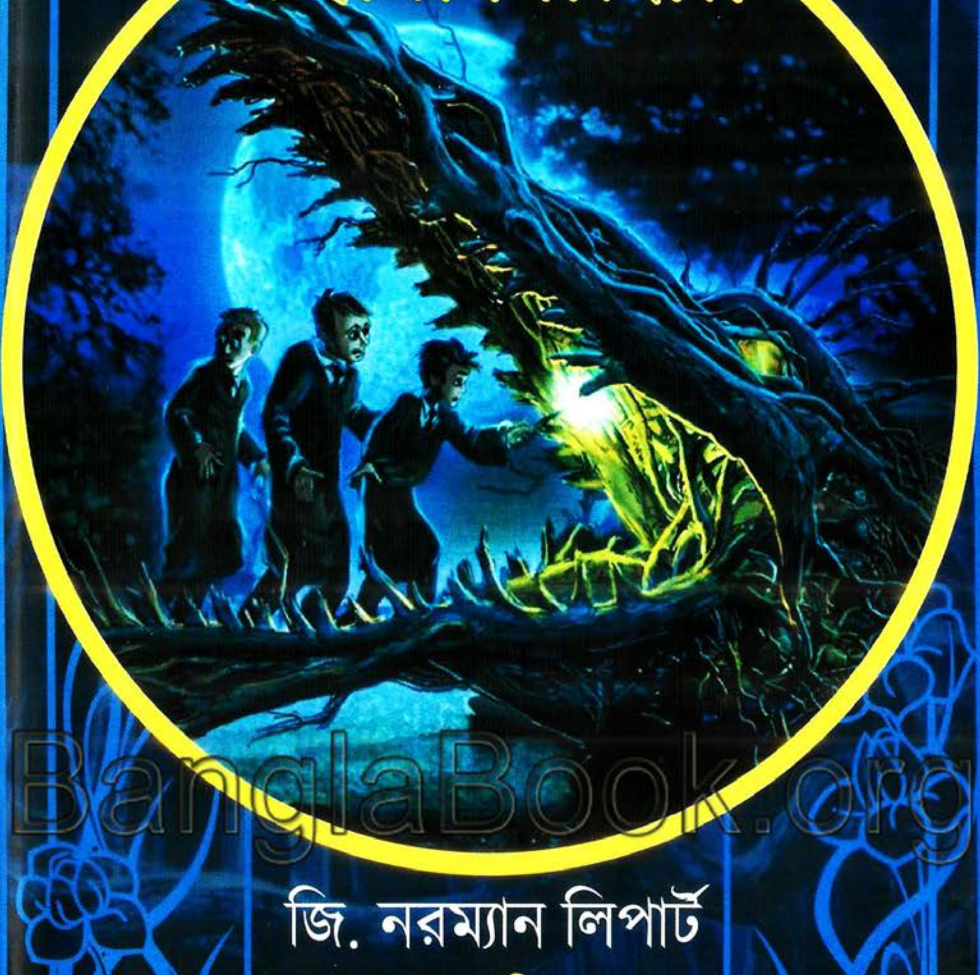

BanglaBook.org

জি. নরম্যান লিপার্ট

অনুবাদ: প্রতিম দাস

অনুবাদ সম্পাদনা: সালেহ আহমেদ মুবিন

গ্রন্থরাজ

এ কাহিনি হ্যারি পটারের ছেলে জেমস সিরিয়াস পটার এর...

ভলডেমর্টকে নিশ্চিহ্ন করার পর কেটে গেছে ১৮ বছর। সময় হয়েছে এবার জেমসের জাদু স্কুলে যাওয়ার। যে চায় না তার বিখ্যাত বাবা হ্যারি পটারের মতো হতে। আবার এটাও চায় তারও একটা আলাদা পরিচয় তৈরি হোক। ইচ্ছে না থাকলেও হ্যারি পটারের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না জেমস। হগওয়ার্টস স্কুলে আসে আমেরিকান উইজার্ড স্কুলের অতিথিবৃন্দ। জমে ওঠে একের পর এক নাটক। হ্যারির মতোই দুই বন্ধু আসে জেমসের জীবনেও। তারা তাকে নানাভাবে সাহায্য করে, আবার কখনো এক বন্ধুর সাথে হয় মনোমালিন্য। মাগল এবং জাদু দুনিয়ার মধ্যে চিরন্তন সংঘাত এ কাহিনিতেও বর্তমান। জাদু দুনিয়ার একাংশ এক 'কুখ্যাত' জাদুকরকে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনার চক্রান্তে ব্যস্ত। এই আগমন আটকাতে পারবে কি জেমস পটার আর তার বন্ধুরা? টেড লুপিন আর গ্রেমলিনস নামে পরিচিত তথাকথিত দুষ্টুমি করতে থাকা একদল ছাত্র-ছাত্রীর সহায়তায় জেমস কি পারে সব ষড়যন্ত্র বানচাল করতে? হ্যারি পটার নিজেও আছেন এই কাহিনির অন্যতম চরিত্ররূপে। সব মিলিয়ে আবার হগওয়ার্টসের জাদু জগতে ভ্রমণের অসাধারণ আখ্যান।

www.BanglaBook.org

9 789849 362036

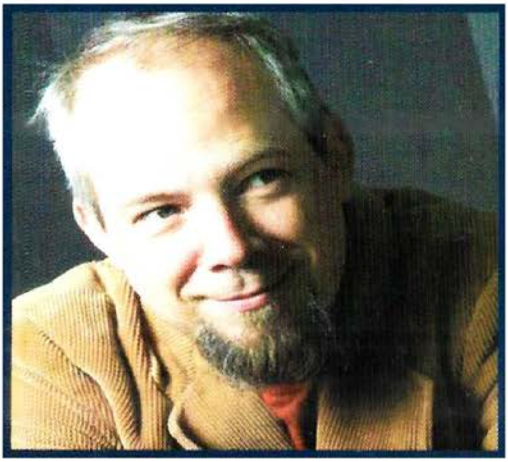

জর্জ নরম্যান লিপার্ট। জন্ম ১৯৬০ সালে। পেনসিলভানিয়াতে বসবাসকারী এই আমেরিকান লেখকের প্রাথমিক পেশা কম্পিউটার অ্যানিমেশন। জনপ্রিয় হ্যারি পটার সিরিজের সিক্যুয়েল বলা যেতেই পারে জেমস পটার সিরিজটিকে। ২০০৭ সালে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যা দারুণভাবে পাঠকদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনেকেই মনে করেন এটি জে কে রাউলিং ছদ্মনামে লিখেছেন। শুধু তাই নয় বিনা অনুমতিতে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ব্যবহার করা হয়েছে এই যুক্তিতে লেখকের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দেন হ্যারি পটারের লেখিকা। যার ফলে একটা কন্ট্রোভার্সির জন্ম হয়। একসময় সবকিছুই মিটে যায়। এরপর কেটে যায় অনেকগুলো বছর। একের পর এক পাঁচটি কাহিনি লেখেন জর্জ। জেমস পটার ইউনিভার্স নিয়েও তিনটি বই আছে তার। এছাড়াও বেশ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি।

জে. কে. রাওলিংয়ের চরিত্র ও কল্পজগত অবলম্বনে

জেমস পটার

অ্যান্ড দ্য হল অব এল্ডারস ক্রসিং

জি. নরম্যান লিপার্ট

অনুবাদ: প্রতিম দাস

অনুবাদ সম্পাদনা: সালেহ আহমেদ মুবিন

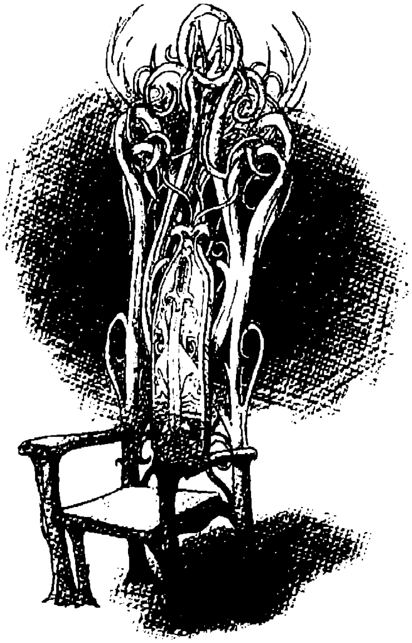

গ্রন্থরাজ্য

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রকাশকাল	First Published
ফেব্রুয়ারি ২০২০	February 2020
প্রকাশক	Published by
রাজীব দত্ত	Rajib Datta
গ্রন্থরাজ্য	Grantharajjo
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
ফোন: ০১৮৩২ ১৬ ৯২ ১৬	Phone: 01832 16 92 16
জেমস পটার অ্যান্ড দ্য হল অব এল্ডারস ক্রসিং	**James Potter and the hall of elders' crossing**
জি. নরম্যান লিপার্ট	**by Norman Lippert**
অনুবাদ	**Translated by**
প্রতিম দাস	**Pratim Das**
গ্রন্থস্বত্ব	copyright
প্রকাশক	Publisher
প্রচ্ছদ	Cover design by
জুলিয়ান	Xulian
বর্ণবিন্যাস	Composed by
গ্রন্থরাজ্য কম্পিউটার্স	Grantharajjo Computers
মুদ্রণ	Printed by
একাত্তর প্রেস	Ekattor Press
প্যারীদাস রোড, ঢাকা।	Piarydas Road, Dhaka.
মূল্য	Price
৫৫০.০০	550.00 only

ISBN: 978-984-93620-3-6
e-mail: grantharajjobd@gmail.com

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদকের কথা

সালটা ২০১৪। আমার এক ছাত্র আমাকে প্রথম এই লেখাটার ব্যাপারে জানিয়েছিল। সে নিজে পড়ার পর আমার বলেছিল, স্যার, পড়ে দেখতে পারেন ভালো লাগবে। গোটা ১৩-১৪ পাতা পড়ার পরই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি অনুবাদ করব। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং অনুমতি পাই বাংলায় অনুবাদ করার। অন্যরা যেভাবে অনুবাদ করে আমি সেভাবে করি না। গোটা বই পড়ে আজ অবধি কোনো লেখাই অনুবাদ করিনি। একটু ভালো লাগলে একজন পাঠকের মতোই পড়তে পড়তে যাই আর অনুবাদ করি। এটাও সেভাবেই হয়েছিল। ২০১৬ সালে কিছুটা ফেসবুকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। নিজে ফ্যান্টাসি খুবই ভালোবাসি, সাথে হ্যারি পটারের ফ্যান। তাই একটা অন্যরকম লেখা অনুবাদ করার সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিলাম। হ্যারি পটার সিরিজে শুধুমাত্র ফ্যান্টাসি মিথ ইত্যাদির ছড়াছড়ি। এই কাহিনীতে তার সঙ্গে মিশে গেছে বিজ্ঞান। আর সে কারণেই হয়তো অনেক বেশি আবেদনময় হয়ে উঠেছে এ লেখা আমার কাছে। এ কাহিনি যেহেতু ফ্যানফিকশন তাই এখানে হ্যারি পটারের বড় ছেলে জেমস পটার হচ্ছে প্রধান চরিত্র। যা আবার তার দাদুরও নাম। সেই জেমসের জাদু স্কুলে প্রথম বছরের অভিজ্ঞতার কাহিনী। যে চায় তার বাবার নায়কোচিত ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই কিছু করতে। সেই করাটা ঠিক কেমন এটা জানতে জানতেই করে ফেলেছিলাম অনুবাদটা। এখন দেখুন আপনাদের কেমন লাগে।

এই বই প্রকাশ করার ভাবনা নিয়ে আমার কাছে ফেসবুক মেসেঞ্জারে হাজির হয়েছিলেন সালেহ আহমেদ মুবিন ভাই। এই বইয়ের সম্পাদনার কাজটাও তিনিই করেছেন। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না। ভালোবাসা রইলো আপনার জন্য। বইটি প্রকাশ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর বাঁধনে বেঁধেছেন গ্রন্থ রাজ্য প্রকাশনার রাজীব দত্ত এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। আরো একজন মানুষ এর মাঝে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন—জাকির হোসেন ভাই। তার জন্যও রইল ভালোবাসা। নিজের অনুবাদের বই বিদেশ থেকে বা বলা ভালো প্রাণের দেশ বাংলাদেশ থেকে বের হচ্ছে এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি। আশা করছি আপনাদের ভালোবাসায় এর পরবর্তী পর্বটাও একদিন পেশ করতে পারব

সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, বইয়ের সাথে থাকুন, অনেক অনেক বই পড়ুন।

—প্রতিম দাস

সম্পাদকের কথা

ব্যক্তিগতভাবে হ্যারি পটার আমার প্রচণ্ডরকমের পছন্দের একটি সিরিজ। আমাকে ফ্যান্টাসির সাথে অনেকটা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এই সিরিজটি। সেজন্য সবসময় একটা আলাদা টান রয়েই গেছে হ্যারি পটারের জন্য। এমনকি একটা সময় পটার ইউনিভার্সে একাধিক ফ্যানফিকশনও লিখেছিলাম। অনেকটা সেজন্যই প্রচণ্ড ব্যস্ততার পরেও এই বইটি নিয়ে স্বাচ্ছন্দে কাজ করেছি।

হয়তো আপনারা জানেন যে আমি ফ্যান্টাসি নিয়েই সাধারণত কাজ করি বা করেছি। এ গেম অব থ্রোনস থেকে হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য কার্সড চাইল্ডের মতো বই নিয়ে কাজ করায় যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে তা-ই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি এই বইতে। মূলত টার্ম বা বাংলায় কোন কোন শব্দ ঠিকঠাক আসছে না তা দেখে গিয়েছি। বেশিরভাগ টার্মই মূল ইংলিশেই রাখা হয়েছে। আবার কিছুক্ষেত্রে মনে হয়েছে যে অনুবাদক যেভাবে অনুবাদ করেছেন তাতেই ভালো লাগছে পড়তে। সেক্ষেত্রে অনুবাদটাই রাখা হয়েছে টার্মের।

এই টার্মের ব্যাপারটায় আমি নিজে খানিক খুঁতখুঁতে ধরনের। সাধারণত কোনো ফ্যান্টাসি বই পড়লে দেখা যায় সেখানকার টার্মগুলোতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই। অনুবাদ করলে কেমন বেখাপ্পা লাগে। এর অনেকগুলো কারণ আছে, সেদিকে যাবো না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যেন এই বই সে সমস্যা থেকে দূরে থাকে। কিছু কিছু টার্মের বাংলা করা হয়েছে। এর পেছনেও উদ্দেশ্য আছে। বোধহয় বেশিরভাগই একমত হবেন যে আমাদের দেশে ফ্যান্টাসির কোনো ভাষা নেই। একজন লেখক যখন সামাজিক গল্প লিখতে যান, তার জন্য হাজারটা উদাহরণ পাওয়া যায়। হাজারজন লেখক দেখিয়ে গেছেন কিভাবে কাহিনি ঘটছে, কোন জায়গায় কী ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। থ্রিলারেও মোটামুটি একটা গাইডলাইন পাওয়া যায়। ফ্যান্টাসি এদিক থেকে একদমই নতুন। টার্ম বা অন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোনো মৌলিক ফ্যান্টাসি গল্প লিখতে গিয়ে লেখককে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে হচ্ছে। তা শব্দ হতে পারে বা হতে পারে যেকোনো টার্ম। তো পাঠক এখনও সেগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। আমার চেষ্টা ছিলো যেন অন্তত কিছু টার্ম হলেও বাংলায় ব্যবহার করা, যেন পাঠকেরাও আসাতে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। এতে মৌলিক ফ্যান্টাসির যাত্রাপথটা আরো সুগম হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আশা করছি বইটি সবার ভালো লাগবে। বইটির সাথে জড়িত সবার প্রতি শুভকামনা।

—সালেহ আহমেদ মুবিন
ঢাকা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রাককথন

লম্বা বারান্দাটা আলো আঁধারেতে কোন এক অনন্ত জগতের পথে গিয়ে যেন মিশে গেছে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফোঁটা ফোঁটা রূপালি আলোকবিন্দু। কোনার দিক ধরে এগিয়ে গিয়ে মি. গ্রে ভালো করে দেখলো চারপাশটা। ওকে বলা হয়েছিল এ এক আলেয়ার জগত, যাকে ঘিরে রাখা হয়েছে সময়বন্ধনীর মন্ত্র দিয়ে। ও এসব ব্যাপারে কখনোই শোনেনি। জাদুমন্ত্রণালয়ের ভেতর আগে কোন দিন ঢোকার সুযোগই হয়নি ওর। অজান্তেই ওর গোটা শরীরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো।

ফিসফিস করে দুই সাথীর উদ্দেশ্যে বললো, 'আমি তো কাউকেই কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কোনো রকম দরজা বা তালার চিহ্নমাত্র চোখে পড়লো না। আচ্ছা এরা কি অদৃশ্য কিছু ব্যবহার করে?'

'নাহ', চাপা কণ্ঠে উত্তর এলো। 'আমাদের জানানো হয়েছিল কোন জায়গায় সংকেত গুলো আছে, ঠিক কিনা? এখন দেখছি জায়গাটা পুরো ফাঁকা। যাদের নিয়ে বেশি চিন্তা ছিল সেই প্রহরীদের যখন দেখা যাচ্ছে না তখন ভেবে লাভ কি। এগিয়ে যাওয়া যাক।'

গ্রে বললো, 'আমারও মনে আছে আমাদের কী বলা হয়েছিল। কিন্তু বিশল, আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না। আমার মা বলতেন আমি নাকি বিপদের গন্ধ পাই।'

কালো শার্ট আর ট্রাউজার পরিহিত গবলিনটা চাপা গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো, 'বলেছি না আমায় বিশল বলে ডাকবে না। এই নামটা আমার সহ্য হয় না। আমার নাম স্যাফ্রন। আর চুলোয় যাক তোমার বিপদের গন্ধ পাওয়া। কোনো নতুন জায়গায় যেতে হলেই তুমি একটা ভীতুর ডিম বনে যাও। এখন যত তাড়াতাড়ি আমরা জায়গাটা খুঁজে পাবো তত তাড়াতাড়ি আমাদের কাজ শেষ হবে। আর তারপর হবে শুধু ভরপুর উদযাপন!'

ওদের সাথে থাকা তৃতীয় সহচর এক লম্বা সুঁচালো ছাগল দাড়িওয়ালা বুড়ো। সে এই সব কথা চালাচালির ফাঁকে স্যাফ্রনকে পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

'দেখলে মি. পিঙ্ক কিরকম এগিয়ে গেলেন। বুঝলে গ্রে সবসময় নিজের হাতে থাকা তথ্যের ওপর ভরসা রাখবে। কোনো প্রহরী নেই কোনো ঝামেলা নেই, কি বল, মি. পিঙ্ক?'

মি. গ্রে মি. স্যাফ্রনের পেছন পেছন এগোচ্ছে। রহস্যময় দরজাগুলো দেখতে দেখতে ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে তার। এই অন্তহীন করিডোরের ধারে যেন শত থেকে হাজারটা দরজা বেরিয়েছে। কোনো দরজাতেই কোনো নাম বা চিহ্ন দেয়া নেই। সবার সামনে সামনে চলছে মি. পিঙ্ক। বিড়বিড় করে কিছু একটা গণনা করছে।

BanglaBook.org

'কে জানে কেন আমাকে গ্রে নামটা দেওয়া হয়েছে।' একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়লো গ্রের কথায়। 'এই গ্রে রঙটা কেউ পছন্দ করে না। ওটা তো কোনো রঙই না।'

বাকি দুজনের দিক থেকে কোনো উত্তর এলো না। আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর মি. পিঙ্ক থামল। থেমে গেল ওরা দুজনও। বারান্দার চারদিকটা অতি কৌতূহলে পরখ করে দেখল সবাই।

"মি. পিঙ্ক! এটাই কি সেই জায়গা?' গবলিনটা জানতে চাইলো। 'কিন্তু এখানে কোনো দরজার চিহ্নমাত্র নেই। তুমি নিশ্চিত তো যে ঠিক পথে যাচ্ছো?'

'আমি একদম ঠিকঠাক গুণে এসেছি এখানে। সঠিক পথেই আছি।' বলেই পিঙ্ক পা দিয়ে মেঝের ওপর টালিতে ঘষল। একটা টালির একটা কোনা একটু বেরিয়ে আছে। উল্লাসের ধ্বনি ছেড়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে। আঙুল দিয়ে ভাঙা অংশটা পরীক্ষা করে নিল আগে। তারপর আরো খানিকটা ঝুঁকে ওটার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে মারল এক টান। সাথে সাথেই একটা আয়তাকার অংশ উঠে এলো মেঝে থেকে। আবার ওটা ধরে টানতেই একটা পাথরের পাতলা স্ল্যাব উঠতে শুরু করলো নিজে থেকেই। সিলিং এর দিকে উলম্ব ড্রয়ারের মত। লম্বায়, চওড়ায় একটা দরজার মতোই ওটা, কিন্তু প্রস্থ মাত্র কয়েক ইঞ্চি। পুরো স্থানটা কাঁপিয়ে একসময় ওটার ওঠা থামলো ছাদে ঠেকার পর। গ্রে ওটার পাশ দিয়ে পেছনের দিকে তাকালো। অনন্তের পথে হারিয়ে যাওয়া বারান্দাটাই কেবল নজরে এলো ওর।

পিঙ্ক এর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে স্যাফ্রন জানতে চাইলো, 'তুমি কী করে বুঝলে যে ওটা ওখানে ছিল?'

'মহাশয়াই আমাকে বলে দিয়ে ছিলেন।' ঘাড় কাত করে জানাল মি. পিঙ্ক।

'উনি বলেছিলেন বুঝি! তা আর কী বলেছিলেন উনি যা আমরা শুনিনি?'

'বলেছিলেন এই বারান্দায় একত্র হতে। জানিয়েছিলেন তুমি হলে তালা বিশারদ। মি. গ্রে অমিত শক্তির অধিকারী আর আমি কোন কিছু খুঁজে বের করার কাজে দক্ষ। আমরা সবাই ততটুকুই জানি যতটুকু আমাদের কেবল জানবার দরকার।'

গবলিনটা গরগরে স্বরে বললো। "হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এবার তো আমাদের ওটার ভেতর ঢুকতে হবে। তাই তো নাকি?'

পিঙ্ক সরে দাঁড়াল। স্যাফ্রন রহস্যময় পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল। দেখলো ভালো করে। ঢোঁক গিলে বিড়বিড় করে কি সব বললো। তারপর এখানে ওখানে নিজের বিরাট কান পেতে এবং ঠুকেঠুকে কি সব বোঝার চেষ্টা করলো। কালো শার্ট এর একটা পকেট থেকে বার করলো এক অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র। যেটায় ডজনখানেক পেতলের গোল্লা পাকানো। তার থেকেই একটা খুলে নিয়ে সোজা করে ঢুকিয়ে দিল পাথরের স্ল্যাবটার মধ্যে।

নিজের মনেই বলতে থাকলো, 'খুব একটা কঠিন কিছু নয়। একে বলে হোমানকুলাস লক। একে তখনই খোলা যায় যখন আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখা

BanglaBook.org

কিছু বিষয় একসাথে ঘটে। যেমন ধরো, কখনো এরা খোলে যখন কোনো লালচুলের মেয়ে বৃহস্পতিবার তিনটের সময় আটলান্টিকের জাতীয় সঙ্গীত গায়। অথবা ভাঙা আয়নায় পড়া সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে কোন ছাগলের চোখে। কিংবা মি. গ্রে যখন কোন ভূতকে বেগুনী রঙের গোসাপে বদলে দিতে পারেন। জীবনে আমি অনেক ভালো ভালো হোমানকুলাস লক দেখেছি বুঝলেন কিনা।'

'এটা কি সেরকম ভালো কিছু?' প্রশ্ন গ্রের।

অসংখ্য সূঁচালো সাদা রঙের দাঁত বের করে গবলিন হাসলো। 'মি. পিঙ্ক তো বলেই দিয়েছে আমি কি। আর আমাদের কি করতে হবে।' বলেই শার্টের অন্য একটা পকেট থেকে লাল পাউডার ভর্তি একটা শিশি বার করলো। সাবধানে ঢাকনা খুলে পুরো পাউডারটা পাথরের দরজার সামনে ঢেলে দিল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাউডারটা শুরু করলো ঘূর্ণিপাক। পরিণত হতে থাকলো একটা অবয়বে। এক অপ্রাকৃত কিছুর অবয়ব। গ্রে অবাক হয়ে দেখল অবয়বটা একটা কংকালের হাতের মতো হয়ে গেল, যার একটা আঙুল রহস্যময় পাথরের একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছে।

এবার স্যাফ্রন একটা পেতলের যন্ত্র বের করে এনে বিড়বিড় করে বললেন, "অ্যাকিউলুমস"। সরু এক সবজেটে আলো যন্ত্রটা থেকে বের হয়ে এলো। গবলিনটা ধেয়ে চলা আলোর গতিপথ স্থাপন করলো একেবারে সেই বিন্দুতে, যেখানটা দেখাচ্ছিল কংকালের আঙুল।

ঢোক গিলে পিছিয়ে এলো গ্রে। স্যাফ্রনের সযত্নে রাখা আলোর চাতুরীতে তখন খেল শুরু হয়ে গিয়েছে পাথরের দেওয়ালে। আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে এক খোদাই করা শিল্পকর্ম। একটা হাস্যরত কংকাল যার চারপাশে কদাকার সব মূর্তি নাচছে। কংকালের ডান হাতটা বেরিয়ে এসেছে বাইরের দিকে, ঠিক যেন একটা দরজার হাতল। বাম হাতটা নেই। পিঙ্ক শিহরনের সাথে অনুভব করল যে সামনে লাল পাওডারে সৃষ্ট হাতের অবয়বটাই সেটা।

ভালো করে দরজার খোদাই কর্ম পর্যবেক্ষণ করল স্যাফ্রন। 'এ হল ডান্স ম্যাকাব্রে। মরণ নৃত্য। ড্রাগনের শুষ্ক রক্তচূর্ণ আর গুহার আলোয় যা দৃশ্যমান হয়। বুঝলে গ্রে এ এক দারুণ তালা।'

'ওটা কি খুলেছে?' অতি আগ্রহী কণ্ঠে জানতে চাইল মি. পিঙ্ক।

'বন্ধ করা থাকলে তবেই না খোলার প্রশ্ন আসে,' গবলিন বললো। 'আমি শুধু জেনে নিতে চেয়েছিলাম কি ধরে টানতে বা ঠেলতে হবে। আর সেটা এখন তোমার সামনে, আমি চাই তুমিই শুভ কাজটা কর মি. পিঙ্ক।'

লম্বা ছাগলদাড়িওয়ালা মানুষটা এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। সবুজ আলোটার গতিপথ বাধা না পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল কংকালের বের হয়ে থাকা ডান হাতটার দিকে। একটা মোচড় দিতেই শোনা গেল "ক্লিক" শব্দ।

BanglaBook.org

খোদাই করা দরজাটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলে গেল ভেতরের দিকে। ওদের সামনে এখন একটা ঘুটঘুটে তমিস্রাচ্ছন্ন একটা জগত। কোথায় যেন টুপ টুপ করে জল পড়ছে। এক ঝলক শীতল বাতাস বয়ে এলো ভেতর থেকে, বয়ে গেল বারান্দা ধরে। নড়ে উঠলো মি স্যাফ্রনের কালো শার্ট। গ্রের কপালে জমা ঘাম জমে বরফ হয়ে গেল বলেই মনে হল ওর।

'ওই দিকটা কোথায় গেছে? ওটা নিশ্চিত আমাদের জগত নয়, মানে কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন আশা করি?'

'অবশ্যই ওটা আমাদের জগতের অংশ নয়,' স্যাফ্রন শান্ত ভাবে বলার চেষ্টা করলেও গলার কাঁপুনি পুরো ঢাকতে পারলো না। 'এটাই সেই লুকায়িত গুদামঘর, যার কথা বলা হয়েছিল। ওখানেই আছে সেই সিন্দুক। জলদি! জলদি! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

পিঙ্ককে অনুসরন করে ওরা অগ্রসর হল রহস্যময় দরজার অপরদিকের উদ্দেশ্যে। স্থানটিতে ছড়িয়ে থাকা গন্ধ আর ওদের পদশব্দের প্রতিধ্বনিতে মনে হচ্ছিল ওরা যেন কোন ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথে হেঁটে চলেছে। পিঙ্ক নিজের জাদুদণ্ডের আলোটিকে জ্বালালেন। খুব একটা আলোকিত হল না স্থানটা। পায়ের নিচের জমিটা কেমন যেন ভিজে ভিজে। জমাট অন্ধকার যেন ছোট্ট আলোকশিখাটিকে গিলে খাওয়ার চেষ্টায় রত। গ্রে বুঝতেই পারছিল এ এমন এক জায়গা যেখানে সূর্যালোক কোনো দিন পৌঁছায়নি। আদিম চটচটে একটা ঠাণ্ডা হাত যেন ওদের চামড়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওদের বারান্দায় পাওয়া উষ্ণতার তুলনায়। গ্রে পেছন ফিরে তাকালো দরজাটাকে দেখার জন্য। রূপালি স্তম্ভের মত জ্বলজ্বল করছিল ওটা। যেন এক মরীচিকা।

'আ...আমরা এখন ঠিক কো...কোথায়?'

'আটলান্টিকের নিচে এক হাওয়া ভর্তি সুড়ঙ্গে।' উত্তর দিলেন মি. পিঙ্ক।

'সমুদ্র তলে..., ক্ষীন কণ্ঠে ঢোক গিলে বললো গ্রে। 'আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না। খুব বাজে একটা ব্যাপার। বিশল আমি ফিরে যেতে চাই'।

গবলিন যন্ত্রের মত বললো, 'আমায় বিশল বলতে বারন করেছি না!'

গ্রে অতি কষ্টে জানতে চাইলো, 'ওই সিন্দুকে কী আছে বলো তো? নিশ্চিত দামি কিছুই হবে। তা না হলে কে আর এই অদ্ভুতুড়ে পিলে চমকানো জায়গায় আসতে রাজি হবে?'

'ওসব নিয়ে একদম ভেবো না,' কর্কশ স্বরে বললো স্যাফ্রন। 'তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না তুমি কি পেতে চলেছো। এরকম কাজ আমরা আর কখনো করবোও না। আর আমাদের ছোটখাটো ছিঁচকেমো করতে হবে না। একবার সিন্দুকটা পেয়ে গেলেই আমরা একবারে বদলে যাবো।'

'কিন্তু কি আছে ওতে, কি এমন জিনিস?'

BanglaBook.org

'আর একটু অপেক্ষা করো তারপরই দেখতে পাবে।'

গ্রে দাঁড়িয়ে গেল, বললো, 'আসলে তুমিও জানো না, তাই না?'

স্যাফ্রন উত্তর দিলো, 'ওটা কী সে নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যাথা নেই, বুঝলে চাঁদু। কি বলা হয়েছে আমাদের? আমরা সেটাই পাবো যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমাদের বাক্সটা আনতে হবে, আর তার বদলে যা পাব তার ২০% দিতে হবে ওই খোচড়টাকে। যে এই কাজের খবর এনেছিল। জাদুমন্ত্রণালয়ের ভেতরে আমাদের থোড়াই ঢুকতে দিত যদি না জিনিসটা ধামাকাদার কিছু না হত। এটা তো বুঝতে পারছ, নাকি? যাই হোক, মি. পিঙ্ক কিন্তু জানে ওটা কি। তুমি ওকেই জিজ্ঞাসা করো না।'

'আমিও কিছুই জানি না', মি. পিঙ্ক শান্ত ভাবে জানাল।

এরপর অনেকক্ষ্ণ কেউ কোনো কথা বললো না। গ্রে শুনতে পাচ্ছিল জল পড়ার একঘেয়ে শব্দটা।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো স্যাফ্রন। 'আপনি সত্যিই কিছু জানেন না?'

মাথা নাড়ল পিঙ্ক, যদিও আবছা আলোতে সেটা কারোর নজরে এলো না।

গবলিন ঘোঁতঘোঁত করে উঠে বললো, 'তার মানে আমরা শুধু সেইটুকু জানি যা আমাদের কাজে লাগবে, ঠিক কিনা?'

'আমাদের এখন জানা দরকার কোথায় যেতে হবে', বললো পিঙ্ক। 'একমাত্র তবেই আমরা জানতে পারবো আমাদের পরের কাজটা কি।'

'ঠিক আছে, তবে তা-ই হোক। তুমিই তো আমাদের পথ প্রদর্শক মি. পিঙ্ক', স্যাফ্রন বললো।

'ইতোমধ্যেই আমরা পৌঁছে গেছি,' বললো পিঙ্ক। 'এবার কাজ শুরু হবে মি. গ্রে'। উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে আলোকিত জাদুদণ্ডটাকে এগিয়ে ধরলেন। অন্ধকারের মাঝে রূপালি আলোয় ফুটে উঠলো এক বীভৎস দানবীয় মুখাবয়ব। গ্রের হাঁটু দুটো মনে হয় জমে গেল।

গবলিনটা যেন সেটা বুঝেই বললো, 'ওটা একটা স্ট্যাচু হাঁদারাম। সেই ড্রাগনের মাথাটা যার কথা আমাদের বলা হয়েছিল। এবার যাও তো গ্রে সোনা। নিজের ভাগের কাজটা করো দেখি। ওটার মুখটা উন্মুক্ত করো।'

'নামটা আমার একদমই পছন্দ নয়,' এগিয়ে যেতে যেতে গজগজ করলো শক্তিধর গ্রে। স্ট্যাচুটা ওর থেকে লম্বায় বেশ খানিকটা বড়। তৈরি হয়েছে গুহাপথের এবড়ো খেবড়ো ঝুলে থাকা চুনের দণ্ড বা স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট দিয়ে। 'আমি মি. পারপল হতে চাই। ওটাই আমার পছন্দের রঙ।'

হাত বাড়িয়ে একটু উঁচু হয়ে ড্রাগনের ওপরের চোয়ালের দাঁতের পরের টাকরার অংশে হাতের চাপ দিল। অসম্ভব শক্তির অধিকারী হয়েও গ্রে বুঝতে পারলো একে ওপরে ঠেলে তোলার জন্য অতিমানবীয় শক্তির প্রয়োজন। মুখ ও ঘাড় দিয়ে গল গল

BanglaBook.org

করে ঘাম ঝরে পড়লো গ্রের। কিন্তু চোয়াল একফোঁটা নড়ল না। চেষ্টা করাই বৃথা এই ভেবে হাল ছাড়ার আগে শেষ বারের মত পেশী ছিড়ে ফেলা জোর লাগালো সে। আর ঠিক তখনই কাচ ঘষটানোর মত একটা শব্দ শোনা গেল। ও বুঝতে পারলো চোয়ালটা এখন অনেক হালকা মনে হচ্ছে। স্ট্যালাকটাইটে তৈরি চোয়ালের কব্জাটা ভেঙে গেছে।

'তাড়াতাড়ি', দাঁতে দাঁত চেপে বললো গ্রে।

'দেখো বাপু, ওটা আবার আমাদের ওপর ফেলে দিও না।' বলতে বলতে ওটার ভেতর ঢুকে গেল স্যাফ্রন। ওকে অনুসরণ করে পিঙ্ক।

ঢোকার পথটা নিচু আর প্রায় নিখুঁত গোলাকৃতি। স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের স্তূপ থামের রূপ নিয়ে গম্বুজাকৃতি সিলিংটাকে ধরে রেখেছে। পাথরের মেঝে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নেমে গেছে মাঝখানে। যেখানে আবছা অন্ধকারে একটা কিছু রাখা আছে।

'ওটা তো সিন্দুক নয়!', পিঙ্ক বলে উঠলো।

'নাহ,' সম্মতি জানালো গবলিন। 'কিন্তু ওটাইতো একমাত্র বস্তু যা এখানে আছে। মনে হচ্ছে দুজনে মিলে ওটাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো, কি বল?'

পিঙ্ক নিচে নেমে গেল। স্যাফ্রন তার পেছন পেছন নামবে।

জিনিসটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখে পিঙ্ক জাদুদণ্ডটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে নিচু হল। একপাশটা ধরল সে ওটার। স্যাফ্রনকে ইশারা করল অন্য পাশটা ধরবার জন্য। তুলতে গিয়ে বুঝল ওটা ওদের অবাক করে দেওয়ার মতই হালকা। যদিও ওটার গায়ে প্রাকৃতিক ধাতব মরচে পড়েছে যথেষ্টই। পিঙ্ক এর জাদুদণ্ডের আলোর কাঁপুনির সাথে সাথে কক্ষটির দেওয়াল জুড়ে ওদের দুজনের ছায়া নাচছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

একসময় ওরা বেরিয়ে এলো ড্রাগনের মুখের ভেতর দিয়ে। গ্রে ততক্ষণে ওই ভার বহন করে ঘেমে নেয়ে একাকার। ওর হাঁটু আর সঙ্গ দিতে পারছিল না ওই দুঃসহ চোয়ালের ওজন বহনের। ওরা বেরিয়ে এসেছে দেখেই ও হাত সরিয়ে দ্রুত সরে গেল মুখটার কাছ থেকে। সশব্দে ড্রাগনের মুখটা আছড়ে পড়তেই এক ধুলোর ঝড় ধেয়ে এলো ওদের দিকে। গ্রে পিছিয়ে গিয়ে গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাতে থাকলো।

সেদিকে নজর না দিয়ে স্যাফ্রন বললো, 'ওটা কী, সেই উত্তরটা এবার জানতে পারি কি? মনে তো হচ্ছে না ওর ভেতর এমন কিছু আছে যা আমাদের ভাগ্য বদলে দেবে দারুণ ভাবে।'

পেছনের অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আমি একবারও বলিনি ওটা তোমাদের ভাগ্য বদলে দেবে। কেবল মাত্র বলেছিলাম তোমাদের জীবন যেটুকু বাকি আছে তা ঠিকঠাক মতো কাটিয়ে দিতে পারবে। একই কথার কত রকম মানে যে করে নেওয়া যায় এটা বোধ হয় তোমরা জানো তাই না?'

BanglaBoi.org

স্যাফ্রন ঝট করে ঘুরলো কে বললো কথাগুলো দেখার জন্য। পিঙ্ক এর আচরণে অতটা তড়িঘড়ি দেখা গেল না। মনে হল আশা করেই ছিল এরকম একটা কিছুর। কালো পোশাক আবৃত দেহে কদাকার মুখোশ পড়া একটা অবয়ব অন্ধকার ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর পেছনে আরো দুটি। একই রকম দেখতে।

'আপনার কণ্ঠস্বরেই আপনাকে চিনতে পেরেছি, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।' পিঙ্ক বললো।

'হ্যাঁ মি. ফ্লেচার, উচিত ছিল, কিন্তু সেটা পারোনি। তোমার লোভের কাছে তোমার এতদিনের অভিজ্ঞতা হেরে গেছে। অনেক দেরি করে ফেললে তুমি ।'

স্যাফ্রন হাতদুটো ওপর দিকে তুলে চেঁচিয়ে বললো, 'একটু শুনুন। আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা চুক্তি হয়েছিল। সেটা ভুলে যাবেন না। সেই চুক্তি ভাঙাটা মোটেই ঠিক কাজ নয়।'

'হ্যাঁ হয়েছিল তো বন্ধু গবলিন। অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার সহযোগিতার জন্য। এই নাও তার প্রাপ্য।'

একটা কমলা আলোর ঝলক ধেয়ে গেল এক মুখোশধারীর কাছ থেকে স্যাফ্রনকে লক্ষ্য করে। থরথর করে কাঁপতে থাকলো গবলিনটা। চেপে ধরলো দু হাতে গলার কাছটা। দম আটকে আসছিল ওর। তারপর ধ্রাম করে পড়ে গেল পেছন দিকে। ছটফট করতে থাকলো গলাকাটা জন্তুর মতো।

গ্রের অবস্থা ঝড়ের দাপটে কাঁপতে থাকা গাছের মতোই প্রায়। কোনো মতে বললো, 'বিশলের সাথে কাজটা ঠিক করলেন না আপনারা। আপনারা যা চেয়েছিলেন ও তো সেটাই করেছে আপনাদের জন্য।'

'আর আমরাও তো সেটাই করছি যা আমরা করবো বলেছিলাম,' নির্লিপ্ত স্বরের জবাব ভেসে এলো। সাথেই আবারও একটা কমলা আলোকের ঝলকানি। শক্তিধর গ্রে-ও ধরাশায়ী হলো এবার।

তিন মুখোশধারী এবার এগিয়ে গেল পিঙ্ক এর দিকে। ঘিরে দাঁড়ালো। অসহায়চোখে তাকালো সে। এরপর প্রশ্ন করল, 'অন্তত আমাকে বলুন ওই জিনিসটা কী? কেনই বা ওটা আমাদের দিয়ে সংগ্রহ করালেন? কেন নিজেরা ওটা হাতানোর চেষ্টা করলেন না?'

পিঙ্ক এর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কণ্ঠস্বর জানালো, 'মি. ফ্লেচার শেষ প্রশ্নটার উত্তর জানার অধিকার তোমার নেই। কারণ ওরা বলেছেন আমি যদি সেটা করি তাহলে তোমাকে হত্যা করতে হবে। যা আমাদের দরদামের চুক্তির মধ্যে নেই। আমরা কথা দিয়েছি আমরা তোমার জীবনের দায়িত্ব নেব, আর সেটা করতে আমরা বদ্ধ পরিকর। যদিও তোমার জীবনের খুব বেশি সময় আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কি করবো বলো, ভিক্ষার চাল কাঁড়া না আকাঁড়া হবে তাতে ভিখারীর কোন হাত থাকে না।'

BanglaBook.org

একটা জাদুদণ্ড আবির্ভূত হল পিঙ্কের মুখের সামনে।

কত কত বছর ধরে সে ফ্লেচার নামটা ব্যবহার করে না! ওটাকে ত্যাগ করেছিল সেই দিন, যেদিন থেকে সে অপরাধের রাস্তা ছেড়ে ভালো সৎপথে হাঁটার চেষ্টা শুরু করেছিল। তারপর সে এই কাজটা পাবার জন্য চেষ্টা করে। জাদু মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ একটি কাজ ছিল এটি। ব্যাপারটা একটা দারুণ রকমের প্রাপ্তি, যেটা ছাড়েনি সে। অর্ডারে ওর পুরোনো বন্ধুরা অবশ্য এটা ভালো চোখে দেখেনি। তবে তাদের বেশিরভাগই আজ আর বেঁচে নেই। ওর আসল নামটা আর কেউ জানেই না, এটা এতদিনে একটা বিশ্বাসের মতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওটা একটা ভাবনাই ছিল মাত্র। আজ এরা তার প্রমাণ। ওকে ব্যবহার করে নিল নিজেদের প্রয়োজনে, কাজ শেষ, এবার ছুঁড়ে ফেলে দেবে আবর্জনার মত। এটাই ভবিতব্য ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে একটা।

কণ্ঠস্বর বললো, 'তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা মনে হয় আমি দিতে পারবো। তাছাড়া আজকের পর আর কেই বা সুযোগ পাবে তোমাকে কিছু বলার! তুমি এখানে এসেছিলে একটা ধনরত্ন ভরতি সিন্দুকের খোঁজে। কারণ তোমার ক্ষুদ্র মানসিকতা ওর থেকে বড় কিছু ভাবতেই পারেনি। আমাদের চাহিদা বিশাল, লক্ষ্য অনেক অনেক উঁচু মাত্রার। ধন্যবাদ তোমাদের। আমাদের লক্ষ্যপূরণের চাবিকাঠি এখন আমাদের হাতে এসে গেছে। সেই লক্ষ্যটা হল ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতার খানিক নমুনা তো তুমি নিজের চোখেই দেখলে। কি দেখলে বলো দেখি মি. ফ্লেচার? আমাদের হাতে শাসনের ক্ষমতা থাকার একটাই অর্থ, তোমাদের জগতের বিনাশ।

চরম অসহায়তায় আচ্ছন্ন হল মানডানগাস ফ্লেচার। বসে পড়ল সে হাঁটু গেড়ে। আরো একটা কমলা আলোর বিচ্ছুরন ওকে আঘাত করলো। শ্বাস রুদ্ধ করলো, ঢেকে দিল ওর জগতটাকে অন্ধকারের চাদরে। সে আঁকড়ে ধরল সেই অন্ধকারকে, স্বাগত জানাল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম অধ্যায়
কিংবদন্তীর ছত্রছায়া

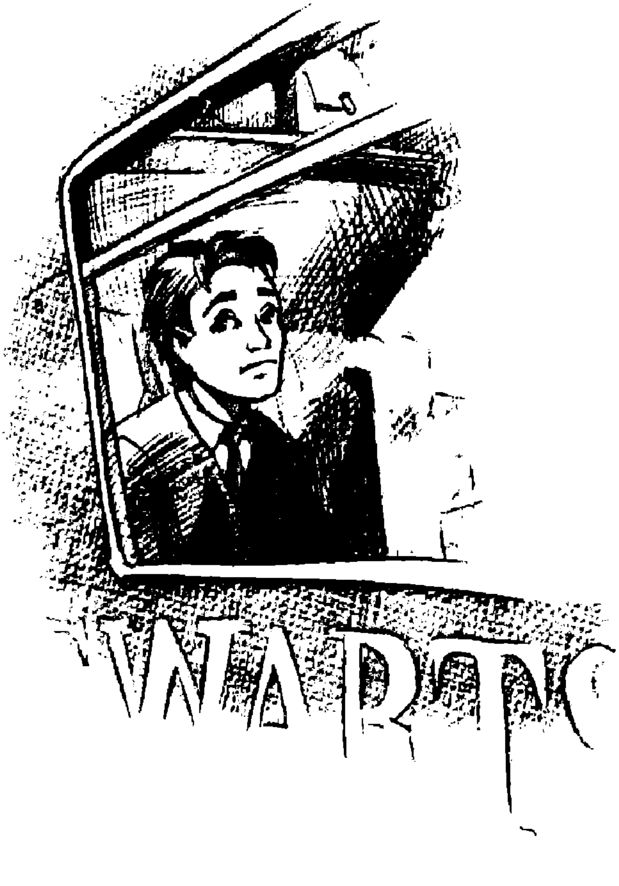

ট্রেনটার ভেতরে সরু পায়ে চলার পথ ধরে নির্বিকারভাবে এদিক ওদিকের কম্পার্টমেন্টগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে জেমস পটার। ভেতরে যারা বসে আছে তাদেরকেই দেখছে ও। যদি একটা আধটা চেনা কেউ জুটে যায় তাহলে এই যাত্রাটা মজা করে কাটানো যাবে। প্ল্যাটফর্মে ওর ভাই অ্যালবাসের সামনে নিজেকে মানসিক ভাবে দারুণ শক্তপোক্ত দেখানোর ভাব করেছে। ও চাইছিল না কেউ বুঝুক ও আসলে কতটা নার্ভাস হয়ে আছে। আঙ্কল রন বা জর্জের দেওয়া পুকিং প্যাস্টাইল খেলে যেমন হয় ঠিক সে রকমই গুরগুর করছে ওর পেটের ভেতরটা। যাত্রীবাহী ট্রেনটার একেবারে শেষের ফোল্ডিং দরজাটা খুলে সতর্কভাবে পা ফেলে পরের

BanglaBook.org

কামরাটায় প্রবেশ করলো সে। প্রথম কম্পার্টমেন্টটা মেয়েতে ভর্তি। একে অপরের সাথে অনর্গল বকবক করছে ওরা, যেন কতদিনের প্রাণের বন্ধু সব। কিন্তু সত্যিটা হল এদের বেশিরভাগই একে অপরকে কিছুক্ষণ আগেও চিনতো না। এদের মধ্যেই একটা মেয়ে মুখ ঘোরাতেই ওর সাথে চোখাচোখি হল। জেমস দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল। ভান করলো যেন জানালার ওপারে প্ল্যাটফর্মের ব্যস্ততা দেখছে সে। কোনো কারণ ছাড়াই ও লজ্জিত বোধ করলো, নিশ্চিত ওর গাল দুটো লাল হয়ে গেছে। দ্রুত এগিয়ে চললো সামনের দিকে। যদি কেবল রোজের বয়সটা আর এক বছর বেশি হতো, তাহলে সে-ও আজ ওর সাথেই যেত। রোজ ওর কাজিন এবং ওরা এক সাথেই বড় হয়েছে। একটা পারিবারিক চেনা মানুষের সঙ্গ ওকে অনেকটাই স্বস্তি দিতে পারতো এই সময়ে।

টেড আর ভিক্টরি অবশ্য এই ট্রেনেই কোথাও আছে। সপ্তম বর্ষের ছাত্র টেড মিশে গিয়েছিল ওর বন্ধুদের ঝাঁকে। ওখান থেকে ভেসে আসছিল গানের সুর। ভিড়ে ভর্তি কামরাটায় হারিয়ে যাওয়ার আগে এক ঝলক ওকে দেখতে পেয়েছিল জেমস। ভিক্টরি ওর থেকে পাঁচ বছরের বড়। জেমসকে বলেওছিল ওর কামরায় বসার জন্য। কিন্তু জেমস ওর সাথে ততটা ফ্রি হতে পারে না। যতটা রোজ এর সাথে পারে। তার ওপর আরো গোটাচারেক মেয়ের পিক্সি পাউডার ব্লাশেস আর হেয়ার কেয়ার চার্মস নিয়ে একঘেয়ে বকরবকর শুনতে শুনতে এই ট্রেন যাত্রাটা করার একফোঁটা ইচ্ছেও ওর মনে জাগেনি। মায়ের দিক থেকে খানিকটা ভিলার রক্ত বইছে ওর শরীরে, অচেনা অজানাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব করতে পারে সে। ভিলা হচ্ছে অর্ধ-মানবীয় জাদুকরী সম্প্রদায়। সাধারণত এরা প্রচণ্ড রমণীয় হয়। যে কারণেই জেমস ঠিক করে নেয় এই সফরটা ও একলাই যাবে। যদিও একাকীত্ব আর উৎকণ্ঠা ওকে ক্রমশ গ্রাস করছিল।

ওর এত উৎকণ্ঠার কারণ কিন্তু হগওয়ার্টসে যাওয়া নিয়ে নয়। এর জন্য ও অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করে আছে। অন্তত যেদিন থেকে ও বুঝেছে একজন জাদুকর হওয়ার মানেটা ঠিক কি। সেইদিন থেকে যেদিন ও মায়ের কাছে জানতে পেরেছিল, ওটা একটা গোপন স্কুল উইচ আর উইজার্ডদের ম্যাজিক শেখার জন্য। প্রথমবারের জন্য ওখানে গিয়ে কিছু শেখার আগ্রহ, ব্যাকপ্যাকে বয়ে বেড়ানো জাদুদণ্ডটাকে ব্যবহার করতে শেখার ইচ্ছে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সব সময়। তার চেয়েও বড় একটা স্বপ্ন ওকে উত্তেজিত করে দিত, আর সেটা হল হগওয়ার্টসের মাঠে কুইডিচ দেখা ও খেলা...নিজের জন্য একটা উড়ন্ত ঝাড়ু পাওয়া...দলের জন্য জানপ্রাণ লড়িয়ে দেওয়া... হয়তো এগুলোর জন্যই হয়তো...

আর তখনই একটা বিরাট ভয় ওর সব স্বপ্ন উত্তেজনাতে জল ঢেলে দিত। ওর বাবা ছিল গ্রিফিন্ডরের সিকার, হগওয়ার্টসের ইতিহাসে সবচেয়ে কনিষ্ঠতম। জেমসের প্রথম লক্ষ্য হবে ওই রেকর্ডটাকে ছোঁয়া। এটাই সবাই আশা করে ফেমাস হিরোর

BanglaBook.org

প্রথম সন্তানের কাছ থেকে। বারবার শোনা গল্পটা ওর মনে পড়ে। কি করে উড়ন্ত ঝাড়ুর ওপর থেকে ছোট্ট হ্যারি পটার প্রায় লাফ দিয়ে পড়ে যেতে যেতে প্রথম গোল্ডেন স্নিচটাকে পাকড়াও করেছিল। যদিও ওর বাবা ওটা কোনোদিনই ওকে শোনায়নি। গল্পটা করার সময় সবাই শেষটায় এসে হাসিতে ফেটে পড়ে সাধারণত। কারণ হ্যারি ওটাকে প্রায় গিলেই ফেলেছিল মুখ দিয়ে ধরার পর। বাবা যদি ঘটনাচক্রে ওই গল্পটার সময় ওখানে উপস্থিত থাকে তাহলে লজ্জা লজ্জা একটা হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে সে ওটা শুনে। চারবছর বয়স যখন জেমসের তখন ও সেই গোল্ডেন স্নিচটাকে একদিন খুঁজে পায় ডাইনিং রুমে একটা পুরনো জুতোর বাক্সের মধ্যে। মাম বলেছিল ওটা নাকি বাবাকে তখনকার হেডমাষ্টার উপহার দিয়েছিলেন। সোনালী বলের মত স্নিচটা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল পাতলা ধুলোর আস্তরণে। ছোট ছোট পাখনাগুলো আর কাজ করেনা। তবুও ওটা ছিল এত কাছ থেকে জেমসের দেখা প্রথম গোল্ডেন স্নিচ। ওজনটাও ছিল ওর ছোট্ট হাতের পক্ষে চমকে দেওয়ার মতই। জেমস সত্যিই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, *এই সেই বারংবার শোনা গল্পের বস্তু যেটাকে তার বাবা পাকড়াও করেছিল।* ওটাকে নিজের কাছে রাখতে পারে কিনা সেটা জানতে চেয়েছিল হ্যারির কাছে। আনন্দের সাথেই অনুমতি দিয়েছে সে। আর তারপর থেকে ওটার জায়গা হয়ে যায় ওর বিছানার মাথার দিকটায়, ওর খেলনা উড়ন্ত ঝাড়ুটার পাশেই। ও ভেবে নিয়েছিল বিছানার মাথার দিকটা ওর নিজস্ব কুইডিচের লকার। নিজের একান্ত কল্পনার জগতটায় একটা সবুজ কুইডিচ পিচে ও প্রচুর সময় কাটিয়ে দিয়েছে তারপর থেকে। ওর সামনে উড়ে যাচ্ছে সেই গল্পের গোল্ডেন স্নিচ...ও তাড়া করছে...একদম শেষ মুহূর্তে অবিশ্বাস্য একটা লাফ মেরে ওটাকে ও ধরে ফেললো...হাততালিতে ফেটে পড়লো উদগ্রীব জনতা।

কিন্তু কি হবে যদি জেমস স্নিচটাকে জেমস সত্যিই ধরতে না পারে, যেমনটা ওর বাবা পেরেছিল? কি হবে যদি ও উড়ন্ত ঝাড়ু সামলে ঠিকঠাক উড়তে না পারে? আঙ্কল রন অবশ্য বলেছিল, ঝাড়ুতে ওড়াটা পটারটদের রক্তে মিশে আছে। ঠিক যেমন একটা ড্রাগন প্রবৃতির বশে আগুন উগড়ে দেয়। কিন্তু জেমসের ক্ষেত্রে যদি সেটা ভুল প্রমানিত হয়? কী হবে যদি ও ধীরগতির হয় বা অগোছালো কিংবা যদি ও পড়ে যায় ওড়ার সময়? কি হবে যদি দলেই সুযোগ না পায়? প্রথম বর্ষের অন্য কারো জন্য সেটা অবশ্য মাঝারী মানের একটা ধাক্কা। এখন নিয়ম বদলেছে অবশ্য। প্রথম বর্ষীয়দেরও দলে নেয়া হয়। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক প্রথম বর্ষীয়ই সে সুযোগ নিতে পারে সাধারণত। কিন্তু জেমসের জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারা, তাও প্রথম ধাপেই। হ্যারিপটারের মতো মহান হওয়ার প্রথম ধাপেই বাদ পড়তে চায় না ও। কিন্তু কুইডিচের প্রথম ধাপটা না পার হতে পারলে ও সেই ছেলেটার সমান কী করে হবে যে বাসিলিস্ককে হারিয়েছিল। জিতেছিল ট্রাইউইজার্ড কাপ, একত্র করেছিল ডেথলি হ্যালোসগুলো এবং....শুভ সময়কে ফিরিয়ে আনার জন্য নিশ্চিহ্ন করে

দিয়েছিল অন্ধকারের আরোহী ভয়ানক উইজার্ড মোলডি ভোলোডিকে...?

ট্রেনটা নড়ে উঠলো, শোনা গেল লোহার ঘর্ষনের চিরপরিচিত শব্দ। বাইরে থেকে কন্ডাকটরের কণ্ঠ শোনা গেল, 'দরজা বন্ধ হচ্ছে।' জেমস এখনো সেই সরু পথটাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কিছু করার আগেই হেরে যাওয়ার অনুভূতিতে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে এক শীতল স্রোত বয়ে গেল। বাড়ির জন্য মনটা কেমন যেন করে উঠলো। চোখ দুটো ভরে উঠতে চাইছিল জলে।

জেমস পরের কম্পারটমেন্টটার দিকে তাকালো। ভেতরে দুটো ছেলে বসে আছে। চুপচাপ তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। যেখানে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার পৌণে দশ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পেছন দিকে। জেমস দ্রুত দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। জানালা দিয়ে তাকালো বাইরের দিকটায় যদি একবার ওর পরিবারের কাউকে দেখা যায়। অন্তত একবার। সকালের সূর্যালোক কাচে পড়ে ওর দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে। কাচের গায়ে দেখা যাচ্ছে ওরই প্রতিবিম্ব। কতশত মানুষ বাইরে; না তার মধ্যে ও কাউকেই দেখতে পেল না। তবুও খুঁজতে থাকলো। আঁতিপাতি করে। হ্যাঁ ওই তো, ওই তো ওরা। ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে যেখানে ওদের ও ছেড়ে এসেছিল। ওর প্রিয় সেই মানুষগুলো। একসাথে দাঁড়িয়ে। স্মিত হাসি মুখে। ওরা ওকে দেখতে পাচ্ছে না, যেহেতু ওরা জানেই না ও কোনখানে জায়গা পেয়েছে।

বিল আঙ্কল আর ফ্লেউর আন্টি বেশ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত হাত নাড়ছেন আর গুডবাই বলেই চলেছেন ভিক্টরিকে। বাবা ও মামের চোখেও খোঁজের ছায়া। ওরাও খুঁজছে জেমসকে। অ্যালবাস ধরে আছে বাবার হাত আর লিলি মামের। রক্তলাল রঙের দানব আকৃতির ইঞ্জিনটা গলগল করে উগড়ে চলেছে সাদা ধোঁয়া, হিসহিসে ধ্বনির সাথে বাড়ছে গতি। আর ঠিক সেই সময় মাম দেখতে পেল ওকে। ঝলমল করে উঠলো মুখটা। কিছু একটা বললো সে, সেটা শুনতে পেয়ে বাবা তাকালো। হাত নাড়লো হ্যারি। মুখে গর্বের হাসি। চোখটা একবার মুছে নিল মাম। জেমস হাসলো না, তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। মনের ভেতরটা কিছুটা হলেও বেশ হালকা লাগছে ওর। এগিয়ে চললো ট্রেন, পিছিয়ে গেল তারা, ওদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরাও। জেমস একভাবেই তাকিয়ে থাকলো যতক্ষু না সব কিছু প্ল্যাটফরমের দেওয়ালের পেছনে মিলিয়ে গেল। ব্যাকপ্যাকটা নিচে নামিয়ে ধপ করে সিটে বসলো জেমস। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর ভেতর থেকে।

অনেকটা সময় নিস্তব্ধে কাটালো জেমস। জানালা দিয়ে দেখতে লাগলো লন্ডন শহরের আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাওয়া। শহর ছেড়ে শহরতলী, সেখান থেকে শিল্পকারখানা অঞ্চল। সব জায়গাতেই সকালের উজ্জ্বল আলোয় মানুষের ব্যস্ত জীবনের চলমান ছবি। ও ভাবার চেষ্টা করলো, যেটা ও প্রায়ই করে, ম্যাজিকের সংসর্গবিহীন একজন মানুষের জীবনটা ঠিক কেমন? ঈর্ষাও হচ্ছিল ম্যাজিকহীন শাসনহীন স্কুল বা কাজকর্মের কথা ভেবে। (যেটা সঠিক ভাবনা নয় হয়তো।)

BanglaBook.org

কামরার বাকিদুটি ছেলের দিকে এবার ও নজর দিল। একজন বসে আছে ওর দিকেরই একটা সিটে, দরজার কাছে। বেশ বড়সড় শরীর, চৌকো মুখ, চুল ছোট করে কাটা। মনোযোগ দিয়ে দেখছে কিছু একটা। *এলিমেন্টাল ম্যাজিকঃ হোয়াট টু ডো ফর দি নিউ উইচ অ্যান্ড উইজার্ড* নামের একটা ছবিওয়ালা বুকলেট। প্ল্যাটফর্মের একটা ছোট্ট স্টলে ওগুলো বিক্রি হচ্ছিল। ছেলেটি বইটার পাতা উল্টানোর সময়ে জেমস দেখতে পেল কভারে একটা সুন্দর দেখতে অল্পবয়সী উইজার্ডের চলমান চিত্র। সে পাশে রাখা ট্রাংক থেকে একের পর এক জিনিস বের করেই চলেছে। এই মাত্র একটা গাছ বের করলো ছবির ছেলেটা। যার ডালে ডালে ফলের বদলে ঝুলছে চিজবার্গার।

এবার জেমস তাকালো দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে। সে ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল হাসিমুখে।

হঠাৎ ছেলেটা বললো, 'আমি একটা বিড়াল এনেছি আমার সাথে।'

জেমস দেখলো ছেলেটির পাশেই জালের ছোট্ট গেট লাগানো একটা বাক্স রাখা আছে। ভেতরে একটা কালো সাদা রঙের বিড়াল একমনে থাবা পরিষ্কারে ব্যস্ত। 'তোমার নিশ্চয় বিড়ালে অ্যালার্জি নেই?'

'নাহ,' উত্তর দিল জেমস, 'আমার মনে হয় না। আমাদের নিজেদের একটা কুকুর আছে আর হারমাইওনি আন্টির একটা বিড়ালের লোমের বিরাট কার্পেট আছে। কোনোদিন কিছু হয়নি আমার।'

'যাক ভালোই হলো তাহলে,' ছেলেটি খুশিই হলো। জেমস বেশ মজা পাচ্ছিল ছেলেটির আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলা শুনে। 'আমার মা বাবা দুজনেরই বিড়ালে অ্যালার্জি। যে কারণে ইচ্ছে থাকলেও কোনোদিন বিড়াল পুষতে পারিনি। এখানে দেখলাম কোনো একটা প্রাণী নিয়ে যাবার সুযোগ আছে। জানালাম বিড়াল নেওয়া যাবে, সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। ওর নাম থাম্বস। জানো ওর প্রত্যেক পায়ে একটা করে আঙুল বেশি আছে। আমি জানি এটা কোন ম্যাজিক নয় কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং কি বলো? তুমি কী এনেছ?'

'একটা প্যাঁচা। আমাদের পরিবারে ও অনেকদিন ধরে আছে। একটা বেশ বড় আর বুড়ো লক্ষ্মী প্যাঁচা। যদিও আমি একটা ব্যাঙ আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাবা বললো একটা প্যাঁচা দিয়েই প্রথম বছরটা শুরু করা ভালো। উনি বলেছেন প্রথম বছরে জীবজন্তু তেমন কাজে লাগে না। অবশ্য আমার মনে হয় ওনার প্রথম বছরে প্যাঁচা ছিল তাই চেয়েছেন আমিও তা-ই নিই।'

ছেলেটি হাসলো, 'ও! তার মানে তোমার ড্যাড একজন উইজার্ড? আমার বাবা অবশ্য একজন সাধারণ মানুষ। মা-ও তাই। আমিই প্রথম এমনটা হতে চলেছি। গত বছরেই আমরা জাদু জগতের কথা প্রথম জানতে পারি। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না! আমার কাছে ম্যাজিক মানে ছিল জন্মদিনের পার্টিগুলোতে হয় সেইসব ব্যাপার।

BanglaBoi.org

একজন কালো লম্বা টুপি পড়া মানুষ যিনি তোমার কান থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে ডলার জাতীয় কিছুর আবির্ভাব ঘটিয়ে দেখাবেন। ওয়াও! তুমি প্রথম থেকেই জানতে তাই না, যে তুমি একজন উইজার্ড?'

'হ্যাঁ তা বলতে পারো। ক্রিসমাসের দিন যদি দ্যাখো যে তোমার নানানানু ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন, তাহলে তুমি তো জানতে চাইবেই ব্যাপারটা কী, তাই না?' কথাগুলো বলতে বলতে জেমস লক্ষ্য করলো ছেলেটার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'অবশ্য এসব ব্যাপার এখন আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর অবাক হইনা।'

ছেলেটি শিস দিয়ে উঠলো। বললো, 'দারুণ একটা ব্যাপার যাই বলো। তুমি খুব ভাগ্যবান। আরে আমার নামটাই তো বলা হয় নি। আমার নাম জেইন ওয়াকার। আমার উচ্চারণ শুনে হয়তো বুঝে গেছ যে আমি স্টেটস থেকে এসেছি। আমার বাবা অবশ্য অনেক দিন ধরেই ইংল্যান্ডে কর্মরত। সিনেমা জগতের সাথে যুক্ত। শুনতে যতটা চমকদার, আসলে তেমন কিছু নয় যদিও। সামনের বছর বোধহয় আমাকে আমেরিকার উইজার্ডিং স্কুলে ফিরে যেতে হবে। এ বছরটা আপাতত হগওয়ার্টসেই আছি আমি। আমার কাছে ব্যাপারটা দারুণই বটে। যদি না ওরা আমায় কিডনী বা মাছ জাতীয় কিছু ব্রেকফাস্টে খেতে দেয়। আমি তাহলে সব উগড়ে দেব। যাই হোক তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' গড়গড় করে এতসব কথা বলে থামলো ছেলেটা। এরপর উঠে এসে জেমসের সাথে হ্যান্ডশেক করলো। জেমস আর একটু হলেই হো হো করে হেসে ফেলেছিল ছেলেটির প্রাণহীন যান্ত্রিক আচরণ দেখে। যদিও করমর্দনটা স্মিত হেসেই করলো। বললো, 'আমার নাম পটার। জেমস পটার।'

জেইন খাড়া হয়ে বসলো। জেমসকে দেখলো কৌতূহলী চোখে। 'পটার। জেমস পটার।' বিড় বিড় করে বললো নামটা। জেমস পারিবারিক গর্বের একটা ছোঁয়া অনুভব করলো প্রানে মনে। ওকে যে সবাই চেনে এটা ও উপভোগ করে যথেষ্টই যদিও ভান করে এটা ওর একদমই পছন্দ নয়। জেইন এবার চোখ কুঁচকে মিচকি হেসে বললো, 'কিউ কোথায়? ডাবল ও সেভেন?'

জেমস ধরতে পারল না কথাটা। হতভম্বের মত বললো, 'মানে?'

'মানে আবার কি? ওহ বুঝলাম এবার, সরি!' জেইনের মুখে আশ্চর্যের ছাপ পড়লো। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি জেমস বন্ড এর অনুকরণ করছো। ওর মত করে উচ্চারণ করে বলাটা খানিকটা কঠিনই।'

'জেমস কে?' জেমস বিভ্রান্ত স্বরে জানতে চাইলো। আলোচনা ওর একদম মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। 'তাছাড়া উচ্চারণ মানে? আমি ভেবেছিলাম এখানে বরং তোমার উচ্চারণ খানিক ভিন্ন?'

'তোমার পদবী পটার?' প্রশ্নটা এলো তৃতীয় ছেলেটার কাছ থেকে। হাতে ধরা বুকলেটটা একটু নামিয়েছে।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। জেমস পটার।'

'পটার!' জেইন এক অদ্ভুত ধরনের উচ্চারণে বললো। 'জেমস পটার!' তারপর নিজের হাতের মুঠোটা মুখের সামনে এনে তর্জনীটা সিলিং এর দিকে পিস্তলের ভঙ্গিমায় রাখলো।

জেইনকে পাত্তা না দিয়ে বড়সড় ছেলেটা বললো, 'তুমি কি এই হ্যারি পটার ছেলেটির সাথে কোণোভাবে সম্পর্কিত? এক্ষুণি আমি ওর বিষয়ে পড়ছিলাম "ব্রিফ হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ড" লেখাটায়। যা মনে হল ছেলেটা এক বিরাট কিছু।'

জেমস হেসে বললো, 'সে আর ছোট ছেলেটি নেই। সে আমার বাবা। রোজ সকালে বক্সার পরে তাকে হুইটাবিক্স খেতে দেখলে তোমার মোটেই ওকে বিরাট কিছু ব্যাপার বলে মনে হবে না।' যদিও কথাটা পুরো সত্যি নয়। তবুও বিখ্যাত হ্যারি পটারকে সাধারণ অবস্থায় দেখার গল্প বললে সকলে বেশ স্বস্তিবোধ করে। আড়ষ্টতাটা চলে যায় তার সাথে কথা বল্বার সময়। স্বাস্থ্যবান ছেলেটি ভুরু কপালে তুলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'ওয়াও! দারুণ। এখানে লেখা আছে তিনি এখনো অবধি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শয়তান জাদুকরটাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। কি যেন নামটা ছিল...উমম...' বইটায় মুখ গুঁজে পাতা উল্টাতে থাকলো সে। 'এখানেই কোথায় যেন দেখলাম। ভোল্ডা-না-কী-যেন।'

'হ্যাঁ। ওটা সত্যি। কিন্তু এখন সে কেবলমাত্র আমার বাবা। ওসব অনেক পুরোনো ঘটনা।' জেমস বললো।

ইতিমধ্যে ছেলেটি নজর দিয়েছে জেইনের দিকে।

'তুমিও মাগল-বর্ন?'

প্রশ্নটা শুনে জেইন থতমত খেয়ে গেল । 'হোয়াট! আমি কী?'

'তোমার বাবা মা উইজার্ড বা উইচ নন নিশ্চয়ই। যেমন আমার বাবা মা-ও নন।' ছেলেটি বেশ গম্ভীর ভাবে জানালো। 'আমি জাদু জগতের ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি। আমার বাবা বলেছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিকভাবে। তিনি একজন মাগল, কিন্তু *হগওয়ার্টস: আ হিস্ট্রি* উনি গুলে খেয়েছেন। আসার সময় তিনি আমাকে রীতিমতো পড়া ধরার মতো করে প্রশ্ন করেছেন নানান বিষয়ে।এখন তোমরাও চাইলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। যেকোনোকিছু।' জেইন আর জেমসের দিকে পালা করে তাকালো সে।

জেমস তাকালো জেইনের দিকে। জেইন মাথা নাড়িয়ে প্রশ্ন করলো, '৪৩ কে ৭ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?'

তৃতীয় ছেলেটি চোখ পাকিয়ে সিট চাপড়ে বললো, 'ওসব না। হগওয়ার্টস এবং জাদুজগত নিয়ে প্রশ্ন করো।'

'আমি একটা নতুন জাদুদণ্ড এনেছি,' ছেলেটির কথা এড়িয়ে বললো জেইন। ঘুরে বসে নিজের ব্যাকপ্যাক হাতড়াতে লাগলো সে। 'এটা বার্চ কাঠের তৈরি। সাথে

BanglaBook.org

ইউনিকর্নের লেজ না কী যেন আছে। একে ব্যবহারের সুযোগ হয়নি এখনো। খুব একটা চেষ্টাও করিনি বলতে পারো।’ ঘুরে তাকিয়ে হলুদ কাপড়ে মোড়ানো দণ্ডটা ওপরে তুলে নাড়ালো ও।

বড়সড় ছেলেটা এবার বললো, ‘আমার নাম র‍্যালফ। র‍্যালফ ডিডল। আমিও গত পরশুদিন আমার জাদুদণ্ডটা হাতে পেয়েছি। ওটা উইলো কাঠের তৈরি। সাথে আছে হিমালয়ান ইয়েতি পশমের কোর।’

জেমস অবাক হয়ে বললো, ‘কি আছে?’

‘হিমালয়ান ইয়েতি পশমের কোর। খুবই দুস্প্রাপ্য, যিনি এটা বিক্রি করেছেন তিনিই বলেছেন। কুড়ি গ্যালিয়ন গেছে বাবার পকেট থেকে এর জন্য। যার মানে বেশ পরিমাণ ভালো অর্থ বলেই আমার মনে হয়।’ জেইন আর জেমসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘কী হলো তোমাদের?’

ভুরু কপালে তুলে জেমস জানালো, ‘আসলে আমি কোনোদিন হিমালয়ান ইয়েতির ব্যাপারে শুনিনি।’

র‍্যালফ সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো। ‘ওহ, তাই বুঝি। ঠিক আছে। কিছু মানুষ ওদের বলে অ্যাবোমিনেবল স্নোমেন। আমিও ভাবতাম ওরা কল্পনার প্রাণী। কিন্তু এই জন্মদিনে আমি জানতে পারলাম আমি একজন উইজার্ড। আর মজার ব্যাপার হলো আমি জাদুকরদেরকেও কল্পনার জগতের জিনিস বলেই মনে করতাম! আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারছি যে সব জিনিসকে আমি এতদিন আজগুবী ভেবে এসেছি, সবকিছু সত্যিতে পরিণত হচ্ছে।’ বলেই আবার বুকলেটটা তুলে নিল আর পাতা উল্টাতে থাকলো, ভুলেই গেল যেন বাকি দুজনকে।

‘কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করতে পারি? খুব কৌতুহল হচ্ছে’, জেমস বললো। ‘জানতে চাইছি যে তুমি কোথা থেকে তোমার জাদুদণ্ডটা কিনেছ?’

র‍্যালফ হাসলো। ‘হুম, এবার আমরা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটার মুখোমুখি হলাম মনে হচ্ছে, তাই না? মানে, আমি যেখান থেকে এসেছি, মানে সেই সারেতে তো আর যেখানে সেখানে জাদুদণ্ড বিক্রেতাদের দেখা মেলে না। সে জন্যই আমরা এই শহরে একটু আগেভাগেই এসেছিলাম। খুঁজে নিয়েছিলাম ডায়াগন অ্যালি কোথায়। কোনো সমস্যাই হয়নি! ওখানে একটা লোক বসেছিল রাস্তার কোনায় একটা ছোট্ট বুথে।’

জেইনের চোখে মুখে আগ্রহের বন্যা।

‘একটা ছোট্ট বুথে’, জেমস বিড় বিড় করলো।

‘হ্যাঁ! একদম, যদিও খোলাখুলি কোন জাদুদণ্ড ওর সামনে ছিল না। লোকটা ম্যাপ বিক্রি করছিল। বাবা একটা কিনলো আর জানতে চাইলো কি করে সেরা জাদুদণ্ড বানানেওয়ালার কাছে যাওয়া যায়। আমার বাবা সিকিউরিটি সফটওয়ার বানান। কমপিউটারের জন্য। বলিনি বোধহয়? যাইহোক, উনি খোঁজ করলেন সবচেয়ে সেরাটা পাওয়ার জন্য। আর জানা গেল ম্যাপবিক্রেতাই সেই সেরা মানুষ। সামান্য

BanglaBook.org

কিছু বানান বছরে। আর সেগুলো বিক্রি করেন কেবলমাত্র তাদেরই যারা সেরাটাই খোঁজেন। আর আমার বাবা ওর কাছে থাকা সেরাটাই কিনলেন ।'

জেমস চেষ্টা করছে মুখটা স্বাভাবিক রাখার। 'ওর কাছে থাকা সেরাটা', পুনরাবৃত্তি করলো।

'ইয়া,' র‍্যালফ সম্মতি জানালো এবং নিজের ব্যাকপ্যাকের ভেতর থেকে বের করে আনলো রোলিং পিন এর মাপের কিছু একটা। ব্রাউন পেপার দিয়ে মোড়ানো।

'এ-ই সে জিনিস যাতে ইয়েতি কোর আছে', জেমস বললো।

র‍্যালফ জেমসের দিকে তাকালো, অর্ধেকটা খোলা হয়েছিল বাদামী মোড়ক। 'ব্যাপারটা শুনতে খুবই উদ্ভট শোনায়, তাই না?' একটু হতাশভাবেই বললো। 'ধ্যাত্তেরি।'

মোড়কটা খুলতেই ওটা দেখা গেল। ১৮ ইঞ্চি লম্বা প্রায় ঝাড়ুলাঠির মতো মোটা। আগার দিকটা আস্তে আস্তে ভোঁতা শঙ্কু আকৃতি নিয়েছে। সাথে হলদেটে সবুজাভ রঙ করা। ওরা সবাই কিছুক্ষণ ওটা দেখলো। কিছুক্ষণবাদে র‍্যালফ জেমসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার কি মনে হচ্ছে এটা জাদুকরী কিছু করার মতো নয়?'

জেমস ঘাড় কাত করে বললো, 'আমার তো মনে হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার মারতে বরং এটি ভালো দেবে?'

'সত্যি?' র‍্যালফ এর মুখটা চকচক করে উঠলো।

জেইন কামরার দরজার দিকে আঙুল তুলে বললো, 'ওয়াও! কত রকম খাবার! জেমস, তোমার কাছে কি ওই সব বিদঘুটে জাদু অর্থ আছে? আমার খুব খিদে পেয়েছে?'

বৃদ্ধা উইচটি খাবারের চলমান দোকানটি সহ দরজা দিয়ে উঁকি মারলো। 'কেউ কি কিছু নেবে বাছারা?'

জেইন লাফিয়ে উঠে আগ্রহ নিয়ে মহিলাটির সাজপোশাক দেখতে থাকলো। তারপর জেমসের দিকে ঘুরে বললো, 'কাম অন পটার, এটাই সুযোগ আমাদের মত মাগলদের সম্মান জানানোর একজন ছোট্ট উইজার্ড এর মহানুভবতা দিয়ে। আমার কাছে কেবলমাত্র একটা আমেরিকান ১০ ডলারের নোট আছে।' ফিরে তাকিয়ে উইচটাকে বললো। 'আপনি তো বোধ হয় আমেরিকান সবুজ কাগজ নেবেন না, তাই না?'

চোখ পিট পিট করে তিনি বললেন, 'আমেরিকান সবুজ...ঠিক বুঝলাম না বাছা?'

'ধ্যাত! নেবে না', জেইন বললো জেমসের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে।

জেমস নিজের জিন্সের পকেট হাতড়াতে থাকলো মেয়েটির ছটফটানি দেখে। 'জাদুর অর্থ মোটেই খেলা করার অর্থ নয়, বুঝেছো,' গম্ভীরভাবে বললেও মুখে হাসি ছিল জেমসের।

র‍্যালফ বুকলেট থেকে মুখ তুলে বললো, 'ধ্যাত বলা কী ওর অভ্যেস নাকি?'

BanglaBook.org

জেইন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ও হো হো! দ্যাখো দ্যাখো! কলড্রন কেক! আর লিকোরিস ওয়ান্ডস! যষ্টিমধুর জাদুদণ্ড। তোমরা জাদুকররা সত্যিই জানো কিভাবে রূপক ব্যবহার করতে হয়। মানে আমরা জাদুকররা আরকি। হাহ!'

জেমস দাম মিটিয়ে দিতে জেইন ফিরে গেল নিজের জায়গায়। খুললো একটা লিকোরিস ওয়ান্ডের বাক্স। সুন্দর করে রঙিন জাদুদণ্ডগুলো সাজিয়ে রাখা আছে ভেতরে। জেইন লালরঙের একটা তুলে নিয়ে র‍্যালফের দিকে তাক করলো। একটা পপ শব্দের সাথে একগুচ্ছ বেগুনী ছোট ছোট ফুল ছড়িয়ে পড়লো র‍্যালফের টিশার্টের ওপর র‍্যালফ তাকালো ওগুলোর দিকে।

'দারুণ ব্যাপার, নিজের জাদুদণ্ড তো তাও এখনো ব্যবহারই করিনি,' জেইন বললো লাল ওয়ান্ডটার পেছনে কামড় বসিয়ে।

জেমস সহসাই বুঝতে পারলো এবং বেশ খুশি হল যে ওর নার্ভাস ভাবটা কেটে গেছে, অন্তত অতটা আর নেই। নিজের চকলেট ফ্রগ এর বাক্সটা খুললো এবার, এবং অতি দক্ষতায় ওটাকে পাকড়াও করলো শূন্য থেকে। কারণ বাক্স খোলামাত্র ওটা লাফ মেরেছিল, প্রথম গ্রাসে ওর মাথাটাই খেলো জেমস। এবার বাক্সটার নিচের দিকে তাকাতেই ও দেখতে পেল ওর বাবা ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। "হ্যারি পটার, দ্য বয় হু লিভড" লেখাটা কার্ডটার ওপর দিয়ে ঘুরে চলেছে। চকোলেট ফ্রগের সাথে এ ধরণের কার্ড পাওয়া যায়। জাদু জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়েই বানানো হয় সাধারণত ওগুলো। অন্যান্য জাদুকরী ছবির মতো কার্ডের ছবিও নড়াচড়া করে। ও কার্ডটা চকোলেট ফ্রগের বাক্সটা থেকে বের করে নিয়ে র‍্যালফকে দিল।

'এই নাও। একটা ছোট্ট জিনিস আমার নতুন মাগলজাতক বন্ধুর জন্য।' র‍্যালফ নিলো ওটা। ঠিকঠাক শুনলো কিনা সন্দেহ আছে কারণ ও ব্যস্ত ছিল সেই বেগুনী ফুলগুলো চিবানোর কাজে। 'আমি সঠিক বলতে পারবো না, তবে মনে হচ্ছে এগুলো তৈরি হয়েছে ডিমের সাদা অংশের সাথে চিনি মিশিয়ে।'

***

প্রাথমিক উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার রেশ কাটার পর বাকি ট্রেন যাত্রাটা মোটামুটি একঘেয়ে একটা ব্যাপারে পরিণত হল। জেমস বেশ বুঝতে পারলো নতুন বন্ধুদের কাছে ওর ভূমিকাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা জাদুজগতের গাইডের মতো। অথবা বোকার মত ওদের বকবকানি শোনার শ্রোতা, যেখানে ওদের আলোচনা মাগলদের জীবনযাত্রা ও ভাবনার সাথেই যুক্ত। ও অবাক হলো এটা জেনে যে ওরা জীবনের একটা বিরাট সময় ব্যয় করে কেবল মাত্র টেলিভিশন দেখে, আর তা না হলে ওতেই বন্ধুদের সাথে ড্রাইভিং বা অ্যাডভেঞ্চার গেম খেলে। জেমস টেলিভিশন এবং ভিডিও গেমের বিষয়ে জানে। তার বেশিরভাগ বন্ধুই যেহেতু জাদুকর। তাই তার ধারণা ছিল মাগলরা টেলিভিশন বা গেম নিয়ে তখনই পড়ে থাকে যখন তার চাইতে ভালো কিছু

BanglaBoi.org

করবার থাকে না। ও যখন র‍্যালফকে জিজ্ঞাসা করলো, আসল মাঠে গিয়ে না খেলে কেন ওরা ভিডিও গেম খেলে। র‍্যালফ চোখ পাকিয়ে হতাশাজনক একটা শব্দ করল। এরপর সাহায্যের জন্য তাকালো জেইনের দিকে। জেইন জেমসের পিঠ চাপড়ে বললো. 'জেমস. এসব মাগলদের ব্যাপার। ও তোমার মাথায় ঢুকবে না।'

জেমস যতটা পেরেছে ওদের জানিয়ে দিয়েছে জাদুস্কুল ও জাদুজগত সম্পর্কে। জানিয়েছে স্কুলের দুর্গটার ক্রমপরিবর্তনীয় স্বভাবের কথা। একে কোনো ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদি না জানা থাকে এর অবস্থানটা ঠিক কোথায়। বাবা আর মামের কাছে যেমনটা শুনেছিল স্কুল হাউজ এবং হাউজ পয়েন্টস বিষয়ে, সেটাও যথাসম্ভব বলেছে। চেষ্টা করেছে, যতটা ওর পক্ষে সম্ভব ততটা সোজা করে কুইডিচ বিষয়ে বোঝাতে। যদিও ওটা ওদের আরো দ্বিধান্বিত করে দিয়েছে, কোন উৎসাহই দেখা যায়নি ওদের দিক থেকে। জেইনের আবার ধারণা ছিল কেবল মাত্র উইচরাই উড়ন্ত ঝাড়ু ব্যবহার করতে পারে। *উইজার্ড অফ দ্য ওজ* নামের সিনেমা দেখে ও এটা ভেবে নিয়েছে। জেমস জানাল উড়ন্ত ঝাড়ু মোটেই মেয়েলি কিছু নয়, ওটা উইচ ও উইজার্ড উভয়েই ব্যবহার করে। জেইন এটাও বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে সব উইচদের গায়ের রঙ সবুজ হয় এবং নাকে নাকি বড় আঁচিল থাকে।

জানালার বাইরে আকাশের রঙ ফ্যাকাশে বেগুনী হয়ে সন্ধে হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। গাছগুলো ক্রমশ পরিণত হচ্ছে আলোর সামনে কালো অবয়বের মতো। ঠিক তখনই ওদের কম্পার্টমেন্টের দরজায় এসে দাঁড়ালো সুন্দর করে ছাঁটা ব্লন্ড চুলের একটি লম্বা ছেলে। বয়সে ওদের চেয়ে বড় হবে। ভেতরে এসে জানালো, 'হগসমিড স্টেশন আসছে, তোমাদেরকে এবার স্কুলের ড্রেসটা পরতে হবে।'

জেইন ভুরু কুঁচকে ছেলেটার দিকে তাকালো। জানতে চাইলো, 'সত্যিই পরতে হবে নাকি? তুমি ঠিক জানো তো? আর ইউ কোয়াইট শিওর? এখন তো সন্ধে সাতটা বাজে। শুনে ছেলেটার মুখে একটা হালকা ক্ষোভের ছায়া পড়লো।

'আমার নাম স্টিভেন মেজকার। পঞ্চমবর্ষ। প্রিফেক্ট। আর তুমি?'

জেইন লাফিয়ে উঠে সেই হাস্যকর যান্ত্রিক ভঙ্গিমায় ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ওয়াকার। জেইন ওয়াকার। মি. প্রিফেক্ট আপনার সাথে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।'

স্টিভেন খানিকক্ষণ বাড়ানো হাতটা দেখলো। তারপর কি ভাবলো কে জানে. হ্যান্ডশেকটা করেই নিল। তারপর উচ্চস্বরে, যেটা ও সব কম্পারটমেন্টেই করেছে, বললো, 'স্কুল গ্রাউন্ডের গ্রেটহলে তোমাদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুলড্রেস পড়া ওখানে বাধ্যতামূলক। আশা করছি মি. ওয়াকার বুঝতে পেরেছেন কারণটা?' শেষ বাক্যটা বললো জেইনের দিকে হাত তুলে। 'বুঝতে পারছি ডিনার করার জন্য পোশাক পরাটা একটা নতুন ধরনের ব্যাপার তোমাদের কাছে। তবে এসব ব্যাপারে তোমরা দ্রুতই অভ্যস্ত হয়ে যাবে।' জেমসের দিকে তাকিয়ে চকিতে একবার চোখ টিপে চলে গেল দরজার দিকে।

BanglaBook.org

'আমি তো অভ্যস্ত হব নিশ্চিতভাবেই,' জেইন বললো উল্লাসের ধ্বনিতে।

জেমস ওদের স্কুল ড্রেসটা পরতে সাহায্য করলো। র‍্যালফ উলটো দিকে পরল ড্রেস। জেমসের ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, এই প্রথম যেন একজন অল্পবয়সী ধর্ম প্রচারক ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জেইন আবার ইচ্ছে করেই পুরো পোশাকটা উল্টো করে পড়েছিল এবং বোঝানোর চেষ্টা করছিল এটাই সঠিক স্টাইল। জেমস বোঝালো যে এরকমভাবে পড়াটা স্কুল ও শিক্ষকদের প্রতি অবমাননা বলে বিবেচিত হবে।

জেমস ভালো করে বারবার ওদের বুঝিয়ে দিল পৌঁছানোর পর কি কি ঘটবে। হগসমিড স্টেশন সম্বন্ধে ওর ভালো করেই জানা ছিল, বেশ কয়েকবার ছোটবেলায় এসেছেও। অবশ্য এখন আর স্মৃতিগুলো মনে নেই। তবুও জানতো ওদের নিয়ে যাওয়া হবে লেকের ওপর দিয়ে, ছোট নৌকায় করে। আর দুর্গটার তো প্রচুর ছবি দেখে দেখে ওটা প্রায় মুখস্তই হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বুঝতে পারলো স্থানটির বিশালত্ব ও শান্তমগ্নতার ভাবটা ওর ভাবনার চেয়েও বিরাট মাপের। ছোট্ট নৌকাগুলো জলের ওপর ইংরেজি ভি আকৃতির স্রোত এঁকে লেকটার ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জেমস অবাক চোখে দেখার সাথে সাথে ভাবতে চেষ্টা করছে সে ছেলেমেয়েদের মনের অবস্থা, যারা এখানে কী দেখতে পাবে তার কেনোরকম চিন্তা ছাড়াই এসেছে। পাথুরে পাহাড়ের ওপরে দুর্গের ক্রমাগত প্রতিভাত হতে থাকা ওকে বিস্ময়াহত করে দিচ্ছে। ওটার প্রত্যেকটি গম্বুজ সমগ্র দুর্গপ্রাকার এর নির্মাণ নৈপুণ্য আলোকিত হয়ে ছিল একদিক থেকে ঘনিয়ে আসা রাত্রির নীলাভ আলোয়। আর অন্য দিকটা অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভায়। বিন্দু বিন্দু জানালার এক ছায়াপথ গোটা দুর্গের গা'টাকে চাদরের মত ছেয়ে রেখেছে যেন। যেখান থেকে এক উষ্ণ হলুদ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে সূর্যের আলো যেন কুচি কুচি হয়ে ছড়িয়ে আছে। সমগ্র দৃশ্যটির প্রতিফলন সব কিছু ভেদ করে পৌঁছে যাচ্ছিল লেকটির কোন অতলতলে। আর এই অতিনাটকীয়তা জেমসকে দিচ্ছে এক সামগ্রিক স্বস্তির অনুভূতি

নতুন চেনা পরিচয় হওয়া ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এক নৌকা থেকে ওপর নৌকার উদ্দেশ্যে হাঁক ডাক। এমন সময় জেমসের নজরে এলো এমন একটি বিষয় যা ও এই পরিস্থিতিতে খুব একটা আশা করেনি । আর একটা নৌকা লেকের জলে। এই নৌকাগুলোর মত ওতে কোন লণ্ঠন জ্বলছে না। ওটা দুর্গের দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে না। হগওয়ার্টসের আলোর থেকে নিজেকে লুকিয়ে ওটা দাঁড়িয়ে আছে, মাপেও বড় নৌকাটা ওদেরগুলোর তুলনায়। তা সত্ত্বেও লেকের ছায়ায় নিজেকে অপ্রকাশ রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছোটও বটে। একটাই অবয়ব ওটার ওপর, লম্বা এবং রোগা, ঠিক যেন একটা মাকড়সা। জেমসের মনে হল অবয়বটা একটি মহিলার। বিষয়টাকে পাত্তা না দেওয়ার জন্য যেই ও অন্যদিকে তাকাতে যাবে, অবয়বটা ওর দিকেই তাকালো। ওর কৌতূহল লক্ষ্য করেই বোধহয়। আবছা আলোয় অনিশ্চিত

BanglaBoi.org

ওদের চোখে চোখ মিলল, একটা শীতল শিহরন অজান্তেই ছেয়ে গেল ওর মনে। নিশ্চিত হল ওটা একটা মহিলাই। গায়ের রঙ ময়লা, কঠোর হাড় সর্বস্ব মুখাবয়ব, উঁচু গণ্ডদেশ, সরু থুতনি। প্রায় সব চুলটাই ঢেকে রেখেছে মাথায় বাঁধা স্কার্ফটা দিয়ে। মুখের ভাবে রাগও নেই ভয়ও নেই। আসলে মুখটাতে সত্যি বলতে কোন ভাবের ছোঁয়াই নেই। সহসাই জেমসকে হতভম্ব করে দিয়ে নৌকা সমেত অবয়বটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বার দুয়েক চোখের পলক ফেলতেই জেমস বুঝল, না অদৃশ্য হয়নি। জলজ গাছের ঝোপের আড়ালে চলে গিয়েছে। জেমস মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে হাসল। মনে মনে ভাবলো, একেবারে প্রথমবর্ষের মতোই বিস্ময়াভূত মানসিকতা তার। তারপর আবার মন দিল এগিয়ে আসা গন্তব্যের ভাবনায়।

প্রথম বর্ষীয়দের দংগলটা বকবক করতে করতে ঢুকে পড়লো মূল চত্বরে। জেমসও সেই দলটার মধ্যে আটকে গিয়ে খানিকটা অবচেতন ভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পৌঁছে গেল এক আলোকিত বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মি. ফিলচ। তার চুলের স্টাইল, গোমড়া মুখ আর ওর সঙ্গি হাতের ওপর থাকা বিড়াল মিসেস নরিসকে দেখেই জেমস তাকে চিনতে পারলো। এবার সামনে এলো সেই মন্ত্রপূত সিঁড়ি। এখনো একইভাবে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে জায়গা বদল করে চলেছে প্রথম বর্ষীয়দের আনন্দকে উদভ্রান্তিতে পরিণত করার জন্য। তারপর ওরা উপস্থিত হল সেই বিখ্যাত গ্রেটহলের দরজার সামনে। যেখানকার দেওয়ালের প্যানেলগুলো ঝকমক করছে ঝাড়বাতির আলোয়। নিজেদের মাঝে রাজ্যের যত বকবকানি চলছিল, সহসাই পরিণত হল সব এক চরম নিস্তব্ধতায়। নিজের থেকে বেশ খানিকটা উঁচু র‍্যালফের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেইন, হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে আছে জেমসের দিকে ।

লম্বা একটু লাজুক ধরনের যে টিচারটি ওদের দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলেন, তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। কাঠকাঠ হাসির সাথে হলে চলতে থাকা সকল গুঞ্জন ছাপিয়ে জোরের সাথে বললেন, 'প্রথম বর্ষীয়দের স্বাগত জানাই হগওয়ার্টসে! আমার নাম প্রফেসর লংবটম। এবার তোমাদের বেছে নেওয়া হবে তোমরা কে কোন হাউজে যাবে। আর সেটা হলেই তোমরা পেয়ে যাবে নিজেদের বসার জায়গা। তারপরই পরিবেশিত হবে ডিনার। এবার এসো তোমরা আমার সাথে।'

উনি নিজের পোশাকটায় এক ঝটকা মেরে ঘুরলেন। অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন গ্রেট হলের ঠিক মাঝখানে। একরাশ উৎকণ্ঠা সাথে নিয়ে প্রথম বর্ষীয় দল ওকে অনুসরণ করলো। প্রথমে ধীর পায়ে। তারপর প্রফেসরের সাথে তাল মেলানোর জন্য প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে এগোলো ওরা। জেমস দেখলো র‍্যালফ আর জেইনের মাথা পেছন দিকে কাত হয়ে আছে, থুতনি সামনের দিকে ওঠানো। ওরা তন্ময় হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। ও ভুলেই গিয়েছিল অবিশ্বাস্য সিলিংটার কথা। তাকালো ওপরের দিকে একটুখানি, নিজের অহম ধরে রাখার জন্য। ও চায় না

BanglaBoi.org

অন্যেরা ভাবুক এসব দেখে ও মোহিত হয়ে গেছে। যত উঁচুর দিকে তাকাচ্ছে ওপরের কড়িবরগাগুলো ক্রমশ স্বচ্ছ হতে হতে মহাকাশের সাথে এক হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। এক সময় শুধুই অনন্ত সীমাহীন আকাশ। আর সেই আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে স্বর্ণকারের কার্পেটে পড়ে থাকা রূপোর গুড়োর মত। আধখানা চাঁদেব মনোহরা মুখটা ভেসে ছিল ঠিক গ্রিফিন্ডরের টেবিলটার ওপর।

'উনি কি নিজের নাম লংবটম বললেন?', জেইন ঠোঁট চেপে জানতে চাইলো জেমসের কাছে।

'হ্যাঁ। নেভিল লংবটম।'

'উফস! তোমরা বৃটিশরা পারো বটে। কোথা থেকে যে এরকম একটা নাম জন্ম নেয় আমি ভেবেই অবাক হয়ে যাই।' র‍্যালফ ওকে ইশারা করে কথা থামাতে বললো। কারণ হলের ভেতরটাও এই মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে প্রথম বর্ষীয়দের লাইন করে ঢুকতে দেখে।

জেমস ডায়াসে বসে থাকা টিচারদের দিকে তাকালো। খোঁজার চেষ্টা করলো সেই সমস্ত জনকে যাদের ও চেনে। ওইতো প্রফেসর স্লাগহর্ন, একেবারে মোটাসোটা একটা জাহাজের মতই দেখতে। যেমনটা ওর বাবামা বলেছিলেন। জেমস মনে করার চেষ্টা করলো, স্লাগহর্ন এসেছিলেন একজন সাময়িক টিচার হিসেবে। সেই তার বাবাদের সময়ে। আপাত অনিচ্ছুকভাবে, আর তারপর এখান থেকে গেলেনই না। ওর পাশেই বসে আছেন ভুতুড়ে প্রফেসর বিনস, তারপর প্রফেসর ট্রিলনি, বিশাল আকারের চশমার পেছন থেকে প্যাঁচার মত দেখছেন সবাইকে। আরো কিছু দূরে, ক্ষুদ্রাকৃতি প্রফেসর ফ্লিটউইক। জেমস খেয়াল করলো উনি বসে আছেন চেয়ারের ওপর আর তিনটে মোটা সোটা বই পেতে। এছাড়া অনেক অচেনা মুখ দেখতে পেল ও। তারা এসেছেন বাবা আর মামদের পরবর্তী সময়ে। হ্যাগ্রিডকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে জেমস জানতে পেরেছে সে গ্রপ আর অন্যান্য জায়ান্টদের সাথে আছে এই মুহূর্তে। আগামীকালই সে ফিরে আসবে। আর ঠিক মাঝখানে যিনি বসেছেন, উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন তিনি। হেডমিস্ট্রেস প্রফেসর মিনার্ভা ম্যাকগোনাগল।

'বিগত বছরের সমস্ত শিক্ষার্থী এবং এই বছরের নতুনদের স্বাগত জানাচ্ছি,' উনি বললেন সামান্য কম্পন যুক্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে। 'হগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্রাফট অ্যান্ড উইজার্ড্রির নতুন বছরের প্রথম এই ভোজসভায়।' জেমসের পেছনে বসে থাকা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে থেকে উচ্ছ্বাসধ্বনি শোনা গেল। ও মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল একঝলক। দেখতে পেল টেড বসে আছে গ্রিফিন্ডরের টেবিলে। সে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রীতিমত চিৎকার করছে। তার চারপাশে একঝাঁক অসম্ভব সুন্দর ছাত্রছাত্রী। জেমস ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো, কিন্তু টেড সেটা দেখতে পেল না।

উল্লাসধ্বনি মিলিয়ে যেতেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, 'আমি খুবই খুশি হয়েছি তোমরা সকলেই একইরকম আনন্দের উত্তেজনায় ছটফট করছো। ঠিক

BanglaBook.org

যেমনটা আমরা টিচার্স ও স্টাফরাও উদগ্রীব হয়ে আছি। আশা রাখছি এই দুই এর মেলবন্ধন বজায় থাকবে বছরের বাকি দিনগুলোতে।' উনি একটু সময় নিয়ে উপস্থিত সকল পুরোনো ছাত্র ছাত্রীদের দেখলেন, নজর করলেন বিশেষ কিছুজনকে। জেমস বিক্ষিপ্ত কিছু বিশৃঙ্খলার আওয়াজ শুনতে পেল। শোনা গেল চাপা হাসি যার সাথে দুষ্টুমি জড়িয়ে আছে।

দুজন পুরোনো ছাত্রকে একটা চেয়ার বহন করে নিয়ে আসতে দেখা গেল। জেমস একজনকে চিনতে পারলো। ট্রেনে যে প্রিফেক্টটার সাথে দেখা হয়েছিল সে, স্টিভেন মেটজকার। চেয়ার আনা লক্ষ করে তিনি বলা শুরু করলেন, 'আর এবার, শুরু হবে আমাদের প্রথম বর্ষীয়দের জন্য সেই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। দেখতে পাবো কার জায়গা হয় কোন হাউজে। প্রথম বর্ষীয়দের দল, তোমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি মঞ্চের কাছাকাছি আসার জন্য। আমি এক এক করে তোমাদের নাম ডাকবো। সেই মতো তোমরা এখানে উঠে এসে বসবে ওই...'

জেমস বাকি কথাগুলো মনের ভেতরেই শুনতে পেল। ও এই অনুষ্ঠানটা বিষয়ে সব কিছু জানে, কত শতবার যে ও মাম আর বাবাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। একটা সময়ে, এই ব্যাপারটা ওর কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল। আর এই মুহূর্তে ও অনুভব করলো একটা ভয়ের চাদর ওকে মুড়িয়ে নিচ্ছে আষ্ঠেপৃষ্ঠে। এই সর্টিং হ্যাট হল প্রথম ধাপ যা ওকে উৎরাতে হবে। যাতে প্রমাণ হয় ওর বাবামা যা চাইছে ও সেই মানের মানুষ। সেই মানুষ যার জন্য গোটা জাদুজগত অপেক্ষা করে আছে। এটা ওকে এতটা আলোড়িত করতো না যদি না কয়েক সপ্তাহ আগে ডেইলি প্রফেট এর লেখাটা ওর চোখে না পড়তো। একটা মুচমুচে স্বাদু ছোট্ট একটা নিবন্ধ যেখানে আলোচনা করা হয়েছিল, **"কি পরিণতি হয়েছে বিখ্যাতদের সন্তানদের"**। আর সেটাই ওকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নিবন্ধটিতে হ্যারি পটারের বিষয়ে আলোচনা ছিল, যে এখন বিবাহিত। স্ত্রীর নাম জিন্নি উইজলি। ওদের ছেলে জেমস পটার এবার যাচ্ছে হগওয়ার্টসে। জেমসকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল শেষ লাইনটা। যা একেবারে ওর মনে গেঁথে বসে গেছে- *"আমরা ডেইলি প্রফেটের সাথে যারা যুক্ত আছি, জাদুজগতের সাথে যুক্ত সকলের তরফ থেকে, তরুণ মি. পটারকে সবরকমের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যাতে ওর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সফল হয় বা তার চেয়েও বেশি কিছু নিদর্শন উনি রাখতে পারেন আগামীদিনের জন্য। এরকম তো আমরা আশা করবোই একজন মহান ও কিংবদন্তীর সন্তানের কাছ থেকে।"*

আচ্ছা যদি এমনটা ঘটে, জেমস চেয়ারে বসে সর্টিং হ্যাটটা পড়লো আর ওটা ওকে গ্রিফিন্ডরের বদলে অন্য কোনো হাউজের জন্য মনোনীত করলো। তাহলে ডেইলি প্রফেট এবং জাদু জগতের অন্যান্যরা কি ভাববেন? এই ভয়টার কথাই ও প্রকাশ করেছিল ৯ পূর্ণ ৩/৪ এর প্ল্যাটফরমে হ্যারিকে।

BanglaBoi.org

জেমসের কাঁধে হাত রেখে উনি বলছিলেন, 'হাফলপাফ বা র‍্যাভেনক্ল বা স্লিদারিন এ কিন্তু গ্রিফিন্ডরের চেয়ে ম্যাজিক কোনো অংশেই কম নেই।'

'এই কথাগুলোই কি তোমাকেও সাহস জুগিয়েছিল তোমার সময়ে ওই চেয়ারে বসে হ্যাটটা নিজের মাথায় পরার জন্য? ও জানতে চেয়েছিল।

কোনো কথা না বলে বাবা ঠোঁট চেপে হেসেছিলেন তারপর মাথাটা নেড়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমিও কিন্তু ছোট্ট ভীত উৎকণ্ঠিত একটা ছেলেই ছিলাম জেমস। মোটেই আমার মতন ভয় পাবে না তুমি, ঠিক আছে? আমরা অনেক অনেক মহান উইচ আর উইজার্ড এর কথা জানি যারা ওই সব হাউজগুলোতে ছিলেন। আমি গর্ব অনুভব করবো ওর যে কোনোটায় আমার জেমস জায়গা পেলেই।'

জেমস সম্মতি দিলেও আসলে ওই সবকথাতে কোনো কাজ হয়নি। ও জানে ওর বাবা আসলে কী চান–এবং–আশা করেন–ওই সব কথাগুলো বলা সত্ত্বেও। জেমস গ্রিফিন্ডরের অন্তর্ভুক্ত হোক, যেমন ছিলেন উনি নিজে, ওর মাম, আঙ্কল ও আন্টিরা বা আর সব মহান ও কিংবদন্তীর সাথে যুক্ত উইচ বা উইজার্ডরা। যে ইতিহাসের সূচনা গড্রিক গ্রিফিন্ডরকে দিয়ে, হগওয়ার্টস স্রষ্টাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সেরা।

আপাতত ও দেখতে পাচ্ছে সর্টিং হ্যাটটা এসে গেছে, সতর্ক হাতে সেটা তুলে ধরে আছেন হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল। জেমস অনুভব করলো সবরকম ভয় আর উৎকণ্ঠা এই মুহূর্তে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। শেষ কয়েক ঘণ্টা ধরে ও একটা ভাবনা নাড়া চাড়া করছিল। এখন সেটা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। ওকে লড়তেই হবে ওর বাবার ছেড়ে যাওয়া জুতোটায় পা ঢুকিয়ে সমানে সমানে হাঁটার জন্য। সেই ভয়টার সাথে যেখানে সমকক্ষ না হতে পারার জুজুটা বসে আছে। কিন্তু ও যদি অন্য একটা পথ বেছে নেয়? যদি ও কোনো চেষ্টাই না করে তাহলে কি হয়?

জেমস সামনের দিকে তাকালেও কিছুই দেখছিল না আসলে। ওখানে তখন প্রথম শিক্ষার্থীকে চেয়ারে বসিয়ে হ্যাটটা পরানো হয়েছে, ঢেকে গেছে ওর চোখটা।

ওকে ঠিক যেন একটা স্ট্যাচুর মত দেখাচ্ছিল–একটা বাচ্চা ছেলের স্ট্যাচু যার মাথায় তার বাবার মতো বড় বড় অগোছালো চুল আর মায়ের মত নাক আর ঠোঁট। কি হবে যদি সে তার বাবার বিশালাকার ছত্রছায়ায় বাঁচতে না চায়? সে কি পারে না নিজের মতো করে বিখ্যাত হতে? একেবারে সম্পূর্ণ একটা আলাদা পথ। নিজের ইচ্ছায়, নিশ্চিতভাবে বেছে নেওয়া আলাদা রকম পথ। আর সেটা যদি ও এখান থেকেই শুরু করে, কেমন হয়? এইখানেই, এই মঞ্চের ওপর, প্রথম দিনেই, ঘোষণা হয়ে যাক...গ্রিফিন্ডরের বদলে অন্য কিছুর। সেটাই ঠিক হবে, যদি না সব...

'জেমস পটাররর', হেড মিস্ট্রেস ডাকলেন তার স্বভাবগত র শব্দটির অনুরণন ঘটিয়ে। জেমস একটু শিহরিত হল, ও যেন ভুলেই গিয়েছিল উনি ওখানে আছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি যেন একশো ফুট লম্বা, হাতটাও কত্ত বড়, হ্যাটটা ধরে

BanglaBook.org

আছেন চেয়ারটার ওপর। তিনকোনা একটা ছায়া পড়েছে চেয়ারটায়। জেমস এগিয়ে গিয়ে মঞ্চটায় উঠতে যাবে সিঁড়ি দিয়ে ঠিক তখনই ওর পেছন থেকে একটা সমবেত আওয়াজ ঝমঝমিয়ে উঠলো। যা ওকে থমকে দিল। ওর মনে হলো ওর সমস্ত ভাবনাগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, গ্রিফিন্ডর টেবিল থেকে আওয়াজটা এলো মনে হচ্ছে, ওরা কি ওকে দুয়ো দিচ্ছে। কিন্তু মোটেই ওটা তাচ্ছিল্যের শব্দ ছিল না। ওর নামটা উচ্চারণ করে ওরা ওকে উৎসাহের উচ্ছাসে ভাসিয়ে দিচ্ছে, সাথে দিচ্ছে ভরসা। জেমস গ্রিফিন্ডর টেবিলের দিকে তাকাল, ওর মুখে এখন একটা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের ছায়া। কিন্তু ওই টেবিল থেকে কেউ উৎসাহ দিচ্ছিল না। ওরা যেন একরাশ শূন্যতা নিয়ে বসে আছে। বেশির ভাগের মাথাই দেখছিল তাদেরকে যারা উচ্ছ্বাস ধ্বনি দিচ্ছিল। জেমস এবার অন্যদিকে তাকাল, ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে। আওয়াজটা আসছে স্লিদারিন টেবিল থেকে।

জেমসের দৃষ্টি ওখানেই আটকে গেল। টেবিলটার সকলেই ওর দিকে তাকিয়ে, মুখে হাসির সাথেই উচ্ছাসের অভিব্যক্তি, কিন্তু তার মাত্রা মাপা ও নম্র। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। চকচকে চোখ, কালো ঢেউ খেলানো লম্বা চুল। যথেষ্টই আকর্ষণীয়। জেমসের দিকে সরাসরি তাকিয়ে হাসিমুখে হাত তালি দিচ্ছিল, হালকা ভাবে কিন্তু ভঙ্গিতে যথেষ্টই আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। আর তারপর বাকি সব টেবিলগুলোও যোগ দিল জেমসকে "উৎসাহ" দানে, হলটা গমগম করতে থাকলো সেই কলতানে।

মিসেস ম্যাকগোনাগল, সেই উচ্ছ্বাসধ্বনি ছাপিয়ে গলা তুলে বললেন, 'ধন্যবাদ, এবার কাজটা হোক। অনেক হয়েছে । আমরা সত্যিই খুব খুশি যে মি. পটার এবছর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এবার যদি তোমরা নিজের নিজের আসনে শান্ত হয়ে বসো তাহলে কাজটা শেষ করা যায়।'

জেমস এগিয়ে গেল, শান্ত হল জন-উচ্ছ্বাস। চেয়ারে বসতে বসতে ওর কানে এলো হেডমিস্ট্রেসের বিড়বিড়ানি, 'আর এই কাজটা শেষ হলেই আমরা পরবর্তী ইকুইনক্স শুরু হওয়ার আগের শেষ ডিনারটা সেরে নিতে পারবো।' জেমস ঘুরে ওনাকে দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু ততক্ষনে সর্টিং হ্যাটটা তার ভুরু পর্যন্ত নেমে চলে এসেছে।

চকিতেই, সব শব্দ থেমে গেল। জেমস এখন টুপিটার মনের আওতায় বা সেরকমই কিছু একটা। ওটা কথা বলছিল কিন্তু ওকে উদ্দেশ্য করে নয়।

'পটার, জেমস, হুম, এমনইতো এটাই আশা করেছিলাম। তৃতীয় পটার যে আমার আওতায় এলো। খুব কঠিন, এরা...,' নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নিল যেন, একটা দারুণ কিছু করতে পাওয়ার সুযোগ পেয়ে। 'প্রচুর সাহস, হ্যাঁ, যেমন আগেও দেখেছি, কিন্ত তরুণদের ক্ষেত্রে সাহসটা খুব ঠুনকো ব্যাপার। তা সত্ত্বেও দারুণ এক সদস্য গ্রিফিন্ডরের জন্য, ঠিক আগের মতই।'

BanglaBook.org

জেমসের বুক ধকধক করে উঠলো। সাথে সাথেই ওর মনে পড়লো মঞ্চে ওঠার আগের ভাবনাগুলো। আমি এই ছকে খেলবো না, ও নিজেকেই বললো। আমি গ্রিফিন্ডর হতে চাই না। ওর চোখে ভাসছিল সবুজ ও রূপালি ব্যানারের সামনে দাঁড়ানো লম্বা চুলের সুন্দরী মেয়েটির মুখ কানে আসছিল ওদের সোচ্চার প্রশংসার শব্দ।

'ও স্লিদারিনের কথা ভাবছে!' টুপিটা বললো ওর মাথা থেকে। 'হুম, সে সম্ভাবনাও থাকছে। ঠিক ওর বাবার মত। সে-ও একজন বড় মাপের স্লিদারিন হতে পারতো, কিন্তু সেই ইচ্ছেটা ছিল না। বাব্বা! এতো দেখছি দোলাচলে ভুগছে, পটারদের ক্ষেত্রে এরকম ব্যাপার এই প্রথম। নিশ্চিত হতে না পারার এই ভাব ওকে স্লিদারিন বা গ্রিফিন্ডর কোনোটারই যোগ্যতা দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে হাফলপাফে ভালো কিছু হতে পারে...'

হাফলপাফ মোটেই না, জেমস ভাবলো। মা, ড্যাড, আঙ্কল রন, হারমাইওনি আন্টি, চেনাজানা গ্রিফিন্ডরদের মুখগুলো ওর সামনে দিয়ে সার বেঁধে চলে গেল। আর তার পরই আবারও সেই স্লিদারিন টেবিলের মেয়েটার মুখ ভেসে এলো, হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। নিজের কানে যেন শুনতে পেল কয়েক মিনিট আগের নিজের ভাবনাগুলোর উচ্চারণ। *আমি মহান হবো, তবে অন্য ভাবে নিজের মতো করে অন্য পথে হেঁটে।*

'ওহো হাফলপাফ পছন্দ নয় তাহলে? মনে হচ্ছে তুমিই ঠিক। হ্যাঁ, এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারছো না, কিন্তু অনিশ্চয়তায় ভোগার কারণ তো নেই। আমার প্রাথমিক ভাবনাই সঠিক ছিল, বরাবরের মতোই।।' সাথে সাথেই চিৎকার করে সর্টিং হ্যাট জানিয়ে দিল জেমসের হাউজের নাম।

মাথা থেকে টুপিটা লাফিয়ে উঠে যেতেই জেমসের মনে হল ও যেন শুনতে পাচ্ছে "স্লিদারিন" কথাটা দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছে। সহসা দারুণ একটা আতঙ্ক নিয়ে ও সবুজ ও রূপালী টেবিলের দিকে তাকালো উল্লাস দেখার জন্য, তারপর দেখতে পেল লাফালাফি ও চিৎকারটা হচ্ছে রক্তলাল সিংহের তলার টেবিলটা থেকে। গ্রিফিন্ডর টেবিলের সদস্যরা গলা ফাটিয়ে তাদের আনন্দ প্রকাশ করছে। জেমস দারুণ ভাবে অনুভব করলো ও এটাই চাইছিল, এই উদ্দাম উল্লাস, নম্র ও মাপা উল্লাসের বদলে। চেয়ারটা থেকে লাফিয়ে নেমে, দৌড়ে সিঁড়িটা পার হয়ে ও ঢুকে পড়লো সেই উদ্দামতার বৃত্তে। অনেকে ওর পিঠ চাপড়ে দিল, হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্য। আর কেউ কেউ হাইফাইভ করে স্বাগত জানালো ওকে। সামনের দিকে একটা সিট ফাঁকা করা হলো ওর জন্য। সাথে সাথেই একটা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো।

'এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধায় ছিলাম না তোর ব্যাপারে,' ফিসফিসিয়ে বললো। জেমস ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল টেডকে, প্রত্যয়ের সাথে ওর দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

আছে। সিটে বসার আগে একবার পিঠটা চাপড়ে দিল। তারপর ঘুরে বসলো বাকি অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য। সহসাই জেমসের সবকিছু এতো ভালো লাগতে শুরু করলো যে মনে হল একপাক নেচে নেয় সবার মাঝেই। ওর দরকার নেই হ্যারির দেখানো পথেতেই হেঁটে যাওয়ার, হয়তো আগামীকাল থেকেই ও শুরু করবে ওর নিজস্ব পথচলা। আপাতত ও উৎফুল্ল, কারণ ও জানে ওর মাম আর ড্যাড পুলকিত হবেন এটা জেনে যে ওদের মতোই জেমসও এখন একজন গ্রিফিন্ডর ।

জেইনের নাম ডাকা মাত্র ও হাঁচড় পাঁচর করে উঠে গিয়ে চেয়ারটায় বসলো, মনে হলো এক্ষুনি ছাড়তে থাকা একটা রোলার কোস্টার রাইড ওর নাগাল পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। টুপিটার ছায়া ওর কপালের ওপর পড়তেই ও হেসে উঠলো, সর্টিং হ্যাট বেশি সময় নিলো না জানাতে যে জেইনের হাউজ র‍্যাভেনক্ল। জেইন ভুরু কুঁচকে অদ্ভুত একটা হাস্যকর মুখ করে মাথাটা সামনেপিছনে ঝাঁকালো। যা দেখে গ্রেটহলেও বয়ে গেল হাসির বন্যা। র‍্যাভেনক্লরা টেবিল চাপড়ে ওকে স্বাগত জানালো নিজেদের পক্ষ থেকে।

বাকি প্রথম বর্ষীয়রাও এক এক করে এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে আর হাউজ টেবিলের ফাঁকা স্থান গুলো পূর্ণ হতে থাকলো নতুন সদস্য দের দ্বারা। র‍্যালফ ডিডলের ডাক এলো সবার শেষে চেয়ারে বসার জন্য। কুঁকড়ে বসে থাকা ডিডলের হাউজ বলার ক্ষেত্রে অনেকটাই সময় নিল টুপিটা। তারপর সহসাই উচ্চারণ করলো, 'স্লিদারিন'।

জেমস হতাশই হলো। ও আশা করেছিল ওর নতুন বন্ধুদের মধ্যে অন্তত একজন গ্রিফিন্ডর টেবিলে জায়গা পাবে। কেউ তো এলোই না, উলটে যাকে ও কোনোভাবেই হিসাবের মধ্যে আনেনি সে জায়গা পেল স্লিদারিনে। যদিও ও ভুলে যায়নি ওর জায়গাও প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল ওই হাউজে। কিন্তু র‍্যালফ? কোনো মাগল পরিবারের সন্তান আজ অবধি ওখানে জায়গা পেয়েছে বলে শোনা গেছে কি? ও ঘুরে তাকিয়ে দেখলো দূরে কোনার দিকের একটা সিটে ও বসেছে এবং অন্যান্য সদস্যরা ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সেই কোঁকড়ানো চুলের চকমকে চোখের মেয়েটা আবারও হাসলো। হয়তো বদলে গেছে স্লিদারিন হাউজের চরিত্র। মাম বা ড্যাড অবশ্য এটা মোটেই বিশ্বাস করবে না ।

সর্টিং হ্যাটটাকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে হেড মিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল বললেন, 'প্রথম বর্ষীয়রা এটা সব সময় মাথায় রাখবে যে তোমার নতুন হাউজ তোমার ঘবাড়ির মতো, কিন্তু এখানকার সব কিছু একসাথে মিলিয়ে তোমার পরিবার। যে কোনোরকম প্রতিযোগিতাকে উপভোগ করো কিন্তু কখনোই ভুলে যাবে না তোমার প্রকৃত বিশ্বস্ততা কার বা কিসের প্রতি ন্যাস্ত।' চশমাটাকে নাকের ওপর দিকে খানিকটা ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আর এবারে, অন্যান্যবারেই মতই জানানো হচ্ছে যে নিষিদ্ধ অরণ্যের দিকে যাওয়া সব শিক্ষার্থী জন্যই বারণ। দয়া করে এটা মনে রেখো এটা কেবল মাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত একটা নিষেধাজ্ঞা নয়। হঠাৎ কিছু জানার দরকার পড়লে

BanglaBook.org

মি. টেড লুপিন আর মি. নোয়া মেটজকারকে বাদ দিয়ে যে কোনো অন্য সিনিয়রদের প্রশ্ন করতে পারবে প্রথম বর্ষীয়রা। যদি কারো নিয়ম ভাঙার শখ না থাকে তাহলে ওই দুজনের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার উপদেশই আমি দেব।'

বাকি কথাগুলোর দিকে মন না দিয়ে জেমস হলে উপস্থিতদের দেখার দিলে নজর দিল। জেইন র‍্যাভেনক্ল এর টেবিলে এক বাটি বাদাম নিজের দিকে টেনে নিয়ে তার সদ্ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। চোখাচোখি হল র‍্যালফের সাথে, নিজেকে এবং নতুন হাউজমেটদের দেখিয়ে ইশারায় জানতে চাইলো জেমসের কাছে নির্বাচনটা ঠিক হয়েছে তো? জেমস যে ভঙ্গিটা করলো সেটা না নেতিবাচক না ইতিবাচক।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'এবারে একটা শেষ কথা...' আবার একটা উল্লাসধ্বনি গুঞ্জরিত হলো হলে। 'তোমরা কেউ কেউ হয়তো লক্ষ্য করেছো শিক্ষকদের একটি চেয়ার ফাঁকা পড়ে আছে মঞ্চের ওপর। জানিয়ে রাখতে চাই যে ডিফেন্স এগেইনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস এর জন্য আমরা খুব শিগগিরি একজনকে নিয়ে আসছি। যিনি তার নিজের ক্ষেত্রে একজন অদ্বিতীয় এবং প্রতিভাবান বলে খ্যাত। উনি আগামীকাল বিকেলের মধ্যেই এসে যাবেন। ওর সাথে আসবেন ওর স্কুলের কিছু শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং কর্ম সহযোগী। এটা ইন্টার ন্যাশনাল ম্যাজিক সামিট এর অন্তর্গত একটা প্রোগ্রাম ওনাদের স্কুলের সাথে আমাদের স্কুলের, যা চলবে আগামী একবছর ধরে। আমি আশা রাখবো কাল বিকেলে তোমরা সবাই উপস্থিত থাকবে প্রধান চত্বরে আলমা আলেরন এবং ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল অ্যাডমিনেস্ট্রেশনকে স্বাগত জানানোর জন্য।'

গোটা হল তা গুনগুনে আলোচনার শব্দে ভরে গেল, শিক্ষার্থীরা যথেষ্টই আলোড়িত হয়েছে বিষয়টা শুনে বোঝা যাচ্ছিল। জেমস শুনতে পেল টেড বলছে, 'বুঝতে পারছি না কিছু বুড়ো আমেরিকান আমাদের ডার্ক আর্ট ব্যাপারে কি বলতে আসছেন? কোনো চ্যানেলে দেখাবে জানিস নাকিরে?' একটা হাসির হাওয়া বয়ে গেল। জেমস জেইনকে দেখার জন্য ঘুরে বসলো। জেইন ওর দিকে তাকাতেই জেমস বেশ জোরের সাথে বললো, 'তোমাদের দেশের প্রতিনিধিরা আসছেন তাহলে।' জেইন এক হাত মুঠো করে বুকে চাপড় দিল আর অন্য হাতে করলো সেলুমের ভঙ্গি।

এইসব কথা বার্তার ফাঁকেই লম্বা লম্বা টেবিলগুলোতে আবির্ভাব হয়েছে ডিনারের খাদ্য সম্ভার। দেরি না করে এবার সবাই মন দিল আসল কাজটিতে।

***

মোটামুটি মাঝরাত হয়ে গেল জেমসের গ্রিফিন্ডরের কমন রুমে যেতে যেতে। যেখানে সেই স্থূলকায় মহিলার পোর্ট্রেটটি টাঙানো আছে প্রবেশপথে।

'পাসওয়ার্ড' কথাটি ধ্বনিত হলো মহিলার দিক থেকে। পোর্ট্রেটটি দরজার ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, পাসওয়ার্ড জানতে চাইছে। জেমস থমকে দাঁড়ালো, ওর কাঁধ থেকে সবুজ ব্যাকপ্যাটা পড়ে গেল মেঝেতে। কেউ তো ওকে কোনো 'পাসওয়ার্ড' বলে দেয়নি।

BanglaBook.org

জেমস আমতা আমতা করে বললো, 'আমি কোনো পাসওয়ার্ড জানি না। আমি আজই প্রথম এখানে এসেছি। আমি একজন গ্রিফিন্ডর।'

স্থূলকায় মহিলা ওকে শান্ত চোখে আগাগোড়া দেখে নিয়ে বললো, 'হতে পারো তুমি গ্রিফিন্ডর, কিন্তু পাসওয়ার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।'

জেমস একটু হাসার চেষ্টা করে বললো, 'আপনি কি আমাকে কোনো সূত্র দিতে পারেন?'

মহিলাটি একভাবে তাকিয়ে থেকে বললো, 'মাই ডিয়ার, আমার মনে হচ্ছে তুমি দুর্ভাগ্যবশত 'পাসওয়ার্ড' কথাটির অর্থ জানো না।

কিছুটা দুরেই একটা জায়গাবদলকারী সিঁড়ি। আস্তে আস্তে ওটা একটা জায়গায় স্থির হচ্ছে, নিচের দিকে মেঝেতে নামার পথে। কিছু উঁচু ক্লাসের ছাত্র ছাত্রী ওখানে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছিল একে ওপরের সাথে রহস্যময় ফিসফিসে গলায়। যার মধ্যে টেডকেও দেখতে পেল জেমস।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ও ডাকলো, 'টেড, আমার একটু সাহায্য দরকার। আমি 'পাসওয়ার্ড' জানি না।'

জেমসকে দেখতে পেয়ে টেডরা এগিয়ে এলো। 'জেনিসলারিস', টেড জানালো। সাথে সাথেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়েকে বললো, 'পেট্রা, জলদি। সাবধান, নোয়ার ভাই যেন তোমায় দেখতে না পায়।'

মাথা ঝুঁকিয়ে মেয়েটি জেমসের পাশ দিয়ে স্থূলকায় মহিলার ছবি সরিয়ে ঢুকে পড়লো অগ্নিশিখায় আলোকিত কমন রুমের ভেতরে। জেমসও মেয়েটিকে অনুসরণ করে ঢুকতে যাবে তার আগেই টেড ওর বাহু ধরে টেনে নিয়ে এলো সিঁড়ির তলায়।' ডিয়ার জেমস, এত তাড়াতাড়ি আজ আমরা তোমাকে বিছানায় শুতে দেব কি করে ভাবলে ভাই? মারলিনের দিব্যি, গ্রিফিন্ডরের কিছু আদবকায়দা পালনের কথা তো ভুলতে পারি না।'

'মানে?' জেমস বললো, 'এখন মাঝরাত সেটা খেয়াল আছে তো?'

টেড বোঝানোর ভঙ্গিতে বললো, 'মাগলদের জগতে একে বলে "উইচিং আওয়ার"। আসল কথাটা মনে রাখার পক্ষে বেশ বড়, "উইচিং অ্যান্ড উইজার্ডিং পুলিং ট্রিক্স অন আনসাস্পেক্টিং মাগল কান্ট্রি ফোক আওয়ার"। আমরাও এটাকে ছোট্ট করে বলি, "রেইজিং দ্য উকেট"।'

টেড আরো তিনজন গ্রিফিন্ডর সদস্য সহ সিঁড়ির দিকে এগোলো। জেমস দ্বিধান্বিত বোধ করছে। জানতে চাইলো, 'দ্য কি?'

'এই ছেলেটা জানে না উকেট কি?' টেড বললো সঙ্গে থাকা তিন জনের উদ্দেশ্যে।' এদিকে ওর বাবা ছিল বিখ্যাত মরওডারস ম্যাপের মালিক। আমার তো ভাবতেই শিহরণ জাগছে কি সুবিধাটাই না হতো যদি আমাদের হাতে ওই স্কাল ডাগারীটা থাকতো। যাকগে জেমস, আমাদের গ্রুপ *গ্রেমলিন* এর সদস্যদের সাথে

BanglaBook.org

পরিচয় করিয়ে দিই তোমাকে। আমি নিশ্চিত তুমি এই গ্রুপের অংশ হতে চাইবে।' টেড দাঁড়িয়ে ঘুরলো, সাথে আসতে থাকা তিনজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আমার এক নম্বর যোদ্ধা, নোয়া মেটজকার, যার একমাত্র খামতির দিক, ওরই পঞ্চম বর্ষের প্রিফেক্ট ভাই এর সাথে সাপে নেউলে সম্পর্ক।' নোয়া আনত হয়ে হাসলো। 'আমাদের ট্রেজারার, সাব্রিনা হিলডেগারড। যদি কখনও সখনো এক আধটা কয়েন জোটাতে পারি ও তার দায়িত্ব নেয়।' একটি প্রচুর তিলের দাগে ভর্তি মনোরম মুখশ্রীর তরুণী, মাথায় একটি পালক সহ লালচুলের খোঁপা। জেমসের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। টেড একটা লম্বা, মোটা কাঁচের চশমা পড়া গোল মুখের ছেলের হাত ধরে বললো, 'ইনি ড্যামিয়েন ডামাস্কাস, যতরকম গণ্ডগোল পাকে এর জন্য। আর সবশেষে আমার সব রকম দোষ ঢাকতে সাহায্যকারিণী, সকলের এবং টিচারদের খুব প্রিয় ছাত্রী মিস পেট্রা মরগানস্টারন।' টেড এর আচরণেই বোঝা গেল ও মেয়েটির প্রতি অনুরক্ত। পেট্রা একটু আগেই বেরিয়ে এসেছে স্থূলকায় মহিলার ছবিটার পেছন থেকে। ছোট্ট কিছু একটা নিয়ে এসেছে জিন্সের প্যান্টের পকেটে করে।

জেমস লক্ষ্য করলো ও বাদে বাকিরা ড্রেস বদলে এসেছে। জিন্স আর কালচে সোয়েট শার্ট পড়ে আছে সবাই। 'সব ঠিকঠাক আছে তো সফর করার জন্য?' টেড জানতে চাইলো পেট্রার কাছে।

'একদম। কোনো সমস্যাই নেই ক্যাপ্টেন,' ড্যামিয়েনের চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো ওরা। টেড জেমসকে সাথে নিয়ে চললো হাত ধরে।

'আমি ড্রেস বদলাবো না?' জেমস নিচের দিকে নামতে থাকা সিঁড়িতে কম্পিত স্বরে জানতে চাইলো।

টেড ওকে একবার দেখে নিল ভালো করে। 'না, আমার মনে হচ্ছে না তার দরকার আছে। রিল্যাক্স চিন্তার কিচ্ছু নেই। যেমন বলছি শুধু সেটা কর। এই সিঁড়িটায় পাড়া দেয়া যাবে না। শুধু একটা লাফ দিতে হবে, পা ফেলে ফেলে ওঠার দরকার নেই, শুধু এটা মনে রাখলেই হবে।' জেমস লাফ দিলো, ওর ব্যাকপ্যাকটাও উঠলো ঝাঁকুনীর সাথে সাথে, দলটির প্রাণবন্ততার ছোঁয়া যেন লেগেছে ওর মধ্যেও। টেড অবশ্য চেপে ধরে আছে ওর হাত। যেখানে এসে ওর কাঁপতে থাকা পা দুটো মাটি ছুঁলো সেটা একটা মশাল আলোকিত বিস্তৃত বারান্দার মেঝে। একবারে শেষ প্রান্তে ওদের দলটি মিলিত হলো আর তিনজনের সাথে। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল একটা দৈত্যাকার অতিরিক্ত লম্বা টুপি পড়া কুঁজো উইজার্ড এর মূর্তির ছায়ায়।

ওই জায়গাটায় পৌঁছে টেড ফিসফিস করে বললো, 'গুড ইভিনিং, গ্রেমলিনস। এ হলো জেমস, আমার গডফাদারের ছেলে। সেই মানুষটা যাকে সবাই হ্যারি পটার নামে চেনে।' জেমস ওদের তাকিয়ে মুচকি হাসলো এবং তৃতীয় মুখটার দিকে ভালো

BanglaBoi.org

করে তাকালো। 'জেমস এরা আমাদের গ্রুপের র‍্যাভেনক্ল এর অংশ। হোরাস, জেনিফার আর...', জেনিফার এর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল টেড, এই নতুন ছোট্ট বন্ধুটি...ওর নাম কি?'

'জেইন,' জেনিফার জানালো, হাসিমুখে তাকিয়ে থাকা ছেলেটির দিকে হাত তুলে। 'কিছু আগেই ওর সাথে পরিচয়। কেন জানিনা ওকে দেখে গ্রেমলিন এ থাকার উপযুক্ত মনে হল । কি যেন একটা আছে ওর সামগ্রিক চেহারায়।'

'আমরা *হান্ট দ্য উকেট* খেলতে যাচ্ছি!' জেইন এত উচ্চমাত্রার ফিসফিসানিতে কথাগুলো বললো যে গোটা বারান্দায় কথাটা অনুরণিত হল। 'একটু অদ্ভুত রকম শুনতে লাগছে, তবু বেশ একটা রোমাঞ্চ হচ্ছে। আশা করছি দারুণ কিছু একটা হবে!' জেমস বলতে চাইলো না যে জেইন ইয়ার্কি মারছে, বুঝেই যে এতে কারোর কিছু যাবে আসবে না।

'রেইজ দ্য উকেট,' নোয়া ভুল শুধরে দিল।

জেমস নিজের অস্তিত্ব জাহির করার একটা সুযোগ নিতে চাইলো এইসময়। 'তা সেই উকেটটা কোথায়? আর আমরা সবাই এই স্ট্যাচুটার পেছনেই বা লুকিয়ে আছি কেন?'

পেট্রা জবাব দিল, 'এটা শুধু মাত্র একটা পুরোনো স্ট্যাচু নয়। ইনি সেন্ট লোকিমাগাস দ্য পারপেচুয়ালি প্রোডাক্টিভ। গতবছর আমরা এটার বিষয়ে জানতে পেরেছি। আর তারপরই ওটা আমাদের নিয়ে গেছে একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করার দিকে।' ইতিমধ্যে টেড দেওয়াল আর মূর্তিটার মাঝে যে ফাঁক সেখানে ঢুকে পড়েছে।

টেড এর গলা ভেসে এলো, 'সত্যিই তা-ই বলতে চাইছো তো?'

পেট্রা উত্তর দিল মাথা ঝুঁকিয়ে, 'একদম তাই।'

টেড ওদিকে আঁচড়ে ঘষটে চলেছে মূর্তিটার পেছন দিকটা। নোয়া বললো, 'জেমস, তোমার বাবার সময়ে ছ'টা সিক্রেট প্যাসেজ ছিল এই দুর্গে ঢোকা ও বেরোনোর জন্য। কিন্তু সেটা ওই মহাযুদ্ধের আগে। তার পরে এ দুর্গ নতুন করে বানানো ও সারানো হয়। সমস্ত সিক্রেট প্যাসেজগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু একটা জাদুপ্রাসাদের অনেক রকম মজা আছে। ও নিজে নিজেই কিছু সিক্রেট প্যাসেজ বানিয়ে ফেলেছে। আমরা দুটো খুঁজে পেয়েছি। আর তার সমস্ত কৃতিত্ব পেট্রা আর র‍্যাভেনক্ল বন্ধুদের। সেন্ট লোকিমাগাস দ্য পারপেচুয়ালি প্রোডাক্টিভ তার মধ্যে একটা। উনি যে স্লোগানটা দিতেন সেটা একদম সার্থক।

নোয়া স্ট্যাচুটার বেদীতে লেখা কথাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো। ওখানে লেখা আছে "*ইজিতুর কুই মোভেও, কুই এত মোভেয়া।*"

একটা চাপা উচ্ছ্বাসের চিৎকার করলো টেড, সাথে সাথেই শোনা গেল একটা জোরালো ক্লিক শব্দ। 'তোমরা ভাবতেও পারবে না এবার ওটা কোথায় ছিল,' টেড

BanglaBook.org

বললো, স্ট্যাচুটার পেছন থেকে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে। বেদীর পাথরটা একপাক ঘুরে গেল এবং সেন্ট লোকিমাগাস এর মূর্তি সোজা হয়ে দাঁড়ালো যতটা সম্ভব কুঁজটা সমেত। ধীরে নেমে এলো বেদী থেকে, তারপর হাঁটতে শুরু করলো ঝুঁকে ঝুঁকে। একসময় একটা দরজার আড়ালে অদৃশ্য হলো। জেমস দেখলো ওটা ছেলেদের বাথরুম।

'ওই স্লোগানটার মানে কি?' জেমস প্রশ্নটা করতে করতেই গ্রেমলিনরা বেদীটার পেছনে থাকা নিচু দরজাটা দিয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছে। নোয়া ওর দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'যখন তুমি যেতে চাইবে তুমি যাবেই যাবে।'

গোলাকৃতি পাথরের সিঁড়ির দিকে পথটা গিয়েছে। গ্রেমলিনরা হুড়বড় করে উঠে গেল সিঁড়িটা দিয়ে। একে অপরকে ইঙ্গিত করলো শব্দ না করার। ওরা পৌঁছে গেছে একটা দরজার কাছে। টেড দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরেটা দেখে নিয়েই ওটাকে হাট করে খুলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

দরজাটার পরের ছোট্ট ছাউনীটার তলায় দাঁড়িয়ে জেমস জায়গাটাকে চিনতে পারলো। কুইডিচ এর মাঠ। বড় বড় ঘাসের ওপর চাঁদের আলো মেখে স্তব্ধতা গায়ে নিয়ে পড়ে আছে জায়গাটা।

'এটা একটা একমুখী প্যাসেজ,' সাব্রিনা জেমস আর জেইনকে জানালো। দলটি ছুটে চললো কুইডিচ পিচ অতিক্রম করে পাহাড়টির অভিমুখে। 'যদি সেন্ট লোকিমাগাস এর টানেল হয়ে না আসতাম তাহলে আমাদের খুঁজে পাওয়া যেত জিনিসপত্র রাখার ছাউনীর তলায়। একটা অজুহাত দিয়ে বিশ্বাস করানোর পক্ষে বেশ ভালোই। এখন যদি আমরা ধরাও পড়ি আমাদের গোপন টানেলটার খোঁজ কেউ পাবে না।'

হাঁফাতে হাঁফাতে জেমস জানতে চাইলো, 'তোমরা কখনও ধরা পড়েছো ?'

'না, মানে এটাই প্রথম বার আমরা এটা ব্যবহার করলাম। গতবছরের শেষের দিকে এটা আবিষ্কার করেছিলাম।' এমনভাবে বললো যেন মনে হলো বলতে চাইছে, দেখাই যাক না কী হয়, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

অন্ধকারের মধ্যে মিশে থাকা জেইন বললো জেমসের পেছন থেকে, 'সেন্ট ম্যাজিক বাস যদি তার বাথরুমের কাজকর্ম সেরে নিজের বেদীতে ফিরে আসেন, কি হবে তাহলে, আমরা ওই গর্ত দিয়ে ফিরে যাওয়ার আগেই?' জেমস জেইনের বাক্যগঠনের পদ্ধতিতে থমকে গেলেও প্রশ্নের যুক্তিটা মেনে নিল।

'হুম এটা কিন্তু একটা ঠিকঠাক প্রশ্ন র‍্যাভেনক্ল এর পক্ষে,' নোয়া সাথে সাথেই কথাগুলো বললেও কেউ কোনো উত্তর দিল না।

আরো দশ মিনিট ধরে চন্দ্রালোকিত জঙ্গলের সীমানা ধরে ছোটার পর একটা তারের বেড়া পেরিয়ে ওরা একটা মাঠে পৌঁছালো। টেড নিজের ব্যাক পকেট থেকে নিজের জাদুদণ্ডটা বের করলো এবং এগিয়ে গেল সামনের ঝোপটার দিকে। জেমসও

BanglaBook.org

এগিয়ে গেল। দেখলো ওখানে একটা ছোট্ট ভাঙাচোরা গোলাঘর লুকানো আছে। অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে এবং ঢেকে আছে লতাপাতায়।

"আলাহমোরা", টেড উচ্চারন করলো, জাদুদণ্ডটাকে ঘরটার দরজায় ঝুলতে থাকা মরচে পড়া বিরাট তালাটার দিকে তাক করে। একটা হলুদ আলোর দ্যুতি দেখা গেল। যেটা বেরিয়ে এলো তালাটার ভেতর থেকে এবং পরিণত হল একটা কঙ্কালের হাতে। হাতটা মুঠিবদ্ধ, তর্জনী উঠানো আকাশের দিকে। সামনে পিছনে কিছুক্ষণ আঙুলটা নাড়িয়ে সহসাই ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'সুরক্ষা মন্ত্র এখনো কাজ করছে তাহলে,' টেড বললো আনন্দের সাথেই। পেট্রা এগিয়ে এলো, জিন্সের পকেট থেকে বের করলো কিছু। জেমস দেখতে পেল ওটা একটা মরচে ধরা স্কেলিটন কি।

'ওটা জেনিফার এর বুদ্ধি ছিল,' র‍্যাভেনক্ল এর হোরাস বললো গর্বের সাথে। 'যদিও আমি একটা অন্যরকম কিছু করতে চেয়েছিলাম।'

'যেটা হয়তো আরো ভালো কিছু হতো,' জেইন বললো।

'যারা এটা ভেঙে ঢোকার চিন্তায় এখানে আসবার কথা ভাববে তাদের জন্য যে কোনো রকম জাদুপদ্ধতিই সোজা ব্যাপার, কিন্তু একটা চাবির কথা ভাবতেই চাইবে না তারা।' নোয়া বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো। 'আমরা ডিসইলিউশনের চার্ম ব্যবহার করেছিলাম মাগলদের এখান থেকে দূরে রাখতে। কিন্তু ওরা এখানে আসেই না। এটা একবারে পরিত্যক্ত একটা স্থান।

পেট্রা চাবি ঘুরিয়ে তালাটা খুললো। পুরোনো গোলাঘরটার দরজা খুলে গেল একটুও শব্দ না করে। 'ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করা দরজা শিক্ষানবীশদের জন্য।', ড্যামিয়েন বললো দুষ্টুমির ভঙ্গিতে, নিজের চাপা নাকটায় হাত দিয়ে।

জেমস ভেতর দিকটায় উঁকি মারলো। বড় কিছু একটা রাখা আছে যেটার মাথা ছুঁয়ে আছে গোলা ঘরের ছাদ। ও মোটামুটি ওটার আকৃতিটা আন্দাজ করতে পারছিল। দেখতে সেকেলে ফ্লাইং সসারের মত।

'উও! কু-উল!' জেইন চেঁচিয়ে উঠলো আনন্দে, বেশ কিছু একটা বুঝতে পারার খুশিতে। 'রেইজ দ্য উকেট! তুমি একদম ঠিক বলেছিল এরকম কিছুর কথাই নেই দ্য উইজার্ড অফ ওজ এর মধ্যে।'

'দ্য উইজার্ড অফ কী?' টেড জানতে চাইলো জেমসের কাছে।

'ও একটা মাগলদের ব্যাপার, আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরের বিষয়,' জেমস জানালো।

***

ফ্র্যাঙ্ক টটিংটন ধরমড়িয়ে উঠে পড়লেন ঘুম থেকে, উনি নিশ্চিত বাগানে একটা কিছুর শব্দ হয়েছে। প্রচণ্ড রাগে গায়ের চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বিছানা থেকে নামার জন্য তৈরি হলেন তিনি।

BanglaBook.org

আধো ঘুমে ওনার স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'কি হলো?'

বিছানার পাশে রাখা টারটান স্লিপারটায় পা গলিয়ে গরগরে আওয়াজে ফ্র্যাঙ্ক উত্তর দিলেন, 'ওই হতচ্ছাড়া গ্রিন্ডলের ছোঁড়াগুলো বাগানে ঢুকেছে মনে হচ্ছে। বলেছিলাম না সেদিন, ওরা রাতের দিকে বাগানে ঢুকে বেগোনিয়া ফুলগুলোকে থেতলে দেয় আর টমেটো চুরি করে? হতচ্ছাড়ার দল!' ছেড়ে রাখা মোটা জামাটা গায়ে চাপিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নিচে। দরজার পাশে ঝোলানো শটগানটা হাতে নিলেন। পৌঁছালেন পেছন দিকের দরজার কাছে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারায় ভরা আকাশের দিকে শটগানটা তাক করে চিৎকার করে বললেন, 'দেখাচ্ছি মজা এবার তোদের, যত গুণ্ডা বদমাইশের দল! টমেটোগুলো ফেলে এদিকে আয় সব। তোদের শ্রীমুখগুলো একবার দেখা দেখি!'

ওর মাথার ওপর একটা আলো জ্বলে উঠলো, সাদা আলোর একটা স্তম্ভের ভেতর উনি এখন দাঁড়িয়ে। একটা মৃদু গুনগুন শব্দও শোনা গেল যেন। ফ্র্যাঙ্ক পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেলেন, শটগানটা একই ভাবে ওপরদিকেই ওঠানো। কোনোক্রমে উনি মাথাটা তুললেন ওপরে আলোটার দিকে। বিশাল থুতনির ছায়ায় পড়লো গায়ের ওপর। কিছু একটা ভেসে আছে ওপরে। ওটার সাইজ অনুমান করা কঠিন। কালো এবং গোলাকৃতি, পুরো বস্তুটার প্রান্তসীমা ছোট ছোট আলোকবিন্দু দিয়ে তৈরি। আস্তে আস্তে ওটা নিচের দিকেই নেমে আসছে।

একটা কাঁপুনি চেপে ধরল ফ্র্যাঙ্ককে। দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে। বন্দুকটাও পড়ে যাচ্ছিল আর একটু হলেই। নিজেকে একটু সামলে নিলেন, চোখ সরাননি গুঞ্জনরত বস্তুটা থেকে। ওটা আরও নিচে নেমে এলো, আলোর স্তম্ভের ওপরেই যেন ওটা দাঁড়িয়ে আছে মনে হল ফ্র্যাঙ্কের। গুনগুনানির মাত্রা বেড়ে গেছে অনেকটাই, এখন যেন একটা তালে বাজছে ওটা।

বিস্ফারিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকার সাথে সাথেই ওর হাঁটু দুটো যেন শরীরের ভার নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছিল। কোনো কিছু একটা চিবানোর মত করে উনি ঢোক গিলছিলেন।

খুব জোরে বাষ্প বের হওয়া ও জোরালো হিস শব্দ করে একটা আলোর দাগে নির্মিত দরজার আকৃতি যেন দেখা গেল বস্তুটার গায়েতে। তারপর আলো বাড়ার সাথে সাথে ওটা ওপর দিক থেকে সামনের দিকে বেরিয়ে এসে জমি ছুঁলো। একটা অবয়বকে দেখা গেল আলোকিত দরজার ফ্রেমে। ফ্র্যাঙ্ক কাঁপতে কাঁপতে শটগানটা আবারও উঁচিয়ে ধরলেন। একটা লাল আলোর বিস্ফোরণ হল। ফ্র্যাঙ্ক ও ট্রিগার টিপতে গেলেন বন্দুকের, কিন্তু কিছুই হলো না। ট্রিগারটাই নেই ওখানে, তার বদলে একটা ছোট্ট বোতাম। উনি বন্দুকটার দিকে তাকালেন, থমকে গেলেন হাতের জিনিসটাকে দেখে। কোনো শটগান ওর হাতে নেই, বদলে একটা ছোট্ট ছাতা ধরে

BanglaBook.org

আছেন উনি। যেটা উনি আগে কোনোদিন দেখেননি। বুঝতে পারলেন, যা ঘটছে, তার সাথে এই জগতের কোনো যোগসূত্র নেই। ছাতাটা ফেলে দিয়ে উনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবয়বটা ছোট্ট এবং রোগা মতন। গায়ের রং বেগুনি আভা যুক্ত সবজেটে, মাথাটা বিরাট। প্রায় মসৃণ, শুধু দুটো বাদামের মত চোখ আলোয় চকচক করছে। ওটা এগিয়ে আসতে থাকলো ফ্র্যাঙ্কের দিকে। অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করে। কিছুটা এগিয়ে এসে ওটা যেন হোঁচট খেল, আর তারপর হাত পা ছুঁড়ে ফ্র্যাঙ্কের দিকেই লাফ দিলো। পিছিয়ে গেল ভীত সন্ত্রস্ত ফ্র্যাঙ্ক। ছোট্ট অবয়বটা ওর সামনে এসে থপাত করে দাঁড়ালো। বিরাট মাপের মাথার বড় বড় চোখদুটো দিয়ে দেখতে থাকলো ফ্র্যাঙ্ককে।

একটা দারুণ বিভ্রান্তি নিয়ে জ্ঞান হারাল ফ্রাঙ্ক। আর তার কারণ, অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগে ও দেখতে পেয়েছিল অবয়বটার কাঁধে ঝুলছিল একটা গাঢ় সবুজ রঙের ব্যাকপ্যাক।

***

ঝাপসা চোখে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলো জেমস। চোখ খুলে চারপাশ দেখল, অপরিচিত লাগছে সব। সে শুয়ে আছে একটি চার স্ট্যান্ড লাগানো খাটে। পুরোনো সময়ে দেখা যেত এগুলো। গোলাকার এই কক্ষটার সিলিং খানিকটা নিচুতে। সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘরের ভেতর। আরো অনেকগুলো খাটকে আলোকিত করছে। বেশিরভাগই খালি যদিও। হঠাৎ করেই গত রাতের সবকিছু মনে আসল তার। সর্টিং হ্যাট, ফ্যাট লেডির পোর্টড়েটের সামনে দাঁড়ানো। পাসওয়ার্ড না জানা' টেডের সাথে সাক্ষাত আর গ্রেমলিনসের সদস্য হওয়া।

নিজের চোখ, মুখ, ভুরু থুতনি সব ছুঁয়ে দেখলো আগে। না সব ঠিক ঠাকই আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস বের হয়ে এলো একটা। সব কিছু আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিছু একটা ভাঁজ করে রাখা ছিটকে এসে পড়লো ওর বিছানায়। একটা অচেনা সংবাদপত্র। একটা হেডলাইন ওখানে দেখা যাচ্ছে, "*স্থানীয় এক লোক জানিয়েছে গত রাতে মঙ্গলগ্রহের রকেট এসে ওর বাগানের টমেটো চুরি করে নিয়ে গেছে*" জেমস মুখ তুলতেই দেখতে পেল নোয়া মেটজকার সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে একটা মিচকে হাসি।

'ওরা আবারও ভুল বানান লিখেছে ওটা উকেট হবে,' নোয়া বললো।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
আলমা আলেরনের অতিথিদের আগমন

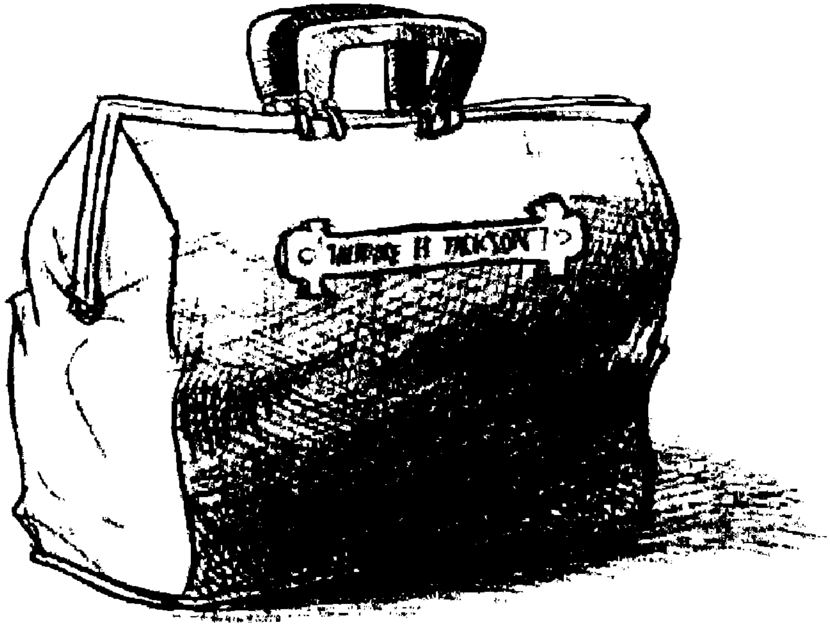

কাপড় পালটে পড়ে রেডি হয়ে গ্রেট হলে ব্রেকফাস্টের জন্য জেমস যখন পৌঁছালো তখন ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। সকালবেলার চাপ কমে গেছে, গোটা বারো ছাত্রছাত্রী এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। স্লিদারিন টেবিলের দূরবর্তী কোনায় জেইন কুঁজো হয়ে বসে ট্যারা চোখে তাকিয়ে আছে সূর্যালোকিত একটা বীম এর দিকে। উল্টোদিকে বসে আছে র‍্যালফ, জেমসকে ঢুকতে দেখে হাত নাড়লো।

হলটার অর্ধেকটা জেমস পার হয়েছে মাত্র, চার পাঁচটা হাউজ এলফ টেবিলগুলোর এদিক ওদিক দিয়ে ঘুরতে শুরু করলো। দেখে মনে হচ্ছিল এটা বোধহয় ওদের কাজের অঙ্গ। সবার পরনে লম্বা লিনেনের ন্যাপকিন, যার ওপর হগওয়ার্টসের চিহ্ন এমব্রয়ডারি করা আছে। মাঝে মাঝে এক একজন টেবিলের তলায় ঢুকে যাচ্ছে, আবার বেরিয়েও আসছে। টেবিলের তলায় পড়ে থাকা আধখাওয়া বিস্কুট বা কাঁটাচামচ ছুঁড়ে দিচ্ছে ওপর দিকে। জেমস একটা এলফের পাশ দিয়ে যেতেই ওটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা হাতটাকে বাড়িয়ে দিয়েই পিছিয়ে নিলো। জেমসের সামনের

BanglaBook.org

টেবিলের জিনিসপত্রগুলো হঠাৎ শূন্যে উঠে ঘুরতে শুরু করলো, যেন একটা মিনি সাইক্লোন শুরু হয়েছে ওখানটায়। রুপোর ও অন্যান্য ধাতুর বাসনপত্রের ঠোকাঠুকির আওয়াজে মুখরিত হচ্ছিল গ্রেট হল। টেবিলক্লথের কোনাগুলো গিয়ে মিলিত হল এক জায়গায়, দেখে মনে হচ্ছে একটা বড় মাপের থলি ভেসে আছে চকচকে পালিস করা কাঠের টেবিলটার ওপর। একটা এলফ চেয়ার থেকে টেবিলে উঠলো লাফিয়ে, সেখান থেকে একলাফে পৌঁছে গেল ব্যাগটার ওপর আলতোভাবে। চেপে ধরলো টেবিল ক্লথের চারকোনা এক হওয়া জায়গাটা, মারলো এক গিঁট। তারপরেই সোজা লাফ দিলো হলের দৈত্যাকার সার্ভিসডোরটা লক্ষ্য করে। জেমস ঝট করে নিচু হলো, না হলে ওই বিশাল থলে আর একটু হলেই ওকে ভূমিশয্যা নিতে বাধ্য করতো।

'উরি বাবা', জেইন বিড়বিড় করে বললো, জেমস লাফিয়ে ওর কাছে গিয়ে টোস্ট এর শেষ টুকরোটা হাতে তুলে নিতেই। 'তোমাদের এই ছোট্ট ওয়েটারগুলো দেখতে বদখত, কিন্তু জানে ভালো কফি কী করে বানাতে হয়।'

"ওরা ওয়েটার নয়, ওরা হাউজএলফ। আমি ওদের বিষয়ে কাল পড়েছি,' র‍্যালফ জানালো, একটা সসেজের অর্ধেকটা মুখে পুরতে পুরতে। বাকিটা আটকে থাকলো ওর কাঁটা চামচে। 'ওরা নিচ তলায় কাজ করে। বাচ্চাদের গল্পের এলফ বামনদের মতোই অনেকটা এরা। ওই যে যারা এসে রাতের বেলায় মুচির কাজগুলো করে দিয়ে যেত।'

'মুচি মানে?' জেইন কফি মগ থেকে মুখ তুলে জানতে চাইলো।

'ওই যারা জুতো বানায়। সেই যে লোকটা, জুতোগুলো অর্ধেক বানিয়ে ফেলে রাখতো, আর তার জন্য ওর অনেক কাজ জমে গিয়েছিল। তুমি এই গল্পটা জানো না? একদিন মাঝরাতে লোকটা ঘুমিয়ে পড়লো কাজ করতে করতে। তখন ওই এলফগুলো এলো ওখানে। সব জুতো নিয়ে চলে গেল শহরে। ফেরত দিয়ে গেল সব একেবারে পুরো তৈরি অবস্থায়। ঘুম ভেঙে ব্যাপার স্যাপার দেখে মুচি তো অবাক। সসেজের বাকি অংশটা মুখে পুরে বললো, 'অবশ্য আমি কোনো দিন ন্যাপকিন পড়া এলফ এর ছবি দেখিনি।'

'ওই, এলিয়েন বয়, তোমার মুখ তো দেখছি একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে,' জেইন বললো জেমসকে ভালো করে দেখে।

'তার জন্য অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়েছে আমাকে,' জেমস জানালো।

'সাব্রিনা যখন তোমায় আঘাতটা করলো, তোমার লাগেনি?'

'না, তবে অনুভূতিটা বিকট রকমের। অদ্ভুতের চূড়ান্ত যাকে বলে। কিন্তু কষ্টদায়ক নয় মোটেই। রাত পেরিয়ে যেতেই সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'সাব্রিনা একজন জাত শিল্পী। তোমাকে দেখাচ্ছিল ব্যাপক। ব্যাঙের মত আঙুলজোড়া পা সমেত।'

'তোমরা কি নিয়ে কথা বলছো?' র‍্যালফ জানতে চাইলো, দুজনের মুখ বারবার দেখতে দেখতে। ওরা ওকে গতরাতের "রেইজিং দ্য উকেট" এর সব কথা খুলে

BanglaBook.org

বললো। জেমসকে এলিয়েনরূপে দেখে ওই লোকটার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। সাথেই হোঁচট খেয়ে লোকটার ওপরেই জেমসের পড়ে যাওয়াটাও।

'আমি ওই সময়টায় কোনার দিকের শেডটার তলায় লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমরা যখন লোকটাকে দেখছিলে আমি খুব কষ্টে হাসি সামলাচ্ছিলাম। মঙ্গলের প্রাণীদের আক্রমণ বলে কথা!' বলতে বলতে জেইন হাসিতে ফেটে পড়লো। আর তাতে যোগ দিলো জেমসও।

'ওরা স্পেসশিপটা কোথায় পেল?' র‍্যালফ জানতে চাইলো ওদের হাসিতে যোগ না দিয়ে।

ওটা তো সরু তার আর কাগজের মণ্ড দিয়ে বানানো,' কফিতে শেষ চুমুকটা দিয়ে ঠকাস করে কাপটা নামিয়ে রেখে জেইন উত্তর দিল। হাত দুটো ওপরে তুলে আঙুল মটকালো। 'সাব্রিনা আর হোরাস ওটা বানিয়ে ছিল হগসমিডে গতবছর ক্রিসমাস প্যারেডের ওড়ানোর জন্য। একটা বিরাট কলড্রন ছিল একটা। ওর ওপর কিছু রঙ আর জেনিফার 'ভিসাম ইনেপসিও' চার্ম ছুঁড়ে দিতেই ওটা পরিণত হয়ে গেল আর.এম.এস. উকেট ।'

একটা খুব ছোট্ট হাউজ এলফ জেইনের দিকে এগিয়ে গিয়ে শরীরের তুলনায় যথেষ্ট ভারি কণ্ঠস্বরে বললো, 'মাস্টার আপনি, ইয়ে চাপড় মারলেন বুঝি?'

জেইন ফাঁকা কফি মগটা এলফটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'ওহো এসে গেছো দেখছি। কফিটা দারুণ হয়েছিল। এরকমই বানাবে সবসময়। এটা তোমার জন্য।'

এলফটা জেইনের দেওয়া কাগজের টুকরোটাকে ভালো করে দেখলো। চোখ তুলে তাকিয়ে বললো, 'ধন্যবাদ মাষ্টার। আর কিছু লাগবে আপনার?'

জেইন হাত নেড়ে জানালো, 'না থ্যাংকস। যাও এবার গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

এলফটা একবার র‍্যালফকে দেখলো, একবার জেমসকে তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেষ্টা করলো হাসার। চোখ দুটোকে নড়ানোর, পাঁচ ডলারের নোটটা ন্যাপকিনের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে টেবিলের তলায় ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেইন চিন্তান্বিত ভাবে বললো, 'আমার তো এরকমই করা উচিত।'

'আমার মনে হয় না হাউজ এলফদের টিপস দেওয়াটা ঠিক হল,' র‍্যালফ বললো।

'না দেওয়ার কোনো কারণ তো নেই। আমার ড্যাড যখন কোথাও বেড়াতে যান সবাইকে টিপস দেন। উনি বলেন এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এর ফলে ভালো সার্ভিস পাওয়া যায়।'

ব্যাপারটা কি ঘটে গেল এটা বুঝতে পেরে এবার জেমস বললো, 'তুমি একটা হাউজ এলফকে কখনোই বলতে পারো না ঘুমাতে যাওয়ার জন্য।'

'কেন, তাতে আবার কি হয়?'

'হয় মানে, ওটা এবার ওই কাজটাই করবে মন দিয়ে, তাকে করতে হবে!" জেমস

BanglaBook.org

হতাশার সাথে বললো। ওর মনে পড়ে গেল ওদের নিজেদের বাড়ির এলফটার কথা। একটা দুঃখ দুঃখ মুখের এলফ যে সব সময়েই সুযোগ খুঁজে নিত ওকে যা বলা হবে তার বাইরে একফোঁটা কিছু না করার। তার মানে এই নয় যে জেমস ক্রিচারকে অপছন্দ করতো। আসলে ক্রিচারকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য ঠিকঠাক ভাষা ব্যবহার করাটাও শিখতে হবে। 'হাউজ এলফরা শুধু মাত্র সেই কাজটাই করে যা ওদের মনিব করতে আদেশ দেন। এটাই ওদের স্বভাব। নিশ্চিত ও ব্যাটা এখন এই দিনের বেলাতেই ঘুমানোর একটা জায়গা খুঁজে নিতে ব্যস্ত।' বলতে বলতেই জেমসের পুরো ব্যাপারটাই বেশ মজার মনে হলো। ও চেষ্টা করছিল হাসি চাপার, কিন্তু তাতে ওর মুখের ভাব হাস্যকর হয়ে উঠছে। আর সেটা লক্ষ্য করে জেইন আঙুল তুলে খিলখিলিয়ে হেসে বললো, 'হা হা! তোমারও হাসি পাচ্ছে তাই না পুরোটা ভাবলে।'

র‍্যালফ ভুরু কুঁচকে বললো, 'আমি কল্পনাই করতে পারছি না যে ওদের আমরা যা বলবো ওরা সেটাই করবে। অথচ আমরা একেবারে নতুন এখানে। প্রথম বর্ষীয়। আমরা কারো মালিকও না।'

জেমস জেইনের দিকে ঘুরে জানতে চাইলো, 'সাব্রিনা উকেটটাকে রকেটের মত করার জন্য যে স্পেলটা বলে ছিল সেটা তোমার মনে আছে?'

'ভিসাম ইনেপ্সিও,' গর্বের সাথে বললো জেইন। 'এর মানে হলো 'চোখকে ভুল দেখানো। তোমার ল্যাটিন পড়া থাকলে ঝট করে বুঝতে পারতে। হোরাস বলেছিল, ওটা মানুষকে সেটাই দেখতে সাহায্য করে যা সে দেখার কথা ভাবে।'

জেমস বললো, 'তারমানে আলোকস্তম্ভ নেমে আসছে দেখে ওই মানুষটা একটা এলিয়েন স্পেসশিপ দেখার কথা ভেবেছিল?'

'অবশ্যই। সবাই জানে মাঝরাতে আকাশ থেকে সহসা আলোকস্তম্ভ নামার মানেই হলো সবুজ প্রাণীরা আসছে।'

জেইন, তুমি আস্তা অদ্ভুত ছেলে', প্রশংসার ভঙ্গিতে র‍্যালফ বললো।

জেমসের মনে হলো কেউ একজন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনজনেই একসাথে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। গতকাল রাতের স্লিদারিন টেবিলের সেই মেয়েটি। যে জেমসের সর্টিং হ্যাট পড়ার আগে হাততালি দিচ্ছিল। এখন জেমসের দিকে তাকিয়ে শান্ত প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে। ওর সাথে আছে আরো দুজন। একটা দারুণ সুন্দর দেখতে ছেলে, হাসছে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে। অপরজন একটি মেয়ে, গম্ভীর। জেমসের বুকের ভেতর ধকধক করে উঠলো এটা বুঝে যে ও বসে আছে স্লিদারিনের টেবিলে। উঠে দাঁড়াবে কিনা ভাবছিল জেমস, কারণ ওর মুখে তখনো চিবাতে থাকা টোস্টে ভর্তি।

'আরে উঠতে হবে না!' সুন্দরী স্লিদারিনতরুণী হাত তুলে বললো জেমসকে। 'আমি খুব খুশি হয়েছি এটা দেখে যে তুমি আমাদের সাথে স্লিদারিন টেবিলে বসেছো। তোমার বাবার সময়ের থেকে এখনকার সময় অনেক অনেক পালটে

BanglaBook.org

গেছে। হয়তো আমি একটু বেশিই ভেবে নিচ্ছি। মি. ডিডলে, তোমার বন্ধুদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দাও?'

র‍্যালফ থতমত ভাবে একটু কাশলো। 'হ্যাঁ, এ হলো আমার বন্ধু, জেমস পটার। আর ও জেইন। ওর টাইটেলটা আমার মনে নেই। সরি।' জেইনের উদ্দেশ্যে বললো শেষ শব্দটা। জেইন কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো, তারপর লাফিয়ে উঠে সোজা চলে এলো মেয়েটির কাছে বাড়িয়ে দিল হাত। হ্যান্ডশেক করার জন্য।

'ওয়াকার। জেইন ওয়াকার। আমি খুবই আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি আপনার সান্নিধ্য পেয়ে মিস...'

মেয়েটির হাসি একটু চওড়া হল, ঘাড় কাত করে তাকাল র‍্যালফের দিকে।

র‍্যালফ আবারও থতমত খেয়ে বললো, 'ওহ, হ্যাঁ, মানে ইনি হলেন টাবিথা করসিকা। স্লিদারিন হাউজের প্রিফেক্ট, যতদূর জানি ষষ্ঠবর্ষীয় ছাত্রী। স্লিদারিন কুইডিচ টিম ক্যাপ্টেন। ডিবেট টিমেরও। এবং, ওনার...একটা দারুণ উড়ন্ত ঝাড়ু আছে।' হড়বড় করে এত গুলো কথা বলে র‍্যালফের সব এনার্জি শেষ বলেই মনে হলো।

টাবিথা এবার জেইনের বাড়ানো হাতটা ধরল আলতো ভাবে এবং ছেড়েও দিল। 'আমিও খুশি তোমাদের সঙ্গম লাভে। মি. পটার নাকি জেমস কি বলে ডাকবো তোমাকে?' জেমসের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো মধুক্ষরা কণ্ঠে।

জেমস বুঝতে পারলো ওকে একটা কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে ও উত্তর দিল, 'ইয়ে, জেমস বলেই ডাকুন।'

'আমি আরো খুশি হবো যদি তুমি আমায় টাবিথা বলে ডাকো,' মিষ্টি একটা হাসির সাথে জানালো টাবিথা। 'আমি স্লিদারিন হাউজের পক্ষ থেকে জানাতে চাই আমরা খুবি আনন্দিত যে তোমরা আমাদের এখানে এসেছো। আশা করবো অতীতে যে সমস্ত পক্ষপাত ছিল সেসব চিরকালের মতো সেখানেই থেকে যাবে।' সঙ্গে থাকা দুই সঙ্গির দিকে একবার করে তাকিয়ে নিয়ে বললো, 'তোমার বাবার জন্য আমাদের মনে আছে কেবলই অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্মান, তোমার জন্যেও তাই। আমরা কি আশা করতে পারি যে আমরা সবাই বন্ধু হিসাবেই বিবেচিত হবো আজ থেকে?'

টাবিথার সঙ্গি ছেলেটা একভাবেই হাসি মুখে তাকিয়ে ছিল জেমসের দিকে। বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি মনোযোগ দিয়ে টেবিলের একটি দাগ পর্যবেক্ষণ করে চলেছে ভাবলেশহীন মুখে।

'অ-অবশ্যই। ব-বন্ধু নি-নিশ্চিত ভাবেই,' জেমস তোতলাচ্ছিলো। বিশাল হলটার নীরবতায় ওর কণ্ঠস্বর শোনাই যাচ্ছিল না।

টাবিথার হাসি আরো প্রসারিত হলো। সবুজ চোখ ঝিকমিক করে উঠলো। 'আমি দারুণ আনন্দ পেলাম তুমি এটা মেনে নেওয়ায়। এখন এবার তোমরা তোমাদের, ইয়ে, ব্রেকফাস্টটা সেরে নাও। টম, ফিলিয়া চল আমরা যাই।'

তিনজন একসাথে ঘুরে এগিয়ে গেল দু'সারি চেয়ারের মধ্যের পথ ধরে চলে গেল।

BanglaBook.org

স্লিদারিনরা অনেকটা দূর চলে যাওয়ার পর র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'তুমি কী মেনে নিলে?'

টাবিথার পোষাকের নড়া চড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জেইন উত্তর দিল, 'জেমস একজন দারুণ বন্ধু পেল অথবা একজন জমকালো শত্রুর মুখোমুখি হলো আজ। আমি বুঝিয়ে ঠিকঠাক বলতে পারবো না কেন আমার এরকম মনে হচ্ছে।'

জেমস গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। ড্যাড আর মাম-এর সময়ের তুলনায় অনেক কিছুই পাল্টেছে। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না সেগুলো ভালো না মন্দ।

***

সকালের বাকি সময়টা ওরা তিনজন স্কুল চত্বরটা ঘুরে ফিরে দেখাতেই কাটিয়ে দিল। কুইডিচ মাঠে গেল, উজ্জ্বল সূর্যালোকে যেটাকে গত রাতের তুলনায় একেবারে অন্য রকম মনে হল জেমস আর জেইনের। জেইনের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল পুরনো ছাত্রদের থ্রি অন থ্রি কুইডিচ ম্যাচে খেলোয়ারদের কলা কৌশল, গতি, চিৎকার, খেলার স্ট্রাটেজি দেখে।

'সাংঘাতিক!' জেইন চেঁচিয়ে উঠলো উল্লাসে, একজন খেলোয়াড় আরেকজনকে ব্লাজার দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করলো দেখে। ঘা খাওয়া খেলোয়ারটা উড়ন্ত ঝাড়ুসহ শূন্যে একপাক ঘুরে গেল বিপদজনক ভাবে। 'এ তো রাগবী ম্যাচের থেকেও উত্তেজনার।'

ওরা হ্যাগ্রিডের কটেজটার পাশ দিয়ে গেল, যেটা ফাঁকা এবং ভেতরটা অন্ধকার বলেই মনে হলো জেমসের। চিমনী দিয়েও ধোঁয়া বের হচ্ছে না। দরজাটাও চেপে বন্ধ করা আছে। একটু বাদেই ওদের দেখা হল টেড লুপিন আর নোয়া মেটজকার এর সাথে, ওরা ওদের নিয়ে গেল নিষিদ্ধ অরণ্যের ধারে। একটা দৈত্যাকার প্রাচীন উইলো গাছের দেখা পেল ওরা যা প্রায় অরণ্যের সীমানা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টেড জেমসের হাতটা চেপে ধরলো এবং র‍্যালফকে থামালো আর এগিয়ে যাওয়া থেকে।

'উঁহু অত কাছে যেও না বন্ধু,' টেড বললো, 'দ্যাখো এবার কী করি।'

সাথে নিয়ে আসা বড়সড় লম্ভ্রি ব্যাগের মুখটা খুলে টেড একটা জিনিস বের করলো। যেটা দেখতে মোটামুটি চারপেয়ে একটা প্রাণীর মতো, ঠোঁট ও ডানা আছে। বিভিন্ন রঙের কাগজ ওটার ওপর সাঁটানো। হালকা হাওয়ার নড়াচড়ায় যাদের রঙ বদল হচ্ছে।

'আরে বাহ! এটা তো একটা পিনাটা! পার্টি হলে বানানো হয়। যার মধ্যে অনেক কিছু থাকে।' জেইন বলো। 'এটার আকৃতিটা...আরে ওই যে...কেউ বলবে না, কিন্তু...স্ফিঙ্কসোর‍্যাপ্টরের মত!'

BanglaBook.org

জেমস হাসতে হাসতে বললো, 'এটা একটা হিপোগ্রিফ।'

র‍্যালফ বললো, 'আমার জেইনের বলা নামটাই পছন্দ।'

নোয়াও সম্মতি জানালো র‍্যালফকে।

টেড হাত তুলে বললো 'একদম চুপ। কোনো শব্দ নয়।' তারপর পিনাটাটাকে হাতে নিয়ে যতটা জোরে সম্ভব ছুঁড়ে দিল উইলো গাছটার ঝুলে থাকা ডালগুলোর দিকে। ঘন পাতাগুলোর আড়ালে ওটা চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকক্ষণ কিছুই হলো না। তারপরেই শুরু হলো এক আলোড়ন, চাবুক সদৃশ শাখায় শাখায়। ওগুলো এমন ভাবে ঝাপ্টাচ্ছে যেন বিরাট একটা কিছু ভেতরে ঢুকে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। সহসাই গাছটায় যেন বিস্ফোরণ ঘটলো। পাগলের মতো পাতাগুলো এদিক ওদিক করছে, কোঁকাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে। একটা দারুণ ঝড় যেন বয়ে যাচ্ছে ওটার ওপর দিয়ে। আর খানিকটা সময় পরে পিনাটাটাকে দেখা গেল। ডজন খানেক সরু ডাল ওটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। হঠাৎই সব বাঁধন যেন ছিঁড়ে গেল। পিনাটার মধ্যে থাকা বালাস্টিক চার্ম যেই তার কাজ করলো সাথে সাথেই একরাশ বিভিন্ন রঙের কাগজ এবং উইজার্ড ক্যান্ডি ছিটকে বেরিয়ে এলো ওটার ভেতর থেকে। কনফেট্টি আর ক্যান্ডি ছড়িয়ে পড়লো গাছটার গায়ে এবং চারিপাশে। গাছটা যেন হতভম্ব হয়ে গেল এই ঘটনায়, থমকে গেল। তারপর ফিরে এলো নিজের স্বাভাবিক শান্ত রূপে।

টেড আর নোয়া হাসির চোটে গড়াগড়ি দিচ্ছিল প্রায়। 'স্ফিঙ্কসোর‍্যাপ্টরের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।' নোয়া বললো ছদ্মগম্ভীরভাবে। জেমস শুনেছিল হুম্পিং উইলো গাছের কথা, একই সাথে ওটার নিষ্ঠুরতার দিক এবং গ্রিফিন্ডরদের সেটাকে নিয়ে মজা করা ওকে আবিষ্ট করে দিল। জেইন আর র‍্যালফ হাঁ হয়ে গেছে রকমসকম দেখে। না দেখেই নিজের মাথার চুল থেকে একটা এভরি ফ্লেভার বীন বার করে মুখে চালান করে দিল। কিছুটা সময় ধরে মনোযোগ দিয়ে ওটা চিবানোর পর জেমসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'একেবারে ট্যাকোর স্বাদ, কুউ-ল!'

আরো কিছুটা সময় বাদে জেমস কে দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গ্রিফিন্ডর কমন রুমের দিকে যেতে।

'পাসওয়ার্ড,' জানতে চাইলেন স্থূলকায় মহিলা।

'জেনিসোলারিস, ' ও উত্তর দিল, এখনো ওটা বদলায়নি আশা করে।

'চলে যাও ভেতরে, ছবি থেকে উত্তর এলো।

কমন রুমটা এখন ফাঁকা, ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে গেছে। জেমস এগিয়ে গেল শোওয়ার ঘরের দিকে নিজের বিছানা লক্ষ্য করে। এখন দ্বিপ্রহর, যথেষ্টই ঠাণ্ডা। তবুও ও বেশ একটা উষ্ণতা অনুভব করলো আপন স্থানে। বিছানাটা সাজিয়ে রাখা আছে নিটোল ভাবে।জেমসের বিরাট বাদামী লক্ষ্মীপ্যাঁচা নবি ঘুমাচ্ছে নিজের খাঁচার মধ্যে পাখনায় মুখ গুঁজে। জেমস বিছানায় উঠে এক টুকরো পার্চমেন্ট আর কলম নিয়ে শুরু করলো লেখা। অতি সাবধানে যাতে কালি ছিটকে না পড়ে কম্বলের ওপর।

BanglaBook.org

ডিয়ার মাম ও ড্যাড,

গত রাতে এখানে পৌঁছে গেছি। কোনো সমস্যা হয়নি। দারুণ কিছু নতুন বন্ধু পেয়ে গেছি এর মধ্যেই। যার মধ্যে র‍্যালফ এর জায়গা হয়েছে স্লিদারিনে, যা আমি ভাবতেও পারিনি। জেইন র‍্যাভেনক্ল এর সদস্য হয়েছে। ও একেবারে আঙ্কল রনের মত পাগলাটে। ওরা দুজনেই মাগল। যে কারণে পড়াশোনা শুরু হওয়ার আগেই আমি অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। ওদের সাহায্যে মাগল স্টাডির ক্লাসগুলো ভালোভাবেই উৎড়ে যাবো বুঝতেই পারছি। মাম, টেড আমাকে হুম্পিং উইলো দেখিয়েছে, আমরা অবশ্য ওটার বেশি কাছে যাইনি। বেশ কিছু নতুন শিক্ষক দেখলাম। নেভিলকেও দেখেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ করে তোমাদের শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ হয়নি। ওহ লিখতেই ভুলে যাচ্ছিলাম, আমেরিকান উইজার্ডদের একটা দল আজ বিকেলে এখানে আসছে। জেইন যেহেতু ওখানকার ছেলে ফলে ব্যাপারটা বেশ মজার হবে। অনেক কথা বলার আছে। পরে জানাবো।

তোমাদের জেমস

পুনশ্চ: আমি এখন একজন গ্রিফিন্ডর।

স্মিত হাসি মুখে ঝুলিয়ে গর্বের সাথে চিঠিটা ভাঁজ করে সিল করলো। ও যে গ্রিফিন্ডরেই স্থান পেয়েছে এটা মাম আর ড্যাড কে কিভাবে জানাবে এই নিয়ে অনেকক্ষণ থেকে ভাবছিল। তারপর সরাসরি জানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাই ওর সেরা মনে হয় [অনেকেই অপেক্ষা করে আছে ওটা ওর মা বাবার কাছ থেকে জানার জন্য।]

'হেই নবি,' জেমস ফিসফিস করে ডাকলো। পাখিটা মাথাটা অর্ধেক ওঠালো, একটা বড় কমলা রঙের চোখ খুলে তাকালো। 'একটা চিঠি আছে, দিয়ে আসতে হবে। বাড়ি যেতে তোর ভালোই লাগবে কি বলিস?'

নবি আড়মোড়া ভাঙলো, শরীর ফুলালো এতটা যে ওকে নিজের শরীরের ডাবল মাপের মনে হচ্ছে। তারপর একটা পা বাড়িয়ে দিল বাইরের দিকে। জেমস নবির খাঁচা খুলে চিঠিটা আটকে দিল। প্যাঁচাটা সাবধানে উড়ে গেল জানালার কাছে। পাখা বিস্তার করলো, তারপর অতি সহজে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝলমলে সূর্যালোকিত আকাশের বুকে। জেমস সহসাই দারুণ পুলক অনুভব করল, তাকিয়ে থাকলো নবির উড়ে দূরে নীল পাহাড়ের চূড়াতে মিলিয়ে যাওয়ার দিকে। তারপর শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, নামতে থাকলো সিঁড়ি দিয়ে।

গ্রিফিন্ডরের টেবিলে বসে লাঞ্চ করার পর দেখা হল জেইন আর র‍্যালফের সাথে। বাকি শিক্ষার্থীরা তখন রেডি হচ্ছে প্রধান চত্বরে যাওয়ার জন্য। ইউনাইটেড স্টেটস

BanglaBoi.org

এর অতিথিদের আগমনের সময়ে আমেরিকান জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর জন্য স্টুডেন্টদের ছোট্ট অর্কেস্ট্রার দলটাও একত্র হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে একটা মিশ্রিত বাজনার জগঝম্প। জেইন বললো ও এই প্রথম ব্যাগপাইপ আর অ্যাকরডিয়ানে "স্টার স্প্যাংগল্ড ব্যানার" বাজতে শুনবে চত্বরটা ভর্তি হয়ে চলেছে একটু একটু করে। অবশেষে প্রফেসর লংবটম এবং আর একজন জেমসের অজানা প্রফেসর শিক্ষার্থীদের সংঘবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাতে শুরু করলেন। জেমস, জেইন আর র‍্যালফ এর জায়গা হলো এক্কেবারে গ্রেট ফ্রন্টগেটের কাছেই। শুরু হল অপেক্ষা একটা দারুণ কিছু দেখতে পাওয়ার আশা নিয়ে। জেমসের মনে পড়লো বাবা মার কাছে শোনা ট্রাই উইজার্ড কাপে খেলতে আসা ব্যাক্সবাটন আর ড্রার্মস্ট্র্যাং ডেলিগেটদের কথাগুলো-বিশালাকায় ঘোড়ায় টানা উড়ন্ত গাড়িতে এসেছিল প্রথম দলটি। আর দ্বিতীয় দলটা এসেছিল রহস্যময় সাবমেরিন জাহাজে করে। ওর মন এখন চিন্তায় মশগুল আমেরিকানরা কিভাবে আসতে পারে এই কল্পনায়।

উপস্থিত জনতাও অধীর আগ্রহে গুঞ্জনে রত। অর্কেস্ট্রা রেডি একটা ছোট্ট ঘাস দিয়ে তৈরি বেদীর ওপর, বাজনা গুলো চকচক করছে বিকেলের হলদেটে আলোতে। মেইন হলে ঢোকার মুখের গাড়িবারান্দায় অপেক্ষমাণ হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল ও বাকি শিক্ষকশিক্ষিকারা। সবার চোখ আকাশের দিকে।

অবশেষে কেউ কিছু একটা দেখাতেই জনতার চিৎকার ধ্বনিত হলো। সবাই তাকালো একই দিকে, দূরের কিছু দেখার জন্য চোখ মুখ কুঁচকে আছে। দূরে পাহাড়ের চূড়ার সোনালী আলোর দিকে তাকালো জেমসও। একটা বিন্দু, ক্রমশ বড় হচ্ছে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে আর দুটো বিন্দু দেখা গেল, প্রথমটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। চত্বরটায় ধ্বনিত হচ্ছে এক ধাতব শব্দ ওই আসতে থাকা জিনিসগুলো থেকে। জেমস জেইনের দিকে তাকালো, যার চোখে মুখে বিস্ময় পরিষ্কার। যে শব্দটা ভেসে আসছে তা মৌমাছির গুনগুন এর মতো তবে অনেক বেশি জমকপূর্ণ। দারুণ গতিতে ওগুলো এগিয়ে আসছে চত্বরটা লক্ষ্য করে। সহসাই যেন শব্দর মাত্রা কমে গেল, মনে হচ্ছে দৈত্যাকার কোনো পোকা যেন নিজের ডানা কাঁপাচ্ছে। জেমস দেখলো বস্তুগুলো এবার প্রায় মাটি ছুঁতে চলেছে, ওদের ছায়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘাসজমিতে।

'কু-উ-ল! আরে বাহ ওগুলো তো গাড়ি!' জেইন চেঁচিয়ে বলে উঠলো।

জেমস শুনেছিল ওর উইজলি দাদুর মন্ত্রপূত ফোরড অ্যাংলিয়া গাড়িটার কথা। যেটা একবার আঙ্কল রন আর ওর ড্যাড উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল হগওয়ার্টসে এবং ঘটনাচক্রে ওটাকে নিষিদ্ধ অরণ্যে ফেলে আসতে বাধ্য হয়। তারপর আর ওটাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এগুলো অবশ্য ওটার মতো নয়। জেমস অ্যাংলিয়ার যে ছবি দেখেছিল তার তুলনায় এগুলো অনেক বেশি চকচকে আর পরিপাটি। ওগুলোর গায়ে আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকের চত্বরে। আর একটা পার্থক্য হল প্রত্যেকটা গাড়ির

BanglaBook.org

দুটো করে ডানা বেরিয়ে আছে মাঝখান থেকে, যা অ্যাংলিয়ার ছিল না। যেগুলোতে রামধনুর সাত রং প্রতিফলিত হচ্ছে একঘেয়ে কাঁপুনির সাথে।

'ওটা একটা ডজ হরনেট!' জেইন বললো, প্রথম যেটা নামলো সেটার দিকে আঙুল তুলে। সামনের দুটো চাকা আগে মাটি ছুঁলো ওটার। খানিকটা এগিয়ে গেল এভাবেই তারপর পেছন দিকটাও নেমে এলো জমির ওপর। দুটো দরজা। ঝকমকে হলুদ রঙ। সাথেই দুটো বোলতার মত ডানা। জেইনের কথা মতো দ্বিতীয়টা, মনে হচ্ছে ও এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট, স্টুটজ ড্রাগনফ্লাই। বটল গ্রীন কালার, উচ্চতায় খাটো, অনেকটা লম্বা, সামনের হলদেটে মাডগারড বেঁকে সরু হয়ে ওপরে গিয়ে মুকুটের রূপ নিয়েছে। এটার পাখনাগুলোও বেশ বড় এবং প্রান্তসীমা সরু। যার কাঁপুনির রণন জেমসের বুকের ভেতরে অনুভূত হচ্ছে। শেষ যেটা নেমে এলো সেটাকে চেনার জন্য জেইনের দরকার পড়ল না। ও জানে ওটার নাম ভক্সওয়াগন বীটল। আগুন লাল রঙা গাড়িটার গোলাকৃতি শরীরটা নামার আগে স্থির হয়ে না থেকে আগে পিছে নড়ছিল। সাথেই কম্পনরত ডানাদুটো সমেত ওটাকে আসল বীটলের মতই দেখতে লাগছিল। মাটি ছোঁয়ার পর ডানা দুটোর কম্পন থামলো এবং ধীরে ধীরে গুটিয়ে ঢুকে গেল নির্দিষ্ট খোপে।

হগওয়ার্টস এর সদস্যদের উল্লসিত চিৎকারের সাথে সাথেই বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রা। জেমসের পেছন থেকে একটি মেয়ের তির্যক উক্তি ভেসে এলো, 'আমেরিকান্স আর ওদের যন্ত্রসম্ভার!'

জেইন ঘুরে তাকালো মেয়েটার দিকে। 'শেষেরটা কিন্তু জার্মানির। আমার মনে হয় এটা তোমার জানা আছে।' তারপর একটু হেসে মন দিল অতিথি দেখায়।

আমেরিকান জাতীয় সংগীত শুরু করেছে অর্কেস্ট্রার দলটি। ওদিকে খুলে গেছে গাড়িগুলির দরজা, এক এক করে বেরিয়ে আসছেন অতিথিগণ। একই রকম দেখতে একজন করে উইজার্ড প্রথমে বেরিয়ে এলেন এক একটি গাড়ি থেকে। পরনে থাই পর্যন্ত ঝুলের কালচে ধূসর সবজে রঙের ক্লোক, কালো হাফহাতা জামা উঁচু সাদা কলার, ছাই রঙা প্যান্ট, সাদা মোজা ও কালো জুতো। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড ধরে তারা উপস্থিত জনতাকে চোখ পিটপিট করে দেখলেন পর্যবেক্ষণের মতন করে। তারপর চত্বরটির নিরাপত্তা বিষয়ে সন্তুষ্টি লাভ করে দরজা ছেড়ে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে প্রহরীর মত দণ্ডায়মান হলেন। একেবারে কাছের গাড়িটি বীটল। জেমস ওটার ভেতরটার কিছুটা দেখতে পাচ্ছিল। কিছু অবয়ব ওখানে নড়াচড়া করছিল। এবার শুরু হলো তাদের বাইরে বেরিয়ে আসা।

এতজন ওটার ভেতর থেকে বের হলো যে জেমসও চমকে গেল। ও বেশ কয়েকবার উইজার্ড টেন্টে থেকেছে, ফলে ও ভালোমতো জানে যে সাধারণ চোখে দেখা একটা স্থান উইজার্ড স্পেস রূপে কতটা বড় হতে পারে। বার্গান্ডি রঙের ক্লোক পড়া মালবাহকের দল চলে গেল গাড়িগুলোর বুট থেকে জিনিসপত্র নামানোর জন্য।

BanglaBook.org

ছোট ছোট ঠেলা গাড়ির আবির্ভাব ঘটিয়ে তার ওপরে চাপিয়ে নিলো অগুনতি ট্রাঙ্ক আর বাক্স। তরুণ উইচ আর উইজার্ডদের পরনে একেবারে সাধারন পোশাক। কেউ কেউ তো জিন্স পড়ে আছে, চোখে সানগ্লাস। চত্বরটির মাঝে বাড়ছিল ওদের সংখ্যা। হালকা ছাইরঙা ক্লোক আর টিউনিক পরিহিত আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল অ্যাডমিনিশট্রেশনের বয়স্ক উইচ আর উইজার্ডদের সহজেই চেনা গেল। ওরা নেমেই আগে হেসে হাত নাড়ালেন গাড়ি বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস ম্যাকগোনাগল এবং বাকি টিচিং স্টাফের উদ্দেশ্যে।

সবশেষে গাড়ি গুলো থেকে যারা নামলেন তারা বয়স্ক, কিন্তু তাদের পোশাক আর বয়সের মাত্রা থেকে বোঝা গেল এরা শিক্ষার্থী বা ডিপার্টমেন্ট অফিসিয়াল নন। জেমস অনুমান করলো এরাই আমেরিকান উইজার্ডিং স্কুল আলমা আলেরনের শিক্ষকবৃন্দ। এক একটি গাড়ি থেকে এক একজন নেমে এলেন। বীটল থেকে যিনি নামলেন, শক্তপোক্ত ব্যারেল সদৃশ চেহারা, লম্বা ছাই রঙা চুল পাট করে আঁচড়ানো। চৌকোনা মুখ। চোখে চারকোনা ছোট চশমা। এক ঔদ্ধত্যের হাসি ছড়িয়ে উনি তাকালেন হগওয়ার্টসের জনতার দিকে। কার সঙ্গে যেন জেমস ওর মিল খুঁজে পাচ্ছিল, ঠিকমত মনে করতে পারলো না। জেমস এবার তাকালো দ্বিতীয় প্রফেসরটির দিকে, যিনি স্টুটজ ড্রাগনফ্লাই থেকে বের হয়ে এলেন। যথেষ্টই লম্বা, সাদা চুল, লম্বাটে ফ্যাকাশে নির্মম মুখ, হাসির লেস মাত্র নেই। দেখলেন সবাইকে একঝলক। ওনার কপালের ওপর কালো রঙের ভুরু দুটো নড়ছিল শুঁয়োপোকার মত। একজন মালবাহক হাজির হলো, এগিয়ে ধরলো একটা কালো চামড়ার স্যুটকেস। না দেখেই উনি ওটা ধরে নিলেন নিজের মোটা গাঁটওয়ালা আঙুল দিয়ে। তারপর এগিয়ে গেলেন গাড়ি বারান্দার দিকে দ্রুতগামী জাহাজের মত।

জেইন চাপা গলায় বললো, 'আমার নিউইয়ার রেজ্যুলিউশন হবে এর সাথে কোনো ক্লাস না করার।' র‍্যালফ আর জেমসও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

জেমস এবার দেখতে পেল তৃতীয় প্রফেসর যিনি এসেছেন আলমা আলেরন থেকে। একজন মহিলা, নামলেন ডজ হরনেট থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধীর ভাবে মাথা ঘোরালেন, মনে হলো উনি প্রত্যেকটা মানুষকে গেঁথে নিলেন মনের খাতায়। জেমস ঢোক গিলে কিছু না ভেবেই র‍্যালফের পেছনে সরে গেল। উঁকি মেরে দেখতে থাকলো কাঁধের ওপর দিয়ে।

'কী ব্যাপার? কি হলোটা কী?' র‍্যালফ তেরছাভাবে জেমসকে দেখার চেষ্টা করে জানতে চাইলো।

জেমস উপস্থিত জনতার দিকে তাকালো। মহিলাটি মোটেই ওর দিকে তাকাচ্ছিলেন না। মনে হচ্ছিল উনি যেন কাউকেই দেখছেন না, যদিও ওনার মুখে এক খোঁজের ছাপ স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল। 'ওই যে লম্বা মহিলাটি। স্কার্ফ জড়ানো আছে মাথার ওপর দিয়ে। আমি ওকে দেখেছি লেকের ওপর এখানে আসার দিন।'

BanglaBook.org

জেইন বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখতে দেখতে বললো, 'একে দেখতে একেবারে জিপ্সী মাম্মিদের মতো।'

'হুম,' জেমস বললো, নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হচ্ছিল। স্কার্ফ পড়া মহিলাটিকে অনেক বেশি বয়সের মনে হচ্ছে এই রাতের মেয়েটির তুলনায় চোখ দুটো ফ্যাকাশে ধূসর। কালচে মুখাবয়ব বলি রেখাঙ্কিত এবং শরীর হাড় সর্বস্ব। মালবাহক ওনার হাতে একটি লম্বা বেতের লাঠি ধরিয়ে দিতেই উনি মাথা ঝুঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর লাঠিটা ঠুকে ঠুকে রাস্তা বুঝে নিয়ে ধীর পায়ে এগোতে থাকলেন।

'দেখে মনে হচ্ছে উনি বাদুড়ের মতই দৃষ্টিহীন,' জেইন বললো দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠে। 'আমার মনে হয় তুমি সেদিন অন্যকিছু দেখেছিলে। একেবারে গুলিয়ে ফেলেছো সব।'

চৌকো চশমা পড়া অবয়বটির দিকে নির্দেশ করে র‍্যালফ হঠাৎ আবেগ মিশ্রিত গলায় বলো, 'ওই শিক্ষকটিকে তোমরা চিনতে পেরেছ?' তোতলাতে শুরু করলো প্রায়, 'ওই যে...! ওই যে ...! উনি সেই পঞ্চম ...না! ধুর মনে পড়ছে না... দাঁড়াও বলছি, পঞ্চাশের!'

জেইন গাড়ি বারান্দার দিকে তাকিয়ে বললো, 'জন লেননের মত চশমা পড়া আর অদ্ভুত জামার কলারওয়ালা ওই ছোট্ট মানুষটাতো?'

'হ্যাঁ!' র‍্যালফ উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে জেইনের দিকে এগিয়ে গেল যেন মাথার ভেতর থেকে নামটা বার করতে ওরই সাহায্য নিতে হবে ওকে। 'আরে ও...হো...কি যেন নামটা? উনি নোটে আছেন!'

র‍্যালফের পিঠে একটা চাপড় কষিয়ে জেইন বললো, 'কি সব অদ্ভুত কথা বার্তা বলছো, র‍্যালফ।'

ওদিকে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল নিজের কণ্ঠে জাদুদণ্ডটা ঠেকিয়ে নিলেন, যাতে ওনার বক্তব্য সমগ্র চত্বরটার প্রতি প্রান্তে পৌঁছায়। বলতে শুরু করলেন, 'সমস্ত শিক্ষার্থী, সহ-প্রফেসরগণ এবং হগওয়ার্টসের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি আলমা আলেরন এবং ইউনাইটেড স্টেটস ডিপারটমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল অ্যাডমিনিস্টেশন থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানানোর এই অনুষ্ঠানে আমার সাথে সামিল হওয়ার জন্য।

উচ্ছ্বাসের একটা গর্জন গোটা চত্বরটাকে কাঁপিয়ে দিল। বুঝতে ভুল করে অর্কেস্ট্রার দলটি আবার জাতীয় সংগীতটা বাজাতে শুরু করে দেওয়ায় প্রফেসর ফ্লিটউইক ওদের থামালেন।

'সম্মাননীয় অতিথিগণ,' সদ্য আগতদের দিকে সামান্য ঝুঁকে হেড মিস্ট্রেস আবার বলা শুরু করলেন, 'ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য। আগামী একবছরের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকবো, আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও

BanglaBook.org

পারস্পরিক শিক্ষা আদানপ্রদানের সাফল্য কামনায়। আশা করবো এক দীর্ঘকালীন এবং সংঘবদ্ধ বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে আমাদের মধ্যে। মাননীয় আলমা আলেরনের অতিথিগণ আমি আপনাদের পরিচিত করিয়ে দিতে চাই আপনাদের নতুন শিক্ষার্থীদের সাথে। দয়া করে সামনের দিকে একটু এগিয়ে আসুন।'

জেমসের ধারণা হয়েছিল ওই লম্বা প্রফেসরটি এদের লিডার, কিন্তু বাস্তবে তা মিললো না। বরং গাঁট্টাগোট্টা চৌকো চশমা পড়া উইজার্ড এগিয়ে এলেন এবং হেডমিস্ট্রেসকে আনত হয়ে সম্মান দেখিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ভিড়ের দিকে। উনি জাদুদণ্ড ব্যবহার করলেন না। যথেষ্টই পরিষ্কার এবং উচ্চসুরে বাঁধা ওনার কণ্ঠস্বর। বোঝাই গেল এরকম ভাবে বলাতেই উনি অভ্যস্ত।

'হগওয়ার্টসের ছাত্রছাত্রী বৃন্দ, সমস্ত সহ শিক্ষকগণ এবং বন্ধুরা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের উষ্ণ অভিনন্দনের জন্য। আমরা এরকম কিছু আশা করেই আসিনি। সত্যি করেই আমরা এত জমকদার কিছু চাইনি।' হাসলেন এবং চোখ টিপলেন ভিড়কে লক্ষ্য করে। 'আমরা দারুণ রোমাঞ্চিত এই বছরে এই স্কুলের সাথে যুক্ত হতে পেরে। আর এটা না বলে পারছি না যে এই শিক্ষাটা হবে উভয় তরফের জন্যই! এই মুহূর্তে আমি এখানে দাঁড়িয়ে অজস্র উদাহরণ পেশ করতে পারি ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান ম্যাজিক্যাল জগতের মিল ও অমিল বিষয়ে, এবং এটাও জানি আগামীদিনগুলোতে হয়তো এসব নিয়ে অনেক আলোচনার সূত্রপাত হবে, যা চলতেই থাকবে...' আবার হাসলেন উনি এবং হালকাচ্ছলে বললেন, 'আমি অবশ্য এখনই দেখতে পাচ্ছি আমার সাথে আসা ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে তাদের পুরনো ধ্যানধারণা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য। মনে হচ্ছে আমার হগওয়ার্টসের বন্ধুরাও সেরকম কিছু একটাই চাইছেন। এবার বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি জানিয়ে দিতে চাই আমরা কে কোনো বিষয়ে শিক্ষাদান করবো।'

জেমস শুনতে পেল টেডের গলা, 'আমার এই মানুষটিকে দারুণ পছন্দ হয়েছে।'

উচ্চকণ্ঠে অতিথি প্রফেসর বললেন, 'আসুন চিনে নেওয়া যাক আমাদের টেকনোম্যান্সি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাজিকের শিক্ষাদাতা মাননীয় মি. থিওডোর হিরশাল জ্যাক্সনকে। উনি একসময় থ্রী স্টার জেনেরাল ছিলেন সালেম-দারগ্লাস ফ্রি মিলিশিয়াতে, যে কারণে আমার আবেদন তোমাদের কাছে, যখনই তোমরা ওকে ডাকবে, 'স্যার' কথাটা অবশ্যই জুড়ে দেবে।'

প্রফেসর জ্যাক্সনের মুখটা গ্রানাইট পাথরের মতই ভাবলেশহীন থেকে গেল বক্তার লঘু মন্তব্যর পরেও। উনি বেশ আকর্ষণীয় ভাবে বো করলেন, থুতনি উঁচু আর চোখের দৃষ্টিকে দূরপ্রান্তে নিবদ্ধ রেখে।

বক্তা এবার হাত তুলে দেখিয়ে বললেন, 'মি. জ্যাক্সনের পাশে যিনি আছেন উনি প্রফেসর অফ ডিভাইনেশন, আডভ্যান্সড এনচ্যানমেন্টস অ্যান্ড রিমোট প্যারসাইকোলজি, মাননীয়া ডেসডিমোনা ডেলাক্রয়। উনি আবার খুব ভালো সুস্বাদু

BanglaBook.org

গাম্বো বানাতেও ওস্তাদ। আশা করছি তোমাদেরও সৌভাগ্য হবে সেই স্বাদ গ্রহণের।'

স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা মহিলাটি বক্তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। যে হাসিটা ওনার হাড় সর্বস্ব মুখাবয়বে প্রতিভাত হল দুষ্টুমি ভরা কোনো ঠাকুমার মতো। উনি ঘুরলেন, ওনার দৃষ্টিহীন চোখদুটো ভিড়ের দিকে নিবদ্ধ হলেও কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছিল না। মুখে সেই আগের মতই হাসি। জেমসের অবাকই হলো এটা ভেবে যে সে কি করে এই অন্ধ মহিলার সাথে সেদিন রাতে লেকের ওপর দেখা অবয়বটিকে এক করে ভাবছিল। তার ওপর ইনি আজই এলেন। গত রাতে ওনার এখানে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

'এবার সবশেষে', বক্তা প্রফেসর বললেন, 'এই অধম, নিজেকে আপনাদের সামনে পেশ করছে। আমি তোমাদের নতুন ডিফেন্স এগেইন্সট ডার্ক আর্টস এর শিক্ষক, আলমা আলেরনের ডিবেট টিমের প্রধান, এবং আনঅফিসিয়ালি কিন্তু হতে চাই, উইজার্ড দাবার আগামী খেতাবের দাবিদার। বেঞ্জামিন আমেদিউস ফ্র্যাঙ্কলিন, আপনাদের সেবায় হাজির।' দুপাশে হাত ছড়িয়ে উনি আনত হলেন, ওনার ছাইরঙা চুল ঝুলে পড়লো সামনের দিকে।

'এই সেই মানুষটা যার কথা আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম!' র‍্যালফ ফিস ফিসিয়ে বললো। 'উনি সেই লোকটাই যিনি তোমার ডলারে আছেন!' জেইনের পাঁজরে কনুইএর খোঁচা মেরে । যার ধাক্কায় জেইন আর একটু হলে পড়েই যাচ্ছিল।

***

কিছু সময় পরে... জেমস, জেইন আর র‍্যালফ সিঁড়ি ভেঙে চলেছে র‍্যাভেনক্ল এর কমন রুমের দিকে।

'বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন?' জেইন অবিশ্বাসের সুরে কথাটা বললো। 'মোটেই উনি আসল বেন ফ্রাঙ্কলিন হতে পারেন না। ওনার তো...' ও কিছুক্ষণ ভাবলো কপাল কুঁচকে। 'জানিনা ওনার বয়স কত। কিন্তু অনেক অনেক বছর বয়স হওয়া উচিত। ভাবতেই পারছি না। হেডমিস্ট্রেসের চেয়েও বেশি হতে হবে। না হতেই পারে না।'

র‍্যালফ চেষ্টা করলো বোঝানোর, 'আমি বলছি মিলিয়ে নিও। এই উইজার্ড মানুষগুলো–মানে আমরা যারা উইজার্ড–আমাদের হাতে অনেক অনেক বছর ধরে বেঁচে থাকার চাবিকাঠি আছে। এসব ভাবলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বেন ফ্র্যাঙ্কলিন সম্বন্ধে যদি পড়ো মাগলদের বইয়ে দেখতে পাবে উনিও উইজার্ডদের চেয়ে কম কিছু ছিলেন না। তা না হলে একটা মানুষ কখনো ঘুড়ি উড়িয়ে তার সুতোতে চাবি লাগিয়ে বিদ্যুত ধরার কথা ভাবতে পারে!'

জেমস কিছু একটা ভেবে নিয়ে বললো, 'আমার স্কুলে পড়ছে হারমাইওনি আন্টি আমায় বলেছিলেন ওদের প্রথম বছরে দেখা একজন বয়স্ক উইজার্ডের কথা। নিকোলাস ফ্লানেল না কি যেন। উনি একটা পাথর বানিয়েছিলেন যা ওনাকে অনন্ত

BanglaBook.org

জীবনের সুযোগ দিয়েছিল। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব অদ্ভুত জিনিসগুলো খারাপের হাতে পড়ে বিপদ ডেকে আনে বলে উনি ওটাকে ধ্বংস করে দেন এবং নিজে স্বাভাবিক মৃত্যুর পথই বেছে নেন। তবে আমার মনে হয় ফ্লানেলের পাথর ছাড়াও অনেক উইচ এবং উইজার্ড জানেন কি করে আয়ুকে বাড়ানো যায়।'

র‍্যালফ জেইনকে রাগানোর জন্য বললো, 'তাহলে আর কি, তোমার ১০০ ডলারের নোটে ওনার একটা অটোগ্রাফ নিয়ে নিও।'

'আমার কাছে কোনো একশোর নোট নেই। শেষ পাঁচ যেটা ছিল সেটা ওই এলফ দ্বাররক্ষীকে দিয়ে দিয়েছি।'

জেমস বললো, 'ও মোটেই দ্বাররক্ষী না।'

'হতে পারে, কিন্তু ও তো আমাদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল।'

'ও মোটেই আমাদের দরজা খুলে দিচ্ছিলো না। র‍্যালফ ওকে এমন ধাক্কা মারে যে ও টাল সামলাতে গিয়ে ওটা খুলে ফেলে।'

'যাই হোক আমার কাছে আর কিছুই নেই। আশা করছি এর জন্য ওদের সার্ভিস পেতে অসুবিধা হবে না।'

জেইন র‍্যাভেনক্ল কমন রুমের সামনে থমকে দাঁড়ালো। দরজায় লাগানো ঈগল মুখো ডোর নকার টঙটঙে স্বরে জানতে চাইলো, 'ম্যাজিকে দক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে হ্যাটের কী গুরুত্ব?'

'উফস, ধুর, প্রশ্নগুলো এর থেকে সহজ হওয়া দরকার,' জেইনের গলায় অভিযোগের ছায়া।

'আমাদের ভেতরে যেতেই হবে এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তো?' র‍্যালফ বললো পা নাড়াতে নাড়াতে। 'নিজের কমন রুম ছাড়া অন্যের কমন রুমে ঢোকার জন্য আবার আলাদা কোনো নিয়ম কানুন আছে নাকি?'

'যতদূর জানি এরকম কিছু নেই। আর এক হাউজের ছাত্রছাত্রীরা অন্যের কমনরুমে যেতেও পছন্দ করে না।' জেমস উত্তর দিল। যদিও সেটা র‍্যালফকে খুব একটা স্বস্তি দিল বলে মনে হয় না ও ভয়ার্ত চোখে বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দেখতে থাকলো।

'হ্যাট...হ্যাট...কী গুরুত্ব?' জেইন জুতোর দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে যাচ্ছিলো, 'হ্যাট, হ্যাট, হ্যাট... টুপি থেকে বের হলো খরগোস। হ্যাট থেকে তুমি জিনিস বের করতে পারো। এটা একধরনের কি বলে যেন...হ্যা রূপান্তর। তুমি নিজের মাথায় একটা হ্যাট পড়ে আছো। তোমার মস্তিস্ক তোমার মাথায় আর সেটা চাপা পড়ে আছে হ্যাটের তলায়। বাপরে...'

আঙুল মটকে ও তাকালো ঈগলটার দিকে। 'তুমি তোমার হ্যাট থেকে সেটা বের করতে পারবে না যেটা তোমার মাথায় আগে থেকে ঢোকানো নেই, ঠিক বললাম না?'

'পুরোটা না হলেও, কাছাকাছি হয়েছে উত্তরটা।' ডোর-নকারটা জানালো। সাথে সাথেই খুলেও গেল দরজাটা।

BanglaBook.org

‘আরে বাহ জেইন! তোমার মা বাবা সত্যি মাগল তো?’ জেমস বলে উঠলো।

‘দ্যাখো আমি বলেই ছিলাম আমার বাবা সিনেমা বানান। আর মম এর আছে ই এস পি মানে সিক্সথ সেন্স। কোনো কিছুই লুকিয়ে করার উপায় নেই ওনার চোখ এড়িয়ে। হয়তো এর জন্যই আমার স্বাভাবিক একোনা ন্যাক হয়ে গেছে ম্যাজিক্যাল জগতের জন্য।’ জেইন বললো খুব একটা পাত্তা না দিয়ে। ‘বন্ধুরা, এই হলো র‍্যাভেনক্ল কমন রুম। একটা ইলেকট্রিক লাইট বা কোক মেসিন দেখতেও পাচ্ছিনা কোথাও। একটা দারুণ স্ট্যাচু আছে এখানে আর একটা কথা-বলা-ফায়ারপ্লেস। কালকে আমার বাবাকে এখানে কল্পনা করছিলাম। যিনি এসবের সাথে ভালোই মানিয়ে নিতে পারতেন।’

জেইন ওদেরকে গোটা র‍্যাভেনক্ল এর ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখালো। অনেক কিছুর ব্যাপারেই ওর বিন্দুমাত্র জানা নেই। এরপর র‍্যালফ আর জেইন জেমস কে মাগলদের তাস খেলা জিন রামি শেখানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু জেমস কোনো উৎসাহই পেল না। কারণ কিং, কুইন আর জ্যাক সত্যিকারের লড়াই করবে না, এটা ওর পছন্দ হলো না। এবার র‍্যালফ ওদের নিয়ে চললো স্লিদারিন কমন রুমে। যাওয়ার পথটা মশাল আলোকিত আবছায়া ভূগর্ভস্থ প্যাসেজ। শেষ হলো একটা দরজার সামনে। দরজার মাঝে পিতলের একটা সাপের কুন্ডলী পাকানো মূর্তি বাইরের দিকে বেরিয়ে কিলকাকৃতি মাথাসহ ভয়ানক রুপে হাঁ করে আছে ।

‘ওহো, ওইটা লাগবে তো’, র‍্যালফ নিজের মনেই বললো। নিজের হাতটা একবার ঝাড়তেই আঙুলে আবির্ভাব হলো একটা আংটির। যার ওপর একটা বড় সবুজ এমারেল্ড পাথর, দেখতে একেবারে একটা চোখের মতো, মনিটা চেরা। র‍্যালফ ওটাকে সাবধানে সাপটার একটা চোখে চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য চোখটা সবুজ আলো ছড়াতে শুরু করলো।

‘কে প্রবেশ-শ-শ-শের অনুমতি চাইছে?’ হিসহিসে স্বরে সাপের মাথাটা জানতে চাইলো।

‘আমি র‍্যালফ ডিডল। স্লিদারিন, প্রথম বর্ষ।‘

আলোকিত চোখটা জেমস আর জেইনের গায়ে আলো ফেলে জানতে চাইলো, ‘আর এই দুজন?’

‘আমার বন্ধু। আ-আমি ও-ওদের দায়িত্ব নিচ্ছি।’

বেশ অনেকটা অস্বস্তিকর সময় ধরে জেইন আর জেমসকে পর্যবেক্ষণ করলো চোখটা। তারপর নিভে গেল ওটার আলো। শোনা গেল অনেকগুলো বিভিন্ন রকমের যান্ত্রিক শব্দ দরজাটা থেকে এবং খুলে গেল ওটা।

স্লিদারিনদের ঘরটা তৈরি হয়েছে লেকের নিচে পাহাড়ের গুহায় গথিক স্থাপত্যে। মোটা কাচের জানালা দিয়ে লেকটার ভেতরে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কাঁচ ভেদ করে জলের ভেতর দিয়ে আসা সবুজ সূর্যের আলো এসে পড়েছে সালাজার স্লিদারিন

BanglaBook.org

এবং তার অনুগামীদের পোর্ট্রেটে। র‍্যালফ বেশ উৎসাহের সাথেই ওদের সব ঘুরিয়ে দেখালো। কমন রুমে তখন গোটা কয়েক ছাত্র ছাত্রী ছিল, জমকালো সব পোশাক পরা। ওরা লক্ষ্য করছিল জেইন আর জেমসকে, হাসছিল মুখ টিপে, কিন্তু কোনো রকম বিদ্রূপ দেখায়নি। র‍্যালফ সবাইকেই সম্বোধিত করে যাচ্ছিল কাঠকাঠ ভাবে।

স্লিদারিনদের শয়ন কক্ষটা দেখে জেমসের মনে হলো একটা খুব ধনী এবং ভোগী জলদস্যু ক্যাপ্টেনের জন্য বানানো হয়েছে। যথেষ্টই প্রশস্ত ঘরটা, ভিজে ভিজে ধরনের মেঝে, সাথেই নিচু সিলিং। যেখানে এদিকে ওদিকে ঝুলছে গারগয়েলের মাথার আকৃতির লণ্ঠন। চৌকো, মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি, প্রত্যেকটা খাট। প্রত্যেকটা বিছানার শেষপ্রান্তে ঝুলছে স্লিদারিনের হাউজ মস্তকাবরণ। র‍্যালফের পরিপাটি করে পেতে রাখা বিছানাটিতে ওরা উঠে বসলো।

র‍্যালফ নিচু স্বরে বললো অন্য স্লিদারিনদের দেখিয়ে, 'এখানকার অধিবাসীরা একটু কট্টর ধরনের। সত্যি বলছি আমার নিজেরই এখানে অস্বস্তি লাগছে। তোমাদের র‍্যাভেনক্ল এর ঘরটা এর চেয়ে অনেক ভালো।'

'হতে পারে, তবে আমি এটা বলতে পারি এদের নিশ্চিত সহজাত দক্ষতা আছে ঘর সাজানোর। যদিও এই সব জীবজন্তুর সাথে ঘুমানো খুব একটা সহজ কাজ নয়। আচ্ছা ওটা কি ড্রাগনের মাথা?'

'হ্যাঁ।' র‍্যালফ জানালো কিছুটা বিরক্তির সাথে। 'এখানকার এক সদস্য ওটা বাড়ি থেকে এনেছে। ওর ফ্যামিলীর লোকেরা ড্রাগন শিকার করতে যেত।'

'আমি জানতাম ড্রাগন শিকার করা নিষিদ্ধ,' জেমস বললো।

'হ্যাঁ। আমিও তো তাই জানি। ওই ওদের ফ্যামিলিদের নিজস্ব জায়গা আছে শিকার করার। যা খুশি শিকার করতে পারে!' র‍্যালফ খুবই নিচু স্বরে বললো। 'ওইটা একটা ইউনিকর্নের মাথা। এখনো ওটার শিং দেখা যাচ্ছে। আর ওই যে টমের বিছানার পেছন দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে, ওটা হাউজএলফ-এর মাথা। ওরা ওদের মাথাও ঝুলিয়ে রাখে ওদেরকে হত্যা করলে! আমি দিব্যি কেটে বলছি ওটা মাঝেমাঝেই আমার দিকে তাকিয়ে থাকছে!" একথা বলতে বলতে র‍্যালফ শিহরিত হলো। বুঝতে পারলো ও একটু বেশিই কথা বলে ফেলেছে। মুখের ওপর একটা লাইন টেনে জেমস আর জেইনের দিকে একবার করে দেখলো।

'হুম, ঠিক বলেছ। ব্যাপার স্যাপার সব কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে। তবুও আমার মনে হয় এগুলোর বেশির ভাগই একটা বাড়িয়ে দেখানোর প্রচেষ্টা,' জেমস বললো। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো স্লিদারিনের সদস্যদের নিয়ে যে সব গল্পগাছা শুনেছে তার একটাও র‍্যালফকে বলবে না।

'ওটা কী?' জেইন সহসা বললো, বিছানার দিকে তাকিয়ে। 'ওটা কি গেম খেলার যন্ত্র? মনে তো সেরকমই হচ্ছে! তার মানে তুমি পেয়েও গেছে অনলাইনে কম্পিটিশন এবং অন্য সব কিছু করার মত ওয়ারলেস আপ লিঙ্ক!' র‍্যালফের বিছানার প্রান্তে রাখা

BanglaBook.org

একটা ব্যাগ নিয়ে এলো হাত বাড়িয়ে। ভেতর থেকে বের করলো ছোট্ট তাসের প্যাকেটের মত কালো রঙের একটা বাক্স। একটা ছোট্ট স্ক্রিন লাগানো আছে সামনেটায়, আর অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোতাম সাজানো তার ঠিক নিচে। 'কী গেম আছে এটায়? আরমাগেডন মাস্টার থ্রী আছে নাকি?'

'না!' বলেই র‍্যালফ ওটা কেড়ে নিল জেইনের কাছ থেকে। 'আমি চাই না এটা আর কেউ দেখুক! এরকম কোনো কিছু এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ আছে।'

জেইন বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলো, 'কিন্তু কেন?'

'আমি কী করে জানবো? এখানে উইজার্ড আর ইলেক্ট্রনিকস যন্ত্রাদির মধ্যে সমস্যাটা কোথায় জানা আছে তোমার?' র‍্যালফ জেমসের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জেমস বললো, 'না আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় এখানে আমাদের ওগুলোর দরকার নেই। ইলেকট্রনিকস জিনিসপত্র, যেমন কম্পিউটার বা ফোন একেবারে মাগলদের নিজস্ব ব্যাপার। আমার অনুমান আমরা সেগুলোই ব্যবহার করতে পাবো যেগুলো ম্যাজিকের কাজে লাগবে।'

র‍্যালফ মাথা নেড়ে বললো, 'কিন্তু এখানে তো সেই মনোভাবটা দেখছি না। ওরা এমন করছে যেন আমি অতি জঘন্য কিছু স্কুলে নিয়ে এসেছি। বলা হয়েছে আমি যদি আসল স্লিদারিনের মত হতে চাই তাহলে সমস্ত ভাঁওতাবাজির ম্যাজিক আর মেশিনকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।'

জেমসের দিকে তাকিয়ে জেইন বললো, 'ভাঁওতাবাজির ম্যাজিক?'

'হুঁ', জেমস উত্তর দিল হতাশ ভঙ্গিতে, 'কিছু উইজার্ড পরিবার এটাই বিশ্বাস করে মাগলদের ইলেক্ট্রনিক্স আর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে। ওদের মতে এগুলো পাতি নকল, আসল উইজার্ডরা যা করেন তার। ওরা এটাও মানেন যে উইজার্ড মাগলদের যন্ত্রাদি ব্যবহার করে সে জাদু ঐতিহ্যের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকের সমান।'

র‍্যালফ সম্মতি জানিয়ে বললো, 'একদম ঠিক, এই কথাগুলোই আমাকেও বলা হয়েছে 'ওরা এই জাদু ঐতিহ্যর বিষয়ে দারুণ ভাবে সমর্পিত প্রাণ! আমি আমার সব কিছুই লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। পরের বার যখন ড্যাড আসবেন আমি ওগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

জেইন মৃদু শব্দে শিস দিয়ে বলে উঠলো, 'আমি বাজি ধরতে পারি আঙ্কেল আমার দেশের লোকেদের ওই সব গাড়িতে করে আসাটা তোমাদের রক্ষনশীল উইজার্ডদের পছন্দ হয়নি। ডজ হরনেট এর মত প্রকৃত যন্ত্র আর কিছু হতেই পারে না।'

জেমস মেনে নিল এবং বললো, 'ঠিকই বলেছ। ওরা ওটা খুব একটা পছন্দ করেননি। তবে একটা ইলেক্ট্রনিকস যন্ত্র আর একটা প্রকৃত ঘড়ির মধ্যে অনেক পার্থক্য। ওনাদের মতে একটা গাড়ি কেবল মাত্র কিছু গিয়ার আর পিস্টনের সমষ্টি। ভাঁওতা ম্যাজিকের থেকেও বেশি এক অপ্রয়োজনীয় জটিল যন্ত্রসজ্জা। একই কারণে ওরা কম্পিউটার বা অন্য কিছুকে পছন্দ করেন না।'

BanglaBoi.org

'আমি তো বললামই," র‍্যালফ গেমডেকটাকে ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে হতাশ ভাবে বললো। 'চলো এবার এখান থেকে যাওয়া যাক। ডিনারের সময়ও হয়ে এসেছে। আর আমার খিদেও পেয়েছে খুব।'

'তোমার কখনো খিদে মেটে র‍্যালফ?' জেইন বিছানা থেকে নামার সময় বললো।

র‍্যালফ বললো, 'আমার চেহারাটা দেখেছো তো। কিছু করার নেই এটা একটা গ্ল্যান্ডিউলার প্রবলেম। অ্যান্ড জাস্ট শাট আপ।'

'আমি খারাপ কিছু ভেবে বলিনি কিন্তু'। জেইন দুহাত ওপরে তুলে বললো। 'সত্যি বলছি, এখানে তোমার মতো একটা বড়সড় মাপের বন্ধু থাকাটা সত্যিই কাজের বলেই আমার ধারণা।'

ডিনারের সময় ওরা একসাথে গ্রিফিন্ডরের টেবিলে বসলো। টেড এসে জেইনের পিঠে একটা উৎসাহব্যঞ্জক চাপড় দেওয়ার আগে অবধি জেমস ব্যাপারটা নিয়ে একটি দ্বিধায় ছিল ।

'তারপর কেমন দিন কাটছে আমাদের র‍্যাভেনক্ল বিচ্ছুর? ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় সেরা হাউজে সব ঠিকঠাক আছে তো?' এসময়েই জেমস লক্ষ্য করলো জেইন আর র‍্যালফই শুধু না আর অনেকেই অন্যান্য হাউজের টেবিলে বসেছে।

ডিনার করার পর ওরা আগামী দিনের পরিকল্পনা শুরু করলো। জেইন জেমসের সাথে প্রফেসর জ্যাক্সনের টেকনোম্যান্সির ক্লাস করবে ঠিক করলো। ওদিকে র‍্যালফ ডিফেন্স এগেইন্সট দ্য ডার্ক আর্টস এর ক্লাস করবে জেমসের সাথে। এবার ওরা চললো লাইব্রেরীর দিকে। সংরক্ষিত এলাকায় বেশ খানিকক্ষণ ঘোরা ফেরা করার পর লাইব্রেরীয়ানের কড়া বকুনি খেয়ে ওরা পালালো, গুডনাইট জানিয়ে যে যার কমন রুমের দিকে।

র‍্যাভেনক্ল কমন রুমের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জেইন বললো, 'কাল দেখা হবে প্রফেসর স্টোনওয়ালের ক্লাসে।' ওর সহজাত প্রতিভা আছে সবাইকে একটা করে ডাকনাম দেওয়ার।

জেমস কমন রুমে ঢুকে দেখলো টেড বসে আছে পেট্রার কাঁধের ওপর দিয়ে একটা হাত রেখে। সাব্রিনা আর ড্যামিয়েন কাছেই একটা টেবিলে বসে কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজপত্র নিয়ে আলচনায় মগ্ন।

'তাহলে কাল থেকে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি তো জুনিয়র?' টেড ওকে দেখে বললো।

'হ্যাঁ! মনে তো হচ্ছে।'

'বেশি ভাবার কিছু নেই।' টেড আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো। 'প্রথম বছরে শুধু থিয়োরী পড়তে হয় আর শিখতে হয় জাদুদণ্ডের ব্যবহার। প্রফেসর ট্রিলনির ক্লাস করার জন্য ফোরথ ইয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'মনে হচ্ছে আমরা চিড়েচ্যাপ্টা হব এবার স্টেটস থেকে আসা ওই সব বড় বড় পন্ডিত আর ট্রিলনির চাপে।' বললো পেট্রা।

BanglaBook.org

জেমস ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো, ‘কি বলতে চাইছো তুমি?’

টেড উত্তরটা দিলো। ‘মনে হচ্ছে ওরা এবার ক্লাসটা দুজন মিলে নেবেন। গত বছর ট্রিলনি আর ফিরেঞ্জ দ্য সেন্ট্যর (অশ্বমানব) দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ফিরেঞ্জতো চলে গেছেন গ্রেহ্যাভেনের সেন্টার ভ্যালীতে। যে কারণে এই বছর ট্রিলনি আর এই ভুডু ক্যুইন মাদাম ডেলাক্রয়ের।’

ড্যামিয়েন দার্শনিকের মতো বললো, ‘আমার বিবেচনায় ওনারা একে ওপরের প্রাণের সখীতে পরিণত হবেন। ঠিক যেমন মটরশুটি আর ভেতরে থাকা মটর। অথবা ড্রাগন ডিম্বের গুঁড়ো আর ম্যান্ড্রেক স্যাপের মুড়ো।’

ড্যামিয়েন ঠিক কি বলতে চাইলো জেমস ঠিক বুঝে উঠল না। চোখ পিটপিট করে তা জানতে চাওয়ার আগেই টেড জেমসের মাথাটা নেড়ে দিয়ে মিচকি হেসে বললো, ‘কল্পনাশক্তির একটু ইস্তেমাল করো বন্ধু।’

আরও কিছুটা সময় পরে জেমস আড্ডা ছেড়ে উঠে এলো শোওয়ার জায়গায়। পরের দিনটার জন্য এই মুহূর্তে ওর ভেতরে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা একই সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য ও চন্দ্রালোকিত ঘরটায় দাঁড়িয়ে একজন গ্রিফিন্ডর হিসাবে এই প্রাকশিক্ষা শুরুর মুহূর্তটার উত্তেজনা শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে চেটেপুটে নিতে থাকলো। আগামী বছরগুলোতে অপেক্ষা করে থাকা অ্যাডভেঞ্চারগুলোর ভাবনা ওকে সম্মোহিত করছিল। অবশ করে দিচ্ছিল। ওর মন চাইছিল একটা বিরাট লাফ দিয়ে ওইসব সময়গুলোতে পৌঁছে যেতে।

নোয়া বের হয়ে এলো ক্ষুদ্র ওয়াশরুমটা থেকে। জেমসকে আড়চোখে দেখলো বিছানায় ওঠার আগে। ‘আমরাও এক সময় ওইরকম অনুভূতিতেই আচ্ছন্ন হয়েছি।’ সে কথাগুলো এমন ভাবে বললো যেন ও জেমসের মনের কথা পড়তে পেরেছে স্পষ্টই ‘কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত কোনোমতে কাটাতে পারলেই এই ঝিমঝিম ভাবটা কেটে যাবে। কানে ঝুড়ি ঝুড়ি লেকচার ঢুকবে আর ঘাড়ের ওপর একগাদা হোমওয়ার্কের চাপ পড়লেই সব সাফ।’ বিছানার কাছে জ্বলতে থাকা মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল কথা শেষ করেই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়
একটি ভুত এবং একজন অনুপ্রবেশকারী

জেমসের ঘুম ভেঙে গেল অন্যরা ওঠার আগেই। ঘরটা নিস্তব্ধ, অন্যান্য গ্রিফিন্ডরদের নিঃশ্বাসের শব্দ এবং নোয়ার বাঁশির মতো নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। ঘরের মধ্যে হালকা গোলাপী রঙের আলোর আভা ছড়িয়ে আছে জেমস আর একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। আগামী বারো ঘণ্টায় কি কি ঘটতে পারে তার চিন্তায় ওর মন উৎকণ্ঠিত। আর শুয়ে না থেকে উঠেই পড়লো। এরপর বাইরে যাওয়ার ড্রেস পরে নিল।

হগওয়ার্টসের হলগুলো এখন শান্ত ও ফাঁকা। কিন্তু এই সকালে যেন কিসের একটা ব্যস্ততা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কুয়াশা মাখা ঠাণ্ডা জড়িয়ে আছে আবহাওয়ায়। সকালের আবছায়া এখানে ওখানে। তারই সাথে কিরকম যেন একটা না দেখতে পাওয়া চলাচল ঘটে চলেছে সরু সরু সিঁড়ির ধাপ আর গুরুত্বহীন দরজাগুলো দিয়ে। জেমস

BanglaBook.org

ফাঁকা ক্লাসঘরগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছিল হাউজএলফদের কর্মচঞ্চলতা। হঠাৎই একটা বাথরুমের দরজা খুলে গেল, হাতে বালতি ও ন্যাতা, জলের ফোঁটা পড়ছে তার থেকে, নিয়ে বেরিয়ে এলো ওদের একজন। নাকে ভেসে এলো গরম পাউরুটির গন্ধ দূর থেকে ভেসে আসছে বাসনপত্রের ঠোকাঠুকির আওয়াজ। সারি সারি জানালা গায়ে পরদা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিথর ভাবে।

জেমস গ্রেটহলে ঢুকলো। ফাঁকা এবং শান্ত। সিলিং এখন ফ্যাকাশে গোলাপি আভা মেখে সকালের প্রথম সূর্যালোকের প্রতীক্ষায়। সেদিকে তাকাতেই কিছু যেন একটা নজরে এলো জেমসের। চোখ কচলে ভালো করে তাকালো। কিছু একটা নড়ছে অস্বচ্ছ কড়ি বরগাগুলোর ওখানে। একটা ছাই রঙের অবয়ব ভেসে বেড়াচ্ছে, সাথেই গুন গুন করে ভাঁজছে গানের সুর। জেমস চেষ্টা করলো বোঝার ওটা কি। দেখে মনে হচ্ছে একটা ছোট্ট মোটা মতন মানুষের অবয়ব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা করছে। ছোট ছোট কিছু জিনিস একটার ওপর আর একটা ব্যালান্স করে সাজানোর চেষ্টায় রত। জেমস লক্ষ্য করে দেখলো জিনিসগুলো সাজানো হচ্ছে ঠিক হাউজ টেবিলগুলোর ওপর। একটু হাওয়া লাগলেই ওগুলো সব ছিটিয়ে পড়বে নিচে।

'ফি ই ইই' জেমস চমকে গেল সহসাই অবয়বটার চিৎকারে। ওটা ওকে দেখে ফেলেছে। এত দ্রুত ওটা ওর দিকে নেমে এলো যে আর একটু হলে জেমসের হাত থেকে বইগুলো পড়েই যেত। অসন্তোষ এবং হাসি মেশানো এক অদ্ভুত গানের সুরে অবয়বটা জানতে চাইলো, 'কেহে তুমি চরের ওপর করছো গুপ্তচর গিরি, সকালের দুষ্টুমিটা যাতে না করতে পারি ?'

'ওহ,' জেমস একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'এবার চিনেছি। ড্যাড আর মাম বলেছিল বটে তোমার কথা। পিভস।'

জেমসের চারদিকে এক পাক ঘুরে নিয়ে পিভস বললো, 'আরে আমিওতো তোমায় চিনি, ছোট্ট সোনা! খুদে পটার, জেমস! উও উও! সকাল সকাল এটা সেটার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছ। একদম বাবার মতো নয় স্বভাব! সে আবার রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতো! কি জন্যে এসেছো, ব্রেকফাস্ট? ও হো, সরি, ওই এলফি তেলফিরা এখনো সব বানিয়ে উঠতে পারেনি। এত সকালে শুধু মাত্র আমাকে পাবে। তা পেরুভিয়ান ব্যালাস্টিক বীন খাবে নাকি দু একটা?'

'না, থ্যাঙ্কস! আমি...আমি তাহলে এখন আসি, পরে আসছি।' জেমস ঘুরে পেছন দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাঁটা শুরু করলো।

'ঠিক আছে, কথা দিলে কিন্তু?' উমম! বীন, বীন একেবারে সুরেলা বীন!' পিভস জেমসকে ছেড়ে আবার উঠে গেল সেই কড়িবরগার ওপর। 'যত বেশি হবে সাজানো, তত বেশি যাবে ফাটানো! খুদে পটারের কুমড়োর জুস, হবে ফটাস ফুস!' খিল খিলিয়ে হেসে উঠলো।

পিভসের গানের আওতা থেকে দূরে যাওয়ার জন্য জেমস হেঁটেই চললো। একসময় ও পৌঁছে গেল একটা লম্বা একাধিক থামের ওপর দণ্ডায়মান ব্যালকনিতে।

BanglaBook.org

যেখান থেকে স্কুলের মাঠটা পেরিয়েও দেখা যায়। সূর্যের আলোয় সোনালী হয়ে থাকা মেঘের গায়ে লেক থেকে উঠে আসা কুয়াশা ভাসছে। জেমস রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো। একটা অজানা আনন্দের শিহরণ ওকে রোমাঞ্চিত করছিল স্কুল শুরুর প্রথম দিনটায়।

দূরে কি যেন একটা নড়াচড়া করছে। জেমস মনোযোগ দিল ওটার দিকে। হ্যাগ্রিডের কেবিনের কাছে, অরণ্যের ধার ঘেঁষে। মনে হয় হ্যাগ্রিড ফিরে এসেছে। জেমস কেবিনটাকে দেখলো ভালো করে। না চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে না। সামনের চত্বরটা অপরিষ্কার, বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। জেমস একটু চিন্তায় পড়লো। হ্যাগ্রিড এখনো ফিরে এলো না কেন? ও জানে ওই আধা-দানবটার মনে একটা কোমলস্থান আছে পশু ও দৈত্যদের জন্য। মাম এবং ড্যাডও এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তায় থাকে। যদিও আপাতভাবে সব ঠিকঠাকই মনে হয়, কিন্তু যদি দৈত্যরা হ্যাগ্রিডকে আক্রমণ করে...ধরে বন্দী বানিয়ে রেখে দেয়, কোনোক্রমে। তাহলে–

আবারও নড়াচড়াটায় জেমসের নজর গেল। হ্যাগ্রিডের কেবিনের পেছনে যেখানে জ্বালানীকাঠের টুকরো স্তুপ করে রাখা আছে সেখানেই একটা রঙিন কিছু নড়লো যেন, একটা আলোর ঝলকও দেখা গেল। জেমস চোখ কুঁচকে, ঝুঁকে চেষ্টা করলো দেখার। ওই তো আবার। কাঠের স্তুপের পেছন দিয়ে একটা মাথা উঁকি মারছে। এতদূর থেকে জেমস মোটামুটি বুঝতে পারলো ওটা ড্যাডের বয়সী কোনো লোক। মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজছে, তারপরই আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা ক্যামেরা তুলে ধরলো। আবার দেখা গেল আলোর ঝলক, লোকটা এই দুর্গের ছবি তুলছে।

জেমস যখন ভাবছে এই ঘটনাটার কথা কাউকে গিয়ে ওর বলা দরকার, একজন শিক্ষক নিদেনপক্ষে একটা এলফকে, তখনই কিছু একটা ওর পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে গেল। লাফিয়ে জেমস একপাশে সরতে যেতেই এবার সব বই হাত থেকে পড়ে গেলো। ওই কিছু একটাটার শরীরটা সাদা এবং অস্বচ্ছ এবং চলন শব্দহীন। সোজা ওটা নেমে গেল নিচের জমিতে, ধেয়ে গেল ওই অজানা ক্যামেরাধারীর দিকে। সূর্যের আলোয় ভুতুড়ে অবয়বটাকে ঠিক করে দেখা না গেলেও অনুপ্রবেশকারী ওকে দেখতে পাচ্ছিল, বোঝাও গেল এমন হবে ও জানতো। একটা ভয়ের চিৎকার লোকটার কণ্ঠ দিয়ে বের হলেও পালিয়ে গেল না। চকিতে ক্যামেরাটা তুলে গোটা কয়েক ছবি তুলে নিল এগিয়ে আসা অস্পষ্ট মূর্তির। তারপরই ঊর্ধ্বশ্বাসে মারলো দৌড় অরণ্যের ধার ঘেঁষে। একসময় ঢুকে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে। প্রেতাত্মাটাও শিকারি কুকুরের মতই ছুটে গেল অরণ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত। অল্পক্ষণ পর ফিরে আসতে শুরু করলো সেটি। জেমস দেখতে পেল ওটার অবয়ব আরো পরিষ্কার হচ্ছে। ব্যালকনির কাছে যখন ফিরে এলো তখন ওকে দেখতে লাগছিল একজন যুবকের মতন। মাথা নিচু করে হতাশ ভঙ্গিতে হাঁটছিল, যদিও প্রত্যয় দেখা যাচ্ছিল তার মধ্যে। সহসাই ওপর দিকে তাকালো, জেমসকে দেখেই থমকে গেল। বেশ

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ একভাবে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে জেমসকে দেখতেই থাকলো। এরপর হঠাৎই বাষ্পের মত উবে গেল, দ্রুত চোখের সামনে থেকে।

জেমস ভালো করে তাকালো যেখানে এই মাত্র অবয়বটা দাঁড়িয়ে ছিল। ও জানে ও কোনো দিবাস্বপ্ন দেখেনি। প্রেতাত্মা হগওয়ার্টসের একটা অঙ্গ, জাদুদণ্ড আর নড়াচড়া করা ছবির মতই। ও এর মধ্যেই র‍্যাভেনক্ল হাউজের হাউজঘোস্ট *দ্য গ্রে লেডী*কে দেখেছে গত রাতে, দুঃখিত মুখে বারান্দায় ভেসে বেড়াতে। ও অপেক্ষায় আছে গ্রিফিন্ডরের হাউজ ঘোস্ট প্রায় মাথা কাটা নিকের সাথে দেখা হওয়ার। এই প্রেতাত্মাটি ওর কাছে নতুন। অবশ্য ওর বাবা মা এখানকার জীবন যাত্রার প্রতিটি বিষয় ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেননি। অনেক অনেক নতুন কিছুই অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। এখনো যেন ওই অবয়ব ওর চোখের সামনে ভাসছে, ঠিক যেমনটা ভাসছে ক্যামেরাম্যানের চেহারা। লোকটা কি কোনো উইজার্ডিং ট্যাবলয়েডের থেকে এসেছিল? "দি কুইবলার" থেকে নয় নিশ্চিত। জেমস জানে যারা ওই পাবলিকেশনটা চালায় তাদের কোনো উৎসাহ নেই হগওয়ার্টসের সকাল বেলার খবরাখবর নিয়ে। তবুও এমন অনেক ছিঁচকে আবর্জনা উইজার্ডিং পাবলিকেশন আছে যারা সব সময়েই আগ্রহী হগওয়ার্টস বা জাদুমন্ত্রক অথবা জেমসের ড্যাডের ছোট খাটো কেচ্ছাকাহিনীতে।

জেমস চললো কমন রুমের দিকে। আশা করছে টেড বা কোনো গ্রেমলিন সদস্যর দেখা পাওয়া যাবে। মনে পড়লো প্রফেসর লংবটমকে এখনো পারিবারিক শুভেচ্ছাটা জানানো হয়নি। আজ ওটা ব্রেকফাস্টের সময় সেরে ফেলতে হবে। আর সেই সুযোগেই জেনে নিতে হবে এই নতুন ভূত আর ক্যামেরাম্যানের ব্যাপারটা কি।

যদিও গ্রেট হলে ও নেভিলের দেখা কোথাও পেল না। স্কুলের পোষাকে সজ্জিত ছাত্রছাত্রীর ভিড়ে টেবিলগুলো ভর্তি।

মুখে ফ্রেঞ্চ টোস্টটা ঢুকিয়ে র‍্যালফ বললো, 'তুই একটা লোককে দেখলি যে মাঠে ছবি তুলছিলো? বুঝতে পারছি না এতে এত চিন্তার কী আছে?'

'আমার ওই ভূতের ব্যাপারটাই বেশি ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে ও কী করে মারা গেছে। ভুতেরা কি কেবলমাত্র তখনই ভুত হয় যখন ওরা বিচ্ছিরীভাবে মারা যায়?' জেইন বললো বেশ উৎসাহের সুরে।

জেমস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমার জানা নেই। কোনো একটা সিনিয়রকে জিজ্ঞেস করে নে। মনে হয় নিককে জিজ্ঞেস করলেই তুই সবচেয়ে ভালো জানতে পারবি।'

'প্রায় মুণ্ডুকাটা নিক?' সাব্রিনা জানতে চাইলো, ওই টেবিলেই একটু দূরে বসে আছে।

'হ্যাঁ সে কোথায়? আমাদের একটা প্রশ্ন আছে ওর কাছে?'

'চলে গেছে,' সাব্রিনা বললো মাথা দুলিয়ে যাতে ওর মাথায় লাগানো পালকটা

BanglaBoi.org

নড়ে। 'ও তো বিদায় নিয়েছে আমার প্রথম বছরেই। ওর হেডলেস হান্ট এর অভিযান এক সময় শেষ হয়ে যায়। আমরা ওর জন্যে একটা পার্টি দিয়েছিলাম সেই উপলক্ষ্যে। ও আর ফিরে আসেনি তারপর। সম্ভবত ওর যা দরকার তা ও পেয়ে গেছে। একদিয়ে খুব ভালো হয়েছে। তবুও।'

'হেডলেস! কবন্ধ...' র‍্যালফ এর গলায় প্রশ্নের ছায়া। তবুও কারো কাছে কিছু জানতে চাইলো না।

'ও আর ফিরে আসেনি তারপর?' জেমস বললো পুনরায়। 'কিন্তু ও তো গ্রিফিন্ডরের হাউজ ঘোস্ট ছিল! তাহলে এখন আমাদের হাউস ঘোস্ট কে?'

সাব্রিনা আবার মাথা দোলালো। 'এই মুহূর্তে কেউ নেই। কেউ কেউ আশায় ছিল ডাম্বলডোর জায়গাটা নেবেন। কিন্তু সেটা মোটেই হয়নি।'

'কিন্তু...,' জেমস কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। কি বলবে ঠিক করতে পারলো না। প্রত্যেকটা হাউজেরই নিজস্ব ঘোস্ট আছে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো মাঠে দেখা অল্পবয়সী প্রেতাত্মাটির ছবি।

'চিঠি এসেছে!' জেইন বললো। সবাই ওপরের দিকে তাকালো কারণ উঁচু জানালাগুলো দিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে প্যাঁচার দল। সহসাই ঘরটি ভরে গেল পাখা ঝাপ্টানো, চিঠি আর প্যাকেট পড়ার শব্দে। জেমসের চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল সকালে পিভসের অদ্ভুত কাজটার কথা মনে পড়ে যেতেই। ও কিছু বলার আগেই প্রথম সজোরে "ফটাস" আওয়াজটা কানে এলো। সাথে সাথেই একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠলো রাগ ও অবাক হয়ে যাওয়া মেশানো স্বরে। মেয়েটি উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল ওর পোশাকে হলুদ হলুদ ছোপ।

'আমার ডিমটা হঠাৎই ফেটে গেল!' মেয়েটি বললো।

আর অনেক "ফটাস" শব্দ শোনা যেতে থাকলো যেই প্যাঁচাগুলো কড়িবরগার কাছে উড়ে গেল। র‍্যালফ আর জেইন কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করছিল এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে।

'চল, চল এখান থেকে পালাতে হবে!' কোনো রকমে হাসি সামলে জেমস বললো। বলতে না বলতে একটা পেরুভিয়ান ব্যালাস্টিক বীন এসে পড়লো কাছের একটা অর্ধেক শেষ করা কফির কাপে। আরো একটা "ফটাস" প্রায় ছোটখাটো একটা আগ্নেওগিরির বিস্ফোরণের মতই কফিটা ছিটকে গেল চারিদিকে। জেমস, জেইন আর র‍্যালফ দিলো দৌড় ওই বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে। আর এরই মধ্যে পিভসকে দেখা গেল খিলখিলিয়ে হাসতে আর গান করতে করতে গ্রেট হলের এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

***

টেকনোম্যান্সির ক্লাসটা হয় গ্রেট হলের ওপরের তলার একটা ছোট ঘরে। একটাই জানালা টিচারের বসার জায়গার ঠিক পেছনে। সেখান থেকে সকাল বেলার সূর্যের

আলো ঢুকছে। ফলে সামনে বসে থাকা প্রফেসর জ্যাক্সনের মাথার পেছনে একটা সোনালী আলোকবৃত্ত যেন প্রতীয়মান। জেইন আর জেমস যখন ওখানে উপস্থিত হলো, তখন উনি পার্চমেন্টে কলম দিয়ে কিছু একটা লিখে চলেছেন। ঘরটির মধ্যে দমবন্ধ করা এক নীরবতা বর্তমান অতি সন্তর্পণে সেটা বজায় রেখে ওরা নিজেদের জায়গা খুঁজে নিল। একসময় সব সিট ভর্তি হয়ে গেল, তখনও কেবলমাত্র প্রফেসরের কলম ঘষার শব্দই শোনা যাচ্ছিল কেউ সাহস দেখিয়ে কিছু বলার চেষ্টাও করছিল না। একসময় প্রফেসর নিজেই ডেস্কে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং উঠে দাঁড়ালেন। পরনের ছাইরঙা টিউনিকটাকে একটু টেনে সমান করলেন।

'ওয়েলকাম স্টুডেন্টস। আমার নাম আশা করি তোমরা জানোই, থিওডোর জ্যাক্সন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবছর তোমাদের টেকনোম্যান্সির ক্লাস নেওয়ার জন্য। আমি প্রচুর প্রচুর বই পড়াতে বিশ্বাস রাখি এবং অবশ্যই শেখাতেও। তোমাদেরকেও এই দুটো কাজ আমার ক্লাসে প্রচুর পরিমাণে করতে হবে।' জেমসের ভাবনার তুলনায় মানুষটির কণ্ঠ অনেক বেশি শান্ত এবং মাপা মাত্রার। মাথার ধূসর ছাই রঙ-এর চুল পরিপাটি করে মিলিটারি ঢঙ্গে আঁচড়ানো। কপালের ওপর ঘন বড় বড় লোম ওলা ভুরু দুটো একেবারে সোজা স্কেলের মতই।

জ্যাক্সন ঘরটির মধ্যে পাইচারি করতে করতে বলা শুরু করলেন, 'এটা বলা হয়ে থাকে যে, বোকা বোকা প্রশ্নের মতো কোনো জিনিস হতেই পারে না। আশা করি একথাটা তোমরাও মাথায় রাখবে। প্রশ্নকে সাধারণত ভাবা হয়ে থাকে কৌতূহলী মনের সঙ্কেত হিসাবে।' কথা থামিয়ে সকলের দিকে একবার দেখে নিলেন। 'আবার অন্য দিক থেকে এটাও বলা যায় যে প্রশ্ন চিনিয়ে দেয় সেই ছাত্র বা ছাত্রীকে যে মন দিয়ে ক্লাস করে না।'

জেইন জেমসকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারতেই জেমস ওর দিকে তাকালো, একই সাথে তাকালো জেইনের সামনে রাখা পার্চমেন্টটার দিকে। ওটাতে খুব অল্প দাগ টেনে জেইন এঁকে ফেলেছে একেবারে হুবহু প্রফেসর জ্যাক্সনের একটা কার্টুন। জেমস খুব কষ্ট করেই হাসিটাকে আটকালো।

জ্যাক্সন বলে চলেছেন, 'ক্লাসে মনোযোগ দাও। নোট কর যত বেশি সম্ভব। পড়ানোর সাথে সম্পর্ক যুক্ত টেক্সট পড়ো। যদি এগুলো করো তাহলে দেখবে প্রশ্ন করার কোনো দরকারই হচ্ছে না। তবে মনে রেখো, আমি মোটেই প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ করছি না। আমি শুধু বলে রাখছি আমি চাই না আমার পড়ানো হয়ে যাওয়া কোনো কিছুর রিপিটেশন করতে। যদি সেটা করতে হয় তাহলে...' আবার থামলেন, একবার দেখে নিলেন সবার মুখগুলো। '...আমি এই কথাগুলোই আবার "মনে" করিয়ে দেব। আর যদি একই বিষয়ে প্রশ্ন না আসে তাহলে তোমরা পাবে আমার প্রশংসা।'

সম্পূর্ণ ঘরটা চক্কর মেরে উনি এবার গেলেন জানালার পাশে রাখা চক বোর্ডের কাছে। বের করে আনলেন নিজের জাদুদণ্ড এবং ছোঁয়ালেন বোর্ডের গায়ে। নিটোল

BanglaBook.org

অক্ষরে লেখা ফুটে উঠলো, "কেউ কি আমায় বলতে পারবে স্টাডি অফ টেকনোম্যান্সি আসলে কী?" বেশ কিছুক্ষণ ক্লাসটি নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর হাত ওঠালো একটি মেয়ে।

জ্যাক্সন মেয়েটির দিকে ফিরলেন, 'বলো মিস, হয়ে...ফরাগভ ম, আম খুব শীঘ্রহ তোমাদের নামগুলো মনে রাখতে পারবো... মিস গ্যালোজ, ঠিক বললাম?'

সম্ভবত গতকাল বলা প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন এর উপদেশ মাথায় রেখেই মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ স্যার! টেকনোম্যান্সি, আমি মনে করি, ম্যাজিক অব সায়েন্সের স্টাডি করা।'

'মিস গ্যালোজ, তুমি র‍্যাভেনক্ল হাউজের জন্য পাঁচ পয়েন্ট অর্জন করলে।' মেয়েটি মাথা ঝোঁকালো। জাক্সন বললেন, 'যদিও আমি "মনে করি বা বিশ্বাস করি" ধরনের কথা বলা আমার ক্লাসে পছন্দ করি না। বিশ্বাস আর জ্ঞান এর মধ্যে কমন ফ্যাক্টর যদি কিছু থাকে তাহলে তা খুবই নগণ্য। এই ক্লাসে আমরা নিজেদের ভাবনা যাচাই করবো জ্ঞানে। বিজ্ঞানে। তথ্য দ্বারা। আর যদি কেউ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ক্লাস করতে চাও তবে চলে যেতে পারো তাহলে মাদাম ডেলাক্রয় এর ক্লাসে। যা আর এক ঘণ্টা বাদেই শুরু হবে নিচে হল ঘরে।' এই প্রথম ওই পাথুরে মুখটাতে যেন একটু মজার ছোঁয়া দেখতে পাওয়া গেল। কিছু শিক্ষার্থী সাহস করে হেসেও ফেললো। জ্যাক্সন ঘুরে আবার জাদুদণ্ড নাড়ালেন বোর্ড লক্ষ্য করে।

'ম্যাজিকের মধ্যে থাকা বিজ্ঞানের অনুসন্ধান। হ্যাঁ একদম ঠিক। খুব সাধারণ এবং একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে ম্যাজিক হলো অপার্থিব বা রহস্যময় একটা ব্যাপার। যারা সেটা বিশ্বাস করে–আমি এখানে ইচ্ছে করেই বিশ্বাস কথাটা ব্যবহার করলাম–যারা বিশ্বাস করে ম্যাজিক আসলে অজ্ঞেয় শক্তি তারা নিয়তি, ভাগ্য এবং আমেরিকান কুইডিচ টিমকেও বিশ্বাস করে। সোজা কথায়, যেখানে হেরে যাওয়ার পেছনের সত্যি এবং বাস্তবগ্রাহ্য দিকগুলোকে যারা স্বীকার করে না তাকে সমর্থন করার কোনো মানে নেই।' এবার ঘরে আর বেশি হাসির আওয়াজ শোনা গেল। অবশ্য প্রফেসর জ্যাক্সনের চোখ বাঁচিয়ে।

'ম্যাজিক,' উনি বলতে শুরু করলেন, সাথে সাথেই চক বোর্ডে কথা গুলো লেখা হয়ে যাচ্ছে, 'কখনই, আমি রিপিট করে বলছি, কখনই বিজ্ঞানের কোনো স্বাভাবিক নিয়মকে ভাঙে না। কেবলমাত্র ওই নিয়মগুলোকে ব্যবহার করে বিশেষভাবে এবং সৃজনশক্তির দ্বারা। মি. ওয়াকার।'

জেইন চমকে উঠলো। মুখ তুলে তাকালো। সবাই যখন মন দিয়ে বক্তব্য শুনছিল, ও মগ্ন ছিল ছবিটাকে আরো ভালো করার চেষ্টায়। প্রফেসর জ্যাক্সনের মুখ কিন্তু জেইনের দিকে নেই, উনি এখনো বোর্ডের দিকেই ঘুরে আছেন।

'আমার একজন সহকারী দরকার। আমি কি তোমার পার্চমেন্টটা ধার নিতে পারি?' এটা মোটেই রিকোয়েস্ট ছিল না। বলা শেষ করেই উনি জাদুদণ্ডটা ঝাঁকালেন আর

BanglaBook.org

জেইনের পার্চমেন্টটা উড়ে গিয়ে ভেসে যেতে থাকলো ওনার দিকে। উনি ধরলেন ওটাকে হাত দিয়ে। আস্তে আস্তে করে ঘুরলেন, উঁচু করে ধরে আছেন পার্চমেন্টটা, তাকাচ্ছেন না ওটার দিকে। সব শিক্ষার্থীরা তাকিয়ে আছে আঁকাটার দিকে। জেইন ক্রমশ কুঁকড়ে গিয়ে চেষ্টা করছিল যদি কোনোভাবে ডেস্কের তলায় লুকাতে পারে।

'এটা কি অবশ্যই একটা ম্যাজিক নয় যদি একটি উইজার্ডের আঁকা জ্যান্ত হয়ে যায়?' জ্যাক্সন জানতে চাইলেন। বলার সাথে সাথেই পার্চমেন্ট এর আঁকাটা নড়তে শুরু করলো। কার্টুন চরিত্রটির শীতল চোখটি বদলে গেল রাগের অভিব্যক্তিতে। পারিপার্শ্বিক কিছু রদবদল ঘটলো। একটা ডেস্ক এসে গেল কার্টুন চরিত্রটির সামনে। খুদে কার্টুন রুপী জেইনকেও দেখা গেল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে। ছবির জ্যাক্সন একটা বিরাট মাপের ক্লিপবোর্ড বের করলেন যার ওপর লেখা ও ডাব্লিউ এল। ওর ওপর দিতে থাকলেন লাল লাল দাগ। কার্টুন জেইন হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইতে লাগলো। কিন্তু কার্টুন জ্যাক্সন মাথা নেড়েই চললেন। ছবির জেইনের মুখে হতাশার ছাপ, মাথার চারপাশ দিয়ে ছিটকে বেড়াতে থাকলো কান্নার জল।

এতক্ষনে আসল জ্যাক্সন মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন পার্চমেন্টটার দিকে, আর পুরো ক্লাস ভেঙে পড়লো অট্টহাসিতে। উনিও হাসলেন, একটা সত্যিকারের হাসি। 'দুর্ভাগ্যবশতঃ মি. ওয়াকার, তোমার জন্য মিস গ্যালোজের অর্জন করা পাঁচটি পয়েন্ট মাইনাস হয়ে গেল র‍্যাভেনক্ল এর হাউজ থেকে। দুঃখ করে লাভ নেই। কী আর করা যাবে এটাই জীবন।'

দ্রুত হেঁটে এসে আঁকাটা যত্ন করে রেখে দিলেন জেইনের ডেস্কে এবং ফিরে গেলেন। 'না, ম্যাজিক এই কথাটায় কোনো জাদু নেই। বাস্তবে একজন প্রকৃত উইজার্ড শিখবে কাগজের ওপর নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলতে কোনো কাজের দ্বারা, কলমের দ্বারা নয়। কিছুই অপ্রাকৃত ভাবে ঘটে না। কেবলমাত্র একটা আলাদা রকম মাত্রার অভিব্যক্তি নিজের জায়গা করে নেয়। ম্যাজিক স্বাভাবিক নিয়মকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে কিন্তু কখনোই নিয়মকে ভাঙে না। ঘুরিয়ে বললে ম্যাজিক কখনোই অপ্রাকৃত বা আনন্যাচরাল কিছু নয় বরং অতিপ্রাকৃত বা সুপার ন্যাচরাল। যেটা স্বাভাবিকের সীমানার ছাড়িয়ে কিন্তু কখনোই তার বাইরে নয়। আর একটি উদাহরণ রুপে। মি. ইয়ে...'

জ্যাক্সন কাছেই বসে থাকা একটি ছেলের দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করলেন, যে নিজের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে তেরছাভাবে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'মারডক স্যার।'

'মারডক। তোমার তো এটা অ্যাপারিশন বিষয়ে কাজ করার বছর, তাই না?

'ওহ, হ্যাঁ স্যার,' মারডক বললো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'অ্যাপারিশন বিষয়ে তুমি আমাদের কিছু বলতে পারবে?'

মারডককে একটু হকচকিত দেখালো। 'একটা বেশ মৌলিক বাপার, ঠিক কি না? মানে বলতে চাইছি, কোনো একটা জায়গার কথা মনের মধ্যে নিয়ে আসুন। চোখটা

BanglaBook.org

বন্ধ করুন, পরিষ্কার করে ভাবুন আপনি যেটা করতে চাইছেন। আর ব্যাস, সেখানে পৌঁছে যাবেন।'

'আর ব্যাস? এটাই বললে না তুমি?' জ্যাক্সন বললেন মুখের একটাও পেশি না নড়িয়ে।

মারডকের মুখ লাল হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, মানে প্রায় সেই রকমই। আপনি ঝপ করে ওখানে চলে যাবেন। একেবারে এইরকমই ব্যাপারটা।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও এটা চকিতে বা ততক্ষনাৎ ঘটে যায়।'

'হ্যাঁ। আমার অনুমান আমি সেটাই বলেছি।'

জ্যাক্সন একটা ভুরু ওপর দিকে উঠিয়ে বললেন, 'তুমি অনুমান করছো?'

মারডক আর থতমত খেয়ে, কাছে বসে থাকা অন্যদের দিকে তাকালো সাহায্যের আশায়। 'ইয়ে। না। মানে বলতে চাইছি যে হ্যাঁ। অবশ্যই। তাৎক্ষনিক। ঠিক যেমনটা আপনি বললেন।'

'যেমনটা তুমি বললে মি. মারডক,' জ্যাক্সন হালকাস্বরে বললেন। এবার এগিয়ে গেলেন ঘরটির সামনের দিকে। যেতে যেতেই একটি ছাত্রীর কাঁধে টোকা দিলেন। 'মিস?'

'সাব্রিনা হিলডেগার্ড স্যার,' সাব্রিনা যতটা সম্ভব পরিষ্কার এবং নম্রভাবে বললো।

মিস হিল্ডেগারড, তুমি কি আমাদের জন্য একটা ছোট্ট কাজ করে দেবে? দুটো ১০ সেকেন্ডের টাইমার দরকার। নিয়ে আসতে হবে প্রফেসর স্লাগহর্নের পোশনরুম থেকে। যতদূর মনে পড়ছে এখন থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে দ্বিতীয় দরজা। ধন্যবাদ।'

সাব্রিনা দ্রুত বিদায় হতেই জ্যাক্সন আবার ক্লাসরুমের দিকে ফিরলেন। 'মি. মারডক, তোমার কোনো ধারণা আছে, নির্দিষ্ট ভাবে ঠিক কী ঘটে? যখন তুমি অদৃশ্য হয়ে যাও?'

মারডক ঠিক করেই নিয়েছে ও কিছু জানে না এই ভাবটা দেখানোই ওর পক্ষে সঠিক পথে হাঁটা হবে। ও মাথা নেড়ে নেতিবাচক ভাব দেখালো

জ্যাক্সন মনে হল মেনেও নিলেন সেটা। 'চলো তাহলে একটা পরীক্ষা করা যাক এ বিষয়ে। কে বলতে পারবে অদৃশ্য হওয়া জিনিসপত্র কোথায় যায়?'

এবার পেট্রা মরগ্যানস্টারন হাত তুললো। 'স্যার, অদৃশ্য বস্তু কোথাও যায় না, বলা হয়ে থাকে, ওগুলো সব জায়গায় যায়।'

জ্যাক্সন মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'মিস, এটা একেবারে টেক্সট বুক এর উত্তর। কিন্তু সারমর্মহীন। বস্তু কক্ষনো এক সময়ে দু জায়গায় থাকতে পারে না। কোথাও যায় না আবার সব জায়গায় যায় এটা হতে পারে না। আমি সময় নষ্ট করতে চাই না এ নিয়ে অযথা কথপোকথন করে। সময় এসেছে মন দিয়ে আমার কথা শোনার।'

ঘরের সবাই রেডি কলম নিয়ে। জ্যাক্সন পাইচারি করতে করতে শুরু করলেন বলা, 'বস্তু, যেমনটা তোমরা জানো, পুরোটাই তৈরি হয়েছে আসলে কিছু না দিয়েই।

BanglaBook.org

অ্যাটমেরা একত্রিত হয়ে একটা আকৃতি গঠন করে যা আমাদের দৃষ্টিতে মনে হয় সলিড। এই যে মোমবাতিটা...' ডেস্কের ওপর রাখা পিতলের মোমবাতি দানের ওপর রাখলেন, '...দেখে মনে হচ্ছে একটা দারুণ কঠিন বস্তু, কিন্তু, আসলে লক্ষ কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু একত্র হয়ে একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে রূপদান করেছে এবং এর ওজন সৃষ্টি হয়েছে। যখন আমরা একে অদৃশ্য করি...' প্রফেসর জ্যাক্সন জাদুদণ্ডটা নাড়ালেন আর খুবই মৃদু একটা পপ শব্দ হয়ে ওটা মিলিয়ে গেল। 'আমরা কিন্তু মোমবাতিটাকে সরালাম না বা ধ্বংস করলাম না বা এর বস্তুগত কোনো পরিবর্তন ঘটালাম না। সেরকম কিছু করলাম কি, কী মনে হয় তোমাদের?'

জ্যাক্সন একের পর এক শিক্ষার্থীর দিকে দেখতে থাকলেন। আর ওরা অপেক্ষা করতে থাকলো কখন প্রফেসর আবার বলা শুরু করেন।

'না, সেরকম কিছু করিনি। বদলে যেটা করলাম তা হল ওর অ্যাটমগুলোর সংযোজনার স্থানগুলোকে বদল করে দিলাম। আমরা প্রসারিত করে দিলাম ওদের একের সাথে অপরের পাশাপাশি অবস্থানকে। কয়েক হাজার, বা কয়েক লক্ষ গুণ ভাবে। এই প্রসারণের গুণফল মোমবাতিটাকে সমগ্র গ্রহজগতের মাপের সমান করে দেওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়। আর তার ফলে যেটা হবে আমরা ওটার অ্যাটমগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলেও ওটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবো না। সহজ কথায় মোমবাতিটা এখানেই আছে। ওটা এতটাই বড় মাপে প্রসারিত হয়ে গেছে, এত সুক্ষ হয়ে গেছে যে আমাদের চিরাচরিত বস্তু জগতে ওটা আর অস্তিত্বের সীমানায় নেই। আর সেজন্যই এটা এখন সব জায়গায় থেকেও কোনো জায়গায় নেই।'

সাব্রিনা ফিরে এলো টাইমারগুলো নিয়ে, রাখলো জ্যাক্সনের ডেস্কে। 'ধন্যবাদ মিস হিল্ডেগারড। মারডক।'

মারডক আবার চমকে উঠলো। মৃদু কিছু হাসি শোনা গেল এদিক ওদিক থেকে। 'স্যার?'

'অত ভয়ের কিছু নেইরে বাবা। আমি চাই যে তুমি সেটাই করে দেখাও যেটাকে তোমার খুবই সহজ সিম্পল একটা ব্যাপার বলে ধারণা হয়েছে। আমি চাই তুমি আমাদের জন্য ডিসঅ্যাপারেট করে দেখাও।'

মারডককে দেখে বোঝা গেল ও রীতিমত শকড। 'ডিসঅ্যাপারেট? কিন্তু...স্কুল চত্বরের মধ্যে ওটা করা বারণ স্যার।'

'একদম ঠিক। একটা সেকেলে এবং প্রায় প্রতীকী নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু কেউ ভাঙতে চায় না। সৌভাগ্যবশতঃ আমি একটা সাময়িক অনুমতি আদায় করেছি । যার সাহায্যে মি. মারডক এখানে ডিসঅ্যাপারেট করার কাজটা করে দেখাতে পারবে। ঠিক এখান থেকে।' জ্যাক্সন হেঁটে গেলেন ঘরটার একটা কোনায়। 'এতদূর পর্যন্ত।'

মারডক উঠে দাঁড়িয়ে কিছুটা চিন্তিত স্বরে বললো,'আপনি চাইছেন আমি এই ঘর থেকে ডিসঅ্যাপারেট করে...এই ঘরেই যাই?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ঠিক তুমি যেখানে আছো ওখান থেকে এইখানে আসবে। এই কোনাটায়, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবেই। আমি এটাকে খুব বড় কোনো চ্যালেঞ্জ হিসাবে মনে করছি না। শুধু আমি চাই তুমি তোমার সাথে এটাকে রাখো।' জ্যাক্সন একটা ছোট্ট বালিঘড়ি হাতে তুলে নিলেন যা সাব্রিনা নিয়ে এসেছিল। 'অদৃশ্য হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এটাকে চালু করে দেবে। বুঝতে পেরেছো?'

মারডক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'নো প্রবলেম স্যার। আমি ওটা চোখ বেঁধেও করে দেখাতে পারবো।'

জ্যাক্সন ওর হাতে একটা বালি ঘড়ি দিলেন এবং বললেন, 'আমার মনে হয় না সেটার দরকার আছে।' ফিরে এলেন ডেস্কের কাছে এবং দ্বিতীয় ঘড়িটা হাতে তুলে নিলেন।

'মি. মারডক, রেডি, আমার তিন গোনার সাথে সাথেই...এক...দুই...তিন!'

দুজনেই নিজের নিজের ঘড়ি উল্টালেন। এক সেকেন্ডের একটা নীরবতা। জোরালো এক "খ্যাঅ্যাচ" শব্দ শোনা গেল। মারডক অদৃশ্য হয়ে গেল নিজের জায়গা থেকে। সবাই একসাথে তাকালো ক্লাসঘরের কোনাটার দিকে।

প্রফেসর জ্যাক্সন ঘড়িটার বালি পতনের দিকে তাকিয়েছিলেন একদৃষ্টে। একটু গুনগুন করে উঠলেন। ডেস্কের ওপর একটু ভার দিলেন নিজের শরীরের। তারপর আস্তে করে ঘুরে তাকালেন ওই একই কোনার দিকে।

আবারও একটা একই রকম শব্দের সাথে সাথেই দৃশ্যমান হল মারডক। বিদ্যুতগতিতে ওর কাছে গিয়ে বালি ঘড়িটা নিয়ে ডেস্কের কাছে ফিরে এসে পাশাপাশি রাখলেন। একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখলেন দুটোকেই। ওনার হাতে থাকা ঘড়িটার বালি প্রায় সমান সমান দুদিকেই। ওদিকে মারডকের ঘড়িটায় ওপরের অংশে বালি প্রায় একই অবস্থায় আছে।

'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মি. মারডক তোমার ভাবনা পুরো ভুল।' জ্যাক্সন বললেন, চোখ এখনো ঘড়ি দুটোর দিকেই। 'যাও এবাই নিজের সিটে গিয়ে বসো। থ্যাঙ্ক ইউ।'

প্রফেসর এবার ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকালেন। 'কমবেশী প্রায় চার সেকেন্ডের পার্থক্য। যা প্রমাণ দিচ্ছে অ্যাপারিশন মোটেই তাৎক্ষনিক নয়। কিন্তু...একই সাথে এটাও বলতে হচ্ছে, যা বেশ ইন্টারেস্টিং, যিনি অদৃশ্য হচ্ছেন তাঁর কাছে ওটা তাৎক্ষনিক। আর এ ব্যাপারে টেকনোম্যান্সির ব্যাখ্যা আমাদের কী জানাচ্ছে? এটা একটা জমকদার প্রশ্ন। উত্তরটা এবার বলি শোনো।'

জ্যাক্সন আবার গোটা ঘরে পাইচারি শুরু করলেন, সাথে সাথেই চকবোর্ডে ফুটে উঠতে থাকলো লেখা। সকল শিক্ষার্থী মাথা নামিয়ে লেখায় মগ্ন। 'বস্তু অদৃশ্য করার ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা অ্যাপারিশন এর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। যিনি অদৃশ্য হচ্ছেন তিনি নিজের অ্যাটমগুলোকে এতটাই প্রসারিত করেন যে ওদের বস্তুগত অস্তিত্ব

BanglaBoi.org

হারিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে। চলে যায় মাপের বাইরে, বিস্তারিত হয় সর্বত্র। এই অবস্থায় যাওয়ার পর অ্যাপারেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের অ্যাটমদের দূরত্ব কমিয়ে আনেন। কিন্তু সেটা ঘটে অন্য এক স্থানের নির্দিষ্টকরনে। আর স্থানটি নির্ধারিত হয় অদৃশ্য হওয়ার আগের মুহূর্তে অ্যাপারেটরের ভাবনার ভিত্তিতে। একজন উইজার্ড দাঁড়িয়ে আছেন লন্ডনে, মনের চোখে দেখছেন এবেবেটস ফিল্ড, অদৃশ্য হলেনমানে, অর্জন করলেন সর্বত্র স্থানে থাকার ক্ষমতা – আর আবির্ভূত হলেন এক নতুন জায়গায় যার নাম এবেবেটস ফিল্ড। এটা অবশ্য প্রয়োজনীয় একটা বিষয় যে ডিসঅ্যাপারেশন এর আগে ঠিক করে নিতে হবেই যে কোথায় নিজের অ্যাপারিশন ঘটাবো। কেউ কি বলতে পারবে টেকনোম্যান্সিতে এর কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে?'

কোনো সাড়া নেই। গ্যালোজ নামের মেয়েটিই আবার হাত তুললো। 'কারণ আপারিশন এর এই কার্যকালটা উইজার্ড এর কাছে তাৎক্ষনিক।'

'হ্যাঁ, মিস গ্যালোজ কিছুটা ঠিক বলেছো তুমি,' জ্যাক্সন বললেন নরম স্বরে। 'কতদুরে যাবো তার ওপর অ্যাপারিশন ঘটার সময় নির্ভর করে। যেমনটা আমরা একটু আগে দেখলাম। সময় কিন্তু মোটেই ফ্লেক্সিবল নয়! উইজার্ডকে নিশ্চিত ভাবে কোথায় যাবো সেটা ভেবে নিতে হবেই অদৃশ্য হওয়ার আগে। কারণ যখন একজন উইজার্ড সর্বত্র বিস্তৃত হন তখন তার মন হাইবারনেশনে চলে যায়। ডিসঅ্যাপারেট থেকে অ্যাপারেট হওয়ার ব্যাপারটা তাৎক্ষনিক ভাবে মোটেই ঘটে না, কিন্তু যেহেতু ওই সময়টায় উইজার্ডের মন কাজ করা থামিয়ে দেয় তাই ওই সময়টার কোনো অনুভূতি সে বুঝত পারে না। মনে করে পুরোটা ঝট করে ঘটে গেল। আর এই কারণেই যে উইজার্ড অদৃশ্য হওয়ার আগে কোনো নতুন স্থানে নিজের পুনর্গঠন ঘটাবে ঠিক না করতে পারে...সে আর কোনোদিন এই বস্তুজগতে ফিরে আসতে পারে না।'

জ্যাক্সন ভ্রু কুঁচকে দেখতে থাকলেন মুখগুলোকে, তার কথাগুলো ওরা বুঝতে পারলো কিনা সেটার কিছু একটা চিহ্নের আশায়। বেশ কিছুটা সময় পরে একটা হাত উঠলো। মারডকের। ওর মুখটা ফ্যাকাশে মেরে গেছে প্রফেসরের মৌলিক তথ্যগত বক্তব্যটা অনুধাবন করতে গিয়ে। জ্যাক্সনের ভুরু দুটো নেচে উঠলো।

'ইয়েস, মি. মারডক?'

'একটা প্রশ্ন। মাফ করবেন। যদি বলেন–' গলাটা একবার ঝেড়ে নিলো। শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল জিভ দিয়ে । 'ওই এবেবেটস ফিল্ডটা কোথায়?'

***

লাঞ্চ করার পর, জেমস, জেইন আর র‍্যালফ একত্র হলো। তিন জনেরই আপাতত ক্লাসের বিরতি। অনেকটাই সময় পরের ক্লাসে যাওয়ার জন্য বাকি কিন্তু কমনরুমে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার মত পর্যাপ্ত নয়। ওরা দিকভ্রান্তের মত এদিক ওদিক ঘুরে

BanglaBook.org

বেড়াচ্ছিল। চেষ্টা করছিল সিনিয়র শিক্ষার্থীদের পথে বাধা সৃষ্টি না করার। সাথেই চলছিল আলোচনা জ্যাক্সনের ক্লাস নিয়ে।

'আমি বলে রাখছি, ওই বুড়ো স্টোনওয়াল প্যাসেজ অফ টাইম নিয়ে কিছু একটা ম্যাজিকাল গড়বড় করে!' জেইন বললো র‍্যালফকে প্রত্যয়ের সাথে। 'আমি দিব্যি কেটে বলতে পারি, আমি দেখলাম ঘড়িটার বালি ওপর দিকে উঠে যাচ্ছিলো।'

'আমার কিন্তু প্রফেসর ফ্লিটউইককে দারুণ লাগলো। তোরাও তো দেখেছিস ওকে,' র‍্যালফ কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই কথা ঘুরালো।

জেইন সেদিকে পাত্তা না দিয়ে বললো, 'জ্যাক্সনের মাথার পেছনে বা অন্য কোনো জায়গায় চোখ আছে নিশ্চিত। কে ভেবেছিল জাদুবিদ্যার স্কুলে এরকম সব ব্যাপার থাকবে?'

জেমস র‍্যালফকে জিজ্ঞেস করলো, 'প্রফেসর ফ্লিটউইক প্রাথমিক স্তরের স্পেল আর জাদুদণ্ডের ব্যবহার শেখাচ্ছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। দারুণ ব্যাপার কিন্তু। মানে বলতে চাইছি যে ম্যাজিকের ব্যাপারে পড়া এক জিনিস, আর সেটা হতে দেখাটা একেবারে অন্য অভিজ্ঞতা উনি নিজের চেয়ার, বই সব কিছু হাওয়ায় উড়িয়ে দেখালেন!'

'বই ওড়ালেন?' জেইন প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, দেখেছিস বোধহয় উনি বেশ কয়েকটা বই চেয়ারে পেতে বসেন যাতে ডেস্ক পেরিয়ে আমাদের দেখতে পান? সব মিলিয়ে ১০০ পাউন্ড তো বটেই ওগুলোর ওজন। কেবলমাত্র নিজের জাদুদণ্ডটা ব্যবহার করে উনি চেয়ার সমেত বইগুলোকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখলেন।'

'তা তুই কী করলি ওই ক্লাসে?' জেইন আবার প্রশ্ন করলো। জেমসের হাসি পাচ্ছিলো র‍্যালফের অদ্ভুতদর্শন জাদুদণ্ডটার কথা ভেবে।

'খারাপ কিছু ঘটেনি।' র‍্যালফ শান্ত ভাবে বললো। জেইন আর জেমস ওর দিকে এক ভাবে তাকিয়ে থাকলো।

'সত্যি বলছি, গণ্ডগোল কিছু হয়নি।' র‍্যালফ বললো, 'আমরা চেয়ার বা ওই ধরনের ভারি কিছু ওড়ানোর চেষ্টা করিনি। আমাদের উনি পালক দিয়েছিলেন। ফ্লিটউইক এটাও বললেন যে উনি মোটেই কিছু আশা করছেন না আমাদের কাছে প্রথম দিনের ক্লাসে। কিন্তু অন্যরা না পারলেও আমি পেরেছি।' র‍্যালফকে বেশ ভাবুক দেখালো। 'হয়তো একটু বেশিই ভালো পেরেছি। প্রফেসর ফ্লিটউইক যথেষ্টই খুশি হয়েছেন। উনি বলেছেন আমার সহজাত ক্ষমতা আছে।'

জেইন চরম বিস্ময়ের সাথে বললো, 'তুই ওই স্লোমাস্টি হুইস্কার কাঠের গুড়িটা দিয়ে একটা পালককে শূন্যে ভাসাতে পারলি!'

র‍্যালফকে কিছুটা বিরক্ত মনে হল। 'ইয়েস। ফর ইয়োর ইনফরমেশন, প্রফেসর ফ্লিটউইক বলেছেন যে জাদুদণ্ড নিছকই একটা বস্তু। আসল ম্যাজিক তো করে

BanglaBook.org

উইজার্ডরা। হয়তো আমি সত্যিই ট্যালেন্টেড। এটা কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে মি. জাদুদণ্ড বিষয়ে সবজান্তা মহাশয়?'

'সরি,' জেইন আমতা আমতা করে বললো, 'তুই আবার আমার দিকে ওই স্লোম্যান কাঠের ডাণ্ডাটা তাক করিস না । আমি আমার হাত ও পা অক্ষত রাখতে চাই।'

'আরে ওসব কথা বাদ দে,' জেমস ওদের শান্ত করার চেষ্টায় বললো। 'ফ্লিটউইক ঠিকই বলেছেন। কোথা থেকে তোর জাদুদণ্ডটা এসেছে সেটা কেউ দেখবে না? তুইতো তোকে দেওয়া পালকটাকে উড়াতে পেরেছিস তাই না?'

র‍্যালফ একটু গর্বের হাসি হাসলো। 'একেবারে সিলিং এ উঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওটা এখনো সেখানেই ভাসছে! আমি ওটাকে একটা বরগাতে আটকে দিয়েছি।'

'দারুণ,' জেমস সামান্য ঝুঁকে ওকে উৎসাহিত করলো।

সবুজ টাই পড়া একটি সিনিয়র ছাত্র হঠাৎই ধাক্কা মেরে জেমসকে রাস্তা থেকে সরিয়ে পাশের ঘাসজমিতে নামতে বাধ্য করলো। ছাত্রটি র‍্যালফকেও ধাক্কা দিল, কিন্তু র‍্যালফ আকারে প্রকারে ওই ছেলেটার মতোই, বরং একটু বেশ মোটা। ছেলেটাই ছিটকে গেল, র‍্যালফ থেকে গেল একইজায়গায়।

র‍্যালফ, 'সরি,' বলাতে ছেলেটি থেমে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালো।

'রাস্তা দিয়ে তাকিয়ে হাঁটতে হয় বুঝলে প্রথম বছরের দল,' ছেলেটি জেমসদের এক এক করে দেখে নিয়ে বললো। 'আর এই যে ডিডল, কখন কার সাথে মেলামেশা করবে সে ব্যাপারে আর একটু সতর্ক হও।'

'এই হল স্লিদারিনদের তেজ। যার কথা তুই আমাকে বলেছিলি ট্রেনে,' জেইন বললো। '"আশা করছি আমরা সবাই বন্ধুর মত থাকবো" এর পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি।'

'ওর নাম ট্রেন্ট,' ছেলেটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বললো র‍্যালফ। 'ও-ই আমাকে বলেছিল আমার গেমডেকটা একটা অপমান আমার উইজার্ড হওয়ার পক্ষে। আসলে ওটা ওকে আমি বেশি সময়ের জন্য ব্যবহার করতে দিইনি তাই।'

জেমস পুরো কথাটা মন দিয়ে শোনেনি। ওর নজর ছিল ছেলেটার সাথে থাকা একটা জিনিসের ওপর। 'ওর ব্যাজটায় কী লেখা ছিল?'

র‍্যালফ বললো, 'ওরা ওটা ইদানীং পরা শুরু করেছে। আজ সকালেই টাবিথা করসিকা ওগুলো ওদের দিয়েছে কমনরুমে। এই যে।' র‍্যালফ নিজের ড্রেসের পকেট থেকে একটা ব্যাজ বের করলো। 'আমি নিজেরটা পরতে ভুলেই গেছিলাম।'

জেমস ব্যাজটার দিকে তাকালো। কালচে নীল এর ওপর সাদা দিয়ে লেখা "প্রোগ্রেসিভ উইজার্ডিং এগেইন্সট ফলস হিস্ট্রি"। একটা লাল রঙের কাটা চিহ্ন বার বার ফলস হিস্ট্রি কথাটার ওপর ফুটে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

'সবগুলোতেই এক কথা লেখা নেই,' র‍্যালফ জানালো, নিজের ব্যাজটা ফিরিয়ে

BanglaBook.org

নিয়ে। 'কিছুর ওপর লেখা আছে *কোশ্চেন দ্য ভিক্টর*। অনেক গুলোর ওপর অনেক বড় বড় কথা লেখা আছে যা আমার মাথায় ঢুকলো না। আচ্ছা অরোর কি?'

জেইন বলে উঠলো, 'আমার ড্যাড একবার ডাক পেয়েছিল "অরোর ডিউটি" করার জন্য। কিন্তু উনি যেতে পারেননি কারণ সে সময় ওনার নিউজিল্যান্ডে শুটিং ছিল। উনি বলেছিলেন "যদি অরোরদের বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সঠিক রায় পেতে পারি"।'

র‍্যালফ বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো জেইনের দিকে। জেমস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললো, 'অরোর হল সেইসব উইচ এবং উইজার্ড যারা অন্ধকারের উপাসক উইচ আর উইজার্ডদের পাকড়াও করেন। বলা যেতে পারে ওরা উইজার্ডিং এর পুলিশের মত। আমি যতটা বুঝি তাতে আমার ড্যাড একজন অরোর।'

'হেড অফ দ্য অরোর, বলতে চাইছো তো,' পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া দল থেকে কেউ একজন বললো। টাবিথা করসিকা দলটির সামনে, ঘুরে জেমসের দিকে তাকালো। 'দুঃখিত আলোচনার মাঝে ঢুকে পড়ার জন্য।' দলটার সকলে জেমসের দিকে তাকিয়ে ছিল। সবার মুখেই এক দুর্বোধ্য হাসি। সকলেই পড়ে আছে নীল রঙের ব্যাজ

'হ্যাঁ, উনি তাই!' জেমস সহসাই চিৎকার করে বললো।

'তোর ড্যাড চীফ অফ দ্য উইজার্ড কপস?' জেইন স্লিদারিনদের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে প্রশ্নটা করলো। জেমস হেসে মাথা ঝোকালো। ও অন্য ব্যাজগুলো পড়তে পেরেছে। ওখানে লেখা ছিল, "সে নো টু অরোর ফিয়ার মঙ্গারিং; সে ইয়েস টু ফ্রিডম অফ ম্যাজিক্যাল এক্সপ্রেশন"। জেমস ঠিকঠাক জানে না ওগুলো কী বলতে চাইছে। কিন্তু একটা বাজে ধরনের অনুভূতি ওর ভেতরে গুমরে উঠতে চাইছিল।

জেইন হঠাৎই র‍্যালফকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারলো। 'তুই তাড়াতাড়ি ওই ব্যাজটা পরে নে। তা না হলে তোর হাউজের বাকি সদস্যরা ভাবতে পারে তুই ফলস হিস্ট্রি বা অরোর ইম্পেরিয়ালিস্ট বা ওই ছাতার মাথা বিষয়ে সমর্থনকারী।'

জেমসের মনে পড়ে গেল কয়েক মিনিট আগে র‍্যালফের বলা কথাগুলো। 'র‍্যালফ, তোর রুমমেট তোর কাছ থেকে গেমডেকটা চেয়ে নিয়েছিল বলছিলি না?'

র‍্যালফ বললো, 'ও-ই যে চেয়েছিল তা নাও হতে পারে। তবে ওদের মধ্যেই কেউ একজন। খুব বেশি কেউ তো ওটার কথা জানে না। অবশ্য আমার অনুপস্থিতিতে ওটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা জানি না। শুধু এটা বলতে পারি তোদের দেখানোর পর ওটা আমার ব্যাগ থেকে কেউ ঝেড়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে আমার হাউজমেটরা নকল ম্যাজিক থেকে ঘরটাকে পরিষ্কার রাখার সংকল্প করেছে।' একরাশ হতাশা ওর কণ্ঠে।

জেমসের কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ওই অদ্ভুত ব্যাজ আর স্লিদারিনদের হাসির মুখোশ চড়ানো মুখগুলোকে ও ঠিক মেলাতে পারছিল না। এখন

BanglaBook.org

এটা জেনেও অবাক লাগছে যে মাগলদের গেম ডিভাইস ওদের মধ্যেই কেউ চুরি করেছে। কিন্তু কেন?

ওরা হেঁটে যাচ্ছিল হগওয়ার্টসের ট্রফিগুলো যেখানে সাজানো ছিল সেখান দিয়ে। জেইনের চোখে পড়লো বিভিন্ন বিষয়ে যোগদান করার কাগজগুলো। বললো, 'চল কিছু এক্সট্রা ক্যারিকুলার করা যাক।' ও ঝুঁকে একটা বিশেষ বিজ্ঞাপন পড়তে শুরু করলো। 'সঙ্কেত পড়ো! নিজের এবং বন্ধুদের ভাগ্য অনুমান করো! গ্রহ নক্ষত্রের ভাষা পড়তে শেখো। ইত্যাদি ইত্যাদি...কন্সটেলেশন ক্লাব। মঙ্গলবার ওয়েস্ট টাওয়ারে এগারোটার সময় মিলিত হও। দেরী করে ফেরার জন্য একটা দারুণ বাহানা। আমি যাবো।' সেলফের সাথে সুতো দিয়ে বাঁধা কলমটা নিয়ে কালিতে চুবিয়ে নিজের নামটা লিখে দিল ওটাতে।

জেমস আর র‍্যালফ ও নজর দিল ওদিকে। র‍্যালফ পড়তে শুরু করলো প্রায় চিৎকার করে। 'ডিবেট টিমস, উইজার্ড চেজ ক্লাব, হাউজ কুইডিচ টিমস।'

'কী? কোথায়?' জেইন জানতে চাইলো, কলমটা ধরে আছে চাকুর মত করে যেন কাউকে আঘাত করবে। র‍্যাভেনক্ল এর কুইডিচ টিমের বাছাই পর্বর কাগজটা খুঁজে নিয়ে ওটাতেও সই করে দিল। 'আমি একটা ওই উড়ন্ত ঝাড়ু পেতে চাই । জেমস, আমার চান্স আছে... ওখানে ?'

জেমস জেইনের কাছ থেকে কলমটা নিয়ে উত্তেজিত ভাবে মাথা নেড়ে বললো, 'সব কিছুই সম্ভব। আমার ড্যাড প্রথম বছরেই গ্রিফিন্ডরের "সিকার" হয়েছিলেন। সবচেয়ে অল্প বয়সী ইতিহাস অনুসারে। ওনাকে দলে নেওয়ার জন্য নিয়মেও ফেরবদল করা হয়েছিল। আগের নিয়ম অনুসারে প্রথম বছরের শিক্ষার্থীরা সুযোগ পেতো না। এখন আর সেই নিয়মটা নেই। কিন্তু চান্স পাওয়াটা বেশ কঠিন এটা মানতে হবে।' জেমস গ্রিফিন্ডর টিমের কাগজে নিজের নামটা লিখে দিল। বাছাই হবে কালকে সব ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর।

'র‍্যালফ, নে তোর নামটা লিখে দে স্লিদারিন এর কাগজটায়? কাম অন! তোর সব বন্ধুরাই করেছে।' জেইন বললো কিছুটা ব্যঙ্গের ছলে।

'নাহ, আমি কোনোদিনই খেলাধুলায় কিছু একটা করতে পারি না।'

'তোকে কিছু করতেই হবে না। তুই তো একটা দেওয়ালের মত শুধু গোলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবি। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা ফাঁকই খুঁজে পাবে না।' জেইন র‍্যালফের ঘাড়ে হাত রেখে কথাগুলো বললো, যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথেই। 'শুধু একটা বিরাট উড্ডুক্কু ঝাড়ু যোগাড় করতে হবে তোর মতো ধুমসোর জন্য!'

'শাট আপ!' জেইনের হাতটা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে, হাসি মুখেই বললো র‍্যালফ। যদিও ওর কান মুখ বেশ লাল হয়ে গিয়েছিল। 'আমি ভাবছি ডিবেট টিমে নাম দেবো। টাবিথা মনে করে আমার দ্বারা ওটা ভালো হবে।'

জেমস চোখ পিটপিট করে বললো, 'টাবিথা করসিকা তোকে ডিবেট টিমে চেয়েছে?'

BanglaBook.org

জেইন বললো, 'দেখে মনে হচ্ছে ডিবেটের টিম হাউজ অনুসারে হয় না। এ এবং বি নামের দুটো টিমে এটা বানানো হয়, যেখানে যে কোনো হাউজের মেম্বার থাকতে পারে। আলমা আলেরন থেকে আসা কয়েক জনের নামও দেখছি এখানে লেখা হয়েছে।'

'র‍্যালফ সইটা করতে দেরী করছিস কেন?' জেমস বললো। র‍্যালফও সেটাই চাইছিল।

'জানি না কেন। তবে আমি করবো।'

জেইন বললো, 'আরে এখানে তো টিম এ-তে পেট্রার নাম দেখছি।' জেইন ওখানেও সই করে দিল।

জেমস ভ্রু কুঁচকে বললো, 'পেট্রা মরগানস্টারন দলটায় আছে বলে তুই ওখানে নাম লিখছিস?'

'আর কোনো ভালো কারণ দেখাতে পারবি?'

জেমস হাসতে হাসতে বললো, 'পেট্রার সাথে টেড এর একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেই আমার মনে হয়।'

জেইন কলমটাকে ওটার নিজের জায়গায় ঠিক করে আটকে রাখতে রাখতে উত্তর দিল, 'আমার ড্যাড বলেন সব কটা আইসক্রিম না খাওয়া পর্যন্ত মেয়েরা বলতে পারে না ঠিক কোনটা ওদের পছন্দ।'

র‍্যালফ চোখ বড় বড় করে বললো, 'মানেটা ঠিক বুঝলাম না?'

'মানেটা হলো জেইন ভাবছে ও টেডের সাথে একটা রেস দেবে রোমান্স ডিপার্টমেন্টে কে কত খরচা করতে পারে এটা নিয়ে,' জেমস বললো। একই সাথে জেইনকে ওর ভালোও লাগছিল আবার চিন্তাও হচ্ছিল ।

জেইন উত্তর দিল, 'মানেটা আর কিছুই নয়। পেট্রা ঠিকঠাক জানে না একজন পুরুষের কোন কোন গুণ ওর পছন্দের। একাধিক পুরুষের সাথে না মিশলে সেটা ও জানবে কী করে? আমি ওর সেরা পছন্দটার কথা ভাবছি।'

র‍্যালফ বেশ খানিকক্ষণ জেইনকে দেখলো, তারপর বললো, 'তোর বয়স মাত্র এগারো এটা মনে আছে তো?'

জেইন আর র‍্যালফ হাঁটতে শুরু করে দিলেও জেমস থেমে গিয়েছিল। ওর চোখে পড়েছে ট্রফি কেসের গায়ে আটকে থাকা একটা ফটোতে। একটু ঝুঁকে, ওটাকে ভালো করে দেখার জন্য হাত দিয়ে নিজের মুখে সূর্যের আলো পড়াটা আটকালো। একটা সাদা কালো ফটো, নড়ছে, যেমন নড়ে সব ম্যাজিক ফটো। ওর ড্যাডের ছবি। অল্প বয়েস, রোগা, মাথায় কালো ঝাঁকড়া চুল আর সেই বিখ্যাত কাটা দাগ কপালে। কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছেন ক্যামেরার দিকে। মনে হচ্ছে উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো একজন বা কিছুর সাথে নজর মেলাতে চাইছেন না। পাশেই ফ্রেম করা আছে একটা রুপো আর নীল ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি ট্রফির ছবি যা ঝকমক করছে। জেমস ট্রফিটার নিচে খোদাই করা লেখা গুলো পড়লো।

"দ্য ট্রাই উইজার্ড কাপ...যৌথভাবে প্রদান করা হল হগওয়ার্টস এর ছাত্র হ্যারি পটার, গ্রিফিন্ডর হাউজ এবং সেড্রিক ডিগরি, হাফলপাফ হাউজকে, ট্রাই উইজার্ড টুনার্মেন্ট জেতার জন্য। যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই মাঠে। ডার্মস্ট্র্যাং ইন্সটিটিউট এবং বাক্সবাটন অ্যাকাডেমি অফ ম্যাজিকের সহযোগিতায়।"

আর অনেক কিছু লেখা ছিল, জেমস ওগুলো পড়লো না। ও সব জানে। ক্রাউচ নামের এক ডার্ক উইজার্ডের বদমায়েশির কারণে হ্যারি পটারের নামটা প্রতিযোগিদের তালিকায় ঢুকে যায়। যার কারণে হ্যারি এবং সেড্রিককে যেতে বাধ্য করা হয় ভোল্ডেমর্টের লেয়ারে। ওই শয়তান জাদুকরের শারীরিক প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনে। ড্যাডকে ছবিতে ওরকম অস্বস্তিকর মুখে দেখার যথেষ্ট কারণ আছে। একেতো হ্যারির সে সময় বয়েসই হয়নি ওই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার, তার ওপর তিন জনের প্রতিযোগিতায় উনি হয়ে গিয়েছিলেন চার নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। ওই ঘরের অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে উনি চিটিং করেছেন এবং ওনার কালো জাদু করার ক্ষমতা আছে।

জেমস এবার ট্রফিটার আরেক দিকে লাগানো ছবিটার দিকে তাকালো, ওটা ডিগরির একটা ছবি। ওনার হাসিটা স্বাভাবিক এবং হৃদয়ের থেকে উঠে আসা, হ্যারিরটার তুলনায়। জেমস এর আগে কোনো দিন ডিগরির ছবি দেখেনি। মুখটা বেশ আপন আপন। ও ডিগরির ঘটনাটাও জানে। জানে কবরখানাতে ওনার মৃত্যু হয়েছিল ড্যাডের চোখের সামনেই ভোল্ডেমর্টের নির্দেশে। হ্যারি ওই রাতটার কথা বলতেই চায় না, জেমসও বোঝে কারণটা কী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ছুটলো জেইন আর র‍্যালফের কাছে যাওয়ার জন্য।

ওই দিনই কিছুটা সময় পরে জেমস নিজের ঘরে গেল ডিফেন্স এগেইন্সট দ্য ডার্ক আর্ট এর ক্লাসে যাওয়ার জন্য বই নেবে বলে। দেখতে পেল নবি জানালার বাইরে ওর অপেক্ষায় বসে আছে। ঠুকরাচ্ছে অধীর হয়ে। জানালা খুলে নবির পায়ে আটকানো পার্চমেন্টটা নিয়ে তখনই পড়তে শুরু করলো।

ডিয়ার জেমস

তোমার ড্যাড আর আমি স্বস্তি পেয়েছি এবং রোমাঞ্চিত হয়েছি এটা জেনে যে তুমি ঠিকঠাক পৌঁছে গেছো স্কুলে। আঙ্কল রন কনগ্র্যাচুলেশন জানিয়েছেন গ্রিফিন্ডরে স্থান পাওয়ার জন্য। আমাদের তরফ থেকেও সেটা রইলো অজস্র পরিমাণে। খুব খুব অপেক্ষায় থাকছি তোমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা জানার জন্য। আর একটা কথা, আশা রাখছি এখনো কেউ তোমায় এটা বলেনি...আমেরিকান উইজার্ডদের সাথে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে "মিউচ্যুয়াল" কিছু আলোচনা করার জন্য তোমার ড্যাড হগওয়ার্টসে যাচ্ছেন পরের সপ্তাহে। আমি বাড়িতেই থাকবো অ্যালবাস

BanglaBook.org

আর লিলের সাথে। যার অর্থ তোমার সাথে ড্যাডের দেখা হতে চলেছে। আশা করছি কেবল মাত্র প্যাস্ট্রি আর মিটপাই খাচ্ছো না বেশি বেশি করে। আর হ্যাঁ, নিজেকে আর নিজের পোশাক সপ্তাহে অন্তত একদিন ভালো করে ধোয়ার কথাটা মাথায় রেখো। [একটু মজা করলাম। সত্যি বলতে, মজা ঠিক নয় এটা।]
ভালোবাসা ও চুম্বন নিও

মাম

জেমস চিঠিটা বইয়ের মধ্যে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে নিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলো প্রায় ছুটে। আগামী সপ্তাহে হ্যারি আসছেন এই খবরটা ওকে এক দোলাচলে ঠেলে দিয়েছে। অবশ্যই ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ড্যাডের সাথে দেখা করার জন্য এবং বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। সাথেই একটা ভয় পাচ্ছে, ওর বাবার খ্যাতির বিরাট ছায়াটা এবার আরো বড় হয়ে ওকে ধাওয়া করবে, যার থেকে পালানো খুব কঠিন। ও একদিক থেকে নিশ্চিন্ত যে জেইন আর র‍্যালফ মাগলদের সন্তান। ফলে ওর কিংবদন্তী বাবার বিষয়ে ওদের জ্ঞানটা বেশ কম।

ডিফেন্স এগেইন্সট দ্য ডার্ক আর্ট এর ক্লাস রুমে গেল জেমস। দেখতে পেল আরেক ধরনের লেখা সহ ব্যাজ স্লিদারিনদের পোষাকে। "প্রোগ্রেসিভ উইজারডস এগেইন্সট ম্যাজিক্যাল ডিসক্রিমিনেশন"। দরজার কাছে আটকানো একটা খবরের কাগজের লেখাগুলো দেখে ওর কেমন যেন একটা শূন্যতার অনুভূতি হল। ওখানে হেডলাইন রিবনে লেখাটা ক্রমাগত ওখানে 'রান' করছিল, "হ্যারি পটার আন্তর্জাতিক উইজার্ডিং সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন"। ওর নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা "অরোর প্রধান দেখা করবেন ইউনাইটেড স্টেটস থেকে হগওয়ার্টসে আসা প্রতিনিধিদের সাথে। সুরক্ষার ভাবনায় সমগ্র জাদুজগত।" হ্যারি পটারের একটা হাস্যরত ছবিও দেখা যাচ্ছে। আর তার সাথেই পিন করা আছে একটা নীল ব্যাজ। যার "কোশ্চেন দ্য অরোর" কথাটা মাঝে মাঝেই চক চক করে উঠছে।

'চলে আয়, এদিকে, আমাদের দেরী হয়ে গেছে,' র‍্যালফ ডেকে বললো।

ক্লাস ঘরে ঢুকে সামনের দিকেই ওরা দুটো বসার জায়গা পেয়ে গেল। র‍্যালফ জেমসের দিকে ঝুঁকে জানতে চাইলো, 'খবরের কাগজে ওটা কি তোর বাবার ছবি?'

জেমস বুঝতে পারলো র‍্যালফ কাগজটা পড়েনি। ও র‍্যালফের দিকে আড়চোখে তাকালো। 'হ্যাঁ। মামের কাছে থেকে একটু আগে চিঠি এসেছে। উনিও লিখে জানিয়েছেন। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই উনি এসে এখানে যাবেন। আমেরিকানদের সাথে বড় ধরনের কিছু নিয়ে আলোচনা হবে বলেই ওঁদের ধারণা।'

র‍্যালফ কোনো উত্তর দিল না কিন্তু ওর মুখ দেখে বোঝা গেল ও একটা দ্বন্দ্বে ভুগছে।

BanglaBook.org

ক্লাস ঘর চুপ হয়ে যাওয়ায় জেমস ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই এ ব্যাপারে আগে থেকেই জানতে পেরেছিলি, তাই না?'

'না, সেভাবে কিছু শুনিনি। তবে আমার রুমমেটরা আজ সারাদিন ধরে কিছু একটা বিরোধ প্রদর্শন এর আলোচনা করছিল। আমার যা মনে হল তাতে ওটা তোর ড্যাডের বিরুদ্ধেই হতে চলেছে।'

জেমস অবাক চোখে র‍্যালফের দিকে তাকালো। তার মানে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে হাসির মুখোশ চাপিয়ে ট্যাবিথা করসিকা এবং ওর স্লিদারিন অনুগামীরা এই পরিকল্পনা করছে। স্লিদারিনদের কাজের পদ্ধতি বদলেছে কিন্তু উদ্দেশ্য বদলায়নি। জেমস নিজের হাঁ হয়ে থাকা মুখটা বন্ধ করে ঘুরে বসলো কারণ ওদিকে প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন চলে এসেছেন ডেস্কে। পেছন পেছন ঢুকলেন প্রফেসর জ্যাক্সন, হাতে তার সেই কালো চামড়ার বাক্স। উনি নিচু স্বরে কিছু একটা বলছিলেন।

'স্বাগত শিক্ষার্থীগণ,' ফ্রাঙ্কলিন বললেন কেটে কেটে। 'আমি নিশ্চিত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে প্রফেসর জ্যাক্সনের ক্লাস করে ফেলেছো। একটু দেরী হয়ে গেল আমার। তার জন্য ক্ষমা চাইছি।' একই রকম গ্রানাইট পাথরের মুখ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন জ্যাক্সন। জেমস ভাবলো, জেইনের দেওয়া নামটা মানুষটার পক্ষে একেবারে পারফেক্ট। ফ্রাঙ্কলিন জ্যাক্সনের দিকে ঘুরে কিছু একটা বললেন চাপা গলায়। সম্ভবত সে কথাটা জ্যাক্সনের পছন্দ হলো না। উনি মেঝেতে নিজের স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখলেন, কিছু একটা বোঝানোর জন্য।

জেমস স্যুটকেসটার দিকে তাকালো। ও যেখানে বসে আছে সেখান থেকে মাত্র এক দু'ফুট দূরে ওটা রাখা আছে। জ্যাক্সনকে স্যুটকেসটা হাতছাড়া করতেই দেখা যাচ্ছে না। যেখানে উনি সেখানেই ওনার সাথে স্যুটকেসটা। জেমস প্রফেসরদের কথার দিকে কান না দেওয়ার চেষ্টা করলো। নিশ্চিতভাবে কিছু গোপন আলোচনা করছেন ওরা। আর যে কারণেই পুরো ব্যাপারটা আরো কৌতূহলজনক হয়ে পড়ছে। ওর কানে "লুক্কায়িত" আর "মারলিন" শব্দ দুটো ভেসে এলো। আর ঠিক তখনই তৃতীয় একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

'প্রফেসর জ্যাক্সন,' চিৎকার নয় কিন্তু ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, প্রশাসনের ছাপ যুক্ত। জেমস তাকালো কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। মাদাম ডেলাক্রয় ঘরটির ভেতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওনার দৃষ্টিহীন চোখ চেষ্টা করছে কাউকে খোঁজার। 'আমার মনে হয় আপনি ভুলে গেছেন আপনার ক্লাস আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। সবসময়েই আপনি এই ব্যাপারে... ' সম্ভবত উনি সঠিক শব্দটা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন, 'নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে'। মাদামের কথা বলার ভঙ্গিতে ফরাসী আর দক্ষিন আমেরিকান টানের মিশ্রন। একটু হেসে উনি বেরিয়ে গেলেন। মেঝেতে বেতের লাঠি ঠোকার শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা জ্যাক্সনের মুখটা এখন আরো বেশি পরিমাণে পাথরের বলে মনে হচ্ছিল। একবার ফ্রাঙ্কলিনের দিকে তাকিয়ে উনি চোখ নামালেন

BanglaBook.org

স্যুটকেসটার দিকে। খানিকটা এগিয়ে এসেই একটু থমকে গেলেন, জেমসও তাকালো ওনার পা লক্ষ্য করে। যে কোনো ভাবেই হোক কালো চামড়ার স্যুটকেসটা একটু খুলে গেছে। পিতলের তালার মুখ চকচক করছে। জেমস আর প্রফেসর জ্যাক্সন ছাড়া কেউ এটা লক্ষ্যও করেনি। জ্যাক্সন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে বিরাট থাবা দিয়ে আগে লকটা করলেন। জেমস এর মধ্যেই একটু দেখতে পেয়ে গেছে ভেতরের জিনিস। দেখে মনে হয়েছে বেশ দামী ও কালচে রঙের পোশাক সব। জ্যাক্সন সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য উঠতে যেতেই চোখাচোখি হয়ে গেল জেমসের সাথে। জেমস চোখ সরানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারলোনা। উনি বুঝে গেলেন একজন দেখে নিয়েছে সব। যদিও যে দেখেছে সে কী দেখলো তা বুঝতে পারেনি।

একটাও কথা না বলে, একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে প্রফেসর জ্যাক্সন হনহনিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। ঠিক যেন একটা পুরোনো যুদ্ধ জাহাজ এগিয়ে গেল তার নিজের সব শক্তি একত্র করে।

'ধন্যবাদ তোমাদের, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য,' ফ্রাঙ্কলিন বললেন ক্লাসের উদ্দেশ্যে। নিজের চশমাটা একটু ঠিক করে নিলেন। 'ওয়েলকাম টু ডিফেন্স এগেইন্সট দ্য ডার্ক আর্টস। তোমরা তো আমার নাম সকলে জেনেই গেছো। আশা করছি অনেকে আমার অতীতটাও খুঁজে নিয়েছ। নিশ্চিত ভাবে প্রশ্নটা আসবে জেনেই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি, হ্যাঁ আমিই সেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। না আমি মোটেই মাগলদের জন্য বিদ্যুত সৃষ্টি করিনি, কিন্তু আমি ওদের সঠিক পথটার দিকে যাওয়ার সঙ্কেত দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি আমেরিকান কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের সদস্য ছিলাম। এবং বিশেষ কারণেই, আমি ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এর স্বাক্ষরকারী ছিলাম না। সেই সময়ে আমি আমার নামের দুরকম বানান লিখতাম, যাতে আমার পক্ষে সুবিধা হতো কোনো ধরনের কাজটা আগে করতে হবে সেটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে। এর মধ্যে একটা নাম জানতো মাগলদের জগত। আমি জানি আমার মুখের ছবি ১০০ ডলারের নোটকে সম্মান দিয়েছে। সাথে একটা অতি প্রচলিত জল্পনার অবসান ঘটাতে চাই। আমি মোটেই যখন তখন ১০০ ডলারের নোট বের করে ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিই না স্বাক্ষর করে। অবশ্যই আমি খুব খুব বৃদ্ধ মানুষ, যার জন্য ম্যাজিকের অবদান ১০০ শতাংশ। তবে এটাও বলতে চাই ব্যাপারটা যথেষ্টই একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। সাথে সাথেই আর একটা কথা, আমি কিন্তু অমর নই। আমি প্রচুর প্রচুর বয়সের একটা বুড়ো মানুষ যে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধার সাহায্যে অনেকের চেয়ে ভালো ভাবে বেঁচে আছে। হয়তো এতেই তোমাদের অনেকেই অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলে, তাই না?' ফ্রাঙ্কলিন থামলেন একটা মুচকি হাসি সহ, দেখতে থাকলেন সামনে বসে থাকা হতবাক শিক্ষার্থীদের। একটা মৃদু গুনগুন শোনা যাচ্ছিল ক্লাসে।

'কোনো প্রশ্ন নেই, এক্সিলেন্ট। তাহলে এবার আমরা এগোতে পারি আমাদের মূল কাজে। আর হ্যাঁ,' ফ্রাঙ্কলিন একটা বিরাট মাপের বই খুলতে খুলতে বললেন, 'মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে বলা আমার জোকসগুলোকে পাত্তা না দিলেও চলবে। দুশো বছর আগেও ওগুলো মজাদার ছিল না আর এখন তো ওগুলো একেবারেই হাসির খোরাক হারিয়ে ফেলেছে, থ্যাঙ্ক ইউ।'

***

জেমস আর র‍্যালফ গ্রেট হলে ডিনার করতে যাওয়ার পথে হ্যাগ্রিডের কেবিনের চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখলো। জেমসের মুখ ভরে গেল একরাশ হাসিতে। র‍্যালফ কে সাথে নিয়ে ও এগিয়ে গেল কেবিনটার দিকে।

'জেমস!' হ্যাগ্রিড দরজা খুলেই উচ্ছাসে ফেটে পড়লো। হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো বা বলা যায় ঢেকে নিলো নিজের শরীরে জেমসকে। র‍্যালফ বিস্ফোরিত চোখে ব্যাপারটা দেখে এক পা পিছিয়ে গেল। হ্যাগ্রিডকে দেখতে থাকলো আপাদমস্তক। 'কি ভালোই যে লাগছে একজন পটারকে আবার স্কুলে পেয়ে। মা বাবা অ্যালবাস আর পুচকে লিল কেমন আছে?'

'সবাই ভালো আছে হ্যাগ্রিড। তুমি কেমন আছ সেটা বলো? কোথায় ছিলে এতদিন?'

হ্যাগ্রিড বেরিয়ে এলো বাইরে। ওরা বের হওয়ার পর দরজাটা লাগালো। এগিয়ে চললো দুর্গের দিকে, ওর পিছু নিল ওরা দুজন। 'ওই পাহাড়ের ওপরে। দৈত্যদের সাথে। গ্রপ আর আমি, প্রত্যেকবার যেমন যাই, মনে নেই? চেষ্টা করি সদ্ভাব বাড়াতে। চেষ্টা করি ওদের সৎভাবে বাঁচিয়ে রাখতে, তা সে যেমন ভাবেই হোক না কেন। এবার একটু বেশিদিনই থাকা হয়ে গেল। ক্ষুদে গ্রপের এবার একটা গার্লফ্রেন্ড জুটে গেছে। আরে তোমার এই বন্ধুটি কে?'

জেমস কিছু সময়ের জন্য হ্যাগ্রিডের রক্ত সম্পর্কিত ভাই গ্রপের, যে আবার পুরো দৈত্য। গার্লফ্রেন্ডের ব্যাপারটা নিয়ে এতটাই ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল যে ভুলেই গিয়েছিল ওর সাথে র‍্যালফও আছে। 'ওহ্, এ আমার বন্ধু র‍্যালফ ডিডল। আমার মতোই প্রথম বছর ওরও। হ্যাগ্রিড আমাদের গ্রপের বান্ধবীর ব্যাপারটা আর একটু বলবে?'

হ্যাগ্রিডের মুখটা কোমল হয়ে এলো। 'আহা, কেন বলবো না। সে যে কি দারুণ একটা ব্যাপার আমার খুদে গ্রপ আর ওর বান্ধবীকে একসাথে দেখা। ঠিক যেন খাঁচার মধ্যে থাকা একজোড়া হিপোগ্রিফ। দৈত্যদের মন দেওয়ানেওয়ার ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝলে জেমস।'

র‍্যালফ ওদের কথাবার্তা গুলো ঠিক বুঝতে না পেরে জানতে চাইলো, 'তোমার ভাই গ্রপ একজন দৈত্য?'

'হ্যাঁ, একদম একটা দৈত্য,' হ্যাগ্রিড হাসতে হাসতে বললো। 'পুচকে একটা দৈত্য। ১৬ ফুট হবে খুব বেশি হলে। ওর বান্ধবীকে দেখবার মতো, সত্যি বলছি।

BanglaBook.org

ক্রেশট ডোয়েলার উপজাতি ভুক্ত, ২২ফুট ১ ইঞ্চি হাইট। আমার পছন্দের তালিকার মধ্যে নয় যদিও। কিন্তু গ্রপ একেবারে মোহিত হয়ে গেছে ওর মার খেয়ে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, যে কোনো দৈত্যদের মন দেওয়া নেওয়ার প্রাথমিক কাজটাই হয় গাছে গুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করার করার মাধ্যমে ওই ঘা খেয়ে আমার পুঁচকেটা প্রায় একদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল। তারপর থেকে একেবারে মেয়েটার ন্যাওটা হয়ে গেছে পোষা কুকুরের মত।'

'গ্রপ ওর বান্ধবীকে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে?' জেমস প্রশ্নটা করলো কিছুটা সংশয় নিয়ে। কারণ উত্তরটা ও অনুমান করতে পারছিল বলেই ওর ধারণা।

হ্যাগ্রিড পেছন ফিরে তাকালো, বললো, 'আরে, আসবেই তো। এটা ওর বাড়ি, সেটা ভুলে গেলেতো চলবে না, তাই না? প্রাক প্রণয় পর্ব শেষ হলে ওকে একজন ভালো স্ত্রীরূপেও তো পাবে। পাহাড়ের পেছনে জঙ্গলে একটা কুটির বানিয়ে মেয়েটা থাকে। গ্রপ এখন সেখানেই আছে, ওকে সাহায্য করছে বলেই আমার মনে হয়।'

জেমস কল্পনা করার চেষ্টা করলো গ্রপ একটা ২২ ফুটের দৈত্য কন্যাকে কাজে সাহায্য করছে। ওর মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবনাটা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করলো ও।

মেইন গেট পেরিয়ে ঢুকতে ঢুকতে হ্যাগ্রিড জিজ্ঞেস করলো, 'শুনলাম কি সব মিটিং করতে তোমার ড্যাড আগামী সপ্তাহে এখানে আসছেন? মিটিং হবে যত্তসব কুয়োর ব্যাঙগুলোর সাথে, যারা আবার এসেছে সাত সমুদ্র পেরিয়ে, তাই না?'

জেমস হ্যাগ্রিডের ভাষা ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে বললো, 'তুমি যদি তাই বলো তবে তাই।'

'আহা, দারুণ হবে ব্যাপারটা, আবার তোমার ড্যাডের সাথে বসে চা খাবো। সেই সব পুরোনো দিনের মতো। শুধু থাকবে না কোনো গা শিউরানো অ্যাডভেঞ্চার। আমি তোমায় বলেছি সেইসব দিনের কথা যখন তোমার ড্যাড, রন আর হারমাইওনি আমার নরবার্টকে সাহায্য করে ছিল পালিয়ে যেতে?'

'তা কয়েকশ বার তো হবে কম করে, মাননীয় হ্যাগ্রিড,' জেমস হাসলো, গ্রেট হলের দরজাটা টেনে খুলতে খুলতে। 'তবে প্রত্যেকবারই গল্পটায় কিছু না কিছু নতুন যোগ হয়েছে।'

ডিনার প্রায় শেষ হওয়ার মুখে জেমস উঠে হ্যাগ্রিডের কাছে গেল একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য। 'হ্যাগ্রিড আমি তোমায় একটা বিশেষ প্রশ্ন করতে চাই?'

'অবশ্যই করতে পারো। তবে বাপু আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না উত্তরটা আমি জানি কিনা এ বিষয়ে। চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব।'

জেমস সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো র‍্যালফ ডিয়ারিন টেবিলের কোনার দিকে টাবিথা করসিকার দলটার এক পাশে বসেছে। মোমবাতি আর সিলিং চুইয়ে নেমে আসা আবছা আলোয় আলোকিত হয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে সুন্দরী করসিকা কিছু একটা

BanglaBook.org

বলে চলেছে। 'আমি জানি না, আগে কখনো ভুল বিচার হয়েছে কিনা? মানে এরকম কখনো কি হয়েছে হ্যাগ্রিড, যে সর্টিং হ্যাট ভুল করে কাউকে ভুল হাউজে পাঠিয়ে দিয়েছে?'

হ্যাগ্রিড কাছেই একটা বেঞ্চে বসলো, স্বাভাবিক ভাবেই একটা অতিরিক্ত চাপ নেওয়ার আওয়াজ এলো বেঞ্চটার পায়াগুলো থেকে। 'দ্যাখো বাপু এ ব্যাপারে আমার বলার মত কিছু নেই কারণ আমি আগে কোনোদিন এরকম কিছু শুনিনি। কারো কারো পছন্দ হয়নি তাদের যে হাউজে পাঠানো হয়েছে সেই হাউজটা, তার মানে এই নয় যে তারা ওখানে মিসফিট হয়েছে। কিন্তু তোমার হঠাৎ এ প্রশ্নের কী কারণ জেমস?'

'না, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবছি না মোটেই।' র‍্যালফের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল, যাতে কেউ বুঝতে না পারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দ কে। 'না সেরকম কিছু না, আমার কেন জানি না জানার ইচ্ছে হলো।'

হ্যাগ্রিড একটু হেসে জেমসের পিঠে একটা চাপড় মারলো। যার অনিবার্য ফল, জেমস সামনের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়লো। 'একেবারে ড্যাডের মতো হয়েছ তুমি। নিজের কী হবে সেদিকে খেয়াল না রেখে অপরের কি হবে সেদিকে নজর। এর ফলে কিন্তু অনেক বিপদ হতে পারে বলে রাখলাম, যেমন হ্যারির হয়েছিল!' বলেই নদীর জলে অনেকগুলো ছোট পাথর ফেললে যেমন শব্দ হয় সেরকম শব্দ করে হাসলো। ভাবনাটা হ্যাগ্রিডকে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়েছে বোঝা গেল ওর পরবর্তী কথায়। 'সর্টিং হ্যাট জানে ওকে কী করতে হয়, আমি অন্তত সেটাই মনে করি। সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে। তুমি শুধু অপেক্ষা কর আর দেখে যাও।'

স্লিদারিনের টেবিলের পাশ দিয়ে জেমস নিজের টেবিলে ফিরে আসার পথে একবার তাকালো র‍্যালফের দিকে, কিছুটা অবাক হয়েই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়

প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট

ঘুমটা ভেঙে যেতেই ধরমড়িয়ে জেমস উঠে বসলো বিছানায়, গলা শুকিয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটার চারপাশ ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। চারদিকে যে সমস্ত শব্দ শোনা যাচ্ছে তা নিদ্রারত গ্রিফিন্ডরদের। টেড ঘুরে শুলো, কিসব বিড় বিড় করেই আবার নাক ডাকতে শুরু করলো। জেমস বেশ খানিকক্ষণ শ্বাস চেপে বসে থাকলো। ওর ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণ, কেউ ওকে ডেকেছে ওর নাম ধরে। একেবারে কানের কাছে এসে। ঠিক যেন স্বপ্নের মধ্যে কারো ডাক শোনা। অনেক দূর থেকে কেউ ডাকলো ফিস ফিস করে। যেন কোনো এক অন্ধকার লম্বা সুড়ঙ্গ থেকে জমা বাষ্প ধোঁয়া বের হয়ে এলে যেমন শব্দ হয় ঠিক সেরকম ভাবে। ও

BanglaBook.org

নিজেকে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে ও স্বপ্নই দেখেছে। নতুন করে ঘুমানোর উদ্যোগ করতে যেতেই আবার ডাকটা ওর কানে এলো। অনেক দূরবর্তী একটা ডাক, কিন্তু যেন একবারে পাশেই উচ্চারিত হলো। ফিসফিসানির একটা কোরাস যেন ওর নামটা উচ্চারন করেছে

অতি সন্তর্পণে জেমস বিছানা থেকে নেমে বাথরোবটা গায়ে চাপালো। বরফের মত ঠাণ্ডা পাথরের মেঝে পায়ের তলায়। দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো কোথা থেকে এলো শব্দটা। দরজার কাছে একটা অবয়ব নড়ছে দেখতে পেয়েই ও আস্তে আস্তে ঘুরলো। কোনো দিক থেকেই ওটাকে ও ঢুকতে দেখেনি। ওখানটায় একটু আগে শুধুই অন্ধকার ছিল। আর সেখানেই আবির্ভূত হলো ওটা। ভাসছিল শূন্যে। জেমস কেঁপে উঠলো। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে থাকলো বিছানার দিকে। ঠিক তখনই জেমস চিনতে পারলো ভৌতিক অবয়বটাকে। এটা সেই সাদা চেহারাটা যে তাড়া করে গিয়েছিল অনুপ্রবেশকারীর দিকে স্কুলের মাঠে এবং ফিরে আসার পর জেমস দেখেছিল ওর তরুণ বয়সী রুপটা। দরজার কাছের অন্ধকারে এখন অবয়বটাকে অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সকালের সূর্যের আলোয় যেমন দেখেছিল সে তুলনায়। একটুও না নড়ে ওটা আবার ডাকলো...

জেমস পটার।

সাথে সাথেই ঘুরে নেমে গেল সিঁড়ির দিকে।

জেমস একটু ইতস্তত করলো প্রথমে এবং তারপর অনুসরণ করলো অবয়বটাকে। যতটা সম্ভব হালকা পা ফেলে এগিয়ে চললো পাথরের সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

ফাঁকা কমনরুমে পৌঁছেই দেখতে পেল ভৌতিক আকৃতিটা পোর্ট্রেটের গর্তটা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, স্থুলকায় মহিলাটির পিছন দিক দিয়ে। জেমস দ্রুত ছুটে গেল।

ও নিশ্চিত ছিল মহিলাটি ওকে কষে বকুনি দেবেন ওকে পার হয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু দেখা গেল মহিলাটি ঘুমে অচেতন। জেমস বেরিয়ে এসে আস্তে করে ছবিটাকে ঠেলে দিল গোলগর্তটার কাছে। একেবারে স্বাভাবিক মহিলাদের মতই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলেন মহিলাটি। জেমসের মনে হলো এর পেছনে আসলে ওই ভুতুড়ে অবয়বের কোনো জাদু আছে।

নিঝুম মাঝ রাতে সারিসারি হলঘরগুলো সব নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার। রূপালি নীলচে চাঁদের আলো ঢুকছে কিছু কিছু জানালা দিয়ে। জেমসের উচিত ছিল নিজের জাদুদণ্ডটা নিয়ে আসা। যদিও ও ওটার ব্যবহার খুব একটা জানে না, তবু একটা সাধারণ মানের আলো জ্বালানোর মতো মন্ত্র ওর জানা ছিল। চাঁদের আলোয় তৈরি হওয়া আলোছায়ার নকশার মাঝে ও খুঁজে বেড়াচ্ছিল অবয়বটাকে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। বাছবিচার না করে এক একটা দিক ধরে ও এগিয়ে চললো।

এদিক ওদিক অনেক ঘোরার পর জেমস হাল ছেড়ে দেবে সিদ্ধান্ত নিলো। ও এখন জানেও না গ্রিফিন্ডর কমনরুমে ফিরে যাওয়ার রাস্তা কোনোটা। এই করিডোরটা অনেক উঁচুতে এবং সরু। কোথাও কোনো জানালা দেখা যাচ্ছে না। কেবলমাত্র

BanglaBook.org

একটা মশাল জ্বলছে ধনুকাকৃতি দরজাটার কাছে। ওটার তলা দিয়েই ও এখানে ঢুকেছে। দুদিকেই সারি সারি বন্ধ কাঠের দরজা যার ওপর লোহার বার আটকানো। ওরই একটার পেছন থেকে ঘুমন্ত দৈত্যর গোঙানির মত হালকা টানাটানা আওয়াজ আসছিল। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যা যথেষ্টই শিহরণ উদ্রেককারী, কিন্তু জেমসের ফিরে যাওয়ার মতো কোনো জায়গা জানা নেই। ও আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো করিডোর ধরে। মশালের আলোয় ওর ছায়াটা ওর সামনেই মাপে বড় হতে হতে মিশে যাচ্ছিল অন্ধকারে।

'হ্যালো?' ক্ষীণ স্বরে জেমস জানতে চাইলো, 'আপনি কি এখানে আছেন? আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

কোনো উত্তর নেই। করিডোরটায় ঠাণ্ডা যেন বাড়ছে। জেমস দাঁড়িয়ে গেল। আশাহীনভাবে ছায়ায় ঢাকা জায়গাটার এদিক ওদিকে দেখতে থাকলো। ঘুরলো। কি যেন একটা নড়লো। ওইতো, কিছুটা দূরেই। সেই সাদা অবয়ব, ঢুকে গেল একটা দরজা দিয়ে। জেমস ভালো করে তাকাতেই বুঝতে পারলো দরজাটা পুরো বন্ধ নয়। নীলচে চাঁদের আলোয় জেমস দরজার ফাঁকটা ভালোভাবেই দেখতে পেল। কাঁপা কাঁপা হাতে দরজাটা ঠেললো, ওটা খুলে গেল সামান্য শব্দ করে। সাথে সাথেই মেঝেতে পড়ে থাকা কিছুতে আটকেও গেল ওটা ঘষটানির শব্দ করে। জেমস দেখল মেঝেতে ভাঙা লোহার টুকরো পড়ে আছে বেশ কিছু। পাশেই কালো লম্বা হুক লাগানো কিছু একটা রাখা। ওটা একটা সিঁদকাঠি। পা দিয়ে ওটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা আর খানিকটা খুলে দিল জেমস, তারপর ঢুকলো ভেতরে।

ঘরটা লম্বা এবং ধুলোয় ভরা। ভাঙা ডেস্ক আর চেয়ারের স্তূপ, মনে হয় কখনো ওগুলো এখানে পাঠানো হয়েছিল সারানোর জন্য, তারপর আর সে কাজটা করা হয়নি। সিলিংটা ঝুঁকে নেমে গিয়ে মিশেছে দেওয়ালে। যেখানে চারটে খোলা জানালা দিয়ে ঢুকছে চন্দ্রালোক। একেবারে ডান দিকের জানালাটা ভাঙা। কাঁচ পড়ে আছে মাটিতে। বড় বাদুড়ের ডানার মতো একটা পাল্লা ভেঙে ঝুলছে। ভৌতিক অবয়বটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই, দেখছে ভাঙা কাঁচগুলোকে, মাথা তুলে দেখলো জেমসকে। এখন একেবারে সম্পূর্ণ রূপটা দেখা যাচ্ছে। জেমস একটা ঢোঁক গিললো, ও চিনতে পেরেছে ছেলেটির মুখ। তৎক্ষণাৎ একসাথে দুটো ঘটনা ঘটে গেল। অবয়বটা মিলিয়ে গেল রূপালি ধোঁয়াশা হয়ে আর বাইরে করিডোর থেকে ভেসে এলো ধাক্কা খেয়ে কিছু ছিটকে পড়ার মতো শব্দ।

জেমস দ্রুত ছুটে গেল কী হলো দেখার জন্য। উঁকি দিল দরজার বাইরেটায়। কিছুই দেখতে না পেলেও একটা খ্যাটখ্যাটে শব্দের অনুরণন অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো। জেমস এবার আবার ঘরের ভেতরে ফিরে গেল। ওর হৃদপিণ্ড এতো জোরে জোরে লাফাচ্ছিল যে সবুজ আলোর নাচানাচিও দেখতে পাচ্ছিল অবচেতন মনে। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলো জেমস। অন্ধকার ঘরটায় ভাঙা জানালা আর

BanglaBook.org

মাকড়সার জালে ঢাকা কিছু আসবাবপত্র ছাড়া কিছুই নজরে এলো না। অবয়বটাও আর দেখা দিল না। জেমস একটা বড় করে শ্বাস নিয়ে বেরিয়ে এলো করিডোরটায়।

দূরে একটা ছোট্ট ঠুকঠাক আওয়াজ হলো। জেমস নিশ্চিত এই আওয়াজটা এলো সামনে অন্ধকারে ঢেকে থাকা করিডোরের ওই প্রান্ত থেকে। এই শব্দটার অনুরণনও ভেসে গেল চার পাশে। জেমস আবার নিজেকেই মনে মনে গালাগাল দিলো জাদুদণ্ডটা ফেলে চলে আসার জন্য। পা টিপে টিপে ও এগিয়ে চললো অন্ধকারের দিকে। একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেখতে পেল আর একটা দরজা এবং এটাও খোলা। কাঠের দরজার পাশের পাথরের ফ্রেমে হাত রেখে ও ভেতরে উঁকি মারলো।

অস্পষ্টভাবে হলেও জেমস বুঝতে পারলো এটা পোশন বা জাদু তরলের স্টোরেজ রুম। ভেতরে একজন লোক। কালো জিন্স আর কালো শার্ট পড়ে আছে। এই লোকটাকেও চিনতে পারলো জেমস। এই সেই মানুষ যে নিষিদ্ধ অরণ্যের পাশ দিয়ে এসে ছবি তুলছিল। মেঝেতে বসার টুলটার কাছে ছোট ছোট কিছু কাঁচের ভায়াল ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। জেমস লক্ষ্য করলো লোকটা মুখে পেনলাইট ধরে শেলফের ওপর থেকে আরেকটা জার নামানোর চেষ্টা করছে একহাতে। অন্য হাতে ধরে আছে উল্টোদিকের শেলফটাকে।

'হেরিয়াথ হেরাং,' পড়লো লোকটা, ঘাড় বাঁকিয়ে আলোটা জারটার ওপর ফেলে। 'কি সব অং বং চং এগুলো?' নিচুস্বরে নিজের মনেই বললো। কি মনে হতে তাকালো দরজার দিকে। চোখে চোখ পড়লো জেমসের সাথে। বেশ খানিকক্ষণ দুজনেই একটুও নড়ল না। জেমস নিশ্চিত যে লোকটা ওর দিকে তেড়ে আসবে। কোনো সন্দেহই নেই যে লোকটা একজন অনধিকার প্রবেশকারী, আর জেমস ওকে দেখে ফেলেছে। ও চেষ্টা করলো ঘুরে দৌড় লাগানোর। কিন্তু ওর মাথা আর নিম্নাঙ্গের মধ্যে যেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দরজার পাথরের ফ্রেমটাকে ও আরো জোরে খামচে ধরল যেন পারলে ওটা ধরেই ওপরে উঠে যাবে। আর জেমসের ভাবনা মতোই লোকটা ধেয়ে এলো ওর দিকে। আর তারপরেই ঘুরে লাগাল দৌড়।

জেমস কিছু বুঝতে পারার আগেই লোকটা ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। বেরিয়ে গেলো স্টোরেজ রুমে ঝোলানো পর্দা ছিঁড়ে। জেমস লোকটার পিছু নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

পোশন ঘর থেকেই ওই বিষয়ের ক্লাসরুমে যাওয়া যায়। অন্ধকারে টানা হাইটেবিল এবং সাথে আটকানো বসার জায়গা গুলো রাখা আছে সার সারি করে। জেমস একবার থেমে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল। পেছনের করিডোরে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। টেবিল চেয়ার অন্ধকারে অনুমানে পাশ কাটানোর সময় ওর নিজের পা ফেলার শব্দও নিশ্চিত পৌছে যাচ্ছে করিডোরে।

লোকটা থমকে গেল একটা জায়গায় এসে। সামনে দুটো করিডোরের পথ। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল জেমস ধেয়ে আসছে। লোকটা সেই চিৎকারটা করলো

BanglaBook.org

ঠিক যেমন করেছিল সেদিন ভৌতিক অবয়বটাকে ধেয়ে যেতে দেখে। পিছলে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে তারপর অপেক্ষাকৃত চওড়া করিডোরটা বেছে নিয়ে ছুটতে থাকলো। জেমস এবার বুঝতে পেরেছে ও এখন ঠিক কোথায়। লোকটা সেই হলে পৌঁছাবে যেখানে জায়গা বদলকারী সিঁড়িদের অবস্থান। ভাবতে না ভাবতেই এক অবাক হওয়ার শব্দ ভেসে এলো। জেমসের মুখে ফুটে উঠলো হাসি।

একটা রেলিং এর কাছে গিয়ে থেমে ঝুঁকে নিচের অন্ধকার মেঝের দিকে তাকালো। প্রথমে কেবলমাত্র সিঁড়িগুলোর মৃদু নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো, তারপরই লোকটার জুতোর খট খট শব্দ শোনা গেল। ওইতো লোকটা, সিঁড়ির একটা রেলিং ধরে নামতে চেষ্টা করছে প্রাণ হাতে নিয়ে, কারণ সিঁড়িটা দুলছে ভালো মতোই। জেমস আবার একটু ইতস্তত করলো, তারপর সেটাই করলো যা সে সবসময় করতে চেয়েছে। কিন্তু কখনো করার সাহস জোগাতে পারেনি। ও একেবারে কাছের সিঁড়ির রেলিংটায় লাফ দিয়ে চেপে বসলো কোনোমতে। এরপর ওটাকে চলতে দিলো নিজের মতো করে।

হাউজ এলফদের দ্বারা রোজ পরিষ্কার করা চকচকে মোটা কাঠের রেলিং জেমসকে ঠাণ্ডা বরফের অনুভূতি দিচ্ছিল। নামতে থাকা রেলিংটা থেকে মাথা ঘুরিয়ে ও দেখার চেষ্টা করলো কোথায় পৌঁছাবে এটা। কিছু আগেই ঘামে লেপ্টে যাওয়া চুলগুলো এখন শনশন হাওয়াতে উড়ছে। প্রায় জমির কাছাকাছি এসে যেতেই ও রেলিংটা চেপে ধরলো পা আর হাত দিয়ে। নিজেকে স্থিতাবস্থায় এনে আস্তে করে লফিয়ে নেমে গেল মেঝেতে। চারদিকটা দেখলো, লোকটাকে যদি দেখা যায় এই আশায়। দেখতেও পেল ঠিক নিচের তলাতেই প্রায় নামার মতো জায়গায় পৌঁছে গেছে।

হ্যারি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল সঞ্চরণশীল সিঁড়ি ব্যবহারের নিয়মকানুন। জেমস সেই মতো একটু দেখে নিল নড়াচড়ার ছকটাকে। তারপর বেছে নিল আর একটা সিঁড়িকে যেটা নড়তে শুরু করেছিল। আবারও ঝাঁপ দিলো ওটার রেলিং-এ। তারপর চলতে থাকল ওটার গতিপথে। একদিকে কিছু সিঁড়ি ক্রমশ জায়গা পরিবর্তন করে চলেছে। আর অন্য দিকে ঝটপট করে মিলিয়ে যাচ্ছে ধাপগুলো। জেমস দাঁতে দাঁত চেপে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। লোকটা নিচের তলায় নামার একেবারে মুখে পৌঁছে গেছে। লোকটা একধাপ নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে কিছুটা বোকার মতো ওপর দিকে তাকালো। আর তখনই বুঝতে পারলো জেমস ওকে লক্ষ্য করে রকেটের মতো নেমে আসছে।

জেমস আছড়ে পড়লো লোকটার ওপর। মেঝের পাথরের ওপর ছিটকে গেল লোকটা। তৃতীয় বার চিৎকার বেরিয়ে এলো লোকটার কণ্ঠ দিয়ে, এবারেরটা যুগপৎ হতাশার এবং অবাক হওয়ার। দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে লোকটা পড়লো সজোরে। শোনা গেল কাঁচ ভাঙার শব্দ। জেমস গড়িয়ে যেতে যেতে নিজের মুখ ঢাকলো হাত দিয়ে। আবার যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল, জেমস আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো।

BanglaBook.org

দেখতে পেল কাছেই স্টেইনগ্লাসের জানালাটার গায়ে মোটামুটি মানুষের আকৃতির একটা গর্ত। যেখান দিয়ে রাতের তারা ভর্তি আকাশের প্রেক্ষাপটে হাওয়ায় নড়তে থাকা কালো কালো গাছের ডাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

'কী হচ্ছে এখানে?' একটা খসখসে রাগ মেশানো কণ্ঠস্বর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো। জেমস সাবধানে পা ফেলছিল যাতে ভাঙা কাচের টুকরো না ঢুকে যায়। জানালার গর্তটার কাছে গিয়ে বাইরের দিকটায় তাকালো। বলা খুব মুশকিল জানালাটা ঠিক কতটা উঁচুতে। কেবলমাত্র গাছ পাতার ফিসফাস শব্দ ছাড়া চরাচর শান্ত নীরব।

মিসেস নরিস নামের বিড়ালটা কাছের সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালো, গোল গোল কমলা রঙের চোখ দিয়ে ওটা জানালাটা, ভাঙা কাঁচ গুলোকে এবং সবশেষে জেমসকে দেখলো। পেছন পেছন এসে দাঁড়ালেন মি. ফিলচ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই শুরু হয়ে গিয়েছে অভিসম্পাতের বর্ষণ।

'ও হো, এতো দেখছি ক্ষুদে পটার। কেন, ও হো, আমি একটুও অবাক হচ্ছি না কেন?' ব্যঙ্গাত্মক কাঁপা কণ্ঠস্বরে বললো ফিলচ।

***

'তাহলে পটার, রাতের বেলায় দুর্গের এখান ওখান দিয়ে একা একা একজন অচেনা ব্যক্তিকে ধাওয়া করছিলে তুমি, এটাই বলতে চাইছো তো?' হেড মিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল নিজের ডেস্কের ওপর দুটো হাতের ভর রেখে কঠোর সুরে জানতে চাইলেন। চোখে সংশয়, মুখাবয়ব গোমড়া।

'আমি মানে-' কথা শুরু করতে না করতেই উনি থামিয়ে দিলেন হাত তুলে।

'কোনো কথা বলবে না। এই সকালে আমার ধৈর্য নেই বাজে কথা শোনার।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চশমাটা একটু নাকের ওপর ঠেলে দিলেন। 'আমি পটারদের অনেক অনেক বাহানা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এটা মাথায় রেখো।'

ফিলচ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর চোয়াল নড়ানো আর চোখের নড়াচড়া প্রমাণ দিচ্ছিল যে ও খুব উপভোগ করছে এত তাড়াতাড়ি একটা গণ্ডগোল পাকানো পটারকে ধরতে পারাটা। মিসেস নরিস ওর হাতের ওপর বসে ভুর ভুর করে আওয়াজ করছিল। জেমস হেডমিস্ট্রেসের ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিলো। সমস্ত প্রাক্তন হেডমাস্টার ও হেডমিস্ট্রেসরা ঘুমাচ্ছেন তাদের নিজের নিজের ছবির মধ্যে। জেমস ওর ভাইয়ের নামের মানুষটির ছবিও দেখলো, অ্যালবাস ডাম্বলডোর। বসে আছেন চেয়ারে, থুতনি ঠেকে আছে বুকে, হ্যাটটা নেমে এসেছে চোখের ওপর। ঠোঁট নড়ছে সামান্য।

ম্যাকগোনাগল বসলেন চেয়ারে। 'মি. পটার, তুমি নিশ্চয়ই এটা বলতে চাইবে না যে তুমি জানতে না রাতের বেলায় স্কুল চত্বরে ঘোরাফেরা করা শিক্ষার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ?'

জেমস ঝট করে উত্তর দিল, 'না, ইয়ে হ্যাঁ, আমি জানি নিয়মটা। কিন্তু ওই ভূতটা...'

BanglaBook.org

ম্যাকগোনাগল আবার হাত ওঠালেন। 'হ্যাঁ, ওই ভূতটার গল্প, আমি শুনেছি।' জেমসের বলা কাহিনীর এই অংশটা নিয়ে ওনার দ্বিধা প্রকাশ পেল বলার ভঙ্গিতে। 'কিন্তু মি. পটার, এর অর্থ তো এটা নয় যে কোনো একটা ভূত কোনো এক ছাত্র বা ছাত্রীর শয়নকক্ষে গেল মানেই সে যে কোনো নিয়মকানুন ভাঙার ফ্রি পাস পেয়ে গেল।'

মি. ফিলচ এগিয়ে গেল। সম্ভবত ওর মনে হয়েছে ও আর যা দেখেছে সেটা বলার এটাই উপযুক্ত সময়। 'ছেলেটি হেরাক্লেসের জানালাটাও ভেঙে ফেলেছে, হেড ম্যাম। অমূল্য একটা জিনিস ছিল ওটা। আর কোনো ভাবেই ওটার দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না। আমি হলফ করে বলতে পারি।' কথা বলা শেষ করে চোখ বাঁকিয়ে তাকালো জেমসের দিকে।

'জানালা ভাঙাটা একটা আলাদা ব্যাপার, মি. ফিলচ,' ম্যাকগোনাগল বললেন ওর দিকে না তাকিয়েই। 'কিন্তু স্কুলের চত্বরে অনধিকার প্রবেশ একটা পুরো অন্য বিষয়। আমি আশা করছি আপনি এ ব্যাপারে ক্যাম্পাসে খোঁজ খবর নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন? হেরাক্লেসের জানালার আশপাশটাকে ভালো ভাবে খতিয়ে দেখেছেন?'

'ইয়েস ম্যাম, কিছুই পাইনি ওখানে। ওই জানালাটার ঠিক তলাতেই ভেনাস রোজ এর বাগান। জায়গাটা একটু তছনছ হয়েছে, ভাঙা কাঁচ পড়েছিল বেশ কিছু। কিন্তু কোনো অনুপ্রবেশকারীর চিহ্ন মেলেনি। কেবলমাত্র এই ছেলেটি বলতে চাইছে অনুপ্রবেশকারী এসেছিল।'

'হ্যাঁ,' ম্যাকনগনাগল বললেন, 'এবং দুর্ভাগ্যবশত আমি ওর কথাটা বিশ্বাসও করছি। কেউ একজন ওই জানালা ভেঙে বেরিয়ে গেছে, যদি না আপনি বলতে চান যে মি. পটার ওটা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল।'

ফিলচ দাঁত কিড়মিড় করে চোখ পাকিয়ে জেমসের দিকে তাকালো। মনে হচ্ছিল সেরকম কোনো সম্ভাবনাও থাকতে পারে বলেই বিশ্বাস করে।

ম্যাকগোনাগল জেমসকে বার কয়েক দেখে বললেন, 'মি. পটার, আমি বিশ্বাস করছি যে তুমি কাউকে দেখেছো। কিন্তু স্কুল চত্বরের বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তির ভেতরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। তুমি নিশ্চয়ই জানো হগওয়ার্টসকে সুরক্ষিত করা আছে সবচেয়ে সেরা সুরক্ষা ব্যবস্থা আর অ্যান্টি ম্যাজিক মন্ত্র দ্বারা। কোনো উইচ বা উইজার্ড দারুণ ক্ষমতার অধিকারী না হলে বা প্রকৃত অনুমতি না পেলে এখানে প্রবেশ করতেই পারবে না।'

'আপনি ঠিকই বলছেন ম্যাম। আমি জানি। কিন্তু আমার অনুমান যে এসেছিল সে উইজার্ড নয়। ভুল যদি না করি সে একজন মাগল!'

জেমস আশা করেছিল এটা শুনে অবাক হয়ে যাবেন হেডমিস্ট্রেস এবং ফিলচ, কিন্তু আদতে সেটা হলো না। হেডমিস্ট্রেস এর মুখে কোনো পরিবর্তনই দেখা গেল না। ফিলচ দুজনকেই বারকতক দেখে নিয়ে একটা বিচ্ছিরি ধরনের হাসি হাসলো।

'আপনার এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা উচিত, হেড ম্যাম। ওরা দুষ্টুমির নিত্যনতুন পদ্ধতি বের করে প্রতি বছর।'

BanglaBook.org

'জেমস', ম্যাকগোনাগল নম্র গলায় বললেন, 'স্কুলটির সর্বসমক্ষে না থাকার বিশেষ পদ্ধতি এবং ব্যাপক পরিমাণে ছড়িয়ে থাকা ডিসইলিউশনমেন্ট মন্ত্র এই জায়গাটাকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিশেষ করে মাগলদের জন্য এর পথ খুঁজে পাওয়াই কঠিন আশা করি এটাও তোমার জানা আছে?'

জেমস একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু তার জন্য আমি যা দেখেছি সেটা তো বদলে যাবে না। ওই অনুপ্রবেশকারী একজন মাগল ছিল। জাদুদণ্ডের বদলে লোকটা একটা পেনলাইট আর একটা সিঁদকাঠি ব্যবহার করেছে।'

ম্যাকগোনাগল আরো খানিকটা সময় ধরে জেমসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর একবারে কাজের কথায় এলেন। 'ওকে মি. পটার যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তাহলে যথেষ্টই চিন্তার ব্যাপার এবং আমাদের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে কিছু একটা করা হবেই এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। আর এ ঘটনার জন্য আমি তোমায় কোনো রকম দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু প্রথমে যা করেছ তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আগামী শনিবার রাত্রে তোমায় দুঘণ্টা মি. ফিলচের সাথে থাকতে হবে এবং ওর নির্দেশিত কাজ করতে হবে।'

'কিন্তু-' জেমস কিছু বলার আগেই ফিলচের হাত চেপে বসলো ওর কাঁধে।

গরগরে শব্দ সহযোগে বললো, 'আমি এবার এই ছেলেটার দায়িত্ব নিলাম। তাড়াতাড়ি ওদের ধরতে পারলে তাড়াতাড়ি সব মিটিয়ে দেওয়াই ভালো, ঠিক বললাম কিনা ?'

'পটার, মি. ফিলচকে পোশনের ঘরের সেই জায়গাটা আর অন্য ভাঙা জানালাগুলো দেখিয়ে দিতে পারবে বোধহয়? ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সব পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। ওকে, গুড মর্নিং।'

জেমস দাঁড়িয়েই ছিল, ফিলচ ওকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে এলো।

'চলো চলো, সোনা আমার। যে দুষ্টুমি করেছ সেটার মাশুল তোমায় দিতে হবে, ভুলে গেলে নাকি?'

বের হওয়ার ফাঁকে জেমস দেখতে পেল একজন হেডমাস্টার তার ছবির মধ্যে ঘুমাচ্ছেন না। ওনার চোখের মনি কালো, কালো লম্বা চুল ফ্রেমের মতো ধরে রেখেছে লম্বা সাদা মুখটাকে। সেভেরাস স্নেইপ শীতল চোখে দেখে চলেছেন ফিলচের সাথে জেমসের প্রস্থান।

BanglaBook.org

***

টিনা কারি, মাগল স্টাডিজের প্রফেসর, শিক্ষার্থীদের নিয়ে এলেন খোলা মাঠে। সকালের রোদ ঝলমলে দিন এখন অনেকটাই মেঘাচ্ছন্ন। বেশ ভালোই হাওয়া দিচ্ছে। আর সেই হাওয়াতে উড়ছে প্রফেসর কারির স্পোর্টস ক্লোক এবং কিছুক্ষণ

আগে হ্যাগ্রিডের ঝুলিয়ে দেওয়া জাল। যা মাটিতে পোঁতা কাঠের তিনটে কাঠ দিয়ে তৈরি ফ্রেমে লাগানো হয়েছে।

কারি এগিয়ে এসে বললেন, 'খুব বিচক্ষণতার সাথে কাজটা করেছ, হ্যাগ্রিড।' ছাত্রছাত্রীরাও তাল মিলিয়ে তার পেছন পেছন এগিয়ে এলো। 'একদম গোলাঘরের মতোই শক্তপোক্ত হয়েছে দেখছি।'

হ্যাগ্রিড তাকালো। তার হাতে থাকা জালটা আরেকটু হলেই ফসকে যাচ্ছিল, সে ধরে ফেলল সেটা। বললো, 'আপনাকে ধন্যবাদ মিস কারি। ওফস, দারুণ একটা চ্যালেঞ্জ এটা করা। অন্তত এই অংশটা, মোটেই নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায় না।'

হ্যাগ্রিড যে কাজটা করেছে সেটা খুব সাধারন একটা কাজ। দুটো করে কাঠের দণ্ড পুঁতে তার ওপর একটা কাঠের দণ্ডকে আড়াআড়ি ভাবে লাগানো হয়েছে । আর সেই আয়তাকার ফ্রেম এর তিন প্রান্ত থেকে একটি জাল পেছন দিকে কিছু দূরে মাটিতে আটকানো। একই জিনিস করা হয়েছে মুখোমুখী ভাবে বেশ খানিকটা দূরে। এখন হাওয়াতে দুটোরই জাল উড়ছে।

'কারির এটা এ বছরের নতুন আমদানি,' টেড বললো জেমসকে। 'নিশ্চিত ভাবেই এক পাগলামো, মাগলদের ব্যাপার স্যাপার বোঝানোর জন্য। উনি যা শুরু করছেন এর পর থেকে সবাই চাইবে এই ধরনের ক্লাস একেবারে শেষ বছরে গিয়ে করতে।'

'যেমন এই পোশাকটা মোটেই খারাপ না,' ড্যামিয়েন বললো তিক্ত কণ্ঠে নিজের শর্টস আর মোজার দিকে তাকিয়ে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মাগল স্টাডিজ এর ক্লাসে শর্টস, অ্যাথলেটিক শ্যু আর হগওয়ার্টস এর দুটো রঙের জারসির যে কোনো একটা পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। অর্ধেক ক্লাস পড়েছে সোনালী জারসি আর অর্ধেক বার্গান্ডি রঙের।

'ড্যামিয়েন তোকে মোটেই খুব একটা, ইয়ে, দারুণ দেখাচ্ছে না। যদি সাদা মোজা পড়তি,' সাব্রিনা বললো বেশ খানিকটা মজা করেই।

ড্যামিয়েন ওর দিকে যা-খুশি-বল-আমি-থোড়াই-কেয়ার-করি ধরনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'থ্যাঙ্কস সুইটি। এটা আমার মামকে একটু জানিয়ে দিসতো স্কার অ্যান্ড ব্লাডি রো মারটে যাওয়ার সময়।'

জেইন ড্যামিয়েনের বকবকানির দিকে নজর না দিয়ে মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হচ্ছিল উপস্থিত বাকিদের তুলনায়। ওরতো ভালোই লাগছে। 'আমার দারুণ লাগছে ওগুলো দেখে। এবার মনে হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারবে আসল খেলা কাকে বলে। মজা লোটার জন্য রেডি হও।'

ড্যামিয়েন জেইনের দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললো, 'এই তুই বকবক করছিস কেন?'

টেড ভালো মানুষের মতো বললো, 'ও তো ঠিক কথাই বলছে ড্যামিয়েন। পুরোনো সব কিছু ঝেড়ে ফেলে নতুন কিছু করার জন্য তৈরি হতে অসুবিধা আছে নাকি?'

BanglaBook.org

'এই যে সবাই শোনো,' কারি বললেন, হাততালি দিয়ে। 'দুটো লাইনে ভাগ হয়ে গেলে কাজটা সুবিধার হবে। চলো চলো, তাড়াতাড়ি সোনালী দল এদিকে আর বার্গান্ডি ওই দিকে। হ্যাঁ একদম, ঠিকঠাক হচ্ছে। বাহ দারুণ।'

লাইন হয়ে যেতেই প্রফেসর কারি হাতের তলা থেকে বের করলেন একটা লম্বা বাস্কেট। এগিয়ে গেলেন বার্গান্ডি রঙের দলটির লাইনের মাথার দিকে। 'সবাই জাদুদণ্ড বের করো,' বললেন উনি। যে যার ওয়ান্ড বের করে রেডি হলো। দু'একজন প্রথম বর্ষীয় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল ঠিক ভাবে ধরা হয়েছে কি না। জেমস দেখলো জেইন চকিতে একবার তাকিয়ে নিলো টেডের দিকে এবং ডান হাত থেকে বাহাতে নিয়ে নিল লাঠিটাকে।

'দারুণ, এবার ওটাকে এর মধ্যে দিয়ে দাও,' কারি বললেন এবং বাস্কেটটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করলেন লাইনের সামনে দিয়ে। একটা সমবেত গোঙানির মত আওয়াজ শোনা গেল দুদিকের লাইন থেকেই। 'আমি আশা করছি তোমরা তোমাদের জাদুদণ্ডকে নিজেদের থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে সরিয়ে রাখবে। সত্যিই যদি মাগলদের বিষয়ে কিছু শিখতে বা বুঝতে চাও তাহলে আমাদের প্রথমেই ম্যাজিকবিহীন ভাবে ভাবতে শিখতে হবে। আর সে জন্যই জাদুদণ্ড কাছে থাকা চলবে না। থ্যাঙ্ক ইউ মি. মেটজকার, মি. লুপিন, মিস হিলডেগারড আর কি যেন তোমার নাম, হ্যাঁ মিস ম্যাকমিলান। ধন্যবাদ। তাহলে সবাই দিয়ে দিয়েছ তো?'

উৎসাহহীন একটা শব্দ ভেসে এলো দুদিকের লাইন থেকে।

'ওহো, কাম অন,' জাদুদণ্ড ভর্তি বাস্কেটটা জাল লাগানো জিনিসটার কাছে রেখে আসতে আসতে কারি বললেন, 'তোমরা কি এটাই প্রমাণ করতে চাইছো যে তোমরা জাদুর ওপর এতটাই নির্ভরশীল যে একটা সাধারণ খেলা, খুবই সাধারণ খেলা খেলতে পারবে না? এটাই ধরে নেব?' উনি সব শিক্ষার্থীদের দিকে পর পর তাকালেন। ওনার সরু নাসাগ্র কিঞ্চিৎ ওপর দিকে ওঠানো। 'যদিও মনে হয় না দরকার আছে। তবু শুরু করার আগে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। মাগলদের জীবন যাত্রা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জনের দরকার কেন, এই বিষয়টা নিয়ে। কেউ বলতে পারবে কেন?'

উনি এক এক করে সবার দিকে তাকালেন। জেমস কারির সাথে চেষ্টা করে চোখ মেলালো না। খোলা মাঠে কারোর মুখে কোনো শব্দ বের হলো না। শুধু দুর্গের ওপরের পতাকা নড়ার শব্দ আর হওয়ার দাপটে গাছের নড়াচড়ার শব্দ ছাড়া।

অতএব উত্তরটা দিতে হলো প্রফেসর কারিকেই। কাটা কাটা উচ্চারণে যথেষ্ট আবেগের সাথে উনি বলতে শুরু করলেন, 'আমরা মাগলদের সম্বন্ধে কেন জানবো তার প্রথম উত্তর হলো, অনেক বিষয়ে আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ওরা এবং আমরা সবাই কিন্তু মানুষ। যখন আমরা ভুলে যাবো আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় সমতাটা, যখন আমরা ভুলে যাবো কী করে একসাথে জীবন পথে হাঁটতে

BanglaBook.org

হয়...তখনই সেই ভুল আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করবে ভুল বোঝাবুঝির। যার একটাই পরিণাম—দ্বন্দ্ব।' একটু থেমে কথার রেশটাকে ছড়িয়ে দিতে দিলেন উনি। 'ম্যাজিকবিহীন জগতে আমাদের মাগল বন্ধুরা নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন আবিষ্কারের সম্ভাবনাময়তায় এমন এক পথে, যা আমাদের জাদুজগত কখনোই করতে পারেনি। আর তার ফলেই, বুঝলে, ওদের খেলাগুলো সহজ সরল এবং দর্শনীয়। যেখানে দরকার নেই কোনো উড়ুক্কু ঝাড়ুর বা কোনো মন্ত্রপূত স্নিচের বা উড়ন্ত ব্লাজারের। কেবল মাত্র দরকার দুটো জালের। যা আটকানো থাকবে তিনটে কাঠের দণ্ডে, ঠিক ওইগুলোর মতো,' বাহাত তুলে দেখালেন হ্যাগ্রিডের খাটাখাটনির ফসল দুটোকে। আর ডান হাতটা তুলে ধরে বললেন, 'আর একটা বল।'

'অসাধারণ,' জেইন বললো ব্যঙ্গের সুরে, কারির হাতে ধরা বলটার দিকে তাকিয়ে। 'সকার খেলা শেখার জন্য আমাকে আসতে হলো জাদুর স্কুলে, বাহ রে বাহ।'

'এখানে আমরা একে ফুটবল বলি,' ড্যামিয়েন বললো একই রকম তিক্ত স্বরে।

'ম্যাডাম কারি,' একটি সুমিষ্ট আওয়াজ শোনা গেল। জেমস তাকালো আওয়াজ লক্ষ্য করে। সোনালী জারসি পড়া উল্টো দিকের লাইনে ট্যাবিথা করসিকা। একটা কালো ক্লোক পড়ে আছে জার্সির ওপর। ওর কাছেই লাইনে স্লিদারিনের অন্য সদস্যরা, বিরক্তিতে ভরা সব ক'টি মুখ। 'আমাদের কী প্রয়োজন মাগলদের একটি খেলা শেখার? ওদের ইতিহাস এবং জীবনযাত্রা বিষয়ে পড়াটাই কি যথেষ্ট নয়? আমরা চাইলেও তো আমাদেরকে মাগলদের কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। ইন্টারন্যাশন্যাল ম্যাজিক্যাল আইন অনুসারে। আমি আশা করছি ভুল কিছু বলছি না?'

'একদমই না, মিস করসিকা,' কারি ঝট করে উত্তর দিলেন। 'কিন্তু তুমি কি জানো কেন এটা করা হয়েছে?'

টাবিথা ভ্রু উঠিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'না। আমি জানি না, ম্যাম।'

'তোমার প্রশ্নের উত্তর এখানেই আছে, মিস করসিকা,' প্রফেসর কারি টাবিথার দিক থেকে ঘুরে অন্যদের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেউ কি দিতে পারবে উত্তরটা?'

জেমস দেখতে পেল হাফলপাফের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র হাত তুললো। 'ম্যাম, আমার মনে হয় ওই প্রতিযোগিতাগুলোতে উইজার্ডরা ম্যাজিক করবে আর তার ফলে ভারসাম্য নষ্ট হবে, তাই।'

কারি ওর দিকে যেতে যেতে বললেন, 'একদম, মি. টেরেল। বুঝিয়ে বলো।'

'আমার মাম মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। উনি বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল আইন অনুসারে মাগলদের কোনো খেলায়, প্রতিযোগিতায় বা লটারি ইত্যাদি জেতার জন্য জাদুর ব্যবহার করা উইজার্ডদের জন্য নিষিদ্ধ। যদি উইচ আর উইজার্ডরা মাগলদের খেলায় অংশ নিয়ে জাদুর ব্যবহার করে, তাহলে সেটা থেকে একটা বেআইনি চক্রের সৃষ্টি হতে পারে। তাই নয় কি?'

BanglaBook.org

'তুমি ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট ফর দ্য প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ এর কথা বলছো, মি; টেরেল। আর কম বেশি হলেও তোমার যুক্তিটা একদম ঠিক।' কারি বলটাকে পায়ের কাছে ফেলে হালকা করে শট মারলেন। ঘাসের ওপর দিয়ে ওটা খানিক দূর গড়িয়ে গেল। 'সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হয় উইচ আর উইজার্ডরা মাগলদের খেলায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষিত এটা ঠিক নয়। যে কেউ ওখানে অংশ নিতে পারেন জাদু জগতের অংশ হয়েও। তার আগে তাদেরকে জাদুজগতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কিছু বিশেষ স্পেলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যার প্রভাবে সাময়িক ভাবে তাদের জাদুশক্তি অকেজো হয়ে যাবে কিছু সময়ের জন্য। এটা মেনে না নিলে অবশ্য...'

প্রফেসর কারি নিজের জাদুদণ্ডটা বার করলেন ক্লোকের পকেট থেকে, নিশানা করলেন বলটায়। 'ভেলসিটো এক্স পেন্ডাম,' বললেন। দণ্ডটাকে পুনরায় পকেটস্থ করে এগিয়ে গেলেন বলটার দিকে। আবার শট মারলেন হেলা ফেলা করে। তা সত্ত্বেও বন্দুকের গুলির মতো বলটা ছিটকে গেল ঘাসের ওপর দিয়ে। সোজা গিয়ে ঢুকলো তিন কাঠিতে বাঁধা জালে।

'আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি,' কারি বললেন দুই লাইনের মধ্যবর্তী জায়গাটায় ফিরে এসে। 'উইজার্ড ও মাগলদের নিয়ে একসাথে কোনো ক্রীড়ার আসর করা হলে, তোমরা ভেবে নিতেই পারো, সেটা খুব একটা আকর্ষণীয় কিছু হবে না। কারণ সেখানে তো কোনো উইজার্ড বা উইচ থাকবেই না। যদিও এটাও নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে মাগলদের ক্রীড়াজগতের নিয়মকানুন ভাঙার চেষ্টা উইচ বা উইজার্ডরা করছেন না।'

'ম্যাডাম কারি?' টাবিথা আবার হাত তুললো। 'এটা কি সত্যি, যে মন্ত্রক এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল কমিউনিটি বিশ্বাস করে, মাগলেরা জাদু দুনিয়ার কৌশলগত দিকের সাথে নিজের খাপ খাওয়াতে পারে না। আর সে জন্যই উইচ আর উইজার্ডদের উচিত ওদের সমান হওয়ার জন্য নিজেদের ক্ষমতা কিছুটা কম ব্যবহার করাই ভালো?'

এই প্রথম প্রফেসর কারি একটু থমকে গেলেন। 'মিস করসিকা, এই ক্লাসটা ওই ধরনের আলোচনার জন্য নয়। যদি তুমি মন্ত্রণলয়ের রাজনৈতিক কাজকর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে চাও...'

'সরি, ম্যাডাম কারি,' টাবিথা জোর করে হেসে বললো। 'আমি শুধু জানতে চাইছিলাম। এই ক্লাসটা মাগলদের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে। তাই আমি ভেবেছিলাম আমাদের অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে মাগলরা কমজোরী জাদু দুনিয়ার এই অপমানজনক ভাবনা নিয়েও আলোচনা হবে। আমায় ক্ষমা করবেন।'

কিছুটা রাগের দৃষ্টিতেই টাবিথার দিকে তাকালেন কারি। কিছু করার নেই যদিও অনেক তিক্ত কথাই সামনে এসে গেছে। জেমস শুনতে পেল চারপাশে একটা

BanglaBook.org

ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই টাবিথার কথায় মাথা নেড়ে সমর্থনও জানিয়েছে। জেমস এটাও দেখতে পেলো সোনালী জার্সির ওপর স্লিদারিন সদস্যরা "কোশ্চেন দ্য ভিক্টরস" লেখা ব্যাজ পড়ে আছে।

কারি সবার উদ্দেশ্যে বললেন 'তাহলে এবার কি আমরা শুরু করতে পারি?'

পরের ৪০ মিনিট উনি বিভিন্ন রকম ড্রিল করালেন। বলটা ব্যবহারের পদ্ধতি শেখালেন। জেমস প্রথমে উৎসাহ পাচ্ছিল না। কিন্তু কিছু বাদেই খেলাটির সহজ সোজা দিকটা ওকে মেতে উঠতে সাহায্য করলো। শুধু মাত্র জাদুদণ্ডই নয়, এ খেলায় হাতের ব্যবহারও নিষিদ্ধ। আর এই ব্যাপারটাই জেমসকে বেশি মনোযোগী করে দিল খেলাটার প্রতি। কিছু ছাত্র ছাত্রী, যারা কোনো রকম স্পোর্টস এই ভালো কিছু করতে পারে না, তারাও এটায় মেতে গেল। কোনো রকম ভুল হওয়ার ভয় নেই ধরে নিয়ে। জেইন আগেও ফুটবল খেলেছে, যদিও জানালো খুব বেশি এলেম ওর নেই এতে। জেমস দেখতে পেল বল নিয়ে ছুটতে গিয়ে জেইন পড়ে গেল। বল বেরিয়ে গেল। ও পড়েই থাকলো আকাশের মেঘগুলোর দিকে একটা ভাবুক ভাবুক কঠোরতার ভাব নিয়ে।

টাবিথা আর তার স্লিদারিন অনুগামীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল মাঠের এককোনায়। ওদের সামনেই একটা ফুটবল পড়ে আছে। ওরা কারির দেখানো ড্রিলগুলো করছেও না। কারিও ওদের দিকে নজর না দিয়ে তিন কাঠির গোল নামক জাল লাগানো জায়গায় ব্যস্ত। যেখানে অন্য শিক্ষার্থীরা গোলে শট মারতে প্রস্তুত হচ্ছে।

জেমস ভালোই উপভোগ করছিল। বলটা রাখা আছে সামনে, বেশ কিছুটা পেছন থেকে ও দৌড় শুরু করলো। হিসাব করে জায়গা মত পৌঁছে বা পা'টাকে বলের পাশে রেখে ডান পা দিয়ে সজোরে কষালো এক লাথি। ও বেশ সন্তুষ্টও হল। বলটা ধনুকের মত বাঁক নিয়ে প্রফেসর কারির বাড়ানো হাতের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। উনি গোলকিপারের কাজটা করছিলেন। বলটা জড়িয়ে গেল জালে।

'খুবই ভালো, মি. পটার,' কারি সজরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন। ওনার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছোট্ট মুখটার চারপাশে ঝুলছিল। হাতা গুটিয়ে নিয়ে উনি বলটা কুড়ালেন। 'সত্যিই খুব ভালো! বলতেই হবে!'

হাসি মুখে লাইনের একেবারে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো জেমস।

'ওহ হো...টিচারের প্রিয় ছাত্র হয়ে গেলি বোধ হয়,' জেইন বিড়বিড় করে বললো।

দুর্গের পথে ফিরে যাওয়ার সময় টেডও শটটার প্রশংসা করলো। 'দারুণ মেরেছিস রে। এই ব্যাপারটাকে আমাদের উকেট এর মধ্যে ঢোকাতে হবে। সাব্রিনা ভেবে চিনতে দেখিস তো কিছু করা যায় কিনা। গোলাট্রন গ্রহ থেকে আসা সুপারকিক করনেওয়ালা এলিয়েন! বুঝলি?'

'ঠিক হ্যায় ক্যাপ্টেন,' সাব্রিনা দুর্গের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট মেরে বললো। 'বলছিলাম কি, ক্যাপ্টেন আপনার সোনাপোনাতে ঘাসের দাগ লেগেছে। মন্দ লাগছে না যদিও দেখতে।'

BanglaBook.org

***

লাঞ্চের পর জেমস আর জেইন র‍্যালফের সাথে লাইব্রেরীতে একত্র হলো। নিজেদের বইটইগুলো সব বের করে ওরা বসলো কোনার দিকের একটা টেবিলে। র‍্যালফকে অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ আরো বিষন্ন দেখাচ্ছে।

জেইন চাপা স্বরে ফিসফিস করে কথা বলছে। কারণ এই মুহূর্তে লাইব্রেরীর দায়িত্বে থাকা প্রফেসর স্লাগহর্নের কানে কিছু পৌছাক ওরা চায় না। সে জানতে চাইলো, 'কি হয়েছে র‍্যালফ? তোর গেঞ্জি বা শর্টস গুলো ঠিকঠাক ম্যাজিক্যাল নয় এরকম কিছু বলেছে নাকি তোর হাউজমেটরা?'

র‍্যালফ চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে বললো, 'আমার সাথে আজ সকালে প্রফেসর স্লাগহর্ন এর একটা ঝামেলা হয়েছে?'

'এরকমই হচ্ছে মনে হয় চারদিকে,' জেমস বললো। 'আজ সকালটা আমাকেও কাটাতে হয়েছে ম্যাকগোনাগল ম্যামের অফিসে।'

'ম্যাকগোনাগল?' র‍্যালফ আর জেইন একসাথে বলে উঠলো। 'তাহলে তোরটাই আগে বল। ম্যাকগোনাগল এর কাছে স্লাগহর্ন নেহাতই বাচ্চাদের ব্যাপার।'

জেমস ওদের জানালো রাতে দেখা ভূতটাকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখা অনধিকার প্রবেশকারীর ব্যাপারটা।

'তুই এত সব করেছিস?' র‍্যালফ অবিশ্বাসী স্বরে। 'ব্রেকফাস্টে যাওয়ার পথে আমরা সবাই দেখেছি ভাঙা জানালাটা। ফিলচ ওটাকে ক্যানভাস দিয়ে ঢাকছিল এবং বিড়বিড় করে কিসব বকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও চাইছে ও আমাদের কাছে জানতে চায় কে করেছে এটা। তাহলে তাকে কয়েক ঘা দিতে পারে।'

জেইন জানতে চাইলো, 'তোর কী মনে হয়, ওটা কে ছিল?'

'আমি জানি না। শুধু এটা বলতে পারি, এ সেই লোকটা যে সেদিন সকালে অরণ্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এবং আমার ধারণা ও একজন মাগল।'

'তো কী হয়েছে? আমি একজন মাগল। র‍্যালফ একজন মাগল।' জেইন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো।

'না তোরা সেরকম না। তোরা মাগলজাত, কিন্তু দুজনেই উইজার্ড। আর ওই লোকটা ছিল একটা সাধারণ এক বয়স্ক মাগল। যদিও ম্যাকগোনাগল ম্যামের কথানুযায়ী এটা সম্ভব নয়। কোনো মাগলের পক্ষে ডিসইলিউশনমেন্ট চার্মের প্রভাব কাটিয়ে স্কুলের ভেতর ঢোকা অসম্ভব।'

'কেন? কী হবে তাহলে?' র‍্যালফ জানতে চাইলো।

'দ্যাখ, আমি তোদের একটা ব্যাপার বলেছিলাম ট্রেনে আসার সময়। হগওয়ার্টসকে সাধারণভাবে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো ম্যাপে এর অস্তিত্ব নেই। এবং কোনো মাগল আজ অবধি এর কথা শোনেনি। যদিও বা

BanglaBook.org

কোনোক্রমে কোনো মাগল দুর্গের কাছাকাছি এসেও যায়, সে বুঝতে পারবে না। কারণ দেখতেই পাবে না একে। যদি মন্ত্রের এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে। ওদের কাছে যদি কম্পাস থাকে তাহলে সেটা উলটোপালটা দিক নির্দেশ করবে কখনোই একে জোর করে ভেঙে কেউ ঢুকতে পারবে না। এর পরেও যেটা হবে, যারা ভুল করে এ পথে ঢুকে পড়েছিল তারা আওতার বাইরে গিয়ে ভাববে আসলে এসব কিছুই ঘটেনি। সব কল্পনা।'

জেইন ভ্রু কুঁচকে বললো, 'তাহলে আমরা কী করে ভেতরে এলাম?'

'আমরা আসলে কী সেটা কেন ভুলে যাচ্ছিস? আমরা হলাম সিক্রেট কিপারস,' জেমস বললো। তারপর বুঝিয়ে দিল সিক্রেট কিপার বিষয়টা। সাথে সাথেই কী করে একজন সিক্রেট কিপার কোনো গোপন জায়গা খুঁজে পায় বা অন্যদের সেই পথে নিয়ে যেতে পারে। 'তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই সুরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অনেকের জন্যই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। যে কারণেই একটা আইন অনুসারে মাগল বাবামারা তাদের সন্তানরা যে এখানকার ছাত্র বা ছাত্রী সেটা কাউকে বলতে পারেন না।'

জেইন বললো, 'হুম, ওই জন্যই আমার এখানে আসার আগে ড্যাডকে বেশ কিছু ধরনের নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্টে সই করতে হয়েছে। বলার ধরনেই বোঝা গেল এই ব্যাপারটার মত দারুণ কিছু ও এই প্রথম শুনলো। 'ওটায় বলা ছিল কোনো "বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত মাগল" যেমন আমার বাবা মা কখনোই অন্য কোনো মাগলকে হগওয়ার্টস বা জাদু জগতের কথা বলতে পারবেন না। যদি বলেন, তাহলে চুক্তিভঙ্গের দায়ে ওনাদের জিভ উলটে যাবে। যতক্ষণ না মন্ত্রণালয়ের কেউ এসে অ্যান্টি স্পেল পাঠ করবে ততক্ষণ কথা বন্ধ হয়ে থাকবে। আরে বাপরে।'

'একদম ঠিক,' জেমস বললো। 'টেড আমায় বলেছিল ওর এক মাগলজাত বান্ধবীর কথা। যার বাবা মা ভুল করে একটি ডিনার পার্টিতে হগওয়ার্টসের কথা বলে ফেলেছিলেন। তারা একই সাথে অজ্ঞান হয়ে যায়। মাগলদের ডাক্তার এসে কিছুই বুঝতে পারেনি। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা এসে উপস্থিত সকলের ওই সময়টুকুর স্মৃতি মুছে দিয়ে গিয়েছিল। কি ঝামেলা বল দেখি? যদিও বেশ মজার।'

'কু-উ-ল,' র‍্যালফ বললো সহসাই। 'এই ডিসইলিউশনমেন্ট চার্মটা আমার ব্যাগটাতে করতে পারলে ভালো হতো। আমি তাহলে অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যেতাম।'

জেইন এবার র‍্যালফের কাছে জানতে চাইলো, 'এবার তোরটা শুনি। প্রবলেমটা কি ঝটপট বল?'

'আমি মোটেই ব্যাপারটার সাথে জড়িত নই!' র‍্যালফ বেশ জোরেই কথা গুলো বলেই স্বর নিচু করলো। সাথে সাথেই দেখে নিল প্রফেসর স্লাগহর্ন শুনতে পেলেন কিনা। না, উনি একটা বিরাট মাপের বই পড়ায় ব্যস্ত ওনার খুদে চশমার ভেতর

BanglaBook.org

দিয়ে। সমানে রাখা আছে পাথরের মগে কিছু একটা তরল। মাঝে মাঝেই চুমুক দিচ্ছেন ওটায়। র‍্যালফ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। 'স্লাগহর্ন আজ সকালে আমার গেমডেকটা পেয়েছেন। উনি বলেছেন আমি নাকি ওটা কমনরুমে ফেলে এসেছিলাম। উনি ভালো ব্যবহারই করেছেন আমার সাথে যদিও। বলেছেন, এসব জিনিসের ব্যাপারে আমার আরো সজাগ থাকা উচিত। আর বলেছেন এসব মাগলদের খেলনা বাড়িতে রেখে আসাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল।'

জেমস বললো, 'তুই যে বলেছিলি ওটা পাওয়া যাচ্ছে না?'

র‍্যালফ রীতিমত উত্তেজিত ভাবে বললো, 'বলেছিলাম তো! সত্যি কথাই তো বলেছিলাম! আমি মোটেই ওটাকে কমন রুমে ফেলে আসিনি! আমি ওই হতচ্ছাড়া জিনিসটাকে টয়লেটে রেখে দিয়েছিলাম! কেউ ওখান থেকে ওটাকে মেরে দেয়। তারপর কমনরুমে রেখে দেয় যাতে স্লাগহর্ন ওটা খুঁজে পান। ওই সব বদমাইশদের আমি ঘেন্না করি!' র‍্যালফের গলার স্বর ফিসফিসানিতে নেমে এলো। চারদিকটা একবার দেখে নিল এমনভাবে যেন মনে হল ও ভয় পাচ্ছিলো এক্ষুনি দু'চারজন স্লিদারিন হাউজমেট এদিক ওদিক থেকে বের হয়ে আসবে।

জেইন চিন্তার সুরে বললো, 'তুই জানতি না কে ওটা নিয়েছিল?'

'না, আর সেটাই তো সমস্যা,' র‍্যালফ তিক্ত স্বরে বললো।

'এখন ওটা তোর কাছে আছে?'

'হ্যাঁ,' র‍্যালফ উত্তর দিল কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে। 'আমি ওটাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করবো না যতক্ষণ না আমি ওটাকে বিদায় করতে পারছি। এখানে কোনো কিছুই ঠিকঠাক ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না। চারিদিকে শুধু ম্যাজিকের ছড়াছড়ি।' নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে ডেকটা বের করে টেবিলের তলা দিয়ে জেইনকে দিলো।

জেমস দেখলো জেইন অতি দ্রুত বোতামগুলোতে আঙুল নাড়াতেই ওটার স্ক্রিনটা আলোকিত হয়ে উঠলো। র‍্যালফ বিড়বিড় করে বললো, 'এখন কেউ যদি ওটা সমেত তোকে দেখে আমি অস্বীকার করে দেব যে ওটা আমার। সোজা কথা।'

জেইন আর কিছু বোতামে চাপ দিতেই একটা আলোর ঝলক সহ একটা ছবি ঘুরতে থাকলো। 'আমি দেখতে চাইছি যে শেষ এটা খেলেছিল সে কোনো প্রোফাইল বানিয়েছিল কিনা।'

'প্রোফাইল কী?' জেমস স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে জানতে চাইলো।

জেইন ওকে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'উফ, এভাবে দেখিস না। স্লাগহর্ন দেখে ফেলবেন। র‍্যালফ, মি. উইজার্ডকে বলে দে তো গেম প্রোফাইল বস্তুটা কী।'

'এর সাহায্যে তুই তোর আগে খেলা গেম গুলো কী অবস্থায় আছে সেটা জানতে পারবি,' র‍্যালফ ফিসফিস করে বললো। 'খেলা শুরু করার আগে, তোকে একটা প্রোফাইল বানাতে হবে। একটা নাম আর কী কী ব্যবহার করবি সেইসব জানিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আসল নাম বা অন্য কিছু কেউ সেট করে না। এরপর তুই গেমে

BanglaBook.org

যা করবি সব ওই প্রোফাইলের ভেতর সেভ হয়ে থাকবে। পরে আবার খেলা শুরু করলে যেখানে গেমটা বন্ধ করেছিলি সেখান থেকেই শুরু করতে পারবি।'

'তুই র‍্যালফিনেটর?' জেইন জানতে চাইলো গেম ডেকটা নাড়াচাড়া করতে করতে।

র‍্যালফ বললো, 'আমি কিছুই বলবো না।'

'মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি,' জেইন বললো, স্ক্রিনে একজায়গায় আঙুল ঠেকিয়ে। 'আস্ট্রামাড্ডুক্স নামটা চেনা জানার মধ্যে মেন হচ্ছে কি?'

'না, ওই নামে কোনো প্রোফাইল আছে নাকি ওখানে?' র‍্যালফ ভ্রু উঁচিয়ে জানতে চাইলো।

'আছেই তো। কাল মাঝরাতের সামান্য আগে পড়ে ওটা বানানো হয়েছে। তবে কোনো ইনফো নেই। আর কোনো গেম খেলার প্রমাণ-ও নেই।'

জেমস চোখ বড় বড় করে বললো, 'কোনো গেমই খেলা হয়নি?'

'না,' জেইন বললো এবং ডেকটা শাটডাউন করে আবার টেবিলের তলা দিয়েই র‍্যালফকে ফিরিয়ে দিল। 'অনেকবার লগ ইন হওয়ার ডাটা আছে, কিন্তু খেলা হয়নি। সম্ভবত বুঝতেই পারেনি কী করে ব্যবহার করতে হয়। আপ ডি প্যাড আর লেফট বাটন ব্যবহার না করতে জানলে সুপার অ্যাটাক তো হবেই না। একে বারে কাঁচা পার্টি।'

জেমস চোখ পিট পিট করে বললো, 'তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? ওই অ্যাস্ট্রা না কী যেন বললি সেটা কে?'

'ওটার কোনো মানে নেই। একটা ফেকনেম প্রোফাইল। কি রে তাই তো?' গেম ডেকটাকে ব্যাগের একেবারে নিচে ঢুকিয়ে দিল র‍্যালফ।

শেষ কথাটা র‍্যালফ জেইনকে বললো, যে বেশ একটা হাস্যকর মুখ করে কিছু একটা ভেবে চলেছে। একটু মাথাটা নাড়ালো ও, ভ্রু কুঁচকালো, দাঁতে দাঁত চিপলো। যার ফলে একটা টোল পড়লো ওর গালে। আর একবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমি জানি না। নামটা খুব চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু মনে করতে পারছি না কোথায় শুনলাম।'

'আপাতত আমি একটা কথাই জানি,' র‍্যালফ বললো হাতের ওপর থুতনি পেতে, 'ড্যাড এলেই এটাকে পত্রপাঠ বিদায় করবো। আমি আর ওটাকে দেখতে চাই না।'

'মি. পটার,' সহসাই একটা শব্দ শোনা গেল। তিনজনেই চমকে উঠলো। প্রফেসর স্লাগহর্নের কণ্ঠ। উনি টেবিলটার কাছে এসে জেমসে চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'আমি তোমার সাথে দেখা করবো ভাবছিলাম। কি ভালোই লাগছে তোমায় দেখে। দারুণ, দারুণ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার,' জেমস বললো প্রফেসর ওর পিঠ চাপড়ে দিতেই।

'তুমি জানো বোধ হয়, আমি তোমার বাবাকে চিনতাম। সে সময় থেকে যখন ও এখানকার ছাত্র ছিল। আজকের বিখ্যাত অরোর হয়ে ওঠেনি।' স্লাগহর্ন চোখ

BanglaBook.org

টিপলেন। কারণ হ্যারি পটার হেড অরোর হওয়ার অনেক আগে থেকেই বিখ্যাত হয়ে গেছে এটা ওনার ভালোই জানা আছে। 'আমার কথা ও নিশ্চয়ই বলেছে তোমাকে। আমাদের মধ্যে ভালোই সম্পর্ক ছিল। অবশ্য অনেক দিন ধরে আমার সাথে ওর তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে আরো আরো বুড়ো হয়ে গেছি। আর ও ওদিকে বিয়েশাদি করেছে। নিজের একটা ভালো কাজ বেছে নিয়েছে। আর তোমার মতো ভালো একটি ছেলেকে এই জগতের আলো দেখাতে পেরেছে।' স্লাগহর্ন আবার একটা চাপড় দিলেন জেমসের কাঁধে। 'আমি অপেক্ষায় আছি পরের সপ্তাহের জন্য, ও তো এখানেই আসছে। তুমি একটু জানিয়ে দিও আমার সাথে দেখা করার জন্য। ভুলে যাবে না তো?'

'না না স্যার, আমি বলে দেব।' জেমস কাঁধে হাত বুলাতে বুলাতে বললো।

'বেশ, বেশ। ভালো, তাহলে তোমরা আবার পড়ায় মন দাও। ঠিক আছে', বলতে বলতে একবার করে জেইন আর র‍্যালফের দিকে তাকালেন। মনে হলো না চিনতে পারলেন র‍্যালফকে। আজ সকালেই ওর সাথে কথা বলেছেন সেটা মোটেই ওনার হাবভাবে বোঝা গেল না।'

'ওহ, ইয়ে, প্রফেসর স্লাগহর্ন? আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?' জেইন বললো।

স্লাগহর্ন ঘুরলেন, ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, 'অবশ্যই করতে পারো মি. ।'

'ওয়াকার, স্যার। আমার যতদূর মনে পড়ছে আপনি পোশন ক্লাসে অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স নামটির একবার উল্লেখ করেছিলেন?'

'ইয়ে, ও! হ্যাঁ হ্যাঁ। বুধবার বিকেলের ক্লাসে, তাই না? মনে পড়েছে,' স্লাগহর্ন সামনের ডেস্কটার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'হ্যাঁ যদিও ওটা পোশন সম্বন্ধীয় নয়, তবু ওই নামটা আমার মুখে এসে গিয়েছিল। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স অতীতের একজন ইতিহাসবিদ এবং বিখ্যাত মানুষ। ওনার লেখাগুলো সত্যিই প্রমাণসিদ্ধতার বাইরে সেরা জিনিস। আমার মনে হয় আমি সামান্য ঠাট্টা করেছিলাম, মি. ওয়াকার।'

'ওহ। ঠিক আছে স্যার অনেক ধন্যবাদ,' জেইন বললো।

'কখনোই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে কোনো দ্বিধা করবে না,' স্লাগহর্ন আশ্বস্ত করলেন এবং লাইব্রেরীর চারদিকটা একবার দেখে নিলেন। 'ওকে, এবার আমি চললাম। আমার কাজ করতে। তোমাদের কাজ তোমরা করো।'

'এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার,' স্লাগহর্ন চলে যেতেই র‍্যালফ ফিসফিস করে বললো টেবিলের ওপর ঝুঁকে।

'মোটেই না। উনি ওই নামটা ঠাট্টার ছলেই বলেছিলেন ক্লাসে। আমার ভালোই মনে পড়ছে এখন। কিছু একটার উদাহরণ দিতে গিয়ে যাকে ঠিকঠাক বিশ্বাস করা যায় না বা গোলমেলে ধরনের বোঝাতে গিয়ে উনি ওটা বলেছিলেন। ঠিক যেমন ভাবে আমরা কোনো সংবাদপত্র বা মিডিয়ার খবর বিষয়ে বলি। স্লাগহর্ন স্লিদারিন হাউজের হেড। তার অর্থ তিনি এই ঠাট্টা আগেই করে থাকতে পারেন তোর হাউজ

BanglaBook.org

মেটদের সামনে। ওরা নামটা ভালো করেই জানে। আর সেরকমই কেউ তোর গেম ডেকে ওই নামটা ব্যবহার করেছে।'

'হুম বুঝলাম,' র‍্যালফ বললো দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে।

'কিন্তু কেন?' জেমস জানতে চাইলো 'কেন এরকম একটা নাম ব্যবহার করা হলো যার অর্থ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, আমি একটা ধাপ্পাবাজ।'

'কে জানে কী প্যাঁচের খেলা চলছে স্লিদারিনদের মনের কোনে?' জেইন উত্তর দিলো।

'এটা কোনো কথা হলো না,' জেমস বললো। 'স্লিদারিনরা সব সময়েই একটু দেখনদারি পছন্দ করে। ওরা ভালো ভালো পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র, ড্রাগনের মাথার মত জিনিস আর সিক্রেট প্যাসেজ এই সব ভালো বাসে। আমার মাথায় ঢুকছে না যে নামটাকে ওদের হাউজহেড স্বয়ং ঠাট্টার ছলে ব্যবহার করেন সেটাকেই ওরা প্রোফাইল নাম হিসাবে ব্যবহার করলো কেন?'

'যাই হোক, আমাকে এবার সত্যি সত্যিই কিছু হোমওয়ার্ক সারতে হবে। তাই যদি আপনারা আমায় অনুমতি দেন...,' র‍্যালফ বললো।

পরের আধ ঘণ্টা ওরা হোমওয়ার্ক করায় মগ্ন রইলো। তারপর সব গোছাতে গোছাতে জেইন জেমসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আজ রাতেই তো কুইডিচের বাছাই পর্ব তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার আছে জানি। তোরও আজই নাকি?'

জেইন মাথা নাড়লো ইতিবাচক ভাবে। 'মনে হচ্ছে এক মাঠেই দু দলের কাজ চলবে। শুভেচ্ছা রইলো।' জেইন জেমসের সাথে হাত মেলালো।

জেমস যথেষ্টই প্রাণিত হলো । 'ধন্যবাদ! তোকেও জানালাম শুভেচ্ছা।'

'অবশ্যই, তুই ওখানে দারুণ কিছু করে দেখাবি,' জেইন বললো ঘোষণার মত করে। 'আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো উড়ন্ত ঝাড়ুর ওপর চেপে থাকতে পারলেই। আচ্ছা তুই কতদিন যাবৎ উড়ছিস?'

'আমি একটা খেলনা ঝাড়ু করে ছোটবেলায় বাড়ির চারপাশে একবারই মাত্র উড়েছিলাম,' জেমস বললো। 'ঝাড়ুতে ওড়ার ক্ষেত্রে নিয়ম বেশ শিথিল ছিল। আন্ডারএজদের জন্য কত উচ্চতায় উঠবে বা কত দূর পর্যন্ত উড়ে যাবে এ ব্যাপারে বাধা নিষেধ আছে। তবে যত দূর খুশি যে কোনো বয়সেই ওড়া যায়। শুধু নজর রাখতে হবে যাতে কোনো মাগল দেখতে না পায়। ড্যাড যে বছরে আমারারি ডিপ্লোমা পায় হগওয়ার্টস থেকে, সে বছরে কিছু টিন এজার ফায়ার হুইস্কি খেয়ে ট্রাফালগার স্কোয়ারে কুইডিচ খেলে। তখন থেকেই আইনটা কড়া করা হয়। এখন তো এটা মাগলদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার মতো ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আইনসম্মত ভাবে ওড়ার অনুমতি পেতে হলে আগে ওড়ার ক্লাস করতে হবে এবং সার্টিফিকেট পেতে হবে। কিছু কিছু উইজার্ড পরিবার তার ছেলেমেয়েদের প্র্যাকটিস করতে দেন

BanglaBook.org

লোকচক্ষুর আড়ালে। কিন্তু আমার ড্যাড একজন দায়িত্ববান অরোর...'

'তোর বাবা মা দুজনেই ওদের নিজের সময়ের সেরা কুইডিচ খেলোয়াড় ছিলেন, তাই না?' জেইন জানতে চাইলো, জেমসকে হেসে কনুয়ের একটা খোঁচা মেরে। 'যে কারণে তোর যদি জানা না-ও থাকে ঝাড়ুর কোন দিকটা আকাশের দিকে ওঠে তবুও তুই কামাল করে দেখাবি। এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

জেমস অস্বস্তির হাসি হাসলো।

ওরা চললো ক্লাসের পথে। জেমস যথেষ্টই নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। ওর কিছুই মনে নেই কুইডিচের বাছাই পর্বে কী হয়। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। একটা দলীয় ঝাড়ুতে প্রথম বার ওড়ার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে প্রথম বর্ষীয়দের ভেতর থেকে নিজেকে গ্রিফিন্ডর দলভুক্ত করার। ও সেই স্নিচটার কথা ভাবতে চেষ্টা করছিল। ওর বিখ্যাত বাবার প্রথম স্নিচ, যেটা নিয়ে ও কত খেলা করেছে। তখন ও নিজের ভবিষ্যত নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতো না। আঙ্কল রন যেভাবে গল্পগুলো বলতো তাতে মনে হতো জেমসের জন্মসিদ্ধ অধিকার আছে গ্রিফিন্ডরের কুইডিচ টিমে চান্স পাওয়ার। আর সে ব্যাপারে জেমস কখনো প্রশ্নই করেনি। আর এখন বাস্তবের সামনে এসে ও যথেষ্টই ভয় পাচ্ছে। সেই ভয় যেটা একবার ওকে জড়িয়ে ধরেছিল সর্টিং হ্যাট পড়ার আগে। সেটা অবশ্য ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে। ও এতটাই দ্বিধায় ছিল যে সর্টিং হ্যাটকে বলেই ফেলেছিল যে ও স্লিদারিনে যেতে চায়। এখন বোঝে ও কত বড় একটা ভুল করতে যাচ্ছিলো। এখন একমাত্র উপায় নিজেকে শান্ত রাখা। গ্রিফিন্ডরে চান্স পাওয়ার মতই কুইডিচ ওর রক্তে আছে। ওকে শুধু সেটাতেই মন দিতে হবে এবং কোনো দুশ্চিন্তা করা চলবে না।

ডিনারের সময় ও বুঝতে পারলো ও কতটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে। খাবার ওর গলা দিয়ে নামতেই চাইছিল না।

জেমসের প্লেটের দিকে তাকিয়ে নোয়া বললো, 'চিন্তার কিছু নেই পটার। যত কম খাবি, বমি-টমি হবার সম্ভাবনা ততই কমবে। অবশ্য আমাদের দেখা আছে এই শরীর খারাপের বাহানা করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টাগুলো। প্রফেসর রিডকালির কাছে প্রথম ঝাড়ু ওড়ানোর ক্লাস তো করেছিস?'

জেমস বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললো, 'না তো! আমার প্রথম ক্লাস তো সেই সোমবারে।'

নোয়াকে একটু চিন্তিত দেখালো। তারপর মাথা নেড়ে বললো, 'হুঁয়ে, হুম, তুই ভালোই পারবি। মনে রাখিস সামনের দিকে ঝুঁকতে হবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। টেনে ধরবি থামানোর জন্য। আর ঝুঁকে নিজেকে ঘুরাবি বাঁক নেওয়ার জন্য। খুবই সোজা ব্যাপার।'

'একদম,' টেড সম্মতি জানালো। 'আর বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। হাওয়াও বইছে। সুবিধাই হবে। ওপর থেকে তুই মাঠটা দেখতেই পাবি না। তার ওপর আছে কুয়াশা। ওসব না ভেবে নিজের মনের জোরের দিকে বিশ্বাস রাখবি।'

BanglaBook.org

দূর থেকে কেউ একজন বললো, 'চেষ্টা চালিয়ে যেও ওটাকে মনের ভেতরেই রাখার।' একটা জোরালো হাসি শোনা গেল সাথে সাথেই। জেমস দুহাতের ওপর কপাল ঠেকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলো।

***

কুইডিচ পিচটা কাদায় প্যাচপেচে হয়ে আছে। এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে যে জেমসের গায়ে তার ধাক্কা বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। চারদিকটা সত্যিই মনে হচ্ছে কুয়াশায় ঢাকা। জাস্টিন কেনেলি, গ্রিফিন্ডরের ক্যাপ্টেন তার দলবল নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়লো, বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ওর গলা।

'বৃষ্টির কারণে কুইডিচ খেলা ব্যাহত হয় না। বেশ কিছু সেরা কুইডিচ ম্যাচ এরকমই বা এর থেকেও বাজে আবহাওয়াতে খেলা হয়েছে। তোমরা জানো আশা করছি, ১৯৮৪ এর কুইডিচ বিশ্বকাপ খেলা হয়েছিল টাইফুন ঝড়ের তাণ্ডবে জাপানের উপকূলে। সিকাররা স্নিচকে ধরতে গিয়ে গেল-ফোরস হাওয়ার দাপটে ৬০ মাইলের বেশি দূরে উড়ে চলে গিয়েছিল। তার কাছে এটা তো কিছুই নয়। বাছাই পর্বের জন্য আজকের দিনটা একেবারে পারফেক্ট।'

মাঠের একেবারে মাঝখানে গিয়ে কেনেলি থামলো। ঘুরে দাঁড়ালো। ওর নাকের ডগা আর থুতনি দিয়ে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ছে। ওর পায়ের কাছে একটা বড় কুইডিচ ট্রাঙ্ক রাখা। ভিজে ঘাসের ওপর সারি দিয়ে রাখা আছে অনেকগুলো উড়ুক্কু ঝাড়ু। জেমস তাকিয়ে দেখলো বেশির ভাগই তার মধ্যে নিম্বাস টু থাউজ্যান্ড। একটু স্বস্তি পেল ও। কারণ ওকে যদি থান্ডারস্ট্রীক ওড়াতে হত তাহলে নিশ্চিত ভাবে ওকে খুঁজে পাওয়া যেত কয়েকশ মাইল দুরের কোনো গাছে। উল্টো দিকে বেশ খানিকটা দূরে জেমস দেখল র‍্যাভেনক্ল এর দলও জড় হচ্ছে। যদিও বৃষ্টিপাতের কারণে কাউকেই চেনা যাচ্ছে না।

'চলো শুরু করা যাক,' কেনেলি চেঁচিয়ে বললো। 'প্রথম বর্ষীয় দল, তোমাদের দিয়েই শুরু হবে। আমাকে বলা হয়েছে যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই এখনো প্রথম ঝাড়ু ওড়ানোর ক্লাস করার সুযোগ পাওনি। কিন্তু ধন্যবাদ নতুন নিয়মকানুনকে। যাতে তোমরা সই করেছিলে এখানে আসার আগে, ফলে ঝাড়ুতে ওড়ার সুযোগ দিতে আমরা বাধ্য দেখে নেওয়া যাক তোমরা কে কী করতে পারো টিমের বাকিদের দেখার আগে। কোনো কলাকৌশল দেখাতে হবে না। শুধু উড়ে দেখাও এবং মাথায় রেখো একে অপরের সাথে যেন ধাক্কা না লাগে।'

জেমস পেটের মধ্যে আরশোলার সুড়সুড়ানি টের পাচ্ছিলো। ও আশা করেছিল আগে একটু সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের অভ্যাস কৌশল দেখে নিবে। আর এখন আগেই ওকে প্রথমবারের জন্য একা একটা ঝাড়ুতে উঠতে ও উড়তে হবে। হায়রে ও যদি ম্যাচ দেখার সময় একটু লক্ষ্য করতো ওরা কিভাবে কি করে। তা না করে

BanglaBook.org

খেলোয়াড়দের স্টান্টবাজি আর ব্লাজারগুলোর ধেয়ে আসাই বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখেছে চিরকাল। অন্যান্য প্রথম বর্ষীয়রা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। বেছে নিয়েছে ঝাড়ু, হাত সামনে বাড়িয়ে আদেশ দেওয়ার অপেক্ষায়। জেমস মনের সমস্ত শক্তি এক করে নিজেকে ওদের সাথে সামিল করলো।

একটা ঝাড়ুর পাশে দাঁড়ালো, তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে। প্রথম দেখায় ওটাকে দেখে কোনোমতেই উড়ে যাওয়ার মতো কিছু বলে মনে হলো না। একেবারে সাধারণ একটা কাঠের টুকরো, পেছন দিকে ঝাড়ন কাঠিগুলো বাঁধা। জল গড়িয়ে পড়ছে ওটার ভেতরে। জেমস নিজের হাতটা শূন্যে ভাসিয়ে রাখলো ওটার ওপর।

'ভেসে ওঠ!' বললো, নিজের কাছেই নিজের স্বর অচেনা ঠেকলো ওর। কিছুই হলো না। ও ঢোক গিললো, যেন একটা স্টিলের বল ওর গলায় আটকে গেছে এমনই মনে হলো। 'ভেসে ওঠ!' আবার বললো। ঝাড়ুটা একটু কেঁপে উঠলো ভিজে ঘাসের মধ্যে। জেমস অন্যান্য প্রথম বর্ষীয়দের দিকে তাকালো। কারোরই ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। একজন ঝাড়ুটাকে ভাসাতে সক্ষম হয়েছে। পুরোনো খেলোয়াড়েরা ব্যাপারটা থেকে বেশ মজাই পাচ্ছিলো। নোয়ার সাথে জেমসের চোখাচোখি হলো। বুড়ো আঙুল আকাশের দিকে তুলে উৎসাহদানের ভঙ্গি করলো ও।

'ভেসে ওঠ!' জেমস আবারও বললো, গলায় যতটা সম্ভব ভারিক্কী ভাব এনে। ঝাড়ুটা বেশ খানিকটা ভেসে উঠলো। ধরতে পারার আগেই পড়ে গেল ওটা। নিজের ওজন বহন করতেই যেন পারছিল না। কিছু একটা ওর পাশ দিয়ে স্যাঁৎ করে চলে গেল। 'আরে দারুণ।' টেড চেঁচিয়ে উঠলো ঝড়বৃষ্টির মাঝেই। সদ্য উড়ে যাওয়া ব্যাপ্টিস্ট নামক প্রথম বর্ষীয় মেয়েটির উদ্দেশ্যে। সোজা ওপর দিকে উঠে গেল মেয়েটি একটু কাঁপতে কাঁপতে। আরো দুটি প্রথম বার্ষিকী উড়তে সক্ষম হল; একজন দু সেকেন্ড উড়েই হাত পিছলালো আর সোজা পড়লো এসে মাঠে। একটা সমবেত হাসির শব্দ শোনা গেল। কেউ একজন বললো, 'ভাগ্য ভালো ক্রেইন। তুমি আকাশের দিকে চলে যাওনি।'

এবারে একটু ঝাড়ুটা ভেসে উঠতেই জেমস ঠোঁটে ঠোঁট টিপে খুব জোরে ঝাড়ুর লাঠিটাকে চেপে ধরলো। ওর আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে এলো। ও কেঁপে উঠলো, সাথে সাথেই ঝাড়ুটাও উঠলো ভেসে। জেমস দেখলো ওর নিচের ঘাস যেন ভাসছে। ও তাড়াতাড়ি করে চাপতে গিয়ে পিছলে গেল। কোনোমতে সামলে নিয়ে আবারও পায়ের চাপ দিল মাটিতে। ঝাড়ু এগিয়ে যেতে শুরু করলো সামনের দিকে, বাড়তে থাকলো গতি। জেমস কোনোভাবেই ওটাকে ওপরে উঠাতে পারছিল না। ঘাসের ওপর দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে জলের দাগ কেটে এগিয়ে যাচ্ছিলো। পেছন থেকে ভেসে আসছে উৎসাহের ধ্বনি। ও মনোসংযোগ করতে চেষ্টা করছে দারুণ ভাবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও পায়ের চাপ দিয়েই যাচ্ছে। ওর সামনেই র‍্যাভেনক্ল এর দল, ওরা দেখছে ওর গতিবিধি। মনে মনে ও বলেই চলছে, 'ওঠ! ওঠ...ওঠ!' ডিনারের

BanglaBook.org

সময় বলা নোয়ার উপদেশ ওর মনে পড়লো। 'সামনের দিকে ঝুঁকবি এগোনোর জন্য, টেনে ধরবি থামতে হলে।' ও বুঝতে পারলো ও টেনে ধরে ওটাকে ওঠানোর চেষ্টা করছে, যেটা মোটেই ঠিক নয়। বোধ হয়? ওকে সামনের দিকে ঝুঁকতে হবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ও যদি ঝোকে ওর কমনসেন্স বলছে ঝাড়ুটা সোজা মাঠের মধ্যে আছড়ে পড়বে। র‍্যাভেনক্ল এর সদস্যরা এবার সরে যেতে শুরু করেছে যাতে ওর সাথে ধাক্কা না লাগে। ওখান থেকে উপদেশ এবং সতর্ক হওয়ার কথা ভেসে আসছে। জেমসের মাথায় ওসব কিছুই ঢুকছে না। অবশেষে নিজের যুক্তি বিসর্জন দিয়ে, মাটি থেকে পা দুটো উঠিয়ে সামনের দিকে যতটা পারলো ঝুঁকে বসলো।

সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে গতিটা এর ফলে সৃষ্টি হলো তা রীতিমত চমকে দিলো জেমসকে। কুয়াশা আর বৃষ্টিধারা ওর মুখে ঝাপ্টা মারলো আর পায়ের নিচের ঘাস হয়ে গেল ঝাপসা। কিন্তু এখনো ও ওপরে উঠতে পারেনি, জমি থেকে কিছুটা ওপরে ভাসছে মাত্র। র‍্যাভেনক্লদের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে যাওয়ার জন্য অনেক ধরনের মন্তব্য চিৎকার ওর কানে ভেসে এলো। ওরা হুটোপাটি করে সরে গেছে কোনো মতে। ঝুঁকে থাকার জন্য ওর গতি বেড়েই চলেছে। ওর সামনেই, ও দেখতে পাচ্ছে বিপদ। খাড়া বিশাল দুর্গ প্রাচীর আর কিছুটা দূরেই। জেমস আরো ঝুঁকে ওটাকে গতিপথ বাঁকাতে চাইলো। কাজ হচ্ছে, কিন্তু যতটা দরকার ততটা নয়। মনে মনে দারুণভাবে চাইছিল ওকে উঠতে হবে ওপরে, অনেক ওপরে! কিছু না হতে দেখে ও এবার উঠে নিজেকে পিছন দিকে ঝুঁকতে শুরু করলো। সাথে টেনে ধরল ঝাড়ুটাকে যতটা সম্ভব। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝাড়ুটা যেন গা ঝাড়া দিয়ে শুরু করলো ওপরে ওঠা। সুবিশাল প্রাকার পড়ে থাকলো নিচে। সারি বদ্ধ আসন আর ব্যানার সব পিছিয়ে গেল, জেমস পৌঁছে গেল ধূসর রঙের আকাশের সীমায়।

গতি যেন কমছে, যদিও হাওয়া আর বৃষ্টি ওর পাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে দ্রুত বেগে। জেমস একবার পেছনদিকে তাকালো। কুইডিচ পিচটাকে একটা পোস্টেজ স্ট্যাম্পের মত লাগছে। ছোট বড় হচ্ছে কুয়াশা আর মেঘের চলাচলে। জেমস দম নিলো, গিলে ফেললো হাওয়ার সাথে বেশ খানিকটা বৃষ্টির জল। একটা আতঙ্ক ওকে দানবের থাবার মধ্যে চিপে ধরতে শুরু করেছে। ও ওপর দিকে উঠেই চলেছে। বড় বড় ছাইরঙা মেঘ ভেদ করে, মাঝে মাঝেই ও হারিয়ে যাচ্ছে জমাট অন্ধকার আর ঠাণ্ডার মাঝে। আবারও ঝাঁটার ওপর ঝুঁকে বসলো জেমস, দাঁতে দাঁত চিপে ধরার আগে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা ভয়ের চিৎকার।

ও বুঝতে পারলো ঝাড়ুটা এবার পড়তে শুরু করেছে। ওর আর ক্ষমতা নেই ওর ওপর বসে থাকার। কোনো মতে ওটাকে আঁকড়ে ধরে থাকা ছাড়া ওর আর করার কিছু নেই। কোন দিকে যাচ্ছে সেটা বোঝার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। চারিদিকে শুধু বৃষ্টি আর ঘন মেঘ। এই মুহূর্তে গ্রিফিন্ডর টিমে চান্স পাওয়ার বিষয়টা ওর কাছে

BanglaBook.org

গুরুত্ব হারিয়েছে। জেমসের আপাতত চাহিদা নিচে বা যেকোনো জায়গায় পৌঁছে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। হিসাব করতেই পারছে না কি গতিতে কোন দিকে ও ধেয়ে যাচ্ছে। হাওয়া আর কুয়াশার ঝাপ্টায় ওর চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে জল, মিশে যাচ্ছে বৃষ্টির সাথে।

হঠাৎই কিছু অবয়ব ও দেখতে পেল কাছেই। যারা ওর চারিদিকে মেঘ ভেদ করে এগিয়ে আসছে। শুনতে পেল কাছেই কারা চিৎকার করে ওকে ডাকছে, একটা অবয়ব ওর দিকে এগিয়ে এলো। জেমস চমকে গেল জেইনকে ঝাড়ুর ওপর দেখতে পেয়ে। মুখটা চকের মতো সাদা। ব্লন্ড চুল উড়ছে মাথার চারপাশে। জেইন কিছু একটা বোঝাতে চাইলো ঈশারায়, জেমস বুঝতে পারলো না।

'আমায় অনুসরণ কর!' জেইন চিৎকার করে বললো।

জেমসকে মধ্যে রেখে আরো কিছু অবয়ব চারদিকে এসে গেল। ও দেখতে পেল টেডকে। সাথেই র‍্যাভেনক্ল এর জেনিফার। ওর সাথে ওরাও এগিয়ে চললো। টেড জেমসকে বিশেষ দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিল, কিন্তু কিছুই ওর মাথায় ঢুকছিল না। ও শুধু চেষ্টা করছিল জেইনকে লক্ষ্য করে ঝাড়ুটাকে সেদিকে নিয়ে যেতে। মেঘগুলো দ্রুতগতিতে ওর পাশ দিয়ে ট্রেনের মতো চলে যাচ্ছে। জেমস মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছে না বাকি উড়তে থাকা সদস্যদের। প্রচণ্ড একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টার পর জেমসের চোখে পড়লো নিচের জমি। কুইডিচ পিচটা যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ঘাস জমিটাকে দেখে মনে হচ্ছে ওটা দারুণ কঠিন কিছু একটা। জেইন এখনো ওর সামনেই উড়ছে, যদিও আস্তে আস্তে ও ওর গতি কমাচ্ছে এবং এক হাত নাড়ছে পাগলের মত। জেমস টেনে ধরলো নিজের ঝাড়ুটাকে, জেইনের অনুকরণে। কিন্তু হাওয়ার পাশ কাটানোর গতি মোটেই কমছে না। মাটিতে আছড়ে পড়ার ভয়ে ও প্রায় যুদ্ধ করতে শুরু করলো ঝাড়ুটার গতি কমানোর জন্য। এতেই ওর বৃষ্টি ভেজা হাত গেল পিছলে। পিছন দিকে উলটে গিয়ে কোনো রকমে পা দিয়ে ধরে থাকলো ঝাড়ুটাকে। চড়কির মতো পাক খেতে খেতে ওটা নেমেই চলছে। জেমস দেখতে পারলো ও জেইনকে ছেড়ে এগিয়ে চলে গেল। পেছন থেকে ভেসে এলো জেইনের চিৎকার। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই ওর মাথা আছড়ে পড়তে চলেছে মাটিতে। নিচের জমি ওকে গিলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত এক দানবের মতো। জেমস শুনতে পাচ্ছে সেই উল্লসিত দানবের চিৎকার, বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে, বেড়েই...

সহসাই একটা দারুণ ঝাঁকুনি। জেমস চোখ বুঁজে ফেললো, চেষ্টা করলো মাটিতে নিজের আছড়ে পড়ার শব্দটাও না শোনার । কিন্তু কোনো শব্দই হল না। সামান্য একটু চোখ খুললো। তারপর চারদিকটা দেখলো এবং একই সাথে অবাক হলো এবং স্বস্তিও পেল। কুইডিচ পিচ থেকে ফুট পাঁচেক ওপরে ও ভাসছে। ভাসছে ওর ঝাড়ুটার ওপর দুদিকে পা ছড়িয়ে বসে, ধরে নেই হাত দিয়ে। বৃষ্টি ঝরে পড়ছে ওর চারদিক দিয়ে। র‍্যাভেনক্ল আর গ্রিফিন্ডররা সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। জেইন, টেড আর

BanglaBook.org

জেনিফার জেমসের তিন দিকে নেমে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। টেড ঘুরে যেদিকে তাকালো, জেমসও সেইদিকেই তাকালো।

মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যালফ, পোশাক পুরো জিজে জবজবে, লেপ্টে গেছে ওর গায়ে একটা খোলা ছাতা পাশেই পড়ে আছে মাঠে র‍্যালফের মুখের সমস্ত অংশ উত্তেজনায় টান টান, তাকিয়ে আছে জেমসের দিকে। তাক করে আছে ওর সেই অদ্ভুত দর্শন জাদুদণ্ডটা জেমসকে লক্ষ্য করে। কাঁপছে ঠক ঠক করে। বৃষ্টির জলে ভিজে ওর চুল নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে কপালটা ।

'আমি কি এখনো ওকে ভাসিয়েই রাখবো নাকি ছেড়ে দেব?' চোয়াল শক্ত করে বললো র‍্যালফ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায়
আস্ট্রামাড্ডুক্স এর কিতাব

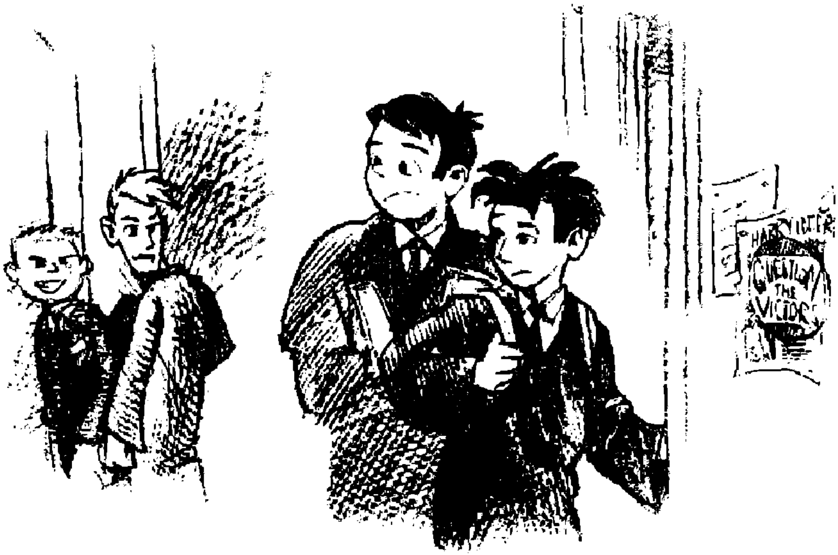

'র‍্যাভেনক্ল এর কমনরুমে বসে জেইন বললো, 'আরে এটাকে ব্রুমস্টিকে ওড়ার ক্ষেত্রে একটা হতাশাব্যঞ্জক দিক হিসাবে কেন দেখছিস? একদিক থেকে এটা র‍্যালফির একটা দারুণ কিছু করে দেখানোর ঘটনাও তো বটে!'

জেমস কোনো সাড়া দিল না। সোফাটার এক প্রান্তে দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ও বসে ছিল।

'অবশ্য, আমি তো কিছু না ভেবেই তোর পেছন পেছন ধাওয়া করে গেছিলাম আমার ঝাড়ুটায় চেপে। আমি কিছু করতে পারবো এরকম কিছু আশা মোটেই করিনি। এখন আর নিয়ে বেশি ভাবার কোনো মানেই হয় না। সত্যিই বলছি।'

উঁচু ক্লাসের একটি ছাত্র ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় জেইনের ভিজে চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বললো, 'ওয়াকার, দারুণ হয়েছে প্রথম দিনের ওড়া।'

ঘরের আর একপ্রান্ত থেকে আর একজন সায় দিল, 'একদম। সাধারণত প্রথম বর্ষীয়দের বাছাই পর্বটা আমাদের কাছে হাসির খোরাকই হয়। কিন্তু ওয়াকার

BanglaBook.org

আমাদের হাসির সাথে দক্ষতার প্রমাণও দিয়েছে।' একই সাথে হাসি এবং হাততালি গুঞ্জিত হল ঘরটায়। জেইনকে বেশ খানিকটা লজ্জিত দেখালো।

'যাই বলিস, কিন্তু...,' আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসে থাকা র‍্যালফ বললো, '...তুই কী করে করলি বলতো? ঝাড়ুতে উড়তে পারাটা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার শেখার পক্ষে।'

'আমি...জানি না বিশ্বাস কর,' জেইন উত্তর দিলো। 'আমি দেখলাম জেমস ক্রমাগত আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। আমিও পিছু নিলাম। আমি অনেকক্ষণ পর বুঝতে পারলাম আমি আসলে কী করছি, যখন নিচের দিকে খাড়া নেমে আসতে শুরু করলাম। একেবারে শেষ মুহূর্তে আমি ঝাড়ুটাকে টেনে ধরলাম। আর যখন আমার পাশ দিয়ে একটা হিউম্যান টর্পেডো বেরিয়ে গেল তখন আমি নিজেকে বললাম, 'আরে আমিতো উড়ছি!' হয়তো এটা পেরেছি আমার ড্যাডের সাথে অত্যাধিক রেসিং গেমস আর ফ্লাইট সিম্যুলেশন গেম খেলার অভিজ্ঞতা থাকার জন্য। আমি শুধু এটাই বলতে পারি।' বলতে বলতেই জেইন বুঝতে পারলো এই সব কথাবার্তা জেমসকে মোটেই উদ্বুদ্ধ করছে না। 'র‍্যালফি, আমার কথা ছাড় এবার। তোর ব্যাপারটা বল দেখি?'

র‍্যালফ দু একবার চোখ পিটপিট করে দেখে নিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা ওর ভিজে পোশাকের ওপর থেকে নিজের জাদুদণ্ডটা তুলে নিল। সেই বিরাট মাপের আর অদ্ভুত ওয়ান্ডটা। যার নিচের দিকটা কোনাকৃতিতে চাঁছা আর লাইম গ্রীন রঙ করা। এখন আর ওটা দেখে কেউ হাসলো না। 'আমিও জানি না। তুই এরকমই কিছু একটা বললি, তাই না? আমিও কিছুই ভাবিনি। শুধু দেখলাম জেমস নিচে আছড়ে পড়তে চলেছে। আমার মনে পড়ে গেল ফ্লিটউইকের ক্লাসে পালক ওড়ানোর কথা। এর পর আমার মনে পড়ছে আমি আমার জাদুদণ্ডটা ওর দিকে তাক করে চিৎকার করে বললাম...'

অনেকগুলো ছাত্র ছাত্রী সহ জেইন নিচু হলো ঝট করে এবং চেঁচিয়ে উঠলো, র‍্যালফকে ওদের দিকে জাদুদণ্ড তাক করতে দেখে। সেটা দেখে র‍্যালফ মুচকি হেসে বললো, 'অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি স্পেলটা বলছি না।'

জেমস মুখ তুলে বললো, 'তোদের একে অপরের পিঠ চাপড়ানো শেষ হয়েছে কি? নাহলে আমি একটা জায়গা খুঁজে নিতে চাই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারি এই বছরটা।'

'আমার মনে হয় গ্রপ এর দৈত্য বান্ধবীর নতুন কুটিরে তোর লুকানোর মতো গর্ত আছে,' র‍্যালফ বললো। জেইন র‍্যালফের দিকে চেয়ে ইশারা করলো চুপ করার।

র‍্যালফ না বুঝে বললো, 'কেন, আমি তো ঠিকই বললাম। ওর গর্ত খোঁজার সময় বেঁচে যাবে।'

জেইন একটু হেসে জেমসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ও ইয়ার্কি করছে। আমি কিন্তু কিছু বলিনি।'

BanglaBook.org

‘ধন্যবাদ দল পাকিয়ে পেছনে লাগার জন্য,’ জেমস শান্ত ভাবে বললো, উঠে দাঁড়ালো এবং এগিয়ে গিয়ে আগুনের কাছে ঝোলানো নিজের পোশাকটা নিলো।

‘হেই জেমস, সত্যি বলছি। মাফ চাইছি, এরকম ধরনের কথাবার্তার জন্য। আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি এই বিষয়টা এতো গুরুত্বপূর্ণ তোর কাছে।’

জেমস কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো আগুনের দিকে চেয়ে। জেইনের ক্ষমা চাওয়াটা ওকে যথেষ্টই নাড়া দিয়েছে। ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। মুখটা গরম হয়ে উঠছে আর চোখ দুটো জ্বালা করছে। একবার পলক ফেলে ও হাঁটতে শুরু করলো।

‘না ওটা খুব একটা দরকারী কিছু ছিল না আমার কাছে,’ ও বললো। ‘এটা ছিল সামান্য ব্যাপার কিন্তু সত্যি সত্যি খুব প্রয়োজনীয় কিছু।’

পেছন দিকে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় জেমস শুনতে পেল র‍্যালফ বলছে, ‘কিছুই বুঝলাম না, কী দরকার না আর কী প্রয়োজন!’

মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে হাঁটছে জেমস। গায়ের পোশাক এখনো ভিজে। দারুণ জোরে পড়তে পড়তে হঠাৎই র‍্যালফের ভাসিয়ে রাখার জাদুর ধাক্কায় ওর গোটা শরীর ব্যাথায় টনটন করছে, কিন্তু সেসব ওকে তেমন কষ্ট দিচ্ছে না। ও হেরে গেছে। গ্রিফিন্ডরের সদস্য হওয়ার পর ও বেশ নিশ্চিত ছিল কুইডিচ দলেও ওর জায়গা পেতে অসুবিধা হবে না।

তাতো হলোই না উলটে ও একটা তস্য বোকারামে পরিণত হলো গ্রিফিন্ডর আর র‍্যাভেনক্লদের সামনে ওড়ার ব্যাপারে। যেখানে ওর বিখ্যাত ড্যাড অসাধারণ ওড়ার কৌশল দেখিয়েছিল সেখানে জেমস নিজেকে প্রায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এরকম পরাজয় থেকে ফিরে আসার কোনো পথ নেই। কখনোই এটা ভুলতে পারবে না। কেউ ওকে নিয়ে মজা যদিও করছে না, অন্তত ওর সামনে। কিন্তু আগামী বছর ও আবার যখন বাছাই পর্বের জন্য যাবে তখন? জেমস ভাবতেই পারছে না।

কী করে বলবে ও ওর ড্যাডকে? যিনি সামনের সপ্তাহেই এখানে এসে যাবেন এবং জানতে পারবেন ওর কীর্তিকলাপ। উনি সবই বুঝতে পারবেন। উনি বলবেন কুইডিচ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। নিজের দিকে মনোযোগ দাও আর সব কিছু উপভোগ করো। যেটা উনি মন থেকেই বলবেন। এটা বুঝতে পেরেও জেমসের মোটেই কিছু ভালো লাগছে না।

জেইন র‍্যাভেনক্ল টিমে চান্স পাবে। জেমসের ভেতরে একটা ঈর্ষার চাকু গেঁথে বসছিল। এরকম ভাবতে ওর মন দুঃখও পাচ্ছে। কিন্তু তাতে ঈর্ষাটা বিলীন হচ্ছে না। জেইন মাগল সন্তান। এবং একজন আমেরিকান, এখানে ঢুকে পড়েছে পাকেচক্রে! যার কাছে কুইডিচ ব্যাপারটা একটা ধাঁধা। হিসেব মতো জেমসের থাকা উচিত ছিল সহজাত উড়ন ক্ষমতা এবং বিপদ থেকে অন্যদের রক্ষা করার মতো হিরো সুলভ প্রতিমূর্তি। কিন্তু হলো একেবারে উল্টো। এত তাড়াতাড়ি সব উলটে পালটে গেল কেন?

Banglabook.org

গ্রিফিন্ডরের কমন রুমে পৌঁছে ও এক দিকের প্রান্ত ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলো। ও চায় না যারা এই ঘরে আছে, হাসছে, গল্প করছে, সঙ্গীত শুনছে, হোমওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করছে বা সোফায় বসে সময় কাটাচ্ছে তারা কেউ ওকে দেখুক সিঁড়ি দিয়ে উঠে ও চলে গেল শয়নকক্ষে নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার ঘরটা ওর ড্যাডের সময়ে, বর্ষ হিসাবে শিক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা থাকতে হতো। এখন আর সেই ব্যবস্থা নেই। জেমস খুশি যে ও উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সাথে থাকতে পারছে। যাদের কাছ থেকে বেশ একটা ভরসা পাওয়া যায়। সেই ভরসা এখন ওর দরকার, অন্তত এখন কেউ যে ওর দুঃখটা বুঝবে এবং ওকে সান্ত্বনা দেবে। ফাঁকা ঘরে একটা বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো জেমস।

ছোট্ট বাথরুমটায় গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে জেমস বসলো গিয়ে বিছানায়। তাকালো বাইরের দিকে রাতের আকাশে। নবি ওকে দেখছে খাঁচার ভেতর থেকে, ঠোঁট ঠুকে ঠুকে বোঝানোর চেষ্টা করছে আমায় বাইরে যেতে দাও। দু চারটে ইদুর যদি ধরতে পারি খিদেটা মেটে। জেমস সেটা নজরই করলো না। বৃষ্টি থেমেছে অবশেষে। ফেটে গেছে মেঘের চাদর, বেরিয়ে এসেছে রুপালি চাঁদ। জেমস একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো। ও নিজেই জানে না ও কিসের অপেক্ষা করছে। বা ও যে কিছুর অপেক্ষা করছে সেটাও তো কেউ বুঝতে পারছে না। একসময় ওর অপেক্ষার কোনো ফল লাভ হলো না। কেউ ওপরে এলো না। নিচ থেকে শব্দ ভেসে এলো ওর কানে। আজ শুক্রবারের রাত। কারোরই ইচ্ছে নেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার। ওর নিজেকে দারুণ একাকী আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। ও ঢুকে গেল চাদরের তলায়, চোখ থাকলো সেই চাঁদের দিকেই।

একসময় ঘুম নেমে এলো ওর চোখে।

***

সপ্তাহের শেষ দিন দুটো জেমস গ্রিফিন্ডর কমনরুম এর ভেতরেই বন্দী রাখলো নিজেকে। ও জানে র‍্যালফ বা জেইন কেউ এই কমন রুমে আসতে পারবে না পাসওয়ার্ড ছাড়া। আর ওর একটুও ইচ্ছে নেই ওদের বা অন্য কারো সাথে দেখা করার। নির্দিষ্ট হোমওয়ার্কগুলো সেরে রাখলো। সাথে কিছু জাদুদণ্ডের ব্যবহার অভ্যাস করলো। আর এটা বুঝতে পেরে যথেষ্টই বিরক্ত হলো নিজের ওপর যে ও একটা পালককেও ওড়াতে পারছে না জাদুদণ্ড দিয়ে। প্রায় কুড়ি মিনিট চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল এমন একটা শব্দ উচ্চারন করে যা শুনলে ওর মা দু ঘা বসিয়ে দিতেন। রাগের চোটে দণ্ডটা দিয়ে টেবিলে মারল এক চাপড়। কিছু বেগুনী রঙের আলোর ফুলকি ছিটকে বের হলো ওটা থেকে, জেমসের রাগের প্রতীক হয়েই সম্ভবত।

আরগাস ফিলচের সাথে শনিবার রাতে কাজের শাস্তি ভোগের সময় এসে গেল। জেমস চললো ফিলচের পেছন পেছন একটা বালতি আর একটা বিরাট মাপের শক্ত

BanglaBook.org

কাঁটাওলা ব্রাস নিয়ে। মাঝে মাঝেই ফিলচ থামছিলো আর মেঝেতে বা দেওয়ালে বা কোনো স্ট্যাচুর বিশেষ জায়গা দেখিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিচ্ছিল। সেসব জায়গাগুলোর কোথাও কেউ ছবি এঁকে রেখেছে বা আটকে রেখেছে "লঙ ট্রডেন-আপন গাম"। জেমস দুহাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘষে ঘষে ওগুলো উঠাচ্ছিল। ফিলচের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওই সব নোংরাগুলো জেমসই লাগিয়েছে। বিড়বিড় করে বকেই যাচ্ছিল, এর থেকে আর ভালো রকমের শাস্তি দেওয়া দরকার ছিল, যেমন আগেকার দিনে দেওয়া হত। সময় শেষে জেমস যখন নিজের ঘরে ফিরছে তখন ওর আঙুলগুলো ঠাণ্ডা আর লাল হয়ে গেছে। ব্যাথাও করছে ভালোই আর তারথেকেও বিচ্ছিরী ব্যাপার ফিলচের ব্যবহৃত বদখৎ গন্ধওয়ালা বাদামী সাবানের গন্ধ ছাড়ছে ওগুলো থেকে।

রবিবারের বিকেলে, জেমস মেজাজ বদলানোর জন্য মাঠে গেল। ওখানে পেট্রা আর টেড একটা কম্বল পেতে তার ওপর অনেক পার্চমেন্ট ঢেলে কিসব গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করছিল। জেমস গেল ওদের দিকেই।

'মাদাম ডেলাক্রয় এর সাথে ট্রিলনি ডিভাইনেশন এর ক্লাস নিচ্ছেন আর আমাদের ঘাড়ে চাপছে হোমওয়ার্কের বোঝা,' টেড বললো অভিযোগের সুরে। 'কিছু চায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে আমাদের এখন ভবিষ্যত অনুমান করতে হবে। এসব ফালতু মজা আমার ভালো লাগে না।'

পেট্রা একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে কোলের ওপর কিছু ম্যাপ আর চার্ট ঘাঁটছিল। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল কম্বলটার ওপর খুলে রাখা একটা বিশাল মাপের নক্ষত্রমণ্ডলীয় বই এর সাথে। 'ট্রিলনির তুলনায়, ডেলাক্রয় অ্যাস্ট্রোলজিকে শক্তপোক্ত একটি বিজ্ঞান রুপে বেশি পছন্দ করেন,' পেট্রা বললো বিরক্তির সাথে মাথা নেড়ে। 'বুঝি না কোনো সুদূর মহাকাশে ভেসে থাকা কিছু পাথরের টুকরো কী করে আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে?'

টেড জেমসকে আশেপাশেই থাকতে বললো। আর বললো জিনিসপত্র যেন নাড়াচাড়া না করে। জেমস লক্ষ্য করলো ওরা ওর কুইডিচ মাঠে ঘটা বিষয় নিয়ে ওকে কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলো না। ও কম্বলের একধারে বসে উঁকি দিল স্টার চার্টের বইটার দিকে। কালো আর সাদা রঙে আঁকা সব ছবি। প্রত্যেকটার পাশে নাম লেখা আর পৌরাণিক সব জন্তু জানোয়ারদের ছবি। ঘুরপাক খাচ্ছে আস্তে আস্তে বইয়ের পাতার ওপর লাল রঙে আঁকা ডিম্বাকৃতি কক্ষপথ ধরে।

'এর কোনটা থেকে ওই উকেটটা এসেছিল?' জেমস হাল্কাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলো।

পেট্রা একটা পাতা উলটে বললো, 'হারডি-হার।'

জেমস আস্তে করে একটা পাতা উল্টালো নক্ষত্রমণ্ডলীর বইটার, দেখতে থাকলো সঞ্চরণশীল গ্রহদের এবং অন্যান্য বিভিন্ন ভিনজাগতিক চিহ্ন বা সঙ্কেতদের নড়াচড়া।

BanglaBook.org

'তাহলে প্রফেসর ট্রিলনি আর মাদাম ডেলাক্রয় একসাথে কাজ করছেন কী করে?' জেমস খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলো। জেমসের মনে পড়লো ড্যামিয়েন বলেছিল ওই দুজনের মধ্যে কিছু বিষয়ে বিরোধ আছে।

'একেবারে তেল আর জলের মতো করে' টেড উত্তর দিলো। 'ট্রিলনি চেষ্টা করছেন ভালো ব্যবহারের, কিন্তু উনি একদমই ওই ভুডু কুইনকে পছন্দ করেন না। আর ডেলাক্রয় এর দিক থেকে বিন্দুমাত্র ভান নেই এটা দেখানোর যে উনি ট্রিলনিকে পছন্দ করেন। ওরা দুটো ভিন্ন ধারার ও ভাবনার জগত থেকে এসেছেন এটা সব সময় বোঝা যায়।'

পার্চমেন্টে কিছু একটা লিখতে লিখতে পেট্রা বললো, 'আমার ট্রিলনির ভাবনাগুলোই বেশি ভালো লাগে।'

'আমরা সবাই জানি ডিয়ার, তোর ভাবনা কোনো খাতে বয়ে চলে,' টেড বললো এবং ঘুরলো জেমসের দিকে। 'পেট্রা ট্রিলনিকে পছন্দ করে কারণ ও জানে যে মূলগত দিক থেকে ডিভাইনেশন আসলে কিছু এলোমেলোভাবে পাওয়া বিকল্প যার সাহায্যে নিজের ভাবনাকে সাজিয়ে নেওয়া যায়। ট্রিলনি জানে বা ভাবে এগুলো অজ্ঞেয় ব্যাপার, সাথে সাথেই এটাও জানে যে এগুলো আসলে একগুচ্ছ অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান। পেট্রা বাস্তবতত্ত্ব বিশ্বাসী মেয়ে। তাই যদি ট্রিলনি এগুলোকে সিরিয়াস বলে মেনেও নেয়, ও এর দ্বারা কিছু করার চেষ্টা করবে না। একগুঁয়ে বুঝিস তো।'

পেট্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সশব্দে বইটা বন্ধ করে বললো, 'ডিভাইনেশন কোনো বিজ্ঞান নয়। ওটা মনস্তত্ত্ব। আর ট্রিলনি সেটা তার আচার ব্যবহারে সেটাই দেখাতে চান, বিশ্বাস করুন বা না করুন। আর ডেলাক্রয়....' হাতের বইটাকে ছুঁড়ে দিল পাশের বই এর স্তূপে।

টেড বেশ দুঃখ দুঃখ করে বললো, 'এই সপ্তাহে একটা পরীক্ষা আছে। একেবারে আসল ডিভাইনেশনের পরীক্ষা। আগামী বছরে ঘটবে এরকম কিছু অদ্ভুত অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ঘটনার ওপর। গ্রহদের এক লাইনে আসা না কী যেন।'

জেমস অবাক হয়ে বললো, 'গ্রহগুলো এক লাইনে আসবে মানে?'

'গ্রহদের সহাবস্থান,' পেট্রা বললো শান্তভাবে। 'সত্যিই এটা একটা বিরাট ব্যাপার। কয়েকশো বছরে এটা একবার ঘটে। আর সেটা পুরো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। আর আমাদের সেখানে জানতে হবে প্রত্যেক গ্রহের প্রতিনিধিস্বরূপ পৌরাণিক প্রাণীদের। যারা ছিল কোনো এক সময়ের আদিম মানুষদের কাছে দেবতাস্বরূপ। আর তার ফলে কী মানে দাঁড়াতে পারে ওদের একত্রতার সংবন্ধনে।'

টেড জেমসের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে বললো, 'আশা রাখছি আগামী কোনো একদিনে আমরা পেট্রার কাছ থেকে জানতে পারবো এ বিষয়ে ওর সত্যিকারের ভাবনাটা ঠিক কী।'

পেট্রা কথাটা শুনে একটা বড় নক্ষত্র চার্ট দিয়ে মারলো টেড এর মাথায়।

BanglaBook.org

ডিনার করতে গিয়ে জেমস দেখতে পেলো জেইন আর র‍্যালফ একসাথে র‍্যাভেনক্ল এর টেবিলে বসেছে। জেইন একবার ওর দিকে তাকালেও কাছে উঠে এলো না কথা বলার জন্য। জেমস এতে স্বস্তিই পেলো। ও বুঝতে পারছিল এই ভাবনাটাই মোটেই ভালো কিছু নয়। কিন্তু সেই ঈর্ষা আর হতাশার বাধন এখনো ওকে বেঁধে রেখেছে। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়ে ও গ্রেট হল ছেড়ে বেরিয়ে এলো। কোথায় যাবে কিছু ঠিক না করেই হাঁটতে থাকলো।

সন্ধেটা আজ বেশ মনোরম এবং ঠাণ্ডা। সূর্য ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের পেছনটদিকে। পুরো মাঠটাকে এক চক্কর দিলো জেমস। কানে এলো ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। লেকের জলে ছুঁড়লো বেশ কয়েকটা পাথর। গেল হ্যাগ্রিডের কেবিনে। বন্ধ দরজা। ঝুলছে একটা চিরকুট, বড় বড় আঁকাবাঁকা অক্ষরের লেখা সহ। ওটা থেকে জানতে পারলো, হ্যাগ্রিড সোমবার সকাল পর্যন্ত অরণ্যে থাকবে। জেমস অনুমান করলো গ্রপ আর ওর বান্ধবীর কাছেই গেছে হ্যাগ্রিড। এবার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। জেমস খানিকটা হতাশ হয়েই ফিরে চললো দুর্গের দিকে।

কমন রুমের কাছে পৌঁছে ওর মাথায় একটা অন্য ভাবনা এলো। একটা কৌতূহলী ভাবনা।

অনেক গুলো মশালের আলোতে ট্রফি, কাপ, স্ট্যাচু ইত্যাদিগুলো ঝকমক করছে। জেমস ধীরে ধীরে হেঁটে গেল পুরোনো দিনের জয়ী কুইডিচ টিমগুলোর ছবির পাশ দিয়ে। ওদের ড্রেসগুলো আজকের দিনে অচল হয়ে গেছে কিন্তু ওদের মুখের হাসি আর উচ্ছ্বাস এখনো অমলিন ঝকঝকে। সোনা ও ব্রোঞ্জের ট্রফি, অ্যান্টিক স্নিচ, এখনো কাঁপতে থাকা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা ব্লাজার সব সারি সারি সাজানো। পেরিয়ে গেল ওগুলো।

প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে জেমস থামলো, তাকালো ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্টের জিনিসগুলোর দিকে। সেই একই রকম অস্বস্তিকর হাসি নিয়ে ওর ড্যাড তাকিয়ে আছেন। খুবই অল্পবয়সী ও ছন্নছাড়া দেখাচ্ছে তাকে। জেমস ঝুঁকে ট্রাইউইজারড কাপের অন্য দিকের ছবিটা দেখলো। সেড্রিক ডিগরি। ছবির ছেলেটি সুন্দর দেখতে। অকপট মুখে সেই উচ্ছ্বাস, যা ছড়িয়ে আছে জেমসের আগে দেখা সেই কুইডিচের ছবিগুলোতে। যৌবনের সীমাহীন হিম্মতের প্রতিচ্ছবি। জেমস ভালো করে ছবিটা দেখলো। প্রথম দিনের দেখার সাথে সাথে যে ভাবটা দেখেছিল সেটা মেলানোর চেষ্টা করলো।

'ওটা আপনিই ছিলেন, তাই না,' জেমস ছবিটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো। ঠিক প্রশ্ন ছিল না এটা।

ছবির ছেলেটি হাসতেই থাকলো, একটু ইতিবাচক মাথা নাড়লো! সম্মতির!

জেমস কোনো উত্তর আশা করেনি, কিন্তু ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে ট্রাইউইজারড কাপটার তলায় লেখাটাতে একটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। খোদাই করা অক্ষর গুলো মিশে যাচ্ছে রুপোর পাতটাতে, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা নতুন লেখা ফুটে উঠলো ওখানে। এক এক করে, নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে।

BanglaBook.org

জেমস পটার

হ্যারির ছেলে

একটা শিহরণের স্রোত বয়ে গেল জেমসের শিরদাঁড়া বেয়ে। ও মাথা ঝুঁকিয়ে ফিস ফিস করে বললো. 'হ্যাঁ।'

সব লেখা মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত গেল আর তারপরই আবার শুরু হলো লেখার আগমন।

কতদিন

হয়েছে

জেমস প্রথমে বুঝতে পারেনি প্রশ্নটা। ও মাথা নেড়ে বললো, 'মাফ করবেন আ-আমাকে। ঠিক বুঝলাম কিসের কতদিন?'

লেখা মুছে আবার লেখা এলো নতুন ভাবে, বেশ খানিকটা সময় পর। মনে হচ্ছে যথেষ্টই কষ্ট করতে হচ্ছে ওটা করার জন্য।

আমি মারা যাওয়ার পর থেকে

জেমস ঢোক গিললো। 'আমি সঠিক জানি না। সতেরো বা আঠারো বছর হবে মনে হয়।'

লেখাটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। প্রায় এক মিনিট কোনো লেখা এলো না। তারপর...

সময় এখানে বড়ই অদ্ভুত রকম

কখনো দীর্ঘ

কখনো সংক্ষিপ্ত

জেমস বুঝতে পারলো না কী বলবে। করিডোরটায় একটা একাকীত্ব বোধের এবং দুঃখের আস্তরন যেন চেপে বসছিল। জেমস তার ছোঁয়া ভালোই টের পাচ্ছে। যেন একটা ঠাণ্ডা মেঘ নেমে আসছে।

'আমার –' জেমসের কথা আটকে গেল। গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে ও বলতে শুরু করলো, 'আমার ড্যাড আর মাম, জিনি উইজলি...ওরা আপনার কথা বলেন। মাঝে মাঝে। ওরা আপনার...স্মৃতিচারন করেন। ওরা আপনাকে যথেষ্ট পছন্দও করেন।'

লেখা মুছে গেল, আবার ফিরেও এলো।

জিনি আর হ্যারি

আমি বুঝতে পেরেছিলাম

ওদের মধ্যে কিছু একটা ছিল

সেড্রিক এর ভূত সম্ভবত চলে গেল এবার, করিডোরটায় একটা হাওয়া বইয়ে দিয়ে। লেখাগুলো আবার মিলিয়ে গেল। জেমসের আরো প্রশ্ন করার ছিল। ওই মাগল অনুপ্রবেশকারী বিষয়ে, কী করে লোকটা ভেতরে ঢুকলো। কিন্তু এখন সেসব অপ্রয়োজনীয়। ও শুধু দুঃখের এই পরিবেশ টাকে একটু হালকা করতে চায় যা সে

BanglaBook.org

সেড্রিক এর উপস্থিতিতে অনুভব করেছে। কিন্তু কিভাবে সেটা বুঝতে পারছে না। আবারও লেখা ফুটে উঠলো। খুব হালকা ভাবে এবং অনেক বেশি সময় নিয়ে।

ওরা সুখী তো

জেমস প্রশ্নটা পড়েই বুঝতে পারলো। 'হ্যাঁ, মাননীয় সেড্রিক। ওরা ভালো আছেন। আমরা ভালো আছি।'

জেমসের কথা শেষ হতে না হতেই লেখাগুলো মিলিয়ে গেল। আবারও সেই দমবন্ধ করা ভাব যেন ঘিরে ধরলো চারদিক থেকে। একসময় কেটেও গেল অস্বস্তিকর অনুভূতিটা। জেমস করিডোরটার এদিক ওদিকে তাকালো। কেউ কোথাও নেই। ও একেবারে একা। তাকালো ট্রাইউইজার্ড কাপটার দিকে। লেখাগুলো আগের মতই হয়ে গেছে। জেমস থরথরিয়ে কেঁপে উঠে ধাতস্থ হলো। আর দাঁড়িয়ে না থেকে সোজা হাঁটা দিলো গ্রেট হলের দিকে। অশরীরী অবশেষে তার পরিচয় জানালো জেমসকে ।

জেমস ভাবলো, *আমরা সুখী।* কমন রুমের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বুঝতেও পারলো সত্যিই ওরা সুখী। নিজেকে বোকাই মনে হল গত কয়েকদিনের নিজস্ব আচরণের প্রেক্ষিতে। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা, দলে সুযোগ না পাওয়াটাকে বড় করে দেখা এবং ঈর্ষা করা, সব বোকামো। এই মুহূর্তে ওগুলো সব মূল্যহীন। ও খুশি যে ও এখানে, হগওয়ার্টসে আসতে পেরেছে। ওর সামনে এখন অনেক নতুন বন্ধু, অনেক চ্যালেঞ্জ, অনেক অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করে আছে। ও প্রায় দৌড়ে পৌঁছে গেল পোর্ট্রেট দরজার কাছে। হগওয়ার্টসে ওর জীবনের প্রথম সপ্তাহের শেষ কয়েকটা ঘণ্টা ও হেসে খেলে মজা করে কাটিয়ে দিতে চায়। কুইডিচ টিমে সুযোগ না পাওয়ার বোকা বোকা কষ্টটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে। ও এখন বুঝতে পারছে সেদিন যেটা ঘটেছে সেটাও কিন্তু কম মজার ব্যাপার নয়।

কমনরুমে ঢুকেই ও থমকে দাঁড়ালো, চারদিক দেখলো। র‍্যালফ আর জেইন জানালার কাছের একটা টেবিলে গ্রেমলিন সদস্যদের সাথে বসে আছে। সকলেই জেমসের দিকে তাকালো।

জেইন উল্লাসের স্বরে বললো, 'এই তো আমাদের ছোট্ট এলিয়েন এসে গেছে। আমরা তোর ব্রুম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটাকে নিয়ে কিছু একটা করার কথা ভাবছি। রসওয়েল ধ্বংসাবশেষ এর মতো কিছু একটা করলে কেমন হয় বল দেখি? র‍্যালফ রেডি আবার তোকে মাটিতে পড়ার আগেই আটকে দেওয়ার জন্য।'

র‍্যালফ নিজের জাদুদণ্ডটা নাড়ালো মুচকি হাসির সাথে। জেমস ঢুকে পড়লো ওদের আড্ডায়।

***

সোমবার সকালে একটু দেরীতেই ঘুম ভাঙল জেমসের। কোনো ক্রমে রেডি হয়ে ও ছুটলো গ্রেটহলের দিকে অন্তত এক টুকরো টোস্ট জোগাড়ের আশায়।

BanglaBook.org

ট্রান্সফিগারেশনের ক্লাসে যেতে হবে। হলে ঢোকার মুখেই দেখা হলো জেইন আর র‍্যালফের সাথে। ওরা বেরিয়ে আসছিল।

'আর সময় নেই, বন্ধু,' র‍্যালফ বললো জেমসের হাত টেনে ধরে। 'ম্যাকগোনাগল ম্যামের প্রথম ক্লাস কোনোভাবেই মিস করা যাবে না। আমি শুনেছি উনি অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের উনি খুব কঠিন সব শাস্তি দেন।'

জেমস ব্যাজার মুখে ওদের সাথে হাঁটতে শুরু করলো কোলাহল ও ভিড়ে ভরা করিডোর দিয়ে। 'আশা করি উনি সেই সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের কোনো শাস্তি দেন না যাদের পেট খালি থাকলে আওয়াজ করে।'

জেইন হাঁটতে হাঁটতে জেমসের হাতে কিছু একটা দিলো। 'সময় পেলে এটা একবার দেখিস। আমি এটা র‍্যালফিকে দেখিয়েছি। ওটা ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে বলতে পারিস, তাই নারে? আমি তোর জন্য একটা জায়গা দাগিয়ে রেখেছি।' ওটা একটা মোটা ব্যবহারে জীর্ণ বই। কাপড় দিয়ে বাঁধানো। যার রঙ কোনো সময় লাল ছিল বলেই মনে হচ্ছে। পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে, ভয় হচ্ছে এই বুঝি সব খুলে পড়ে যাবে বাঁধাই ছিঁড়ে।

সময়ের সাথে সাথে মলিন হয়ে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া নামটা পড়তে না পেরে জেমস জিজ্ঞেস করলো, 'এটা আবার কী বই? আগামী টার্ম আসা পর্যন্ত যা বুঝছি জ্যাক্সন আর ফ্লিটউইকের জন্যই আমাকে অনেক বই পড়তে হবে।'

'আমার স্থির বিশ্বাস তোর এটা ভালোই লাগবে। এর নাম "বুক অফ প্যারালাল হিস্ট্রি, ভলিউম সেভেন।" এটা আমি পেয়েছি র‍্যাভেনক্ল এর লাইব্রেরীতে। আর কিছু না হলেও আমি যা দাগ দিয়ে রেখেছি সেটা পড়িস।'

ব্যাকপ্যাকের মধ্যে ট্রান্সফিগারেশন এর বইটাকে ঠেলে ঢোকাতে ঢোকাতে র‍্যালফ বললো, 'র‍্যাভেনক্ল এর নিজস্ব লাইব্রেরী আছে নাকি?'

'তোদের স্লিদারিনদের দেওয়ালে শুধু ড্রাগনের মাথাই ঝোলানো আছে নাকি?' জেইন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো। 'সবার নিজের নিজের লাইব্রেরী আছেরে বাবা।'

ট্রান্স ফিগারেশন ক্লাস রুমে ঢোকার আগেই ওরা এক দল শিক্ষার্থীর পাশ দিয়ে গেল যারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মধ্যে অনেকেই পরে ছিল "কোশ্চেন দ্য ভিক্টরস" ব্যাজ। যতদিন যাচ্ছে ব্যাজ পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কিছু বুলেটিন বোর্ড এর লেখা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে এই ব্যাজগুলোর পেছনে আছে একটা ক্লাব বা সংগঠন। যার নাম "প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট"। জেমস অবাক হয়ে যাচ্ছে এটা লক্ষ্য করে যে ব্যাজ পড়া সব ছাত্র ছাত্রীই কিন্তু স্লিদারিন হাউজের নয়।

'তোমার ড্যাড, স্টেটস থেকে আসা ওনার কিছু বন্ধুবান্ধবের সাথে মিটিং করার জন্য আজ আসছেন তাই না, পটার?' একটা উঁচু ক্লাসের ছেলে ব্যঙ্গাত্মক হাসির সাথে প্রশ্নটা করলো।

জেমস দাঁড়িয়ে গেল। তাকালো বক্তার দিকে। বললো, 'হ্যাঁ উনি আজ আসছেন,' ওর গাল লাল হয়ে গিয়েছিল উত্তেজনায়। 'তবে আমি বুঝতে পারছি না তুমি ওর

BanglaBook.org

কিছু বন্ধুবান্ধব বলতে কি বোঝাতে চাইছো। উনি এর আগে কোনো দিন আমেরিকানদের সাথে দেখা করেননি। আমার মনে হয় কোনো মন্তব্য করার আগে তোমার একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত।'

'ওতো মাইবি বলছি আমরাও একটু আধটু পড়াশোনা করেছি,' হাসি দূরে রেখে ছেলেটি বললো। 'তোমার চেয়েও বেশি। তোমার বাবার চেয়েও হয়তো বেশি বলেই আমার ধারণা। তোমরা সত্যিটাকে চিরকালের জন্য ধামা চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না।'

'কিসের সত্যি ধামাচাপা দেওয়ার কথা বলছো? এসবের মানেটা কি?' জেমসের রাগ চড়ছিল ক্রমশই।

'ব্যাজ এর লেখাগুলো পড়ো পটার। তাহলেই বুঝে যাবে আমরা ঠিক কী নিয়ে কথা বলছি। আর যদি না বুঝতে পারো তাহলে তোমাকে যতটা বোকাবোকা দেখায় তার চেয়েও বেশি বোকা তুমি।' ছেলেটি কথাগুলো বলে, নিজের ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুদের সাথে ওখান থেকে চলে গেল।

জেমস রাগের সাথেই অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে বললো, 'এসব কী বলে গেল আমাকে?'

র‍্যালফ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'চল চল, বেশি ভাবতে হবে না ওসব নিয়ে। দেরী হলে হয়তো ক্লাসে জায়গাই পাবো না। আমি তো তোকে বলেছি আমিও ঠিক মতো কিছুই বুঝতে পারছি কী চলছে এখানে।'

ক্লাসের আগে আপাতত এসব নিয়ে আলোচনার সময় নেই ওদের হাতে। হেড মিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল, যিনি জেমসের মা বাবাকেও ট্রান্সফিগারেশন এর ক্লাস করিয়েছেন, এখনো নিয়ে চলেছেন একই রকম স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতার সাথে। উনি ওদের বোঝালেন জাদুদণ্ড ব্যবহারের প্রাথমিক চলন এবং আদেশ বিষয়ে। একটা বইকে একটি হেরিং স্যান্ডউইচে পরিবর্তন করেও দেখালেন। শুধু তাই নয়, কারসন নামের এক ছাত্রকে ডেকে এক টুকরো সেই স্যান্ডউইচ খাওয়ালেন পর্যন্ত। তারপর ওটাকে আবার বই এর রূপে ফিরিয়ে আনলেন এবং ক্লাসের উদ্দেশ্যে দেখালেন যে কারসনের কামড়ানোর দাগ থেকে গেছে বইটার ওপর। ক্লাসে একটা অবাক হওয়ার ধ্বনি গুঞ্জিত হলো। কারসন বইটার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের পেটে হাত দিলো, একটা হতভম্বতার ছাপ ওর মুখে। ক্লাস শেষ হওয়ার কিছু সময় আগে ম্যাকগোনাগল শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিলেন নিজের নিজের জাদুদণ্ড বের করে সেটা চালনা করার অভ্যাস করতে। সাথে একটি করে কলা নিয়ে সেটাকে পীচ ফলে পরিণত করা যায় কি না তার চেষ্টা করে দেখতে।

'পারসিকা আলটেরামাস, জোর দেবে প্রথম শব্দটার উচ্চারণে । প্রথম চেষ্টায় বেশি কিছু হওয়ার আশা কেউ কোরো না,' উনি জানিয়ে দিলেন উচ্চস্বরে। 'কেউ যদি কলাটায় সামান্যও পীচ এর গন্ধ বা আকৃতি আনতে পারো সেটাই হবে বড় ধরনের

BanglaBook.org

সাফল্য। মিস মাজারিস! চারদিকের কথা মাথায় রেখে ছোট্ট করে জায়গা নিয়ে দণ্ডটাকে চালনা করো।'

জেইন কলাটার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জাদুদণ্ডটা ওটার দিকে তাক করে বললো, 'পারসিকা আল্টেরামাস!' কিছুই হলো না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে জেমসকে বললো, 'তুই কর দেখি কী হয়।'

নিজেকে একটু ঝাঁকিয়ে জেমস নিজের জাদুদণ্ড বাগিয়ে, নেড়ে মন্ত্রটা বললো। কলাটা উলটে গেল। কিন্তু ওটা কলাই থেকে গেল, পীচে পরিণত হলো না।

জেইন বললো, 'হয়তো ওটা ভেতরে ভেতরে বদলে গেল। আমাদের ওটা ছাড়িয়ে দেখা উচিত, কি বলিস?'

জেমস একটু ভাবলো, তারপর নেতিবাচক মাথা নাড়লো। ওরা আবার চেষ্টা করলো। র‍্যালফ দেখছিল। বললো, 'আমার মনে হয় তোদের কব্জির আর একটু মোচড় দেওয়া দরকার। তোদের দেখে মনে হচ্ছে তোরা প্লেন ওড়ার সঙ্কেত দিচ্ছিস।'

'বলা খুব সোজা ভাই, করে দেখাও,' জেইন বললো চেষ্টা করতে করতে। 'কথা না বলে মি. র‍্যালফিনেটর দেখাও দেখি তোমার কামালটা।'

'কাম অন, র‍্যালফ,' জেমস বললো। 'তোর জাদুদণ্ডের কাজ এখনো পর্যন্ত কিন্তু দারুণ ফল দেখিয়েছে। অত কী ভাবছিস?'

'কিছু না তো, আমি আবার কী ভাববো,' কিছুটা রক্ষণের ধাঁচে জবাব দিলো র‍্যালফ।

'নিকুচি করেছে!' জেইন বললো জাদুদণ্ডটাকে টেবিলে রেখে কলাটাকে হাতে তুলে নিয়ে। তারপর কলাটাকে তাক করলো দণ্ডটার দিকে । 'হয়তো আমি এই ভাবে ভালো কিছু করতে পারবো, কিরে কী মনে হচ্ছে?'

জেমস আর র‍্যালফ ওর দিকে তাকালো। ও চোখ বড় বড় করে বললো, 'কিরে র‍্যালফ কী হলো? পীচ করে দেখা এটাকে। তুই জানিস যে তুই পারবি। তাহলে কিসের জন্য অপেক্ষা করছিস বলতো?'

র‍্যালফ সামান্য হাসলো, একটা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো তারপর বাগিয়ে ধরলো ওর সেই বিরাট জাদুদণ্ডটা। হালকা করে ওটা নাড়িয়ে হেলাফেলা করে বললো মন্ত্রটা, যেন ও ইচ্ছে করেই ভুল করতে চায়। একটা আলোর ঝলক দেখা গেল। সাথে একটা শব্দ, যেন একটা পাইনফল আগুনের মধ্যে বিস্ফোরিত হলো। ক্লাসের সবাই শব্দটা শুনে র‍্যালফের দিকে তাকালো। র‍্যালফের সামনে টেবিলে একরাশ ধোঁয়া। র‍্যালফ পিছিয়ে এলো চোখ কচলাতে কচলাতে। ধোঁয়া কমতেই জেমস ঝুঁকে দেখলো। র‍্যালফের কলা যেমন কার তেমন পড়ে আছে, একটুও নড়েনি।

'হুম, তাহলে ব্যাপারটা হলো গি-' জেইন বলতে গিয়েও থমকে গেল।

কলাটা থেকে একটা ছোট্ট খুচ করে আওয়াজ হলো। গায়ের খোসাটা আস্তে আস্তে দুভাগ হয়ে গেল, ঠিক যেন একটা হলুদ ফুল। সমস্ত শিক্ষার্থীকে চমকে দিয়ে কলাটার

BanglaBook.org

ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সবুজ একটা ছোট্ট গাছের ডাল। হাওয়ায় ওটা যেন শ্বাস নিলো, নড়েচড়ে এবার বাড়তে থাকলো লতানো গাছের মতো। যত বড় হতে থাকলো তত খাড়াও হতে শুরু করলো, বেশ একটা ছন্দময় কম্পনের সাথে। আরো কিছু শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে এলো কলাটার ভেতর থেকে। ছড়িয়ে যেতে থাকল চারপাশে, নেমে গেল টেবিলের কানায়, আঁকড়িয়ে ধরলো শক্ত করে। বড় হওয়ার সাথে সাথেই প্রধান কান্ড থেকে জন্ম নিল ডালপালা। মোটা হয়ে তাতে লাগলো কাঠের রঙ, হলদেটে ধূসর। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রচুর পাতায় ঢেকে গেল পুরোটা। গাছটির উচ্চতা যখন চার ফুট হয়ে গেল প্রায়, শোনা গেল একধিক ছোট মাত্রার পুটপুট শব্দ। গোটা ছয়েক পীচ ফল নিচের দিকে ডালে আবির্ভূত হলো, ভারে ঝুলে গেল নিচের দিকে। প্রত্যেকটাই বেশ রসালো, মোটাসোটা লোভনীয়।

জেমস গাছের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ক্লাসের অন্যদের দিকে তাকালো। প্রত্যেকেই স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে। যে যেমন ভঙ্গিতে জাদুদণ্ড চালনা করছিল একেবারে সেই অবস্থায়। মুখ হা, চোখ সবার ওই পিচ ফলগুলোর মতোই গোল্লা পাকানো। হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগলও গাছটাকে দেখছিলেন, ওনার মুখেও তাজ্জবতার ছায়া। সহসাই ঘরে প্রাণ ফিরে এলো। একটা সম্মিলিত উচ্ছ্বাসের চিৎকার এবং বাহবা ধ্বনি।

'ও আমার বন্ধু! ট্রেনে সবার আগে আমার সাথে ওর দেখা হয়েছিল!' জেইন উঠে দাঁড়িয়ে র‍্যালফের কাঁধে হাত রেখে বললো। র‍্যালফ গাছের দিক থেকে চোখ সরিয়ে জেইনের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলো। জেমস কিন্তু দেখেছে গাছটা যখন ডালপালা বিস্তার করছিলো, তখন র‍্যালফের মুখে হাসি ছিল না।

কিছুক্ষণ পর, বাইরের করিডোরে। জেইন মুখ ভর্তি পীচ নিয়ে বললো, 'সত্যি বলছি র‍্যালফ, তুই আমাকে কিন্তু ভালোই চমকে দিলি আজ। এতো পাগল করে দেওয়া জাদুর কাণ্ডকারখানা। বলতেই হবে তোকে আসল ব্যাপারটা কী?'

র‍্যালফ নিজস্ব আধা হাসির সাথে বললো, 'আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়...'

জেমস র‍্যালফের দিকে তাকালো। 'কি তাহলে? র‍্যালফ ?'

র‍্যালফ হাঁটা থামালো, ওদের নিয়ে এগিয়ে গেল একটা জানালার দিকে। 'বলছি, যদিও এটা একটা অনুমান মাত্র, আগেই জানিয়ে রাখছি।'

জেমস আর জেইন মাথা নাড়ল ইতিবাচক এবং উৎসাহ সহকারে, র‍্যালফের যুক্তি শোনার জন্য।

'আমি অন্য স্লিদারিনদের সাথে রাতের বেলায় জাদুদণ্ড চালনা অভ্যাস করেছি, বুঝলি। একেবারে প্রাথমিক ব্যাপারগুলো। ওরা আমাকে কিছু জিনিস শিখিয়ে দিয়েছে। কিছু ট্রিক্স। ডিসআরমিং স্পেল। প্র্যাঙ্কস। শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য।'

পীচের রস মাখা আঙুল চাটতে চাটতে জেইন জিজ্ঞাসা করলো, 'র‍্যালফ ! তোর আবার কে শত্রু হল এত তাড়াতাড়ি?'

BanglaBook.org

র‍্যালফ হাত ঝেড়ে বললো, 'আরে, ওটা একটা কথার কথা। এভাবেই আমার হাউজের ছেলেমেয়েরা কথা বলে। বাদ দে তো! ওরা বলেছে আমি একটু আলাদা আর পাঁচজনের থেকে। ওদের মতে আমি নাকি সেই সব সাধারণ মাগলসন্তানদের মতো নই যাবা কোনো না কোনো ভাবে কিছু ম্যাজিক "জিন" পেয়ে যায়। ওরা মনে করছে হয়তো আমার মা বাবা কোনো এক মহান উইজার্ড পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যার খবর অন্যরা জানে না।'

'যা-ই বলিস এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার না জানার পক্ষে, তাই নয় কি?' জেমস বললো দ্বিধা জড়িত স্বরে। 'মানে বলতে চাইছি যে তুই তো বলেছিলি তোর বাবা মাগলদের জন্য কম্পিউটার বানান, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ বানান তো,' র‍্যালফ উত্তর দিল, সাথে সাথেই স্বর নিচু করে বললো, 'কিন্তু আমার মাম...আমি কি তোদের আগে বলেছি ? উনি আর আমাদের মধ্যে নেই। অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। বলিনি না?' নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিলো। 'না মোটেই বলিনি। উনি যখন মারা যান তখন আমি খুবই ছোট। আমার ওনার কথা কিছুই মনে নেই। এমন তো হতে পারে উনি উইচ ছিলেন? মানে বলতে চাইছি যে উনি হয়তো কোনো নামকরা শুদ্ধ রক্তের উইজার্ড পরিবারের মেয়ে ছিলেন যেটা আমার ড্যাড জানতেন না। হতেই পারে এটা, তোরা বুঝতেই পারছিস। জাদু জগতের লোক কোনো মাগল কে ভালোবাসলো কিন্তু নিজের সত্যিটা সারা জীবন গোপন রেখে দিলো। শুদ্ধ রক্তের জগতের লোকেরা এটা পছন্দও করে না। সবই আমার অনুমান, যদিও...' কথাটা শেষ না করে ও জেমস আর জেইনের মুখ দেখতে থাকলো।

'হুম, হ্যাঁ। ঠিক। হতেই পারে। অনেক অদ্ভুত ঘটনাই তো ঘটে।'

জেইন ভ্রু কপালে উঠিয়ে বললো, 'এর থেকে কিন্তু অনেক কিছুই ভাবতে পারি আমরা, তাই না? বলা যায় না তুই একটা, রাজপুত্র জাতীয় কিছু হতেও পারিস। হয়তো তুই কোনো বিরাট শক্তি এবং জিনিসপত্র এবং ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী।'

র‍্যালফ জানালার ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে এলো। 'এটা নিয়ে বেশি ভাবার কিছু নেই। আমি কিন্তু বলেই দিয়েছি এটা আমার অনুমান মাত্র।'

ওরা তিনজন পরের ক্লাস না শুরু হওয়া পর্যন্ত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো। জেইন আর র‍্যালফের হারবোলজির ক্লাস না থাকায় জেমস ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেল গ্রীন হাউজের দিকে। বিকেলে দেখা হবে আবার, কথা হয়ে গেল।

গ্রীন হাউজে ঢোকামাত্র, প্রফেসর লঙবটম হাসিমুখে নাম ধরে জেমসকে ডাকলেন। জেমসের পছন্দের মানুষ নেভিল, যদিও ড্যাড বা আঙ্কল রনের তুলনায় মানুষটি শান্ত শিষ্ট এবং কথাও কম বলেন। জেমস জানে একবারে শেষ বছরে সেই মহাযুদ্ধের সময় নেভিল কিভাবে প্রতিবাদ করেছিল। সেই দুঃসময় যখন ভোল্ডেমর্ট মন্ত্রণালয় আর হগওয়ার্টসের দখল নেয়। একেবারে শেষ মুহূর্তে নেভিলই সেই মানুষ যিনি

ভোল্ডেমর্ট এর অমরতার শেষ চাবি কাঠি মহাসর্প "নাগিনী"র মাথা কেটে উড়িয়ে দেন। এই শক্তপোক্ত কিন্তু জবুথবু মানুষটাকে দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন যে উনি ওই কাজটা করেছিলেন। এই মুহূর্তে উনি ব্যস্ত ক্লাসের জন্য টেবিলে বিভিন্ন পাত্রসহ গাছগাছালি সাজাচ্ছেন।

'হারবোলজি হলো–' নেভিল কথা শুরু করতে গিয়ে হাতের টোকায় একটি ছোট্টপাত্রকে ফেলে দিয়ে থেমে গেলেন। তাড়াতাড়ি পাত্রটাকে সোজা করে পাশে রাখা কাগজপত্রর ওপর থেকে ধুলো ঝাড়লেন। তারপর শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। 'হারবোলজি হলো সেই জ্ঞান... মানে অবশ্যই, হার্ব বা ভেষজ গাছপালা বিষয়ে। যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছো।' উনি হাত তুলে সামান্য ঝুঁকে দেখালেন বিভিন্ন রকম আকৃতির পাত্র রাখা নানা ধরনের লতাপাতা গুল্মদের সম্ভার, যা সাজানো আছে পুরো গ্রীন হাউজ জুড়ে। জেমসের মনে হলো প্রফেসর লংবটম সুযোগ পেলে নিশ্চিত ভাবে ট্রান্সফিগারেশন ক্লাসে সৃষ্টি হওয়া পীচ গাছটাকে পরীক্ষা করে দেখবেন।

'হার্ব হলো মূল ভিত্তি, ইয়ে, মানে বলতে চাইছি যে, বেশির ভাগ জাদুবিদ্যার প্রধান বুনিয়াদী বিষয়। জাদু তরল, ঔষধি, জাদুদণ্ড নির্মাণ, এমন কি অনেক স্পেলের ভিত্তি হলো ঠিকঠাক জাদু গাছপালার চাষ এবং তাকে প্রক্রিয়াজাত করা। এই ক্লাসে আমরা শিখবো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাকসবজির নানা ধরনের ব্যবহার। সাধারণ মানের বিউবোটিউবার থেকে শুরু করে অতি দুষ্প্রাপ্য মিম্বিউলাস মিম্বলেটোনিয়া সম্বন্ধে জানবো।'

চোখের কোনা দিয়ে পুরোপুরি না তাকিয়েও জেমস বুঝতে পারলো কিছু একটা নড়ছে। জানালার কাছে বসে থাকা এক প্রথম বার্ষিকী ছাত্রী যে খুবই ব্যস্ত নেভিলের বলা কথার নোটস নিতে, তার দিকে একটা গাছ তার একটি শাখা বিস্তার করছে। আলতো করে পিঠের ওপর দিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ইয়ার রিংটাকে। মেয়েটি চোখ বড় বড় করে ভয়ে কলম টলম সব ফেলে দিলো। গাছটা ওদিকে টানতে শুরু করে দিয়েছে মেয়েটির কান।

'উঃ! উফ! উঁহু! উঃ!' চিৎকার করে উঠলো একহাতে কানটা ধরে চেয়ারে একধারে কাত হয়ে গিয়ে। নেভিল ঘরে তাকালেন শব্দ লক্ষ্য করে, দেখতে পেলেন মেয়েটির অবস্থা। দ্রুত গেলেন ওর দিকে।

'হ্যাঁ, ডালটাকে ধরো মিস পেটোনিয়া! হ্যাঁ, ওই ভাবেই।' কাছে পৌঁছে সাবধানে ইয়ার রিংটা থেকে ডালটাকে ছাড়ালেন। ওটা গুটিয়ে চলে গেল পেছনের দিকে। 'তুমি এই মাত্র আবিষ্কার করলে লারসেনাস লিগোলাসকে, যা বলা যেতে পারে ওই তোমাকে খুঁজে বের করলো। আমি ক্ষমা চাইছি তোমার, এখানে আসার আগেই আমি তোমায় সাবধান করে দিইনি বলে। জলদস্যুদের দ্বারা কয়েকশত বছর আগে এই গাছের চাষ বিস্তার লাভ করে। কারণ এরা দক্ষ চকমকে জিনিস খুজে বার করতে। যা

BanglaBook.org

এই গাছগুলো কাজে লাগায় সূর্যের আলোর পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত সালোক সংশ্লেষ করার জন্য। এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, একসময়ে এদের খুঁজে বের করে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযান করার পর।' নেভিল গাছটার গোঁড়া খুজে বের করে হাতে ধরে থাকা শাখাটাকে ওটায় জড়িয়ে দিলেন পদ্ধতিগত ভাবে। আর মাথাটাকে আটকে দিলেন একটা হীরে লাগানো ক্লিপ দিয়ে। পেটোনিয়া কানে হাত বোলাতে বোলাতে এমন ভাবে গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল মনে হচ্ছিল ওর মনেও ইচ্ছে জাগছে ওটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলার।

নেভিল নিজের জায়গায় ফিরে এসে সাজিয়ে রাখা গাছপালাগুলো বিষয়ে বলা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরেই জেমসের হাই উঠতে শুরু করলো। গ্রীন হাউজের ভেতরের উষ্ণতা ওকে তন্দ্রার ভাবে আচ্ছন্ন করছিল। নিজেকে জাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় পার্চমেন্ট আর কলম বের করতে যেতেই হাত ঠেকলো জেইনের দেওয়া বইটার গায়ে। বের করলো ওটাকে। পারচমেন্টের সাথে ওটাকেও রাখলো কোলের ওপর। এবং যখন নিশ্চিত হয়ে গেল নেভিল তার পড়ানোর জগতে একেবারে বুঁদ হয়ে গেছেন আর কোনো দিকে ওনার নজর নেই, তখন জেইনের চিহ্নিত করে দেওয়া পাতাটা খুললো। পাতাটার ওপরে লেখা নামটা দেখেই ওর উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। *ফিওদ্রে আস্ট্রামাড্ডুক্স*। বইটার ওপর ঝুঁকে ও শুরু করলো পড়া।

প্রপোনেন্ট অফ রিভারস প্রিকগ্নিশন বা কাউন্টার ক্রনোলজিক্যাল পদ্ধতিতে ইতিহাসকে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে স্তম্ভ স্বরুপ ইতিহাসবিদ আস্ট্রামাড্ডুক্সকে আধুনিক জাদুজগত মনে রেখেছে মূলত মারলিনাস অ্যাম্ব্রোসিয়াসের শেষ জীবনের চাঞ্চল্যকর কাহিনী লিখে রাখার জন্য। মারলিনাস যিনি একজন কিংবদন্তী হয়ে যাওয়া জাদুকর এবং অর্ডার অফ মারলিন এর স্রষ্টা। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স এর "ইনভারস হিস্ট্রি অফ দ্য ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ড" এর ১২ তম অধ্যায়ে, লেখা আছে কর্মজীবনের শেষ দিকে মারলিন ইউরোপের রাজারাজড়াদের জাদু সহায়ক রুপে কাজ করতেন। ক্রমবর্ধমান নন ম্যাজিক্যাল জগতের দ্বারা ম্যাজিক্যাল জগত ক্রমশ "সংক্রমিত" হয়ে পড়ছে দেখে মারলিন "ইহজগতের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার" সিদ্ধান্ত নেন। পরে অবশ্য এটাও জানান যে কয়েক শতক অথবা সহস্রাব্দ পরে উনি আবার ফিরে আসবেন। যখন নন ম্যাজিক্যাল আর ম্যাজিক্যাল জগতের ভারসাম্য প্রায় সমান হবে। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স এর কথানুযায়ী "মারলিনের পক্ষে সুবিধজনক একটি পরিস্থিতি শাসন করার"। এই ফিরে আসার ভবিষ্যৎবানী অনেক প্লট আর ষড়যন্ত্রের জন্ম দিয়েছে যুগ যুগ ধরে। হয়েছে বিপ্লব। করেছে তারাই যারা বিশ্বাস করেছে মারলিনাসের ফিরে এসে তাদের সমর্থন করবেন। নন ম্যাজিক্যাল জগতটাকে রাজনৈতিক বা সরাসরি যুদ্ধ করে দখল নেওয়ার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে।

জেমস পড়া থামালো। ওর মন যা পড়লো সেটাকে ঠিকমতো বোঝার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। ও মারলিন সম্বন্ধে ছোট থেকে শুনে এসেছে, ঠিক যেমন ভাবে

BanglaBook.org

মাগলদের বাচ্চারা সেন্ট নিকোলাসের কথা শুনতে শুনতে বড় হয়। কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে নয় বরং কিছুটা পৌরাণিক কার্টুন চরিত্র রুপে। জেমসের মনে কোনো দিনই সন্দেহ ছিল না যে মারলিন একজন সত্যিকারের মানুষ ছিলেন। তবে কোনো দিনই এরকম কোনো ভাবনাও ওর মনে আসেনি যে তিনি আসলে কী ধরনের মানুষ বা চরিত্র ছিলেন। ওর বড় হওয়ার পথে মারলিনের উদাহরণ টানা হতো মারলিনের মতো দাড়ি বা মারলিনের মতো প্যান্ট এর উপমা টেনে। যা দিয়ে মোটেই ওই বিরাট মাপের জাদুকরকে মাপা সম্ভব নয়। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স এর লেখা অনুসারে মারলিন ছিলেন মাগলরাজা বা নেতাদের সহযোগী জাদুকর। তাহলে কি এটাই ধরে নিতে পারা যায় যে সে সময়ে উইচ এবং উইজার্ডরা মাগল জগতে খোলাখুলি ভাবেই বসবাস করতো, কোনো গোপনীয়তার আইনকানুন ছিল না? দরকার পড়ত না লুকিয়ে জীবনযাপনের? প্রয়োজন হতো না কোনো ডিসইলিউশন স্পেলের? মারলিন কী বোঝাতে চেয়েছিলেন মাগলদের দ্বারা ম্যাজিক্যাল জগত "সংক্রমিত" হয়ে পড়েছে কথাটি দিয়ে? আরো কৌতূহল জনক ব্যাপার, ওই ভবিষ্যতবানীর মানেটাই বা কী, যেখানে উনি ফিরে এসে "সুবিধাজনক একটি পরিস্থিতিতে শাসন করার" কথা বলেছেন? এটা মিথ্যে নয় যে যুগ যুগ ধরে ডার্ক উইজার্ডরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যেনতেন প্রকারণে মারলিনের পুনরায় এ জগতে ফিরে আসার ব্যাপারটাকে সত্যি করার জন্য। ডার্ক উইজার্ডরা সব সময় চায় মাগলদের জগতে রাজত্ব করতে। আর নিশ্চিত কিছু একটা ব্যাপার আছে যার জন্য ওরা বিশ্বাস করে যে সর্বকালের সেরা এবং শক্তিশালী ওই উইজার্ড ফিরে এসে এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য করবেন।

হঠাই একটা ভাবনা মাথায় আসতেই ও প্রায় চমকে গেল। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স এর নাম ও প্রথম জানতে পারে কোনো এক স্লিদারিন দ্বারা একটি গেম প্রোফাইল তৈরি হওয়ার মাধ্যমে। স্লিদারিন হলো সেই সব ডার্ক উইজার্ডদের আখড়া যেখানে মাগল জগতকে শাসন করার চিন্তার চাষ হয়। এমনটা কি হতে পারে না যে এই নামটার ব্যবহার আসলে নেহাতই খামখেয়ালে করা হয়নি? কে বলতে পারে এটাই আসলে এক নতুন অন্ধকারময় পরিকল্পনার সঙ্কেত নয়? হতেও তো পারে যে স্লিদারিন এই নামের প্রোফাইলটা বানিয়েছে সে-ও এই পরিকল্পনার একজন সহযোগী? যারা মারলিনাস অ্যাম্ব্রোসিয়াসকে ফিরিয়ে আনতে চায় মাগল জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতা রুপে।

জেমস দাঁতে দাঁত চিপে বইটা বন্ধ করে ভাবতে থাকলো। সম্ভবত ওর ভাবনার অনেকটাই একেবারে সত্যি। আর এর থেকেই প্রমাণ হয় যে নামটা স্লিদারিন হাউজের প্রধান ব্যবহার করেন ইয়ারকির ছলে সেটা কেন অন্যকেও ব্যবহার করে গুরুত্ব দিয়ে। কারণ স্লিদারিনরা জানে উনি মোটেই ইয়ারকির পাত্র নন। আর সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে যখন ওরা জয়লাভ করবে। জেমসের হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল।

BanglaBook.org

এ কথা গুলো ও এখন কাকে বলবে? জেইন আর র‍্যালফকে তো অবশ্যই। হয়তো ওরাও এসব ভেবেছে। ড্যাডকে বলবে কি? জেমস সিদ্ধান্ত নিলো, না বলবে না। এখন তো মোটেই নয়। জেমসের এটা বোঝার মতো বয়েস হয়েছে যে বড়রা ছোটদের এই ধরনের কথাগুলো মোটেই বিশ্বাস করেন না তা সে যতই প্রমাণ দেওয়া হোক না কেন।

জেমস নিজেও জানে এই ধরনের পরিকল্পনা থামাতে হলে কী করতে হবে। কিন্তু ও জানে এই সময়ে ওর কী করা দরকার। ওকে আগে খুঁজে বের করতে হবে কোনো স্লিদারিন সদস্য র‍্যালফের গেমডেকটা হাতিয়েছিল। ওকে খুঁজে বের করতে হবে, কে সেইজন যে অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্সের নামে প্রোফাইল বানিয়েছিল।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র জেমস গ্রীন হাউজ থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করলো। ভুলেই গেল আজই ওর ড্যাড, হ্যারি পটার, আসছেন, আমেরিকানদের সাথে মিটিং করার জন্য।

***

মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে ওর কানে এলো সম্মিলিত চিৎকারের আওয়াজ। ছোটার গতি কমিয়ে ও চেষ্টা করলো শোনার। চিৎকার এবং শ্লোগান মিলে মিশে আছে কর্কশ এবং উত্তেজিত অনেক কণ্ঠের। মূল চত্বরের দিকে ঘুরতেই আওয়াজটা জোরে শোনা গেল। জেমস দেখতে পেল শিক্ষার্থীদের একটা দঙ্গল জমা হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে। যাদের মধ্যে বেশির ভাগই জড়ো হচ্ছে ব্যাপারটা কী দেখার জন্য। আর ঠিক মধ্যে একটি দল যারা চিৎকার করছে, শ্লোগান দিচ্ছে, কেউ কেউ হাতে আঁকা বড় বড় ব্যানার ধরে আছে। জেমস এগিয়ে গিয়ে একটা ব্যানারের লেখা পড়লো। দপাং করে ওর হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠলো। ওটায় লেখা 'মন্ত্রণালয়ের অরোর ফ্যাসিজম বন্ধ করো।' আকাশের দিকে তুলে ধরা একটা ব্যানারে লেখা, 'সত্যিটা এবার বলে ফেলুন, হ্যারি পটার!'

জেমস গ্রুপটার চারদিকে একটা চক্কর মারলো। শান্ত কৌতূহলী ভঙ্গিতে মেইন হলের কাছে সিঁড়ির ধাপে টাবিথা করসিকার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন একজন মহিলা। বেগুনি রঙের গোল আইগ্লাস চোখে এবং হাবভাবে অতিরিক্ত সপ্রতিভতা। জেমসের অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল ওকে চিনতে পেরে রিটা স্কিটার। ডেইলি প্রফেটের প্রধান ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার। যাকে ড্যাড মোটেই পছন্দ করেন না।

টাবিথা ওকে দেখতে পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো। মনে হলো বলতে চাইছে, *সরি, এই সব ব্যাপারের জন্য, কি করবে বলো সময়টা খারাপ যাচ্ছে আর আমরা সেটাই করছি যা আমরা করতে চাই।*

জেমস সবে মেইন হলের সিঁড়িতে উঠতে যাবে তখন হেডমিস্ট্রেসের আগমন ঘটলো। কঠোর মুখাবয়বসহ এগিয়ে এলেন যেখানটায় সূর্যালোক এখনো আছে।

BanglaBook.org

গলায় ঠেকালেন জাদুদণ্ড এবং একেবারে ওপরের ধাপ থেকে গোটা চত্বর কাঁপিয়ে সমস্ত চিৎকার ছাপিয়ে বললেন।

'আমি জানতেও চাই না এটা কি হচ্ছে, কারণ আমার কাছে এটা দারুণ ভাবে বিরক্তিকর একটা বিষয়ের মতো।' চিরকালই মিনার্ভা ম্যাকগোনাগলকে কাঠখোট্টা ধরনের বলেই জানে জেমস, তবে এতটা রাগতে আগে কোনো দিন ওনাকে দেখেনি। ওনার মুখ এই মুহূর্তে মৃত মানুষের মত ফ্যাকাশে সাদা, রাগের দ্যুতি লাল হয়ে ফুটে উঠেছে গালে। পুনরায় ধ্বনিত হলো চত্বরে ওনার টনটনে কিন্তু মাত্রাযুক্ত কণ্ঠস্বর। 'যে ধরনের অভব্য আচরণ ইতিমধ্যেই তোমরা করে ফেলেছ এবং করে চলেছ সেসবের কথা বাদ দিয়েই বলছি, তোমরা যে পথ বেছে নিয়েছ বা বিশ্বাস করো সেটা স্কুলের নিয়ম নীতি অনুসারে অমার্জনীয়। এভাবে তোমরা সম্মানীয় অতিথিদের অপমান করতে পারো না।'

উঁচুতে থাকা ব্যানারগুলো কিছুটা নিচে নামলেও পুরো নামানো হলো না। জেমস দেখলো রিটা স্কিটার হেডমিস্ট্রেসের কাছে উঠে গেলেন, ওনার চোখে মুখে উত্তেজনা লাভের লালসা। ওর সাথে থাকা কুইক-কোটস কলম স্বয়ংক্রিয় ভাবে লিখে চলেছে পার্চমেন্টের প্যাডে। ম্যাকগোনাগল একটা নিঃশ্বাস ফেলে, এবার কী বলবেন ভেবে নিলেন। 'তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে অপছন্দের কথা কিভাবে বা কী পদ্ধতিতে পেশ করতে হয়। এই...সমাবেশ...বিক্ষোভ...এর কোনো দরকার ছিল না। একইসাথে পদ্ধতিটাই, নিয়ম বিরুদ্ধ। সেই জন্য আমি চাইছি, তোমরা এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও এই ভাবনা নিয়ে যে তোমরা নিশ্চিতভাবে...,' উনি তাকালেন রিটা স্কিটারের দিকে, 'তোমাদের বক্তব্য পেশ করে ফেলেছ।'

'ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস?' না তাকিয়েও জেমস বুঝতে পারলো এটা টাবিথা করসিকার গলা। একটা থমথমে নীরবতা গোটা চত্বরে। রিটা স্কিটারের স্বয়ংক্রিয় কলম নড়ার শব্দই শুধু কানে আসছে।

ম্যাকগোনাগল কথা থামিয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন টাবিথার দিকে। 'ইয়েস, মিস করসিকা?'

'আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না ম্যাম,' করসিকা নম্রভাবে বললো। ওর মিষ্টি কণ্ঠস্বর পৌঁছে গেল চত্বরের প্রতিটি প্রান্তে। 'আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি আশা করছি আমরা এই বিষয়টাকে আরো সহজবোধ্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবে আলচনার ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারি। যেটা আপনি একটু আগেই বলেছেন। খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়টা নিয়ে একটা অল স্কুল টপিক্যাল ডিবেটের আয়োজন হতেই পারে, কি বলেন আপনি? আর তা হলেই এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। মনে হয় এ ব্যাপারে আপনার সম্মতি পাওয়া যাবে।'

ম্যাকগোনাগল চোয়াল শক্ত করে একদৃষ্টে করসিকার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এতটা সময় ধরে যে টাবিথা ওনার দিক থেকে চোখ সরিয়ে জনতার দিকে তাকালো।

ভিড় যেন কিছুটা কম। কুইক কোটস স্বয়ংক্রিয় কলমটাও লেখা থামিয়ে ভেসে আছে পার্চমেন্টের ওপর।

'আমি স্বাগত জানাচ্ছি তোমার ভাবনাকে মিস করসিকা। কিন্তু এটা সেই সময় নয়, যখন ডিবেট হবে কি না তার সময় নির্ধারণ করা হবে। এটা ভালো করেই বুঝতে পারছো তুমি।' ম্যাকগোনাগল উত্তর দিলেন শীতল স্বরে। 'আর এবারে,' উনি তাকালেন চত্বরে জমায়েত হওয়া শিক্ষার্থীদের দিকে ভর্ৎসনার নজরে, 'আমার হিসেব অনুসারে এ বিষয়ের এখানেই সমাপ্তি। আর যদি আলোচনার ইচ্ছে থাকে কারো তাহলে সে তার নিজের ঘরে গিয়ে করতে পারে। আমি এই মুহূর্তে সবাইকে এখান থেকে চলে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। অবশ্য যদি তোমরা চাও তবে আমি ফিলচকে পাঠাতে পারি। তোমাদের হাজিরার একটা তালিকা প্রস্তুত করার জন্য।'

দঙ্গল এবার ভাঙতে শুরু করলো। ম্যাকগোনাগল জেমসকে দেখতে পেলেন, সাথে সাথে সাথেই ওনার মুখের ভাবে পরিবর্তন এলো। 'পটার, আমার সাথে এসো,' কিছুটা অস্বস্তির সাথেই উনি ডাকলেন। জেমস বাকি সিঁড়ি ক'টা উঠে ওনাকে অনুসরণ করলো। বিরাট হলটার ছায়া আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। ম্যাকগোনাগল রাগে বিড়বিড় করছিলেন। ওনার পোশাকের দ্রুত নড়াচড়া থেকে একটা খস খস শব্দ শোনা যাচ্ছে। জেমস ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

'যত সব হতচ্ছাড়া ঘোঁট পাকানোর দল,' উনি তিক্তকণ্ঠে কথাটা বললেন, জেমসের ধারণা অনুযায়ী স্টাফরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। 'জেমস, আমি খুবই দুঃখিত যে এই সব তোমাকে দেখতে হলো। তার থেকেও বেশি লজ্জিত হচ্ছি এই ধরনের একটা বাজে নোংরা গুজব স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে।'

একটুও না ঝুঁকে বা থেমে উনি একপাশে ঘুরে গিয়ে একটা দরজা খুললেন। জেমস দেখলো ঘরটা বিরাট বড়। অনেক চেয়ার, সোফা, ছোট টেবিল, বুকশেলফ অগোছালো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এক বিরাট শ্বেত পাথরের ফায়ারপ্লেসের আশেপাশে। আর সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন মুচকি হাসি সহ ওর ড্যাড। এক গাল হেসে ম্যাকগোনাগলের পাশ দিয়ে ও দৌড়ে গেল ।

'জেমস,' হ্যারি পটার উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন ওকে জড়িয়ে ধরে এবং চুল গুলো নেড়ে দিয়ে। 'মাই বয়। দারুণ ভালো লাগছে আজ তোমাকে এখানে দেখে। স্কুল কেমন চলছে?'

জেমস কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেও একটা অস্বস্তি ওকে চেপে ধরেছে। ড্যাডের আশেপাশে আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। যাদের ও চেনে না।

'জেমস তুমি জানো বোধহয়,' জেমসের কাঁধে হাত রেখে বললেন হ্যারি। 'এরা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন প্রতিনিধি যারা আমার সাথে এসেছেন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে টাইটাস হার্ডক্যাসলকে? আর ইনি মি. রিক্রিয়ান্টি এবং ইনি মিস সাকারিনা। এরা দুজনেই কাজ করেন ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাম্বাসাডোরিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিভাগে।'

BanglaBook.org

জেমস নিয়মমাফিক হ্যান্ডশেক করলো। টাইটাস হার্ডক্যাসলকে ওর মনে পড়ে গেছে ওর দিকে তাকানো মাত্রই। যদিও অনেকদিন পর ওকে দেখলো জেমস। ড্যাডের প্রধান কর্মসহযোগী বা হেড অরোরদের মধ্যে উনি একজন। মোটাসোটা এবং শক্তসমর্থ. চৌকোনা মাথার আকার। দেখেই বোঝা যায় বেশ কড়া ধাঁচের মানুষ। মি. রিক্রিয়ান্ট লম্বা এবং রোগা ধরনের। পরনে কালো ডার্বি এবং ই পিন স্ট্রাইপড আলখাল্লা। হ্যান্ডশেক করার ধরনটা আলতোভাবে এবং দ্রুত। মনে হলো যেন একটা মরা স্টারফিশ ছোঁয়া হল। মিস সাকারিনা হ্যান্ডশেক করলেন না। বড় মাপের একটা হাসি সহ উনি নিচু হলেন এবং জেমসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

'আমি তোমার মধ্যে তোমার বাবার ছায়া দেখতে পাচ্ছি, ইয়ং ম্যান,' মাথা নেড়ে বেশ খানিকটা রহস্যময়তার ভঙ্গিতে। 'সেই রকম প্রতিশ্রুতিবান এবং ক্ষমতা সম্পন্ন। আমি আশা করছি আজ সন্ধেতে তোমাকে আমাদের সাথে পাবো ।'

উত্তর না দিয়ে জেমস ওর বাবার দিকে তাকালো। হ্যারি হেসে ওর কাঁধে দুহাত রেখে বললেন, 'আজ রাতে আমাদের ডিনার আছে আলমা আলেরনদের সাথে। তুমি কি যেতে চাও সেখানে? সম্ভবত সেখানে প্রকৃত আমেরিকান খাবার পরিবেশিত হবে। যার অর্থ হ্যামবার্গার থেকে চিজবার্গার, অন্তত এটা আমার অনুমান বলতে পারো।'

'অবশ্যই যাবো!' জেমস বললো একরাশ হাসির সাথে। হ্যারি হেসে চোখ টিপলেন।

'কিন্তু তার আগে,' সাথে থাকা অন্যদের উদ্দেশ্যে হ্যারি বললেন, 'আমরা যাবো আলমা আলেরনের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। ওদের কিছু বিশেষ ম্যাজিক দেখার জন্য। দশ মিনিটের মধ্যেই ওদের সাথে দেখা করার কথা। আরো কয়েকজনের আসার কথা আছে। সেখানেই যাওয়া যাক তাহলে?'

'আমি তোমাদের সাথে যেতে পারছি না,' ম্যাকগোনাগল বললেন। 'আমায় মাফ করে দিও। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আমাকে বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রীর দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। অন্তত যেকদিন তুমি এখানে থাকছো মি. পটার ।'

'বুঝতে পারছি মিনার্ভা,' হ্যারি বললেন। জেমসের কাছে এটা খুব আশ্চর্যের মনে হয় যখন ওর ড্যাড হেডমিস্ট্রেসকে সরাসরি নাম ধরে ডাকেন। যেটা আবার ম্যাম বেশ পছন্দও করেন বলেই মনে হয়। 'সে আপনি যা খুশি করুন, তবে এসব ছোটখাটো গণ্ডগোলের দিকে নজর না দিলেও চলে। বৃথা পরিশ্রম।'

'আমি তোমার সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারছি না হ্যারি, কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আমি নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। যা-ই হোক রাতে দেখা হচ্ছে।' বলেই হেডমিস্ট্রেস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, রাগ এখনো কমেনি আচরণেই বোঝা গেল।

মিস সাকারিনা বললেন, 'এবার যাওয়া যাক, কী বলেন আপনারা?' দলটি এগিয়ে চললো ঘরটির বিপরীত প্রান্তের একটি দরজার দিকে। হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি ছেলের

BanglaBook.org

দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি খুব খুশি, তুমি আজ রাতে ডিনারে আসতে রাজি হয়েছ। সাকারিনা আর রিক্রিয়ান্ট ভ্রমন সঙ্গি রুপে মোটেই ভালো নয়। কিছু করার ছিল না, পার্সির চাপে পড়ে ওদের নিয়ে আসতে হলো। আমার এখন ভয় হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই না একটা রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে নেয়।'

জেমস বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লো কিছু না বুঝেই। এটা ও করেই থাকে ড্যাডকে সাহস যোগানোর জন্য। 'তা তোমার সফর কী রকম ছিল?'

হ্যারি উত্তর দিলো, 'প্রায় লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে হয়েছে। খুব প্রয়োজন না হলে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিইনি। মিনার্ভা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন *পি* ইরা বিক্ষোভ দেখাতে পারে।'

জেমসের একটু সময় লাগলো এটা বুঝতে যে ওর ড্যাড আসলে প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর কথা বলছেন। ওএকটু অবাক হয়েই বললো, 'উনি ওদের ব্যাপারে আগে থেকেই জানতেন?'

হ্যারি মুখে একটা আঙুল ঠেকালেন, সামনে থাকা সাকারিনা আর রিক্রিয়ান্ট এর দিকে ঈশারা করে। ওরা খুব আস্তে আস্তে কিছু নিয়ে কথা বলছেন। 'এ নিয়ে পরে কথা হবে জেমস।'

এদিক ওদিক দিয়ে খানিকক্ষণ হাঁটার পর মি. রিক্রিয়ান্ট একটা বড় দরজা খুললেন এবং বেরিয়ে গেলেন সূর্যালোকে, বাকিরাও ওকে অনুসরণ করলো। চওড়া পাথরের সিড়ি নেমে গেছে একটা ঘাসে ঢাকা এলাকায়। যার একদিকে নিষিদ্ধ অরণ্যের সীমানা আর অন্যদিকে নিচু পাথরের টানা দেওয়াল। নেভিল লঙবটম আর প্রফেসর স্লাগহর্ন ওখানে দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ওদের আসতে দেখে ওরা তাকালেন।

'হাই, হ্যারি!' একটু হেসে নেভিল এগিয়ে এলো। 'ধন্যবাদ আমাকে এবং হোরাসকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। যেদিন থেকে আমেরিকানরা এসেছে সেদিন থেকে আমি ছটফট করছিলাম এরকম একটা সুযোগের জন্য।'

হ্যারির দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে প্রফেসর স্লাগহর্ন আন্তরিকতার সাথে বললেন, 'হ্যারি পটার, একেবারে সেই ছেলেটা! খুব ভালো কাজ করেছো আমাকে তোমাদের সাথে সামিল করে। জানো তো, আমি সব সময়েই আগ্রহী আন্তর্জাতিক স্তরে ম্যাজিক্যাল কমিউনিটির নতুন নতুন উন্নতির খবর জানার জন্য।'

হ্যারি দলটাকে নিয়ে এগিয়ে গেল পাথরের দেয়ালে স্থিত একটা দরজার দিকে। যেটা খুলতেই দেখা গেল একটা সুন্দর নুড়ি বিছানো পথ সোজা চলে গেছে লেকের দিকে। 'আপনি বা নেভিল কারোরই আমাকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই। আপনাদের নিয়ে আসার একটাই কারণ, আমি চাই ওরা আমাদের যা দেখাবে সে বিষয়ে আপনারা ওদের চোখাচোখা প্রশ্ন করে সব বুঝে নেবেন।'

স্লাগহর্ন হাসলেন হো হো করে, নেভিল মুখে হাসির ভাব আনল কেবল। জেমস অনুমান করলো ওর ড্যাড পুরো ব্যাপারটা এখনো খুলে বলেননি কাউকে। নেভিল সম্ভবত জানেন কিছুটা।

BanglaBook.org

জলের ধারে একটা বড় ক্যানভাস কাপড়ে তৈরি তাঁবুর দিকে ওরা এগিয়ে গেল। তাঁবুর একটি পোলে আমেরিকান ফ্ল্যাগ টাঙানো। তারই নিচে আরো একটি ফ্ল্যাগ, যেটায় আলমা আলেরনের চিহ্ন অঙ্কিত আছে। কাছেই দুজন আমেরিকান শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে একজন হ্যারদের দলটাকে দেখতে পেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মান দেখালো এবং তাঁবুর কাছে গিয়ে ডাক দিলো, 'প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন!'

একটু পরেই ফ্রাঙ্কলিন বেরিয়ে এলেন একটা বড় কাপড়ের টুকরোয় হাত মুছতে মুছতে। 'ও আপনারা এসে গেছেন! স্বাগতম অতিথিবৃন্দ। অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য।' উনি উচ্ছ্বসিত সম্মান সহকারে বললেন।

হ্যারি হ্যান্ডশেক করলেন ওনার সাথে। বোঝাই গেল ওরা আগে থেকেই এই দেখাসাক্ষাতের কথাটা জানতেন। হ্যারি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, সবশেষে জেমসেরও।

'আরে হ্যাঁ, তাই তো, ওকে তো আমি চিনি,' ফ্রাঙ্কলিন জেমসের দিকে তকিয়ে বললেন। 'আমার ক্লাসে দেখেছি তো মি. পটারকে। হাও আর ইউ জেমস?'

'ভালোই দিন কাটছে স্যার,' জেমস হেসে উত্তর দিলো।

'খুব ভালো, এরকম একটা সুন্দর দিনে সেটাই স্বাভাবিক,' ফ্রাঙ্কলিন সামান্য ঝুঁকে বললেন। 'এবার চলুন আপনাদের কিছু দেখানো যাক। আমার সাথে আসুন, বন্ধুগণ। হ্যারি আপনি তো দেখতে চান আমরা কিভাবে আমাদের গাড়ির দেখভাল করি, তাই না?'

'একদম তাই। যদিও আমি এখানে আপনাদের আগমন দেখতে পাইনি তবুও সব আমি শুনেছি। বিশেষ করে উড়ন্ত গাড়িগুলোর কথা। আমি ছটফট করছি বলতে পারেন ওগুলো দেখার জন্য। সাথে সাথেই আপনাদের জিনিসপত্র রাখার বিশেষ ব্যাপারটা। অনেকের মুখে অনেক রকম কথা শুনেছি ওই বিষয়ে, যদিও স্বীকার করতে লজ্জা নেই বুঝেছি অনেক কম।'

'ও হ্যাঁ, আমাদের ট্র্যান্স-ডাইমেনশনাল গ্যারেজের কথা যদি বলেন তাহলে আমাদের অনেকেই ওটার ব্যাপারে খুব বেশি বোঝেন বা জানেন না,' ফ্রাঙ্কলিন বললেন দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে। 'সত্যি বলতে যদি আমাদের টেকনোম্যান্সি বিশেষজ্ঞ থিওডোর জ্যাক্সন না থাকতেন, আমাদের বিন্দু মাত্র ধারণা হতো না এটা কিভাবে দেখাশোনা করতে হবে। যার কথা বলছি তিনি আগাম ক্ষমা চেয়ে রেখেছেন এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য। উনি সন্ধেবেলায় আমাদের সাথে যোগ দেবেন এবং এই বিষয় নিয়ে আলোচনাটা তখনই করবেন। আমি নিশ্চিত কিছু প্রশ্ন থাকবে আপনাদের কাছে ওকে করার মতো।'

টাইটাস হার্ডক্যাসল চাপা গলায় বললেন, 'সে তো থাকবেই, আমরা জেনেও নেবো।'

জেমস বাবার পেছন পেছন তাঁবুটার খোলা দিক দিয়ে ভেতরটা দেখে আর একটু হলে চমকে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো। বিশাল আয়তনের তাঁবুটা। অনেক রকম

BanglaBook.org

জটিল কাঠের কাঠামো এবং ফ্রেম ওটাকে ধারণ করে আছে। সেই তিনটে উড়ন্ত গাড়িই ওখানে রাখা আছে। সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত পার্টস এবং প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদি। কাজের পোশাক পরা বেশ কিছু মানুষ গাড়িগুলোর এদিক ওদিকে ঘোরা ফেরা করছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো তাঁবুটার পেছনদিক বলে কিছু নেই। জেমস নিশ্চিত বাইরে থেকে ও ওখানে তাঁবুর অন্যান্য দিকের মত ক্যানভাসের দেওয়াল দেখেছিল। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো ওখান দিয়ে যে অংশটা দেখা যাচ্ছে তার সাথে হগওয়ার্টস মাঠের কোনো সাদৃশ্য নেই। বদলে অনেকটা দূরে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে লাল ইঁটের ইমারত এবং বিরাট মাপের ঝাঁকড়া গাছপালা। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় ওখানে যে আলো দেখা যাচ্ছে তার সাথে এই মুহূর্তের হগওয়ার্টস এর রোদ ঝলমলে আবহাওয়ার আকাশ পাতাল পার্থক্য। ওখানকার আকাশে ফ্যাকাশে গোলাপি রঙের আভা। বিরাট বিরাট মেঘের গায়ে সোনালী রঙের ছোঁয়া লেগেছে। গাছ এবং ঘাস যেন চিকচিক করছে সকালের কুয়াশার জমা জলে আলো পড়ে। কয়েকজন কাজের পোশাক পরা মানুষ ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে ঝুঁকে সম্ভাষন করে, হাত দিয়ে পোশাকটা ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে গেল ওই দৃশ্যটির দিকে।

'আপনাদের স্বাগত দুনিয়ার কয়েকটি ট্রান্স-ডাইমেনশনাল বুদবুদের মধ্যের একটিতে,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, যথেষ্টই গর্বের ভঙ্গিতে। 'আমাদের এই গ্যারেজটি একই সাথে দুই জায়গায় অবস্থান করছে, সাময়িক ভাবে হগওয়ার্টসের মাঠে এবং স্থায়ীভাবে ইউনাইটেড স্টেটস, পেনসিলভানিয়া, ফিলাডেলফিয়ার আলমা আলেরন ইউনিভারসিটির ইষ্ট কোয়াড্র্যাংগলে।'

'গ্রেট ঘোস্ট অফ গলগামেথ এর দিব্যি,' স্লাগহর্ন বললেন সামনের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে, 'আমি এরকম জিনিসের কথা আগে পড়েছি। কিন্তু কোনো দিন ভাবিনি স্বচক্ষে দেখতে পাবো। এটা কি স্বাভাবিক সাময়িক একটি ঘটনায় ঘটছে? নাকি এটাকে তৈরি করা হয়েছে কোয়ান্টাম ট্র্যান্সফারেন্স স্পেল ব্যবহার করে?'

হ্যারি হাসি মুখে চারদিক দেখতে দেখতে বললো, 'মাননীয় প্রফেসর আপনাকে তো এই জন্যই আমার সাথে নিয়ে এসেছি?'

ফ্র্যাঙ্কলিন ডজ হরনেট আর ভক্স ওয়াগন বীটল এর মধ্যের ফাঁকটাতে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দ্বিতীয়টা ব্যাবহার করা হয়েছে। এটা হলো জানা শোনার মধ্যে থাকা তিনটি ডাইমেনশনাল প্লুরালিটি বুদবুদের একটি। এর মানে হলো, যা একটু আগেই আমি বললাম, এই তাঁবুটা অবস্থান করছে একটা ডাইমেনশনাল সেতুবন্ধের মধ্যে। একই সাথে একই সময়ে দুটি জায়গায় বিস্তারন লাভ করে। যে কারণেই একদিকে আমরা হগওয়ার্টসের দ্বিপ্রহর দেখছি,' উনি ঘুরে দেখালেন যে পথ দিয়ে জেমসরা তাঁবুতে ঢুকেছে সেই খোলা দিকটা। 'যেটাকে আপনারা বলতে পারেন বুদবুদের আপনাদের দিক। আর ওটা হলো,' হাত বাড়িয়ে দেখালেন সেই ম্যাজিক্যাল দিকটা

BanglaBook.org

যেখানে একটা অন্য আলোর জগত দেখা যাচ্ছে, 'বুদবুদের আমাদের প্রান্ত, যেখানে আলমা আলেরনের কোয়াড্রাংগলে এখন ভোর হচ্ছে। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আমাদের প্রধান মেকানিক মি. পিটার গ্রাহাম।'

স্টুটজ ব্রাগন ফ্লাইটার খোলা হুডের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মানুষটি। হাসলেন এবং হাত নাড়লেন। 'আপনাদের সাথে দেখা হয়ে খুশি হলাম এবং কথা বলতে পেরেও।'

'আমরাও,' নেভিল উত্তর দিলেন একটু হতভম্ব ভাবে।

গ্রাহাম এবং ওর বাকি সহকারীরা সবাই আছে বুদবুদের অপর প্রান্তে,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন। 'দেখতেই পাচ্ছেন ওদের হাতেই দেওয়া আছে এই গাড়িগুলোর দেখভালের গুরুদায়িত্ব। তার জন্য ওদের বিশেষ ভাবে ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছে। যাতে আমরা ভ্রমনকালীন সময়েও ওদের সার্ভিস পেতে পারি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন যে টেকনিক্যালি ওরা এখানে উপস্থিত নেই।' বিষয়টার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ফ্র্যাঙ্কলিন একটু এগিয়ে গিয়ে একজন কর্মচারীর শরীরের ভেতর দিয়ে হাত নিয়ে গেলেন। দেখে মনে হল একটা ধোঁয়া দিয়ে তৈরি অবয়বের ভেতর দিয়ে ওনার হাতটা চলে গেল। লোকটা সেটা বুঝতেও পারলো না।

'তার মানে,' হ্যারি বললো, চোখ কুঁচকে, 'ওরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে এবং আমাদের দেখতে পাচ্ছে। আমরাও ওদের দেখতে পাচ্ছি ওদের কথা শুনতে পারছি। অথচ ওরা আছে আমেরিকাতে আর আমরা আছি হগওয়ার্টসের মাঠে। যে কারণে আমরা ওদের ছুঁতে পারছি না।'

'একদমই তাই,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন।

জেমস প্রশ্ন করলো, 'তাহলে কী করে ওরা বা আমরা গাড়িটাকে ছুঁতে পারছি?'

জেমসের পিঠ চাপড়ে দিয়ে স্লাগহর্ন বললেন, 'খাসা প্রশ্ন করেছ জেমস?'

'সত্যিই ভালো প্রশ্ন,' ফ্র্যাঙ্কলিনও সায় দিলেন। 'আর এই উত্তরের সাথেই জড়িয়ে আছে, ইয়ে, মানে কোয়ান্টাম। সহজ উত্তরটা হলো এই গাড়িগুলো বানানো হয়েছে মাল্টি-ডাইমেনশনাল পদ্ধতিতে, যা আমরা নই। তত্ত্বানুসারে আমাদের জানা চারটে ডাইমেনশনের বাইরেও আরো অনেক ডাইমেনশন আছে, এটা আশা করি আপনারা জানেন?'

জেমস বাদে সবাই মাথা নাড়লো। ও এরকম কোনো তত্ত্বের কথা আগে শোনেনি। যদিও ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারছে।

ফ্র্যাঙ্কলিন বলে চললেন। 'তত্ত্ব অনুযায়ী অনেক এমন ডাইমেনশন আছে যাদের আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি না, কিন্তু তাদের অস্বীকার করাও যায় না। তারাও বাস্তব। আর এই সুত্র মেনেই প্রফেসর জ্যাক্সন একটা স্পেল বানিয়েছেন যা এই গাড়িগুলোকে ওই ডাইমেনশনের সাথে জুড়ে দেওয়া যায়। যার ফলে একই সাথে একই সময়ে দুটো আলাদা জায়গায় ওদের অস্তিত্ব বজায় থাকছে।

BanglaBook.org

কেবল মাত্র তখনই যখন গাড়িগুলো এই গ্যারেজের মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে। এখানে ওদের আনা হলেই ওরা ডাইমেনশনাল বুদবুদের দুই প্রান্ত ভেদ করার উপযোগী হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে ওদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে এক সাথে দুটো স্থানেই।'

'অসাধারণ,' স্লাগহর্ন বললেন, হরনেট গাড়িটায় হাত ছুঁইয়ে 'কি দারুণ ভাবে আপনাদের মেকানিকরা সাথে না এসেও তাদের কাজ ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন। আবার আপনারাও যেতে না পারলেও আপনাদের হোমের একটা ছোঁয়াটা সবসময় অনুভব করছেন।'

'একদম ঠিক বলেছেন,' ফ্র্যাঙ্কলিন সম্মতি জানালেন। 'এটা একটা বিশেষ ধরনের সুযোগসুবিধা আবার সাথে সাথেই একটু আরামদায়ক অনুভূতি ।'

নেভিলের আগ্রহ গাড়িগুলোর বিষয়ে জানার। 'ওগুলো স্বাভাবিক মেকানিক্যাল গাড়ি নাকি মন্ত্রপূত মেশিন?'

পাখাওয়ালা গাড়ি গুলোর বিষয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের বিস্তারিত বিবরণ শুনতে ভালো লাগছিল না জেমসের। ও এগিয়ে গেল সেই দিকটায় যেখান দিয়ে আমেরিকান স্কুলের এলাকাটা দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আলো ছড়ানো শুরু হয়েছে, গোলাপি রঙের আভা ছড়িয়ে পড়েছে ক্লক টাওয়ারে। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে ওখানে এখন সকাল ছটা। কি অদ্ভুত রকমের অস্বাভাবিক এবং দারুণ একটা ব্যাপার, জেমস ভাবলো। হাতটা বাড়িয়ে দিল নিজের, নিছক কৌতূহলে, ওখানকার শীতলতা অনুভব হয় কিনা দেখার জন্য। প্রথমে একটা অসাড় অনুভূতি ছেয়ে গেল ওর আঙ্গুলের ডগাগুলোতে, তারপরই স্পর্শ পেল ঝুলে থাকা ক্যানভাসের যা আপাতত অদৃশ্য। নিশ্চিতভাবেই ওখানে পৌঁছানোর বা ওখানকার হাওয়ায় শ্বাস নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

'খুব খারাপ লাগছে ছোট্ট বন্ধু এটা বলতে, যে তুমি এখানে আসতে পারবে না,' একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। জেমস তাকালো। প্রধান মেকানিক হাসি মুখে বীটল গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে। 'এখন আমাদের ব্রেকফাস্টের সময় এবং আজ আমরা খাবো মাশরুম অমলেট।'

জেমস হেসে বললো, 'বাহ দারুণ। এখানে এখন লাঞ্চ করার সময়।'

'প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন,' জেমস মি. রিক্রিয়ান্ট এর জোরালো কণ্ঠ শুনতে পেল। 'ইয়ে, বলছিলাম কি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল কোয়ালিশন এর অপ্রমাণিত যা ডার্ক ম্যাজিকের যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটার বাধা এই পুরো ব্যাপারটায় সামলালেন কিভাবে? নিশ্চিতভাবেই এরকম একটি অদ্বিতীয় জিনিসের সেফটির বিষয়টা বেশ গোলমেলে প্রমাণ করার পক্ষে।'

'হুম, একদম ঠিক কথা,' মি. রিক্রিয়ান্ট এর দিকে তাকিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন সম্মতি জানালেন। 'সৌভাগ্য বশত আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি। যে কারণেই বোধ হয় কোয়ালিশন এখনো সেভাবে এ বিষয়টার দিকে নজর দেয়নি। তাছাড়া প্রমাণ করাও বেশ কঠিন যে এর থেকে কোনো বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। যদি কোনো কারণে

BanglaBook.org

প্রফেসর জ্যাক্সনের মন্ত্র পুরোপুরি ফেল করে যায়, তাহলে সবচেয়ে খারাপ যেটা হবে তাহলো, আমাদের এই প্রিয় গাড়ি গুলোর বদলে ট্যাক্সি ভাড়া করে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'এক্সকিউজ মি ?' মিস সাকারিনা বলে উঠলেন বিস্ময়ের ওপর কোনো মতে হাসি বজায় রেখে। 'কী ভাড়া করে?'

'আমায় মাফ করবেন মিস,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন। 'ওটা মাগলদের গাড়ি। যা ভাড়ায় পাওয়া যায়। আমি একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেলেছি।'

সাকারিনা হাসিটাকে সামান্য প্রসারিত করলেন। 'হ্যাঁ, মানে, তাই তো। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম মাগলদের মেশিন সংক্রান্ত বিষয়ে আমেরিকান উইজার্ডদের একটা ফ্যাসিনেশন আছে। কি করে যে আমার এই ভুলটা হলো।'

ফ্র্যাঙ্কলিন সাক্রিনার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে একটু থমকে গেলেন। 'দেখুন, আমি আমার সহকর্মীদের ব্যাপারে বলতে পারবো না, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে এটা স্বীকার করতেই পারি যে আমি সত্যিই ভালোবাসি। এই গ্যারেজকে আপ্রিশিয়েট করার কারণ এটা আমাকে আমাদের বহনকারী যানবাহন দেখাশোনা করার অতিরিক্ত চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাছাড়া, আমার কখনোই ক্লান্তি বোধ হয় না এটা খুঁজে দেখতে যে কোন জিনিস কিভাবে কাজ করে। সাথে আমি চেষ্টা করি সেটাকে আরো উন্নত করার ।'

'উমম...বুঝলাম,' সাকারিনা সামান্য মাথা নেড়ে, গাড়িগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

স্টুটজ ড্রাগনফ্লাইটার হুডের তলায় একজন মেকানিক একটি তারে হাত ছোঁয়াতেই কিছু নীল আলোর বিচ্ছুরণ দেখা গেল। একটু ঝাঁকানি দিয়ে বেশ কিছু ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করার পর গাড়িটা পাখনা মেলে দিয়ে বেশ কয়েকবার ঝাপ্টালো। তারপর থেমে গেল। নেভিল কোনোক্রমে নিচু হয়ে ওটার ঝাপ্টা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সরে এলেন।

'দারুণ রিফ্লেক্স, নেভিল আর একটু হলেই খবর হয়ে যেত। যান্ত্রিকপাখার ঝাপ্টায় মানুষের পতন,' হ্যারি বললেন।

নেভিল হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো। হার্ডক্যাসল গলা ঝেড়ে নিয়ে বলেন, 'ম্যাম অ্যান্ড জেন্টলম্যান এবার বোধহয় আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, এবার যেতে হবে,' হ্যারি সম্মতি জানালেন। 'মিস্টার ফ্রাঙ্কলিন।'

ফ্র্যাঙ্কলিন হাত উঠালেন। 'আমি চাই আপনি আমায় বেন বলে ডাকুন। আমার বয়স তিনশো বছর, মানুন বা না মানুন, ওই মিস্টারটা শুনলেই আমার বয়েসের কথা মনে পড়ে যায়। এই আবদারটা রাখবেন কি?'

হ্যারি মুচকি হাসলেন। 'অবশ্যই রাখবো, বেন। তাহলে আজ রাতে ডিনারে আবার দেখা হচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ এই অসাধারণ গ্যারেজটা আমাদের দেখানোর

BanglaBook.org

জন্য।'

'আমাদের সৌভাগ্য,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন গর্বিত ভাবে। 'আপনি যখন স্টেটসে যাবেন আমি আপনাকে আরো একটা জিনিস দেখাবো। মনের চিন্তার শক্তিতে চালানো হচ্ছে এমন একটা প্রেস। আমি সেই ঘণ্টাটাও দেখাবো যেটা আমি বানিয়েছিলাম আমার দেশের জন্মের মুহূর্তে। যদিও ওটা এখন ভেঙে গেছে এবং ওরা আমাকে ওটা সারাতেও দেবে না।'

'ওনার কথা একদম শুনবেন না,' গ্রাহাম বলে উঠলেন হ্যারিদের উদ্দেশ্যে। 'উনি বিশ্বাস করিয়ে তবে ছাড়বেন যে স্ট্যাচু অফ লিবারটির তামাটাও উনিই গলিয়ে দিয়েছিলেন।' বাকি মেকানিকরা একসাথে হেসে উঠলো কথাটা শুনে।

ফ্র্যাঙ্কলিন ওদের দিকে চেয়ে মুখ ভেংচালেন। তারপর হ্যারিদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন। 'তাহলে বন্ধু, রাতেই দেখা হবে আবার। খিদে সঙ্গে করে এনো। আর সাথে দরকার মতো ঠাণ্ডার মন্ত্র। আমার মনে হয় মাদাম ডেলাক্রয় বিশেষ কিছু গাম্বো নিয়ে যাবেন।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
হ্যারির নৈশ অভিযান

ক্লাস শেষ হতেই জেমস ছুট লাগালো গ্রিফিন্ডর কমন রুমের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ওর ড্রেস খোলা প্রায় সারা হয়ে গেল। ইভিনিং ক্লোক আর জ্যাকেট পড়লো। এলোমেলো চুলটাকে বেসিনের জল দিয়ে একটু সমান করে নিলো। আয়নায় বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখলোও ভালো করে। তারপর আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে একেকবারে দুধাপ করে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে চললো ড্যাডের সাথে দেখা করতে।

স্যার ক্যাডোগানের পোর্ট্রেট এর কাছে নেভিলের সাথে অপেক্ষা করছিল হ্যারি।

‘সে ছিল এক তীব্র লড়াই বুঝলে কিনা,’ ক্যাডগান বলছিলেন নেভিলকে। নিজের ছবির মধ্যে তলোয়ারটাকে এদিকে ওদিকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে। নেভিল থতমত ভাবে শুনছিল। ‘আমি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম। ওখানেইতো ছিলাম। বোলোক্স হামফ্রে ছিল তার নাম, আর লড়ছিল একেবারে বীরের মতো। হেরে গেল যদিও, কিন্তু সে হার মহান রাজাদের মত সম্মানের। ঠিক তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে, শরীর ক্ষতবিক্ষত তবু লড়ে গিয়েছিল পাহাড়ী দৈত্যর মতো

BanglaBook.org

তেজ নিয়ে। সাহসী মানুষ। অতি বীর!'

জেমসকে আসতে দেখেই নেভিল চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ওই তো জেমস এসে গেছে, আমরা এখানে।' হ্যারি আর স্যার ক্যাডোগান তাকালেন। হ্যারি হাসিমুখে দেখতে থাকলেন জেমসকে।

'তোমার মাম খুব খুশি হবে এটা জেনে যে তুমি এই ক্লোকটা পরেছো।'

'সত্যি কথাটা হলো আমি আজই প্রথম এটাকে ট্রাঙ্ক থেকে বের করলাম,' জেমস অকপটে বললো, মুচকি হেসে।

হ্যারি মাথা নেড়ে বললেন, 'তার মানে আজকের পর ওটা আবার ট্রাঙ্কের ভেতরেই ঢুকে যাবে, তাইতো?'

'একেবারে।'

'ভালো ছেলে,' হ্যারি স্বীকৃতির সুরে বললো। ওরা এগিয়ে চললো একটা সিঁড়ির দিকে।

'আরে চলে যাচ্ছ কেন, থামো!' ক্যাডোগান চেঁচিয়ে বললেন, এক লাফে ফ্রেমের সামনেটায় এসে, তলোয়ারটাকে খাপে ঢুকিয়ে। 'ব্যাটল অফ রেড মেজেস এর কথা তোমাদের বলিনি না? এই এলাকায় ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝড়ানো গণহত্যা! ঠিক ওই সিঁড়িটার ধাপের কাছেই হয়েছিল! ও শুনবে না, ঠিক আছে পরেরবারই বলবো তাহলে। সাহসী হও!'

'উনি কে?' পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে জেমস জানতে চাইলো।

'জেনে যাবে সময় হলেই, 'নেভিল বললেন। 'আপাতত না জানার মজাটা যতক্ষণ পারো উপভোগ করে নাও।'

চলতে চলতে জেমস শুনতে পেল ওর ড্যাড নেভিলকে বলছেন এই মুহূর্তে মন্ত্রণালয়ের হাল হকিকতের খবরাখবর। নকল পোর্টকি কাণ্ডে অনেক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে অনেক ট্রলকে দেখা গিয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সমস্ত বদমাশদের জন্য যারা মাগলদের এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। নতুন মন্ত্রী, লোকুয়াসিয়াস ন্যাপ, এশিয়ান উইজার্ডিং কমিউনিটির সাথে ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যেখানে "ফ্লাইং কারপেট" এবং "শেডস" নামক কিছু একটার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথাও থাকবে।

'ঘুরিয়ে বললে,' হ্যারি, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আসল ব্যাপার আগেও যা ছিল এখনো তাই-ই থেকে যাচ্ছে। এখানে ওখানে ছোটখাটো গণ্ডগোল হচ্ছে। ছোট্ট ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে। বিক্ষোভ হচ্ছে। সাথে চলেছে রাজনীতি আর পেপারওয়ার্কসের খেলা।'

মুচকি হেসে নেভিল বললেন, 'তার মানে কি তুমি এটাই বলতে চাও যে এই শান্তিপূর্ণ অবস্থাটা একজন অরোরের পক্ষে যথেষ্টই বিরক্তিকর এবং একঘেয়ে।'

BanglaBook.org

হ্যারি হাসলেন। 'হ্যাঁ তা বলতে পারো। আমার কাজটা আর তত উত্তেজনাপূর্ণ নেই, অবশ্য এর জন্য আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই উচিত, বোধহয়? এই কারণেই আমি জিনি, লিল আর অ্যালবাসের সাথে বেশির ভাগ রাত গুলো বাড়িতে কাটানোর সময় পাচ্ছি।' জেমসের দিকে তাকালেন একবার। 'আর সেকারণেই একটা সুযোগও হয়ে গেল অ্যাম্বাসাডারের বিশেষ অনুমতিতে হগওয়ার্টসে আসার। আমার ছেলের সাথে দেখা করার।'

'খবরটা পেয়েছিস বোধ হয়, জেমসের এর মধ্যেই একবার ডাক পড়েছে ম্যাকগোনাগলের অফিসে,' নেভিল চাপা স্বরে বললো।

'তাই নাকি?' হ্যারি বললো জেমসের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে। 'তা কী জন্যে?'

নেভিল ভ্রু উঁচিয়ে এমন ভঙ্গি করলো যার অর্থ, নিজেই জেনে নাও।

'আমি, ইয়ে, একটা জানালা ভেঙেছি।'

হ্যারির হাসি সামান্য কঠিন হল, 'ঠিক আছে, আমি পরে শুনবো কী হয়েছিল ব্যাপারটা,' কিছুটা চিন্তা যেন মিশে থাকলো কথাগুলোয়। জেমসের মনে হচ্ছিল ওর ড্যাডের তাকানোর একটা চাপ যেন অনুভূত হচ্ছে।

ওরা একটা জোড়া দরজার কাছে এসে গেল। দুটো দরজাই হাট করে খোলা। ভেতরে হল ঘর থেকে ভেসে আসছে খাবারের সুগন্ধ।

'আমরা এসে গেছি,' নেভিল বললেন, সরে দাঁড়িয়ে জেমস আর হ্যারিকে আগে ঢোকার সুযোগ দিয়ে। 'এটাই আপাতত আমেরিকানদের থাকার জায়গা। দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ব্যবস্থাটা করা হয়েছে। সাময়িকভাবে এর সাথে রিক্রিয়েশনাল এরিয়া, কমন রুম, রান্নাঘর এবং আনুষাঙ্গিক প্রয়োজন এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।'

'বাহ! দারুণ,' হ্যারি চারদিক দেখতে দেখতে বললো। কমন রুমটা খুব একটা বড় নয় গোলাকৃতি দেওয়াল, পুরোনো কড়ি বড়গার সিলিং, একটা ফাটল ধরা ফায়ারপ্লেস এবং দুটো দারুণ লম্বা সরু জানালা। আমেরিকানরা অবশ্য তার মধ্যেই সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। মেঝেতে পাতা হয়েছে ভাল্লুকের চামড়ার কার্পেট। দেওয়ালে ঝুলছে রঙবেরঙের ট্যাপেস্ট্রি। ঘরের মধ্যে চারপাশ জুড়ে থাকা পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি থেকেও ঝুলছে বেশ কিছু। একটা বিরাট মাপের তিন থাকের বুকসেলফে অনেক মোটা মোটা বই সাজানো। যাদের নাগাল পেতে চাকা লাগানো সরু মই ভরসা। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যা চোখ টেনে নিচ্ছে তা হল পিতলের গিয়ার এবং আয়না যুক্ত লেন্স লাগানো একটি জটিল কলাকৃতি। ঝুলছে সিলিং থেকে। ঘরের ওপরের অংশটা জুড়ে আছে এবং ঘুরছে, খুবই আস্তে আস্তে। জেমসও অবাক হয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘোরার সাথে সাথে ওটা থেকে মৃদু ক্যাঁচ কোঁচ এবং ক্লিক ক্লিক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'আমার তৈরি ডে লাইট সেভিং ডিভাইসটার দিকে তাহলে তোমাদের নজর পড়েছে,' বেন ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, ঘোরানো সিঁড়ির তলায় অবস্থিত এক বিরাট মাপের

BanglaBook.org

আর্চ ডোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে। 'এটা আমার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বিশেষ করে আমি যখন কোনো দীর্ঘদিনের সফরে যাই। অবশ্য একে বহন করা এবং সেটআপ করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার।'

'অসাধারণ,' নেভিল বললেন, ধীর গতিতে ঘুরতে থাকা আয়না এবং বিভিন্ন চক্রের ঘূর্ণন দেখতে দেখতে। 'এটা ঠিক কী কাজ করে?'

আগ্রহের সাথে ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, 'আসুন বুঝিয়ে দিই। বলে রাখা ভালো এটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে পূর্ণ দিবালোকে। তবে চাঁদ তারা যুক্ত ঝকঝকে রাতের আকাশ পেলেও এটা ভালো আলোর সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়। আশা করছি এরকম একটা সন্ধেতেও এটা ভালোই কাজ করে দেখাবে। দেখি কী করতে পারি...'

উনি এগিয়ে গেলেন একটি বহু ব্যবহৃত হাইব্যাক চামড়া মোড়ানো চেয়ারের দিকে। বসলেন ওটাতে বেশ যত্ন নিয়ে। তারপর দেওয়ালের একটা চার্টের দিকে তাকালেন। 'আজ তেসরা সেপ্টেম্বর, তাই তো। চাঁদ এখন চতুর্থ ঘরে অবস্থান করছে। হ্যাঁ, তাহলে একটু দেখি...সময় সাতটা বেজে পনের মিনিট। বৃহস্পতি এগিয়ে যাচ্ছে সর্বশেষ, .উমম...হুম...

ফ্র্যাঙ্কলিন বিড়বিড় করতে নিজের জাদু দণ্ডটাকে তাক করলেন কিছু নির্দিষ্ট যন্ত্রের দিকে। গিয়ারগুলো সমেত সমগ্র যন্ত্রটা যেন প্রাণ পেলো। কিছু জায়গা প্রসারিত হলো কিছু গেল গুটিল। আয়নাগুলো সরে সরে গিয়ে ঘুরতে থাকা লেন্সগুলোর পেছন দিকে চলে গেল, এর অর্থ বিস্তারন ঘটলো ওদের ক্ষমতার।

সমগ্র যন্ত্রটাকে ধরে থাকা দণ্ডটি শুরু করলো ঘুরতে। ফ্র্যাঙ্কলিনের জাদুদণ্ডের তালে তালে যেন এবার নাচতে শুরু করলো, একটা নির্দিষ্ট ছন্দে যার নির্দেশ ওনার মাথা থেকে আসছে। ওটা ঘুরতে শুরু করার সাথে সাথেই একটা অবয়ব তৈরি হতে শুরু হল ওটার মাঝে। এক আয়না থেকে আরেক আয়নায় বিচ্ছুরিত হতে থাকল এক গোলাপি ভুতুড়ে আলো। পেন্সিলের মতো সরু। ভেসে থাকা ধুলোর কনাগুলো পরিণত হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নি বিন্দুতে। অনেক অনেক আলোর সরু সরু রশ্মি রেখা নড়েচড়ে আলোর নাচ দেখিয়ে গঠন করতে থাকলো এক জ্যামিতিক আকৃতি। একেবারে মধ্যে শুরু হল কম্পন। জেমস মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল ছোট্ট ছোট্ট গ্রহাণু যেন বেরিয়ে আসছে রঙিন আলোর ভেতর থেকে এবং সংযুক্ত হচ্ছে একে ওপরের সাথে। ওরাও শুরু করলো ঘূর্ণন। দুটো বড় মাপের আকৃতি দেখা গেল একেবারে কেন্দ্র স্থলে। জেমস চিনতে পারলো ওদের, চাঁদ এবং সূর্য। সূর্যের রঙ গোলাপি, আলো ছড়িয়ে পড়ছে কয়েক ফুট জায়গা জুড়ে চারপাশে। চাঁদটা ছোট কিন্তু তুলনায় "সলিড", সিলভার কোয়াফেলের মতো। দুটি অংশ নিখুঁত ভাবে বিভক্ত আলো এবং অন্ধকারে। ঘুরছে আস্তে আস্তে। সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডলী এখন প্রতিভাত, ঘুরপাক খাচ্ছে। ওদের আলো পিতলের যন্ত্রটায় প্রতিফলিত হয়ে মায়াময় এক জগতের জন্ম দিয়েছে ঘরটায়।

Bangla2Book.org

'প্রকৃতির আলোর চেয়ে স্বাস্থ্যকর আর কিছুই নেই,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন। 'জানালা দিয়ে আসা আলোকে চেষ্টা করেছি ধরার, তারপর তাকে জমাট বাঁধিয়েছি লেন্স আর আয়নার সঠিক সংস্থাপনে। নিজস্ব অপ্টিক্যাল ক্ল্যারিটি মন্ত্র দিয়ে আলোকে ছেঁকে নিয়েছি। আর তারই ফসল, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। চোখের পক্ষে খুব ভালো, রক্তের পক্ষেও এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যের পক্ষে।'

হ্যারি নিঃশ্বাস না ফেলেই জিজ্ঞাসা করলো, 'এটাই কি আপনার দীর্ঘজীবনের চাবিকাঠি?'

'হ্যাঁ বলতেই পারি, তবে এটা খুব সামান্য একটা অংশ ওই ব্যাপারে।' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন উচ্ছ্বাসহীন স্বরে। 'আমি রাতের বেলায় পড়তে ভালোবাসি। আর টর্চ ব্যবহারের তুলনায় এটা বেশি মজার।' জেমসের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

প্রফেসর জ্যাক্সনের আগমন হলো সেই একই আর্চ ডোরের তলা দিয়ে। জেমস দেখতে পেল ফ্র্যাঙ্কলিন ওনার দিকে তাকালেন, ওনার মুখে ক্লান্তির ছাপ। 'ডিনার সারভ করা হয়ে গেছে। আমরা কি ডিনার রুমে যাবো নাকি এখানেই আনার ব্যবস্থা করবো?'

হ্যারি, জেমস, নেভিল, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা ছাড়াও হগওয়ার্টস এর বেশির ভাগ শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত হয়েছে, প্রফেসর কারিও ছিলেন ওখানে। জেমসকে হতচকিত করে কারি হ্যারিকে জানালেন জেমসের ফুটবল খেলায় দক্ষতার কথা। সাথেই নিশ্চিত করলেন যে এই দক্ষতা যাতে চরম শিখরে পৌছাতে পারে আর ব্যবস্থা করবেন উনি।

ড্যাডের কথা মোটেই মিললো না, খাদ্যসম্ভার যথেষ্টই উপভোগ্য এবং বিভিন্ন ধরনের। মাদাম ডেলাক্রয় এর গাম্বো পরিবেশিত হল সবার আগে। উনি ওটা নিজেই বয়ে নিয়ে এলেন, দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও একটা ফোঁটাও না ফেলে উনি ওটাকে টেবিলে এনে রাখলেন। এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ভাবে, উনি নিজ জাদুদণ্ড, যা ব্যাঁকা চোরা ভয়ানক -আঙুরগাছের শিকড়ের মতো দেখতে, তা দিয়ে বড় হাতাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সকলের বাটিতে খাবারটি পরিবেশন করে দিলেন। পুরো সময়টা বিড়বিড় করতে করতে তাকিয়ে থাকলেন সিলিং এর দিকে । গাম্বোটা দারুণ মশলাদার, সাথে চিংড়ি আর সসেজ মেশানো। তবু জেমসের বেশ ভালোই লাগলো। এর পরে এলো রোল এবং বিভিন্ন রকম মাখন। যেখানে একটা বাদামী চটচটে মণ্ড ছিল যেটাকে জ্যাক্সন চিনিয়ে দিলেন আপেলের মাখন বলে। জেমস প্রথমে একটু চেখে দেখলো, তারপর পরিমানে অনেকটাই তুলে নিল তার রোলটায় মাখিয়ে নেওয়ার জন্য।

প্রধান খাবার রুপে ছিল মিন্ট জেলি দেওয়া ভেড়ার মাংস। এই টিপিক্যাল আমেরিকান খাবারটা কী সেটা বুঝতে না পেরে জেমস জানতে চাইলো ।

'জেমস, আমেরিকান খাবার বলে কিছু নেই,' জ্যাক্সন বললেন। 'আমাদের রান্না বান্না, একেবারে আমাদের জনগণের মতো। অনেক রকম বিশ্ব সংস্কৃতির মেলবন্ধন।'

BanglaBook.org

ফ্র্যাঙ্কলিন ফুট কেটে বললেন, 'মোটেই ওটা সত্যি বলা হলো না। আমরা স্পাইসি বাফেলো উইং খাবারটার বিষয়ে নিজেদের মালিকানা জাহির করতেই পারি, ওটা একেবারে আমাদের নিজেদের।'

জেমস আগ্রহ সহকারে জানতে চাইলো. 'আজ রাতে কি সেটা খেতে দেওয়া হবে?'

'আমি দুঃখিত,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন,' ওতে যা যা মশলা লাগে তা যোগাড় করা বেশ কঠিন। অবশ্য তুমি যদি মাদাম ডেলাক্রয় এর অদ্বিতীয় ভুডু ক্ষমতার সাহায্য নাও তাহলে সবই সম্ভব।'

'ও বাবা, তাই বুঝি?' নেভিল বলে উঠলেন আর খানিকটা মিন্ট জেলি নিতে নিতে। 'মাদাম তা সেই ব্যাপারটা কী?'

প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে একটা অন্ধ চোখের ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে যেন কিছুটা সামলে নিলেন মাদাম ডেলাক্রয়। 'ওই বুড়ো ভদ্রলোক, ঠিকঠাক বোঝেন না কী নিয়ে কি মন্তব্য করতে হয়। বিশ্বস্ত সুত্রের খবর অনুসারে উনি নিজের যন্ত্রপাতি আর গিজমো ছাড়া এসব ব্যাপারে একটু কম জানেন।'

ফ্র্যাঙ্কলিন হাসলেন, তবে সেটা শীতল হাসি। 'মাদাম ডেলাক্রয় অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। আপনারা হয়তো জানেন, উনি হলেন আমাদের দেশের অন্যতমা বিশেষজ্ঞা রিমোট ফিজিও-অ্যাপারিশন বিষয়ে। জেমস তুমি কি জানো এর কী অর্থ?'

জেমসের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এবং মাদাম ডেলাক্রয় এর সাদা চোখের দৃষ্টি ওকে সেটা বলতেই বাধ্য করছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন ওর দিকেই তাকিয়েছিলেন, একটা উত্তরের আশায়। জেমস মাথা নাড়লো নেতিবাচক ভাবে। ফ্র্যাঙ্কলিন কিছু বলার আগেই হ্যারি বলে উঠলেন।

'এর একটাই অর্থ মাদামের আছে, যাকে বলে, এদিকে ওদিকে বিশেষভাবে ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা।'

ফ্র্যাঙ্কলিন হেসে উঠলেন, 'বিশেষ ভাবে বললে কথাটা একতরফা হয়ে যাবে।' হাসির ধরনটা জেমসের ভালো লাগলো না। কেমন যেন একটা হেয়ভাব মাখানো। ও লক্ষ্য করেছে ইতিমধ্যেই প্রফেসর তিন পাত্র গলায় ঢেলে ফেলেছেন। 'জেমস, ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করে দেখো। রিমোট ফিজিও-অ্যাপারিশন, কিছুই কি মাথায় আসছে না? এর অর্থ হলো ওই বেচারি অন্ধ বুড়ি মাদাম ডেলাক্রয় নিজেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে পারেন, বা বলতে পারো নিজের একটা প্রতিরুপকে পাঠাতে পারেন এ বিশ্বের যেকোনো স্থানে। যা হোক কিছু আনার জন্য। এবং ফিরিয়েও দিতে পারেন দরকার মতো। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হল, যাকে উনি নিজের প্রতিরুপে পাঠান সে বেচারিও হয় না, হয় না বৃদ্ধা বা অন্ধ।'

ডেলাক্রয় আবারও সেই অন্ধের দৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কলিনের কাঁধের ওপর কোনো একটা জায়গায় চেয়ে রইলেন। মুখে চেপেছে রাগের একটা মুখোশ। তারপরই হাসলেন,

BanglaBook.org

ঠিক যেমনটা জেমস দেখেছিল যেদিন উনি এই স্কুলে আসেন। হাসির সাথে সাথেই যেন মুখটা বদলে গেল। 'ওহো ডিয়ার প্রফেসর, আপনি এমন এমন সব গল্প ফাঁদেন না।' কথা গুলো উচ্চারন করলেন ওজন মেপে মেপে। 'আমার দক্ষতা সেরকম বড় কিছু নয় যা আপনারা বলেন। আর বয়স হওয়ার সাথে সাথে তো সেই দক্ষতাও অনেক কমে গেছে। আমি যদি আপনার কথা মতো ওরকম প্রতিরুপ বানাতেই পারতাম তাহলে আমার এই আসল রুপটা কেউ দেখতেই পেতো না।'

ঘরের দম বন্ধ করা পরিবেশটা কাটলো এবং শোনা গেল হাসির শব্দ। ফ্র্যাঙ্কলিন হাসলেন তবে সেটা না হাসার মতোই ।

ডেজার্ট খাওয়ার পর্ব চোকার পর, হ্যারি, জেমস এবং অন্য হগওয়ার্টস সদস্যরা ফিরে গেল কমন রুমটায়। যেখানে ফ্র্যাঙ্কলিনের ডেলাইট সেভিংস ডেলাইট যন্ত্র আপাতত তার আওতায় এনে দেখাচ্ছে এক মিল্কিওয়েকে। ঘরটায় এখন ছেয়ে আছে রূপালি আলোর ছায়া। জেমসের মনে হচ্ছিল আলোগুলো যেন ওর চামড়াকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। জ্যাক্সন ডিনারের পর বয়স্ক মানুষদের আহ্বান জানালেন সামান্য ককটেল পানীয় গ্রহণের জন্য। যেগুলো এলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাসে নেভিল ওরটা ছুঁলেন না। মিস সাকারিনা এবং মি. রিক্রিয়ান্ট এক পাত্র করে খেয়ে জোর করে হাসার চেষ্টা করতে থাকলেন। হ্যারি আলোতে তুলে ধরে কালচে বাদামী পানীয়টা দেখেই একচুমুকে পুরোটা খেয়ে নিলেন। তারপর চোখ কুঁচকে মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলতে না পেরে প্রশ্নসূচক চোখে প্রফেসর জ্যাক্সনের দিকে তাকালেন ।'

জ্যাক্সন জানালেন, 'অতি উত্তম মানের জিনিস, টেনেসিতে প্রস্তুত। শুধু ওর সাথে একটু উইজার্ড আফটারবার্ন মেশানো হয়েছে।

অবশেষে, হ্যারি আমেরিকাদের বিদায় জানালেন গুডনাইট সম্ভাষন করে।

অন্ধকার করিডোরে সিঁড়ির ধাপ খুঁজতে খুঁজতে হ্যারি জেমসের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে থাকলেন।

'জেমস তুমি কি আমার সাথে গেস্ট কোয়ার্টারে থাকতে চাও? কারণ কাল কতটা সময় পাবো তোর সাথে দেখা করার তা বলতে পারছি না। দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে দিনটা। আমেরিকানদের সাথে মিটিং। তারপর আবার ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাম্বাসাডোরিয়াল রিলেশন থেকে আসা বন্ধুদের সাথে। কোনো ভাবে বিশেষ কোনো "আন্তর্জাতিক ঘটনা"র সূচনা না হয়ে যায় সেদিকেও নজর রাখতে হবে তার পরপরই আমি রওনা দেব বাড়ির পথে। তাই বলছি, কী করবি?'

'অবশ্যই থাকবো!' জেমস সটান বলে দিল। 'তোমার কোয়ার্টারটা কোথায়?'

হ্যারি হাসলেন। 'দ্যাখ তাহলে মজাটা,' শান্ত ভাবে বললেন, হাঁটা থামিয়ে দাঁড়ালেন হলের মাঝে। এলোমেলোভাবে এদিকে ওদিকে পাইচারী করলেন, তাকালেন ঝাপসা সিলিং এর দিকে। 'আমি চাই একটা দারুণ ঘর আজ রাতের জন্য, সাথে দুটো আরামদায়ক বিছানা আমার এবং আমার ছেলে জেমসের জন্য।'

Banglabook.org

জেমস অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল ড্যাডের দিকে। বেশ কয়েক মুহূর্ত চলে গেল, হ্যারি পদচারণা করেই চলেছেন। মনে হচ্ছে উনি যেন একটা কিছুর অপেক্ষা করছেন। জেমস সবেমাত্র জিজ্ঞাসা করতে যাবে ব্যাপারটা কী, তার আগেই একটা শব্দ ওর কানে এলো। ওদের দেওয়ালের পেছন থেকেই এলো হালকা একটা কম্পন এবং কিছু ঘসটানোর আওয়াজ। জেমস ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো পাথুরে দেওয়ালে শুরু হয়েছে নড়াচড়া। চোখের নিমেষে ওখানে আবির্ভাব হল একটা বড় দরজার যা একটু আগেও ওখানে ছিল না। হ্যারি ছেলের দিকে সবজান্তার হাসি মুখে তাকালেন এবং এগিয়ে গিয়ে খুললেন দরজাটা।

ভেতরটা একটা বড় অ্যাপার্টমেন্টের মতো। সাজানো আছে দুটো বিছানা, দু থাকে। দেওয়ালে ঝুলছে গ্রিফিন্ডর পোস্টার। ওয়াড্রোবে হ্যারির ট্রাঙ্ক আর জেমসের স্কুলের পোশাক এবং একটা সাজানো গোছানো ওয়াশরুম। জেমস ভেতরে ঢুকে, কোনো কথা না বলে চারদিকটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

'এটা হল রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট,' হ্যারি বললেন, একটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসে। 'মনে হয় না আগে তোকে কোনোদিন এই ব্যাপারে বলেছি।'

জেমস বিছানায় যাওয়ার উদ্যোগ নিলেও লক্ষ্য করলো হ্যারি বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে জিন্সের প্যান্ট আর সোয়েটার পড়ে নিল।

'আমায় একটু বেরোতে হবে,' হ্যারি জেমসকে বললেন। 'ডিনারের পর প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে একটু দেখা করতে বললেন। কালকের মিটিং এর বিষয়ের বাইরে কিছু ব্যাপারে আলোচনা করতে চান।' কথা বলার ভঙ্গিতেই জেমস বুঝতে পারলো যে ওর ড্যাড এই প্রাইভেট মিটিংটার ব্যাপারে অফিশিয়াল মিটিং এর চেয়েও বেশি আগ্রহী। 'খুব একটা দেরী হবে না আমার। আর আমি এই হলের নিচেই থাকবো। আমেরিকানদের থাকার জায়গাটায়। কাল ব্রেকফাস্টে দেখা হচ্ছে তাহলে?'

জেমস খুশি মনেই মাথা নাড়লো। ও ড্যাডকে কুইডিচ মাঠে ওর বিচ্ছিরি রকমের ঘটনাটার কথা এখনো বলার সাহস করে উঠতে পারেনি। সেই বলাটা যত দেরী করে হয় সেটাই ভালো।

হ্যারি চলে যাওয়ার পর, জেমস ওপরের বিছানাটায় উঠে শুলো। ভাবতে থাকলো সন্ধে থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে। প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন হঠাৎ করে অসৌজন্য সূচক ব্যবহার ওকে অবাক করে দিয়েছে। ভুডু কুঈন মাদাম ডেলাক্রয় এর হাসির সাথে সাথে চরিত্রের ভোলোবদলটাও মনে দাগ কাটার মতো। না দেখতে পেয়েও ঠিকঠাক ভাবে নিজের অদ্ভুতদর্শন কালো জাদুদণ্ডটা দিয়ে এক ফোঁটা ঝোল না ফেলে চামচটাকে নিয়ন্ত্রণ করাটাও ওর মনের আয়নায় ভেসে উঠলো।

জেমস বুঝতে পারলো এখন কোনো ভাবেই ওর ঘুম আসবে না বিছানা থেকে নেমে ঘরটাকে ভালো করে দেখা শুরু করলো। ওয়ার্ডকরোবটার একেবারে নিচে

BanglaBook.org

ড্যাডের ট্রাঙ্কটা, খোলা অবস্থায় রাখা। জেমস তাকালো ওটার দিকে, থমকে গেল এবং ঝুঁকলো ভালো করে দেখার জন্য। ও ভালোই বুঝতে পারছে ও কি দেখতে পাচ্ছে ট্রাঙ্কটার ভেতরে। অবাক হচ্ছে তার থেকেও বেশি ড্যাড ওটা সঙ্গে করে এনেছে বলে। এখানে ওটা ড্যাডের কী কাজে দরকার? জেমস একটু ভাবলো তারপর ট্রাঙ্কটার ভেতর থেকে তুলে নিলো ইনভিজিবল ক্লোকটা। ভাঁজ খুললো ওটার, বেশ বড় ঝুল।

স্কুল জীবনে হ্যারি পটার নিজে কতবার এই পোশাকটার অন্তরালে থেকে সুরক্ষিতভাবে হগওয়ার্টসে অভিযান করেছেন? জেমস অনেক গল্প শুনেছে, ড্যাডের কাছে। রন আঙ্কলের কাছে এবং হারমাইওনি আন্টির কাছে। ও বুঝতে পারছে এটা একটা দারুণ সুযোগ যা হাতছাড়া করা উচিত না। কিন্তু যাবেটা কোথায়?

একটু ভাবতেই ওর মুখে ফুটে উঠলো এক দুষ্টুমির হাসি। ঝপ করে ওটা পরে নিলো, আগেও বার কয়েক পড়েছে এটা বাড়িতে খেলার ছলে। এই মুহূর্তে জেমসকে আর দেখা যাচ্ছিল না। রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের দরজাটা নিজে নিজেই খুলে গেল বলে প্রতিভাত হল। তারপর বন্ধও হলো নিঃশব্দে।

পা টিপে টিপে জেমস এগিয়ে চললো আলমা আলেরনের প্রতিনিধিরা যেখানে থাকছেন সেই দিকে।

***

জেমস করিডোরটার অর্ধেক পার হয়েছে সবে। তখনই একটা কিছু নড়া চড়া করতে দেখা গেল। মি. ফিলচের বদমাইশ বিড়ালটা। ফুট কুড়ি দূর থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে। জেমস দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল। 'তোর তো এতোদিনে মরে ভুত হয়ে যাওয়ার কথা, হতচ্ছাড়া পুরোনো লোমের বান্ডিল?' নিজের ভাগ্যকে গাল দিতে দিতে ফিসফিস করে বললো জেমস। ওর পেছন পেছন এলো আর এক বিপদ, শোনা গেল ফিলচের কণ্ঠস্বর।

'ধরে ফেল তো দেখি সোনা আমার,' সুর খেলিয়ে বলছিল ফিলচ। 'ওই পুচকেটা যেন পালাতে না পারে। এমন শিক্ষা দিবি যাতে ওই ইদুরের সাঙ্গপাঙ্গগুলো ভয়ে কেঁপে ওঠে।' ফিলচের ছায়ার অংশ এবার দেখা গেল, মাপে বাড়ছে এগিয়ে আসার সাথে সাথে।

জেমস জানে যে ও অদৃশ্য হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও নিজেকে দেওয়ালের সাথে মিশিয়ে নেওয়ার ইচ্ছেটা দমন করতে পারলো না। দরজা আর একটা দেওয়ালে ঝোলানো বর্মের সরু ফাঁকে গুঁজে দিল নিজের শরীরটাকে। চেষ্টা করতে থাকলো নিঃশ্বাসের শব্দটা কমানোর এবং অল্প করে নেওয়ার।

বর্মটার কনুই এর পাশ দিয়ে উঁকি মারলো। ফিলচ এসে গেছে করিডোরের সংযোগস্থলটায়, স্খলিত পদচারনা। 'কিরে ওরা কি লুকানোর গর্ত খুঁজে পেয়ে গেল?

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলো মিসেস নরিসের উদ্দেশ্যে। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করলো একটা রূপালি রঙের ফ্লাস্ক। ভেতরের পানীয় এক চুমুক খেয়ে মুখটা মুছলো জামার হাতায়, ঢাকনা লাগালো ফ্লাস্কটার। 'ওই ওই ওরা আসছে, এদিকেই আসছে, এদিকে চলে আয় সোনা। আয় আয়।'

দুটো ইদুর এদিক ওদিক ছোটা ছুটি করে ফিলচের পায়ের দিকেই এগিয়ে গেল। মিসেস নরিস ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ধরার জন্য। নাগাল অবশ্য পেলো না। ইদুর দুটো ছুটে এলো জেমস যেখানটায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। মিসেস নড়িস ও গড়গড় শব্দ করে পিছু নিলো। জেমস শিউরে উঠলো, ইদুর দুটো বর্ম দিয়ে উঠে ওর ইনভিজিবল ক্লোকের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে। ওদের ঠাণ্ডা খুদে খুদে পা জেমসের পায়ের পাতার ওপর। তারপর চুপ করে স্থির হয়ে গেল দুটোতেই ওর পায়ের ফাঁকটাতে। যেন একটা লুকানোর জায়গা পেয়ে গেছে ওরা। জেমস চেষ্টা করলো ওদের লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়ার, কিন্তু দুটোই নাছোড়বান্দা।

মিসেস নরিস এদিক ওদিক থাবড়ে থাবড়ে দেখছিল। ওর নখ ঘষার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। ইনভিজিবল ক্লোকটার কাছে এসে দাঁড়ালো। এপাশ ওপাশ দেখলো। চোখ দুটো ঝলসে উঠলো যেন। বুঝতে পারছিল কাছাকাছি কোথায় ইঁদুরগুলো আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলো না।

'খবরদার আমায় বোঝাতে চাস না যে ওরা তোকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে,' ফিলচ বললো ওদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে।

জেমস নজর রাখছিল মিসেস নরিসের দিকে। অনেক বছর আগে বিড়ালটার সাথে এই বিশেষ পোশাকের মোলাকাত হয়েছিল। রন আঙ্কল আর হারমাইওনি আন্টি দুজনেই সে গল্প বলেছেন ওকে।

হয়তো ও সেই চেনা গন্ধটা আবার পাচ্ছে। অথবা ও জেমসের অস্তিত্ব বুঝতে পারছে, ওর তাপমাত্রা বা ওর গন্ধ বা ওর হৃদপিণ্ডের শব্দের মাধ্যমে।

'আমার সোনামনি, পাতি হেরো পার্টি হোয়োনা মিসেস নরিস,' ফিলচ আরো খানিকটা এগিয়ে এসে বললো। এতটাই কাছে এসে গেছে যে হাত বাড়ালেই জেমসকে ছুঁতে পারবে। 'ও দুটো যদি পালায়, ওরা নিশ্চিত গিয়ে নিজেদের বন্ধুদের বলবে। আর সেটা একটা বিরাট পরাজয় হবে তোর পক্ষে।'

মিসেস নরিস আর একটু এগোলো। জেমসের পায়ের মধ্যে বসে থাকা ইঁদুর দুটো কুঁকড়ে গেল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো, পিছিয়ে গেল একটু। মিসেস নরিস থাবা উঠালো। জেমসকে কাঁপিয়ে দিয়ে সেই থাবা আছড়ে পড়লো অদৃশ্য পোষাকের কানায়। ফ্যাঁস করে ডেকে উঠলো বিড়ালটা।

যে শব্দ শুনে ইঁদুর দুটো আরো কুঁকড়ে গেল। কিন্তু হঠাৎই ভয়ডর ঝেড়ে ফেলে সোজা দৌড় লাগালো মিসেস নরিসের পা লক্ষ্য করে।

যা দেখে লাফিয়ে উঠলো বিড়ালটা। ঘুরে তাকালো ইঁদুর দুটোর করিডোর দিয়ে ছুটে পালানোর দিকে।

BanglaBook.org

ফিলচ খ্যালখেলিয়ে হেসে উঠলো।

'ওহ সোনা আমার, ওরা তোকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে! যদিও আমি ওটা আশা করিনি। ওই যে ওরা পালাচ্ছে, যা যা ওদের ধরগে যা।'

কিন্তু মিসেস নরিস আবার জেমসের দিকেই ফিরলো, চকচকে কমলা চোখ দুটো চক চক করছে। বিস্তৃত হয়েছে চোখের মনি কাটা দাগ।

'যা, মিসেস নরিস, যা!' ফিলচের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ছোঁয়া। এক লাথি মারলো সে। ইঁদুরগুলোর দিকে ছিটকে গেল বিড়ালটা। জেমসের কাছ থেকে চলে গেল দূরে। ইঁদুরগুলোকে অবশ্য আর দেখা যাচ্ছে না, করিডোরের কোনো কোনায় লুকিয়ে পড়েছে। ফিলচের পা ঠেকলো ক্লোকটায়। ফিলচ একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া অনুভব করলো পায়ের পাতায়।

মিসেস নরিস ঘুরে জেমসের দিকে তাকিয়ে ফ্যাঁসস করে ডাক ছাড়লো। ফিলচের মনোযোগ অবশ্য লুকিয়ে পড়া ইঁদুরদের দিকে। 'ব্যাটা কানার হদ্দ, ওরা ওই দিকে গেছে। উফ ভাবতেই পারছি না দুটো বোকা জন্তু তোকে থতমত করে দিয়ে পালিয়ে গেল। যা যা! ধর! ধর! ওদের। আর অনেক আছে রান্নাঘরের আশেপাশে।' করিডোরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ফিলচ, পেছন পেছন মিসেস নরিস। বার কয়েক পিছু ফিরে জেমসকে দেখলো তারমধ্যেই।

ওরা বাঁকটা ঘুরতেই, বড়সড় কয়েকটা শ্বাস নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করলো জেমস। তারপর আবার এগিয়ে চললো একটার পর একটা করিডোর পেরিয়ে। প্রায় দৌড়ানোর মতো করেই, নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে হচ্ছিল ওর।

আমেরিকানদের থাকার জায়গায় পৌঁছে দেখলো দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ভেতর থেকে। অন্ধকারের নিস্তব্ধতায় জেমস ওর ড্যাড আর ফ্র্যাঙ্কলিনের গলার আওয়াজ পাচ্ছে। কিন্তু ওরা কি বলছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। না এখানে এসে লাভ হলো না। এর চেয়ে সেড্রিকের ভূতের সাথে দেখা করতে গেলে বা ওই মাগল অনুপ্রবেশকারীর খোঁজ করতে গেলে ভালো হতো। এই সব ভাবছে জেমস, এমন সময় দরজাটায় শব্দ হলো। নড়ে উঠলো দরজাটা, জেমস চমকে সরে গেল একপাশে। ভুলেই গেছে ও এখন অদৃশ্য হয়ে আছে। দেওয়ালের সাথে একবারে সেঁটে দাঁড়ালো। খুলে গেল দরজাটা। ফ্র্যাঙ্কলিন বেরিয়ে এলেন আগে, মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে। হ্যারি পেছনে, দরজাটা লাগালেন একজন অরোরের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। অনেক বার হ্যারি ছেলেকে বলেছেন, 'দরকার না থাকলেও অভ্যাস বজায় রাখার অভ্যাসটা ছাড়বে না। আর যখন সেটা করবে তখন কেন করছো এ নিয়ে একদম ভাববে না।'

'আমার মনে হয় ব্যক্তিগত কথাবার্তা কোনো এক জায়গায় বসে না করাটাই উচিত কাজ,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন। যেখানে আমার কোয়ার্টারের সেই সমস্ত মানুষেরা আড়িপাতার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে যাদের সাথে আমার মত মেলে না। অন্তত এইভাবে কথা চললে আমাদের আশেপাশে কোনো অযাচিত কান আড়ি পাততে পারবে না।'

BanglaBook.org

'কি অদ্ভুত ব্যাপার,' হ্যারি বললেন। 'একসময় যখন ছাত্র ছিলাম তখন কত কতবার এই সব হল আর করিডোরে ভয়ে ভয়ে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি গোপন খবর পাওয়ার জন্য। আর এখন যখন বড় হয়ে গেছি তখনও সেই ইচ্ছেটা ছাড়তে পারছি। সেই ভয়টা পাওয়ার, ধরা পড়ার এবং শাস্তি পাওয়ার।'

দুজন আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলেন। বিশেষ কোনো দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। জেমস নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে ওদের অনুসরণ করতে শুরু করলো। সাথে সতর্ক থাকল যাতে নিঃশ্বাসের শব্দ জোরে না হয়। কিংবা কোনো স্ট্যাচু বা দেওয়ালে ঝোলানো কিছুতে ধাক্কা না খায়। 'পরিস্থিতি তেমন কিছুই বদলায়নি, বুঝলেন,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন। 'এখন, যদিও আমাদের শাস্তি পাওয়ার থেকেও খারাপ ব্যাপার নিয়ে ভাবার দরকার।'

'আমি জানি না,' হ্যারি বললেন, জেমস অনুভব করলো এর সাথে একটা মিচকে হাসির ছোঁয়া। 'আমি অনেক সাংঘাতিক সাংঘাতিক শাস্তি পেয়েছি।'

'হুম,' ফ্র্যাঙ্কলিন বিড়বিড় করলেন। 'আমাদের দুজনের স্কুলের ইতিহাসেই জড়িয়ে আছে অনেক বিদঘুটে চরিত্র এবং অপ্রয়োজনীয় নোংরামো। আপনাদের মিস আম্ব্রিজ. আমদের প্রফেসর ম্যাগনুসসেন। আপনাদের ভোল্ডেমর্ট, আমাদের...ইয়ে, সত্যি বলতে কি আমাদের ইতিহাসে অবশ্য ওই মাত্রার কেউ নেই যার সাথে ওর তুলনা হয়। স্বীকার করতেই হবে আমাদের সকলের জীবনযাত্রার পক্ষে ওনার বেঁচে থাকাটা একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল। আমাদের দায়িত্ব হলো ওরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেদিকে নজর রাখা।'

'আমি কি ধরে নিতে পারি যে আমাদের এই সাক্ষাৎ তাহলে ওই রকম কোনো ভয়ানক দুশ্চিন্তা বিষয়ে আলোচনা করার জন্যই হচ্ছে? বলতে চাইছি যে, অফ দ্য রেকর্ড সেরকম কিছু কি?' হ্যারি জানতে চাইলেন গুরুত্ব সহকারে।

ফ্র্যাঙ্কলিন একটু হতাশভাবেই বললেন, 'মিস্টার পটার, কোনো একজন মানুষের অনেক বন্ধু বা খবর যোগাড় করার লোক থাকে না। আমি অরোরও নই। আমার সেরকম অফিসিয়াল অনুমতিও নেই যে আমি আমার দেশে বিশেষ কিছু করতে পারি। আমি একজন সাধারন বৃদ্ধ শিক্ষক মাত্র। আর এই ধরনের বৃদ্ধ শিক্ষকদের যে খুব একটা পাত্তা দেওয়া হয় না সেটা আপনি ভালো মতোই জানেন। কিন্তু এই বুড়ো শিক্ষকগুলোই অনেক কিছু দেখে ফেলে।'

'আলমা আলেরনে কি প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর ধরনের সংগঠন আছে?'

'দুর্ভাগ্যবশত এই ব্যাপারটা ওর চেয়েও অনেক বড় কিছু। ভোল্ডেমর্ট এবং ডেথ ইটারসদের বিষয়ে তথ্যাদি খতিয়ে দেখার জন্য অনেক শিক্ষার্থী এবং কর্মচারী উঠে পড়ে লেগেছে। অবাক লাগছে এটা ভেবে যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইতিহাসকে ঘুরিয়ে দেখানোর প্রবণতাটা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

হ্যারি নিচু স্বরে বললেন, 'প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্টদের বোঝা উচিত যে ওরা যেটা করছে সেটা ঠিক না। এখনো অনেক মানুষ বেঁচে আছেন যারা ভোল্ডেমর্ট আর ওর

BanglaBook.org

স্বেচ্ছাচারিতার স্মৃতি বহন করে চলেছেন। অনেক মানুষ আছেন যারা ওর কারণে নিজেদের পরিবার বন্ধুবান্ধবকে হারিয়েছেন। যাদের হত্যা করেছিল ডেথ ইটারসের দল। আর সেই ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করার ভাবনা, তা সে যে স্তরেই হোক, তরুণদের মধ্যে একটু বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। এটাকে একটা স্বাভাবিক ঘটনা ধরে নিয়ে বলতেই পারি এ বেশিদিন টিকবে না। ওরা যা চাইছে সেটাই হবে, ইতিহাস ওদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে।'

'ইতিহাস একটা ফাঁকা আওয়াজ,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন বিরক্তির স্বরে। 'আমি খুব ভালো করে বুঝি। আমি এই ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে বিচরণ করছি। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি নথিভুক্তি করনে একটা বিরাট ফারাক থেকে যায়। যা তথ্য সংগৃহীত হয় আর যা আদতে ঘটেছে তার মধ্যে।'

'আমি আশা করবো আপনার কথাটা যেন ব্যতিক্রম রুপেই থাকে, নিয়মে পরিণত না হয়,' হ্যারি বললেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। একটা বাঁক ঘুরলেন তারা। 'আমিও তা-ই চাই। ঘটনা হলো এই সব ব্যতিক্রম নামক জিনিসগুলোই ওই হতচ্ছাড়া প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট জাতীয় সংগঠনগুলোকে সুযোগ দেয় ইতিহাসের তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করার। ভোল্ডেমর্টের উত্থান ও তার ইতিহাস, যেটা আমরা জানি, সেটা ওদের চাহিদার সাথে খাপ খাচ্ছে না। যে কারণেই ওরা বিশেষ ভাবে এটাকে লক্ষ্য বানিয়েছে, আসলে একটা জমি তৈরি করার জন্য। যা করলে যেখানে যত গরমিল গণ্ডগোল সেগুলোর প্রতি জনগণের বিশ্বাস বাড়বে।'

'আমার তো মনে হচ্ছে,' হ্যারি বললেন গলার স্বর আর খানিকটা কমিয়ে, 'আপনার ভালোই একটা আইডিয়া আছে আসলে ওরা ঠিক কী করতে চাইছে সে বিষয়টার।'

'অবশ্যই আছে এবং আপনারও আছে মি. পটার। হাজার বছরেও ওই অ্যাজেন্ডাটা কিন্তু বদলায় নি, বদলেছে কি?'

'না, বদলায়নি তো।'

'হ্যারি পটার।' করিডোরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেলেন ফ্র্যাঙ্কলিন, তাকালেন হ্যারির মুখের দিকে। 'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না তবে আমার দেশের বেশ কিছু পরিমাণ মানুষ একটা ব্যাপারে বিশ্বাস করে। টম রিডল, ভোল্ডেমর্টকে ওরা ওই নামেই ডাকতে ভালোবাসে আরকি। যাকে আপনি হারিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন, সেই শয়তানটাকে শয়তানের তকমা পড়ানো আসলে আপনার কারসাজি ভাবে তারা। ওরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে ভোল্ডেমর্ট আসলে একজন বৈপ্লবিক নায়ক, একজন শুদ্ধ চিন্তক। ওনার ভাবনাগুলো আসলে চিরন্তন রীতিনীতির পক্ষে একটু বেশি উন্নত হয়ে পড়েছিল। ওরা মনে করে ওনাকে ধ্বংস করা হয়েছিল তার কারণ উনি সব কিছু বদলে দিয়ে ভালো কিছু করার হুমকি রুপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। যেটা মোটেই

BanglaBook.org

খারাপ ছিল না, কিন্তু ধনী এবং শক্তিশালীরা এর বিরোধিতা করেছিল।'

জেমস কয়েক ফুট দূরেই ক্লোকটার আড়ালে দাঁড়িয়ে। ভালোই বুঝতে পারছে ওর ড্যাডির চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে ফ্র্যাঙ্কলিনের কথায়। কিন্তু হ্যারির কথা বলায় সেটা প্রকাশ পেলো না। স্বর আগের মতই শান্ত এবং মাপা।

'আশা করছি, আপনি জানেন নিশ্চয়ই ওই সব ভাবনাগুলো মিথ্যে এবং সাজানো।'

বেশ রাগের ভঙ্গিতেই হাত ঝেড়ে ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, 'অবশ্যই আমি জানি। কিন্তু ঘটনা হলো এই সব সাজানো মিথ্যেগুলোই অনেক মানুষকে আকর্ষণ করছে। যারা এই মিথ্যেগুলো ছড়াচ্ছে তারা খুব ভালো করে জানে কিভাবে মানুষের মনও অনুভূতি নিয়ে খেলা করতে হয়। ওদের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য হলো একটা তারের মতো। যাকে ওরা নিজেদের ইচ্ছেশক্তি দিয়ে বেঁকিয়ে দেবে। আর এটাই ওদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা যেটাকে ওরা গুরুত্ব দেয়।'

হ্যারি চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলো, 'আর এই সবের পেছনে আসলে মাগলদের জগতটায় শাসন করাটাই মুখ্য বিষয়। এটাই আপনি মনে করেন তো?'

ফ্র্যাঙ্কলিন হাসলেন, রুক্ষভাবে। জেমসের মনে পড়ে গেল ডিনারের সময়ে মাদাম ডেলাক্রয় এর ক্ষমতা নিয়ে প্রফেসরের কুৎসিত ভাবে হাসাহাসি করার দৃশ্য। 'আমি ওদের এ নিয়ে বলতে শুনিনি। না। এখন ওরা কাজ করে আরো গুছিয়ে। ওরা ঠিক বিপরীত জিনিসটা চাইছে। ওদের চাহিদা এখন মাগল আর জাদুজগতের মধ্যে সমন্বয় আনা। একেবারে খোলাখুলি ভাবে মেশা, সব রকম গোপনীয়তা এবং প্রতিযোগিতায় বৈষম্য নিশ্চিহ্ন করা। ওরা প্রচার করছে মাগলদের পক্ষে সেটাই অপমানের, যেখানে যেখানে ওদের সামান্য ভাবে হলেও দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে জাদুজগত থেকে।

হ্যারি মাথা নোয়ালেন সম্মতির। 'ঠিক যেমনটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এ তো দুধারি তলোয়ার। অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এবং অবৈষম্যর প্রচার একটাই বার্তার মাধ্যমে।'

'ঠিক তা-ই,' ফ্র্যাঙ্কলিন সম্মতি জানালেন, হাঁটা শুরু করে। 'আমেরিকাতে আমরা আবারও সেই গল্প শুনতে পাচ্ছি, মাগলবিজ্ঞানীরা নাকি উইচ আর উইজার্ডদের অপহরণ করছে। অত্যাচার করছে ম্যাজিকের পেছনে লুকিয়ে থাকা সূত্রগুলো জানার জন্য।'

'সেই পুরোনো সালেম উইচ ট্রায়াল এর মতো?' হ্যারি জানতে চাইলেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন হাসলেন, যে হাসি একেবারে অমলিন। 'বোধহয় না। সেসব দিন ছিল সুখের। সত্যি বলছি। উইচদের বিচার হতো এবং অনিবার্য শাস্তি ছিল পুড়িয়ে মারা। কিন্তু নিশ্চয়ই জানেন উইচদের কাছে জাদুদণ্ড থাকলে মাগলদের কোনো আগুনের ক্ষমতা নেই কিছু করার। আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিৎকার করা, যেটা আসলে অভিনয় মাগলদের খুশি করতে। তারপর নিজেকে ট্রান্সপোর্ট করা আগুন থেকে

BanglaBook.org

নিজের ঘরের ফায়ারপ্লেসে। আর এটা থেকেই এসেছিল ফ্লু নেটওয়ার্ক এর প্রাথমিক স্তরের ভাবনা, এটা ভুলে যাবেন না। এখন উইচ আর উইজার্ডদের নিয়ে যে সমস্ত কথা শোনা যাচ্ছে তা সবই গুজব, নির্ভেজাল মিথ্যে। বিশ্বাসীদের কাছে অবশ্য এসবের কোনো দায় নেই। ভয় আর অলৌকিক আচার আচরণকে পাশাপাশি রেখে কাজ করানো হচ্ছে "সমতা" আনার লক্ষ্য দেখিয়ে। ওদের মতে সব কিছু খোলাখুলি ভাবে হলে নাকি শান্তি আর স্বাধীনতা কায়েম হবে। গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করলেই নাকি উইজার্ডিং সোসাইটির ওপর ক্রমবর্ধমান মাগল জগতের আক্রমণ বাড়তেই থাকবে।'

হ্যারি একটা জানালার কাছে থামলেন। 'আর যখন ওরা সব কিছু খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবে তখন কী হবে?'

'তাহলে, তার ফলাফল একতরফাই হবে। আপনার কী মনে হয়?' ফ্র্যাঙ্কলিন উত্তর দিলেন।

হ্যারির মুখে চিন্তার ছাপ দেখা গেল চাঁদের আলোয়। 'মাগল আর উইজার্ডরা প্রতিযোগিতা আর ঈর্ষার খেলায় মেতে উঠবে; যেরকম প্রাচীন সময়ে হয়েছে। আর এর সুযোগ নেবে ডার্ক উইজার্ডরা। প্রথমে খুব ছোট মাত্রায় চ্যালেঞ্জ বা বিক্ষোভ হবে। আইন পাস হয়ে যাবে। চাপ বাড়ানো হবে সমতা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু সমস্যা হবে এটাই যে নতুন আইন ব্যবহৃত হবে এক বিশেষ কারণে। সমতার নাম করে উইজার্ডরা চাইবেন মাগলদের শাসন তন্ত্রে প্রবেশ করতে। একবার ঢুকতে পারলেই আরো ক্ষমতা লাভের জন্য চাপ বাড়ানো শুরু হবে। এবং ওরা জিতেও যাবেন মাগল নেতাদের হারিয়ে, যেনতেন প্রকারে। সে মিথ্যা বলেই হোক বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে অথবা শেষ অস্ত্র ইম্পেরিয়াস কার্স ব্যবহার করে। পরিণতি দাঁড়াবে একটাই, সব সিস্টেম তছনছ হয়ে যাবে। আর অবশেষে শুরু হবে এক মরনপণ যুদ্ধ।' হ্যারির গলাটা যেন ভারি হয়ে এলো। ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে ঘুরলেন, যিনি একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওনার মুখের ভাব শান্ত কিন্তু চিন্তাক্লিষ্ট। 'এটাই তো ওরা চায় তাই না প্রফেসর? মাগলদের সাথে একটা যুদ্ধ।'

ফ্র্যাঙ্কলিন সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এতো ওরা চিরকালই চেয়ে এসেছে। এই টানাপোড়েন থামেনি কখনোই। শুধু রুপ বদলে নতুন অধ্যায় তৈরি হয়েছে।'

'কারা আছে এসবের পেছনে?' হ্যারি সোজাসুজি প্রশ্নটা করলেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, চোখটা একবার কচলালেন। 'অত সোজা নয় ব্যাপারটা। আপাতভাবে ওদের অনুগামীদের মধ্যে থেকে মাথাগুলোকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। ওদের মধ্যে কিছু একক ব্যক্তিত্ব আছে যাদের ওপর নজর রাখতেই হচ্ছে।'

'মাদাম ডেলাক্রয়।'

ফ্র্যাঙ্কলিন তাকালেন হ্যারির মুখের দিকে। সম্মতি সুচক মাথা ঝোঁকালেন। 'এবং প্রফেসর জ্যাক্সন।'

BanglaBook.org

জেমস ঢোঁক গিলতে গিয়ে কেশে ফেলে মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরলো। ওর ড্যাড আর প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন থমকে দাঁড়ালেন। জেমস নিশ্চিত ওরা শব্দটা শুনে ফেলেছে। হ্যারি বললেন, 'আর কাউকে সন্দেহ হয়?'

ফ্র্যাঙ্কলিন আস্তে করে মাথা নেড়ে বললেন, 'অবশ্যই হয়। ভাবলে দেখা যায় সবকিছু এবং সবার দিকে নজর রাখতে হয়। এটা একটা দেওয়ালে অনেক আরশোলার সমাবেশের মতো। হয় আপনাকে ফাঁকটা খুজে নিয়ে ওদের আসা বন্ধ করতে হবে, অথবা নিজের বাড়ির ক্ষতি করে ওদের পুড়িয়ে মারতে হবে। বেছে নিন কোনটা করবেন।'

জেমস সন্তর্পণে পিছাতে থাকলো। যখন বুঝলো ওর আওয়াজ আর কেউ শুনতে পাবে না তখন দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো আমেরিকানদের কোয়ার্টার লক্ষ্য করে। ওর হৃদপিন্ড এত জোরে লাফাচ্ছে যে ও নিশ্চিত এই শব্দ ওর ড্যাড এবং প্রফেসরের কানে পৌঁছে যেতো।

ও ভালোই বোঝে ওই প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট নামক গ্রুপটা মোটেই ভালো কিছু না। আর এখন ও নিশ্চিত যে আসলে ওরা ছক কষছে মারলিনাস অ্যাম্ব্রোসিয়াসকে ফিরিয়ে আনার। যিনি ওদের সাহায্য করবেন ওই ভুয়ো সমতা আনয়নের বিষয়ে। যার নিশ্চিত পরিণতি একটা যুদ্ধ। মারলিন তো বলেই গেছেন তিনি ফিরে আসবেন যখন মাগল আর জাদুজগতের ভারসাম্য তার শাসনযোগ্য হয়ে উঠবে। এ কথাটার মানে কী? ওর একটুও আশ্চর্য লাগছে না এটা জেনে যে মাদাম ডেলাক্রয় এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারেন। কিন্তু প্রফেসর জ্যাক্সন? জেমসের ওনাকে বেশ পছন্দই হয়ে গিয়েছিল। রুক্ষ আচরণ সত্ত্বেও। ও কল্পনাতেও আনতে পারছে না জ্যাক্সন মাগল জগতকে শাসন করার পরিকল্পনা করছেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের কোথাও একটু ভুল হচ্ছে ওনার বিষয়ে।

হালকা ছুটে জেমস আমেরিকানদের থাকার জায়গাটা পেরিয়ে গেল। খুঁজতে চেষ্টা করলো সেই দরজাটা যেটা দিয়ে ও আর ড্যাড ঘরটার মধ্যে ঢুকেছিল। এক ঝলক আতঙ্ক নিয়ে ও বুঝতে পারলো দরজাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে ও বেরিয়ে আসার পর, বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই। একটা জাদুর ঘর ওটা। এটা ভুললে চলবে কি করে। কিন্তু এখন ও ভেতরে যাবে কী করে? ড্যাড যখন ফিরে আসবে তখন তো ওর ভেতরে থাকা দরকার, ঘুমের দেশে। কারিডোরে দাঁড়িয়ে ও খোঁজার চেষ্টা করলো দরজাটাকে, বুঝতে চাইলো ঠিক কোথায় ওটার আবির্ভাব হয়েছিল। কিছু একটা সুত্র যদি মেলে কোথায় দরজাটা লুকিয়ে আছে। কী যেন বলেছিল ড্যাড ঘরটার নাম? রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট? জেমসের জাদুদণ্ডের কথা মাথায় এলো। বের করলো ওটাকে। হাতটা বের করলো ক্লোকের ভেতর থেকে ।

'ইয়ে,' দেওয়ালের দিকে দণ্ডটাকে তাক করে ফিসফিসিয়ে বললো, 'রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট... খুলে যাও?'

BanglaBook.org

কিছুই হলো না যদিও। জেমসের কানে এলো একটা আওয়াজ। ওর সব কটা ইন্দ্রিয় এই মুহূর্তে টানটান। শরীরে বয়ে যাচ্ছে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। ও শোনার চেষ্টা করলো, বিস্ফোরিত চোখ। কথা বলার শব্দ। ফ্র্যাঙ্কলিন আর ড্যাড ফিরে আসছেন। সম্ভবত জেমস ফিরে আসার একটু পরেই ওরাও ফেরার পথ ধরেন। চাপাস্বরে ওদের গলা শুনতে পাচ্ছে জেমস। ওরা বোধহয় আমেরিকানদের কোয়ার্টার এর দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ড্যাড এসে যাবেন এখানে।

জেমসের মনে ভাবনার ঝড়। ওর ড্যাড ঠিক কী করেছিলেন দরজাটা খোলার জন্য? উনি তো শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন এখানে, তাই না? অপেক্ষা করলেন, আর তারপরই সব কেঁপে উঠলো, আর একটা দরজা? না, জেমস প্রথম থেকে ভাবতে থাকলো। উনি প্রথমে কিছু একটা বললেন। তারপর পাইচারী করলেন। জেমস মনে করার চেষ্টা করলো, কী বলেছিলেন ওর ড্যাড। মনে পড়লো না।

একটা আলো জ্বলে উঠলো করিডোরের প্রান্তে। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে থাকলে। জেমস উদভ্রান্তের মতো তাকালো সেদিকে। ওর ড্যাড হেঁটে আসছেন, আলোকিত জাদুদণ্ডের মুখ নিচের দিকে নামানো, হ্যারির মুখ ঝুঁকে আছে নিচের দিকে। জেমসের মনে পড়লো জাদুদণ্ড সমেত হাতটা ক্লোকের বাইরে আছে। ঝট করে ওটা ঢুকিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল, ভালো করে ঢেকে নিলো নিজেকে অদৃশ্যতার মোড়কে। এটা করার যদিও কোনো মানে হয় না। ড্যাড ভেতরে ঢুকবেন, দেখতে পাবেন জেমস ওখানে নেই। আচ্ছা জেমস তো ওনার পেছন পেছন ঢুকে পড়তে পারে? তারপর না হয় বলবে দরকারী একটা বই আনতে গিয়েছিল। কোনো দিনই ঠিক ঠাক মিথ্যে বলতে পারে না ও। তার ওপর আবার সাথে আছে ইনভিজিবল ক্লোকটা। বেশ জোরালো ভাবে একটা গোঙানী বেরিয়ে এলো ওর ভেতর থেকে।

হ্যারি এসে দাঁড়ালেন। জাদুদণ্ডটা তুলে দেওয়ালটা দেখলেন এবং বললেন, 'আমি সেই ঘরটায় ঢুকতে চাই যেখানে আমার ছেলে ঘুমাচ্ছে।' কিছুই ঘটলো না। হ্যারি বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না।

'হুমম,' নিজেই নিজেকে বললেন। 'আমি অবাক হচ্ছি কেন দরজাটা খুললো না। আমার মনে হয়...' উনি চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে একটু হাসলেন। 'এর কারণ আমার ছেলে এখন রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে আদতে ঘুমাচ্ছে না। বরং এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এই করিডোরে আমার কাছেই। ইনভিজিবল ক্লোকের তলায়। আর প্রাণপনে ভাবার চেষ্টা করছে কী করে এই অদ্ভুত দরজাটা খোলা যায়। কি আমি ঠিক বলছি তো জেমস?'

জেমস আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়লো এবং বেরিয়ে এলো ক্লোকের আড়াল থেকে। 'তুমি বুঝেছিলে তাই না?'

'আমি অনুমান করেছিলাম ওখানে তোমার কাশি শুনেই। নিশ্চিত হলাম দরজার ব্যাপারটা ঘটার পর। চলো, ভেতরে যাই।' হ্যারি হাসলেন ক্লান্তভাবে। উনি তিন পা হেঁটে গেলেন সামনে তারপর সেই কথাটা বললেন যা রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের দরজা খুলে দিলো। ওর ঢুকলো ভেতরে।

কিছু পরেই ওরা যে যার বিছানায় জায়গা নিলেন। জেমস ওপরের বাঙ্কে শুয়ে তাকিয়েছিল অন্ধকার সিলিং এর দিকে। হ্যারি বললেন, 'জেমস তুমি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করো এটা আমি চাই না। তুমি ভালো করেই জানো।'

জেমস চোয়াল দৃঢ় করলো, কিছু বললো না। শুনতে থাকলো।

'তুমি ওখানে ছিলে, ফলে প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন যা যা বলেছেন সবই শুনেছো। আমি শুধু এটাই বলতে চাই যা শুনলে তা একটা বিষয়ের খণ্ডাংশ মাত্র। যে কোনো কাজের চলার পথে ষড়যন্ত্র এবং বিপ্লব থাকেই। যুদ্ধটা চিরকাল একই রকম ধরনের হয়, শুধু বদলে যায় সময়টা। বদলে যায় পদ্ধতি। পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার নয় এটা মাথায় রেখো। আর যদি করতেও চাও তাহলে একটা বিরাট বিপদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। আর সেটা একবার নয় বার বার ঘটে চলবে। এই ধরনের বিষয়ের এটাই প্রকৃতি।'

হ্যারি থামলেন একটু, মৃদু হাসির আওয়াজও শুনতে পেলো জেমস। 'আমি জানি, এই অনুভবটা কেমন। আমিই সেই যে শয়তানকে থামাতে পারি। যুদ্ধটা জিততে পারি। চিরন্তন ভালোর জন্য লড়তে পারি। এই রকম ভাবনাগুলোর পেছনে কতটা দায়িত্ব আর মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো উত্তেজনা থাকে আমি ভালো করেই বুঝি। কিন্তু জেমস, তা সত্ত্বেও বলছি, ওটা আমার একার কাজ নয়। এটা সকলের লড়াই। সকলের স্যাক্রিফাইসের জায়গা। অনেক অনেক মানুষ এমন আছেন যাদের বলিদান আমার থেকে বেশি মহৎ। দুনিয়াকে বাঁচানো কখনোই একজন মানুষের কর্তব্য হতে পারে না। আর এটা কখনোই সেই ছেলেটার দায়িত্ব হতে পারে না যে রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের দরজা কী করে খুলতে হয় সেটাই জানে না

জেমস শুনতে পেল নিচে একটা নড়াচড়ার আওয়াজ। ওর ড্যাড উঠে দাঁড়িয়েছেন, তাকিয়ে আছেন জেমসের দিকে। অন্ধকারে ওনার মুখের ভাব ও দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বুঝতে অসুবিধাও হচ্ছে না। ড্যাড হাসছেন, সেই চিরপরিচিত মুচকি হাসি। ওর ড্যাড সব জানেন। ওর ড্যাড যে হ্যারি পটার।

'কিরে কী ভাবছিস?'

জেমস একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিলো। তার এই ব্যাপারটা মজার। মাঝে মজাহেই তুই করে বলতে শুরু করেন। ও ড্যাডকে সব কিছু বলতে চায় ও কি দেখেছে এবং শুনেছে। ওর ঠোঁটের ডগায় এসে গেছে সব কথা। মাগল অনুপ্রবেশকারী থেকে শুরু করে, সেড্রিক ডিগরির ভূত। অ্যাস্ট্রামাডডুক্স এর গোপন কথা থেকে মারলিনের ফিরে আসার ছক, যা থেকে এক সর্বশেষ যুদ্ধ করার পরিকল্পনা

BanglaBook.org

চলছে। কিন্তু না, ও সিদ্ধান্ত নিলো। কিছুই বলবে না। কেবল মাত্র হাসলো ড্যাডের দিকে তাকিয়ে।

'আমি জানি ড্যাড। একদম ভেবো না আমাকে নিয়ে। আমি যদি একার হাতে এ দুনিয়া রক্ষা করার কথা কখনো ভাবি তাহলে সবার আগে তোমাদের খবর পাঠাবো। খুশি তো?'

হ্যারি হাসলেন ফিচ করে এবং মাথা নাড়লেন। কথাগুলো মনে না ধরলেও বুঝতে পারলেন এ নিয়ে অতিরিক্ত কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। শুয়ে পড়লেন নিজের বাঙ্কে।

মিনিট পাঁচেক পর, জেমস জানতে চাইলো, 'ড্যাড ওই ইনভিজিবল ক্লোকটা আমার কাছে রেখে দেওয়ার সুযোগ পেতে পারি কি?'

'কোনো ভাবেই সেটা সম্ভব নয়, মাই বয়। একদমই না,' হ্যারি উত্তর দিলেন ঘুম জড়ানো কণ্ঠে। জেমস শুনতে পেল ওর পাশ ফিরে শোওয়ার শব্দ। কিছুক্ষণ পর দুজনেই হারিয়ে গেলেন ঘুমের জগতে।

***

পরের দিন সকালে জেমস আর হ্যারি পটার গ্রেট হলে ঢুকতেই, জেমস অনুভব করলো ঘরের আবহাওয়াটাই পালটে গেল। জাদুজগতে এ ধরনের পরিস্থিতি আগেও লক্ষ্য করেছে জেমস, যখনই ও ওর ড্যাডের সাথে কোথাও গিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তের অনুভূতিটা একেবারেই আলাদা। সরাসরি ওদেরকে দেখার বদলে সকলেই যেন একটু এদিক ওদিকে তাকাতেই ব্যস্ত। কথাবার্তাও থেমে গেছে অনেকটাই। কারো দিকে মানুষের তেরছাভাবে তাকানো বা পেছন থেকে তাকিয়ে থাকার একটা অদ্ভুত চাপ আছে সেটা আজ বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলো জেমস। ওর ভেতরে একটা রাগ জন্মাচ্ছিল। এই সব লোকজনগুলো কারা? বেশির ভাগই তো ভালো উইচ আর উইজার্ডের দল : যাদের সম্পর্ক আছে পরিশ্রমী বাবামাদের সাথে, যারা সব সময় হ্যারি পটারকে সমর্থন করে এসেছে। প্রথমে একটি বালক রুপে যে বেঁচে গিয়েছিল। তারপর সেই তারুণ্যে যে ভোল্ডেমর্ট এর পতনে প্রভূত সাহায্য করেছিল। আর এখন হেড অরোর রুপে। আর এই মুহূর্তে কিছু হতচ্ছাড়া গুজবসৃষ্টিকারীদের জন্য তারাই ওর দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না বা চাইছে না।

জেমস এই সব ভাবলেও, একসময় দেখা গেল ওর ভাবনা অনেকটাই ভুল। জেমস আর হ্যারি গ্রিফিন্ডর টেবিলে গিয়ে বসতেই (জেমস আবেদন করেছিল হ্যারির কাছে একমটাই করার জন্য, শিক্ষকদের নির্দিষ্ট টেবিলে না বসে উনি যেন শিক্ষার্থীদের টেবিলে বসেন) হাসিসহ বেশ কিছু শুভেচ্ছা সূচক কথা ভেসে এলো। টেড হ্যারিকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো পড়িমড়ি করে। এরপর হ্যান্ডশেক আর আলিঙ্গন মিলে মিশে যেটা হল সেটা প্রায় কুস্তির কাছাকাছি।

BanglaBook.org

হ্যারি হাসতে হাসতে প্রায় পড়েই গেলেন বেঞ্চের ওপর। 'টেড তুমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছো বোধহয়। পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

'এই যে সবাই শোনো, ইনি আমার গডফাদার,' টেড বললো ঘরের চারদিকে তাকিয়ে 'হ্যারি তোমার নোয়ার সাথে পরিচয় হয়নি বোধ হয়? ও আমার আর পেট্রার মতো একজন গ্রেমলিন।'

হ্যারি নোয়ার সাথে হ্যান্ডশেক করলো। 'আমার মনে হচ্ছে আমরা গত বছর কুইডিচ চ্যাম্পিয়ানশিপে পরিচিত হয়েছি, তাই না?'

'একদম ঠিক,' নোয়া বললো। 'কি করে ভুলি বলুন ওই গেম, যেখানে টেড বিপরীত দলের জয়ের জন্য দরকারী পয়েন্টটা স্কোর করেছিল?'

'টেকনিক্যালি, ওটা সাহায্য করতে গিয়ে ঘটে গিয়েছিল,' টেড বললো সাফাই এর সুরে। আমি ওদের টিমের কোয়াফল ক্যারিয়ারকে প্রেসবক্সের দিকে পাঠাতে গিয়ে গোলে ঢুকিয়ে ফেলি।'

'তোমাদের কথা ভালোই লাগছে তবু কিছু মনে না করলে, আমি আর জেমস একটু ব্রেকফাস্টটা সেরে নিতে চাই। সুযোগ পাবো কি?' হ্যারি ওদের কথার মাঝে বলে উঠলেন ।

'অবশ্যই, অবশ্যই। কি যে বলো না,' টেড অতি উচ্ছ্বাসের সাথে বললো। 'আর হ্যাঁ যদি কেউ কোনোরকম গণ্ডগোল করে আমাকে একবার জানিয়ে দিও। আজ কুইডিচের রাত, আর আমরা তৈরি হয়েই আছি বদলা নেওয়ার জন্য।' শানিত দৃষ্টিতে গোটা ঘরের সবাইকে একবার দেখে নিল, হাসলো। এরপর চলে গেল ওখান থেকে।

'আমি কিন্তু ওকে সেরকম ভাবে কিছু বলিনি। কিন্তু ও যেন মজা ভুলে সিরিয়াস হয়ে গেল। কি মনে হয়?' হ্যারি টেড এর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বললো। হাসলো জেমস। টেবিলের কাছে রাখা গরমাগরম খাবার তুলে নেওয়াতেই ব্যস্ত হলো এবার দুজনেই। খাওয়া শুরু করতেই জেমস দেখতে পেল জেইন আর র‍্যালফ হলে ঢুকছে। ওদের দিকে তাকিয়ে ও হাত নাড়লো।

'ড্যাড এরা আমার বন্ধু, জেইন আর র‍্যালফ, জেমস বললো ওরা বেঞ্চিতে বসতেই, এদিকে ওদিকে মুখোমুখি বসার পর। 'ব্লন্ড চুল জেইনের আর ওই পাহাড়টা হলো র‍্যালফ।'

'তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, জেইন, র‍্যালফ,' হ্যারি বললেন। 'জেমস তোমাদের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছে।'

'আমি আপনার বিষয়ে পড়েছি,' র‍্যালফ বললো, হ্যারির দিকে তাকিয়ে। 'আপনি সত্যিই ওইসব কাজগুলো করেছেন?'

হ্যারি হেসে ফেললেন। 'একবারে সরাসরি কথা বলতে ভালোবাসে তাই না?' জেমসের দিকে ভ্রু উঁচিয়ে বললেন। 'হ্যাঁ, ওই কাজগুলো করেছি। তবে তুমি যদি ওই সব সময়ে উপস্থিত থাকতে, তবে মনে হয় না তোমার ওগুলো কোনো বলে বেড়ানোর মতো কাজ করেছি বলে মনে হতো। বেশির ভাগ সময়েই আমি আর

BanglaBook.org

বন্ধুরা চেষ্টা করেছি কেউ যাতে আমাদের খেয়ে না ফেলে বা অভিশাপ দিয়ে না দিতে পারে তার জন্য, বাকি সব ঘটে গেছে।'

জেইন কোনো কথাই বলছে না, যেটা মোটেই ওর স্বভাব নয়। 'আরে কী ব্যাপার তুই যে একেবারে চুপ!' জেমস জানতে চাইলো। 'অবশ্য তোর পক্ষে এটা একটা নতুন ব্যাপার। গ্রেট হ্যারি পটারকে হিরো হিসাবে দেখা।'

জেইনের মুখটা একটু কঠোর হলো। ও নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে "ডেইলি প্রফেট" এর সংস্করণটা বের করলো। 'এটা খুবই বাজে একটা ব্যাপার,' কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ও বললো হতাশার সুরে। 'কিন্তু কিছু করার নেই কখনো না কখনো এটা আপনাকে দেখতে হতোই।'

জেমস ঝুঁকে পড়ে ওটার দিকে তাকালো। ***হগওয়ার্টসে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক সম্মেলনে অ্যান্টি-অরোর বিক্ষোভের ছায়া,*** এটাই প্রধান হেডলাইন। ওর নিচে ছোট অক্ষরে লেখা, ***মি. পটারের সম্মেলনে আগমনে স্কুল জুড়ে উত্তাল বিক্ষোভ। ওদের দাবি ম্যাজিক্যাল কমিউনিটি অরোর নিয়ম নীতি নতুন করে সেট করুক।*** জেমস বুঝতে পারছিল রাগে ওর গাল লালচে হয়ে যাচ্ছে। কিছু বলার আগেই ওর কাঁধে হ্যারি হাত রাখলেন।

'হুমম, পুরো রিপোর্টটাতে রিটা স্কিটারের প্রভাব দেখাই যাচ্ছে,' হ্যারি বললেন শান্ত গলায়।

জেইন ভ্রু উঁচিয়ে হ্যারির দিকে তাকালো, একবার কাগজটার দিকেও তাকালো তারপর বললো, 'শুধু মাত্র হেডলাইন দেখে আপনি বলে দিতে পারলেন রিপোর্টটা কে লিখেছেন?'

'না,' হ্যারি হাসলেন, সংবাদপত্রটা একপাশে সরিয়ে রেখে ফ্রেঞ্চ টোস্টে এক কামড় দিয়ে বললেন। 'নামটা একপাশে লেখাই আছে। তবে হ্যাঁ বলতে পারি এই ধরনের লেখা একমাত্র ওরই স্টাইল। ওটায় গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষ এসব কথা ভুলে যাবে।'

জেমস পড়ছিল প্রথম অনুচ্ছেদটা, রাগে ওর গা চিড়বিড় করছিল। 'ওই মহিলা লিখেছেন প্রায় গোটা স্কুল ওখানে উপস্থিত ছিল, যারা ওই প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। একেবারে নির্জলা মিথ্যে! আমি ওখানে ছিলাম, খুব বেশি হলে পঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রী ছিল। এ নিয়ে আমি যা বলব তাই বাজি ধরতে পারি। তার ওপর ওদের মধ্যে বেশিরভাগই কী হচ্ছে জানার কৌতূহলে গিয়েছিল! ওই শ্লোগান দেওয়া এবং ব্যাজ পড়ে থাকা শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি হলে পনের বা কুড়ি হবে।'

হ্যারি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'জেমস এগুলো আসলে একধরনের গল্প লেখা। কাগজের বিক্রি বাড়ানোর জন্য যা খুশি তাই ছাপানো।'

'কিন্তু এরকম আজে বাজে কথা লেখাকে কি করে পাত্তা না দিয়ে থাকতে পারছো তুমি? এসবের ফল তো ভয়ঙ্কর হতে পারে! প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন...

BanglaBook.org

হ্যারি জেমসের দিকে যেভাবে তাকালেন তার একটাই অর্থ আর একটাও কথা নয়। তারপরই আবার আগের রুপে ফিরে গেলেন। 'আমি বুঝতে পারছি তোমাকে এটা কষ্ট দিচ্ছে, সহ্য করতে পারছো না। তার জন্য আমি তোমাকে দোষও দিচ্ছি না। কিন্তু জেনে রাখো এরকম ব্যাপারকে অন্যভাবেও সামলানো যায়। তার একটা পথ হল রীটা স্কিটারের মত মানুষদের সাথে কথা না বাড়ানো।'

'তোমার কথা বলার ধরনটা ম্যাকগোনাগল ম্যামের মতো মনে হচ্ছে,' জেমস বললো, চোখ বন্ধ করে একটা সসেজে কামড় দিয়ে।

'সেটাই হওয়া উচিত। কারণ উনিইতো আমার শিক্ষক ছিলেন একসময়। আর এখন তো উনি তোমার হেড মিস্ট্রেস,' হ্যারি উত্তর দিলেন।

জেমস নিজের প্লেটটার দিকে তাকালো। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে ঝটপট কাগজটা ভাঁজ করে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখলো।

'তাহলে এই মরসুমের প্রথম কুইডিচ খেলা হবে আজ রাতে, তাই না?' হ্যারি জানতে চাইলেন, তিন বন্ধুর দিকে কাঁটা চামচ ধরা হাতটা দুলিয়ে।

জেইন বললো, 'র‍্যাভেনক্ল বনাম গ্রিফিন্ডর! আমার প্রথম গেম! আমি ছটফট করছি সময়টা কখন আসবে এটা ভেবে।'

জেমস তাকিয়ে দেখল ড্যাড জেইনের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। 'তার মানে তুমি র‍্যাভেনক্ল টিমে চান্স পেয়েছো! দারুণ ব্যাপার। আমার কাজ যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় আমি চলে আসবো খেলা দেখার জন্য। আমি অপেক্ষা করবো তোমার ওড়া দেখার জন্য। কোন পজিশনে খেলবে তুমি?'

হাতের কাঁটা চামচ দিয়ে ব্লাজার মারার ভঙ্গি করে জেইন বললো, 'বিটার।'

'ও খুবই ভালো ওড়ে বুঝলেন মি. পটার,' র‍্যালফ বললো অনুরাগের সুরে। 'আমি ওর প্রথম ওড়াটা স্বচক্ষে দেখেছি। মাটিতে সজোরে আছড়ে পড়বে বলেই যখন সবাই ধরে নিয়েছে, ও একেবারে শেষ মুহূর্তে সব সামলে নিয়ে ওপর দিকে উঠে যায়।'

'আরে বাব্বা, তার মানে তো দারুণ নিয়ন্ত্রণ হে তোমার,' হ্যারি জেইনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন। 'তুমি ব্রুমে ওড়ার ক্লাস করেছো নাকি?'

'এক্কবারেই না!' র‍্যালফ প্রায় চিৎকার করে বললো, মনে হচ্ছে ও জেইনের পাবলিক রিলেশন এজেন্ট 'যে কারণেই পুরো ব্যাপারটা চমকে দেওয়ার মতো, কি বলেন আপনি?'

থমথমে মুখে জেমস র‍্যালফের দিকে তাকালো, চেষ্টা করলো চোখে চোখ মেলানোর এবং সাবধান করে দেওয়ার যাতে সব কিছু ফাঁস না হয়ে যায়। কিন্তু চেষ্টা বিফল হলো।

'ও বোধহয় নিজেও জানতে পারতো না যে ও অতো ভালো উড়তে পারে', র‍্যালফ বললো, 'যদি না ও জেমসের পিছু নিতো। জেমস তো তখন নিয়ন্ত্রণহীন রকেটের

BanglaBook.org

মতো সোজা ধেয়ে যাচ্ছিলো মহাশূন্যের দিকে।' জেমসের উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি নকল করে মুচকে হাসল।

জেইন কথার মাঝেই বলে উঠলো, 'আপনি তো নিশ্চিত ভাবে গ্রিফিন্ডরকেই সমর্থন করবেন।' তারপর র‍্যালফের কপালে হাতের চাপ দিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দিলো।

টোস্টের টুকরোয় কামড় বসাতে বসাতে হ্যারি চারদিকটা একবার দেখলো। মুখে একটা চিন্তার ছাপ। 'ইয়ে। মানে, হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক,' সম্মতি সূচক কথাটা বলে সবার মুখের দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, আরে, সেটাই তো হওয়া উচিত। আমি বেশ বুঝতে পারছি।' জেইন দ্রুত উত্তর দিলো, হেলদোলহীন র‍্যালফের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে। 'স্কুলের প্রতি অনুগত থাকা। আরে একদমই খেয়াল নেই, কটা বাজে দেখেছিস। চল চল র‍্যালফিনেটর, ক্লাসে যেতে হবে না নাকি?'

'আমার প্রথম পিরিয়ডে কোনো ক্লাস নেই। আর তা ছাড়া আমি এখনো ব্রেকফাস্টও করিনি।'

'নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে র‍্যালফের কনুই ধরে ঠেলতে ঠেলতে জেইন বললো, 'চল নারে বাবা, কাজ আছে!' জেইন একটুও নড়াতে পারলো না র‍্যালফকে। ব্যাপারটা যেন উপভোগই করছিল র‍্যালফ।

র‍্যালফ জেইনের বিশেষ ধরনের চোখের ইশারার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, 'কি বলছিস বলতো, বুঝতে পারছি না? 'আমি কি কিছু করে ফেলেছি। মানে আমি কিছু বলে ফেলেছি যা আমার বলা..." ও থামলো। জেমসের দিকে তাকালো, যে তখন প্রায় পাথরের মূর্তি বনে গেছে। 'ওহো। বাবারে কি যে করিস,' র‍্যালফ বললো জেইন ওকে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সময়। 'আমি একটা বিরাট মাপের বোকা গাধা, তাই না?'

জেমস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ঘটনা হলো, আমি কুইডিচের বাছাই পর্বে একবারে ল্যাজে গোবরে হয়েছি। সরি ড্যাড।'

হ্যারি ছেলেকে ভালো করে দেখলেন। 'খুবই খারাপ কিছু করেছ নাকি?'

জেমস মাথা ঝোঁকালো। বললো, 'কোনো বড় ব্যাপার নয়। বুঝেছি কুইডিচ একটা খেলা মাত্র। আবার আগামী বছরে চেষ্টা করব আমাকেও সেটাই করতে হবে না যা তুমি করেছিলে। আমি জানি, আমি জানি। তোমাকে এসব বলতে হবে না।'

হ্যারি একভাবে জেমসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, চোয়াল নড়ছিল আস্তে আস্তে, কিছু একটা ভাবছিলেন। নিজের পাম্পকিন জুসের গ্লাসটা হাতে নিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন। 'যাক আমার আর কিছু বলার নেই। যা যা বললি তাতেই আমার বলার কাজ হয়ে গেছে।'

জেমস ড্যাডের দিকে তাকালো। খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে হ্যারি ওর

BanglaBook.org

দিকেই তাকিয়ে আছেন। সম্ভবত হাসছেন, আড়াল করছেন হাসিটা গ্লাসটা দিয়ে। জেমস হাসি আটকানোর চেষ্টা করলো। নিজেকে বললো এটা মোটেই হাসার সময় নয়। সিরিয়াস হতে হবে। এটা কুইডিচ বলে কথা। এই সব ভাবতে ভাবতে ও ফিক করে হেসে ফেললো; যেটা আটকাতে হাত তুললো মুখের কাছে, যদিও কিছুই আটকালো না তাতে।

হ্যারি গ্লাসটা নিচু করলেন, হাসলেন, মাথাটা নাড়লেন হালকা ভাবে। 'এটা নিয়ে তুমি খুব চিন্তায় ছিলে তাই না, জেমস?'

জেমস কোনোমতে হাসি চেপে, ঢোক গিলে বললো, 'একদম। দারুণ চিন্তায় ছিলাম। মানে বলতে চাইছি যে, কুইডিচ তো তোমার এবং দাদুর অতি প্রিয় খেলা। আমি জেমস পটার। আমারও ব্রুমস্টিকে দারুণ কিছু করে দেখানোটাই স্বাভাবিক ছিল। বদলে আমি কী করলাম, নিজেকে এবং আমার আশেপাশে থাকা সবাইকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম আর একটু হলেই।'

হ্যারি সামনের দিকে ঝুঁকলেন, গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন। সরাসরি তাকালেন জেমসের চোখের দিকে। 'জেমস, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ব্রুমস্টিকে তুমিও অসাধারণ কিছু দেখাবে। মারলিনের বিয়ার্ডের দিব্যি। এটা তোমার প্রথম সপ্তাহ। তার ওপর তুমি এখনো ওই বিষয়ে একটাও ক্লাস করনি, কি ঠিক বললাম তো? আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখন প্রথাগত শিক্ষা নেওয়ার আগে কোনোভাবেই ওই জিনিসটা ব্যবহারের অনুমতিই দেওয়া হতো না। হাউজ টিমের জন্য বাছাই হওয়া তো দুরের কথা।'

'কিন্তু তাও তো তুমি,' জেমস কথার মাঝে বলে উঠলো, 'তুমি সবাইকে চমকে দিয়েছিলে ড্যাড।'

'ওটা কোনো বড় কথা না। অনেকদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা মাথায় রেখে তুমি এতটাই চিন্তিত হয়ে পড়েছ যে আমার মনে হচ্ছে তুমি তার থেকেও ভালো কিছু করতে পার এটাই ভুলে যাচ্ছ। নিজেকেই হারিয়ে দিচ্ছ শুরু করার আগেই। বুঝতে পারছ কী সেটা? কেউ কখনো কোনো কিংবদন্তীর সঙ্গে লড়াইতে জিততে পারে না। এমন কি আমিও না, কারণ আমাকে নিয়ে যা যা গল্প তৈরি হয়েছে আমি তার অর্ধেক করতে পারলেও খুশি হতাম। প্রত্যেক দিন আমি আয়নার দিকে তাকাই আর নিজেকে বলি ওই বিখ্যাত হ্যারি পটারের মতো হওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। বরং আমি হতে চাই তোর ড্যাড আর তোর মায়ের সহযোগী স্বামী। এবং অবশ্যই একজন সেরা অরোর, যতটা আমার পক্ষে সম্ভব। তবুও সত্যি বলছি সেটাও সব সময় ভালো লাগে না। তোকে এই ভাবনাটা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে যে তুই হ্যারি পটারের ছেলে...' হ্যারি থামলেন, দেখলেন জেমস মন দিয়ে শুনছে, যা আগে কোনো দিন ঘটেনি। একটু হাসলেন। 'আর আমাকে সুযোগ করে দে নিজেকে জেমস পটারের বাবা রুপে ভাবার। কারণ আমি যা কিছু

BanglaBook.org

করে চলেছি তা কেবলমাত্র, তোকে, অ্যালবাসকে আর লিলিকে বড় করে তোলার জন্য। এই তিনটে জিনিস যার জন্য আমি গর্ব করতে পারি। বুঝতে পারলি?'

জেমস মুচকি হাসলো। যেটা ও জানতে পারলো না তা হলো ঠিক এই রকম মুচকি হাসি প্রায়শই দেখা যায় হ্যারি পটারের মুখেও। 'ওকে ড্যাড। আমি আজ থেকে সেই চেষ্টাই করবো। বুঝতে পারছি কাজটা বেশ কঠিন'।

হ্যারি সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন এবং ফের বসলেন হেলান দিয়ে। একটু পরে জানতে চাইলেন, 'আমি কী বলতে চাই সেটা কি সব সময়েই বুঝতে পারিস?'

জেমস হো হো করে হেসে ফেললো। 'অবশ্যই ড্যাড। তোমার এবং মামের দুজনেরটাই বুঝে ফেলি। "তুমি নিশ্চয়ই ওইটা গায়ে চাপিয়ে বাইরে বের হওয়ার কথা ভাবছ, তাই না?" হ্যারিও হো হো করে হেসে উঠলো জেমসের জিনিকে নকল করা দেখে। জেমস বলেই চললো, 'এখানে খুব ঠাণ্ডা, একটা সোয়েটার পড়ে নাও! গ্র্যানীর সমানে গিয়ে বকর বকর করবে না বলে দিলাম। গারডেন জিনোমদের নিয়ে একদম খেলবে না। বুড়ো আঙুল সবুজ হয়ে গেলে আমি কিছু করতে পারবো না!'

হ্যারি হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড় হয়ে বিদায় নিলেন, রাতে কুইডিচের ম্যাচে আবার দেখা হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

QUESTION
THE
VICTORS

সপ্তম অধ্যায়
চোট খাওয়া আনুগত্য

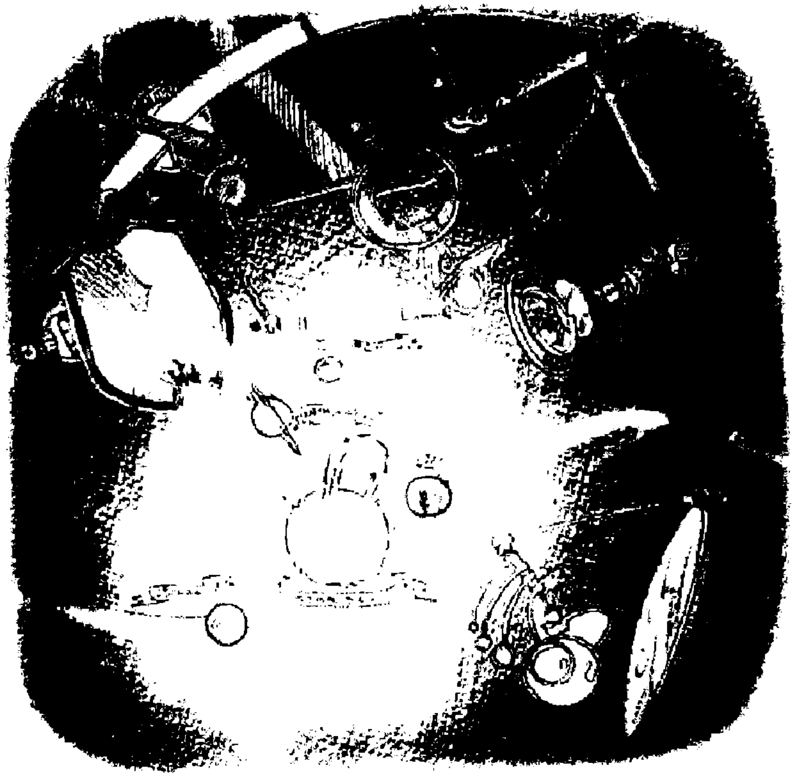

ব্রুমস্টিক ব্যবহারের প্রাথমিক ক্লাসে উপস্থিত হলো জেমস। শিক্ষকের নাম ক্যাব্রিয়েল রিডকালি। দশাসই একজন মানুষ। নিজস্ব অফিসিয়াল কুইডিচ টিউনিকের ওপর পরেছেন ঘাস ঘাস রঙের একটি স্পোর্টস ক্লোক। পেশীবহুল হাতের নমুনাই বুঝিয়ে দিচ্ছে মানুষটির শরীরের গঠন।

গমগমে কণ্ঠস্বরে উনি বললেন, 'গুড মর্নিং প্রথম বার্ষিকীর দল!' জেমস রীতিমত উদ্দীপিত হলো ক্যাব্রিয়েল রিডকালির উচ্চারণে। ব্রুমস্টিকের প্রাথমিক শিক্ষার ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই। আশা করছি অনেকেই আমাকে কুইডিচ ম্যাচ বা টুর্নামেন্টে বা এখানে ওখানে দেখেছো। এই প্রথম বছরটায় আমরা ঝাড়ুতে ওড়ার একেবারে প্রথম নিয়ম কানুনগুলো রপ্ত করবো। আমি খাতায় কলমের চেয়ে হাতে হাতে

BanglaBook.org

ব্যবহারিক শিক্ষায় বেশি আগ্রহী। যে কারণে আমরা সেভাবেই ওটাকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা শিখবো। অতএব সবাই যে যার ঝাড়ু নিয়ে প্রস্তুত হও।'

জেমস পুনরায় ঝাড়ু ব্যবহার করা নিয়ে বেশ ভয় পাচ্ছিলো। কিন্তু ক্লাস এগোনোর সাথে সাথে বুঝতে পারলো প্রকৃত গাইডেন্স পেয়ে ও সহজেই ঝাড়ুটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। ওর ইচ্ছে মতোই ওটা ভেসে উঠছে নামছে এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করতেও অসুবিধা হচ্ছে না। এটাও ধরতে পারলো যে ঝাড়ুটা কিভাবে সাড়া দেবে ওর নিয়ন্ত্রণে তার কিছু সূক্ষ্ম দিক আছে। আর সেটা নির্ভর করে গতি এবং উঁচিয়ে ধরার ওপর। কেবল মাত্র ভেসে থাকা অবস্থায় সামান্য ঝুঁকে ঝাড়ুতে চাপ দিলেই ওটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আবার টেনে ধরলেই পিছিয়ে আসে। একবার ঝাড়ুটা নড়তে শুরু করলে ওই একই রকম পদ্ধতির একটু হেরফের ঘটালেই ওপর দিকে ওঠা যায়। ঝাড়ুর গতি যত বাড়বে জেমসের শারীরিক অবস্থান নির্ধারণ করে দেবে সে কতটা ওপরে উঠবে বা নিচে নামবে। গতির সাথে ঝোঁকা আর উচ্চতার সাথে ঝোঁকার মধ্যে সামান্য হের ফেরটা নির্ভর করে যে কোনো সময়ে ঝাড়ু গতির ওপরেই। জেমস ভালোই বুঝতে পারলো ক্ষনিকের দ্বিধায় একটুখানি কৌণিক নড়াচড়ার পার্থক্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নষ্ট করে দিতে সক্ষম। আর এটাই ঘটেছিল ভয়ানক ভাবে কুইডিচ বাছাই পর্বে ওর সাথে ।

নিজের ঝাড়ুকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পেরে জেমস খুশি হচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে ঈর্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না। যখন দেখছিল জেইন আরো বেশি দক্ষতার সাথে ওটায় উড়ে বেড়াচ্ছিল।

'মি. ওয়াকার কসরত দেখানোটা থামাও,' রিডকালি কিছুটা আদেশের স্বরেই বললেন, যেটা শুনে জেমস মনে মনে অনেকটাই শান্তি পেল। 'আজ রাতের ম্যাচের জন্য ওগুলো জমিয়ে রাখলেই ভালো হয় বোধহয়?'

র‍্যালফের পুরো শরীর শিহরিত হচ্ছে ঝাড়ুর ওপর বসে থাকা অবস্থায়। ফুট চারেক শূন্যে ভেসে উঠে ওখানেই আটকে ছিল। জেইনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এটাকে কী করে নড়াবো চড়াবো বুঝতেই তো পারছি না?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'আমি যদি তোর জায়গায় থাকতাম তাহলে কেবলমাত্র ভেসে থাকতে পারার ব্যাপারটা নিয়েই চিন্তা করতাম।'

দিনের বাকি ক্লাসগুলো তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। প্রাথমিক স্তরের স্পেল ব্যবহার এবং প্রাচীন জাদু লিপি পাঠ করতে শেখা। লাঞ্চের সময় জেমস, র‍্যালফ আর জেইনকে শোনালো গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা। ফ্র্যাঙ্কলিনের ডেলাইট সেভিংস ডিভাইসের কথা থেকে শুরু করে ডিনার টেবিলে মাদাম ডেলাক্রয় এর ভুডু শক্তি বিষয়ে কথোপকথনের ব্যাপারটাও বললো। আর তারপরেই বললো ওর ড্যাড আর প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিনের মধ্যে হওয়া কথাবার্তাগুলো। আর সাথে অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স এবং মারলিনের ফিরে আসাটা কি ভাবে মিলেমিশে আছে তা-ও বুঝিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

'তার মানে,' জেইন চোখ কুঁচকে জেমসের পেছনের দিকের দেওয়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো, 'তুই বলতে চাইছিস যে তোর ড্যাডের কাছে একটা বিশেষ পোশাক আছে...যেটা পরলে যে কেউ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।'

জেমস কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ! কিন্তু সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আশা করি ভুল বলছি না?'

'বাজে বকা থামা। আরে এক্সরে চশমা তো এর কাছে কিছুই না। শুধু ভেবে দ্যাখ একটা ইনভিজিবল ক্লোক থাকলে একটা মানুষ কি না করতে পারে। আচ্ছা তোর কি মনে হয় ওটা বাষ্প সংস্পর্শে এলেও দৃশ্যমান হয় না?'

জেমস চোখ পাকিয়ে বললো, আমার মনে হয় না যে কোনো এক উইজার্ড তার সারা জীবনের মেহনতে একটা নিখুঁত অদৃশ্য হওয়ার পোশাক বানিয়েছিলেন কেবলমাত্র মহিলাদের স্নান ঘরে উঁকি মারার জন্য।'

জেইন জেমসের কথাকে পাত্তা না দিয়ে বললো, 'তোর কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে যে এরকম কিছু সেই মানুষটা করেননি?'

র‍্যালফ খাবার চিবাতে চিবাতে প্রশ্ন করলো, 'ফ্র্যাঙ্কলিন তাহলে তোর ড্যাডকে বললেন যে স্টেটসেও উইজার্ডরা প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর মতো দল বানিয়েছে? মাগল আর উইজার্ডদের সমতা আনা ইত্যাদি বিষয় নিয়েই?'

জেমস সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ, কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু বলে মনে হচ্ছে কি? মানে বলে চাইছি যে স্লিদারিনরা আবার কবে থেকে মাগলদের ভালো করার কথা ভাবতে শুরু করলো? হ্যাঁ সব সময়েই স্লিদারিনেরা সাধারন জনগণের সাথে মিশেছে, কিন্তু এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি এর পেছনে ওদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো মাগলজগত দখল করা আর সেখানে শাসন করা। ওরা সব সময়েই মনে করে মাগলরা আসলে ওদের চেয়ে নিচুমানের, কখনোই চায় না মাগলরা ওদের সমান হয়ে যাক।'

র‍্যালফকে যথেষ্টই অপ্রস্তুত মনে হচ্ছিল। 'হয়তো তাই। আমি ঠিক কিছুই জানি না। তবে গতকাল ওই বিক্ষোভে যারা জড়ো হয়েছিল তাদের সবাই কিন্তু স্লিদারিন ছিল না। লক্ষ্য করেছিলি বোধ হয়।'

জেমস সেটা অবশ্য লক্ষ্য করেনি। 'ওটা কোনো ব্যাপার না। স্লিদারিনরাই এই ব্যাপারটা প্রথম শুরু করেছে। প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট বানিয়ে শ্লোগান দিয়ে, ব্যাজ পড়িয়ে না জানি আরো কী কী করেছে। তুই নিজেই সেটা বলেছিস র‍্যালফ। ট্যাবিথা করসিকা স্লিদারিনদের ব্যাজ দিচ্ছে। আমি নিশ্চিত এসবের পেছনে ওরই হাত আছে।'

আমার কিন্তু মনে হয় না তুই যে ভাবে ভাবছিস, ওই মৃত্যুর জগত থেকে মারলিনকে ফিরিয়ে আনার প্লট এর সাথে টাবিথা যুক্ত আছে,' র‍্যালফ বললো, 'ও শুধু চায় মাগল আর উইজার্ডদের আমরা যেন সমদৃষ্টিতে দেখি। কোনো রকম যুদ্ধ বা

BanglaBook.org

অন্য কিছু শুরু করার কোনো বদমতলব ওর নেই। মানে বলতে চাইছি যে আমরা মাগলদের সাথে একসাথে মিশে কাজ করি এটা কি ভালো ভাবনা নয়? বা মাগলদের খেলাধুলায় আমরাও অংশ নিই এটা কি ভুল চাওয়া? আমাদের জাদুর ক্ষমতা আছে বলে আমরা ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবো এটা ঠিক নয়।'

'তুই একেবারে ওদের মতো করে কথা বলছিস,' জেমস রাগের সাথে বললো।

'তাই নাকি?' র‍্যালফ বললো, ওর মুখেও লালচে আভা বাড়ছে। 'আমি কিন্তু ওদেরই অংশ এটা ভুলে গেলি নাকি। আর আমারও মোটেই ভালো লাগছে না যে ভাবে তুই আমার হাউজ নিয়ে কথাবার্তা বলছিস সেটা। তোর ড্যাড যখন এখানে পড়তো সেই সময়ের তুলনায় এখনকার সময় অনেক বদলে গেছে। যদি তোর এতোই দুশ্চিন্তা থাকে ইতিহাস এবং সত্যি নিয়ে, তাহলে তোর উচিত এ নিয়ে একটা বিতর্কে অংশ নেওয়া। মনে হচ্ছে টাবিথা তোর বিষয়ে যা বলে সেটাই ঠিক।'

জেমস হেলান দিয়ে বসলো, ওর মুখ হা হয়ে গেছে।

র‍্যালফ চোখ নামালো। 'টাবিথা চায় আমি টিম এ এর হয়ে প্রথম স্কুল বিতর্কে অংশ নিই। আমার মনে হয় তুই বিষয়টা জেনেই গেছিস। ওরা ওটার নাম দিয়েছে "অতীতে নেওয়া সিদ্ধান্তের পুনঃ বিবেচনা–সত্যি নাকি ষড়যন্ত্র?"'

'তাহলে তুই ওই টিমে যোগ দিচ্ছিস? তুই বা তোরা এটাই প্রমাণ করতে চাইবি তো যে আমার ড্যাড আর ওর বন্ধুরা মিলে ভোল্ডেমর্টের গল্পটা বানিয়েছিল লোককে ভয় দেখানোর জন্য ? যাতে জাদু জগতটাকে গোপন করে রাখা যায়?'

র‍্যালফকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ও মানসিক দ্বিধায় ভুগছে। 'দ্যাখ কেউই বিশ্বাস করবে না যে তোর ড্যাড পুরো ব্যাপারটা সাজিয়েছিল, কিন্তু...' কথাটা কিভাবে শেষ করবে তা বুঝতে পারলো না র‍্যালফ।

'দারুণ!' জেমস চেঁচিয়ে হাত শূন্যে ছুঁড়ে বললো। 'খুব ভালো যুক্তি সাজিয়েছিস। আমার বলার কিছুই নেই! টাবিথা তোকে পার্টনার হিসেবে পেয়ে বেশ খুশিই হয়েছে তাহলে?'

'হতেও তো পারে যে তোর ড্যাড সঠিক পক্ষে কোনোসময় ছিলই না!' কথাটা র‍্যালফ বেশ উত্তপ্ত ভঙ্গিতেই বললো। 'এটা কোনো দিন তোর মাথায় এসেছে কি? বলতে চাইছি যে, নিশ্চিতভাবেই ওই কারণে অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল। ওটা ছিল একটা যুদ্ধ। কিন্তু এই ভাগটা কেন হলো? তোর পক্ষের লোকেরা হত্যা করলে সেটা ভালোর জন্য আর অপর পক্ষ করলেই সেটা শয়তানি স্বেচ্ছাচারিতা? জয়ীরাই ইতিহাসের বইটা লেখে এটা অস্বীকার করতে পারিস না। হতেও তো পারে আসল সত্যিটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে? তুই আসল কথাটা জানবি কি করে? তুই তো জন্মাসনি তখন।'

জেমস হাতের কাঁটা চামচটা টেবিলে আছড়ে ফেলে চিৎকার করে বললো, 'আমি আমার ড্যাডকে ভালো করে চিনি! উনি কাউকে কখনো খুন করেননি। উনি সঠিক

BanglaBook.org

পক্ষেই ছিলেন, কারণ আমার ড্যাড একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ। ভোল্ডেমর্ট এক রক্ত পিপাসু দানব ছিলেন যার একটাই লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল। আর তার জন্য যে তার পথের বাধা হয়েছে তাকেই খুন করেছেন। নিজের বন্ধুদেরও ছাড়েন নি। আশা করি সেগুলো তুই মনে করতে পারছিস। না পারার কোনো কারণ নেই। বোঝাই যাচ্ছে তুই ঐ মানুষটার মতো লোকজনদের দলেই ভিড়ে গেছিস!'

র‍্যালফ জেমস এর দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো। জেমস বুঝতে পারছিল ওর মনের কোনো এক অংশ ওকে জানান দিচ্ছে ও একটু বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। র‍্যালফ জন্মসূত্রে একজন মাগল। ভোল্ডেমর্ট আর হ্যারি পটার সম্বন্ধে ওর জ্ঞান মাত্র দু'সপ্তাহের পড়াশোনার। তার ওপরে এই সমস্ত কথাবার্তা ওর মাথায় ঢুকিয়েছে ওর হাউজমেটরা। আর সেগুলোই ও এখন আউড়ে চলেছে। তবুও, জেমস এসব কথা না বলে থাকতেও পারছে না। কারণ যারা ওর ড্যাডের বিষয়ে এই সব বানানো মিথ্যে গল্প ছড়াচ্ছে সেই সব স্লিদারিনদের কিছু বলার সুযোগ বা সাহস ওর কাছে নেই।

জেমসই প্রথম চোখ নামালো। দেখতে পেল র‍্যালফ নিজের বই ব্যাকপ্যাকে গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে

'তাহলে, আজ রাতে ম্যাচের পর তোদের সাথে দেখা হবে, গ্রেমলিনদের সাথে বাটার বিয়ার খাওয়ার জন্য। তার আগে আমাকে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনাটাও খতিয়ে দেখতে হবে।'

জেমস বা র‍্যালফ কেউ কোনো কথা বললো না। একটু বাদেই র‍্যালফ ওখান থেকে চলে গেল।

'যাই বলিস তুই কিন্তু ওকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিস, এটা বুঝতে পারলি?' জেইন বললো।

'আমি?' জেমস অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

'নিজের সাফাই গাওয়ার আগে আমায় কথাটা শেষ করতে দে,' জেইন বললো, হাতটাকে মৈত্রীসূচক ভঙ্গিতে উঠিয়ে। 'আমি এটাই বলতে চাইছি যে তোর কথাই ঠিক। নিশ্চিত ভাবেই ওই সবগুলো মিথ্যে রটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু র‍্যালফের দিকটা ভাব। ও কেবলমাত্র ওদের সাথে চলতে চাইছে। বুঝতে পারছিস আমি কী বলছি?'

'না,' জেমস তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো। 'বুঝতে চাইবোও না যখন কেউ ওদের সাথে চলার জন্য আমার ড্যাডের নামে একগাদা মিথ্যে কথা বলবে।'

জেইন বোঝানোর চেষ্টা করলো, 'ও কিন্তু জানে না ওগুলো মিথ্যে। ও একজন সাধারণ মানুষ যে এই প্রথম এই ধরনের কথাগুলো শুনেছে। ও তোকে বিশ্বাস করতে চায়, সাথে সাথেই চায় নিজেকে ওর নিজের হাউজে স্থিত করতে। বেচারা একগাদা ছন্নছাড়া শয়তানের দলে গিয়ে পড়েছে এটা ওর পক্ষে বেশ কষ্টকর ব্যাপার।'

জেমসের মন কিছুটা শান্ত হওয়ায় বুঝতে পারছিল জেইন যা বলছে সেটা ঠিক। যদিও র‍্যালফের বিরুদ্ধে ওর রাগটা পুরো কমেনি। 'তোর কথা না হয় মেনে নিলাম।

BanglaBook.org

তুইও তো এই সব কথাগুলো প্রথম শুনছিস। তাহলে তুই কেন প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এ যোগ দিয়ে শ্লোগান দেওয়া শুরু করছিস না?'

'সেটা তোর সৌভাগ্য,' জেইন জেমসের কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, আমাকে র‍্যাভেনক্ল এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আর এই হাউজের সবাই ওই ওল্ডি ভোল্ডি কে ঘৃণা করে ঠিক যেমনটা তোরা গ্রিফিন্ডররা করিস। আর তাছাড়া,' মুখটায় কিছুটা দুষ্টমীর ভাব এনে বললো, 'টাবিথা করসিকার চেয়ে আমার কাছে পেট্রা মরগ্যানস্টারন অনেক বেশি আকর্ষণীয় বিষয়।'

জেমস জেইনকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারলো।

ওরা লাইব্রেরীতে গেল স্টাডি পিরিয়ডের সদ্ব্যবহার করার জন্য। নসাস সার্ট, প্রাচীন মন্ত্র লিপির প্রফেসর, দায়িত্বে আছেন পিরিয়ডটার। লম্বা লম্বা হাত পা সহ মোটা কাঁচের চশমা এবং সবুজ রঙের পোশাক পরা মানুষটিকে দেখে মনে হচ্ছে একটা বড় সড় প্রেইং ম্যান্টিস চেয়ারে বসে আছে।

জেইন অ্যারিথম্যান্সির থিয়রেম করছিল, মাঝে মাঝেই বিরক্তিতে ওর কপাল কুঁচকে যাচ্ছিল সমাধান করতে না পেরে। জেমস ওকে ডিস্টার্ব করতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু হোমওয়ার্ক করার মন ওর ছিল না তাই ব্যাকপ্যাক থেকে ডেইলি প্রফেটের সকালের সংস্করণটা বের করলো। যেটা ব্রেকফাস্ট করার সময় ঢুকিয়ে নিয়েছিল। প্রধান আর্টিকেলটার দিকে তাকালো, ঠোঁট কামড়ে ধরল বিতৃষ্ণায়। প্রথম পাতার নিচের দিকে টাবিথার ছবিটা দেখে ওর ভেতরটা চিড় বিড় করে উঠলো। দেখাছে একেবারে বিশ্বাসযোগ্য, ভাবুক এবং নম্র একটি মেয়ের মতো। পাশেই লেখা, *হগওয়ার্টসের প্রিফেক্ট, ক্যাম্পাসে প্রোগ্রেসিভ মুভমেন্ট বিষয়ে মুখ খুললেন।* পুরো আর্টিকলটা পড়ার যোগ্য নয় এটা বিবেচনা করেই জেমস মাঝের কয়েকটা লাইনে চোখ রাখলো।

'অবশ্যই আমি চাই না স্কুলের ছন্দ নষ্ট হোক এই আলোচনার জন্য, কিন্তু আমি অন্যান্য হাউজের সদস্যদের কথাকে বিশেষ সম্মান ও গুরুত্ব দিতে চাই।' মিস করসিকা এই কথাগুলোই বলেছেন, ওনার চোখে ছিল সেই ভাব যার অর্থ অনুশোচনা। কিন্তু খুশি কারণ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পেরেছেন। 'যদিও হেড মিস্ট্রেসের নির্দেশে বিতর্ক সভা করা সম্ভব হয়নি। তবুও জানি একদিন না একদিন আমাদের বিতর্ক করার সুযোগ দেওয়া হবে। হবেই এবং নিশ্চিত এর সাহায্যেই অরোর আর তাদের নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাবো। আশা করছি সেটা হবে একদম খোলাখুলি বিতর্ক সভা।'

মিস করসিকা স্কুলের পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী। সাথে হাউজ কুইডিচ টিমের ক্যাপ্টেন। উনি বেশ হতাশার সাথে বলেছেন, 'আমার ক্রমস্টিকটার কারিগর মাগলদের একজন শিল্পী। ওদের কোনো ধারণাই নেই কাঠের জাদুকরী ক্ষমতা বিষয়ে। এবং অবশ্যই আমি ওটাকে স্কুলের নিয়ম মেনে মাগল আরটিফ্যাক্ট রুপে নথিভুক্ত করিয়েছি। বলতে

BanglaBook.org

বাধ্য হচ্ছি মাগল বন্ধুদের হাতে তৈরি কোনো জিনিস ব্যবহারের অভিজ্ঞতা দারুণ একটা ব্যাপার। আর জানাতে চাই আমার ঝাড়ুটা অন্যতম দ্রুতগতির বলেই খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু আমি এর বাহবাটা দিতে চাই মন্ত্র শক্তির সাথে সাথে সেই হাতদুটোকে যার দ্বারা এটা তৈরি হয়েছে।'

জেমস কাগজটা রেগেমেগে ভাঁজ করে টেবিলের ওপর ওটা দিয়ে এক চাপড় মারলো। ফলস্বরুপ প্রফেসর সার্টের কাছ থেকে ভেসে এলো শব্দ না করার সতর্কবাণী।

না দেখার মতো করেই তাকিয়ে থাকলো জেমস কাগজটার দিকে। এই সব আবোলতাবোল কথাবার্তা কে বিশ্বাস করবে? টাবিথা করসিকার মাগলদের দিয়ে তৈরি করানো ব্রুমস্টিকের ব্যাপারটা তো একেবারে সোনায় সোহাগা, জনগণকে আপ্লুত করে দেওয়ার জন্য। জেমস যখন টাবিথাকে দেখেছিল স্কুল চত্বরে তখন ও রিটা স্কিটারকে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলো। জেমসের মনে পড়লো রিটার আগ্রহী মুখাবয়ব এবং পার্চমেন্টের ওপর স্বয়ংক্রিয় কলমের চলন। একনম্বরের বদমাইশ এবং ঘোঁট পাকানো মহিলা। নিজের এবং নিজের লেখা পাঠকদের কিভাবে খাওয়ানো যায় তার বাইরে কিছুই ভাবেন না। জেমস শুনেছে ওর ড্যাডের সাথে রিটা স্কিটারের প্রথম সাক্ষাতকারের কাহিনি। আন্ট হারমাইওনি ধরতে পেরেছিলেন রিটা আসলে এক ধরনের অনথিভুক্ত অ্যানিগামাস। যিনি বিটলের রুপ ধরতে পারেন। হারমাইওনি বিটল রুপে রিটাকে একবার ধরেও ফেলেছিলেন। আটকেও রেখেছিলেন বেশ কিছুদিন ডেইলি প্রফেটে নিজের লেখনি দিয়ে সত্যকে ক্রমাগত বিক্রিত করার শাস্তি রুপে। যদিও আজ সকালেই হ্যারি ওকে বলেছেন সত্যর পথে থাকার জন্যই রিটার মত মানুষদের বেশি পাত্তা না দেওয়াই ভালো। কিন্তু ড্যাডের চেয়ে হারমাইওনি আন্টির পথই বেশি পছন্দ জেমসের।

এই সব ভাবতে ভাবতেই জেমসের চোখ গেল সংবাদপত্রের পেছনের পাতার হেডলাইনগুলোতে। একটা হেডলাইন ওকে আকৃষ্ট করলো। ঝুঁকে পড়লো ওটা পড়ার জন্য।

মন্ত্রণালয়ে চুরির ঘটনা এখনো রহস্যের ছায়ায়

লন্ডনঃ গত সপ্তাহে জাদু মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে যে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে সেটা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং অরোরদের হতচকিত করে দিয়েছে। কী কারণে এই চুরি এবং এর সাথে ভেতরের লোক জড়িয়ে আছে কি না প্রশ্নের কোনো কিনারা মেলেনি। গত সপ্তাহের সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী তিনজন সন্দেহভাজনকে সোমবার ৩১ আগষ্ট সকালে গ্রেপ্তার করা হয়। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওরা জাদুমন্ত্রণালয়ে বেআইনি ভাবে প্রবেশ করেছিল এবং বেশ কিছু দপ্তরে ভাঙচুর করে। ধৃত তিনজনের একজন

BanglaBook.org

গবলিন আর বাকি দুজন মানুষ। জাদুমন্ত্রণালয়ে অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে জানতে পারার পর তল্লাসী চালানো হলে ওদের ধরা সম্ভব হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় যখন বোঝা যায় ওরা ল্যাঙলক জিঙ্কস বা ভাষাহীনতার মন্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তখন তিনজনকেই সেন্ট মাঙ্গো'স হাসপাতাল ফর ম্যাজিক্যাল ম্যালাডিজ অ্যান্ড ইনজুরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর হওয়া দপ্তরগুলি হলো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল কর্পোরেশন, কারেনসী কনভারশন অফিস এবং ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রি। যদিও খবর অনুসারে কোনো জায়গা থেকেই কিচ্ছু জিনিস বা অর্থ খোয়া যায়নি। যে কারণে ওই তিনজনকে খুব কড়া কোনো শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে না। আর যে গল্প বাজারে ছড়িয়েছে, তা বেশ কৌতূহল জনক, ল্যাঙলক জিঙ্কস দ্বারা আচ্ছন্ন ওই তিনজনের ওপর কোনো রকম কাউন্টার কার্স বা জিঙ্কস বা স্পেল কাজ করছে না। যদিও এটাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

সেন্ট মাঙ্গোস এর কাউন্টার জিঙ্কস ফেসিলিটির প্রধান ডাঃ হোরাসিও ফ্ল্যাক বলেছেন, 'ওদের ওপর প্রয়োগ করা কার্স খুবই শক্তিশালী ধরনের। যার সাথে অতি উচ্চ মানের ডার্ক ম্যাজিকের যোগযোগ রয়েছে। যদি আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে ওদের আছন্নতা কাটাতে না পারি, আমি ভয় পাচ্ছি এটা ভেবে যে ওরা হয়তো আর কোনোদিনই কথা বলতে সক্ষম হবে না।'

যা জানা গেছে তার সূত্র ধরেই এটা বলা যেতে পারে গবলিন মি. ফিক্লিস বিষল সাসেক্সের বাসিন্দা। যিনি ওই কার্স কাটিয়ে সামান্য পরিমাণে সাড়া দিতে শুরু করেছেন। 'ওর কাছ থেকে কিছু গোঙানি এবং শব্দই শুধু শোনা যাচ্ছে। কোনো কথা নয়।' একজন অজ্ঞাত পরিচয় নার্স এই কথাটা বলেছেন। দুঃখের খবরটি হল আজ ভোরেই মি. বিষলকে তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভুল ঔষধ দেওয়ার একটি অভিযোগ বাতাসে ভাসছে শোনা যাচ্ছে। যে কারণে পুরো ব্যাপারটি আরও রহস্যর জালে জড়িয়ে গেছে। পুনরায় তদন্তের কথা ভাবা হচ্ছে।

এ বিষয়ে তদন্তকারী দলের প্রধান কিওরিনা গ্রীন বলেছেন, 'প্রাথমিক ভাবে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি কিভাবে এই তিনজন মন্ত্রণালয়ের ভেতরে ঢুকলো। তিনজনেই ছিঁচকে ধরনের বদমাইশ। এর আগে এতো বড় মাপের কিছু কোনোদিন করেনি। আমরা বাইরে থেকে বড় ধরনের কোনো সাহায্য বা মন্ত্রণালয়ের ভেতরের কারো সাহায্য করার সম্ভাবনার বিষয়টাও খতিয়ে দেখছি। মি. বিষলের মৃত্যুটা যদিও রহস্যজনক তবুও আমরা আপাতত ওটাকে একটা দুর্ঘটনা বলেই ধরে নিচ্ছি। আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করতেই পারি যেহেতু ওই তিন দুষ্কৃতি কিছুই চুরি করতে পারেনি।'

জেমসকে পড়ায় মগ্ন দেখে জেইন ফিসফিসিয়ে বললো, 'কি রে যাবি নাকি? আমি একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি যাতে ব্রুমস্টিক নিয়ে একটু অভ্যাস করে নিতে পারি। একজন পটারকে আমার গুডলাক রুপে সাথে পেতে চাই।'

BanglaBook.org

জেমস নিজের অনুসন্ধিৎসাকে দূরে সরিয়ে রেখে জেইনের সাথে যাওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিল। নিজেও কিছুটা ঝাড়ুতে ওড়া অভ্যাস করবে বলেই ঠিক করলো। কাগজটাকে ভাঁজ করে ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে নিলো।

'উড়ন্ত অবস্থায় কী করে থাকতে ও ঘুরতে হয় আমায় একটু দেখিয়ে দিবি ? আমি ক্লাস করার সময় দেখছিলাম কী সহজেই তুই ওই কাজ দুটো করছিলি।' পোশাক পাল্টানোর জন্য কমন রুমের দিকে যাওয়ার পথে সিঁড়িতে ওঠার সময় জেমস জেইনকে বললো।

জেইন আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, 'অবশ্যই দেখিয়ে দেব। কিন্তু ওটা র‍্যালফকে দেখান যাবে না কারণ ওএখনও স্থিরভাবে ভেসে থাকতেই শেখেনি।'

র‍্যালফের নামটা শুনেই জেমসের মনে একটা কেমন ঘিনঘিনে ভাব এলো। জোর করে ভাবনাটা ও দূরে ঠেলে দিলো। কিছু সময় বাদের দুজনেই টিশার্ট আর জিন্স পড়ে ছুটে চললো বিকেলের সূর্যালোককে সাথে নিয়ে কুইডিচ পিচের দিকে।

***

জেমস পুরো বিকেলটাই ওখানে কাটিয়ে দিলো জেইনের সাথে, অভ্যাস করলো সামান্যই। মনোযোগটা পড়ে থাকলো গ্রিফিন্ডর আর র‍্যাভেনক্ল টিমের প্র্যাকটিস দেখার দিকে। জেইন ওর দলের সাথে ফিরে গেল তাড়াতাড়ি ডিনারটা সেরে নেওয়ার জন্য। জেমস চলে গেল টেড আর গ্রিফিন্ডরদের সাথে কমন রুমের পথে। ওদের উদ্দেশ্যও জলদি জলদি ডিনারটা করে নেওয়া। মরসুমের প্রথম ম্যাচের আগে একটা ভালো রকম উত্তেজনা চিরকালই ছড়িয়ে থাকে চারপাশে। গ্রেট হলের ভেতরটা গমগম করছিল একে অপরকে ইয়ার্কি মারা, চিৎকার এবং মাঝে মাঝেই হাউজের নিজস্ব সংগীতের উদাত্ত গায়নে। শেষ পাতে ডেজারট খাওয়ার পর নোয়া, টেড, পেট্রা এবং সাব্রিনা কুইডিচের জারসি পড়ে একে অপরের হাত ধরে গ্রিফিন্ডর টেবিলের সামনে দাঁড়ালো। একসাথে পা ঠুকলো পাথরের মেঝেতে, গোটা হলের মনোযোগ নিজেদের দিকে আনার জন্য। তারপর ড্যামিয়েনের আজকেই লেখা একটা উৎসাহব্যঞ্জক শব্দে তৈরি কবিতা আবৃত্তি করলো একসাথে।

ও হো হো হো, ভালোবাসি মজা আর হইহুল্লোড়, আমরা যে গ্রিফিন্ডর
আজ কুইডিচের মাঠে আমরা দেখাবো বিজয়রথের দৌড়
র‍্যাভেনক্লয়ের দল বুঝেছিস কি তোরা? কিস্যা খতম তোদের,
যখন পড়বে ঝাঁপিয়ে সর্ব শক্তি দিয়ে সিংহবাহিনী মোদের
ও হো হো খেলাটা হবে জবরদস্ত, শরীরে শরীর খাবে ধাক্কা
আর তোদের সিকারের ভাগ্যে জুটবে লবডঙ্কা
কিন্তু আমরা হলাম গ্রিফিন্ডর, লুকিয়ে করি না যে জোড়জোড়
জানিয়ে দিলাম আগেই, সাবধান বিপদ অতি...

BanglaBook.org

শেষ কথাটা আর শোনা গেল না গ্রিফিন্ডর সদস্যদের উল্লাস ধ্বনি এবং র‍্যাভেনক্লদের তাচ্ছিল্যসূচক চিৎকারের চোটে। গ্রেমলিনরা একসাথে হেসে সবাইকে আনত হয়ে সম্মান জানিয়ে, নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে বেরিয়ে গেল কুইডিচ ম্যাচের উদ্দেশ্যে। দলের অন্য সদস্যদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। শেষ সময়ের কিছু অভ্যাস সেরে নেওয়ার লক্ষ্যে।

জেমস জানে মরসুমের প্রথম এবং শেষ এই দুটো ম্যাচ দেখতে সবচেয়ে বেশি জন সমাগম হয়। বছরের শেষে হয় ফাইনাল ম্যাচ। আর সবাই জানে, যে দলই উঠুক না কেন খেলাটা যথেষ্টই আকর্ষণীয় হয়। আর শুরুর দিনটায় নিজ নিজ হাউজের জন্য সবাই গলা ফাটাতে একটু বেশিই আগ্রহী থাকে। গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডটা তো ফাঁকা থাকেই না বলা যায়। শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকরাও হাজির থাকেন নিজ নিজ হাউজের জারসি পড়ে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য। মাঠে পৌঁছেই জেমস চনমনে হয়ে গেল উপস্থিত জনতার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে। শিক্ষার্থীরা একে অপরকে দেখে ডাকাডাকি করে নিজেদের হাজিরা জানান দিয়ে মাতিয়ে রেখেছে পুরো জায়গাটাকে। শিক্ষকরা বসে পড়েছেন নিজ নিজ হাউজের জন্য সংরক্ষিত আসন গুলোতে। গ্রিফিন্ডরের জন্য নির্দিষ্ট আসন গুলির দিকে পৌঁছানোর জন্য সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জেমস দেখতে পেল হ্যারি বসে আছে প্রেস বক্সের কাছে। ওনার ডান দিকে বসেছেন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা আর বামদিকে আলমা আলেরনের অতিথিবৃন্দ। হ্যারি জেমসকে দেখতে পেয়েই হেসে হাত নাড়ালেন। জেমস ওখানে গেল। ওর বসার জন্য জায়গা ছিল না আলাদা করে যে কারণে সবাইকে একটু সরে সরে বসতে হলো। জেমস আমতা আমতা করে ক্ষমা চেয়ে নিলো সবার কাছে। যদিও মিস সাকারিনার নকল হাসি মাখানো মুখের বিরক্তিভাব ওকে একটুও বিব্রত করলো না।

'আমি বলেই ছিলাম স্টেটসে আমাদের কুইডিচ টিম আছে,' প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন হ্যারিকে বললেন, ওনার গলার স্বর দর্শকদের চিৎকার ছাপিয়ে শোনা গেল। 'কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে ততটা জনপ্রিয় নয় সুইভেনহজ, গ্রাঞ্জবল বা ব্রুমস্টিক গান্তলেট এর মতো। এবছরে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ দল কিছুটা আশা জাগিয়েছে, বলেছিলাম বোধ হয়। যদিও আমি বেশি কিছু আশা করছি না।'

জেমস আমেরিকানদের দিকে তাকালো, বোঝার চেষ্টা করছিল কারা কারা এসেছেন এবং ওদের মতামত কী এই খেলাটার বিষয়ে। একেবারে শেষের আসনে বসে আছেন মাদাম ডেলাক্রয়। মুখ ভাবলেশহীন, মুঠিবদ্ধ হাত কোলের ওপর রাখা। দুর থেকে যেটাকে একটা বাদামী রঙের গাঁটওয়ালা বলের মতো দেখাচ্ছে। প্রফেসর জ্যাক্সন এর সাথে চোখাচোখি হতেই উনি হেসে মাথা নাড়লেন। জেমস দেখতে পেল ওনার সেই কালো চামড়ার ব্যাগটা পায়ের কাছেই নিয়ে বসে আছেন। প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিনের পরনে উঁচু সাদা কলারওয়ালা চিরন্তন শিক্ষকের পোশাক সাথেই ধাতব অ্যাস্কট, টাই এর বদলে। চারকোনা চশমার কাঁচে মাঝেমাঝেই ঝলসে উঠছে যখনি উনি এদিকে ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখছেন।

BanglaBook.org

'র‍্যালফ কোথায়? আমি তো ভেবেছিলাম আজ ও তোর সাথেই আসবে।' হ্যারি বললো।

জেমস কাঁধ ঝাঁকালো, চোখ সরিয়ে নিল হ্যারির চোখ থেকে।

'আহ' এই তো এবার মনে হচ্ছে শুরু হবে,' ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন এবং নড়েচড়ে বসলেন।

গ্রিফিন্ডরের টিম তাদের শিবিরের দিকের দরজা দিয়ে মাঠে প্রবেশ করলো। প্রত্যেকের লাল ক্লোক ওদের পেছনে পতাকার মতন উড়ছে।

প্রেস বক্স থেকে ড্যামিয়েন দামাস্কাসের কণ্ঠে ঘোষিত হল, 'ক্যাপ্টেন জাস্টিন কেনেলির নেতৃত্বে এই মাত্র মাঠে প্রবেশ করলো গ্রিফিন্ডর দল।'

কর্ক স্ক্রু ফরমেশনে বেরিয়ে আসার পর নিজ নিজ ঝাড়ুসহ একটি জি আকৃতি গঠন করে ওরা নিজেদের শিবিরের সামনে দাঁড়ালো। তারপর বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শন করে একটি পি অক্ষর গঠন করলো। সকলেই এখন চড়ে বসেছে নিজ নিজ ঝাড়ুর ওপর, হ্যারি আর জেমসের দিকে মুখ করে হেসে স্যালুট করলো। গ্রিফিন্ডরের গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড উচ্ছ্বাসের চিৎকারে ফেটে পড়লো। জেমস লক্ষ্য করলো দর্শক আসন থেকে অনেকেই তাকালেন হ্যারির অভিব্যক্তি দেখার জন্য। হ্যারি একটু উঠে ঝুঁকে ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন।

'মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং রাণী আজ দর্শক দের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন,' জেমস শুনতে পেল হ্যারি বসতে বসতে বললেন।

দ্যামিয়নের কণ্ঠ পুনরায় প্রতিধ্বনিত হল চত্বরটায়, 'এবার মাঠে প্রবেশ করছে গতবারের বিজয়ী দল র‍্যাভেনক্ল। নেতৃত্বে জেনিফার টেল্লাস।'

র‍্যাভেনক্ল দলটি মাঠে প্রবেশ করলো বিস্ফোরণের স্টাইলে। দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এসেই খেলোয়াররা ছিটকে গেল বিভিন্ন দিকে দোলায়িত ছন্দে। একটি কোয়াফল একের থেকে অপরের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে। বেশ খানিকক্ষণ কসরতবাজি দেখিয়ে ওরা গিয়ে জড়ো হল পিচের ঠিক মাঝখানে। একটু থেমে নিজেদের ঝাড়ুগুলো দর্শকদের তুলে ধরে এক পাক দিয়ে নিল। সবার ডান হাত তোলা, শুধু জেনিফার মধ্যে দাঁড়িয়ে উচিয়ে ধরেছে কোয়াফলটা। র‍্যাভেনক্ল এর গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড এর দিক থেকে শোনা গেল উচ্ছ্বাসের ঝড়, সাথে সাথেই অন্যান্য দর্শকরাও অভিনন্দিত করলো গতবারের বিজয়ী দলকে।

জেনিফার এবং জাস্টিন উড়ে উঠে গেল ঠিক পিচের মাঝখানে। দুই দলের বাকি সদস্যরা নিজ নিজ ক্যাপ্টেনের পেছনে তৈরি ব্যূহ সাজিয়েছে। নিচে পিচের ওপর দাঁড়িয়ে অফিশিয়াল কুইডিচ টিউনিক পড়ে ক্যাব্রিয়েল রিভকালি, কোয়াফলটা ধরে আছেন পাঁজরার কাছে বাহুর চাপ দিয়ে। এক পা তোলা কুইডিচ ট্র্যাঙ্কের ওপর।

'আমি চাই একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খেলা,' উনি খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বললেন। 'ক্যাপ্টেনস রেডি? খেলোয়াড়রা যে যার নিজের পজিশন নিয়ে নাও।

BanglaBook.org

আররররর...এই আমি দিলাম ছুঁড়ে!’

বলার সাথে সাথে সাথেই সোজা কোয়াফলটাকে ছুঁড়ে দিলেন ওপর দিকে। আরো একটা ঘটনাও ঘটলো একই সাথে। উনি ট্র্যাঙ্ক থেকে পা সরালেন। ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল দুটো ব্লাজার আর একটা স্নিচ। চারটে বলই এখন শূন্যে, আর তার ফলস্বরুপ ভাসমান খেলোয়াড়দের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এদিক ওদিক ভেসে যাওয়ার কসরত। দর্শকদের চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড় হল।

র‍্যাভেনক্ল দলে জেইনের দিকে নজর জেমসের। খুঁজে পেতে অসুবিধা হচ্ছে না। রয়্যাল ব্লু রঙের পোশাকের সাথে ওর ব্লন্ড রঙের চুল ভালোই নজরে আসছে। বেশ দক্ষতার সাথে জেইনকে খেলোয়াড়দের পাশ দিয়ে একপাক ঘুরে একটা ব্লাজারে ব্যাক হ্যান্ড চাপ মারতে দেখা গেল। যদিও ব্লাজারটা গিয়ে লাগলো না তার লক্ষ্য বস্তুতে। কারণ ঠিক সময় মত নোয়া সরিয়ে নিতে পারল নিজেকে। ফলে দর্শকদের দিক থেকে তার জন্য যুগপৎ উল্লাস হতাশার আওয়াজ ধ্বনিত হলো।

গ্রীষ্মের এই সান্ধ্যকালে গরমের মাত্রা চরম। অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়ছে দর্শক ও খেলোয়াড়দের ওপর। মাঠের মধ্যে দু দলের জন্যই একটি করে কুলডাউন এরিয়া নির্দিষ্ট করা আছে, পিচের দুই প্রান্তে। দু জায়গাতেই বারোটা করে বড় বড় বালতিতে রাখা আছে জল। মাঝে মাঝে কোনো উড়ন্ত খেলোয়াড় ইশারা করছে নিজ দলের কুল ডাউন করার দায়িত্বে থাকা সদস্যকে। সেই সদস্যটি নিজের জাদুদণ্ড দিয়ে বালতির জলকে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতায় বুদবুদের আকারে তুলে দিচ্ছে। উড়তে থাকা খেলোয়াড়টি এসে ভেসে থাকছে নির্দিষ্ট স্থানে। আর একজন সদস্য নিচে থেকে তার জাদুদণ্ডের কেরামতি দেখিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে বুদবুদটির। আর তার ফলে সৃষ্টি হওয়া জলকণায় নিজেকে ভিজিয়ে নিচ্ছে খেলোয়াড়টি। রামধনু রঙের ছটা প্রত্যেকবার দেখা যাচ্ছে যখনই কোনো বুদবুদ ফেটে যাচ্ছে। আর এই ঘটনাটাও বেশ মজা করেই উপভোগ করছে উপস্থিত দর্শকেরা।

শুরুর কিছুক্ষনের মধ্যেই গ্রিফিন্ডর এগিয়ে গেল পয়েন্টে। র‍্যাভেনক্ল শুরু করলো পালটা আক্রমণ। সময় গড়ানোর সাথে সাথে একসময় গ্রিফিন্ডরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল র‍্যাভেনক্ল। অবস্থা এখন এমন যে সবাই বুঝতে পারছে দারুণ একটা উত্তেজনাকর সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই খেলা। জেমস তাকালো সিকারদের দিকে, ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে মুল্যবান স্নিচটাকে। জেমসও কোথাও দেখতে পেল না সোনালী রঙের ছোট্ট বলটাকে। হাফলপাফ দর্শক আসনের দিকে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কী যেন একটা চিকচিক করে উঠলো বলে মনে হল জেমসের। চোখ ছোট করে দেখার চেষ্টা করতেই নজরে এলো ওটা। পতাকা দণ্ডটা ঘিরে ঘুরছে সোনালী স্নিচ। র‍্যাভেনক্ল এর সিকার দেখে ফেলেছে ওটাকে। জেমস লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। গ্রিফিন্ডরের সিকার নোয়াকে উদ্দেশ্য করে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। নোয়া চকিতে ঝাড়ু ঘুরিয়ে তাকালো জেমসের দেখানো দিকে। স্নিচটা চোখে

BanglaBook.org

পড়তেই এগিয়ে চললো উড়ন্ত খেলোয়াড় এবং ধেয়ে আসা ব্লাজারদের অতি দক্ষতার সাথে পাশ কাটিয়ে।

র‍্যাভেনক্ল এর সিকার স্নিচটাকে ধরতে পারলো না ওটা বেরিয়ে গেল ওর পাশ দিয়ে। খেলোয়াড়টি আর একটু হলেই পড়ে যেতো নিজের ঝাড়ু থেকে। কোনোমতে সামলে নিয়ে দুপাক খেয়ে ফিরে এলো নিজের জায়গায়। গ্রিফিন্ডরের বিটারের দায়িত্বে থাকা টেড একটা ব্লাজারকে চাপ মেরে পাঠিয়ে দিল র‍্যাভেনক্ল এর সিকারের দিকে। কিন্তু ছেলেটি বাঁচিয়ে নিল নিজেকে, পুনরায় উড়ে গেল স্নিচটটাকে পাকড়ানোর জন্য। নোয়াও পিচের অপর দিক থেকে এগিয়ে আসছিল অন্যান্য উড়ন্ত খেলোয়াড়দের কাটাতে কাটাতে। জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে যাচ্ছিলো উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলো। আসন ছেড়ে উঠে পড়ে অনেকেই চিৎকার করছে উৎসাহ দিচ্ছে। এই রকম একটা টানটান সময়ে, জেমসের চোখে যা ধরা পড়লো তাতে খেলা থেকে ওর মনটা অন্যদিকে চলে গেল।

সেই মাগল অনুপ্রবেশকারী। সে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাভেনক্ল এর কুল ডাউন এরিয়ার কাছে। জেমসের বিশ্বাস হচ্ছিল না নিজের চোখকে। কিন্তু এটাই সত্যি যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কুলডাউন মেম্বারদের পোশাক পড়ে। ম্যাচ দেখছে চরম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। কিছু একটা ধরে আছে চোখের ওপর। জেমস ভালো করে তাকাতেই বুঝলো ওটা মাগলদের একটা ক্যামেরা। ম্যাচটার ছবি তুলছে লোকটা! আগন্তুকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে জেমস তাকালো ড্যাডের দিকে। হ্যারিও দাঁড়িয়ে গেছেন ম্যাচের শেষ মুহূর্তের উত্তেজনা উপভোগ করার জন্য। জেমস হ্যারির পোশাকের প্রান্ত ধরে টান দিলো এবং চিৎকার করে বললো।

'ড্যাড! ড্যাড, ওই নিচে, ওইখানটায় একজন লোক!' আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করলো উত্তেজনায় লাফাতে চিৎকার করতে থাকা জনতার ভেতর দিয়ে।

হ্যারি হাসি মুখে জেমসের দিকে তাকিয়ে, ঝুঁকে চেষ্টা করলেন শোনার জেমস কী বলতে চাইছে। 'কী?'

'ওই নিচে তাকাও!' জেমস হাত দিয়ে দেখিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললো। 'ওই লোকটার এখানে থাকার কথা নয়! ও একজন মাগল! আমি ওকে এর আগেও দেখেছি!'

হ্যারির মুখ বদলে গেল। হাসি উধাও। চেষ্টা করলেন যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে দর্শকদের মধ্য দিয়ে দেখার। জেমস ও তাকালো মাগল অনুপ্রবেশকারীকে পুনরায় দেখার জন্য। ও ভেবেছিল লোকটাকে আর দেখা যাবে না। কিন্তু ওর অনুমান ভুল হলো। লোকটা এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওপরের ক্রীড়াযুদ্ধ দেখছে মন দিয়ে। ক্যামেরাটা এই মুহূর্তে নামানো। ধরে আছে ডান হাতে। জেমস আরো ভালো করে তাকাতেই দেখতে পেল হাতের ওপর দিকটায় ব্যান্ডেজ করা আছে। মুখেও দুটো ছোট্ট ব্যান্ডএইড টেপ লাগানো। সেদিন জানালা ভেঙে পড়ে গিয়ে আঘাতের

BanglaBook.org

চিহ্ন। যদিও তেমন কিছুই হয়নি বোঝা যাচ্ছে। না হলে আজ আবার ফিরে আসতো না।

হ্যারি আমেরিকান প্রতিনিধিদের কাছে নম্র ভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ওদের সামনে দিয়ে দ্রুত এগোতে থাকলেন সিঁড়ির দিকে। জেমস অনুসরণ করলো বাবাকে। দুটো দুটো করে ধাপ লাফিয়ে ওরা এগিয়ে চললো নিচে মাঠের দিকে। জেমস বুঝতে পারলো এই মুহূর্তে ওর ড্যাড অরোর এর দায়িত্ব পালনের পথে। তেমন কিছু ভাবনা নিয়ে নয়, নিজস্ব দায়িত্ব বোধ থেকেই উনি এটা করতে চলেছেন। ওনার মধ্যে কোনো উত্তেজনার ছাপ নেই, কেবলমাত্র অদম্য কর্তব্যবোধ এর চলমান রুপ। ওরা মাঠে পৌছানোর সাথে সাথেই খেলাটা শেষ হলো। একটা জলস্রোতের মতো উচ্ছ্বাস নিয়ে উল্লসিত জনতা ঢুকে পড়লো মাঠের মাঝে। কুলডাউন এর কর্মীরা বেরিয়ে এসেছেন খালি বালতিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উড়ন্ত খেলোয়াড়রা একে একে নেমে আসছে মাটিতে। ক্যাব রিডকালি একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার জাদুদণ্ডের সহায়তায় ফিরিয়ে আনছেন বলগুলোকে। যেখানটায় জেমস আর হ্যারি লোকটাকে দেখতে পেয়েছিল সেদিকে ঠেলেঠুলে ওরা এগিয়ে গেলেও কিছুই লাভ হলো না। দেখা পাওয়া গেল না মাগলটার। এই মুহূর্তে চারপাশে অনেক অনেক মানুষ, চিৎকার করছে, কথা বলছে ছোটাছুটি করছে। জেমস বুঝতে পারছে এর মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গিয়ে পাহাড় জঙ্গলের দিকে লুকিয়ে পড়াটা এমন কিছু কঠিন নয় ওই লোকটার পক্ষে।

হ্যারি কিন্তু থামেননি। গেলেন সেই জায়গাটায় ঠিক যেখানে আগন্তুক দাঁড়িয়ে ছিল। ওইখানটায় দাঁড়িয়েই চারদিক আস্তে আস্তে ঘুরে উনি বুঝতে চেষ্টা করছিলেন কী উদ্দেশ্য ছিল আগমনের।

'ওইখানটায়,' উনি হাত তুলে দেখালেন। একটা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের নিচের দিকে জেমস তাকালো, যেদিকটা ওর ড্যাড দেখাচ্ছেন। দরজাটা ওখানেই যেটা দিয়ে র‍্যাভেনক্ল এর দল মাঠে এসেছিল। 'অথবা ওটাও হতে পারে অথবা ওটা,' হ্যারি বললেন, কিছুটা নিজেকে উদ্দেশ্য করে কিছুটা জেমসের দিকে চেয়ে। হাত তুলে দেখালেন হাফলপাফ এবং স্লিদারিন গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের মাঝের পথটা। তার পরেই হাতটা ঘুরলো ইকিউপমেন্ট শেডের দিকে। 'না সম্ভবত শেডের দিকটা বেছে নেবে না, কারণ ও নিশ্চিত জানে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ ওখান দিয়ে নেই। একমাত্র লুকানোর পক্ষে ওটা ভালো। আর ওর লক্ষ্য পালিয়ে যাওয়া, লুকিয়ে থাকা নয় মোটেই। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের থেকে বেরিয়ে যাওয়াও অসম্ভব কারণ ওটা নিয়ে যাবে স্কুল এলাকায়। তার মানে লোকটা বেছে নিয়েছে দুই স্ট্যান্ডের মধ্যবর্তী পথটাই। জেমস, মাত্র মিনিট দুয়েক হয়েছে কী বলিস?'

জেমস ড্যাডের দিকে তাকিয়ে চোখ বড়বড় করে বললো, 'হ্যাঁ, তাই হবে।'

'হেড মিস্ট্রেসকে গিয়ে বলবি আমরা কী দেখেছি এবং টাইটাসকে জানাবি আমি

BanglaBoi.org

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওকে ওই পথটার দরজার মুখে ওকে উপস্থিত দেখতে চাই। ছুটবি না। আমারা জানি না এটার কারণ কী এবং এটার জন্য কোনো রকম উত্তেজনা তৈরি হোক সেটা চাই না। শুধু একটু দ্রুত হেঁটে যাবি আর যা বললাম সেটা করবি। ঠিক আছে?'

জেমস মাথা ঝোঁকালো। তার পর ঘুরে হাঁটা শুরু করলো সেই দিকে যেদিক থেকে ওরা এখানে এসেছিল। দৌড়ানো চলবে না বললো নিজেকে। নামতে থাকা জনস্রোত ঠেলে ও উঠছিল সিঁড়ি দিয়ে। জানাও হলো না কে জিতলো। কিন্তু ও দারুণ ভাবে খুশি এটা বুঝে যে ড্যাড ওর কথায় বিশ্বাস করেছেন। একটু হলেও ওর মনে দ্বিধা ছিল যে ওর কথাকে ড্যাড পাত্তাই দেবেন না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ওর ড্যাড ওকে কতটা ভালো করে বোঝেন। যে কারণেই বিশ্বাসটাও করেন। কোনো রকম প্রশ্ন না করেই হ্যারি ব্যাপারটার তদন্ত করতে নেমে পড়েছেন। হয়তো এভাবেই অরোররা কাজ করেন। আগে তদন্ত তার পরে প্রশ্ন, যদি দরকার পড়ে। তবুও এই মুহূর্তে জেমসের খুশির ঠিকঠিকানা নেই, কারণ ওর কথাকে হ্যারি এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন।

আনন্দের সাথে সাথেই খারাপও লাগছে জেমসের। কারণ ওই সন্দেহজনক লোকটাকে ধরা গেল না। ও বুঝতেই পারছে হ্যারি বা টাইটাস কেউই কোনো সুত্র খুঁজে পাবেন না লোকটা কোথায় গেল সে বিষয়ে। জেমসের অবস্থাটা সেই এক জায়গাতেই থেকে গেল। শুধু ওর গল্পের সাথে আর একটু অংশ যুক্ত হলো, কুইডিচের পিচে লোকটাকে আরো একবার দেখা গেছে।

এই সব ভাবতে ভাবতে টাইটাস হার্ডক্যাসলের দেখা পেয়ে ও জানিয়ে দিল হ্যারির নির্দেশ। সহকর্মীদের কাছে তাৎক্ষনিক বিদায় নিয়ে টাইটাস দ্রুত এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। হাত পকেটে ঢোকানো, ওখানে ওনার জাদুদণ্ডটা আছে। ম্যাকগোনাগল এবং মন্ত্রণালয়ের সদস্যরা জেমসের কথা শুনলেন । হেডমিস্ট্রেসের মুখে ফুটে উঠলো কাঠিন্য। মিস সাকারিনা এবং মি. রিক্রিয়ান্ট এর হাবভাবে বোঝা গেল ওরা অবাক হয়েছেন।

'তুমি বলতে চাইছো লোকটার সাথে ক্যামেরা ছিল?' সাকারিনা জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, আমি ওই রকম ক্যামেরা আগে দেখেছি। ওটা দিয়ে সিনেমার মতো ছবি তোলা যায়। লোকটা কুইডিচের মুভি করে নিয়েছে।'

সাকারিনা মি. রিক্রিয়ান্টের দিকে যে ভাবে তাকালেন তাতে বোঝা গেল জেমসের কথা ওনার একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না। জেমস এতে আশ্চর্য হলো না। কিছু এসে যায় না এতে কারণ ম্যাকগোনাগল ম্যাম ওর কথায় বিশ্বাস করেছেন। ও বলতে যাচ্ছিলো সেদিন রাতের আগন্তুক আর আজকের লোকটা একই। কিন্তু সাকারিনার হাবভাব দেখে থেমে গেল এবং সিদ্ধান্ত নিলো এসব কথা ম্যামকে আলাদা ভাবে জানাবে।

ম্যাকগোনাগল, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং আলমা আলেরনের অতিথিদের সাথে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামতে নামতে জেমস জানতে পারলো খেলার ফল।

BanglaBook.org

র‍্যাভেনক্লরা ম্যাচটা জিতে নিয়েছে। জেমসের বিরক্তি আরো বাড়লো। অবশ্য জেইনের কথা ভেবে ওর কিছুটা ভালোও লাগলো।

দুর্গের কাছাকাছি চলে আসার পর হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

'মাননীয় প্রফেসরগণ এবং অতিথিবৃন্দ, আশা করছি এখান থেকে নিজের নিজের বাসস্থানে ফিরে যেতে আপনাদের অসুবিধা হবে না। আমি বর্তমান পরিস্থিতি নিজে থেকে একটু খতিয়ে দেখতে চাই,' বলেই উনি আবার ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকের উদ্দেশ্যে। জেমস চকিতে ওনাকে অনুসরণ করতে শুরু করলো। কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই উনি ওর দিকে ফিরে তাকালেন।

'আমার মনে তোমাকে এটা বলার কোনো অর্থই নেই যে এটা কোনো প্রথম বার্ষিকীর নাক গলানোর মতো কাজ নয়,' উনি কথাটা বললেও মনে হলো না যে উনি চান জেমস দুর্গে ফিরে যাক। 'তোমার বাবা স্বয়ং অরোর প্রধান, সম্ভবত উনি তোমায় বলেছেন ওনার কাছে ফিরে যেতে। আমি অবাক হচ্ছি মিস গ্র্যাঞ্জারকে ছাড়া হ্যারি কী করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করছে।'

জেমসের একটু সময় লাগলো মিস গ্র্যাঞ্জার মানে হারমাইওনি আন্টি এটা বুঝতে। যার পদবী এখন উইজলি।

জেমসের বেশ মজাই লাগলো হেডমিস্ট্রেস ম্যাম এখনো ড্যাড, হারমাইওনি আন্টি আর রন আঙ্কলকে আগের মতই দুষ্টুমিতে ভরপুর ছোট্ট শিক্ষার্থীদের মতোই মনে করেন।

ওরা যখন স্লিদারিন আর হাফলপাফ এর গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের মাঝের পথটায় পৌছালো, দেখতে পেল ড্যাড আর টাইটাস এলাকাটির সরেজমিন তদন্ত সেরে ফিরে আসছেন।

ম্যাকগোনাগল জানতে চাইলেন, 'কোনো কিছু বোঝা গেল?'

হার্ডক্যাসল ঘরঘরে স্বরে বললেন, 'আপাতত না। রাস্তা শুকনো পায়ের ছাপ পাওয়ার পক্ষে। সাথে অন্ধকার, ফলে আর কিছু মানুষ বা কুকুরের সাহায্য ছাড়া খুঁজে পাওয়া কঠিন।'

'ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস,' হ্যারির বলার ভঙ্গিতেই জেমস বুঝে গেল ড্যাড এখন হেড অরোরের ভুমিকায়, 'আমরা কি অনুমতি পেতে পারি আরো ভালোভাবে এলাকাটিকে খুঁজে দেখার? আমাদের নিজস্ব একটি ছোট্ট দলকে এ কাজে দরকার।'

উত্তর না দিয়ে ম্যাকগোনাগল ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি মনে করো ওই ব্যক্তিটি বিপদজনক?'

হ্যারি হাত ছড়িয়ে কাঁধ ঝাকালো। 'কিছুই বলা সম্ভব না যতক্ষণ না আর কিছু খবরাখবর পাচ্ছি। শুধু এটাই বলতে পারি ওই আগন্তুক কোনো ছাত্র ছিল না কারণ

BanglaBook.org

বয়েস যথেষ্ট বেশি। আবার এখানকার কোনো কর্মী বা শিক্ষকও ওই লোকটা নয়। কুলডাউন স্টাফদের পোশাক পরে ও নিশ্চিত ভাবেই কারো চোখে ধুলো দিতে চাইছিল, সবার চোখের আড়ালে থাকা ওর উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া জেমস আমায় বলেছে লোকটাকে ও আগেও দেখেছে এখানেই মাঠে।'

বাকি দুজন জেমসের দিকে তাকাতেই জেমস ম্যাকগনাগলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ সেই লোকটা ম্যাম যার কথা আমি সেদিন আপনাকে বলেছিলাম। আজ আমি একেবারে নিশ্চিত। কারণ ওর হাতে আর মুখে ব্যান্ডেজ করা ছিল। আমার মনে আমি যখন ওকে জানালা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিই ওর তখনই ওই সব জায়গায় কেটে যায়।'

হাসি চেপে হ্যারি বিড়বিড় করে বললেন, 'আর আমি নিশ্চিত তোর গল্পটা দারুণ ইন্টারেস্টিং।'

'কিন্তু মি. পটার, মি. হার্ড ক্যাসল এটা তো মানবেন এই স্কুলকে ঘিরে রাখা সুরক্ষাবন্ধনী ভেদ করে কারো পক্ষে এর ভেতরে আসা সম্ভব নয়। একমাত্র যদি না কেউ কাউকে এর ভেতরে আসার বিশেষ অনুমতি দেয়...

হ্যারি বললো, 'আপনি ঠিকই বলছেন মিনার্ভা। কিন্তু যাকে আমি দেখলাম তাকে দেখে মনে হলো না সঠিকভাবে কেউ ওকে সেই পারমিশনটা দিয়েছে। তাহলে ও পালাতো না। তাই প্রশ্ন হল ওকে পারমিশনটা দিলো কে এবং কিভাবে? এই প্রশ্নটার উত্তর আমাকে সবার আগে জানতে হবে। আর তারো আগে আমাকে চারপাশের এলাকা ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে।'

ম্যাকগোনাগল হ্যারির চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মতির ইশারা করলেন। 'অবশ্যই, কাজ শুরু করে দাও। কাকে দরকার ?'

'প্রাথমিক ভাবে হ্যাগ্রিডকে দরকার। এই এলাকাটাকে ওর মতো ভালো কেউ চেনে না। সাথে দরকার ট্রাইফকে। আমরা তিনটে দলে ভাগ হয়ে কাজ করবো। হ্যাগ্রিডের সাথে থাকবে ট্রাইফ আমি একটা দল নিয়ে ঢুকবো নিষিদ্ধ অরণ্যে আর টাইটাস আর একটা দল নিয়ে খোঁজ শুরু করবে লেকের প্রান্তসীমা ধরে। আমাদের আর কিছু লোককে পেলে ভালো হতো এই সুত্র খোঁজার কাজে। নেভিল থাকলে বেশ ভালো হতো, কিন্তু সে তো বাইরে গেছে।'

হার্ডক্যাসল বললেন, 'ওকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করতে পারি।'

হ্যারি মাথা নেড়ে বললেন, 'মনে হয় না সেটা করার দরকার আছে। আমরা মাত্র একজনকে খুঁজছি, সে সম্ভাব্য রুপে একজন মাগল। আমাদের দরকার মাত্র কয়েকজনকে যারা পিছু নিতে ওস্তাদ। টেডি লুপিন আর জেমসকে নিয়ে দলটা বানালে কেমন হয়?'

জেমস নিজের আন্তরিক উচ্ছ্বাসটাকে প্রকাশ না করলেও শিহরিত হলো রোমাঞ্চ এবং গর্বে। ড্যাডের দিকে তাকিয়ে সামান্য ঝুঁকে কর্তব্য এবং আত্মবিশ্বাস দেখাতে

BanglaBook.org

চাইলো, উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে।

টাইটাস জানতে চাইলো, 'ম্যাম এই মুহূর্তে স্কুলে কোনো হিপোগ্রিফস আছে? উড়ন্ত অবস্থায় ওপর থেকে জায়গাটাকে দেখতে পেলে ভালো হতো। যেহেতু আগন্তুক আগেও এই মাঠে এসেছে তার অর্থ কাছে পিঠেই কোথাও আস্তানা বানিয়েছে।'

'না মি. হার্ডক্যাসল, এই মুহূর্তে নেই। চাইলে থ্রেস্টাল এর বন্দোবস্ত করতে পারি।'

হ্যারি মাথা নড়লো। 'কাজ হবে না। থ্রেস্টাল কেবল মাত্র একজনকে নিয়েই উড়তে সক্ষম। তার ওপর আমি বা টাইটাসের মতো ওজন নিতে পারবেও না। হ্যাগ্রিড চাপলে তো নিশ্চিত ওটার দফারফা হবে।'

হার্ডক্যাসল জেমসের দিকে তাকালেন আড় চোখে। 'মানুষের চেয়ে একটু বেশি উচ্চতা সবসময়েই কার্যকরী ব্যাপার। বেশ খানিকটা উচুঁ থেকে এলাকাটা দেখতে পেলে ভালোই হতো। কিন্তু সময় নষ্ট হবে ঠিকঠাক খুঁজে দেখতে। কি কিছু আইডিয়া এলো নাকি মাথায়?'

'জায়ান্টদের সাহায্য নিলে কেমন হয়?' জেমস একটু ভেবে বললো। বলেই চিন্তায় পড়লো, কথাটা বোকার মতো হয়ে গেল বোধহয়। ভয় পেলো এবার ওর ড্যাড নিশ্চিত ওর ওপর থেকে ভরসা হারাবেন। 'ওখানে গ্রপ আছে। ও তো প্রায় গাছের মতই লম্বা, সাথে আছে ওর বান্ধবী। হ্যাগ্রিড বলছিলো সে নাকি আবার গ্রপের থেকেও লম্বা।'

হার্ডক্যাসল হ্যারির দিকে তাকালেন, মুখের ভাবে ভাবনা বোঝা মুশকিল। হ্যারিকে দেখে মনে হলো চিন্তা করছেন ব্যাপারটা নিয়ে। হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাগ্রিড এখানে কত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?'

'এটা একটা বেশ ভালো প্রশ্ন,' উনি উত্তর দিলেন একটু হালকাভাবেই। 'বুঝতেই পারছি আমার ধারণাই ছিল না আমরা দুটো দৈত্যকে নিয়ে এখানে বসবাস করছি। আমি যাচ্ছি, হ্যাগ্রিডকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানাতে সাহায্য করার জন্য।' জেমসের দিকে ঘুরে বললেন, 'তুমি চলে যাও লুপিনকে ডেকে আনার জন্য। আর কাউকে যেন বল না কী জন্যে ওকে ডেকে আনছো। দশ মিনিটের মধ্যে নিজেদের পোশাক পরে আর জাদুদণ্ড নিয়ে হাজির হও হ্যাগ্রিডের কেবিনে। আমায় ফিরে যেতে হবে দুর্গে, অতিথিদের দেখাশোনা করার জন্য।'

হ্যারি তার সেই বিখ্যাত মুচকি হাসিটা হেসে বললেন, 'জেমস, মাই বয় এবার আর হেঁটে নয় ছুটে যাও।'

***

কমন রুমের কাছে জেমস যখন পৌছালো তখন ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতেই ওর কষ্ট হচ্ছিল। দেখলো টেড তখনো কুইডিচ জার্সিটা পড়েই আছে, এক কোনায় আরো কিছু খেলোয়াড় সাথে জটলা পাকিয়ে আলোচনায় মগ্ন।

BanglaBook.org

‘টেড একটু এদিকে আসবে! আমদের হাতে বেশি সময় নেই,’ জেমস হাঁফাতে হাঁফাতে বললো।

সাব্রিনা বললো সোফার ওপর দিয়ে ঘুরে তাকিয়ে, ‘এভাবে ঘরে ঢোকা উচিত নয়, যে কেউ ধরে ফেলবে তুই কিছু একটা ঝামেলা পাকিয়েছিস

‘আমি, মানে আমরা,’ জেমস হাঁটুর ওপর দু হাতের ভর দিয়ে দম নিতে নিতে বললো। ‘এক্ষুনি আমি কিছু বলতে পারছি না। সে অনুমতি নেই। সব পরে বলবো। টেড তোর সাহায্য ওদের দরকার। ৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের হ্যাগ্রিডের কেবিনে যেতে হবে, ক্লোক আর জাদুদণ্ড নিয়ে।’

টেড লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মরসুমের প্রথম হারটার কথা ভুলে যেতে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই। তার ওপর একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ‘আমি জানতাম এরকম একটা দিন আসবে। আমার ইউনিক স্কিল আর দূরদৃষ্টি একদিন দাম পাবে আমি জানতাম। ওকে বন্ধুগণ আপাতত বিদায়, আবার দেখা হবে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনানোর জন্য। আশা করছি সেটা শোনানোর জন্য তোদের কাছে ফিরে আসবো। চল জেমস কোথায় যাবি।’

টেড ক্লোকটা নিয়ে নিলো কাঁধের ওপর আর জাদুদণ্ডটা গুঁজে নিল পিছনের পকেটে।

দুজনেই এগিয়ে গেল স্থূলকায় মহিলার পোর্ট্রেট এর দিকে। জেমস এখনো হাঁফাচ্ছিল, টেড এগিয়ে যাচ্ছিল চোয়াল শক্ত করে। সাব্রিনা পেছন থেকে ডেকে বললো, ‘ফিরে আসার সময় বেশি করে বাটারবিয়ার নিয়ে ফিরে এসেন, হে মহান যোদ্ধা।’

ব্যালকনির বাঁকটা ঘুরতেই দেখা গেল জেইন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এদিকেই আসছে। যার ফলে জেমস একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল কী বলবে এটা ভেবে। নিচে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এলো জেইন।

‘হেই, টেড আজ খেলা কিন্তু দারুণ হলো!’

টেড উত্তর না দিয়ে একটা হুম ধরনের শব্দ করলো, পরাজয় মনে করার কোনো ইচ্ছেই ওর নেই।

‘তোরা যাচ্ছিস কোথায়?’ জেইন জানতে চাইলো, জেমসদের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে।

‘অ্যাডভেঞ্চারে সাথেই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে,’ টেড উত্তর দিল। ‘ইচ্ছে আছে যাওয়ার?’

‘অবশ্যই! তা প্ল্যানটা কী?’

‘বলা যাবে না,’ জেমস উত্তর দিল। ‘সরি ভাই। এটা আমার আর টেডের নিজের একটা ব্যাপার। আমার ড্যাড বলেছেন...’

জেইনের ভুরু কপালে উঠে গেল। ‘তোর ড্যাড? কুউল! তার মানেই বিশেষ কিছু ব্যাপার! এটা কিন্তু ঠিক নয়। তুই হ্যারি পটার স্টাইলের অ্যাডভেঞ্চার করতে

BanglaBook.org

যাচ্ছিস। আর সেখানে তোর সাথী হিসাবে আমি থাকবো না। এটা করতে পারবি তুই?'

জেমস মেইন হলের মধ্যে থমকে দাঁড়ালো, একটু ভাবলো তারপর বললো, 'ঠিক আছে! তুই আসতে পারিস আমদের সাথে। কিন্তু ড্যাড যদি তোকে ফিরে যেতে বলে সেটাই তোকে করতে হবে। আর এ নিয়ে কাউকে একটা কথাও বলতে পারবি না। রাজি?'

'উউহুউ!' জেইন চেঁচিয়ে উঠলো প্রায়। ছুটে এগিয়ে গেল ওদের আগে এবং বললো, 'তাড়াতাড়ি পা চালাও ভাইসব। সামানে বিরাট একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

ওরা পৌঁছে দেখতে পেল হ্যারি আর টাইটাস হ্যাগ্রিডের কেবিনের বাইরে জাদুদণ্ডের আলো জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

'এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ টেড,' হ্যারি বললেন, মুখে কাঠিন্য। 'এবং জেইন তোমাকেও। তুমি আসবে সেটা অবশ্য আশা করিনি।'

'হ্যারি, আমি ওকে নিয়ে এলাম,' টেড বললো, কিছুটা থমথমে গলায়। 'যদিও ও একেবারে নতুন তবু যথেষ্ট শার্প। আমার মনে হলো তোমার প্ল্যান অনুসারে হয়তো ওকে কাজে লেগে যেতেও পারে।' টেড জেইনের দিকে তাকিয়ে বললো। জেইন মুখ থেকে হাসি সরিয়ে একটা ব্যর্থ সিরিয়াস ভাব আনার চেষ্টা করছে। যেটা হ্যারি ভালোভাবে লক্ষ্য করলেন।

'আসলে এই মুহূর্তে আমাদের চোখের প্রয়োজন। মানে আমরা কিছু খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো। আর যেহেতু জেইনেরও আমাদের মতোই দুটো চোখ আছে অতএব ওকেও দলে নেওয়া যেতেই পারে। শুধু একটা দিকে খেয়াল রাখতে হবে মিনার্ভা যেন জানতে না পারেন আমি প্রথম বছরের আরো একটি ছাত্রকে আমার দলে সামিল করেছি। কারণ উনি জানলে আমদের সবার ভাগ্যে জুটবে কঠিন কোনো শাস্তি। জেমস তো বোধ হয় বলেনি আমরা আজ রাতে কী করতে চলেছি?'

টেড মাথা নাড়লো, 'একটা শব্দও না। শুধু বলেছে এটা খুব গোপন ব্যাপার।'

হ্যারি জেমসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হেডমিস্ট্রেস তোকে এরকম কোনো নির্দেশ দিয়েছে নাকি?'

'আমি কিন্তু ওই কথাটা বলিনি!' জেমস প্রতিবাদ করলো টেড এর দিকে তাকিয়ে। 'আমি বলেছি আমরা কী করতে চলেছি সেটা বলার অধিকার আমার নেই।'

'মানুষকে কৌতূহলী করে তলার সবচেয়ে সেরা উপায় হল এই বাক্যটা, একটাও প্রশ্ন করা যাবে না।' হ্যারির কথার ভঙ্গিতে বোঝা গেল উনি একটুও রাগ করেননি। বরং বেশ উপভোগ করছেন পরিস্থিতিটা। 'যাকগে, এটা কোনো ব্যাপার না। আমরা কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে দুর্গে ফিরে যাবো যাতে তোর গ্রেমলিন বন্ধুরা বেশি চিন্তা করার সুযোগ না পায়। তাহলেই হবে তো টেড?'

BanglaBook.org

'এসব নিয়ে যদি আলোচনা করতেও যাই আমার মনে হয় ওরা কম্বল মুড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়বে,' টেড বললো হালকাভাবে। হ্যারি চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

জেমস জমিতে একটা মৃদু কম্পন অনুভব করছিল। কিছুক্ষণ বাদেই শোনা গেল ট্রাইফের ঘেউ ঘেউ শব্দ, হ্যাগ্রিডের বুল ম্যাস্টিফ। বোর হাউন্ড ফ্যাং এর পর এটাই আপাতত হ্যাগ্রিডের প্রিয় পোষ্য। উপস্থিত সকলেই ঘুরে জঙ্গলের দিকে তাকালো, কারণ ওদিক থেকেই মাটিতে যে কম্পন অনুভুত হচ্ছিল তা আর জোরে এদিকে এগিয়ে আসতে থাকলো। মিনিটখানেক পর কিছু অতিকায় অবয়ব অন্ধকারে প্রতিভাত হল। মহীরুহসম উচ্চতার, পদচারণে এবার আর জোরে কেঁপে উঠলো মাটি। ট্রাইফ ওই দৈত্যাকার অবয়বদের পায়ের মধ্যে দিয়ে ছোটাছুটি করছিল। জানেও না অসাবধানে একবার যদি ওদের কারো পা ওর ওপর পড়ে তাহলে...। ওদের দিকে তাকিয়ে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, অত বড় মাপের কুকুরটাকে নেহাতই খেলনা মনে হচ্ছে। হ্যাগ্রিড এগিয়ে এলো, ট্রাইফকে বারবার চিৎকার থামানোর জন্য নির্দেশ দিতে দিতে, যদিও সেরকম কোনো জোর তাতে থাকছিল না।

'গ্রপকে সাথে নিয়ে আসাটা কোনো ব্যাপারই না, জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হ্যাগ্রিড বললো। 'ও সবসময়েই সাহায্য করতে প্রস্তুত। খুবই বড় মাপের হৃদয়ের অধিকারী। সাথে সাথে যতদিন যাচ্ছে ওর কথাবার্তাও বেশ ভালো হচ্ছে। অবশ্য ওর বান্ধবী...' ওর গলার জোর কমে গেল হ্যারিকে দেখেই, এতটাই কুঁকড়ে গেল যেন জোঁকের মুখে নুন দেওয়া হয়েছে। 'মানে ওই মেয়েটি মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তত অভ্যস্ত নয় কিনা গ্রপের মতো। ওকে এখানে জোর করে আনাটাও বোধ হয় ঠিক হলো না। আমরা কি বলি সেটা ঠিকঠাক বুঝতেও পারে না। তবু কথা বলে বলে ওকে বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। একদিন সে-ও আমাদের সাথে মিলে মিশেই থাকবে, তবে কিছুটা সময় লাগবে।'

জেমস নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলো এই হলো সেই হ্যাগ্রিড যে কেবল মাত্র আনন্দ পাওয়ার জন্য ব্লাস্ট এন্ডেড স্ক্রীউটটাকে বড় করেছিল। এই ভাবনা নিয়ে যে ড্রাগনদের প্রাথমিক চরিত্রাবলীর প্রথমটা হলো, ওরা খুব কিউট সেই হ্যাগ্রিড যখন কোনো প্রাণীর বিষয়ে সতর্ক করছে সেটা মেনে নেওয়াটাই সঠিক কাজ। সবাই ঘুরে দাঁড়ালো দৈত্যদ্বয়কে স্বাগত জানানোর জন্য। গ্রপ প্রথম বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে, পিটপিট করে হাসলো। হ্যারির দিকে বাড়িয়ে দিল বিশাল হাতটা।

'হাল্লু হ্যারি,' গ্রপ গম্ভীর স্বরে ধীর বললো জেমস বুঝতে পারলো শব্দ সাজিয়ে কথা বলাটা বেশ কঠিন কাজ গ্রপের পক্ষে। 'কেমন হারম এই নাওন হারমাইম নিন...'

হ্যারি গ্রপের প্রচেষ্টকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হারমাইওনি ভালো আছে গ্রপ। তোমার সাথে আমার দেখা হবে জানলে সে নিশ্চয় আগে থেকে তোমায় হ্যালো বলতে বলে দিত।' হ্যারি আসলে কি বললো এটা গ্রপের মাথায় ঢুকলো না, 'হাল্লু, হারমি নিম্মিনি ও নামটা ঠিক করে উচ্চারন করার চেষ্টাতেই মনোযোগ দিল। ওদিকে জঙ্গল থেকে এবার বেরিয়ে এলো গ্রপের বান্ধবী। জেমস পেছন দিকে মাথা

BanglaBook.org

কাত করে দেখলো, একটা শিহরণের স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। মেয়ে দৈত্যটা এতটাই লম্বা যে ওর মাথা গাছের শীর্ষ ভাগেরও ওপরে ছিল, বেরিয়ে আসার সময়ে বেশ কিছু ডালপালা ভেঙে গেল ওর নড়া চড়ায়। জাদুদণ্ডের আলো গ্রপের মুখ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল যা ওর বান্ধবীর খুব বেশি হলে বুক পর্যন্ত হবে মাথাটা একটা জমাট অন্ধকারের মতো গাছের উচ্চতা ছাড়িয়ে অবস্থান করছিল তারা ভরা আকাশের প্রেক্ষাপটে। ওর নড়াচড়াটা গ্রপের চেয়েও ধীর গতির। প্রতি পদক্ষেপে আশেপাশের গাছপালা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দানবাকৃতি দেহধারীনীর দিকে তাকিয়ে হার্ডক্যাসল বলেন, 'ভাগিয়ে নিয়ে আসার পক্ষে একটু বেশি বড়ই।'

'হ্যারি, টাইটাস, জেমস, জেইন আর টেড,' হ্যাগ্রিড ধীরে ধীরে নামগুলো বললো, 'পরিচয় করিয়ে দিই, এ হল প্রেচকা। প্রেচকা এরা সব বন্ধু।'

প্রেচকা নিচু হয়ে মুখটা নামিয়ে আনল গ্রপের কাঁধের কাছে। একটা প্রশ্ন সূচক গরগরে শব্দ করলো, জেমস নিশ্চিত এই আওয়াজে হ্যাগ্রিডের কেবিনের জানালা ঝনঝনিয়ে উঠেছে। হ্যারি নিজের প্রজ্জ্বলিত জাদুদণ্ডটা উঁচু করে তুলে ধরে হাসলেন। 'প্রেচকা, গ্রপ তোমাদের দুজনকেই ধন্যবাদ আমাদের সাহায্য করার জন্য এখানে এসেছ বলে। আশা করছি আমরা তোমাদের বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না। হ্যাগ্রিড কি তোমাদের বলেছে কেন তোমাদের ডেকে আনা হয়েছে?'

গ্রপ এবার বেশ সাজিয়েই কথা বললো, 'হ্যারি একজন লোক খুঁজছে। গ্রপ আর প্রেচকা সাহায্য।'

'দারুণ,' হ্যারি বললেন। এবার বাকিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হ্যাগ্রিড তুমি ট্রাইফকে নিয়ে ওই পথটার দিকে যাও। অরণ্যের সীমানা পর্যন্ত এবং লেকের চারপাশটায় দেখো যদি গন্ধ শুঁকে কিছু হদিশ ও বার করতে পারে। কিছু পেলেই লাল আলোর নিশানা দিও। টেড, তুই আমি আর প্রেচকা অরণ্যে ঢুকবো। জেইন, জেমস আর টাইটাস লেকের চারপাশটা গ্রপকে সাথে নিয়ে খুঁজে দেখুক। আমরা খুঁজে পেতে চাই অনুপ্রবেশকারীর পালিয়ে যাওয়ার চিহ্ন, হয়তো কিছু ভাঙা ডাল পালা, জমিতে চেপ্টে যাওয়া ছোট গাছ ইত্যাদি। আর সেই সাথে যে কোনো রকম চিহ্ন যার সাথে মানুষের সংযোগ আছে। যেমন কাপড়ের টুকরো, কাগজ ধরনের কিছু। বুঝতে পেরেছো সবাই?'

'আমার কাকে খুঁজছি হ্যারি?' টেড জানতে চাইলো।

হ্যারি ততক্ষণে প্রেচকার দিকে এগিয়ে গেছে। 'সেটা তো জানতে পারবো যখন আমরা লোকটাকে খুঁজে পাবো, তাই নয় কি?'

BanglaBook.org

অষ্টম অধ্যায়
লুকিয়ে থাকা দ্বীপ

জেইন, জেমস আর হার্ডক্যাসল গ্রপের কাঁধে চেপে চললো অভিযানে। জেইন আর জেমস দুহাতে শক্ত করে ধরে রাখলো গ্রপের ছিন্ন জামার অংশ। মি. হার্ডক্যাসল বাচ্চারা যেভাবে বাবা বা মায়ের গলা আঁকড়ে পিঠে ঝোলে, সেই ভাবে এক হাত দিয়ে ধরে ঝুলে আছেন। অন্য হাতে উঁচিয়ে ধরে আছেন নিজের প্রজ্জ্বলিত জাদুদণ্ড। যে আলোতে নিচের জমি ভালো মতোই দেখা যাচ্ছে। গ্রপকে লেকের দিকে যাওয়ার

নির্দেশ দিলেন উনি। অন্যদিকে টেড এবং হ্যারি কিভাবে প্রেচকার কাঁধে চাপবে সেটা নিয়ে চিন্তিত।

'আমাদের একটা মই এর দরকার, তাই না?' টেড বললো।

'ওকে ঝুঁকে হাতের ওপর ভর দিয়ে বসাতে হবে,' হ্যারি বললো। সেটা বুঝিয়ে দিতে গ্রপের দৈত্য বান্ধবী সেটাই করলো। কিন্তু হ্যাগ্রিডের সাধের বাগানের দফারফা করে ছাড়লো। রসালো কুমড়োগুলো দেখে লোভ সামলাতে না পেরে এক খাবলা তুলে পুরে দিল মুখে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা কোনো ব্যাপার না,' হ্যাগ্রিড যথেষ্ট মোলায়েম স্বরে বললো। 'আর একটু ঝোঁকো তাহলেই হবে। এই তো, হ্যাঁ, ব্যাস। ওহো!'

একটা কাঠের কিছু ভাঙার শব্দ শোনা গেল। এবার প্রেচকা হ্যাগ্রিডের মালবহনের গাড়িটার বারোটা বাজিয়ে দিলো।

হ্যাগ্রিড মাথা নেড়ে, বিশাল কনুইটায় চাপড় মেরে বললো, 'যাই হোক এবার অন্তত ওর কাঁধে চড়তে পারবে হ্যারি। ওই পাঁচিলটায় ওঠো, একটা সিঁড়ি আছে ওখানে। এই তো ব্যাস হয়ে গেছে।'

প্রেচকা সোজা হয়ে দাঁড়ালো, হ্যারি আর টেড ঠিকঠাক করে জায়গা করে নিল দৈত্যাকার কাঁধটিতে। গ্রপ জঙ্গলে ঢুকতেই বড় বড় গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল হগওয়ার্টসের চিরপরিচিত ছবিটা। এখন শুধুই গাছ আর গাছ।

গ্রপ তার কাঁধে থাকা মানুষদের কথা ভেবেই সম্ভবত গাছপালা বাঁচিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। জেমস গ্রপের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সৃষ্টি হওয়া কাঁপুনি অনুভব করছিল। একেই বলে দৈত্যের কাঁধে চেপে সফরের অভিজ্ঞতা। এদিকে প্রায় কানের গা ঘেঁষে বসে হার্ডক্যাসল পরিচালিত করছেন গ্রপকে। কথা বলছেন অতি সন্তর্পণে। একেবারে সোজাসুজি লেকটাকে ঘিরে পরিভ্রমণ না করে উনি জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে একবার লেকের ধারে একবার জঙ্গলে এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন গ্রপকে নিয়ে। ফলে কাজটা হচ্ছে খুব ধীর গতিতে, যার ফলে জেমসের ঘুম পেয়ে যাওয়ার মতোই অবস্থা হচ্ছে। মাঝেমাঝেই নিজেকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে ঘুম কাটিয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছে, যদি কোনো কিছু দেখা যায় ড্যাডের বলা কথামতো। নিজেকে জাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় ও জেইন এবং হার্ডক্যাসলকে লোকটাকে প্রথম দিন ক্যামেরাসহ দেখার ঘটনা থেকে শুরু করে কুইডিচ মাঠে দেখার ঘটনা পর্যন্ত খুলে বললো।

'তার মানে তুমি ওই লোকটাকে মোট তিনবার দেখেছ?' বিন্দুমাত্র স্বরমাত্রার হেরফের না ঘটিয়ে হার্ডক্যাসল প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' জেমস মাথা ঝুঁকিয়ে বললো।

'আজকের রাতের কথা বাদ দিলে তোমার ড্যাড ছাড়া আর কেউ লোকটাকে দেখতেই পেল না?'

জেমস প্রশ্নটায় কিছুটা থতমত খেয়ে গেলেও জবাবটা জোরের সাথেই দিল, 'না, কেউ দেখেনি।'

BanglaBook.org

এরপর বেশ কিছুটা সময় কথা বন্ধ থাকলো। জেমস অনুমান করলো এক তৃতীয়াংশ পথ চলা হয়ে গেছে। লেকের কাছে এলেই আলোকিত দুর্গের অংশ চোখে আসছে। আশেপাশের গাছপালাতে কোনো রকম কিছু চিহ্নমাত্র নেই যা ওরা খুঁজছে। চারদিকে শুধু সমবেত ঝিঁঝিঁ পোকাদের ঐকতান। এদিক ওদিক তাকালে জেমস দেখতে পাচ্ছে জোনাকি পোকাদের আলোকিত উড়ান। কোথায় কোনো চিহ্নমাত্র নেই যার থেকে মনে হবে এই সব স্থানে সম্প্রতি কারো আগমন ঘটেছে।

'গ্রপ, দাঁড়াও,' হঠাৎই বললেন উত্তেজনার ছোঁয়া মাখা স্বরে। গ্রপ পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বিরাট মাথাটা শুধু ঘুরিয়ে এদিক ওদিকে চাইলো। জেমস গ্রপের অতি নোংরা কানের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো হার্ডক্যাসল কী দেখার বা শোনার চেষ্টা করছেন। তিরিশ সেকেন্ড মতো কেটে গেল, জেমস জানে কোনো কথা বলা যাবে না এখন। কাছেই কিসের একটা শব্দ হলো। কিছু একটা শুকনো পাতার ওপর দিয়ে চলে যেতে যেতে থেমে গেল। একটা ডাল ভাঙার শব্দ, সম্ভবত কারোর পা পড়লো ওটার ওপর। জেমসের হৃদপিণ্ড সহসাই ধরফর করে উঠলো। হার্ডক্যাসল এবং গ্রপ এখনও নিশ্চল। জেমস দেখল হার্ডক্যাসল তার মাথাটা সামান্য নড়িয়ে শব্দটার সঠিক স্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন।

শব্দটা আবার শোনা গেল, এবার বেশ কাছেই কিন্তু কিছু দেখা গেল না। ওদের সামনেই শব্দটা হলো, নিচে পাশের দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট গাছপালাগুলোর মধ্যে। জেমসের মনে হলো কিছু একটা না-মানবিক ব্যাপার আছে ওই শব্দের পেছনে। যে এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত। উত্তেজনায় ওর ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো।

হার্ড ক্যাসল আস্তে করে গ্রপের মাথার পেছন দিকে টোকা মারলেন এবং সামনের দিকটা দেখালেন। জেমস বুঝলো দৈত্যটা নিচু হচ্ছে। হাতটা পেতে রাখতে গিয়ে কিছু ডালপালা ভাঙার আওয়াজ হল। হার্ডক্যাসল নেমে গেলেন হাত বেয়ে। নজর শব্দের উৎসস্থলের দিকে।

'ওখানেই থা—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না পুনরায় শব্দটা হওয়াতে। ওটা এখন আরো কাছে এসে গেছে, জেমস ওটার নড়াচড়া বুঝতে পারছে। এক অবিশ্বাস্য গতিতে চারপাশের গাছপালা নাড়িয়ে শুকনো পাতা উড়িয়ে একটা ছায়া ছায়া অবয়ব উঠে এলো ওখান থেকে। গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে ওটা বেরিয়ে এলো আবার ঢুকেও গেল, ঘাস পাতা মাড়িয়ে। মনে হলো বস্তুটার অনেকগুলো পা আছে। ওটার গা থেকে সমানে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এক অদ্ভুত রকমের নীলচে আলো। আলোগুলো দপ দপ করছিল এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে। হার্ডক্যাসল গ্রপের গায়ে সেঁটে গিয়েছিলেন ওটা এগিয়ে আসতেই। একজন দক্ষ অরোরের মতো এবার উনি জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে দিলেন লাল রঙের স্টানিং মন্ত্র। অজানা অবয়ব তার গতিপথ বদলালো। ওদেরকে একপাক ঘুরে নিয়ে ধেয়ে গেল গাছের সারিতে তৈরি হওয়া একটা গলির মত পথ দিয়ে। নীল

BanglaBook.org

আলোর বিচ্ছুরন জানান দিলো ওটা শুকনো ডালপালা ভেঙে ক্রমশ গভীর অরণ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

'তোমরা দুজন গ্রপের কাছেই থাকো। গ্রপ, আমার বদলে অন্য কিছু এখানে এলে তাকে শেষ করার দায়িত্ব তোমার।' হার্ড ক্যাসল কথাটা বলেই ঘুরে ছুট লাগালেন অজানা জীবটার গতিপথ অনুসরণ করে। শরীরের আকৃতির অনুপাতে যে গতিতে হার্ডক্যাসল ছুটলেন তা সত্যিই অবাক করে দেওয়ার মতো। পনের সেকেন্ড পর, না ওই জীবটার না হার্ডক্যাসল কারো কোনো শব্দই আর ভেসে এলো না। জেমসরা দুজনেই নেমে পড়লো গ্রপের কাঁধ থেকে, এগিয়ে গেল গলিপথটার দিকে যদি কিছু দেখা যায় এটা ভেবে।

'ওটা কী ছিল?' জেইন বিস্ময় জড়ানো কণ্ঠে জানতে চাইলো।

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'আমি নিশ্চিত নই আমি সেটা জানতে চাই কি না। তবে এটা বলতে পারি আমরা যে মানুষটার খোঁজে এখানে এসেছি ওটা সেটা নয়।'

'যাক এটা জানতে পেরে ভালো লাগলো,' জেইন বেশ খানিকটা স্বস্তি নিয়েই যেন কথাটা বললো।

ওরা সেই গলির মত পথটার দিকে চেয়ে থাকল যেটার ভেতর অজানা জীব আর হার্ডক্যাসল অদৃশ্য হয়েছেন। আবারও চারদিকে শুরু হয়েছে ঝিঁঝি পোকার কলতান। সাথেই সঙ্গ দিচ্ছে জোনাকিদের আলোর নাচন। মনেই হচ্ছে না কিছু আগে এখানে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটেছে। কোনো সাড়া শব্দ কিছুই আসছে না ওই প্রান্ত থেকে।

জেইন জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কত দূর পর্যন্ত ওটাকে ধাওয়া করবেন?'

জেমস কাঁধ উচিয়ে বললো, 'মনে হয় যতক্ষণ না উনি ওটাকে ধরতে পারবেন।'

'বা ওটা ওকে ধরে নেবে,' জেইন বললো কম্পিত স্বরে। 'সত্যি বলছি ওই গ্রপের ওপর থাকতে পারলেই আমি অনেকটাই স্বস্তি বোধ করতাম।'

'আরে তাই তো,' জেমস সায় দিলো, গ্রপের দিকে ঘুরে বললো, 'গ্রপ, কি রকম হয় বল দেখি যদি...'

কথা থেমে গেল, গ্রপ ওখানে নেই। হতভম্বের মতো ওরা দুজন এদিকে ওদিকে তাকালো, কথা বলার শক্তিটাও কে যেন কেড়ে নিয়েছে। 'ওই তো!' জেইন বলে উঠলো, লেকের দিকে আঙুল তুলে। জেমস তাকালো। গ্রপ একটা বিরাট শ্যাওলা মাখা পাথরের আড়ালে চলে গেল ধীরে ধীরে। 'চল! চল! ওকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা যাবে না।'

দুজনেই ছুটলো পড়ে থাকা বড় বড় গাছের গুঁড়ি ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে। পা মাঝে মাঝেই পিছলে যাচ্ছিল পাতায় ঢাকা পাথরের ওপর পড়তেই। একটা বাড়ির মাপের যে পাথরটার আড়ালে ওরা গ্রপকে যেতে দেখেছিল সেটা ছাড়িয়ে গ্রপ তখন এগিয়ে গেছে একটা কাত হয়ে থাকা মরা গাছের গুঁড়ির দিকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে জেইন বললো, 'ও যাচ্ছেটা কোথায়?'

BanglaBook.org

'গ্রপ!' জেমস যতটা পারলো নিচু একটা চিৎকার করলো। ও চায় না ওর আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে আবার কোনো ভয়ানক জীব ওদের দিকে ছুটে আসুক। রাতের আলো কমে আসছে। চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে মেঘের দল। অরণ্যটা পরিণত হচ্ছে একটা ঝাপসা জমাট বাঁধা ছায়াতে। 'গ্রপ ফিরে আয়। কি করছিস তুই?'

বেশ কিছুটা সময় ধরে ওরা গ্রপের পেছন পেছন ছুটে বেড়ালো। ওদের পথে পড়লো নুড়ি পাথর বিছানো লেকের ধার থেকে শুরু করে বড় বড় গাছের গুঁড়ি, যা দৈত্যটা পেরিয়ে যাচ্ছিলো এক এক পদক্ষেপে। অবশেষে ওরা ওর কাছে পৌছালো লেকের ধারে এসে। এখান থেকে লেকের মধ্যে কিছু ছোট ছোট গাছ সমেত একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। হাওয়ায় একটা ভিজে ভিজে জলজ গাছপাতার গন্ধ। সাথে নানা রকমের পোকামাকড়ের গুনগুনানি। গ্রপ একটা ঝুঁকে থাকা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে তার ডাল থেকে ওয়ালনাট পেড়ে খাচ্ছিলো। কড়মর করে তার খোলা চিবানোর শব্দ শোনা গেল। জেমসরা হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়ালো ওখানে।

'গ্রপ!, জেইন চিৎকার করে বললো, কোনো ক্রমে হাঁপানো সামলে। 'কী করছ তুমি?'

গ্রপ জেইনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'গ্রপের খিদে পেয়েছে। গ্রপ খাবারের গন্ধ পেল। গ্রপ খাবে এবং অপেক্ষা করবে। ছোট মানুষ ফিরে আসবে।'

'গ্রপ আমরা হারিয়ে গিয়েছি! টাইটাস জানেনও না আমরা এখন কোথায়!' জেমস বললো, অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলে। গ্রপ জেমসের দিকে তাকালো, ওয়ালনাট চিবাতে চিবাতে, মুখের হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছুই ওর বোধগম্য হচ্ছে না।

'ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ওকে আরো কিছুটা খেয়ে নিতে দে। তারপর ও-ই আমাদের কাঁধে চাপিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যে পথ দিয়ে এসেছিল।' জেইন কথাগুলো বলে ধপ করে বসলো একটা পাথরের ওপর। তারপর দেখতে থাকলো শরীরের কোথায় কোথায় কেটে টেটে গেছে। জেমস রাগে দাঁত কিড়মিড় করলো। ও বুঝতেই পারছে দৈত্যটার সাথে বকবক করে কোনো লাভ নেই।

'ঠিক আছে, তা-ই হোক। গ্রপ তুমি তোমার কাজ সেরে নাও। তারপর আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে এসো যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলে। বুঝতে পারলে?'

গ্রপ সম্মতির শব্দ গোঙাল। তারপর আবার একটা গাছে ডাল টেনে ধরল নিজের দিকে।

জেমস অন্যমনস্ক ভাবে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলো, দূর থেকে আসা স্রোতের ধাক্কা জলজ ঝোপঝাড় গুলোকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। এই জায়গায় লেকটাকে একটা ছোট্ট খালের মতো লাগছে। জলজ গাছপালায় ভরা একটা সরু জলের ধারা আর একটা গুল্মলতায় ভর্তি ছোট্ট দ্বীপের মধ্যবর্তী এলাকা। দ্বীপটা গাছ পালা সহ একটা বন্য পরিবেশ নিয়ে অবস্থান করছে। দেখে মনে হচ্ছে ওটা বছরের অনেকটা সময় জলের তলাতেই ছিল। ফুট কুড়ি দূরে, বেশ কিছু গাছ পড়ে আছে। জেমস ধরে নিল

BanglaBook.org

ওগুলো কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে জলস্থিত শিকড়সহ উপড়ে পড়েছে। এই ছায়াময় রাতে পুরো দৃশ্যটা খুব একটা দর্শনীয় নয় এবং গা ছম ছম করার পক্ষে যথেষ্ট।

জেমস ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, উদ্বিগ্ন হচ্ছিল এই ভেবে যে হার্ডক্যাসল হয়তো ফিরে এসে ওদের দেখতে না পেয়ে চিন্তা করছেন। এমন সময় চাঁদটা মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। রূপালি আলো ছড়িয়ে পড়লো পুরো অরণ্য জুড়ে। জেমস থমকে দাঁড়ালো, একটা অতি মন্থর গতির শীতল কাঁপুনি বয়ে গেল ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো সহসাই তাদের ডাক থামিয়ে দিয়েছে। চরম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে। জেমসের মনে হল ও যেন জমির সাথে আটকে গেছে, জমে গেছে এক জায়গায়। শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছে ও। আর সেই দৃষ্টি দিয়ে ও পুরো অরণ্যটাকে দেখতে থাকলো। ঝিঁঝিঁ পোকাদের নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়াটাই একমাত্র পরিবর্তন নয়। জোনাকি পোকাদের আলোর ঝিকিমিকিও থেমে গেছে। গাছেদের জমাট জটলা একেবারে থম মেরে অপেক্ষা করছে চাঁদের আলোর চাদর গায়ে চাপিয়ে।

'জেমস?' জেইনের উৎকণ্ঠায় ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল নিস্তব্ধতা চিরে। 'এই যা হচ্ছে...মানে বলছি যে...এটা কি স্বাভাবিক?' ও জেমসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। 'আর ওই জায়গাটায় ওটা কী হচ্ছে?'

জেমস জেইনের দিকে তাকালো। 'কোন জায়গা?' জেইনের চোখ লক্ষ্য করে জায়গাটা দেখেই ও ঢোঁক গিললো।

যে দ্বীপটা জলের ওপর ভেসে ছিল সেটায় একটা বদল এসেছে। যদিও জেমস বলতে পারবে না কোন বিশেষ একটা জায়গায় কী বদলেছে। কিন্তু কিছু আগেই যে জায়গাটাকে একটা গাছ ও ঝোপঝাড় ভর্তি স্থান বলে মনে হচ্ছিল এখন সেটাই রূপালি চাঁদের আলো পড়ে দেখতে লাগছে অনেক পুরোনো দিনের কোনো এক প্রাচীন স্থাপত্য। ভুল করার কোনো উপায়ই নেই। বেশ ভালোই চেনা যাচ্ছে থামের ও দরজার আকৃতিদের। গারগয়েল বা বাট্রেসেসের মূর্তিগুলোকেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। দ্বীপটার ওপর নিখুঁত ভাবে কি করে যেন ওদের বিস্তার ঘটছে। ঠিক যেন এক বিরাট মাপের জটিল দৃশ্যমায়ার খেলা দেখাচ্ছেন কেউ।

জেইন নিচু গলায় বললো, 'আমার ওই জায়গাটা দেখে মোটেই ভালো বোধ হচ্ছে না।'

জেমস তাকালো, দ্বীপটার সাথে ঠেকে ভাসতে থাকা কাটা গাছের গুঁড়িগুলো জেইনের নির্দেশিত জায়গা। ওগুলোও আর আগের মতো দেখাচ্ছে না। জেমস ভালোই বুঝতে পারছে ওগুলোকে একটা পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। দুটো এমন ভাবে পড়ে আছে যা একটা সেতুর রুপ নিয়েছে। মোটেই সাধারন সেতু নয়, ড্রাগনের মাথার নকসা করা আছে ওটায়। একটা বাদামী রঙের পাথর যা ওর শিকড়ের ওপর

BanglaBook.org

পড়ে আছে ওটাই ড্রাগনটার চোখ। দুটো আধ ঝোঁকা গাছের গুঁড়ি পরিণত হয়েছে ওপরের চোয়ালে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ ওই সেতু পার হওয়ার চেষ্টা করলেই তাকে গিলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

জেমস সন্তর্পণে সেতুটার দিকে এগিয়ে গেল

জেইন ডেকে বললো, 'কিরে তুই ওটার ওপর দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিস নাকি? আমার মনে হয় না সেটা খুব ভালো কাজ হবে।'

'কাম অন,' জেমস পেছন দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো, 'তুইই তো বলেছিলি একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার করতে চাস।'

'না মানে, আমি বলতে চাইছি যে আমি অ্যাডভেঞ্চার চাইছি তবে অল্প মাত্রায়। ইতিমধ্যেই এক অদ্ভুত জীবের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেছে, তুই কিছু মনে করিস বা না করিস আমার পক্ষে ওটা যথেষ্টই।'

জেমস ঝোপঝাড় লতাপাতা কাঠের গুঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে পৌঁছে গেল সেতুটার সামনে। কাছে গিয়ে বুঝল যা বুঝছিল দূর থেকে তার থেকেও নিখুত ভাবে ওটা বানানো। দুপাশে ধরার জন্য রেলিং-ও আছে। যা নির্মিত হয়েছে ভেঙে পড়া ডাল দিয়ে সুন্দর ভাবে। যে দুটো গুঁড়ি পাশাপাশি ভাসছে তার ওপর বিছানো আছে গুল্ম বেশ মোটা করে। যার ফলে হেঁটে যাওয়াটা বেশ সুখকর ।

'ওকে, তুই এখানেই দাঁড়িয়ে থাক,' জেমস কথাটা বললো, জেইনের ওপর বিন্দুমাত্র রাগ না করেই। এই রহস্য জেমসকে দারুণ ভাবে আকর্ষণ করছে। ও পা দিল সেতুর ওপর।

'ওফ, ধুসস,' জেইন চাপা আর্তনাদের মতো শব্দ করে জেমসকে অনুসরণ করলো।

সেতুর অপরদিকটায়, ছোট গাছ আর বিভিন্ন লতা গুল্মের জটিল সংবদ্ধতা একটা লম্বা কারুকার্যময় গেট নির্মাণ করেছে। ওটার পেছন দিকে একটা অন্ধকার ছায়াময় এলাকা। জেমস আর এগিয়ে যেতেই লক্ষ্য করলো গুল্মলতার ডালপালা গুলো নড়েচড়ে একটা চিনতে পারার মতো নক্সা বানাচ্ছে।

জেমস ফিস ফিস করে নিজেকে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো একটা বানান তৈরি করছে। আরে তাইতো, ঠিক ধরেছি। এটা তো একটা কবিতা মনে হচ্ছে, বা ছড়া বা ওই রকমের কিছু একটা ।'

প্রথম শব্দটা পড়তে না পড়তেই পুরো লেখাটা চোখের সামনে এসে গেল, অথবা ওর চোখ লেখাটা বোঝার মতো ক্ষমতা প্রাপ্ত হলো। আর না এগিয়ে জেমস ওটা চিৎকার করে পড়তে শুরু করলো...

যখন ঝকমকে শশীর আলোয় জগত করবে স্নান
আমি খুজে পাবো লুক্কায়িত স্থান;
যখন রাত্রি হবেনির্দিষ্ট নিঃঝুম

BanglaBook.org

ভাঙ্গবে কি তার সেই ঘুম।

ফিরে আসবে সেই আকাঙ্খার ভোর

না হারিয়ে একটিও পবিত্র চিহ্নডোর;

জীবনকে ফেলে এসে এক নতুন জীবন

আসছে হল অব এন্ডারস ক্রসিং এর ক্ষণ।

যে কোনো কারণেই হোক কথা গুলো জেমসকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে দিলো।

বার দুয়েক পড়ে জেইন জানতে চাইলো, 'এটা কী বোঝাতে চাইছে?'

জেমস কাঁধ উচিয়ে বললো, শশী তো শুদ্ধ ভাষায় চাঁদ। আমি ওটা জানি। আমার মনে হচ্ছে ওর প্রথম দুটো লাইন বলছে তুমি বিশেষ জায়গাটাকে তখনই খুঁজে পাবে যখন চাঁদ উঠবে। আর এটা এখন প্রমানিত। কারণ অন্ধকারে যখন আমি এই দ্বীপটাকে দেখেছিলাম ওটাকে নেহাতই একটা ছন্নছাড়া জায়গা ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। তার মানে এই সেই লুক্কায়িত দ্বীপ, বা যা-ই হোক।'

জেইন লেখাটা দেখে বললো, 'ওই অংশটার মানে কী? "ফিরে আসবে সেই আকাঙ্খার ভোর;" মনে হচ্ছে সূর্য ওঠার আগেই আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাই না? এটা একদম ঠিক কথা বলেছে।'

জেইনের কথায় কান না দিয়ে, জেমস গেটটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকানোর চেষ্টা করলো। কাঠে কিছু ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হলেও বিশেষ কিছু ঘটল না। যদিও এই ঘটনায় দ্বীপটায় একটা হালচাল শুরু হলো। ওদের পায়ের তলা থেকে একটা জোরালো ঘষঘষে আওয়াজ শোনা গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে এক লাফে পিছিয়ে গেল জেমস। সেতুটার তলা দিয়ে কাঁটাওয়ালা ডালপালা ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। আগুনে খবরের কাগজ পোড়ার মত চড়বড় শব্দ করে ডালপালাগুলো গেটটায় জড়াতে শুরু করলো। কাঁটাগুলোর রঙ বেগুনী, মনে হচ্ছে ওগুলো বিষাক্ত। জেমসের চোখের সামনেই ওগুলো বড় হতে থাকলো। একসময় পুরো গেটটা তার লেখাগুলো সমেত ঢেকে গেল! থেমে গেল সব শব্দ।

'তাহলে এখানেই এর সমাপ্তি,' জেইন অদ্ভুত রকমের জোরালো গলায় বললো। জেমসের পেছনে থেকে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে যেতে।

'আমি আর একটা ব্যাপার করে দেখতে চাই,' কথাটা বলে জেমস পোশাকের ভেতর থেকে নিজের জাদুদণ্ডটা বার করলো। বিশেষ কিছু না ভেবে গেটটার দিকে ওটা তাক করে বললো, 'অ্যালাহোমোরা।'

একটা সোনালী আলোর ঝলক দেখা গেল, আর ফলাফলটাও হল বেশ জোরালো এবং দ্রুততার সাথে। গেটটার ওপর মন্ত্রের প্রভাব পড়লো, বিচ্ছুরিত হলো একঝাঁক আলোকবিন্দু। গোটা দ্বীপটা কেঁপে উঠলো উত্তেজনায় ভয়ানক ভাবে। মনে হল আকি সাথে হঠাৎই যেন শত সহস্র লোক নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো। আর তারপরই শোনা গেল এক কণ্ঠস্বর, এক অমানবিক কণ্ঠ, মৌমাছির গুঞ্জনের মত করে বললো।

BanglaBook.org

‘চলে যাও এখান থেকে...’

জেমস শব্দের ধাক্কায় ছিটকে পিছিয়ে আস্তে গিয়ে ধাক্কা খেল জেইনের সাথে এবং দুজনেই পড়ে গেল সেতুটার ওপর। সেতুটাও কাঁপছিল থরথরিয়ে। জেমস দেখতে পেল গেটটা ওদের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। আধ ভাঙা যে ডালটা ড্রাগনের ওপরের চোয়ালের আকৃতি নিয়েছিল সেটা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ওর ভেতরের ভাঙা ডালপালাগুলোকে দেখাচ্ছে একেবারে আসল দাঁতের মতন।

‘চলে যাও এখান থেকে...’ দ্বীপটা থেকে আবার ভেসে এলো কথাটা। শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে হাজার হাজার ফিসফিসে কণ্ঠস্বর একসাথে কথাগুলো উচ্চারণ করছে।

কাঁপতে কাঁপতে সেতুর জোড়া কাঠ দুদিকের জমি থেকে সরে-সরে যাচ্ছে। চোয়ালের ফাঁক কাছে এসে গেছে ওদের দুজনকে গিলে নেওয়ার প্রচেষ্টায়। ওরা হাঁচড়পাঁচড় করে পিছিয়ে গেল, একে ওপরের সাথে জড়ামড়ি করে এবং গিয়ে পড়লো ঘাসে ভরা জমিতে। সাথে সাথেই সেতুটার সাথে জমির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো। ড্রাগনের চোয়ালটা হিংস্রভাবে উঠছে আর নামছে। ভাঙা ডালপালা গাছের ছাল ছিটকে ছিটকে এসে পড়ছে জেমস আর জেইনের গায়ে মুখে। ওরা পড়ে থাকা পচা পাতা আর পাইন ফলের কাঁটার খোঁচা খেয়ে চেষ্টা করছিল উঠে দাঁড়ানোর।

ওদের শরীরের নিচে জমি তখন কাঁপছিল। পৃথিবীর বুক চিরে শেকড় বাকড় সব উঠে আসছিল। জেমস বুঝতে পারছিল জমি আস্তে আস্তে ওর নিচ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ওর পা ঢুকে গেল একটা হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া গর্তে। কোনোমতে পা বের করে আনতেই ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সুঁচালো একটা গাজরের মতো শেকড়। ও চেষ্টা করছিল জমিটাকে খুঁজে পাওয়ার। কিন্তু ওটা ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে। ওকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে। লেকের দিকটা একটা গর্তের মতো হয়ে সব জল টেনে নিচ্ছিল ভেতরে। ওদের পাগুলো এগিয়ে যাচ্ছিলো সেই গর্তের দিকে, যেন কেউ চাইছে ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে। জেইন হাঁপাচ্ছে। ওকে আস্তে আস্তে জলস্রোত টেনে নিচ্ছে নিজের গহ্বরে। জেমস কিছু একটা ধরার জন্য হাতড়াচ্ছিল এপাশে ওপাশে, কিন্তু হাতের নাগালে শক্ত কিছুই নেই। সব কিছুই হড়হড়ে কর্দমাক্ত।

সহসাই ওখানে আবির্ভাব হল গ্রপের। হাঁটু গেড়ে বসে, এক হাতে কাছের একটা গাছের ডাল ধরে অন্য হাত দিয়ে প্রথমে জেইনকে তুলে নিলো। ও তুলনামূলকে কাছে ছিল। বসিয়ে নিল নিজের কাঁধে। জেইন দুহাতে চেপে ধরলো গ্রপের জামা, না হলে পড়েই যেত। কারণ গ্রপ এবার অনেকটাই ঝুঁকেছে জলের দিকে। তা না হলে জেমসকে তোলা যাবে না। জেমসের শরীরের বেশি অংশটাই ডুবে গেছে জলে। একটা লোমযুক্ত শিকড় এই মুহূর্তে জেমসের গোড়ালি আঁকড়ে ধরেছে, টানছে জলের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এদিকে গ্রপও ধরেছে ওকে। জেমসের মনে হচ্ছে এই টানাপোড়েনে ওর দেহ ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যাবে। শিকড়ের টানে ওর জুতো খুলে গেল পা থেকে। জেমস দেখতে পেল শিকড়টা ভীষণ ক্রোধে জুতোটাকে পাকড়ে ধরে চলে গেল জলের তলায়।

BanglaBook.org

গ্রপ এবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু চারদিক থেকে অসংখ্য শিকড় ওকে ঘিরে ধরেছে। বড় মোটা গাছের শাখাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে পা দুটোতে। সবুজ গুল্মগুলো বাড়ছে বিদ্যুতের গতিতে, গ্রপের প্যান্টে জালের মত ছেয়ে যাচ্ছে ওদের সুতোর মতো শিকড়ের গুচ্ছ। গ্রপ গর্জন করে চিৎকার করে টেনে হিঁচড়ে শিকড় ডালপালা ছেঁড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই শয়তানি শক্তির সম্মিলিত জোর অনেক অনেক বেশি। গ্রপকে পুনরায় হাঁটু গেড়ে বসতে যেন বাধ্য করলো সেই অজানা শক্তি। এবার শিকড় জড়িয়ে গেল ওর কোমরে, পিঠ বেয়ে উঠতে থাকলো কাঁধের দিকে। জেইন এবং জেমসের গায়েও আছড়ে পড়তে থাকলো শেকড়ের ঝাপ্টা। ওরা কাঁধের ওপর থাকুক এটাও যেন সহ্য করতে পারছে না অজ্ঞেয় বিভীষিকা। গ্রপ সজোরে আর্তনাদ করে উঠলো এবার, একটা সবুজলতা ওর গলায় পাক দেওয়া শুরু করেছে, নিচুতে জলের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছে মাথাটাকে। লক্ষ্য লেকে যে জলের গর্ত সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

গ্রপের কাঁধ থেকে পিছলে যাচ্ছে জেমস, হঠাৎ একটা উল্টো টান অনুভব করলো ও। অনেকগুলো শক্তপোক্ত লতা টেনে নিয়ে যাচ্ছে জমির দিকে। চারদিকে একটা অদ্ভুত রঙের আলো বাড়তে শুরু করেছে। সবুজাভ সোনালী তার আভা। সাথে একটা নিচু মাত্রার গুনগুন শব্দ হচ্ছে। শাখাপ্রশাখা শিকড় সব গুটিয়ে যাচ্ছে। চাপ কমাচ্ছে ওরা, কিন্তু প্রবল অনিচ্ছা শিকার ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে। আলোর ঢেউ আসতে থাকল একের পর এক। আর প্রতি ঢেউ এর ধাক্কায় ছোট ছোট শিকড় ডালপালাগুলো মরার মতো হয়ে গেল। আর বড়গুলো বদখৎ ঘরঘরে শব্দ করে ফিরে যাওয়া শুরু করলো জমির ভেতরে।

গ্রপ, জেমস আর জেইন প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই জল থেকে শক্ত মাটিতে উঠে এলো। ওদের আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। ওরা হাঁফাচ্ছে, কাঁপছে, মরা পচা পাতা ভাঙা ডালপালার মধ্যে শুয়ে।

জেমস অনেক কষ্টে নিজেকে হাঁটু গেড়ে বসার অবস্থায় খাড়া করলো। কাছেই একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে, যে সবুজাভ আলোর ধাক্কায় বিপদ দূর হয়েছে সেই রকম হালকা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওর গা থেকে। জেমস অবয়বটার ভেতর দিয়ে পেছনদিকটাকেও দেখতে পাচ্ছিলো। যা মাঝে মাঝে ঝাপসা হচ্ছিল আবার স্পষ্টও। যেন বৃষ্টি ধারার মধ্যে দিয়ে কিছু দেখা। অবয়বটিকে দেখতে একটি মহিলার মতো, বেশ লম্বা এবং রোগা, পড়ে আছে একটা কালচে সবুজ রঙের গাউন। যেটা পেছন দিকে অনেকটা জমিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। সবজেটে সাদা চুল ছড়িয়ে আছে মাথার চারপাশে গোল হয়ে জ্যোতির মতো। অসামান্য সুন্দরী কিন্তু মুখাবয়ব ভাবলেশহীন।

'হে পৃথ্বীর সন্তানেরা, জেমস পটার, জেইন ওয়াকার এবং গ্রপ, তোমরা এখানে বিপদের মধ্যে আছো। এ অরণ্য ছেড়ে চলে যাও । কোনো মানবসন্তান এই স্থানে নিরাপদ নয় এই মুহূর্তে।'

জেমস কোনো ক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কে আপনি? ওখানে কী ছিল?'

'আমি একজন ড্রায়াড, অরণ্যের অশরীরী। আমি ওই দ্বীপের কণ্ঠস্বরকে কিছু

BanglaBook.org

সময়ের জন্য স্তব্ধ রাখতে পেরেছি। কিন্তু বেশি সময় সেটা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যত দিন যাচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ওটার শক্তি বেড়েই চলেছে।'

'অরণ্যের অশরীরী?' জেইন প্রশ্ন করলো, গ্রপ ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার পর। 'অরণ্যের নিজস্ব ভূত আছে?'

'আমি একজন ড্রায়াড। একটি গাছভূত, বা একটি গাছের প্রেতাত্মা। এই অরণ্যের সব গাছের প্রেতাত্মা আছে, কিন্তু তারা ঘুমিয়ে আছে বছরের পর বছর ধরে, এই পৃথ্বীর তলায়। প্রায় মুছেই গেছে অস্তিত্ব। এখনো পর্যন্ত। নাইয়াডস আর ড্রায়াডস জেগে উঠেছে। যদিও আমরা জানি না কেন। কিছু মানুষ ছিল যারা যারা কোনো একসময় গাছেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিল, তারা আজ আর নেই। বিস্মৃত হয়েছে তারা। আমাদের সময় চলে গেছে কবেই। তবুও আবার আমাদের আহবান করা হয়েছে।'

জেমস জানতে চাইলো, 'কে আহবান করেছে আপনাদের?'

'আমরা সেটা জানতে পারিনি, যদিও অনেক চেষ্টা করেছি। আমাদের মধ্যে অরাজকতা চলছে। অনেক গাছই কেবল মাত্র মানুষের করাত চালানোটাই মনে রাখছে, তারা যে গাছও লাগাচ্ছে সেটা ভুলে যাচ্ছে। যারা অনেক বয়স্ক, খুব রেগে গেছে তারা। তাদের একটাই ইচ্ছে মানব জগতটার ক্ষতি করা। তারা অন্য পথে হাঁটছে। তোমরা সেই রাগের কিছু পরিচয় আজ পেয়েছ, যদিও এই রাগ আসলে তাদের মধ্যে নেই।'

'অন্য পথে হাঁটছে বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন?' জেইন জানতে চাইলো, একটু এগিয়ে গিয়ে ড্রায়াডের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে। 'এটাই কি সেই জায়গা? সেই দ্বীপ? সেই...দ্য হল অব এল্ডারস ক্রসিং?'

'মানুষের জীবন কাল এই পৃথ্বীতে খুবই কম। কিন্তু আমরা গাছেরা সময়ের চক্রাবর্তন দেখে চলেছি। তারারা তোমাদের কাছে স্থির বস্তু, কিন্তু আমরা দেখছি এবং অধ্যয়ন করে চলেছি স্বর্গকে একটা নাচের তালে।' এই মুহূর্তে ড্রায়াডের কণ্ঠস্বর অতি নরম স্বপ্ন মাখা। 'আমরা জেগে ওঠার পর থেকে অবশ্য তারাদের নাচ অনেকটাই স্তিমিত দেখছি। এ জগতের মানুষের জন্য শত সহস্র কালো নিয়তি দৃশ্যমান হচ্ছে, সবাই ছুটে আসছে আগামী দিনগুলোর জন্য। কেবল মাত্র একটি নিয়তি নিয়ে আসছে সম্ভাব্য ভালো সংবাদ। বাকিদের হাতে শুধুই ক্ষতি আর রক্তস্রোত। অপরিসীম দুঃখ অন্ধকারময় সময়, যুদ্ধ আর লোভে পরিপূর্ণ, শক্তিশালী নৃশংস শাসকদল, আতঙ্কের ছায়াস্রোত। অনেক কিছুই নির্ধারণ হয়ে যাবে এই চক্রপূর্ণ হতে হতে। এই মুহূর্তে, আমরা গাছেরা শুধু দেখতেই পারি। তবু যারা এখনো আমাদের পুরাকালের গাছ ও মানুষের সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,তাদেরকে আমরা সাহায্য করবো যতটা পারবো, সময় এলেই।'

জেমস ড্রায়াডের কথায় মোহিত হয়ে পড়েছিল। সাথে সাথেই মনের অন্তরস্থলে অনুভব করছিল একটা হতাশা ও কিছু করতে না পারার কষ্ট মিশে আছে মহিলাটির কণ্ঠস্বরে। 'আপনার কথা অনুসারে একটা সুযোগ আছে ওই যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার। সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি? কী করে সেই ভালো নিয়তিকেই তার কাজটা করতে দিতে পারি?'

BanglaBook.org

ড্রায়াডের মুখটা এবার অনেক কোমল হয়ে এলো। বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ দুটোয় দুঃখ মাখানো হাসি ফুটে উঠলো। 'সেরকম কোনো একটি বিশেষ ভালো কাজের পথ খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা নেই। যা তুমি বা তোমরা করে ফেলেছ শান্তি বজায় রাখার জন্য, সেটাই তার নিজের কাজ করবে। হয়তো কোনো একটা বিশেষ কাজ যা করা হয়েছে ভালোর জন্য সেটাই যুদ্ধের সময় ফলপ্রদ হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা সেটাই করো যেটা তোমরা করতে জানো, কিন্তু সেটা করো একেবারে দ্বিধাহীনচিত্তে।'

জেইন বেশ সাহসের সাথেই একটা ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হেসে বললো, 'দরকারি কথাই বটে, বুঝতেই পারছি।'

'জেমস পটার, তুমি এখনো জানোই না কি সাঙ্ঘাতিক বিপদের জাল নিয়তিরা বুনছে,' ড্রায়াড কথা বলেই এগিয়ে এলেন জেমসের দিকে যাতে তার বিচ্ছুরিত আলো পড়ে ওর মুখে। 'তোমার বাবার যে শত্রু এবং সেই শত্রুকে যারা ভালোবাসতো তারা কেউ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার রক্ত বয়ে চলেছে এক অন্য শরীরের হৃদপিণ্ডে। তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু কিন্তু এখনো জীবিত।'

জেমসের হাঁটু কাঁপছে। টলে উঠলো গোটা শরীর। ও হাত বাড়িয়ে দিল কাছের একটা গাছের গুঁড়ির দিকে টাল সামলানোর জন্য। ফিসফিসিয়ে বললো, 'ভল–ভল ডে মর ট?'

ড্রায়াড মাথা ঝোঁকালো, বোঝাই গেল নামটা উচ্চারন করতে চায় না। 'ওর সাজানো পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছিল তোমার বাবার জন্য। কিন্তু ও ছিল এক ধ্বংসহীন পরিকল্পনাকার। বানিয়ে ফেলেছিল দ্বিতীয় আরো একটা ছক। একজন উত্তরাধিকারী, রক্তের সম্পর্কজাত। সেই রক্ত সম্পর্ক আজ নেচে বেড়াচ্ছে, এই মুহূর্তে, এখান থেকে এক মাইলের মধ্যে।'

জেমসের ঠোঁট কাঁপছে থরথরিয়ে। 'কে সে?' প্রশ্নটা করলো শোনা যাবে না প্রায় এরকম জোরে। 'বলুন কে সে?'

কিন্তু ড্রায়াড মাথা নাড়াতে শুরু করে দিয়েছেন, বিষাদ মাখা মুখে। 'আমাদের আটকে রাখা হয়েছে কিছু জানার থেকে। বাইরের থেকে জানা নয়, ভেতর থেকে জানা। যে সমস্ত গাছেরা অন্যপথে হেঁটে গেছে আমাদের বিরোধিতা করে, তারাই আমাদের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে, প্রায় সবাই সেই প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা কেবল মাত্র অনুভব করতে পারি সেই হৃদপিণ্ডের নাচন। বুঝতে পারি ওটা কোনখানে আছে। তার বেশি জানতে পারি না। তুমি সাবধানে থেকো, জেমস পটার। তোমার বাবার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এবার শুরু তোমার যুদ্ধ।'

ড্রায়াড মিলিয়ে যাচ্ছিলো। ওনার চোখ বুজে আসছে, মনে হচ্ছে মিশে যাচ্ছে কোনো এক শূন্যতার জগতে। ঘুমিয়ে পড়ছে আবার ড্রায়াড।

দ্বীপের দিক থেকে পুনরায় ভেসে এলো কর্কশ গর্জন।

জেইন তার চিরাচরিত কোনো কিছুকে পাত্তা না দেওয়া কণ্ঠস্বরে বললো, 'তাহলে, এবার মনে হয় আমাদের দৈত্য বন্ধুর কাঁধে চড়ে এ জায়গা থেকে সটকে পড়াই ভালো। কে জানে কে আবার আমাদের পটকে দেওয়ার ছক কষছে?'

BanglaBook.org

যেখান থেকে ওরা এসেছিল সেখানে ফিরে যাওয়ার অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই ওদের দেখা হয়ে গেল টাইটাস হার্ডক্যাসলের সাথে। ওনার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল উনি বজ্রাঘাতগ্রস্থ হয়েছেন। যদিও উনিই জানতে চাইলেন, 'তোমরা ঠিকঠাক আছো তো?'

জেইন গ্রপের কাঁধ থেকে উত্তর দিল, 'যথেষ্টই সুরক্ষিত বলা যায়। যদিও বলা দরকার আমরা এক পাগল করে দেওয়ার মতোই সময় কাটালাম ।'

গ্রপ নিচু হলো হার্ডক্যাসলকে কাঁধে উঠতে দেওয়ার জন্য। 'তার মানে ওটা ফিরে এসেছিল, তাই না?' হার্ড ক্যাসল ঘোতঘোতিয়ে বললেন।

জেইন একটা হাত বাড়িয়ে হার্ডক্যাসলকে উঠতে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই পড়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে। ঢোঁক গিলে জানতে চাইলো, 'আপনি কিসের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন সেটা বুঝতে পারলেন কি?'

'মাকড়সা। প্রাচীন অ্যারাগগ এর নাতিপুতি হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শেষ এক দুই দশকে ওগুলো নির্বোধে পরিণত হয়েছে, কিন্তু যেটা এসেছিল সেটা নিশ্চিত করেইএকটা খেলা করার মতো জিনিস খুঁজে পেয়েছিল।' হার্ডক্যাসল হাত উঁচু করলেন, জেমস দেখতে পেল ওনার হাতে ধরা আছে সেই ক্যামেরাটা যেটা দিয়ে অনুপ্রবেশকারী কুইডিচ মাঠে ছবি তুলছিল। 'এটা ভালোই কাজ করছিল যখন ওটা আমি দেখতে পাই ওই ফেরেব্বাজটার সাথে, ছোট্ট স্ক্রিনটায় আলোও জ্বলছিল। তারপরই ওটা ভেঙে যায়, মানে, ইয়ে যখন আমি ওকে ওই জন্তুটাকে মারতে গিয়ে। একটা ভালো খাবার শেষবারের জন্য ছিল ওটা ওর কাছে।'

গ্রপ এগিয়ে চলা শুরু করলো ফেরার রাস্তায়। জেমস রীতিমতো শিহরণ সহকারে চমকে উঠলো। 'আপনি নিশ্চিত...ওটা ঐ লোকটাকে খেয়ে ফেলেছে?'

হার্ডক্যাসল চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'জেমস এটাই জীবনচক্র। তবে জেনে রাখো, ভুলে যেও না মাকড়শসারা মানুষকে খায় না। ওরা কেবলমাত্র শরীরের সমস্ত রস চুষে নেয়। একটু অন্য ভাবে সমাধানটা হলো যদিও তবু বলতেই পারি ওই লোকটার দিক থেকে আর কোনো ঝামেলা হওয়ার চান্স থাকলো না।'

জেমস কিছু বললো না যদিও তবু ভালো করেই বুঝতে পারছিল আসল সমস্যা তো সবে শুরু হলো।

***

বুধবার সকালে গ্রেট হলে ব্রেকফাস্ট করার জন্য যখন জেমস ঢুকলো তখন শরীর বেশ ক্লান্ত। সকালটা কেমন যেন ঝিমোচ্ছে, হলের ওপর দিকটায় ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ভরা আকাশ। জানালা দিয়ে একটু একটু কুয়াশা এখনো দেখা যাচ্ছে। র‍্যালফ আর জেইন বসেছে স্লিদারিন টেবিলে। জেইনের হাতে ওর প্রিয় কফির মগ আর র‍্যালফ ব্যস্ত মাখন লাগানোর ছুরি দিয়ে কমলালেবু কাটার কাজে। ওরা কেউ কথা বলছে না। জেইন সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার পাত্র নয় জেমসের মতোই। জেইন বা র‍্যালফ

BanglaBook.org

কেউই এদিকে তাকালো না দেখে জেমস একটু স্বস্তি পেল। র‍্যালফের ওপর থেকে রাগটা এখনো কমেনি। আসলে জেমস মনে মনে বেশ দুঃখ পেয়েছে আহত হয়েছে র‍্যালফের আচরণে। র‍্যালফের সাথে গিয়ে বসেছে বলে জেইনের ওপর খানিকটা রাগ হচ্ছে, কিন্তু শরীর এতটাই ক্লান্ত এবং সকালের আবহাওয়াটাও তেমন নয় যে কিছু করার ইচ্ছে জাগে।

জেমস গ্রিফিন্ডর টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ওপরে মঞ্চটার দিকে তাকালো। না ওর ড্যাড বা টাইটাস হার্ডক্যাসল কারোরই চিহ্ন নেই ওখানে। জেমস ধরেই নিল কাল রাতে অনেক দেরী হলেও ওরা নিজেরা ঠিক সকাল সকাল উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে নিজেদের দরকারি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যে দরকারি কাজের মধ্যে আছে বিশেষ আলোচনা চক্র এবং অনেক গুপ্ত আলাপ আলোচনা। আর এদিকে ওকে সেই একঘেয়ে ক্লাস আর হোমওয়ার্কের বিরক্তিকর জগতে ঢুকতে হবে। চারদিকে গ্রিফিন্ডরের সদস্যরা হাসছে খাচ্ছে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। কিন্তু জেমস নিরানন্দ ভাবে খেতে হয় তাই খাওয়া শুরু করলো।

গতরাতে লেকের ওখান থেকে ফিরে আসার পর আরো প্রায় দুঘন্টা ড্যাড, টাইটাস হার্ডক্যাসল এবং হেডমিস্ট্রেসের সাথে ছিল। দুর্গের কাছে পৌঁছেই হার্ড ক্যাসল জাদুদণ্ডের আলোকসঙ্কেত প্রেরন করেছিলেন হ্যারি, টেড, প্রেচকা এবং হ্যাগ্রিডকে ফিরে আসার আহবান জানিয়ে। ওরা একত্র হয়েছিল হ্যাগ্রিড এর কেবিনে। গ্রপ আর প্রেচকাকে সাহায্য করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদসহ এক ব্যারেল বাটার বিয়ার দিয়ে বিদায় জানালেন হেড মিস্ট্রেস। এরপর হ্যাগ্রিডের খরখরে বিরাট কাঠের টেবিলে ওরই বানানো চা পান করল। চা'টা আবার রহস্যজনক রকম ধোঁয়ায় ভর্তি ছিল। রঙ বাদামী এবং স্বাদ ওষুধের মতো। এবং বিস্কুটও ছিল। সাঙ্ঘাতিক শক্ত বলে ওরা খায়নি। খেতে খেতে আলোচনা শুরু হয়।

হার্ডক্যাসল প্রথমে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কিভাবে উনি মাকড়সাটাকে দেখতে পেয়ে ওর পিছু নেন এবং জেইন ও জেমসকে ছেড়ে যান গ্রপের জিম্মায়। হ্যারি একটু নড়েচড়ে বসলেও কোনো মন্তব্য করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। কারণ উনি নিজেই জেমসকে এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বে জেইনকেও। জেইন যখন কেবিনে ঢোকে, ম্যাকগোনাগল বেশ খানিকক্ষণ হ্যারির দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে ছিলেন। উনি এবার হার্ডক্যাসলের কাছে জানতে চাইলেন মাকড়সাটাকে কিভাবে মারলেন উনি?

হার্ডক্যাসলের বোতাম সদৃশ চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। উনি বললেন, 'যে মাকড়সাকে পায়ের তলায় চিপে মারা যায় না তাকে মারার সহজ উপায় হলো ওটার পাগুলোকে ছেঁটে দেওয়া। প্রথম পাটা কাটাই সবচেয়ে কঠিন। তারপরের গুলো সহজেই হয়ে যায়।'

হ্যাগ্রিড মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বললো, 'বেচারা বুড়ো অ্যারাগগ। ও যদি দেখতে পেতো ওর উত্তরপুরুষ বুনোজাতিতে পরিণত হয়েছে, ও নিজেই ওটাকে খুন

BanglaBook.org

করতো। ও প্রাণীটা সেটাই করেছে যা মাকড়সারা করে। এর জন্য ওকে দোষ দিতে পারা যায় না।'

'মাকড়সাটার কাছে অনুপ্রবেশকারীর ক্যামেরাটা ছিল,' হ্যারি টেবিলের ওপর রাখা ভাঙাচোরা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'লেন্সটা ফেটে গেছে আর স্ক্রিনটা তুবড়ে গেছে। 'এটা বোঝা যাচ্ছে লোকটা লেকের ধারের অরণ্য দিয়েই পালিয়েছিল।'

'বিচ্ছিরি একটা পথ কোথাও যাওয়ার পক্ষে, তা সে যে-ই যাক না কেন,' ম্যাকগোনাগল বললেন।

হ্যারির মুখে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। 'আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না ওই মানুষটাকে মাকড়সা খেয়েছে।'

হার্ডক্যাসল তড়বড় করে বললেন, 'তাহলে তো এটা বলতে হয়, ওই বদখৎ জীবটা ক্যামেরাটা চেয়েছিল বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওর ছেলে মেয়েদের মুভি বানাবে বলে। কি তাই তো নাকি? শোনো, মাকড়সারা কোনো অনুনয় বিনয় করার পক্ষপাতী নয়। ওরা শুধু জানে খেতে।'

হ্যারি সম্মতি সুচক ঘাড় নত করে বললেন, 'তুমি সম্ভবত ঠিকই বলছ টাইটাস। তা সত্তেও একটা সুযোগ কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীর কাছে থেকে ক্যামেরাটা পড়ে যায় এবং মাকড়সাটা সেটা পেয়ে যায়। মিনার্ভা আপাতত সুরক্ষা একটু বাড়ালে ক্ষতি কিছু হবে বলে মনে হয় না। আমরা তো জানতেই পারলাম না লোকটা কে এবং কিভাবে এখানে ঢুকতে পারলো। যতক্ষণ না এই প্রশ্ন দুটোর উত্তর পাচ্ছি , সুরক্ষা লঙ্ঘনের পুনরায় একটা সুযোগ থেকেই যাচ্ছে।'

'আমি আরো বেশি করে জানতে আগ্রহী কিভাবে এই ক্যামেরা মাঠে সবার সামনে ব্যবহার করার সাহস পেল,' হেডমিস্ট্রেস ভাঙা ক্যামেরাটার দিকে চেয়ে বললেন। 'এটা সবাই জানে যে মাগলদের কোনো জিনিস স্কুলের ম্যাজিক্যাল আওতার মধ্যে কাজ করবে না।'

হার্ডক্যাসল উত্তর দিলেন,' হ্যাঁ এটা সবাই জানে, ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস। যদিও খুব কম লোকে সেটা বোঝে। মাগলরা ক্রমান্বয়ে কিছু না কিছু বানিয়েই চলেছে। ফলে যেটা একসময় সত্যি ছিল এখন হয়তো নেই। আর এটাও আমরা জানি সুরক্ষার যে মন্ত্র দিয়ে এখানটা ঘেরা হয়েছে ভোল্ডেমর্টের সাথে যুদ্ধের সময় থেকে সেটা পুরোপুরি নিখুঁত নয়। ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন।'

জেমসের র‍্যালফের গেমডেকটার কথা মনে এলেও উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত নিল। এই ভাঙা ভিডিও ক্যামেরাটাই প্রমাণ দিচ্ছে কিছু আধুনিক মাগলদের বানানো যন্ত্র আছে যা এই স্কুল এলাকায় কাজ করতে সক্ষম।

এবার সবার নজর ঘুরলো জেমস আর জেইনের দিকে। জেমস খুলে বললো কিভাবে গ্রপ খাবার খোঁজার জন্য দূরে লেকের ধারে জলাভুমিতে চলে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

ওরাও ওর খোঁজে ওর পিছু ধাওয়া করে। এবার বলা শুরু করলো জেইন। বর্ণনা দিল রহস্যময় দ্বীপ আর সেতুর। জেমস বেশ খুশি হলো যখন জেইন বললো গেটটা খোলার জন্য জেমস কিরকম জাদুর সাহায্য নিয়েছিল। সেইসময়ে বেশ বোকাবোকাই মনে হয়েছিল কাজটা, যেটা সে এখন ভুলে যেতে চায়। আর এখন মনে হচ্ছে ওটাই স্বাভাবিক ছিল। এর পর ওরা দুজনে ভাগ ভাগ করে বলে গেল ড্রাগনমুখী সেতুর কথা যা ওদের গিলে নিতে চাইছিলো। আক্রমণকারী লতাগুল্মদের অভিপ্রায়, যারা চেয়েছিল ওদেরকে জলের মধ্যে নিয়ে যেতে। সবশেষে জেমস জানালো অরণ্যের অশরীরীর কথা।

'নায়াডস এবং ড্রায়াডস?' হ্যাগ্রিড বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলো। জেমস ও জেইন একসাথে হ্যাগ্রিডের দিকে তাকালো। 'ওরা কি সত্যি আছে নাকি? ওসব তো গল্প রুপকথা। তোমাদের মতামত কী এ ব্যাপারে ?' শেষ প্রশ্নটা হ্যারিদের উদ্দেশ্যে।

'লেক সংলগ্ন জঙ্গলটা নিষিদ্ধ অরণ্যের অতিরিক্ত অংশ। এমন কোনো জায়গা থাকতেই পারে যেখানে নায়াডস এবং ড্রায়াডসরা থাকে। সাথে সাথে এটাকে সত্যি মেনে নিলেও বলতেই হয় ওদেরকে কয়েকশ বছর ধরে দেখা যায়নি। যে কারণেই ওদের আমরা গল্পকথা ভেবে নিতেই পারি।'

'এটাকে সত্যি মেনে নিলেও মানে? ড্যাড, আমরা ওনাকে দেখেছি। উনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন।' জেমস একটু অনুযোগের সুরে বেশ জোরেই বললো।

'জেমস ভুলে যেও না তোমার বাবা একজন অরোর,' ম্যাকগোনাগল বললেন শান্ত স্বরে। 'সবরকম সম্ভাব্যতা ওকে যাচাই করে নিতে হয়। তোমরা সবাই এই মুহূর্তে যথেষ্টই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। সাথে মানসিক চাপটাও আছে। তার মানে এই নয় যে আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করছি না। আমরা আসলে খোঁজার চেষ্টা করছি একটা সহজ সূত্র যা তোমরা দেখেছ সে বিষয়ে।'

জেমস বিড়বিড় করে বললো, 'আমার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে সহজ বিশ্বাসটা হলো উনি যা বলেছেন আসলে উনি তাই-ই।'

জেমস ইচ্ছে করেই বলেনি ড্যাড বা বাকি কাউকে শেষের দিকে ওই অশরীরী যা বলেছিলেন। উত্তরাধিকারী, বা শত্রুর রক্ত বয়ে চলেছে এই মুহূর্তে অন্য কারো শরীরে। ইচ্ছে করে এগুলো না বলার পেছনে একটাই কারণ ও জানে বা শুনেছে কিভাবে জাদুজগত ওর ড্যাডের সাথে ব্যবহার করেছে কোনো একটা কিছু ঘটলেই। ট্রাই উইজার্ড কাপের গোলক ধাঁধা থেকে ফেরার পর ভোল্ডেমর্ট ফিরে আসতে চলেছে এই খবর হ্যারি যখন জানিয়েছিল, সবাই অবিশ্বাস তো করেই ছিল সাথে সাথে প্রাপ্য সম্মানটাও দিতে চায়নি অনেকে।

আরো একটা কারণ সব কথা না বলার-ওর ড্যাড স্বয়ং বিশ্বাস করেননি ড্রায়াড এর ব্যাপারটা। আর সেটাই যদি হয় তাহলে ড্রায়াড যা বলেছে সেটাও বিশ্বাস করবেন না। নতুন এক ভোল্ডেমর্টের রক্ত সূত্রে সম্পর্কিত কারো আগমনের কথা। আরো

BanglaBook.org

একটা কথা যা আসলে জেমসকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে তা হলো ড্রায়াডের বলা শেষবাক্য, *"তোমার বাবার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, এবার শুরু তোমার যুদ্ধ।"*

ওদের আলোচনা অনেকক্ষণ ধরে চললো, যা একসময় জেমসের একঘেয়ে-লাগতে শুরু করলো। ও ফিরে যেতে চাইছিল যাতে ঘুমাতে পারে কিংবা ড্রায়াড এর বলা কথাগুলোকে নিয়ে নিজের মতো করে ভাবতে পারে। ও তলিয়ে ভাবতে এবং বুঝতে চায় ওই দ্বীপটা আসলে কী? কী মানে লুকিয়ে আছে ওই গেটে লেখা কথাগুলোর মধ্যে? ও মনে করে করে লিখে নিতে চাইছে এখনো মনের ভেতরে যা আছে। ও নিশ্চিত এর সাথে আস্ট্রামাড্ডুক্স এর গল্প এবং মারলিনকে ফিরিয়ে আনার স্লিদারিনদের গোপন ছক এবং মাগল জগতের সাথে অন্তিম যুদ্ধর একটা যোগাযোগ আছেই। আর এ নিয়ে ও নিজেকেও জিজ্ঞেস করতে চায় না এসব সত্যি না মিথ্যে। এটা সত্যি হতে বাধ্য এবং এটাকে আটকাতে হবে ওকেই।

একসময় বড়দের কথা চালাচালি শেষ হলো। ওরা সিদ্ধান্তে এলেন ওই রহস্যময় দ্বীপটা নিশ্চিতভাবেই বিপদজনক। ঠিক যেমন বিপদজনক রহস্যে ভরপুর এবং অজানা বিপদের কারণে নিষিদ্ধ অরণ্যটা। তবে প্রাথমিক ভাবে এটাই খুঁজে দেখা হবে কী করে ওই মাগল অনুপ্রবেশকারী এখানে ঢুকতে পারলো। সাথে আগামী দিনে যাতে আর কেউ এটা করতে না পারে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আলোচনা সভার পরিসমাপ্তি এই সিদ্ধান্তের সাথেই ঘটলো।

জেমস, জেইন ও টেডকে সাথে নিয়ে হেডমিস্ট্রেস দুর্গে ফিরে এলেন এবং নির্দেশ দিলেন এই রাতের অভিযানের কথাটা ওরা যেন গোপন রাখে।

'বিশেষ করে এই নির্দেশটা তোমার জন্য মি. লুপিন,' উনি কাটাকাটা স্বরে বললেন। 'আমি চাই না যে তুমি এবং তোমার ছন্নছাড়া বন্ধুবান্ধবের দল রাতের অন্ধকারে অরণ্যের মধ্যে মি. পটার আর মি. ওয়াকারের মতো কোনো অভিযানের চেষ্টা করো।'

মজার ব্যাপারটা হলো, টেড ভালো করেই জানে ওরা এরকম কিছু একটা আগামীদিনে করবেও। তাই একটুখানি মাথা নেড়ে উত্তর দিল, 'বুঝলাম ম্যাম।'

***

জেমস আর একবার ওর ড্যাডের দেখা পেল এই সফরে। বিকেলের দিকে ক্লাস করে ফেরার সময়। হ্যারি, টাইটাস এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা তখন ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। নেভিল বিকালেই হগওয়ার্টসে ফিরে এসেছেন। জেমসকে সাথে নিয়ে উনি ছুটে গেলেন হেডমিস্ট্রেসের অফিসে হ্যারিদের বিদায় শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। হ্যারিরা ফ্লু নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেভাবে এসেছিলেন। হেডমিস্ট্রেসের ঘরের ফায়ারপ্লেসটাই বেছে নিলেন তার জন্য, কারণ এটাই সবচেয়ে সুরক্ষিত। যেটা নেভিলের কাছে বেশ অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে। কারণ

BanglaBook.org

এটা একসময় তাদের হেডমাষ্টার অ্যালবাস ডাম্বলডোরের অফিস ছিল, যা এখন তাদেরই আর এক প্রফেসর ম্যাকগনাগলের দায়িত্বে। তবু এটাই নিয়ম। কিছুক্ষণের জন্য উনি থমকে গেলেন প্রাক্তন হেডমাষ্টারের পোর্ট্রেটের সামনে।

'উনি কি আবার চলে গেছেন?' হ্যারির কাছে জানতে চাইলেন।

'আমার মনে হয় উনি এখানে শুধু ঘুমাতে আসেন। ডাম্বলডোরের অনেক ছবি এই স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় আছে,' হ্যারি কিছুটা হতাশ হয়েই বললো।

'তাও তো সেই সব পুরোনো চকলেট ফ্রগকার্ডের কথা বাদই দিলাম। মাঝে মাঝে উনি ওখানেই দেখা দেন মজা করার জন্য। আমি আমার ওয়ালেটে একটা রেখে দিয়েছি, যদি দরকার হয়।' নিজের ওয়ালেটটা বার করে একটা কুকুরের কানের আকৃতির কার্ড বের করলেন। পোর্ট্রেটটা এখন ফাঁকা। হ্যারি হাসলেন, নেভিল ওটা আবার ঢুকিয়ে রাখলেন।

নেভিল এগিয়ে গেলেন ফায়ারপ্লেসের দিকে দলের অন্যদের শুভেচ্ছা জানাতে। হ্যারি মাথা ঝুঁকিয়ে নিচু হলেন জেমসের দিকে।

'জেমস আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

জেমস আপ্রাণ চেষ্টা করলো গর্বের ভাবটা লুকানোর, 'আমি শুধু সেটাই করেছি যা তুমি আমায় করতে বলেছো।'

হ্যারি বললেন, 'আমি কিন্তু গতরাতে আমাদের সাথে গিয়ে সাহায্য করার জন্য কথাটা বলছি না।' জেমসের কাঁধে একটা হাত রাখলেন উনি। 'আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুপ্রবেশকারী বিষয়ে খুঁটিনাটি নজর রেখে খবরটা আমার কাছে তুলে ধরার জন্য। তোমার যে একটা দারুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সতেজ মানসিকতা আছে এটা বেশ বুঝতে পারছি। আর তার জন্য আমার অবাক হওয়া উচিত নয় মোটেই। আর আমি হচ্ছিও না ।'

জেমস মুচকি হেসে বললো, 'থ্যাঙ্কস ড্যাড।'

'ওই দিন রাতে কী কথা আমাদের মধ্যে হয়েছিল ভুলে যেও না যেন। মনে আছে তো?'

জেমস মনে করলো। *আমি একার হাতে এই জগত রক্ষা করার চেষ্টা করবো না। তবে এখন থেকে আমি জেইনের সাহায্য নেব,* কথাটা ভাবলেও বললো না মোটেই। এটাও ভাবলো হয়তো টেডের সাহায্যও নিতে হতে পারে কারণ র‍্যাল্ফ তো এখন আর আমার পক্ষে নেই।

হ্যারি জেমসকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মাঝে। তারপর একে অপরের দিকে চেয়ে হাসলেন। খানিকক্ষণ জেমসের কাধে হাত রাখার পর হ্যারি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন ফায়ারপ্লেসের দিকে।

জেমস ড্যাডকে চেঁচিয়ে বললো, 'মামকে বোলো আমি রোজ শাকসবজি খাচ্ছি। আর ভালো হয়ে থাকার চেষ্টাও করে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

হ্যারি প্রশ্ন করলেন, 'কথাটা কি সত্যি?'

'না, মানে হ্যাঁ মানে ওই,' জেমস বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল উত্তর দিতে গিয়ে কারণ সবাই এখন ওর দিকেই তাকিয়ে।

'যেটা বললে সেটা সত্যি করেই কোরো, চিন্তা নেই আমি মামকে বলে দেব,' হ্যারি বললেন। চশমাটা খুলে নিয়ে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে।

কিছুক্ষণ পর ঘরটায় শুধু জেমস, নেভিল আর হেডমিস্ট্রেস। বাকিরা চলে গেছেন নিজস্ব গন্তব্যে।

'প্রফেসর লঙবটম,' হেড মিস্ট্রেস বললেন, 'আমার মনে হয় গত কুড়ি ঘন্টায় কী কী ঘটেছে আপনার সব জানা দরকার বা আমার সেটা বলা উচিত।'

নেভিল জানতে চাইলেন, 'আপনি কি ক্যাম্পাসে যে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছিল তার কথা বলছেন?'

হেডমিস্ট্রেস একটু তাকিয়ে থাকলেন, 'ও তার মানে আপনি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ওয়াকিবহাল হয়েছেন। তাহলে তো একই কথা আমার দুবার বলার চেয়ে ভালো হবে আপনি কী জানেন সেটা শোনা।'

'অবশ্যই ম্যাডাম। শিক্ষার্থীরা বলাবলি করছে গতকাল কুইডিচ পিচে কোনো এক ব্যক্তিকে দেখা গেছে বা সে ধরা পড়েছে। ওদের কথানুযায়ী লোকটি জুয়াচক্রের সাথে জড়িত। সে এসেছিল খবর সংগ্রহ করতে অথবা খেলাটাকে প্রভাবিত করতে। যতসব বাজে কথা বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই সব গুজবকে থামানোর জন্য সবকিছু খোলাখুলি বলাই ভালো। কারণ চেপে যেতে চাইলে আরো বড় গুজব জন্ম নেবে।'

'আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে মি. পটারও সহমত হবেন আপনার সাথে,' হেডমিস্ট্রেস কাটাকাটা স্বরে বললেন। 'এই এলাকার সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য আপনার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন। তার আগে আপনাকে আমার জানানো দরকার ঠিক কী ঘটেছে। জেমস, আশা করি তোমার কোনো তাড়া নেই কোথাও যাওয়ার? আমি বেশি সময় নেবো না কথা বলার জন্য। তারপরেই উনি তোমায় নিচে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।' জেমসের উত্তরের অপেক্ষা না করেই উনি ঘুরে গেলেন নেভিলের দিকে এবং গতকালের ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বলা শুরু করলেন।

জেমস পুরোটাই জানে তবুও সিদ্ধান্ত নিল দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এই সব ব্যাপারগুলো যথেষ্টই বিচ্ছিরি রকমের বিরক্তিকর। ওই লোকটার বিষয়ে সব কিছু জানার অধিকার ওর আছে কারণ ওই প্রথম লোকটাকে দেখেছিল। ওর পেছনে ধাওয়া করেছিল এবং কুইডিচ পিচেও খুঁজে বের করেছিল। বড়দের এই আচরণগুলো অদ্ভুত রকমের। ছোটরা কিছু বললেই এটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। আর যখন সত্য বলে প্রমানিত হয় পুরো দায়িত্ব নিজেরা নিয়ে নেয় আর আসল নায়ককে দূরে সরিয়ে রাখে। এই জন্যই তো জেমস স্লিদারিন-মারলিন পরিকল্পনাটার কথা কাউকে বলতে

BanglaBook.org

চায় না। আর এখন তো আর সঙ্কল্প দৃঢ় হলো। দারুণ কিছু একটা প্রমাণ যোগাড় না করা পর্যন্ত কাউকে একটা কথাও বলবে না।

জেমস বুকের কাছে হাতটা গুটিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, একবার ফিরে দেখলো নেভিল হেডমিস্ট্রেসের ডেস্কের ওপর ঝুঁকে বসে ম্যাকগোনাগলের কথা শোনায় মগ্ন হয়ে গেছেন।

'কি পটার, কিসের তল্লাসী চালাচ্ছ?' পেছন দিক থেকে মৃদু কণ্ঠস্বরটা চমকে দিলো জেমসকে। চার দিকটা ঘুরে ফিরে দেখলো। কিছু বলার আগেই আবার শোনা গেল, 'একদম জিজ্ঞেস করবে না আমি কে। আর একগাদা মিথ্যে বলে আমার সময় নষ্ট করার চেষ্টাও কোরো না। তুমি ভালো করেই জানো আমি কে। আর আমি জানি, তোমার ড্যাডের চেয়েও বেশি ভালোভাবে যে তুমি কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছ।'

হ্যাঁ এ শব্দ আসছে সেভেরাস স্নেইপের পোর্ট্রেট থেকে। কালো শীতল চোখ দুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেমসের দিকে। পুরো মুখটা সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে।

'আমি... জেমস বলতে শুরু করেই থেমে গেল। ভালো করেই বুঝতে পারছে যদি ও মিথ্যে কথা বলে ছবির মানুষটা বুঝতে পেরে যাবে। 'আমি কিছুই বলবো না।'

'তোমার ড্যাদের তুলনায় বেশ ভালো সৎ উত্তর, এটা স্বীকার করছি,' স্নেইপ যথেষ্টই নিচু স্বরে বললেন যাতে নেভিল বা ম্যাকগোনাগল শুনতে না পান। 'খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে আমি আর বেঁচে নেই আর হেডমাস্টারও নই। তা নাহলে যেনতেন প্রকারে আমি তোমার মুখ থেকে কথা বের করে নিতাম।'

'বুঝলাম,' জেমস এখন বেশ ধাতস্থ বোধ করছে প্রাথমিক চমকটা কাটিয়ে। বেশ খানিকটা সাহসীভাবেই ফিসফিস করে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি যে আর হেডমাষ্টার নেই এটা ভালোই হয়েছে।' মনে মনে বললো, *ভালোই হয়েছে আপনি মারা গিয়েছেন এটা বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।* জেমস জানে ড্যাড সেভেরাসকে দারুণ শ্রদ্ধা করেন। যে কারণে ওর ভাই অ্যালবাসের নামের সাথে সেভেরাসটাও জুড়ে রেখেছেন।

পোর্ট্রেটের ভেতর থেকে স্নেইপ একটু ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'আমার সাথে বেশি চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। তোমার ড্যাড সে সময় জানতো না কিন্তু তুমি তো জানো, আমি আসলে অ্যালবাস ডাম্বলডোরের পক্ষেই ছিলাম ভোল্ডেমর্টকে পরাজিত করার জন্য। তোমার ড্যাড ভেবেছিলো লড়াইটা একার দায়িত্বে জিতে নেবে। ও একটা বোকার হদ্দ আর ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির ছেলে ছিল সে সময়ে। আর সেই ধরনের চাউনি আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমার চোখেও দেখেছি।'

জেমস কী বলবে ভেবে পেল না। শুধু তাকিয়ে থাকলো ছবির মানুষটার কালো চোখদুটোর দিকে অপলকে।

স্নেইপ কিছুটা হতাশা নিয়েই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। 'কী আর করা যাবে, করো যা তুমি চাও। যেমন পটার তেমনই তার ছেলে। কেউ অতীতের থেকে শিক্ষা

BanglaBook.org

নেয় না। কিন্তু মনে রেখো আমি তোমার দিকে সব সময় নজর রাখবো। যেমন রাখতাম তোমার ড্যাডের ওপর। তবে এটাও মনে রেখো তোমার না বলা সন্দেহগুলো যদি সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সত্যি বলে প্রতিভাত হয় তাহলে আমাকে তোমার পাশেই পাবে একবার চেষ্টা করেই দেখো পটার, তোমার ড্যাডের মতো ভুল দ্বিতীয়বার কোরো না। তোমার নিজের হঠকারিতার মাসুল যাতে অন্যদের দিতে না হয় সেটা মাথায় রেখো।'

শেষ কথাগুলো জেমসের ভেতর পর্যন্ত নাড়িয়ে দিলো। ও আশা করেছিল এবার ছবি থেকে স্নেইপ অন্তর্হিত হবেন। কিন্তু সেটা ঘটলো না। একই রকম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে জেমসকে দেখতে থাকলেন, যেন জেমস একটা পুস্তক। সেই তাকানোর মধ্যে অবশ্য কোনো বিদ্বেষ নেই, কিন্তু ওনার বলা কথাগুলো এখনো অনুরণিত হচ্ছে জেমসের মনে।

'বেশ,' জেমস বললো অনেক ভেবে, 'তাই হবে, আমি আপনার কথাগুলো মাথায় রাখবো।' জেমস ভালো মতোই জানে এটা একটা কথার কথা মাত্র। কারণ ওর বয়স মাত্র এগারো বছর।

'জেমস?' নেভিল ডাকলেন পেছন থেকে। জেমস ঘরে প্রফেসরের দিকে তাকালো। 'যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে গত রাতটা তোমার দারুণ উত্তেজনার সাথে কেটেছে। আমি ওই লতাগুল্মগুলো বিষয়ে জানতে আগ্রহী যারা তোমায় আক্রমণ করেছিল। আশা করছি ওদের বিষয়ে আরো কিছু জানা যাবে তোমার কাছ থেকে, কি তাই তো?'

'অবশ্যই,' জেমস অস্বস্তির সাথে জবাব দিলো। নেভিলের সাথে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে দেখল স্নেইপ এখনো ছবিতেই আছেন। কালো চোখদুটো একইভাবে অনুসরণ করে চলেছে ওকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নবম অধ্যায়
বিতর্কসভায় বিশ্বাসঘাতকতা

প্রতিদিনের রুটিনের সাথে জেমস যত সম্পৃক্ত হচ্ছে দিনগুলোও তত কেটে যাচ্ছে দ্রুতলয়ে। জেইন ওদিকে উত্তরোত্তর উন্নতি করছে কুইডিচ খেলায়। আর জেমস এক অদ্ভুত রকমের ভালোলাগা না লাগার দ্বন্দ্বে ভুগছে ওই সাফল্য দেখে। একটা অসূয়াবোধ ওকে ক্ষত বিক্ষত করতো যখন শুনতে পেত জেইনের দক্ষতা দেখে দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। সাথে সাথেই ও আনন্দও পেত এটা দেখে যে ছেলেটা খেলাটাকে কী পরিমাণ ভালোবেসে ফেলেছে। যার ফলস্বরুপ প্রতিম্যাচে ও দলের হয়ে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে জেমসের ব্রুমস্টিকে নিজের দক্ষতাও অনেকটাই বেড়েছে। জেইনের সাথেই ও কুইডিচ মাঠে অনুশীলন করে। দরকার মতো জেইনের কাছে থেকে বুঝে নেয় কখন কী করতে হবে। জেইনও ওর তরফ থেকে বিন্দুমাত্র অনীহা দেখায় না। উৎসাহের সাথে সব কিছু বুঝিয়ে দেয় এবং বারবার বলে আগামী বছর গ্রিফিন্ডর দলে জেমস সুযোগ পাবেই।

BanglaBook.org

'তাহলে অবশ্য তখন আর তোর সাথে অনুশীলন করা হবে না আমার, বুঝতেই পারছিস,' জেমসের পাশে পাশে উড়তে উড়তে বললো জেইন। 'আর যাই হোক শত্রু দলের খেলোয়ার বলে কথা।' জেমস কোনো উত্তর দিল না কারণ ও জানে না এটা জেইন ইয়ারকি মারছে নাকি সত্যি বলছে।

জেমস ব্রুমস্টিকে ওড়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে এটাও বুঝতে পারছিল ও ফুটবল খেলাটাকে যথেষ্ট ভালোবেসে ফেলেছে। টিনা কারি তার ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু দলে ভাগ করে দিয়ে একে অপরের সাথে ম্যাচ খেলাচ্ছেন প্রায়শই। অনেক শিক্ষার্থীই খেলাটার মূল ধাঁচটাকে আয়ত্ব করে নিয়েছে। এবং একটা প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব থাকায় এই ম্যাচ গুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। মাঝে মধ্যে এক আধজন ভুলে যাচ্ছে এই খেলাটাতে জাদুর ব্যবহার করা যাবে না। তাদের হাত চলে যাচ্ছে জাদুদণ্ড রাখার জায়গায়। আবার কেউ কেউ খালি হাতেই বলে উঠছে "অ্যাকিও ফুটবল!" যার ফলে সবাই হেসে উঠছে আর খেলায় একটা সাময়িক বিরতি ঘটছে। একবার তো এক হাফলপাফ এর এক ছাত্রী সাধারণ নিয়ম ভুলে গিয়ে দুহাতে বলটা ধরে সজোরে ছুড়ে দিলো, যেন রাগবি খেলছে। জেমস বুঝতে পেরেছে প্রফেসর কারির ওর ফুটবল খেলা বিষয়ে করা অনুমানটা একেবারে সঠিক ছিল। ওর মধ্যে সহজাত ক্ষমতা আছে। কেবলমাত্র কিছু নির্দেশ শুনেই ও বলটাকে ইচ্ছে মতো পায়ে খেলাতে পারে। ওর বল নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা যে কোনো নতুন খেলোয়ারের তুলনায় অনেক উন্নত মানের এবং গোল করার সংখ্যায় ও আপাতত দ্বিতীয় স্থানে আছে। ওর আগে আছে পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী সাব্রিনা হিল্ডেগারড। যে আবার জেইনের মতই মাগলজাত সন্তান এবং ছোটবেলায় মাগলদের লিগে খেলেছেও।

জেমস আর র‍্যালফের মধ্যে ইদানীং কথা হয় না বললেই চলে। জেমসের তাৎক্ষনিক রাগের প্রকাশটা একটা অনমনীয়তায় পরিণত হয়েছে। ওর মনের একটা অংশ এটা ভালো করেই জানে যে ওর নিজেরই র‍্যালফকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। বা সঠিক ভাবে বললে জেমসেরই উচিত সেদিন গ্রেট হলে চেঁচিয়ে ওঠার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। তবে র‍্যালফ যদি মাথা ঠাণ্ডা করে বোঝার চেষ্টা করতো, বুঝতে পারতো ওর স্লিদারিন হাউজমেটেরা আসলে ভুলই করছে। তার বদলে র‍্যালফ স্লিদারিনদের এবং প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর প্রতি নিজের আনুগত্য জাহির করলো। যদিও র‍্যালফের উৎসাহজনক আনুগত্য মোটেই খুব জোরালো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। তবু জেমস অনুভব করেছে ওর ওপর রাগটা থেকেই যাচ্ছে। র‍্যালফ ওই নীল ব্যাজ পরছে। লাইব্রেরীতে উপস্থিত থাকছে বিতর্ক সভার আলোচনায়। সবই মেনে নেওয়া যায় কিন্তু হাবভাব এমন দেখাচ্ছে যা মোটেই ভালো কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না। এমন কি কোনো স্লিদারিন সদস্য ওকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সেটার উত্তর দিচ্ছে উদ্ধত ভঙ্গিতে। যা বলছে সেটা এতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছে যে উত্তর শোনার আগ্রহ

BanglaBook.org

হারিয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে জেমসের খারাপ লাগলেও নিজেকে র‍্যালফমুখী করার কোনো উৎসাহ ও পাচ্ছে না।

রাতে ঘরের মধ্যে বা লাইব্রেরীর এক কোনায় গিয়ে জেইন আর ও লুক্কায়িত দ্বীপের গেটে যে লেখাগুলো পড়েছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করে। জেইনের সাহায্য নিয়ে মনে করে করে লেখাগুলো লিখে ফেলেছে। ওরা নিশ্চিত যে ওদের এই লেখায় কোনো ভুল নেই। যদিও এর থেকে বিশেষ কিছু তথ্য ওরা বের করতে পারেনি। তবে প্রথম দুটো লাইনের মানে বোঝা গেছে। পূর্ণিমার রাত ছাড়া এই লুক্কায়িত দ্বীপ রহস্য কারো দৃষ্টীগোচর হয় না। বাকি অংশ এখনো ধাঁধা হয়েই আছে। "ভাঙবে কি তার সেই ঘুম" এই লাইনটা ওর মনে গেঁথে গেছে। ওর কেন যেন মনে হচ্ছে এর সাথে মারলিনের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু মারলিন তো ঘুমিয়ে নেই, না কি সত্যিই ঘুমিয়ে আছেন?'

জেইন একদিন লাইব্রেরীতে বললো, 'ওই লাইনটা আমায় রিপ ভ্যান উইঙ্কলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ করে এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুম ভাঙলো কোনো এক গাছের তলায়। তাও আবার ১০০ বছর পর। জেইন জেমসকে গল্পটা শোনালো। জেমসের মনে পড়লো ওর বাবার সাথে অন্য অরোরদের আলোচনায় ও শুনেছিল মাগলদের অনেক পৌরাণিক কাহিনী নাকি আসলে পুরাকালে উইচ আর উইজার্ডদের সাথে সংঘর্ষ থেকে তৈরি হয়েছে। জাদু জগতের ছড়া গল্প মাগলদের রুপকথাতে পরিণত হয়েছে। ঘটেছে বেশ কিছু রদবদল বা পরিমার্জন। কালে কালে সেগুলো পরিণত হয়েছে লিজেন্ড আর মিথে। জেমসের মনে হচ্ছে জেইন যে গল্পটা বললো এটা আসলে মারলিনেরই গল্পের রুপান্তরিত কল্পকাহিনী। কিন্তু জেমস বা জেইন কেউই কোনো ধারণা করতে পারছে না কিভাবে মারলিন শত শত বছর পেরিয়ে আবার ফিরে আসবেন। বা কারা এই বিরাট মাপের ষড়যন্ত্রটার সাথে এখন জড়িত।

রাতে বিছানায় ঘুমের জগতে তলিয়ে যাওয়ার সময় জেমসের মনে ফিরে এলো, বিস্ময়কর ভাবে, সেভেরাস স্নেইপের পোর্ট্রেটের সাথে হওয়া কথোপকথন। উনি বলেছেন, উনি সব সময় জেমসের গতিবিধির দিকে নজর রাখছেন। কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব এটা মাথায় ঢুকছে না। গোটা স্কুলে একটাই মাত্র ছবি আছে স্নেইপের। আর সেটা ওই ম্যাকগোনাগলের অফিসের পোর্ট্রেট। তাহলে কী করে উনি জেমসকে দেখছেন? ড্যাড আর মামের কথা অনুসারে স্নেইপ একজন শক্তিশালী জাদুকর এবং পোশন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এই দুটো শক্তি কিভাবে ওনাকে সাহায্য করছে গোটা দুর্গের প্রতি অংশে নজর রাখায়? তবে স্নেইপ বলেছেন যখন তখন জেমস বিশ্বাস করে উনি সেটা করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে দ্বিধা নেই। যেভাবেই হোক এটা একটা নিশ্চিত সত্য। দু'সপ্তাহ হয়ে গেছে কথা বলার অথচ প্রায় কিছুই ভোলেনি জেমস। জেমস একেবারে ওর বাবার মতো এটা একটা চালু কথা জাদুজগতে। জেমস তা জানে।

স্নেইপও তাই বললেন কিছুটা বিরক্তি নিয়ে, "যেমন পটার তেমনই তার ছেলে।" মজার ব্যাপারটা হলো, আর এরকমভাবে কেউ না ভাবলেও এই ব্যাপারটা স্নেইপের কাছে মোটেই ভালো কিছু নয়।

নিষিদ্ধ অরণ্যের গাছে পাতা শরতের আগমনে প্রথমে বাদামী তারপর হলুদ রঙে বদলে যেতে শুরু করার সাথে সাথেই প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্টের নীল ছাপ পড়তে শুরু করলো "অল স্কুল ডিবেট" এর পোস্টার ও ব্যানারে। র‍্যালফের অনুমান মতোই বিষয় নির্বাচিত হল "অতীতে নেওয়া সিদ্ধান্ত-সত্য বা মিথ্যে গুলির নব মূল্যায়ন।" শুধু মাত্র লেখা দিয়ে যদি কাজ না হয় তাই প্রতি ব্যানার ও পোস্টারের ডান দিকে একটা বিদ্যুৎ ঝলকের চিহ্ন কয়েক সেকেন্ড বাদে বাদেই বদলে যাচ্ছে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নে। জেইন, যার বিষয়ে স্বয়ং পেট্রা বলেছে ও নাকি ডিবেটটা বেশ ভালোই করতে পারে, জেমসকে বলেছে বিতর্কের এই বিষয় নির্বাচন নিয়ে নাকি স্কুল ডিবেট কমিটি দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। টাবিথা করসিকা ডিবেট কমিটির আলোচনা সভায় না থাকলেও ওর অনুগত ফিলিয়া গয়েল ওখানে উপস্থিত ছিল প্রধান রুপে।

'আর সবার শেষে,' জেইনের বক্তব্য অনুযায়ী, 'ডিবেট টিম গণতন্ত্রের উদাহরণ পেশ করে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। সারা রাত আলোচনা শেষে, এইটাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।'

ব্যানারগুলো দেখে রাগে জেমসের গায়ের রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ওই বিদ্যুতের ঝলকের চিহ্ন ওকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। টেকনোম্যান্সি ক্লাসের দরজার বাইরে মইয়ে চড়ে র‍্যালফকে ব্যানার টাঙ্গাতে দেখে রাগটা শতগুণে বেড়ে গেল জেমসের।

'আইব্বাস র‍্যালফ, তুই অত দূরে উঠতে পেরেছিস দেখছি,' জেমস বললো একরাশ রাগ শব্দগুলোতে মাখিয়ে। 'টাবিথা করসিকার হাত নিশ্চয়ই তোর পশ্চাৎদেশটা ঠেলে তুলে দিয়েছে।'

জেইন এতক্ষণ জেমসের পাশে পাশেই হাঁটছিল। সে দ্রুত মাথা নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লাসরুমে ঢুকে গেল। কথাটা বলার আগে পর্যন্ত র‍্যালফ জেমসকে দেখেইনি। নিচের দিকে তাকালো, মুখে একই সাথে বিস্ময় ও কষ্টের ছাপ। 'এসব কথার মানেটা কী বলতে চাইছিস তুই?' জানতে চাইলো।

'মানে, বলতে চাইছি যে অনেক ভেবে বুঝতে পারলাম, তুই বেশ কষ্টই পাচ্ছিস করসিকার হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হয়ে।' জেমস মনে মনে কথাগুলো বলে অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিল। র‍্যালফের মুখের ভাব ওকে যথেষ্ট লজ্জিত করে দিয়েছে।

র‍্যালফ অবশ্য ঘুরিয়ে জবাব দিলো। 'তোদের দলের লোকেরাই তো পাপেট মাস্টার। আতঙ্কের একটা মিথ্যে গল্প ছড়িয়ে দিয়ে দুর্বলদের কব্জা করে যত রাজ্যের অনৈতিক এবং অযৌক্তিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।' কথাগুলো বললেও সেরকম কোনো

BanglaBook.org

আত্মবিশ্বাস ছিল না বলার মধ্যে। জেমস পাত্তা না দিয়ে ঢুকে পড়লো ক্লাস রুমে।

প্রফেসর জ্যাক্সনকে তার চিরপরিচিত ডেস্কে দেখা যাচ্ছে না। সামনের বেঞ্চে জেইনের পাশেই বসলো জেমস। বসার পরপরই কাছে বসে থাকা গ্রিফিন্ডরদের একটা জোকস বলে হাসতে ও হাসাতে শুরু করলো। জানে যে র‍্যালফ নিশ্চিত ভাবে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছে দরজা দিয়ে। এই নিম্নমানের খেলাটা খেলে জেমসের কোনো লাভ হচ্ছিল না তবু মজা করার জন্যই এটা ও করলো।

সহসাই ক্লাসের গুঞ্জন থেমে গেল। জেমস তাকিয়ে দেখল প্রফেসর জ্যাক্সন ঢুকছেন। বগলের কাছে বাহুর চাপ দিয়ে কিছু একটা ধরে আছেন। জিনিসটা বেশ বড়, চ্যাপ্টা এবং কাপড় দিয়ে মোড়ানো।

'গুড মর্নিং, ক্লাস,' উনি নিজস্ব উদ্ধত ভঙ্গিতেই বললেন। 'তোমাদের লেখা গত সপ্তাহের নিবন্ধগুলির মূল্যায়ন করা হয়ে গেছে এবং ওগুলো এই মুহূর্তে আমার সামনে ডেস্কে রাখা আছে। মি. মারডক একটু কষ্ট করে ওগুলো যার যার তাকে দিয়ে দিতে পারবে? সব মিলিয়ে আমি খুব সাঙ্ঘাতিক একটা হতাশ হইনি এটা বলতে পারি। যদিও আমার মনে হয় তোমরা স্বস্তি পেতে পারো এটা ভেবে যে হগওয়ার্টসে সাধারণত বক্রতার ওপর মূল্যায়ন করা হয় না।'

জ্যাক্সন সাথে আনা বস্তুটাকে সাবধানে ডেস্কের ওপর রাখলেন। মোড়ানো কাপড়টা খুললেন। জেমস দেখতে পেল তিনটে ছোট মাপের পেইন্টিং ওগুলো। সহসাই সেভেরাস স্নেইপের পোর্ট্রেটের কথা মনে পড়ে যেতেই ও টানটান হয়ে বসলো।

জ্যাক্সন গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আজ নোটস নেওয়ার দিন। আর এ ব্যাপারে আমি তোমাদের নিশ্চিত করছি।' পেইন্টিং তিনটেকে উনি চক বোর্ডের সাথে থাকা সেলফে পর পর রাখলেন। প্রথম ছবিটা একজন রোগা টাকওয়ালা মানুষের। যার চোখে প্যাঁচার চোখের মতো চশমা। ক্লাসের দিকে তাকিয়ে উনি চোখ পিটপিট করলেন। আচরণে উদ্বিগ্নতার ছাপ, মনে হচ্ছে উনি কারোর প্রতিক্ষা করছেন। যে কি না যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে এবং ওকে চমকে দিতে পারে। পরের ছবিটায় কেউ নেই শুধু প্রেক্ষাপটে অরণ্যের আভাস। শেষ ছবিটায় সাদা রঙ মাখা মুখের এক জোকার যার হাসিটা আঁকা আছে বিরাট করে লাল রঙ দিয়ে। জোকারটা মাঝে মাঝে ক্লাসের দিকে তাকাচ্ছে আর ছোট্ট একটা বেতের লাঠির ডগায় একটা বলকে নাচাচ্ছে। জেমস চমকে উঠলো এটা দেখে যে বলটা আসলে জোকারটার নিজের মাথারই ক্ষুদ্র রুপ।

মারডক ক্লাসের সবাইকে নিজ নিজ নিবন্ধ লেখা কাগজ বিলিয়ে দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসলো। জেমস নিজের নিবন্ধটার দিকে তাকালো। প্রথমেই প্রফেসর জ্যাক্সনের সামান্য বাঁদিকে কাত হওয়া হস্তাক্ষরে লেখা, "উৎসাহব্যঞ্জক নয় কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ভাবনাটা বেশ শক্তিশালী। গ্রামারের দিকটা নিয়ে ভাবতে হবে।"

BanglaBook.org

'নিয়ম অনুসারে, মূল্যায়ন বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমায় লিখিত ভাবে জানাতে হবে। আর তার থেকে বেশি কোনো আলোচনার দরকার হলে স্কুল চলাকালীন সময়ে আমার সাথে দেখা করবে। আশা করি আমার অফিসটা কোথায় তোমরা জানো এবার চলো শুরু করা যাক নতুন পাঠ।' জ্যাক্সন আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন ছবি তিনটের দিকে। 'তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মনে করতে পারছো, আমাদের প্রথম দিনের ক্লাসে, আমরা একটা ছোট্ট আলোচনা করেছিলাম মি. ওয়াকারের সৌজন্যে,' জেইনের দিকে শুয়োপোকার মতো ভুরুর নিচের চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ম্যাজিক্যাল আর্টের চরিত্র বিষয়ে। আমি বলেছিলাম আর্টিস্টের ইচ্ছাকৃত মনোযোগ থাকে একটা ম্যাজিক্যাল সাইকো-কাইনেটিক পদ্ধতির সহযোগিতায় ক্যানভাসে সেটাই ফুটিয়ে তোলার যা চিত্রটিকে প্রদান করতে পারে এক বিশেষ মাত্রার গতি ও ভাব। আর তার ফলস্বরুপ সেই আঁকাটি নড়াচড়া করে এবং আর্টিস্টের ইচ্ছানুসারে জীবনের ছন্দ নকল করে। আজ আমরা এক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অঙ্কন কলার সাথে পরিচিত হবো, যা জীবনকে এক অন্যরকমের মাত্রায় পরিবেশিত করে।'

গোটা ক্লাস দ্রুত গতিতে নোট নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল জ্যাক্সনের এক তরফা বক্তব্যর সাথে তাল মিলিয়ে। প্রফেসর যথারীতি তার পাইচারি চালিয়ে যাচ্ছিলেন পড়া বোঝাতে বোঝাতে।

'ম্যাজিক্যাল পেইন্টিং দেখা যায় দুধরনের রুপে। যার প্রথমটা আমি সেদিন ক্লাসে যা দেখিয়েছিলাম তারই উন্নতরুপ। যেখানে আর্টিস্টের কল্পনাশক্তি দিয়ে সৃষ্ট আঁকার ওপর কিছু ম্যাজিক প্রয়োগ করা হয়। মাগলদের আঁকার সাথে এর কেবল মাত্র পার্থক্য এই যে, ম্যাজিক্যাল আঁকাগুলো নড়াচড়া করতে পারে। যেটা নির্ভর করে আর্টিস্টের ইচ্ছের ওপর। কিছু কাল্পনিক বাঁধা ধরা গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে। আমাদের বন্ধু মি. বিগল এখানে উদাহরণ রুপে আছেন।' জ্যাক্সন জোকারের ছবিটার দিকে ইশারা করলেন। 'মি বিগল, আমরা স্বস্তি পেতে পারি এটা জেনে যে ওর অস্তিত্ব যে আর্টিস্ট এটা এঁকেছেন তার কল্পনার জগতের বাইরে নেই।' জোকারটা শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে একবার লাফালো, সাদা গ্লাভস পড়া একটা হাতের আঙুলগুলো এবং অন্যহাতে বেতের লাঠিটাকেও নাড়ালো। ছোট্ট জোকারের মাথাটা জিভ ভেংচালো এবং চোখ পিটপিট করলো। জ্যাক্সন কিছুক্ষণের জন্য থেমে ওগুলো দেখলেন এবং পুনরায় পায়চারী শুরু করলেন।

'দ্বিতীয় ধরনের ম্যাজিক্যাল পেইন্টিং আরো বেশি আকর্ষণীয়। এর সৃষ্টি নির্ভর করে উন্নত মন্ত্রবিদ্যা আর জাদুতরল মেশানো রঙ এর ওপর। এখানে আঁকা হয় কোনো জীবিত মানুষ বা প্রাণীর ছবি। এই ধরনের পেইন্টিংকে টেকনোম্যান্সির ভাষায় বলা হয় ইমাজো এইতাস্পেকুলাম, যার মানে হলো... কারো জানা আছে?'

পেট্রা হাত তুললো। জ্যাক্সন সম্মতি সূচক মাথা ঝোঁকালেন। 'স্যার এর অর্থ, আমার মনে হয়, আয়নায় জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, তাই না?'

BanglaBook.org

জ্যাক্সন এর উত্তরটা পছন্দ হলো। 'অর্ধেকটা ঠিক বলা যেতেই পারে। গ্রিফিন্ডর এর জন্য পাঁচ পয়েন্ট। ঠিকঠাক ভাবে বললে এর সংজ্ঞা এরকম, "এক ধরনের ম্যাজিক্যাল পেইন্টিং যা কোনো এক জীবিত কিছুর প্রতিরুপকে নির্মাণ করে, বিশিষ্ট এইটাস বা সময়সারনীর বাধা মেনে নিয়ে আর সেই সময়টা নির্দিষ্ট থাকে যাকে আঁকা হচ্ছে তার জীবনকালের ভিত্তিতে।" এর ফলে যে পেইন্টিংটা সৃষ্টি হয় সেটা মূল চরিত্রটির জীবিত থাকার প্রমাণ দিতে না পারলেও, ওই চরিত্রটির সমস্ত বুদ্ধিমত্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরতে সক্ষম হয়। এমন কি ইমোশন পর্যন্ত। এর ফলে ওই ছবির চরিত্রটির নতুন কিছু শিখতে পারে না বা নিজেকে উন্নত করতে পারে না, তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ঘটতে থাকা ঘটনার সাথে তাল মিলিয়ে। কিন্তু জীবদ্দশায় সে যেমনটা ছিল মরনের পরেও তার ছবি সেই আচরণ করতে বা সেই ধরনের কথাবার্তা বলতে সক্ষম হয়। এখানে আমাদের কাছে উদাহরণ স্বরুপ আছেন মি. করনেলিয়াস ইয়ারো ।'

জ্যাক্সন এবার ইঙ্গিত করলেন রোগা উদ্বিগ্ন মানুষটার ছবির দিকে। ইয়ারো জ্যাক্সনের ইশারা করা দেখে কিছুটা থতমত খেয়ে গেছেন। ওদিকে মি. বিগলস তার ফ্রেমের মধ্যে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছেন মনোযোগটা নিজের দিকে ফেরানোর জন্য।

মি. ইয়ারোর কণ্ঠস্বর ওনার শরীরের মতই মৃদু, কিন্তু একইসাথে উচ্চমাত্রার আনুনাসিক। 'বিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশ। আমার বয়স সাতষট্টি বছর তিনমাস, আটষট্টিই বলা যায়।'

'আর–যাকে বলে, আমি যদি জানতে চাই–আপনার পেশা কী ছিল?'

'আমি হগওয়ার্টস এর স্কুল কোষাধক্ষ্য ছিলাম বত্রিশ বছর ধরে,' মানুষটি উত্তর দিলেন নাক সিটকে।

জ্যাক্সন এবার ছবিটার দিকে ঘুরলেন। 'আর এখন আপনি কী করেন?'

ছবির মানুষটি চোখ পিটপিট করে বললেন, 'এক্সকিউজ মি?'

'মানে বলতে চাইছি যে এখন তো অঢেল সময় আপনার হাতে; উনিশশো উনপঞ্চাশ তো অনেক দিন আগের ব্যাপার। আপনি সময় কাটান কিভাবে মি. ইয়ারো? আপনি কি বিশেষ কোনো শখ প্রতিপালন করেন?'

ইয়ারো প্রশ্নটা শুনে থমকে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। 'আমি...শখ? ওই অর্থে আ...আমার কোনো বিশেষ শখ নেই । আমি...আমি সংখ্যাদের খুব পছন্দ করি। আমি আমার কাজ নিয়ে ভাবতে ভালোবাসি। যখনই আমি হিসাবপত্রের সংস্পর্শে না থাকি তখনই আমি ওদের নিয়ে ভাবি। আমি বাজেট নিয়ে ভাবি, ওতে থাকা সংখ্যা নিয়ে ভাবি। আর সে সবই করি আমার মাথার মধ্যে।'

জ্যাক্সন চরিত্রটির দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি এখনো সংখ্যাদের কথা ভাবেন? আপনি আপনার সময় ব্যয় করেন স্কুল বাজেটের জন্য হিসাবনিকাশে। কারণ সময়টা আটকে আছে উনিশশো উনপঞ্চাশে?'

BanglaBook.org

ইয়ারোর দৃষ্টি গোটা ক্লাসটাকে একবার দেখে নিলো। মনে হচ্ছে উনি বুঝতে পারছেন উনি কোথাও একটা আটকে গেছেন। 'ইয়ে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি সেটাই করি। আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কেবলমাত্র ওটাই করি। যেটা আমি সবসময় করে এসেছি। কোনো কারণ তো দেখছি না ওটাকে বন্ধ করার। আমি কোষাধক্ষ্য বললামই তো। মানে একসময় ছিলাম তো। কোষাধক্ষ্য।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মি. ইয়ারো। আমি আমার বক্তব্যের অনেক কিছুই খোলসা করে দিয়েছেন,' জ্যাক্সন বললেন, পুনরায় ক্লাসের দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে।

ইয়ার কিছুটা কাঠকাঠ ভাবে বললেন, 'ধন্যবাদ, খুশি মনে সবসময় আছি সাহায্য করার জন্য।'

জ্যাক্সন এবার ক্লাসের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মি. ইয়ারোর এই ছবি তোমরা সম্ভবত জানো হেডমিস্ট্রেসের ঘরের বাইরের অংশে আরো অনেক স্কুল শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারীদের ছবির সাথে ঝোলানো থাকে। যে কোনোভাবে হোক আমরা পেয়েছি মি. ইয়ারোর বাড়িতে থাকা আরো একটি পোর্ট্রেট। আর সেটা হ্যাঁ তোমাদের অনুমান সঠিক ওই মধ্যে টাঙানো ছবিটাই সেটা। 'মি. ইয়ারো আপনি যদি দয়া করে একটু?' জ্যাক্সন ফাঁকা ছবিটার দিকে ইশারা করলেন ।

ইয়ারো ভ্রুরু উঁচু করলেন। 'হুম? ওহ। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই।' উনি নড়লেন, থামলেন, গা থেকে কিছু অদৃশ্য নোংরা ঝেড়ে ফেললেন তারপর ফ্রেম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। কিছু সেকেন্ডের জন্য দুটো ছবি ফাঁকা থাকলো, তারপরেই মি. ইয়ারোকে দেখা গেল মধ্যের ফ্রেমটার ভেতর। এবার ওনার পরনে সামান্য আলাদা রকমের পোশাক । উনি বসলেন, এমনভাবে যাতে ওকে প্রোফাইলে বা পাশ থেকে দেখা যায় ।

'আর একবার ধন্যবাদ মি. ইয়ারো। 'জ্যাক্সন বললেন, ডেস্কে হেলান দিয়ে বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করে। 'যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে, তবে সাধারণত, এ ধরনের একটি ছবি সক্রিয় হয় তখনই যখন মূল চরিত্র এ জগত থেকে বিদায় নেন। টেকনোম্যান্সি এর কোনো ব্যাখ্যা আমাদের দেয় না, শুধু জানায় এটির কারণ ল অফ কন্সারভেশন অফ পারসোনালিটিজ। অন্যভাবে বললে, মহাজাগতিক ভাবেই বলছি, যে কোনো সময়ে একজন মি. কর্নেলিয়াস ইয়ারোই যথেষ্ট...' একটা চাপা হাসি গোটা ঘরে শোনা গেল। ইয়ারো ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। জ্যাক্সন বলে চললেন, 'আর একটা ব্যাপার ঘটে যা বিশেষ কার্যকরী ভুমিকা নেয় পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে সম্পর্ক গঠনে। যদি কখনো কোনো একটি চরিত্রের একাধিক ছবি আঁকা হয় এই বিশেষ পদ্ধতিতে তাহলে ছবিগুলি একে ওপরের সাথে বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, যাদের একটি মাত্র মূল চরিত্র থাকে। যার ফলে কোনো একটি ছবির মূল চরিত্র তার নিজ ইচ্ছানুসারে যখন যে কোনো ছবির মধ্যে যেতে পারে। যেমনটা এখানে ঘটলো। মি. ইয়ারো আমদের

BanglaBook.org

সাথে হগওয়ার্টসে দেখা করে ওনার নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে বাড়ির ছবিটার মধ্যে চলে গেলেন।'

জ্যাক্সনের বলা সমস্ত বক্তব্য লিখতে জেমসের বেশ সমস্যাই হচ্ছিল। কিন্তু করার কিছু নেই এগুলো নোট না করতে পারলে টেস্ট পরীক্ষার সময় আরো বড় সমস্যা হবে। কারণ জ্যাক্সন তার বলা বক্তব্য থেকেই প্রশ্ন সেট করেন। জেমসের ভাবনা বিক্ষিপ্ত হলো সেভেরাস স্নেপের পোর্ট্রেট এর কথা মনে এসে যেতেই। জেমস হাত তুললো, এছাড়া করারও কিছু নেই ওর কাছে।

জ্যাক্সন সেটা দেখে ভ্রু কপালে তুলে বললেন, 'প্রশ্ন করতে চাও মি. পটার?'

'হ্যাঁ স্যার। কোনো একটি পোর্ট্রেট এর চরিত্র কি তার নিজের ফ্রেম ছেড়ে যেতে পারে? মানে কোনো একটি অন্য ছবির ফ্রেমে?'

ভ্রু কপালে উঁচিয়ে রেখেই জ্যাক্সন কিছুক্ষণ জেমসকে দেখলেন। 'দারুণ একটা প্রশ্ন, মি. পটার। দেখাই যাক সেটা সম্ভব কিনা ? মি. ইয়ারো আর একটিবার আমরা আপনার সাহায্য চাই, করবেন কি?'

ইয়ারো দ্বিতীয় পোর্ট্রেটের বিশেষ বসার ভঙ্গিটা, যেটা দেখে ওনাকে চিন্তাশীল এবং পাঠক বলে মনে হচ্ছে, বজায় রেখে একটু মাথা ঘোরালেন। চোখের দৃষ্টি ঘুরলো জ্যাক্সনের দিকে। 'মনে হয় আমি করতে পারবো। কী ধরনের সাহায্য দরকার?'

'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আপনার বাম দিকে একটি ছবি টাঙানো আছে মি. বিগলসের?'

মি. বিগলস নিজের নামটা শুনতে পেয়ে দারুণ ভাবে চমকে যাওয়ার ভাবভঙ্গি করে উঠলেন। এক হাত দিয়ে চোখ মুখ চেপে ধরে চোখ বিস্ফোরিত করলেন উনি। আর লাঠির মাথায় থাকা পুঁচকে জোকারের মাথা হেসে উঠে মুখ থেকে ভর ভর করে র‍্যাস্পবেরির দানা বার করে চার দিকে ছিটিয়ে দিলো। ইয়ারো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমি ওটা দেখেছি।'

'স্যার, অনুগ্রহ করে কিছুটা সময়ের জন্য আপনি কি ওই পেইন্টিংটার মধ্যে যেতে পারবেন?'

ইয়ারো জ্যাক্সনের দিকে বড়বড় চোখ করে তাকালেন চশমার পেছন থেকে। বললেন, 'যদিও বা সেটা সম্ভব হয় তবু আমার বিশ্বাস হয় না আমি ওই ব্যক্তিটির সাথে একত্রে থাকতে পারবো। আমায় ক্ষমা করবেন।'

জ্যাক্সন সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধার সাথে চোখ মুদলেন। 'ধন্যবাদ। না আমি আপনাকে দোষ দেব না, মি. ইয়ারো। তাহলে আমরা দেখলাম একটা আরো শক্তিশালী ম্যাজিকের দরকার ইমাজো এইতাস্পেকুলাম এর জন্য। এটা সেইভাবে ডিজাইন করা হয়নি যাতে একটি প্রকৃত পোর্ট্রেট এর চরিত্র অন্য একটি কাল্পনিক বিষয়ের ছবিতে প্রবেশ করতে পারে। বলতে পারো এটা অনেকটা সেইরকম যেখানে তুমি একটা ম্যাজিকহীন দরজার ছবি এঁকে সেটা খুলে ঢোকার চেষ্টা করছো।

BanglaBook.org

অন্যদিক থেকে দেখি এবার, মি. বিগলস?' জোকারটি নিজের নাম শুনে লাফিয়ে উঠে অতিরিক্ত মনোযোগের ভঙ্গি নিয়ে জ্যাক্সনের দিকে তাকালো। মধ্যের ছবিটার দিকে হাত তুলে জ্যাক্সন বললেন, 'আপনি কি মি. ইয়ারোর সাথে ওই ছবির মধ্যে জায়গা ভাগ করে নিতে পারবেন ?'

করনেলিয়াস ইয়ারো চমকে গেলেন প্রথমে তারপর আতঙ্কিত হলেন কারণ জোকারটি নিজের ছবি থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লো ওনার ছবিতে। উপস্থিত হলো ইয়ারোর চেয়ারের পেছনে। শুধু তাই নয় চেয়ারটাকে ধরে এতো জোরে ঝাঁকুনী দিলো যে ইয়ারো আর একটু হলে পড়েই যেতেন। ইয়ারো আর্তচিৎকার করে উঠলেন, বিগলস নিজের মাথাটা ওনার বামকাঁধের ওপর দিয়ে সামনের দিকে বের করে আনতেই। পুঁচকে জোকারের মাথাটা এইসময় ওর ডানদিকের কানের মধ্যে র‍্যাম্পবেরীর দানা ছিটিয়ে দিলো।

'প্রফেসর জ্যাক্সন!' ইয়ারো উচ্চমাত্রার কম্পিত কাতরস্বরে ডাক ছাড়লেন এবং তারপরেই অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনাকে বাধ্য করতে চাইছি...এই পাগলটাকে আমার ছবির মধ্যে থেকে এইমুহূর্তে বিদায় করুন!'

গোটা ক্লাস হোহো করে হেসে উঠলো বিগলসের আচরণ দেখে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফুড়ুত করে লাফিয়ে গিয়ে বসলো মি. ইয়ারোর কোলে। দুহাতে সরু গলাটাকে বেড় দিয়ে ধরে। লাঠির ওপরের জোকারের মুণ্ডুটা ওদিকে শুরু করেছে ইয়ারোর নাকে চুমু খাওয়া। 'মি. বিগলস,' জ্যাক্সন চিৎকার করে উঠলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি নিজের ছবির ফ্রেমে ফিরে যান।'

জোকারটিকে দেখে মনে হলো সে এই আদেশে পাত্তা দিতে নারাজ। ইয়ারোর কোল থেকে নেমে লুকালো চেয়ারের আড়ালে। উঁকি মারলো ডানকাঁধের ওপর দিয়ে, আর পুঁচকে জোকার ডানদিক থেকে। ইয়ারো ঘুরে সন্ত্রস্তভাবে জোকারটিকে দেখছিলেন, মনে হচ্ছিল ওটা একটা মাকড়সা যাকে উনি ছুঁতে চান না কিন্তু মেরে ফেলতে চান। জ্যাক্সন এবার তার জাদুদণ্ড বের করলেন–একটা বারো ইঞ্চি লম্বা হিকোরী। তাক করলেন জোকারটার ছবির ফাঁকা ফ্রেমটার দিকে। 'মি. বিগলস আপনি কি চান আমি আপনার ছবির প্রেক্ষাপটটা বদলে দিই? আপনি দ্রুত ওখানে ফিরে যান। নাহলে আমি ওই জায়গাটা জাপানি কাঁটার ঝোপ দিয়ে ভর্তি করে দিই সেটাই কি চান?'

রঙ মাখা জোকারটা ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ইয়ারোর ছবি থেকে বেরিয়ে এসে হেলেদুলে নিজের ফ্রেমে ফিরে গেল।

'একটা খুব সাধারণ নিয়ম,' জ্যাক্সন বললেন, একইসাথে তাকিয়ে দেখলেন জোকারটা ওকে ভেংচি কাটছে। 'এখানে দেখা গেল যে, একমাত্রার ব্যক্তিত্ব অতিসহজে দুমাত্রার ব্যক্তিত্বের আবহাওয়াতে ঢুকতে পারে, কিন্তু উল্টোটা সম্ভব নয়। কোনোসময়ে জীবিত ছিল এমন মানুষ তার নিজের ফ্রেমগুলোর মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু

BanglaBook.org

কল্পনার চরিত্ররা ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে যেতে পারে। আমার মনে হয় তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছো মি. পটার?'

'ইয়েস স্যার,' জেমস জবাবটা দিয়েই আরএকটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো। 'আর একটা বিষয় স্যার কোনোভাবেই কি একটি চরিত্র একই সাথে তার একাধিক ফ্রেমে উপস্থিত হতে পারে?'

জ্যাক্সন একইসাথে হাসলেন এবং ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। 'এই বিষয়টা নিয়ে তোমার জানার আগ্রহের মনে হচ্ছে কোনো সীমা পরিসীমা নেই মি. পটার। আমি বলতেই পারি, যে হ্যাঁ সেটা সম্ভব, যদিও সেই ঘটনা খুবই বিরল। মহান জাদুকরদের অনেক অনেক পোর্ট্রেট বানানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের পারসোনালিটি বিভক্ত করার কৌশল জানতেন। তারা সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে এটা করতে পারেন। আর সেটা তোমাদের চেনা একটি মানুষ প্রায় করেন, আশাকরি অনুমান করতে পারছো তিনি হলেন অ্যালবাস ডাম্বলডোর। এই ঘটনাটি ঘটানো খুবই কঠিন। কারণ অনেক সূক্ষ্ম মাপ এক্ষেত্রে কাজ করে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা উইচ বা উইজার্ডের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। আর কিছু জানার আছে মি. পটার?'

'প্রফেসর জ্যাক্সন স্যার?' একটা অন্যকণ্ঠ এবার শোনা গেল। জেমস মাথা ঘুরিয়ে দেখলো, ফিলিয়া গয়েল হাত তুলেছে।

'ইয়েস মিস গয়েল ?'

'আমার বোঝাটা যদি সঠিক হয় তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে জীবিত চরিত্র যা যা জ্ঞান লাভ করেছিল সবই পোর্ট্রেট এর জ্ঞান সীমায় থাকে, তাই তো?'

'আমারও বিশ্বাস সেটাই মিস গয়েল। পোর্ট্রেট সেই ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাই ফুটিয়ে তোলে যা জীবদ্দশায় আসল মানুষটির ছিল। একটুও বেশি বা কম প্রদর্শিত হয় না।'

'তার মানে কি এটাই যে একটি পোর্ট্রেট আসলে একটি চরিত্রকে আসলে অমর করে দেয়?' ফিলিয়া জানতে চাইলো চিরন্তন কাঠিন্য ভরা ভাবলেশহীন মুখে।

'আমার মনে হচ্ছে মিস গয়েল তুমি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছো যা প্রকাশিত হচ্ছে এবং আসলে জিনিসটা যা এই দুই এর মধ্যে,' ফিলিয়ার দিকে একভাবে চেয়ে থেকে জ্যাক্সন বললেন। 'আর এর ফলেই একজন জাদুকর সাঙ্ঘাতিক রকমের ভুল করে ফেলতে পারে। অনেকটা পরিমাণ ম্যাজিক এবং অনেক পরিমাণে জীবন বাস্তবিকক্ষেত্রে, আমি বলতেই পারি, নির্ভরশীল হয়ে থাকে প্রাথমিক ভাবে বিভ্রমের ওপর। চরম বাস্তব থেকে বিভ্রমকে আলাদা করার ক্ষমতাই হলো টেকনোম্যান্সির ভিত্তিগত সূত্রাবলী। একটা পোর্ট্রেট আসলে কোনো সময়ের জীবিত কোনো এক মানুষের নেহাতই একটা প্রতিচ্ছবি, যাকে তুলনা করা যেতেই পারে তোমার ছায়ার সাথে। যা সব সময়েই তোমার সাথে থাকে কিন্তু সে জীবিত নয়। কোনোভাবেই এই ছবি একদা এই জগত থেকে বিদায় নেওয়া মানুষটার আয়ুকে প্রলম্বিত করে না। সব

BanglaBook.org

রকমের উপস্থিতি সত্ত্বেও একজন উইজার্ডের পোর্ট্রেট আসলে ক্যানভাসের ওপর আঁকা একটা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

জ্যাক্সন কথা শেষ করে মি. বিগলস এর ছবিটার দিকে ঘুরলেন। দ্রুত নিজের জাদুদণ্ডটা বার করে ছবিটার দিকে তাক করলেন, হলদে রঙের একটা তরল পদার্থ ধেয়ে গেল জাদুদণ্ডর মাথা থেকে, ছড়িয়ে পড়লো গোটা ছবিটার ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা ছবিটা ঝাপসা হতে শুরু করলো। থেমে গেল বিগলসের নড়াচড়া। একসময় সব রঙ গলে নিচে নেমে গেল। গোটা ঘরে ছড়িয়ে গেল তারপিন তেলের উগ্র গন্ধ। পুরো ক্লাস নিস্তব্ধ হয়ে রইলো।

প্রফেসর জ্যাক্সন ধীরে ধীরে ডেস্কের কাছে ফিরে এলেন। 'অল্প বয়সে আমি নিজে আর্টিস্ট হওয়ার একটু চেষ্টা করেছিলাম,' জাদুদণ্ডটির প্রান্তদেশটি দেখতে দেখতে বললেন। 'মি. বিগলস, যে মাত্রার বদমাইশ, আমার এই কাজটাও সেই অন্যতম মাত্রার ভালো ছবির একটি। তোমরা যা খুশি কল্পনা করতেই পারো কী ধরনের জীবন পরিস্থিতিতে আমি এরকম একটি ছবি আঁকতে বাধ্য হয়েছিলাম। আসল কারণটা আমি নিজেই ভুলে গিয়েছি। মি. বিগলস এর কথা আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। এখানে আসার আগে জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে ওটাকে খুঁজে পাই। আমার মনে হয়,' উনি ছবিটার দিকে আবার তাকালেন যেটা থেকে এইমুহূর্তে গলে যাওয়া রঙ টপ টপ করে মেঝেতে পড়ছে, 'এটাই ওর পক্ষে সঠিক পরিসমাপ্তি ঘটলো।'

জ্যাক্সন ডেস্কে বসলেন, সামনে সাবধানে রাখলেন জাদুদণ্ডটা। 'এবার বলো দেখি এতক্ষণ আমি যা তোমাদের দেখালাম সেখান থেকে কোন টেকনোম্যান্সি সত্য আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হলো?'

কাউকে নড়তে দেখা গেল না প্রাথমিক ভাবে। তারপর একটি হাত উঠলো আস্তে আস্তে।

জ্যাক্সন মাথা তুলে বললেন, 'মি. মারডক?'

মারডক গলা ঝেড়ে নিয়ে বললো, 'স্যার বুঝলাম যে টেকনোম্যান্সির শিক্ষক হতে চাইলে আর্টিস্ট হওয়ার চেষ্টা করার কোনো দাম নেই।'

'মি. মারডক আমি কিন্তু এই উত্তরটা আশা করিনি। তবে হ্যাঁ স্বীকার করতেই হবে তোমার কথাটা খুব সত্যি। আসলে আমি যে সত্যিটা বোঝাতে চেয়েছি তা হলো, যখন কোনো উইজার্ড কিছু আঁকবেন সেটা পোর্ট্রেট বা যা-ই হোক না কেন, সেটা কেবল মাত্রই ক্যানভাসের ওপর একটা পেইন্টিং মাত্র,' জ্যাক্সন গোটা ক্লাসটার ওপর চোখ বুলিয়ে এসে দৃষ্টি থামালেন জেমসের ওপর । 'আর সেটা নষ্ট বা ধ্বংস করার অধিকারও থাকে শুধু মাত্র সেই আর্টিস্ট এর যে ওটা এঁকেছে। আর অন্য কেউ বা কোনো কিছুর সেই অধিকার নেই। ক্যানভাস জীর্ণ হয়ে যেতে পারে, ফ্রেম নষ্ট হতে পারে, বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পারে কিন্তু পেইন্টিং থেকে যাবে। ওই আঁকা তার বিষয়কে চিরন্তনভাবে সবার সামনে তুলে ধরবে, তা সে যাই করা হোক না কেন ওটার সাথে।

BanglaBook.org

এমন কি একশো টুকরো করে কেটে ফেললেও ওটার বক্তব্য বদলাবে না। একমাত্র স্রষ্টা আর্টিস্ট এই বিশেষ ভাবটাকে নষ্ট করতে পারে। আর যখন এরকম কিছু করা হয় তখনই কেবলমাত্র ওই শিল্পটি চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।'

ক্লাস সমাপ্তির ঘোষনা হওয়ার পর জেমস নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাওয়া থেকে আটকাতে পারল না যখন নষ্ট করে দেওয়া ছবিটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। ক্যানভাসে মাঝখানটায় জোকারটার মুখটা এখন একটা ধূসর কাদার মত রঙ এ পরিণত হয়েছে। ফ্রেমের নিচের অংশে গলে যাওয়া রঙের দলা জমেছে, সাদা আর রক্তলাল রঙের বেশ খানিকটা রঙ চক রাখার ট্রের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে মেঝেতে।

জেমস শিহরিত হলো, তবে এগিয়ে গেল। কোনো উইজার্ড পেইন্টিং এর এরকম শেষ পরিণতি ও আর দেখতে চায় না। পরের ক্লাসে যাওয়ার সময় ও একটা পেইন্টিং পেরিয়ে গেল। যেখানে অনেক উইজার্ড একত্রিত হয়ে একটি বিশাল মাপের গ্লোব পর্যবেক্ষণ করছেন। সহসাই জেমস লক্ষ্য করলো ওর মধ্যে একজন শক্তসমর্থ চেহারার উইজার্ড, কালো গোঁফ চশমার ভেতর দিয়ে ওকে দেখছেন। জেমস থেমে গিয়ে ঝুঁকলো ছবিটার দিকে। উইজার্ডটির দৃষ্টি আরো কঠোর হলো, মনে হলো জেমসের শরীর ভেদ করে ঢুকে পড়ছে।

'আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই,' জেমস শান্তভাবে বললো। 'আমি আঁকতেই জানি না। ওসব জেইন ভালো পারে ।'

ছবির উইজার্ডটি মুখ কুঁচকালেন তবে বিরক্তির সাথে, মনে হলো জেমস আসলে মূল বিষয়টা অনুধাবন করতে পারেনি। অদ্ভুত রকমের একটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে যেদিকে জেমস যাচ্ছিলো সেদিকে ইশারা করলেন। মনে হলো বলতে চাইলেন কেটে পড়ো এখান থেকে, এখানে দেখার মতো কিছু নেই।

জেমস হাঁটতে থাকলো স্পেলের ক্লাস অভিমুখে, মনের মধ্যে ছবির উইজার্ড এর ভাবনাটা নিয়ে। খুব চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু জেমস ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না। প্রফেসর ফ্লিটউইকের ক্লাসে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ওর মনে থেকে মুছে গেল ছবির উইজার্ডের ভাবনা ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির ভাবনা।

***

অবশেষে এসে গেল বহু প্রতীক্ষিত বিতর্ক সভার দিন এবং জেমস অবাক হয়ে গেল দর্শক উপস্থিতির পরিমাণ দেখে। ওর ধারণা ছিল এই সব বিতর্কসভাতে খুব একটা মানুষ আসে না। যে দল অংশগ্রহণ করছে তারা ও তাদের সমর্থক, কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা এবং কিছু অতি মাত্রায় পড়ুয়ার দলের আগ্রহ থাকে এসব ব্যাপারে। শুক্রবার লাঞ্চ এর সময় হতে না হতে বিতর্ক সভা নিয়ে এক দারুণ মাত্রার উত্তেজনা অনুভব করা যাচ্ছিল সমগ্র আবহাওয়ায়। ঠিক যেন কোনো বিশেষ কুইডিচ ম্যাচ হতে

BanglaBook.org

চলেছে। একটাই জিনিস শুধু অনুপস্থিত ছিল এসবের মধ্যে, আর সেটা হলো এক দলের সমর্থকদের অন্য দলের সমর্থক দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ টোন টিটকারীর চালাচালি। এর একটাই কারণ ওই বিশেষ ধরনের ব্যানার আর সাইন দ্বারা বিতর্ক বিষয়ে প্রচার, যা পরিষ্কার ভাবে শিক্ষার্থীদের দুটো দলে ভাগ করে দিয়েছে। যেটা আর কোনো রকম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব নয়। জেমস ভালোই বুঝতে পারছে এর ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রভাব হগওয়ার্টসে পড়বেই। আর ঠিক এই কারণেই ওখানে যাওয়ার একটা তাগিদ অনুভব করছে, একই সাথে একটা কৌতূহলও হচ্ছে। তাছাড়াও, জেইন যদি উপস্থিত দর্শকদের সামনে হ্যারি পটারের পক্ষে বক্তব্য রাখে তাহলে তাকে সমর্থন করার জন্যও ওর ওখানে থাকা দরকার।

ডিনারের পর জেমস টেড সহ অন্য গ্রেমলিন সদস্যদের সাথে রওনা দিল সভার উদ্দেশ্যে, সাথে আর অনেক ছাত্রছাত্রী।

ডিবেটটা হয় অ্যাম্পিথিয়েটারে, যেখানে নাটক এবং কনসার্টের অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। জেমস আগে কোনোদিন অ্যাম্পিথিয়েটারে আসেনি। দুর্গের পূর্বদিকের টাওয়ারের পেছন দিকের পাহাড় কেটে ওটা বানানো হয়েছে। মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই, মুক্ত মঞ্চের দিকে সিঁড়ির ধাপের মতো বসার জায়গা নেমে গিয়েছে। জেমস অন্যদের পেছন পেছন ওপরের দিকের ধাপে বসার জন্য এগিয়ে চললো। দেখতে পেলো মঞ্চ এখনো ফাঁকাই বলা চলে। একেবারে মধ্যে একটি হাইব্যাক চেয়ার রাখা হয়েছে। দুটি বক্তব্য রাখার মঞ্চ এবং দুটি লম্বা টেবিল দুপাশে রাখা। দুটি টেবিলের পেছনেই কয়েকটা করে চেয়ার পাতা আছে। প্রফেসর ফ্লিটউইক একটি ফসফরাস গ্লোবকে তার জাদুদণ্ড দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে রাখছেন। আরো কয়েকটাকেও ভাসমান দেখা যাচ্ছে। যাদের আলো সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ছে মঞ্চের ওপর। অর্কেস্ট্রা বাজানোর জায়গাটাকে বড় কাঠের প্ল্যাটফরম দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আর সেখানে রাখা হয়েছে ছয়টি চেয়ার এবং একটি লাইব্রেরী টেবিল। জেইন আগেই বলে দিয়েছে ওখানে বিচারকরা বসবেন। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে খুব একটা চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে না। যেটুকু হচ্ছে তাও রাত্রীকালীন অরণ্য ও পাহাড় থেকে ভেসে আসা শব্দে ঢেকে যাচ্ছে। টেড, সাব্রিনা ও ড্যামিয়েনের পিছু নিয়ে জেমস পৌঁছে গেল আসনের সারির মাঝখানটায়, যেখানে গ্রেমলিনের অন্য সদস্যরা বসে আছে। নোয়া আগে থেকেই ওখানে ছিল । ওরা আসন খুঁজে বসার সাথে সাথেই হাত নাড়লো জেমসের উদ্দেশ্যে ।

'গ্রেমলিন স্যালুট,' কথাটা উচ্চারণ করে নোয়া সোজা ওদের দিকে তাকিয়ে দুহাত দিয়ে বেশ কিছু অঙ্গভঙ্গি করলো। যার মধ্যে ছিল কপালে হাত ঠেকিয়ে চিরন্তন স্যালুট। কনুই নাচিয়ে খানিকটা মুরগী নৃত্য এবং সবশেষে দুহাতের বুড়ো ও কড়ে আঙুল টানটান করে মাথায় থাকিয়ে গ্রেমলিনের কানের নকল দেখানো।

টেড মাথা ঝুঁকিয়ে এক হাত দিয়ে দিয়ে ওই কানের আকৃতি করে মাথায় ঠেকিয়ে প্রতি সম্ভাষণ করলো।

BanglaBook.org

'ট্রিপল ডবলু এর বন্ধুরা কি এসেছে?'

নোয়া মাথা ঝোঁকালো। 'আমরা বিকেলে একটা ছোট্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ছিলাম নিয়ন্ত্রিতভাবে। যেটা আমাদের চিন্তার থেকেও বেশি ভালো ভাবে কাজ করেছে। এবং,' হাসিসহ জানালো, 'ওরা ওদের কাজটা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই করে দিচ্ছে। জর্জ প্যাকেজের সাথে একটা নোট পাঠিয়ে ছিল, লিখেছে যেমনটা চেয়েছিলাম সেরকম ঘটলো কিনা সেটা যেন আমরা জানিয়ে দিই।'

টেড মজা করে বললো, 'আমরা ওকে যেভাবেই হোক ফুল রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব।'

জেমস টেডকে খোঁচা মেরে জানতে চাইলো, 'ব্যাপারটা কী?'

'জেমস সোনা তোমার কি কোনো ধারণা আছে,' টেড চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বললো, 'প্লউসিবল ডিনাইবিলিটি মানে কি হতে পারে?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

'তোর বন্ধু জেইনকে জিজ্ঞাসা করিস। এটা আবিষ্কার করেছে আমেরিকানরা। একটা কথা আপাতত বলে রাখছি, কিছু কিছু সময় ঘটনা ঘটার আগে তার সম্বন্ধে কিছু জানতে না পারাটাই ভালো।'

জেমস কাঁধ ঝাঁকালো, বুঝতে পারলো কিছু একটা ঘটার খুব কাছেই ও অবস্থান করছে। যেটা কেউ না জানুক বা বুঝুক গ্রেমলিনরা জানে। কাছেই একজন একটা ছোট্ট ওয়্যারলেস যন্ত্রে উইজার্ডিং ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কটা চালু করলো। সামান্য একটা শব্দ বিশাল রুপ নিয়ে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে, যেন প্রচুর মানুষ একসাথে চিৎকার করছে। জেমস শুধু শুনতে পেল একটা কথা "দর্শকে পরিপূর্ণ অ্যাম্পিথিয়েটার"। জেমস তাকালো মুক্ত মঞ্চের কাছে জড় হওয়া মানুষগুলোর দিকে এবং যা ও দেখতে চাইছিল তা-ই দেখতে পেল। একজন লম্বা মানুষ বেগুনী রঙের বোলার হ্যাট পড়ে জাদুদণ্ডের মাথা মুখের কাছে এনে কথা বলছেন। ওনার কথা বলার সাথে সাথেই শব্দগুলো ধোঁয়ার দ্বারা লেখা হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ভাসতে ভাসতে। লোকটার কাছেই একটা ছোট্ট টেবিলে একটা যন্ত্র রাখা আছে যেটা দেখতে পুরোনো দিনের বড় চোঙাওয়ালা রেকর্ড প্লেয়ারের মত। হাওয়ায় উড়তে থাকা শব্দগুলোকে ওই চোঙাটা টেনে নিচ্ছে। জেমস এর আগে কখনো ম্যাজিক্যাল ব্রডকাস্টিং সামনাসামনি হতে দেখেনি। ও শব্দগুলোকে পড়ছিল কাছেই চলতে থাকা ওয়্যারলেসটায় শুনতে পাওয়ার আগেই।

'একই সাথে কৌতূহলজনক এবং ঘটনাবহুল কিছু একটা অপেক্ষা করে আছে আজকের রাতের প্রতিযোগিতায়,' ঘোষক বললেন। 'বর্তমান সময়ে উইজার্ডিং জগতে জাদুমন্ত্রণালয়ের নিয়মকানুন এবং অরোরদের কাজকর্ম নিয়ে যে প্রশ্ন ইতিহাসকে ভিত্তি করে চারদিকে গুঞ্জিত হচ্ছে তার ছোঁয়া আমরা আজকের বিতর্কে দেখতে পাবো। আজ রাতে কারেন্ট উইজার্ডস নিউজ ওয়াচ এর বিশেষ এই সম্প্রচারে আমরা জানতে পারবো দেশের অন্যতম সেরা জাদুশিক্ষন কেন্দ্র এই বিশেষ বিষয়টি

BanglaBook.org

নিয়ে কী ভাবছে। আমি আপনাদের হোস্ট মিরন ম্যাড্রিগ্যাল, আপনাদের কাছে এই সম্প্রচার উপস্থাপন করছি আমাদের স্পসরার উইস্নটস ওয়ান্ড পালিস এবং এঞ্চ্যান্ট এনহ্যান্সার এর তরফ থেকে। মনে রাখবেন ভালো স্পেল সব সময় উইস্নটের জাদুদণ্ড থেকেই প্রবাহিত হয়। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি উদ্বোধনী মন্তব্য শোনার জন্য, তার আগে কিছু জরুরী বিজ্ঞাপন।

ঘোষক তার সহকারীর দিকে ইশারা করলেন। সহকারী চোঙাটাকে আর একটা বড় যন্ত্রের সাথে জুড়ে দিয়ে একটা রেকর্ড ঘোরানো শুরু করলো। উইস্নট ওয়ান্ড পালিস এর একটা বিজ্ঞাপন শোনা গেল এবারে ওয়্যারলেস সেটটাতে। জেমস একটু চিন্তাতেই ছিল গোটা জাদুজগত এই বিতর্কের প্রত্যেকটা শব্দ জানতে বা শুনতে পাবে বলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটাই ঠিক অন্তত রীটা স্কিটারের সাজানো প্রতিবেদনের তুলনায়। ঠিক কী কথা কে বললো সেটা অন্তত সবাই জানতে পারবে। ও চাইছে টাবিথা করসিকা আর ওর দলবলের সন্দেহ আর অর্ধ সত্যগুলো দিয়ে বানানো অ্যাজেন্ডার বিরুদ্ধে জেইন, পেট্রা আর ওদের দল যেন ঠিকঠাক যুক্তিগুলো প্রয়োগ করে।

ওয়্যারলেস সেটে বিজ্ঞাপন শেষ হওয়া মাত্র মঞ্চের বাম দিকে প্রবেশ করলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। শোনা গেল ঘোষকের চাপা উত্তেজনা ভরা কণ্ঠস্বর, 'আজ রাতের এই অনুষ্ঠানকে আর রোমাঞ্চকর করতে মঞ্চে হাজির হয়েছেন আমেরিকান উইজার্ডিং স্কুল আলমা আলেরনের চ্যান্সেলর বেঞ্জামিন আমাদিউস ফ্র্যাঙ্কলিন। আজকের অনুষ্ঠান পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকার অনুরোধ উনি গ্রহণ করেছেন।'

'গুড ইভিনিং, সমস্ত বন্ধু বান্ধব, শিক্ষার্থীগন এবং অতিথিবৃন্দ,' নিজের জাদুদণ্ড সামনে রেখে পরিষ্কার ভরাট গলায় বললেন ফ্র্যাঙ্কলিন। 'সকলকে স্বাগত হগওয়ার্টস এর উদ্বোধনী অল স্কুল ডিবেটে। আমার নাম বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। আমি সম্মানিত বোধ করছি আজকের রাতে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে। বেশি কথা না বাড়িয়ে, টিম এ এবং টিম বিকে মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।'

সামনের সারির আসন থেকে দশজন উঠে দাঁড়ালো। ওখান থেকে পাঁচ পাঁচ জন ভাগ হয়ে চলে গেল মঞ্চের ডান ও বাম দিকে । ওরা দুটি টেবিলের পেছনে দিকে রাখা চেয়ার গুলিতে গিয়ে বসলো. ফ্র্যাঙ্কলিন ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন দর্শকদের সাথে। টিম এ তে আছে জেইন, পেট্রা, জেনিফার টেল্লাস, হাফলপাফ এর অ্যান্ড্রু হুবারট এবং আলমা আলেরনের একটি ছাত্র নাম জেরাল্ড জোন্স। টিম বি তে প্রথম চারজন পঞ্চম থেকে সপ্তম বর্ষের ছাত্রছাত্রী। টাবিথা করসিকা, ওর চেলা টম স্কোয়ালাস এবং অন্য দুজন হিদার ফ্ল্যাক ও নোলান বিচলব্রিক। দলের পঞ্চম জন ওদের তুলনায় বয়সে ছোট, র‍্যালফ। ও চেয়ারে কাঠের পুতুলের মতো বসে একদৃষ্টে ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে চেয়েছিল যেন ওকে হিপ্নোটাইজ করা হয়েছে।

BanglaBook.org

'আজ রাতের বিতর্কে,' নিজের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন বলতে থাকলেন, 'শ্রোতাদের উপস্থিতির হার এবং প্রেস এর বিশেষ সম্প্রচারের ব্যবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি যথেষ্টই ওজনদার এবং সুদূর প্রভাবী। বলা হয়ে থাকে একটি সহমত না হওয়াটাই হলো সেরা অভিব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। একটি সুস্থ সরকার পরিচালনা করার সঠিক জন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হলো বিতর্ক এবং আলোচনা। এর সাহায্যেই আমরা নিজেদের সঠিক ভাবে জানতে পারি, আর আজ রাতে আমরা সেটাই দেখতে চলেছি। আসুন আমরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকে বিরত হব না, তা সে আপন আপন মতামত যা-ই হোক না কেন, এই শপথ নিই। যাতে আজ রাতে যা-ই হোক না কেন এই স্কুল বা এই হলের ঐতিহ্যে কোনো দাগ না লাগে। ফলাফল যা-ই হোক না কেন।' ফ্র্যাঙ্কলিন এইবার ঘুরলেন, দেখলেন দুটো টিমের সদস্যদের। 'এখানেই সেটা ছেড়ে যাবো, এবং পরিণত হব আগের মতোই বন্ধু, সহশিক্ষার্থী এবং সহকর্মী উইচ এবং উইজার্ডে।'

একটা উচ্ছ্বাসধ্বনি শোনা গেল, যেটা জেমসের শুনে মনে হলো জোর করে সাজানো স্বতস্ফূর্ত নয়। ফ্র্যাঙ্কলিন তার পোশাকের ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে দেখে নিলেন।

'ঠিক যেমনটা অনেকেই আশা করেছিলাম,' উনি গম্ভীর কাটাকাটা উচ্চারনে বললেন, 'টিম বি প্রথমে তাদের যুক্তি পেশ করবে। মিস টাবিথা করসিকা, আমার মনে হয় প্রথম বক্তব্য রাখবেন। মিস করসিকা।'

ফ্র্যাঙ্কলিন পিছিয়ে গিয়ে মাঝখানে রাখা হাইব্যাক চেয়ারটায় বসলেন। টাবিথা বামদিকের বক্তব্য রাখার স্থানে গেল, হাতে কিছু নেই। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই উপহার দিলো মনভোলোানো হাসি, বেশ কিছুটা সময় নিয়ে সবাইকে দেখলো। 'উপস্থিত বন্ধু এবং সহপাঠী, শিক্ষক এবং প্রেসের সদস্যগণ, হয়তো বা আমার বক্তব্যর শুরুটা একটু সমালোচনামূলক ভাবেই শুরু হবে শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন এর কথার প্রেক্ষিতে। না করলে যা বোধহয় আজকের বিতর্কের মুল বিষয়টার অন্তর্নিহিত সত্যকে ভুল পথে চালিত করবে।'

দর্শকদের ভেতর থেকে একটা সামগ্রিক ঢোঁক গেলা বা প্রত্যাশামূলক নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ গুঞ্জরিত হলো। টাবিথা এই সময়ে ঘুরে প্রফেসর বেঞ্জামিনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ক্ষমা করবেন।' ফ্র্যাঙ্কলিনকে দেখে সামান্যও বিচলিত মনে হলো না। উনি একটা হাত তুলে একটু ঝুঁকে বক্তব্য চালিয়ে যাও ধরনের ইঙ্গিত করলেন।

'অবশ্যই, ভব্যতা এবং শ্রদ্ধা আজকের এই আলোচনা সভাকে নিয়ন্ত্রণ করবে,' টাবিথা বললো, দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে। 'আর সেই কারণেই, আমরা প্রফেসরের কথার সাথে সহমত হতে পারছি না। কারণ ওনার শেষ বাক্যটির মধ্যে ভুল লুকিয়ে আছে। উনি আমাদের উৎসাহ দিতে মূলত যেটা বললেন, পরিণত হবো

BanglaBook.org

সহ উইচ এবং উইজার্ডে, সেটার অর্থ উনি আমাদের আবার মনে করিয়ে দিলেন সব কিছুর শেষে আমাদের আসল পরিচয় আমরা জাদুকর ও জাদুকরী। এটা কি ঠিক? যদি তা-ই হয় তাহলে আমি বলতে চাই আমরা হলাম স্বেচ্ছাচারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ। সঙ্কীর্ণ মানসিকতার চুড়ান্ত। আমরা কি জাদুদণ্ড এবং মন্ত্রতন্ত্র বাদ দিয়ে আসলে অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ নই, উইচ বা উইজার্ড হওয়ার বদলে? নিজেদেরকে ম্যাজিক এর সাথে চিহ্নিত করে আমরা আসলে মানবতা এবং জাদুবিহীন জগতের সাথে আমাদের যে সমস্ত মিল তাকেই অস্বীকার করছি। আরো খারাপ ব্যাপারটা হলো, এটা করে আমরা আমাদের কমিউনিটির বাইরে যে জগতটা আছে তাদেরকে নিম্নমানের এবং গুরুত্বহীন আখ্যা দিয়ে রেখেছি। না আমি এই ব্যাপারগুলোর জন্য বিশেষ ভাবে প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে আঙুল তুলছি না। এই সমস্ত গোঁড়ামীগুলোর কারণে বর্তমান দিনের জাদুজগতের পদ্ধতি ও আচরণগত দিকটা চিহ্নিত হয়ে পড়েছে ব্রুমস্টিকর সমগোত্র রুপে। আজকের দিনের জাদুজগতে এই বিশ্বাস মনে গেঁথে বসেছে যে মাগলদের অংশটা আমাদের থেকে অনেকাংশে নিম্নমানের। এর কারণ আর কিছুই নয়, এসবই আসলে জাদুমন্ত্রণালয় দ্বারা বানানো রীতিনীতির বিষম এবং দুর্ভাগ্য জনক ফলাফল।

'আমাদের আজকের বক্তব্য এটাই যে আমরা মনে করি এর জন্য দায়ী বর্তমানে যারা জাদু জগত শাসন কাজ পরিচালনা করছেন তাদের কিছু অনুমান। এই অনুমানের তিনটি ধাপ। প্রথম, আমাদের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করার জন্য মাগল দুনিয়া যাতে আমাদের বিষয়ে কিছু জানতে না পারে তার জন্য ল অফ সিক্রেসি চালু রাখা। যেটা হয়তো গত যুগে দরকারি ছিল কিন্তু এখনকার সময়ে এর আর প্রয়োজন নেই। এর ফলে একটা এমন সমাজের সৃষ্টি হচ্ছে যা মাগল এবং জাদুদুনিয়াকে একে অপরের থেকে দূরে ঠেলে রাখছে, পারস্পরিক অনেক রকম সুযোগসুবিধা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে।

'অনুমানের দ্বিতীয় ধাপটি হলো ইতিহাসকে দিয়ে প্রমাণ করা যে মাগল দুনিয়া আর জাদু জগতের মধ্যে কোনো সম্মিলন করার চেষ্টা হলে তার পরিণতি হয় যুদ্ধ। আমরা এ বিষয়ে বলতে চাই যে এই দাবি বা অনুমান আসলে সাজানো একটা ব্যাপার। যার ভিত্তি কিছু একে অপরের সাথে সূত্রবিহীন ঐতিহাসিক ঘটনা। যার বেশির ভাগই দুর্ভাগ্যজনকভাবে অগুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার। শয়তানি শক্তির বলে বলীয়ান দুষ্ট উইজার্ড সমগ্র জগতকে দখল করার চেষ্টা করছে এরকম একটা গল্প চালু করে দুর্বল মানসিকতার মাগলদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। অথচ একই সাথে জাদুজগতের অস্তিত্বকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও চলছে। আমাদের মনে হয় পরস্পর বিরোধ সম্পন্ন এই ভয়ের বাতাবরণ তৈরি আর লুকিয়ে থাকার চেষ্টার পেছনের আসল কারণ হলো নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ ঢেকে রেখে শক্তি ও শাসন বজায় রাখা।

'আর আমাদের পক্ষ থেকে ওনাদের বানিয়ে রাখা তৃতীয় অনুমান বিষয়ে যথেষ্টই সন্দিহান রয়েছি আমরা। বিষয়টি হলো তথাকথিত "ডার্ক" ম্যাজিক। আমাদের

BanglaBook.org

ভাবনা অনুযায়ী ডার্ক ম্যাজিক আসলে একটা বাড়িয়ে বলা কথা। বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় থাকা মানুষদের বিরুদ্ধে কখনো সখনো যে জাদুবিদ্যা বিপদজনক বলে প্রতিভাত হয়েছে তাকেই ওরা শয়তানী বলে ছাপ মেরে দিয়েছেন। একই সাথে তাদের কেউ শয়তান বলে চিহ্নিত করেছেন যারা এর ব্যবহার করেছে। সোজা কথায় এটা অরোর ডিপার্টমেন্টের বানানো একটা গল্প। যেটা ওরা ব্যবহার করেন সেইসব উইচ বা উইজার্ড বা তাদের কোনো দলকে নিশ্চিহ্ন করতে যারাই শাসক দলের বিরুদ্ধাচরণ করে।

'আমরা জোর দিয়েই বলতে চাই এই তিনটি অনুমানই হল মাগল দুনিয়া বিষয় কিছু গোঁড়া ভাবনা পোষন করার। আমাদের লক্ষ্য সমতা ফেরানো। আর কিছুই নয়। আর সেটা কেবল মাত্র মাগলদের জন্য নয়, আমাদের নিজেদের স্বার্থে। ভুলে গেলে চলবে না উইচ বা উইজার্ড কিংবা মাগল বা জাদুজগতের মানুষ হওয়ার আগে কিন্তু আমাদের একটাই পরিচয়...মানুষ।'

কথা শেষ করেই টাবিথা ঘুরে গিয়ে টিম বি এর টেবিলে বসলো। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর, জেমসকে হতবাক করে দিয়ে উচ্ছ্বাসের ধ্বনি শোনা গেল গোটা অ্যাম্পিথিয়েটারে। জেমস মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখলো। নাহ, সবাই উচ্ছ্বসিত নয় মোটেই, তবে প্রায় অর্ধেক দর্শক এর পক্ষে বলেই মনে হচ্ছে।

ওয়্যারলেস থেকে ভেসে এলো ঘোষকের কণ্ঠ, '...উপস্থিত শিক্ষার্থীদের প্রবল উচ্ছ্বাস পূর্ণ সমর্থন নিয়ে স্থৈর্য ও সংবদ্ধতার প্রতিমা মিস করসিকা নিজের আসনে ফিরে গেলেন। এবার টিম এ এর ক্যাপ্টেন মিস পেট্রা মরগ্যানস্টারন এগিয়ে যাচ্ছেন বক্তব্য প্রদান স্থানের দিকে...'

উচ্ছ্বাস কমার সাথে সাথে পেট্রা কিছু নোট কার্ড নিজের বক্তব্য মঞ্চের ওপর রাখলো। তাকালো, হাসি বিহীন মুখে।

'উপস্থিত লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান এবং সহশিক্ষার্থী বৃন্দ, শুভেচ্ছা রইলো,' পেট্রা বললো, ঝরঝরে সুন্দর উচ্চারণে। টিম বি দলের পক্ষ থেকে তিনটি বিষয় তোলা হয়েছে আলোচনার জন্য। ওদের মতে তিনটি নেহাত অনুমান। এই সূত্রে টিম এ জানাতে চায় যে আজ রাতের বিতর্ক সভার জন্য কেবলমাত্র একটি বিষয়কেই বাছা হয়েছে। বাকি অনুমান দুটি এই অনুমানটির ওপর ভিত্তি করে রচিত। ধরে নেওয়া হচ্ছে ইতিহাস স্টাডি বা সায়েন্স কোনো অর্থেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। টিম বি আমাদের এটা বিশ্বাস করাতে চাইছে যে ইতিহাসের ঘটনা বিশ্বাস যোগ্যতার পরিবর্তে আসলে সম্পূর্ণ রুপে বানানো গল্প কথা। যা বানিয়েছে এইজগতকে শাসন করতে থাকা কিছু শক্তিশালী উইচ এবং উইজার্ড। এই শাসনকারী মানুষগুলো নিঃসন্দেহে দারুণভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন কারণ তারা যে ইতিহাস বানিয়েছেন তাকে নিজের চোখে দেখা এরকম অনেক মানুষ এই মুহূর্তে এই জগতে বেঁচে আছেন এবং সেই সব ঘটনা তাদের স্মৃতিপটে আজও অমলিন। তাদের মধ্যে আছেন আমদের মা বাবা দাদা দাদু,

BanglaBook.org

আমাদের শিক্ষকগণ এবং অবশ্যই আমাদের নেতারা। তাদের অনেকেই সেখানে ছিলেন যখন ইতিহাসটা বানানো হচ্ছিল। আর সেই জায়গাটা হলো এই স্কুলের চত্বর। টিম বি এর যুক্তি মানলে, হগওয়ার্টসের মহাযুদ্ধ কখনোই হয়নি অথবা যেটা হয়েছিল সেটার কোনো তাৎপর্য ছিল না। যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা ওদের আর অন্য অনুমান দুটির দিকে নজর দিতে পারি। ওদের মতে ল অফ সিক্রেসীর কোনো দরকার নেই এবং ডার্ক ম্যাজিক ব্যাপারটা অরোরদের বানানো কল্পকাহিনী। সেগুলো তো ইতিহাসের জন্য সংগ্রহ করে রাখা বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখলেই মিথ্যে বলে প্রমানিত হয়ে যাবে। ডার্ক লর্ড বিষয়ে এবং তার ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তমাখা পরিকল্পনার বিভিন্ন তথ্য এবং মাগল দুনিয়া শাসন করার অনৈতিক ইচ্ছের প্রচুর প্রমাণ ওরা এমনিতেই পেয়ে যাবেন। যে কারণে আমরা নিজেদের এনার্জি নষ্ট করতে চাইছি না, ক্ষমা চাইছি টিম বি এর সদস্যদের কাছে।'

এবারেও কিছু সময় নিস্তব্ধ হয়ে রইলো সকলে। সম্ভবত ডার্ক লর্ড এর উল্লেখ এর অন্যতম কারণ। আর তার পরই আগের মতই উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল এলাকাটি। সাথে কিছু সিটির শব্দও শোনা গেল।

'পরিমাণে ছোট কিন্তু ওজনে ভারি উদ্বোধনী জবাব দিলেন মিস মরগ্যান্সার,' শোনা গেল ঘোষক কণ্ঠ। জেমস বেগুনী বোলার হ্যাট পরা লোকটার দিকে তাকালো। পড়তে থাকল ওর জাদুদণ্ড থেকে সৃষ্টি হতে থাকা শব্দগুলোকে। 'বেশ সুন্দর ভাবে গোছানো উত্তর মিস করসিকার তিনতরফা প্রশ্নের। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান বলা যেতেই পারে উত্তরটা ছিল সরাসরি এবং বিশ্বাসে ভরপুর।'

পরের চল্লিশ মিনিটে দুই দলের প্রত্যেক সদস্য তাদের যুক্তি এবং যুক্তির বিপক্ষ পেশ করলো এক এক করে। যা অতি মনোযোগ সহকারে শুনলেন প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন। শ্রোতাদের বারণ করা হচ্ছিল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। একটি দলের সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের জবাব দিতে অপরপক্ষ পিছু হঠতে রাজি নয়। অ্যাম্পিথিয়েটারে রাত ঘনিয়েছে, দিগন্ত রেখায় এক ফালি চাঁদ ঝুলে আছে। মন্ত্রপূত লণ্ঠনগুলো জ্বলে উঠেছে দিকে দিকে। আসনের এলাকাগুলো যদিও ছায়ায় ঢাকা। মূল মঞ্চে অবশ্য একেবারে দ্বিপ্রাহরিক আলোর বন্যা। প্রফেসর ফ্লিটউইকের ভাসিয়ে রাখা ফসফরাস গোলকগুলি তাদের কাজ করে চলেছে। জেইন মুখোমুখী হলো হিদার ফ্ল্যাক এর। বিতর্কের বিষয় এটাই ধরে নেওয়া হয় যে নথিবদ্ধ ইতিহাস সব সময় জয়ীদের দ্বারা সাজিয়ে লেখা হয়।

'সবার আগে আমি জানিয়ে দিতে চাই আমি আমেরিকা থেকে এখানে এসেছি। তুমিও সেটা জানো বোধ হয়,' জেইন হিদার ফ্ল্যাককে উদ্দেশ্য করে বললো। 'যদি তোমার তোলা অভিযোগ সত্যি বলে মেনে নিই, তাহলে তো এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে আমরা এমন অনেক কিছু ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি যা জানাটা অসম্ভব বলাই শ্রেয়। উদাহরণ স্বরুপ বলতে পারি, নেটিভ আমেরিকানদের ওপর

BanglaBook.org

আমাদের অত্যাচারের কথা বা সালেম উইচহান্টের কথা বা একসময়কার ক্রীতদাস প্রথার কথা। জয়ীরাই ইতিহাস সাজিয়ে লেখেন এ কথা মেনে নিতে হয় তাহলে আমি কী করে জানতে পারলাম থমাস জেফারসন নিজেই একসময় ক্রীতদাস পুষতেন?'

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এই কথাগুলো শুনে সামান্য হাসলেন, তারপর স্বীকৃতির চিহ্ন রূপে সামান্য ঝুঁকলেন। টিম এ এর সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়লো।

অবশেষে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় দুই অধিনায়ক পুনরায় মঞ্চে উপস্থিত হলো চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ করার জন্য। টাবিথা করসিকাই আবার প্রথম সুযোগ পেল মতামত প্রকাশের।

'আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' পেট্রার দিকে তাকিয়ে বললো টাবিথা, 'এই জন্য যে আমার বিপক্ষ দল এই বিতর্কের আলোচনাটা একটি বিশেষ বিষয়েই স্থিত রেখেছেন। আর তা হলো বর্তমানের ইতিহাসকাররা কোনো এক গল্পকথার দানবিক শত্রুকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। আর পরিষ্কার করে বললে ওনারা একজন ডার্ক লর্ডের, হ্যাঁ এই নামেই ওরা ওকে ডাকতে ভালোবাসেন, চরিত্র তুলে ধরেছেন সকলের সামনে। যদি মিস মরগ্যানস্টারন আজ রাতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় নামতেন আমি অতি সহজেই জিতে যেতাম। কিন্তু ওনার মতে একটি বিষয়ের সাথেই বাকি দুটি বিষয় জড়িয়ে আছে। তাহলে আসুন আমরা লর্ড টম রিডলকে নিয়েই আলোচনা আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাই।'

ভোল্ডেমর্টের নামটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে দর্শকদের ভেতর থেকে একটা চমকে যাওয়ার শব্দগুঞ্জন শোনা গেল। জেমসের মনে ভলডেমরটে টাবিথা নিজেও কিছুটা সন্ত্রস্ত টম রিডল নামক বিষয়টিকে সামনে এনে। এমনকি জেমস নিজেও এটা নিয়ে সংশয়ের দোলাচলে। লাফাতে থাকা হৃদপিণ্ড নিয়ে জেমস সামনের দিকে ঝুঁকে বসলো।

'ডার্ক লর্ড, অরোর ডিপার্টমেন্ট টম রিডলকে এই নামে ডাকতেই পছন্দ করেন,' টাবিথা বেশ থমথমে স্বরেই কথাগুলো বললো। 'নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী উইজার্ড ছিলেন এবং ভুল পথে পরিচালিত মানুষ। একটু বেশি অহংকারী ছিলেন বোধহয়। কিন্তু আমরা সঠিকভাবে তার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি বিষয়ে কী বা কতটুকু জানি? মিস মরগ্যানস্টারন আপনাদের বললেন উনি ছিলেন একজন শয়তান। উনি ছিলেন এক জন ডার্ক উইজার্ড, যার লোভ ছিল শুধু ক্ষমতা আর হত্যায়। কিন্তু বাস্তবে কি এরকম কোনো মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে? হ্যাঁ থাকতে পারে, তবে সেটা কমিক্স বইরের পাতায়। আর সেই সব মানুষের মনের কল্পনায় যারা আতঙ্কের জাল বোনেন। কিন্তু বাস্তবে কোনো একটি মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে শয়তান হতে পারে কি? না, আমার মত অনুসারে টম রিডল হয়তো বা ভুল পথে হাঁটা মানুষ ছিলেন। কিন্তু একই সাথে একজন উইজার্ড ছিলেন যিনি চেয়েছিলেন মাগল আর জাদু জগতের সমতা। আর সেটাই ছিল জাদু জগত শাসন কারী কট্টরপন্থীদের কাছে একটা চিন্তার বিষয়।

এর ফলেই এক কাউন্টার পরিকল্পনার জন্ম দেওয়া হয়। যেখানে অর্ধ সত্য আর চরম মিথ্যাকে একত্র করে রিডলের পরিকল্পনাকে তছনছ করার কাজ শুরু হয়। ওনার সমর্থকদের শয়তানের অনুচর ডেথ ইটারস নামে অভিহিত করে মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া। এসব সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও রিডল এর অনুচররা মানুষের মন জয় করে জাদু মন্ত্রণালয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। আর তারপরই এক জঘন্য রক্ত মাখা "ক্যু" এর আয়োজন করে প্রাচীন পন্থীর দল টম রিডল আর তার অনুচরদের শেষ করে দেওয়ার জন্য। টম রিডলকে হত্যা করা হয় যতটা নৃশংস ভাবে সম্ভব।'

টাবিথার বক্তব্য চলাকালীন সময়ে দর্শকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়। সেটা একসময় চিৎকারে বদলে যায়। যার মূল কথা "ওকে বলতে দেওয়া হোক!" বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র একটা দারুণ উচ্ছ্বাস উদ্দাম বন্য উল্লাস ধ্বনিত হয় অ্যাম্পিথিয়েটার জুড়ে, যেটা জেমসকে বেশ ভয় ধরিয়ে দেয়। ও এদিক ওদিক দেখতে থাকে। দেখে অনেক শিক্ষার্থী উঠে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে দুহাত নিয়ে গিয়ে সজোরে চিৎকার করে চলেছে। অনেকেই নিজের আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ছুঁড়ছে। জেমস বুঝতে পারছিল না এই চিৎকারে কে টাবিথার পক্ষে বলছে আর কে বিপক্ষে।

চিৎকার চেঁচামেচির এই উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তে জেমস লক্ষ্য করলো টেড লুপিন আর নোয়া মেটজকার কিছু একটা নাড়াচাড়া করছে। সহসাই একটা চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক দেখা গেল ওদের মাঝে। নোয়া আর টেডকে দেখাল শিল্যুয়েটের মতো। আলোটা ওপর দিকে উঠে গেল। পুরো অ্যাম্পিথিয়েটার আলোকিত হয়ে উঠলো আলোতে। একশো ফুট দূরে থাকা আলোর গোলকটায় বিস্ফোরণ হলো। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর কণা ছিটকে গেল চারদিকে। দর্শকেরা শিহরিত হলো, থমকে গেল, চমকে উঠলো। সবার চোখ অপরের দিকে। ছোট আলোগুলো ঘুরতে ঘুরতে একটা অবয়ব বানাতে শুরু করলো। একটা ভয়ের শব্দ বেরিয়ে এলো প্রায় সকলের মুখ থেকেই, যখন দেখা গেল আলোগুলো পরিণত হলো সেই শয়তানি চিহ্নে। একটা নরকরোটী খুলি যার মুখ থেকে বেরিয়ে আছে সাপের মাথা। আর প্রায় সাথে সাথেই একটা বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎশিখা চিহ্নর আবির্ভাব হল। আছড়ে পড়লো করোটিটার ওপর। যার ফলে দাঁতের চাপে কেটে গেল সাপটার মাথা। ওটার চোখ গেল বন্ধ হয়ে। করোটিটাও ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। অদৃশ্য হলো বিদ্যুত শিখা আর করোটিটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কিছু লেখা–

আপনি হাসতে কি চান আপনার নিজের করোটিটা দেখে
তাহলে আসুন উইজলি উইজার্ড হুইজেসে সব কাজ ফেলে রেখে
ডায়াগন অ্যালি আর হগসমীডে আমাদের অবস্থান
বিশেষ অর্ডার দিয়ে বাড়িতে বসেই পেয়ে যান!

আলোকোজ্জ্বল লেখাগুলোর দিকে চেয়ে বেশ খানিকটা সময় অ্যাম্পিথিয়েটারের দর্শকেরা বাক্যহীন থেকে গেল। একসময় লেখাগুলো ভেঙে গিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে

BanglaBook.org

ঝরে পড়লো চারদিকে। কোথাও থেকে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল এবারে।

'ব্যাপারটা তাহলে এরকম,' প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন উঠে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। 'হুম, আমি স্বীকার করছি, এটা ছিল একটা চমকে দেওয়ার মতোই ব্যাপার। আর সেটাও একেবারে দারুণ একটা সময়ে ভাবনাকে অন্যপথে চালিয়ে দেওয়ার জন্য।' কিছু অস্বস্তিকর হাসির আওয়াজ শোনা গেল। আস্তে আস্তে আবার যে যার আসনে বসে পড়লো। জেমস ঘুরে তাকালো নোয়া আর টেডের দিকে। যারা এখনো চোখ পিটপিট করছে। অনেকটাই হতভম্ব এবং প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে উইজলি ব্রাদারস এর বিশেষ আতসবাজির কল্যাণে।

টেড বিড়বিড় করে বললো, 'ব্যাটা উইজলি এটা দিয়ে একটা নিজের ভালো প্রচার করে নিলো।'

নোয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'এবার বুঝলাম কেন এটা ফ্রীতে দিয়েছে।'

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান,' ফ্র্যাঙ্কলিন বলা শুরু করলেন, 'এই ব্যাপারটা আমি জানি অনেকেরই বেশ পছন্দের কিন্তু তার জন্য আমরা আমাদের নিজেদের কাজ থেকে সরে যেতে পারি না। মিস করসিকা এমন কিছু অভিযোগ তুলেছেন যা আমাদের অনেকের পক্ষেই শোনা ও মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। যদিও এটা একটা বিতর্ক সভা, আর আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানে আমরা কখনোই,' উনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'কোনো বিতর্ক থামিয়ে দিই না এই যুক্তিতে যে আলোচিত কথাগুলো আমাদের পছন্দ হচ্ছে না। আমি আশা করছি আমরা এই আলোচনা সভা সম্মানের সাথেই শেষ করবো। তা না করতে পারলে আমার মনে হয় মাননীয়া হেডমিস্ট্রেস আমার সাথে একমত হবেন চূড়ান্ত বক্তব্য পেশকে বন্ধ করে দেওয়াই একমাত্র পথ। মিস মরগ্যানস্টারন আমার মনে হয় তুমি জবাব দিতে প্রস্তুত।'

ফ্র্যাঙ্কলিন গিয়ে নিজের আসনে বসলেন। জেমস বুঝতে পারছে ওর ভেতরে দারুণ একটা রাগের ছটফটানি হচ্ছে। পেট্রা বক্তব্য মঞ্চে অনেকটা সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। চোখ নিচের দিকে। যখন তুললো, সেখানে আত্মবিশ্বাসের অভাব।

'আমি স্বীকার করছি মিস করসিকার কথাগুলোর জবাব আমি কোনখান থেকে দিতে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। উনি যা বলেছেন তা এক অবিশ্বাস্য বিষয়। ডার্ক লর্ড আসলে শয়তান নন কারণ এটা ক্ষমতায় থাকা মানুষরা ওকে জোর করে উপাধি দিয়েছেন। উনি সেইসব না বলা শক্তি ব্যবহার করেছিলেন ক্ষমতা আহরণ এবং পরিচালনা করার করার জন্য। উনি পরিচিত ছিলেন সেই তিনটি অবিস্মরণীয় অভিশাপের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য। শুধু তাই নয় সেগুলো উনি ওনার অনুচরদেরও ব্যবহার করার সুযোগ দিতেন। লর্ড ভোল্ডেমর্ট কখনোই মাগলদের সাথে সমতা আনয়নে আগ্রহী ছিলেন না বরং...বরং...' পেট্রা থেমে গেল। জেমস নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো ও পেট্রার অবস্থাটা অনুভব করতে পারছিল। কত রকমের মিথ্যে আছে আগের বক্তব্যে যার বিষয়ে বলতে হবে। এর একটা ফস্কে গেলে সেটাই সত্য বলে মেনে নিতে হবে।

BanglaBook.org

'মিস মরগ্যানস্টারন,' টাবিথা ক্রূরভাবে বলে উঠলো, 'আপনি যা বলছেন সে বিষয়ে আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে নাকি আগে যা বলে গেছেন সেসবই নতুন করে বলতে চলেছেন?'

পেট্রা টাবিথার দিকে তাকালো, মুখ ফ্যাকাশে এবং রাগের অভিব্যক্তিতে পূর্ণ। ঝট করে উত্তর দিল, 'এর একমাত্র ভিত্তি নথিবদ্ধ ইতিহাস এবং যারা সেই সময় তাকে নিজের চোখে দেখেছেন তাদের বলা অভিজ্ঞতা। এটা আপনার ওপরেও বর্তায়। আমি চাইছি আপনি লর্ড ভোল্ডেমর্ট বিষয়ে যে দাবিগুলো করছেন যা সম্পূর্ণ আলাদা নথির সাপেক্ষে সেগুলোর প্রমাণ দাখিল করুন।'

'যেহেতু আপনি বলেছেন,' টাবিথা ধীরে ধীরে বললো, 'আমি নিশ্চিত এখানে এমন অনেকেই আছেন যারা সেদিন ব্যাটল অফ হগওয়ার্টস স্বচক্ষে দেখেছেন। আমরা বিষয়টার ফয়সালা এখনই করে ফেলতে পারি। অবশ্য যদি আমরা চাই। সেই সব মানুষদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে। যদিও এটা কোনো কোর্টরুম নয়, তাই আমি সাধারণ ভাবেই প্রশ্নটা করছি–শ্রোতাদের মধ্যে এমন কেউ হাজির আছেন কি যিনি ওই দিন যুদ্ধের সময় হাজির ছিলেন? থাকলে তিনি কি এটা অস্বীকার করতে পারবেন যে লর্ড টম রিডল সেদিন এক ফোঁটাও রক্তপাত করতে চাননি? কেউ অস্বীকার করতে পারবেন যে উনি সেদিন চেয়েছিলেন বিপক্ষ দলের নেতা ওর সাথে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলুন যাতে বিনা রক্তক্ষয়ে সব মিটিয়ে নেওয়া যায়?'

টাবিথা শ্রোতা দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকলো। নিষিদ্ধ অরণ্যের গাছের শব্দ, হাওয়ার শব্দ আর ঝিঁঝিঁ পোকাদের ডাক ছাড়া সমগ্র স্থানটিতে বিরাজ করছিল চরম নীরবতা।

'না, কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবেন না কারণ এটাই যে সত্যি,' নিজেই উত্তর দিলো অতি বিনয়ের সাথে। 'অনেকে মারা গিয়েছিল এটা সত্যি। কিন্তু এটাও সত্যি যে লর্ড টম রিডলের ভাবনার চেয়ে বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল সেদিন। আর এর কারণ একটাই যারা তার বিরোধিতা করেছিল তারা চায়নি ওই মানুষটাকে অন্যেরা রক্ত পিপাসু পাগল ছাড়া আর কোনো ভাবে চিনুক।'

পেট্রা ইতিমধ্যে নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়েছে অনেকটাই। এবার কণ্ঠস্বর অনেক পরিষ্কার এবং জোরালো, 'একজন শান্তিকামী মানুষের এটা কী ধরনের আচরণ জানতে পারি কি? এক সদ্যোজাত শিশুর মা বাবাকে হত্যা করে এই সদ্যোজাতকেও হত্যা করার চেষ্টা করা?'

বিন্দুমাত্র না থমকে টাবিথা উত্তর দিলো, 'ও আপনি তাহলে এবার হ্যারি পটারের কথা বলছেন? যে মানুষটা ভবিষ্যতে, বেশ চমকপ্রদ বলা যেতে পারে, হতে চলেছেন হেড অফ দ্যা অরোর ডিপার্টমেন্ট?'

'তাহলে এটা যে সত্যি সেটা আপনি অস্বীকার করছেন?'

'আমি কিছুই অস্বীকার করিনি। আমি শুধু প্রশ্ন আর চ্যালেঞ্জ করেছি। আমি মনে করি সত্যি হলো আমরা যা বিশ্বাস করি তার থেকেও জটিল একটা জিনিস। আমি

BanglaBook.org

বলতে চাই যে ওই ঠাণ্ডা মাথার খুনের গল্প এবং শিশুর ওপর আক্রমনের কাহিনী প্রমাণিত কোনো সত্যি নয়। আসলে ওটা বানানো গল্প যা চলে আসছে গত কুড়ি বছর ধরে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে শাসন ক্ষমতা চালানোর কাজে।'

'এই সাহসটা হয় কী করে আপনার?' জেমস নিজের বলা কথা নিজেই শুনতে পেল, যেটা ওর ভাবনার সাথে সাথেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আঙুল তুলে ধরেছে টাবিথার দিকে। 'আমার বাবাকে মিথ্যেবাদী বলার এতো সাহস কী করে হয় আপনার? টম রিডল নামক রাক্ষসটা হ্যারি পটারের বাবা মাকে হত্যা করেছিল! আমার দাদা দাদু মারা যান ওই শয়তানের কারণে। আর আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে অবলীলায় বলে দিচ্ছেন ওগুলো সব বানানো গল্প! এ সাহস আসছে কী করে?' জেমসের গলার আওয়াজ খসখসে হয়ে গেল।

'আমি সরি জেমস,' টাবিথা উত্তর দিল। মুখে একটা সহমর্মীতার ছাপ। 'আমি জানি তুমি ওইগুলো সত্যি বলেই বিশ্বাস করো।'

প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। কিন্তু কিছু বলার আগেই জেমস চেঁচিয়ে বললো, 'আমার ড্যাড আপনার গ্রেট হিরোকে হত্যা করেছিল!' রাগে জ্বল জ্বল করছিল জেমসের চোখ। 'ওই দানব আমার ড্যাডকে হত্যা করার দু দুবার চেষ্টা করেছিল। দুবার কারণ দ্বিতীয়বার আমার ড্যাড নিজেই ওর কাছে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিল। আপনার ওই তথাকথিত রক্ষাকর্তা আসলে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে আমার ড্যাড ভালোর জন্য পরাজিত করতে পেরেছিল।'

'তোমার বাবা,' টাবিথা এবার গলা তুলে কঠোর স্বরে বললো, 'একজন মাঝারী মানের উইজার্ড যার সহযোগিতায় ছিল পি আর ডিপারটমেন্ট। যদি তোমার বাবার চারপাশে দারুণ সব জাদুকররা না থাকতেন আজ ওই নামটা কেউ জানতেই পারতো না।'

এই কথা বলা মাত্রই দর্শকদের ভেতর থেকে একটা ক্রোধের চিৎকার ধ্বনিত হলো, চিৎকারে গমগম করে উঠলো সারা এলাকাটি। মঞ্চের ওপর হঠাৎ একটা খটর মটর আওয়াজ শোনা গেল। জেমস তাকিয়ে দেখলো র‍্যালফ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, যে এখনো পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি, নিজের চেয়ারটাকে সজোরে ঠেলে দিয়ে। টাবিথা ঘুরে ওর দিকে তাকালো, র‍্যালফও তাকালো টাবিথার দিকে এক মুহূর্তের জন্য। *বসে পড়ো*, বললো টাবিথা, চোখ পাকিয়ে। র‍্যালফ একই ভাবে আগুন ঝড়ানো দৃষ্টিতে টাবিথাকে দেখে মঞ্চ ছেড়ে নেমে গেল। এতো রাগের মধ্যেও এটা দেখে জেমসের মনে অনেকটা আনন্দ এবং স্বস্তি ফিরে এলো।

বিতর্ক সভাটিকে থামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকলো না। অ্যাম্পিথিয়েটারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মঞ্চে উঠে গেলেন হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল স্বয়ং এবং প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন। দুজনেই নিজ নিজ জাদুদণ্ড থেকে লাল আলোর বিচ্ছুরন ঘটালেন। সাথে সাথেই এটাও ঘোষণা করলেন যত দ্রুত সম্ভব

BanglaBook.org

শিক্ষার্থীরা যেন নিজের নিজের হাউজের কমন রুমে ফিরে যায়। এই মুহূর্তে ওনার মুখ ফ্যাকাসে এবং কঠোরভাবে পূর্ণ। বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলতে বলতে উপস্থিত জনতা ফিরে চললো সেইদিকে যেদিক দিয়ে দুর্গে ফেরা যাবে। জেমস দেখতে পেল র‍্যালফ এদিকেই আসছে, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো যতক্ষণ না ওই বিশালদেহী ছেলেটি এসে পৌছায়।

কাছে এসে র‍্যালফ জেমসকে নিচুস্বরে মাথা নামিয়ে বললো, 'আমার এর চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। আমি ক্ষমা চাইছি টাবিথার বলা ওই সব অর্থহীন ভয়ঙ্কর কথাগুলোর জন্য। চাইলে তুই আমাকে ঘৃণা করতেই পারিস, কিন্তু আমার পক্ষে ওই প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর মতো হতচ্ছাড়া ব্যাপারটাকে আর একদমই সহ্য করা সম্ভব না। আমি ওটার ব্যাপারে সত্যিই এতোকিছু জানতাম না, যে এরা কোনোমাত্রায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারে...এতো সাঙ্ঘাতিক রকমের রাজনীতি।'

জেমস হাসিটা আটকাতে পারলো না। 'আরে ব্যাটা পাহাড়। নারে র‍্যালফ তোকে আমি ঘৃণা করি না। আমারই উচিত তোর কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

'ঠিক আছে ক্ষমাটা পরে চাইলেও হবে, অসুবিধা নেই তো?' র‍্যালফ বললো, মূল ধনুকাকৃতি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। 'এই মুহূর্তে আমি এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। টাবিথা আমার দিকে নজর রেখেছে আমি স্টেজ ছেড়ে চলে আসার পর থেকেই। ওদিকে জেইন বললো আমাকে তোদের কমনরুমে যেতে। টেড এর আমন্ত্রণ। টিম বি এর একজন সদস্যকে জয় করতে পারার খুশিতে হুল্লোড় হবে।'

'এটা তোকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বোধহয়?' জেমস জানতে চাইলো।

'না একদমই না,' র‍্যালফ কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলো, 'বরং এটা অনেক বেশি লোভনীয় আমার কাছে। কারণ গ্রিফিন্ডর এর স্ন্যাক্সগুলো আমাদের হাউজের থেকে ভালোই হয়।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশম অধ্যায়
ছুটির দিনে গ্রিমল্ড প্লেসে

পরের সোমবার জেমস, জেইন আর র‍্যালফ ম্যাকগোনাগল এর অ্যাডভান্সড ট্রান্সফিগারেশনের ক্লাস শেষ হওয়ার পর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। যতক্ষণ না শেষ শিক্ষার্থীটি বের হয়ে আসে। হেডমিস্ট্রেস গুছিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের সাজ সরঞ্জাম।

'কাম ইন, কাম ইন,' উনি বললেন ওদেরকে উদ্দেশ্য করেই অথচ তাকাননি একবারও। 'ওরকম শকুনের মত উঁকিঝুঁকি মারার কোনো দরকার নেই। বলো আমি তোমাদের জন্য কী করতে পারি?'

'ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস,' জেমস শুরু করলো কথা বলা 'আমরা ওই ডিবেট নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

'সেটা কি এক্ষুনি?' জেমসের দিকে একঝলক তাকিয়ে উনি বললেন, তারপর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। 'কেন বলতে চাও সেটা নিয়ে ভাবতে আমি চাইছি না। তবে এটা বলতে পারি যত তাড়াতাড়ি ওই বিষয়টা ভুলে যেতে পারবে ততই ভালো।'

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকা হেড মিস্ট্রেসকে দ্রুত অনুসরণ করতে করতে জেমস বললো, 'কিন্তু কেউই ওটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে না ম্যাডাম। এটা নিয়েই গত উইকেন্ডটা সরগরম ছিল সব জায়গা। যারা শুনছে তারা প্রায় সকলেই এটা নিয়ে বেশ ভাবনা চিন্তা করে চলেছে। গতকাল তো একটা মারামারি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল যখন মাস্ট্রাম জুয়েল শুনতে পায় রেভিস ম্যাকমিলান, টাবিথা করসিকাকে মিথ্যের উপাসিকা বলে ডাকে। প্রফেসর লঙবটম ওখানে না থাকলে মাস্ট্রাম বোধ হয় রেভিসকে খুন করে ফেলতো।'

'মি. পটার এটা একটা স্কুল। আর একটা স্কুল হলো খুব সোজা কথায় অল্পবয়সীদের বিচরণ ক্ষেত্র। অল্পবয়সীদের মধ্যে অতি সামান্য কারণেই কথা কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ হয়। আর এই জন্যই এবং আর অনেক কারণের জন্য হগওয়ার্টস মি. ফিলচকে রেখেছে।'

'এটা সাধারণ কথা কাটাকাটি নয়, ম্যাডাম, 'র‍্যালফ বললো, করিডোর ধরে হেডমিস্ট্রেসের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে 'ওরা পাগলের মতো আচরণ করছিল। আমি কী বলতে চাইছি আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না!'

'তারজন্যই তো, যেমনটা মি. পটার বললেন, ভাগ্যক্রমে ওখানে প্রফেসর লংবটম ছিলেন। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না এতে তোমাদের সমস্যাটা কী হচ্ছে।'

জেইন প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলো ম্যাকগোনাগলের সাথে তাল মেলানোর জন্য। বললো, 'মানে ব্যাপারটা হলো এই যে ম্যাম, আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনি কেন এই ব্যাপারটাকে এত সহজে পাশ কাটাতে চাইছেন? মানে বলতে চাইছি যে আপনি তো সেদিন ওখানে ছিলেন যখন যুদ্ধটা হয়েছিল। আপনি ভালো করেই জানেন ভোল্ডেমর্ট কী রকম ধরনের ব্যক্তি ছিলেন। আপনি দয়া করে সেই কথাগুলো সবাইকে বলুন আর টাবিথার মুখটা বন্ধ করে দিন ।'

ম্যাকগোনাগল ঝট করে থামলেন, ওরা প্রায় হোঁচট খাবার মতো করে ওনার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। 'মানে, আমি কি জানতে পারি, তোমরা তিনজন ঠিক কী

BanglaBook.org

চাইছো যেটা আমি করি?' উনি বললেন, গলার স্বর নামিয়ে, ওদের তিনজনকে এক এক করে দেখে। 'ডার্ক লর্ড আর তার অনুগামীদের বিষয়ে সত্যটা গত তিরিশ বছর ধরে একটা অতি জানা বিষয়। সেই দিন থেকে, যেদিন ও মি. পটারের দাদা দাদুকে হত্যা করে। তোমরা কি মনে কর আমি আর একবার ওই কথাগুলো সবার সামনে বললেই ওই হতচ্ছাড়া উঠতি বিপ্লবীদের মিথ্যে প্রচারগুলো সব থেমে যাবে? সব থেমে যাবে, কেবলমাত্র এই স্কুল চত্বরে নয়, গোটা জাদু দুনিয়ায়? কি মনে হয়?' ওনার চোখের মনি দুটো হীরের মতো জ্বলজ্বল করছিল। জেমস ভালোই বুঝতে পারলো তাদের তিনজনার তুলনায় উনিও মোটেই খুব কম একটা চিন্তাতে নেই এই ডিবেটের ঘটনাটা নিয়ে। 'আর ধরো আমি মিস করসিকাকে ডেকে পাঠালাম অফিস ঘরে এবং কিছুটা বকাঝকা করলাম এই সব মিথ্যেগুলো প্রচার করা নিয়ে। তাতেই কি প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট সব বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? খুব বেশি দেরী লাগবে বলে কি মনে হয় তোমাদের সেইদিনটা দেখার জন্য, যেদিন ডেইলি প্রফেটে একটা আর্টিকেল বের হবে যার বিষয় হবে–হগওয়ার্টস এর পরিচালনা কমিটি অরোর ডিপার্টমেন্ট এর সাথে হাত মিলিয়ে রুদ্ধ করেছে "স্কুল চত্বরে যে কোনো রকম মুক্ত চিন্তার আদান প্রদান"?'

জেমস স্তম্ভিত হলো। ও বুঝতে পারলো হেডমিস্ট্রেস কোনো বিশেষ কারণে টাবিথা করসিকাকে কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিচ্ছেন এই নাটকটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ওর কেন জানি না মনে হচ্ছে এই ঘটনাটা আরো খানিকটা জলঘোলা না করা পর্যন্ত ম্যাকগোনাগল কিছু করার সুযোগ পাবেন না।

জেমস জানতে চাইলো, 'তাহলে আমাদের কী করনীয় ম্যা'ম?'

ম্যাকগোনাগল ভ্রু উঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাদের? প্রিয় জেমস আমি স্বীকার করছি তুমি আমায় একইসাথে অবাক করেছ এবং প্রভাবিতও। তোমরা যা-ই বিশ্বাস করো না কেন জাদু দুনিয়ার ভবিষ্যৎ তোমার এবং তোমার দুই বন্ধুর ওপর চাপানো নেই।' জেমসের মুখে লক্ষ্য করে উনি সেই দুর্লভ হাসিটা হাসলেন। উনি একটু ঝুঁকলেন কিছু কথা বলার জন্য ওদের তিনজনকে যেটা আর কেউ শুনুক উনি চান না। 'ডার্ক লর্ড এর স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনাটা আমাদের মতো মানুষের কাছে খুব একটা চাপের ব্যাপার নয়। কারণ আমরা ওই সময়টাকে নিজের চোখে দেখেছি। এটা একটা সাময়িক ঝড় যা কিছু মানুষের মনকে আন্দোলিত করবে। যা বেশ বিরক্তিকর। কিন্তু এটা বেশি দিন থাকবে না। আর এই সময়টায় তোমরা তিনজন যেটা করতে পারো সেটা হলো, ঠিকঠাক ক্লাস অ্যাটেন্ড করা। হোম ওয়ার্ক করা, এবং মানসিক স্তরে নিজেদের আর শক্তিশালী ও সচেতন করে তোলা। আর কেউ যদি তোমাদের আশেপাশে এটা বলার চেষ্টা করে যে টম রিডল আসলে হ্যারি পটারের চেয়েও ভালো মানুষ ছিলেন তাহলে তোমাদের জন্য আমার অনুমতি দেওয়া থাকলো–অনুমতি কেন নির্দেশ দেওয়া থাকলো–তাকে ট্রান্সফিগার করে দিতে পারো কুমড়োর জুস কিম্বা

BanglaBook.org

কুলকুচি করা জলে।' উনি কথাটা বলে তিনজনের দিকে এক এক করে সিরিয়াস ভাবে তাকালেন। 'আর কেউ জানতে চাইলে বলবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের এটা প্র্যাক্টিস করার জন্য বলেছি, মাথায় ঢুকলো?'

জেইন আর র‍্যালফ একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। জেমস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। ম্যাকগোনাগল সামান্য ঝুঁকলেন পুনরায়। তারপর সোজা হলেন এবং টকাটক পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নিজের পথে। গোটা পাঁচেক পদক্ষেপ ফেলেই ঘুরলেন।

'ওহ হ্যাঁ, আর একটা কথা?'

জেইন বললো, 'বলুন ম্যাম?'

'কুলকুচির জলে বদলে দেওয়ার জন্য দুবার জোরের সাথে জাদুদণ্ড নাড়িয়ে উচ্চারণ করবে "নারগ্লামমনিয়াস"। জোর দেবে প্রথম এবং তৃতীয় সিলেবলে।'

'ওকে ম্যাম!' জেইন উত্তর দিল। হাসতে হাসতে।

হেমন্তের দিন পেরিয়ে স্কুলের সময় এগিয়ে চললো শীতের ছুটির পথে। ফুটবল খেলার মাঠটা ঢেকে গিয়েছে ঝড়া পাতায়। যা প্রফেসর কারির ছাত্র ছাত্রীদের পায়ের চাপে চেপটে যাচ্ছে, ভাঙছে ছিটকে উঠছে। আনঅফিসিয়াল ফুটবল চ্যাম্পিয়ান শিপে জয়ী হয়েছে জেমসের দল। জেমস জয়সূচক গোলটাও করেছে, ওই দিনের ওর নিজস্ব তিন নম্বর গোল। গ্রেমলিন সদস্য র‍্যাভেনক্ল এর হোরাস বারচকে বোকা বানিয়ে। জেমসের দল ওর পাশে এমন চিৎকার চেঁচামেচি করছিল মনে হচ্ছিল ওরা বোধ হয় হাউজ কাপটাই জিতে নিয়েছে। ওরা অবশ্য এর জন্য প্রফেসর কারির তরফ থেকে একশো পয়েন্ট পেয়েছে নিজেদের হাউজের জন্য। জেমসকে কাঁধে করে ওর দলের সদস্যরা দুর্গ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, আগেকার দিনে ড্রাগনের সাথে যুদ্ধ জয়ীদের এই সম্মান দেওয়া হতো। হেমন্তের পড়ন্ত সময়ের ঠাণ্ডা বাতাসে ওর গাল দুটো লাল হয়ে গিয়েছিল, ও হাসছিলও মন খুলে। সাথে সাথেই ওর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে স্কুলে আসার পর কেটে যাওয়া সময়ের তুলনায়।

স্কুল শুরুর সময়ে যে সমস্ত ক্লাস রুটিন এবং হোমওয়ার্ক এর কথা ভেবে ভয় লাগতো সেসব এখন একঘেয়ে মনে হয়। প্রফেসর জ্যাক্সন একের পর এক বিশাল বিশাল প্রবন্ধ লিখিয়ে চলেছেন তার আলোচনার ভিত্তিতে। সাথেই আছে "পপ কুইজ" যা মোটেই কঠিন কিছু নয়। মঙ্গলবার রাতের কন্সটেলেশন ক্লাবে প্রফেসর ট্রিলনি আর মাদাম ডেলাক্রয় এর কথা কাটাকাটির গল্প শুনিয়েছে জেইন, জেমস আর র‍্যালফকে। ওনাদের ডিভাইনেশন ক্লাস শেয়ার করতে গিয়ে যার আঁচ অনেকেই ইতিমধ্যে পেয়েছে। টেড আর জেইনের সাহায্যে ক্লিমাস্টিকে এখন অনেকটাই সাবলীল জেমস। ও আশা করছে আগামী বছর গ্রিফিন্ডর টিমে চান্স পেয়ে যাবে। কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করছে সেই দিনের বিশেষ প্রদর্শনটা যার সাহায্যে ও

BanglaBook.org

সবাইকে ভুলিয়ে দিতে সক্ষম হবে প্রথম বারের বিফলতা। অন্যদিকে জেইন র‍্যাভেনক্ল এর জন্য নিজের পারফম্যান্স দিনকে দিন আরো ঝকঝকে করে তুলছে। নিজের মাগল প্রেক্ষাপটের কথা মাথায় রেখে ও একটা বিশেষ কৌশল সৃষ্টি করেছে ব্লাজার হিট করার নাম দিয়েছে "বাজিং দ্য টাওয়ার" প্রেসবক্সের কাছে এক চক্কর মেরে ব্লাজারে একটা জোরালো আঘাত করে অতি দ্রুত তার সাথে চলে যাচ্ছে বলটার অপর দিকে। তারপর মারছে আর এক ঘা, যার ফলে গতি বেড়ে যাচ্ছে ওটার সাথেই নিচ্ছে বিশেষ বাঁক। এই শটটা মেরে জেইন ইতিমধ্যে দুজন খেলোয়াড়কে ঝাড়ু থেকে নিচে ফেলে দিতে পেরেছে। যার জন্য ওকে কয়েকবার হাসপাতালেও যেতে হয়েছে ওই দুই খেলোয়াড়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।

স্লিদারিন হাউজে র‍্যালফের দিনগুলো মোটেই ভালো কাটছে না। টাবিথা অবশ্য সরাসরি ওকে কিছু বলেনি। ডিবেটের মঞ্চ ত্যাগ করা বা প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর মিটিং আর না যাওয়া বিষয়ে। পুনরায় জেমসের সাথে বন্ধুত্ব জোড়া লাগাটাই এর কারণ বলে জেমস আর জেইন ধরে নিয়েছে। পুরাতন স্লিদারিন সদস্যরাও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না র‍্যালফকে। মাঝে মধ্যে এক আধটু কঠোর চাউনি আর দু চারটে টোন টিটকারি ছাড়া বিশেষ কিছু করেনি। কিছুটা অবাক করার মতো যেটা ঘটেছে তা হলো র‍্যালফ কিছু অন্যান্য প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষীয় শিক্ষার্থীর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে। নীল ব্যাজ পড়া কিছু ছাত্র ছাত্রী ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি বৃহত্তর রাজনীতি করার ক্ষেত্রে। এটা ঠিক যে স্লিদারিনদের নাক উঁচু ভাব থাকা সত্ত্বেও, যার মধ্যে কিছু প্রথমবার্ষিকীও আছে, বেশ কয়েকজন র‍্যালফকে নিশ্চিতভাবে পছন্দ করে। যাদের দ্বৈতাচারী হাবভাব দেখে হাসি পায় জেমসের।

জেমস, জেইন আর র‍্যালফের সব চেয়ে পছন্দের ক্লাস ডিফেন্স এগেইন্সট দ্য ডার্ক আর্টস। প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন নিজের দীর্ঘ জীবনের অনেক বাস্তব অভিযানের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে ব্যবহারিক ভাবেই ক্লাসটাকে মনোমুগ্ধকর করে রাখেন। জেমস ডুয়েলের ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা বিবেচিত হয়েছে, যেটা দেখে কেউ অবাক হয়নি। ও স্বীকারও করেছে মিচকি হেসে যে ওর ড্যাড ওকে বেশ কিছু ডিফেন্সিভ টেকনিক শিখিয়ে রেখেছেন আগেভাগেই। র‍্যালফের সাথে কেউই ডুয়েল লড়তে রাজি হয় না, এমন কি জেমস ও। না জানি কোন অজানা কারণে ডিফেন্সিভ মন্ত্র ব্যবহার ক্ষেত্রে র‍্যালফের সব গোলমাল পাকিয়ে যায়। প্রথমবার ডুয়েলের সময় ও ভিক্টরির ওপর সাধারন এক্সপেলিআরমাস মন্ত্র প্রয়োগ করে। কিন্তু কি যে হয়ে যায় ওপরওয়ালাই জানেন। ওর জাদুদণ্ড থেকে নীল বিদ্যুতের শিখা ছিটকে যায় ভিক্টরির মাথার ওপর দিয়ে। যার ফলস্বরুপ টানা অনেকটা জায়গার চুল উঠে যায় ভিক্টরির। হাত দিয়ে সেটা বুঝতে পেরে বিস্ময়ে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার যোগাড় হয় ভিক্টরির। রাগে তেড়ে যায় ওর থেকে তিনগুণ বড় চেহারার অধিকারী র‍্যালফের দিকে। আরো তিনজনের দরকার পড়ে ভিক্টরিকে আটকানোর জন্য। ধোঁয়া বের হতে থাকা জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে র‍্যালফ ক্ষমা চাইতে থাকে ক্রমাগত।

BanglaBoi.org

এর মধ্যে একবার এক সন্ধে বেলায় র‍্যাভেনক্ল এর কমন রুমে ডিবেটের ঘটনা নিয়ে একজন কথা বলার সাহস দেখায়। ওরা ওদের হোম ওয়ার্ক প্রায় শেষ করে ফেলেছে এমন সময় চতুর্থ বর্ষীয় গাট্টা গোট্টা ছেলে গ্রেগরী টেম্পলটন ওদের কাছের টেবিলে এসে বসলো

'আরে তোমরা দুজনেই সেদিনের ডিবেটে ছিলে তাই না?' জেইন আর র‍্যালফের দিকে আঙ্গুল তুলে বললো।

'হ্যাঁ, গ্রেগরী,' জেইন উত্তর দিল, বইপত্র গোছাতে গোছাতে। ওর কণ্ঠস্বর অনেকটাই মোলায়েম এই মুহূর্তে যা মোটেই স্বাভাবিক নয়, কারণ ও এই সব ছাত্রদের পছন্দ করে না।

'তুমি তো করসিকার দিকের টেবিলে ছিলে, কি ঠিক বললাম না?' র‍্যালফের দিকে ঘুরে বললো গ্রেগরী ।

'ইয়ে। হ্যাঁ, কিন্তু...' র‍্যালফ বললো।

'শোনো, টাবিথাকে বলে দিও তো ওর ভাবনা চিন্তাগুলো একেবারে ঠিক পথে ছিল। আমি একটা বই পড়ছি যেখানে এই সব ব্যাপারে লেখা আছে। বইটার নাম "ডাম্বলডোর প্লট"। ওখানেই লেখা আছে ওই ব্যাটা বুড়ো আর হ্যারি পটার মিলে পুরো ঘোঁটটা পাকিয়েছিল। জানো বোধ হয় ওই রাতে বুড়ো মারা গেলে রিডল আর হরক্রাক্স এর গল্পটা সাজানো হয়? কেউ কেউ বলেন হ্যারি পটারই ওকে খুন করে, সব প্ল্যান সেট হয়ে যাওয়ার পর।'

জেমস অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলাচ্ছিল। সোজা তাকালো গ্রেগরীর দিকে। 'তুমি কি জানো আমি কে?'

জেইন তাকিয়ে ছিল গ্রেগরীর হাতে থাকা বোতলটার দিকে। 'এই গ্রেগ,' ডাকলো যতটা সম্ভব সংযত স্বরে, আস্তে আস্তে নিজের জাদুদণ্ডটা বার করে, 'ওটা কী খাচ্ছ তুমি?'

মিনিট দেড়েক পর, জেমস, জেইন আর র‍্যালফ দ্রুত টেবিল ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। কারণ গ্রেগরী গলগল করে গারগল করা জল উগরানো শুরু করে দিয়েছে।

গ্রেগরীর বাড়ানো হাতের তলা দিয়ে চকিতে বেরিয়ে এসে জেইন চেঁচিয়ে বললো, 'প্র্যাক্টিস করছিলাম! সত্যি বলছি! ট্রান্সফিগারেশনের অভ্যাস করছিলাম, তোমার পানীয়টা কিভাবে যেন ওর মধ্যে ঢুকে গেল! বিশ্বাস না হলে ম্যাকগোনাগল ম্যামকে জিজ্ঞেস করে নিও।'

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনজনেই উদ্দাম হাসিতে ভরিয়ে দিল চারপাশ।

ক্রিসমাসের ছুটি আসছে, জেমস প্রস্তুত সেটা উপভোগ করার জন্য। শেষ ক্লাসের দিনের লাঞ্চের পর জেমস চলে গেল গ্রিফিন্ডর শয়নকক্ষে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। জানালার বাইরে আকাশের রঙ এখন ধুসর, বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া। বারো নম্বর গ্রিমল্ড প্লেসের বিরাট ফায়ারপ্লেস হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে জেমসকে। সাথে

BanglaBook.org

ক্রিচারের বানানো বিশেষ হট চকলেট । যেটায় শেষবার ও গুনে গুনে অন্তত চৌদ্দ রকমের জিনিস পেয়েছিল। যার সাথে ছিল এক কুচি সত্যিকারের চকলেটের টুকরো।

সিঁড়ির কাছ থেকে র‍্যালফের গলা শোনা গেল, 'জেমস, আছিস নাকি ঘরে?'

'হ্যাঁ, চলে আয়

'থ্যাঙ্কস,' হাঁপাতে থাকা স্বরে বললো র‍্যালফ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে। 'লাঞ্চ করে নিয়ে পেট্রার সাথে ওপরে এলাম। ওই জানালো তুই সম্ভবত ওপরেই আছিস, জিনিসপত্র গোছাচ্ছিস। সব রেডি তাহলে যাওয়ার জন্য।'

'হ্যাঁ! এ বছরে আমরা ছুটি কাটাতে ওল্ড হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছি। জর্জ ও রন আঙ্কেল এবং হারমাইওনি ও ফ্লেউর আন্টিও যাচ্ছেন। সাথে টেড এবং ওর গ্র্যান্ডমাম, ভিক্টরি এমন কি লুনা লাভগুডও যাচ্ছেন। ওকে অবশ্য তুই চিনিস না তবে ওর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে তোর হবেই। আমার দেখা সবচেয়ে অদ্ভুত রকমের ক্ষ্যাপাটে মহিলা, অবশ্য ভালো দিক থেকে। এটা স্বীকার করতেই হবে। আমার নানা নানু অবশ্য ওখানে যাচ্ছেন না। ওরা এ বছর প্রাগে গেছেন চার্লি আর বাকিদের সাথে দেখা করার জন্য। তবে আমার মনে হয় নেভিল ওখানে যাবেন। প্রফেসর লংবটম বুঝলি তো।'

জেমসের ট্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বিষাদগ্রস্থ ভাবে মাথা নাড়লো র‍্যালফ। 'ভালোই। আশা করছি তুই একটা দারুণ ছুটি উপভোগ করবি।'

জেমস গোছানো থামালো। ওর মনে পড়ে গেল র‍্যালফের বাবা এই ছুটিতে ব্যস্ত থাকবেন ব্যবসার কাজে। 'হ্যাঁ, তা তো হবেই। বলছিলাম তোর কী প্ল্যান? তুই কি ক্রিসমাসটা তোর দাদুদের সাথে কাটাবি নাকি অন্য কোনো ভাবনা আছে?'

'কী?' র‍্যালফ উত্তর দিলো, 'ওহ, নাহ। যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে আমাকে ছুটির দিনগুলো এখানেই কাটাতে হবে। জেইন পরের সপ্তাহ অবধি থাকছে, ফলে কিছুদিন ওর সঙ্গ পাবো। তারপর...যাকগে, ও নিয়ে ভাবছি না। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' একটা বড় মাপের দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

ট্রাঙ্কের ভেতর একটা মোজা ছুঁড়ে দিয়ে জেমস বললো, 'র‍্যালফ, আমাদের পরিবারের সাথে ক্রিসমাসের দিনগুলো কাটানোর জন্য যাবি আমার সাথে?'

র‍্যালফ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললো, 'মানে? না না, তোদের পারিবারিক আনন্দের মধ্যে আমি নিজেকে...সেটা কি করে হয়, মানে বলতে চাইছি...আমি...না না...'

জেমস ভ্রু কুঁচকে তাকালো। 'এই হতচ্ছাড়া, তুই যদি আমার সাথে যেতে রাজি না হোস আমি তোর জাদুদণ্ডটা নিয়ে তোর ওপরেই একের পর এক ট্রান্সফিগারেশনের মন্ত্র প্রয়োগ করবো। সেটাই চাইছিস কী?'

র‍্যালফ বললো, 'এটা নিয়ে এরকম চাপ সৃষ্টি করাটা কি ঠিক হচ্ছে!' আর তারপরই ফিক করে হেসে ফেললো। 'তোর মা বাবা কিছু মনে করবেন না তো?'

BanglaBook.org

'মোটেই না। সত্যি কথাটা হলো, এতো এতো লোকজন ওখানে যাবে যে আমার মনে হয় না ওরা বুঝতে পারবেন আর একজন অতিরিক্ত ঢুকে পড়েছে।'

র‍্যালফ ছদ্মরাগের দৃষ্টিতে তাকালো জেমসের দিকে। 'না মানে আমি বলতে চাইছি যে... আমি তো একবারে বিপক্ষ দলের। তার ওপর ডিবেটের দলেও ছিলাম। এসব নিয়ে কোনো সমস্যা হবে নাতো।'

'র‍্যালফ ওরা ওয়্যারলেসে সবই শুনেছেন।'

'আমি জানি সেটা।'

'এ নিয়ে আর একটাও কথা নয়।'

র‍্যালফ কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। একটু ভাবলো। তারপর মুচকি হেসে গা এলিয়ে দিলো টেডের বিছানায়। 'হুম আমি তোর কথা বুঝে গেছি। ভিক্টরিও ওখানে যাবে তাই না?'

'ঠিক জানি না। ও একটু পাগলী ধরনের আছে। ওর দশ ফুটের মধ্যে কোনো ছেলে আসলেই ও একেবারে ক্ষেপে যায়।'

'আমি ওই ঘটনাটার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই। তুই তো দেখেছিলি ডুয়েলের গণ্ডগোলটা।'

জেমস ধড়াস করে ট্রাঙ্কটায় চাপড় মেরে বললো, 'র‍্যালফ, শোন, ওই ঘটনাটার কথা যত কম ভাববি এবং বলবি ততই ভালো।'

***

পরের দিন সকালে গ্রেট হলে ব্রেক ফাস্ট করার ভিড় ছিল না। ঘণ্টা খানেক আগে ভীষন তুষারপাত হয়েছে। জানালার কাঁচে জমে আছে তার রেশ। সেটা ভেদ করে বাইরের দিকটাকে আবছা রহস্যময় দেখাচ্ছে। জেমস আর র‍্যালফ একই সাথে ঢুকলো। দেখতে পেল জেইন আগে থেকেই বসে আছে র‍্যাভেনক্ল টেবিলে।

'র‍্যালফ তুই তো দারুণ ভাগ্যবান,' জেইন বললো কিছুটা বিমর্ষ ভাবে, কফি কাপটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে। 'ম্যাজিক্যাল ক্রিসমাস কিভাবে পালন হয় এটা দেখার জন্য আমি মরতেও রাজি আছি।'

পামকিন জ্যুসে চুমুক দিয়ে জেমস বললো, 'আমার তো মনে হয় না তোর কল্পনার জগতের সাথে কিছু মিল পাবি ওতে।'

'হয়তো তুই ঠিকই বলছিস। তবুও আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি আশেপাশের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে এখানে হ্যালোউইন পালন হচ্ছে।'

জেমস র‍্যালফকে একটা খোঁচা মেরে বললো, 'শোন, যতক্ষণ না আমাদের ঐতিহ্যবাহী প্রেতাত্মাদের ক্রিসমাস প্যারেড শেষ না হবে, তোর কিন্তু ঘুমানো চলবে না। তারপরই আমরা ক্যান্ডির রসে চুবানো বাদুড়ের লজেন্সগুলো খাবো। সাথে থাকবে এলফদের খুলি দিয়ে ফোটানো হট চকলেট।'

BanglaBook.org

র‍্যালফ চোখ টিপলো। জেইন রাগ রাগ মুখে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ যত পারিস মজা করে নে। জোকারের দল।'

র‍্যালফ এতক্ষণে ইয়ার্কিটা বুঝতে পেরে বললো, 'আরে ছাড়তো ওর কথা। তুইওতো তোর পরিবারের সাথে দারুণ একটা ক্রিসমাস পালন করবি। আর কিছু না হোক তোর বাবামা তো তোর পাশে থাকবে।'

'হ্যাঁ সে তো বটেই। আট ঘন্টার প্লেন জার্নি করে যেতে হবে স্টেটসে। সাথে থাকবে আমার বোন গ্রীয়ার। মাথা খারাপ করে দেবে জাদু স্কুল বিষয়ে উল্টো পালটা প্রশ্ন করে করে। ওর মোটেই পছন্দ নয় এই ব্যাপারটা, যে আমি জাদুদণ্ডটা দিয়ে কাউকে সরাসরি আঘাত করা ছাড়া কিছুই করতে পারি না।'

র‍্যালফ ঝট করে বললো, 'হগওয়ার্টসের বাইরে আমাদের অনুমতি নেই জাদুর ব্যবহার করার। এটা বলে দিলেই হয় ।'

জেইন ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে বললো, 'এরপর ওহাইওতে ক্রিসমাস পালন আমার দাদা দাদু দিদা আর কাজিনদের সাথে। তোরা কল্পনাও করতে পারবি না কী পরিমাণ পাগলামো চলে ওখানে।'

জেমস থাকতে না পেরে জানতে চাইলো, 'কিরকম একটু বলা যাবে কি?'

'ভাবার চেষ্টা কর একটি ট্র্যাডিশনাল অল আমেরিকান নরম্যান রকওয়েল ক্রিসমাসের দৃশ্য।' জেইন বললো, দুহাতের আঙুল দিয়ে একটা ফ্রেমের মত বানিয়ে মুখের সামনে রেখে। 'চলছে উপহারের প্যাকেট খোলা। সাথে টার্কি চিবানো। বাজছে ক্রিসমাস ক্যারল ক্রিসমাস ট্রিগুলো থেকে। বুঝতে পারলি?' র‍্যালফ আর জেমস কষ্ট করে হাসি চেপে মাথা নাড়লো জেইনের ব্যাজার মুখটা দেখে।

'এবারে,' জেইন বললো, 'কল্পনা করে নে ওখানে একটাও মানুষ নেই, সব হিঙ্কি পাঙ্ক। তাহলেই বুঝে যাবি আসলে ঠিক কী ঘটে।'

জেমস ফেটে পড়লো অট্টহাসিতে। র‍্যালফের বরাবরের মতোই কোনো হেলদোল দেখা গেল না। একবার জেমস একবার জেইনের মুখ দেখতেই ব্যস্ত থাকলো।

জেমস বললো, 'তাহলে তো ফাটাফাটি ব্যাপার ।'

জেইন কষ্ট করে হাসলো। 'হ্যাঁ বেশ মজারই বলা যায়। হই হট্টগোল, চিৎকার। চারদিকে উড়ছে মোড়কের কাগজ। কোনোটায় ফায়ারপ্লেস থেকে আগুন লেগে আরো দুচারটে জিনিসকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।'

আলোচনার মধ্যে থাকার চেষ্টায় র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'হিঙ্কি পাঙ্কটা কি বস্তু?'

জেমস ফিকফিক করে হেসে বললো, 'পরের কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারস ক্লাসে হ্যাগ্রিডের কাছে জেনে নিস। তাহলেই সব বুঝতে পেরে যাবি।'

আরো কিছুটা সময় পরে জেমস আর র‍্যালফ বিদায় জানালো জেইনকে। নিজেদের ট্রাঙ্কগুলো টানতে টানতে এগিয়ে চললো সামনের চত্বরের দিকে। টেড আর ভিক্টরি আগে থেকেই ওখানে বসে ছিল নিজেদের ট্রাঙ্কের ওপর। ওদের পেছন দিকে

BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছিলো অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ হয়ে থাকা তুষারে ভরতি মাঠ। ভিক্টরির মাথায় এখন অনেকটাই চুল গজিয়ে গেছে, যার কৃতিত্ব হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা মাদাম কিউরিওর। যদিও ভালো করে দেখলে চুলের রঙের এবং ধরনের পার্থক্য বেশ বোঝা যায় সে কারণে ভিক্টরি ইদানীং বিভিন্ন রকম টুপি পরা শুরু করেছে। যার কারণে ওকে দেখতে অনেকটাই অন্যরকম লাগে, যা ইতিবাচক। কিন্তু সুযোগ পেলেই টুপি পরার ব্যাপারটায় অপছন্দটা জাহির করে ভিক্টরি। আজকে পরেছে একটা ছোট্ট এরমাইন পিলবক্স টুপি, টেনে নামানো আছে বাম চোখের ভুরু অবধি। র‍্যালফকে ট্রাঙ্ক টেনে আনতে দেখে একটা শীতল চাহনি ছুঁড়ে দিলো। আর কিছুটা সময় পরে হ্যাগ্রিডকে দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ির ওপর চেপে আসছে। র‍্যালফের মুখ হাঁ হয়ে গেল এটা দেখে যে গাড়িটা এমনিই এগিয়ে চলে আসছে, কোনো বাহন ছাড়াই।

হ্যাগ্রিড বললো জেমস আর র‍্যালফকে উদ্দেশ্য করে, 'এটাকে আর দেখতে পাবে না এক বছরের আগে।' ব্রেক লিভার টেনে থামালো গাড়িটাকে। নেমে এলো ওপর থেকে। এক এক করে ওদের ট্রাঙ্কগুলো তুলে দিলো গাড়ির পেছন দিকে। 'এভাবেই অবাক হওয়ার জন্য সামনের বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, বুঝলে কি না?'

ভিক্টরি কিছুটা বিরক্তি সহকারে বললো, 'হ্যাগ্রিড এবার থামো তো। এই গাড়িটা ততটাই বিচ্ছিরি ঠিক যতটা আমার মাম্মী বলেছিল। এটাকে আর দেখতে হবে না এটা জেনে আমার বেশ ভালোই লাগছে।' হাতটা বাড়িয়ে দিলো টেডের দিকে যে ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে পড়েছে। প্রয়োজন নেই তবু সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দিলো টেড।

আরো কিছু ছাত্র ছাত্রী এসে উঠলো গাড়িটায়। সকলেই দেরী করে ছুটিতে যাওয়ার দল। হ্যাগ্রিড ওদের নিয়ে এলো হগসমিড স্টেশনে। ওরা উঠে পড়লো হগওয়ার্টস এক্সপ্রেসে। এখানে যেদিন এসেছিল তার তুলনায় ট্রেন আজ ফাঁকা। শেষের দিকের কামরার একটা কম্পার্টমেন্ট ওরা বেছে নিল। প্রস্তুত হলো আবার একটা দীর্ঘ যাত্রাপথের জন্য।

র‍্যালফ টেডকে জিজ্ঞেস করলো, 'হগসমিড কি উইজার্ড গ্রাম?'

'অবশ্যই। দ্য থ্রী ব্রুমস্টিক এবং হনিডাক স্যুইট শপ এর জন্য বিখ্যাত। এখানেই তৈরি হয় সবচেয়ে সেরা ককরোচ ক্লাস্টার। আর অনেক দোকানও আছে। তুই যখন তৃতীয় বছরের পড়াশোনা শুরু করবি, এখানে মাঝে মাঝেই আসার সুযোগ পাবি।'

র‍্যালফকে কিছুটা চিন্তিত দেখালো। এইসময় ওর ভুরু ঝুলে যায় নিচের দিকে, নিচের ঠোঁট উঠে যায় ওপর দিকে। পুরো মুখটা যেন নাকের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। 'আচ্ছা উইজার্ডরা কিভাবে মাগলদের আটকায় এই গ্রামে আসার ব্যাপারে। মানে বলতে চাইছি যে রাস্তাঘাট কি কিছু আছে না নেই?'

'তোর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা সোজা কথায় দেওয়া কঠিন,' কথাটা বলতে বলতে পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের সিটে প্রায় শুয়ে পড়লো টেড।

Bangla Book.org

ভিক্টরি নাক কুঁচকে বললো, 'মি. লুপিন আপনার দুর্গন্ধওয়ালা জুতোটা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিলে ভালো হয়।'

কথাটায় কোনো পাত্তা না দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিলো সামনের সিটের ওপর । 'আমি এই সেমিস্টারে বুড়ো স্টোনওয়ালের অ্যাপ্লায়েড অ্যাডভান্সড টেকনোম্যান্সির ক্লাস করেছি। সেই সূত্রে তোকে বলতে পারি যে হগসমিড কেবল মাত্র মাগলদের চোখের সামনে থেকে একটা লুকানো জায়গা নয়। এর পেছনে আছে কোয়ান্টাম। পেট্রা এখানে থাকলে তোকে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারতো।'

জেমস কৌতূহলের সাথে জানতে চাইলো, 'কোয়ান্টাম মানে?'

টেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'এটা অ্যাপ্লায়েড অ্যাডভান্সড টেকনোম্যান্সির ক্লাসে আমাদের একটা চালু জোক। যখনই কোনো সমস্যায় পড়ি, বলে দিই সব কোয়ান্টামের খেলা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ভেবে নিলো টেড। তারপর বললো, 'এই পৃথিবীতে এমন একটা গর্তের কথা কল্পনা কর যেটা ঢাকা আছে রাবারের আস্তরণ দিয়ে, ঠিক আছে? যেটাকে দেখে ওপর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। এবার ধরে নে একজন উইজার্ড নিজের কোয়ান্টাম ক্ষমতা সম্বন্ধে জানেন। যিনি বললেন, "আরে এটা তো দারুণ একটা জায়গা যেখানে একটা উইজার্ড গ্রাম বানানো যেতে পারে।" এবার উনি কী করলেন? একটা বিরাট ওজনের ছোট্ট জাদু জিনিস বানালেন। আর সেটা ফেলে দিলেন ওই রাবার ঢাকা গর্তের ওপর। ওজনের চাপে রাবারের আস্তরণটা নেমে গেল নিচে, নিচে...অনেক নিচে। ঠিক আছে। তাহলে কী হলো, ওজনটা রাবারের বাস্তবটাকে নিয়ে গেল একটা অন্য ডাইমেনশনে, তৈরি করলো একটা স্পেস-টাইমের ফানেল।'

'একটু দাঁড়াও,' র‍্যালফ ভুরু কুঁচকে বললো, 'স্পেস-টাইম ব্যাপারটা কি?'

'ওটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই,' টেড বললো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। 'না জানলেও ক্ষতি নেই। সব কোয়ান্টামের খেলা। কেউ ঠিকঠাক ও ব্যাপারটা বোঝেনি কেবল মাত্র ওই খটখটে প্রফেসর জ্যাক্সন ছাড়া। যাই হোক, রাবারের বাস্তবতায় ওজনের চাপ তৈরি করলো একটা স্পেস-টাইমের ফানেল। মাগলেরা কেবলমাত্র বাস্তবটা দেখতে পায়। জাদুর সাহায্যে যে নতুন ডাইমেনশন স্পেস বানানো হলো সেটা ওরা দেখতে পাবে না। ওদের জগতে ওই স্থানটার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের মতো যারা জাদু জগতের অংশ, তারা ওই ফানেলের পথ ধরে পৌছাতে পারি ওই স্থানটায়। তবে তার জন্যেও জানতে হবে আমরা ঠিক কী দেখতে চাইছি এবং সঠিক অবস্থান। আর এভাবেই বানানো হয়েছে হগসমিড।'

'তার মানে হগসমিড এর অবস্থান মাটির নীচে কোনো এক ফানেল সদৃশ উপত্যকায়?' র‍্যালফ জানতে চাইলো।

'না,' টেড উত্তর দিল সোজা হয়ে উঠে বসে। 'এটা হলো, যাকে বলে এক ধরনের মেটাফর। প্রেক্ষাপট দেখতে একই রকম কিন্তু ডাইমেনশনালি এর জন্য যেতে হয়

BanglaBook.org

স্পেস-টাইমের অপর পাড়ে। যেখানে মাগলরা যেতে পারে না। এভাবে অনেক অনেক উইজার্ড প্লেস বানানো হয়েছে। কোয়ান্টামের সাহায্য নিয়ে অনেক জাদু প্রাণীর প্রজনন ঘটানো হয়েছে গোপন স্থানে। এখন যেখানে দৈত্যরা বাস করে সেই পাহাড় এলাকাটার মাগলদের ম্যাপে কোনো চিহ্নই নেই। এভাবেই কাজ করে অস্থানিক স্থান । খুবই সোজা ব্যাপার ।'

'খুবই সোজা ব্যাপার মানে?' র‍্যালফ অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

টেড ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললো, 'দ্যাখ ভাই, এটা অনেকটা হানি ডিউক্সের ককরোচ ক্লাস্টার এর মতো। তোর জানার দরকার নেই ওরা ওটা কী করে বানায়। আসল কথা হলো খাওয়া।'

র‍্যালফ হতাশার গলায় বললো, 'আমার মনে হয় না আমি একটাও পারবো।'

জেমসের দিকে তাকিয়ে টেড বললো, 'এই ছোটখাটো পাহাড়টা তোদের খুব হাসায় তাই না?'

'তার মানে এসব জায়গায় মাগলরা ঢুকতে পারে না, তাহলে স্কুলের ভেতরে ওই মাগলটা ঢুকলো কী করে?' জেমস জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ তাই তো হওয়া উচিত,' টেড বললো পুনরায় হেলান দিয়ে বসে। 'তুই রহস্যময় কুইডিচ অনুপ্রবেশকারীর কথা বলছিস তো? লোকজন এই সব বলছে বুঝি? ওই লোকটা একজন মাগল ছিল বুঝি?'

জেমস ভুলে গিয়েছিল যে ও ওই অনুপ্রবেশকারী সম্বন্ধে যতটা জানে, অন্যরা ততটা জানে না। মনে পড়লো নেভিল লংবটমের বলা কথা গুলো। 'হ্যাঁ,' চেষ্টা করলো উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার। 'আমি শুনেছি সবাই বলছে ওই লোকটা একজন মাগল হতেও পারে। আমি অবাক হচ্ছি এটা ভেবে কী করে একজন মাগল কোয়ান্টাম জাতীয় জিনিসপত্র থাকা সত্ত্বেও ভেতরে ঢুকে পড়লো।'

জানালার বাইরের ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকিয়ে টেড বললো, 'আমার মনে হয় যে কোনো এসব এলাকায় ঢুকতে পারে যদি কোনো উইজার্ড তাকে সাহায্য করে। সোজা কথায় এরকম কোনো নিয়ম নেই যে ওরা ঢুকতেই পারবে না। ওদের ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে এই সব জায়গাগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন কোনো জাদু জগতের মানুষ যদি ওদের ঢোকার পথটা দেখিয়ে দেয় তাহলে ওদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে যাবে জায়গাটা, এটা আমার অনুমান। কিন্তু সেই বোকার হদ্দটা কে, যে এরকম কাজ করেছে?'

জেমস কাঁধ ঝাঁকালো এবং তাকালো র‍্যালফের দিকে। র‍্যালফের মুখেও সেই ভাবনার ছাপ যা জেমস ভাবছে। বোকার হদ্দ হোক বা না হোক, কেউ না কেউ নিশ্চিত ভাবে হগওয়ার্টসের চত্বরে ঢোকার পথ দেখিয়েছে। কেন এবং কি ভাবে সে এই কাজটা করলো সেটা এখনো ধাঁধাই হয়ে আছে। তবে জেমস এর উত্তর খুঁজে বের করবেই নিজের জানপ্রান দিয়ে।

BanglaBook.org

সকালে হগওয়ার্টসের কিচেন থেকে নেওয়া মোমকাগজে মোড়ানো স্যান্ডউইচ খেয়ে ওরা চারজন লাঞ্চ সারলো। তারপর নেমে এল এক নিস্তব্ধতা। বাইরের আকাশ এখন আরো আলোকোজ্জ্বল। সূর্যের আলো হীরের দ্যুতিতে আলো ছড়াচ্ছে মাঠে ঘাটে বন জঙ্গলে। সকালের তুষার গলে গেছে, মাটি এখন কাদায় পরিণত। মরা শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে কারপেটের মতো। তার ওপর এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে পাতা ঝরে যাওয়া গাছের কঙ্কাল। র‍্যালফ কিছুক্ষণ বই পড়ার পর এখন ঘুমাচ্ছে। ভিক্টরিও কিছুক্ষণ কিছু ম্যাগাজিন নাড়াচাড়া করার পর বন্ধুদের খুঁজতে গেল অন্য কামরায়। টেড জেমসকে শেখানো শুরু করলো "উইঙ্কলস অ্যান্ড আউজারস" খেলা। যেখানে জাদুদণ্ডের সাহায্যে পার্চমেন্ট ভাঁজ করে তৈরি করা একটা ত্রিভুজাকৃতি বস্তুকে ভাসিয়ে রাখতে হবে। টেডের কথানুযায়ী এই বস্তুটাকে বলা হয় আউজার। আর জাদুদণ্ডের নাম উইঙ্কল। দুজন খেলোয়াড়েরই চেষ্টা থাকবে ভাসিয়ে রাখা আউজারকে অপর খেলোয়াড়ের কাছে রাখা একটি পারচমেন্টের ওপর আঁকা গোল চিহ্নের ভেতর ঢোকানোর। জেমস আউজারটাকে ভালোই ভাসিয়ে রাখছিলো কিন্তু টেড আরো দক্ষতার সাথে ওটাকে ছিনিয়ে নিচ্ছিলো নিজের গোলের এলাকায় আসার সাথে সাথেই।

'এ সবই অভ্যাসের ফসল জেমস,' টেড বললো। 'আমি স্কুলে ভর্তি হয়ার পর থেকেই এই খেলাটা খেলছি। কমনরুমের মধ্যে কখনো কখনো চারজন করে দল বানিয়েও আমরা এটা খেলি। যেখানে আউজারের সাইজ হয় গড্রিক গ্রিফিন্ডর এর মূর্তিটার মাপের। ওনার মূর্তিটার বাম কানটা ভাঙার জন্য আমিই দায়ী বলতে পারিস। যেটা আঠা দিয়ে আটকানো আছে। তখন জানতাম না রিপেরো মন্ত্র ব্যবহার করলেই ওটা ঠিক করা যেত। আর ঠিক করিওনি। ওভাবেই রাখা আছে।'

পৌণে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা যখন ঢুকলো তখন সন্ধের আকাশে লেগেছে লাইল্যাক রঙের ছোঁয়া। জেমস, টেড আর র‍্যালফ অপেক্ষা করছিল ট্রেনটার সম্পূর্ণ ভাবে থামার। আর থামতেই ওরা উঠে দাঁড়ালো। হাত পা টানটান করে শরীরের জড়তা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল প্ল্যাটফর্মে।

কর্মরত পোর্টার এসে ওদের কাছ থেকে টিকিট চেয়ে নিলো। তারপর অ্যাকিও মন্ত্র ব্যবহার করে একেক জনের ট্রাঙ্ক ব্যাগেজ কম্পারটমেন্ট থেকে বার করে এনে ওদের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো। ওরা ট্রাঙ্কগুলো একটা বড় ঠেলা গাড়িতে চাপাতে চাপাতেই হাজির হল ভিক্টরি।

টেড গাম্ভীর্য সহকারে বললো, 'আমি তোদের নিয়ে যাবো ওল্ড হেড কোয়ার্টারে। খুব দূরে নয় ওটা। জেমস তোর বাবা মা কেউ আসতে পারছেন না এই মুহূর্তে। ওরা খুব ব্যস্ত অতিথিদের আগমনের গোছগাছ করা নিয়ে। সাথে অ্যালবাস আর লিলির স্কুল থেকে ফেরার সময় এটা।'

পৌণে দশ প্ল্যাটফর্মের গুপ্ত পোর্টাল এর পথ ধরে ওরা এসে দাঁড়ালো মাগলদের কিংস ক্রস ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

BanglaBook.org

'টেড তুমি তো গাড়ি চালতে জানো না। তোমার ক্রুমস্টিকেও আমাদের চারজনের বসার জায়গা নেই। তাহলে কিভাবে নিয়ে যাবে আমাদের?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ভিক্টরি।

'হ্যাঁ কথাটা ঠিকই বলেছো তুমি,' টেড উত্তর দিল লোকজনে ভর্তি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখতে দেখতে। মাগল যাত্রীর দল এদিক থেকে ওদিকে ছুটে চলেছে ওদের আশপাশ দিয়ে। বেশির ভাগের পরনেই মোটা কোট আর টুপি। হইহট্ট গোলের মধ্যেই মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ট্রেন আগমন নির্গমনের ঘোষণা। কোথাও রেকর্ডে ক্রিসমাস ক্যারল বাজছে, ভেসে আসছে তারও শব্দ।

টেড চাপা স্বরে বললো, 'মনে হচ্ছে আমরা সমস্যার জালে আটকে গেছি। এটা একটা ইমারজেন্সী ব্যাপার, কি বলিস তোরা?'

টেডকে ডান হাতে জাদুদণ্ডটা উঁচিয়ে ধরতে দেখে ভিক্টরি চেঁচিয়ে উঠলো, 'না টেড একদম না।'

একটা জোরালো ঘ্যা-আ-আ-চ ধরনের শব্দ কাঁপিয়ে দিল জায়গাটাকে, যদিও সেটা মাগলদের কানে পোঁছাল বলে মনে হলো না। বিরাট কাঁচের ধনুকাকৃতি দরজাটার তলা দিয়ে একটা বেগুনী রঙের বেশ বড় মাপের কিছু প্রবেশ করলো। আর সেই কিছুটা হলো, নাইট বাস। জেমস টেডকে জাদুদণ্ড তুলে ধরতে দেখে আন্দাজটা করেছিল। কিন্তু ওর জানা ছিল না এই বাস চিরাচরিত রাস্তার বাইরেও চলাফেরা করে। তিনতলা বাসটা বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে এদিক ওদিকে হাঁটতে থাকা মানুষকে পাশ কাটিয়ে সজোরে ব্রেক কষলো টেডের সামনে এসে। দরজাগুলো খুলে গেল এবং একজন বেঁটে খাটো বেগুনী ইউনিফর্ম পড়া লোক বেরিয়ে এলো।

'নাইট বাসে স্বাগতম,' লোকটা বললো কিছুটা বিরক্তি নিয়ে। 'আটকে পড়া উইচ এবং উইজার্ডদের জন্য বিশেষ পরিবহণ ব্যবস্থা। তোমরা জানো বোধহয় ? আমরা দাঁড়িয়ে আছি কিংস ক্রস স্টেশনের মাঝখানে। আশা করছি এক পা হেঁটে বাসে চড়তে সক্ষম হবে।'

'ইভিনিং, ফ্র্যাঙ্ক,' টেড ভিক্টরির ট্রাঙ্কটা এগিয়ে দিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছে এমন ভাবে বললো, 'আবার আমার পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে। সেই কুইডিচ খেলতে গিয়ে লেগেছিল। দরকারের সময়েই ব্যথাটা চাগাড় দেয়।'

'নিকুচি করেছে তোমার কুইডিচ খেলায় পাওয়া ব্যাথার,' ফ্র্যাঙ্ক বিড়বিড় করে বললো ট্রাঙ্ক গুলোকে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকাতে ঢোকাতে। 'এরপর কোনোদিন যদি আবার এই ব্যাথার অজুহাত দাও আমি এক গ্যালিয়ন জরিমানা ধার্য করে দেব অসভ্যতামির অভিযোগ জানিয়ে।

র‍্যালফ বাসটায় চড়তে অনীহা প্রকাশ করে বললো, 'তুমি যে বললে জায়গাটা কাছেই? ওই হেড কোয়ার্টার? তাহলে তো আমরা হেঁটেই চলে যেতে পারি?'

টেড ঝট করে উত্তর দিলো, 'এই ঠাণ্ডায়?'

ফ্র্যাঙ্ক বিকৃতস্বরে ফোড়ন কাটলো, 'তার ওপর আবার ওর পায়ে ব্যাথা, জানো না বুঝি?'

BanglaBook.org

র‍্যালফ আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লো। সবেমাত্র ওপরে উঠেছে দরজা গুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল।

কাছের একটা পিতলের হাতল পাকড়ে টেড বললো, 'প্যাঙ্ক্রাস আর সেন্ট চ্যাড এর মোড়ে যাবো আবনি।'

ড্রাইভার মাথা নেড়ে, মুখ বিকৃত করে স্টিয়ারিং হুইলটাকে এমনভাবে চেপে ধরলো যেন ওটার সাথে কুস্তি করবে। চাপ দিল অ্যাক্সেলেরেটরে। জেমস বলে দেওয়া সত্ত্বেও কিছু একটা আঁকড়ে ধরেনি। নাইট বাস সামনের দিকে এগিয়ে গেল রকেটের গতিতে, আর তার ধাক্কায় র‍্যালফ ছিটকে গেল পেছনের দিকে। গিয়ে পড়লো বাসের পেছন দিকে সিটের বদলে থাকা একটা পিতলের বিছানার ওপর।

'কী হলোটা কী?' ঘুমিয়ে থাকা এক উইজার্ড বালিসের থেকে মাথা তুলে জানতে চাইলো, 'গ্রসভেনর স্কোয়ার এসে গেল, এত তাড়াতাড়ি?'

বাসটা একদল যাত্রীকে পাশ কাটিয়ে একটা হাড় কাঁপানো হেয়ার পিন বাঁক ঘুরলো। যাত্রীরা ট্রেন নির্গমনের বোর্ড দেখছিলো। তারপর পুনরায় রকেটের গতিতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, আশেপাশের যাত্রীদের হাওয়ার ঝলকে নাড়িয়ে দিয়ে। সামনেই দেখা যাচ্ছে প্রবেশপথের কাঁচের ধনুকাকৃতি দরজাটা। জেমসের কেন জানি না মনে হলো ওই পথ দিয়ে বাসটা বের হতে পারবে না। পরক্ষণেই মনে পড়লো ওই পথেই বাসটা এসেছে। নিজেই নিজেকে আকঁড়ে ধরলো দুহাতে। সরু কোনো স্থান দিয়ে জল ভর্তি বেলুনের মত দুমড়ে মুচড়ে বাসটা দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এলো জনস্রোতে ভরা রাস্তায়, এগিয়ে যেতে থাকলো উদ্দাম গতিতে।

ব্যস্ত মানুষের জমায়েত ভর্তি একটা মোড় পার হওয়ার সময় টেড জেমসকে চিৎকার করে বললো, 'জানতে পেরেছি আজ রাতে ডিনারে রাজহাঁসের মাংসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ!' জেমস উত্তর দিলো। 'ক্রিচার আমাদের প্রথমবার বাড়ি ফেরার আনন্দ উদযাপন করার জন্য ফুল কোর্স ডিনারের বন্দোবস্ত করেছে।'

'ওই ব্যটা বিদঘুটে বদখত বাঁটকুলটাকে আমার সত্যিই ভালো লাগে!' টেড চেঁচিয়ে বললো। 'র‍্যালফের কি খবর?'

জেমস ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। র‍্যালফ ওই বিছানাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে ঘুমন্ত উইজার্ডটার সাথে। জোর গলায় জানান দিল, 'সব ঠিকঠাক আছে। স্যুভেনির হিসেবে দেয়া স্লিপিং ক্যাপটায় কেবল একটু বমি করেছি, আর কিছু না।।'

যেখানে সেন্ট চ্যাড স্ট্রীট মিলিত হয়েছে আরজাইল স্কোয়ারের সাথে, সেই জায়গাটায় এসে নাইটবাস একটা বিকট আওয়াজ করে ব্রেক কষলো। এই হঠাৎ থামায় ভেতরের যাত্রীরা আরো একবার বড় ধরনের ঝাঁকুনি সহ্য করলো। বিরাট মাপের বেগুনী বাসটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো। খুলে গেল দরজা গুলো। টেড, ভিক্টরি, জেমস আর র‍্যালফ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো, মনে হচ্ছিল ওরা যেন নেশাগ্রস্থ। ফ্র্যাঙ্ক টেডের দিকে রোষায়িত চোখে তাকিয়ে থাকলেও ওদের

BanglaBook.org

ট্রাঙ্কগুলো যত্ন করে রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়ে হ্যাপি ক্রিসমাস বলে বিদায় জানালো। দরজাগুলো বন্ধ হলো, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নাইটবাস আবার শুরু করলো তার দৌড়। একটা লরিকে পাস কাটিয়ে মাতালের মত এদিক ওদিক চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

টেড নিজের আর ভিক্টরির ট্রাঙ্ক দুটো দুহাতে ধরে টানতে টানতে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'যেমনটা আশা করেছিলাম একেবারে সেরকম সার্ভিস দিলো।' পথের দুপাশে একের পর এক জীর্ণ পুরাতন সব বাড়ি।

র‍্যালফ নিজের বিরাট ট্রাঙ্কটা টেনে আনতে আনতে হাঁফিয়ে গিয়ে বললো, 'বাড়িটার নম্বর কত?'

জেমস উত্তর দিলো, 'বারো নম্বর। এক্কেবারে এখানেই।' এতবার ও ওখানে এসেছে যে ভুলেই গিয়েছিল বেশির ভাগ মানুষের কাছে বাড়িটা দৃশ্যমান নয়। র‍্যালফ সিঁড়ির ধাপের কাছে থামলো, ওর ভুরুযুগল ক্রমান্বয়ে ওঠানামা করছিল।

জেমস ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, 'ওহো, ভুলেই গেছিলামরে র‍্যালফ। এখন তুই ওটা দেখতে না পেলেও ওটা এখানেই আছে। নাম্বার টুয়েলভ গ্রিমল্ড প্লেস, এখানেই আছে এগারো আর তেরো নম্বরের ঠিক মাঝখানে। এটা ছিল আমার ড্যাডের গডফাদার সিরিয়াস ব্ল্যাকের। যেটা উনি ড্যাডকে উইল করে দিয়ে যান। অর্ডার অফ দ্য ফিনিক্স এর হেড কোয়ার্টার হিসাবে এটা ব্যবহার করা হতো ভোল্ডেমর্টের সাথে লড়াইয়ের সময়। সেই সময়ের সব সেরা ভালো উইজার্ডদের গোপনীয়তা আর ডিসইলিউশনমেন্টের মন্ত্র দিয়ে দ্বারা এটাকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। এটা ছিল সব সেরা সিক্রেট প্লেস। সেইদিনটার আগে অবধি। যেদিন আমার আন্টিকে সাইড-অ্যালং অ্যাপারিশন মন্ত্রের সাহায্য নিয়ে, অনুসরণ করে এক ডেথ ইটার এটার সন্ধান পেয়ে যায়। যা-ই হোক, এখনো পর্যন্ত এটা ড্যাডের নামেই আছে। যদিও আমরা এখানে থাকি না-ই বলা যায়। ক্রিচার এটার দেখাশোনা করে আমাদের অবর্তমানে ।

'দ্যাখ তুই যে কী বললি তার অর্ধেকের বেশি আমার মাথায় ঢুকলো না,' র‍্যালফ বললো ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। 'মোদ্দা কথাটা হলো আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে। আমরা বাড়িটায় কখন ঢুকবো?'

জেমস নিচে নেমে এসে র‍্যালফের দিকে হাত বাড়ালো। র‍্যালফ ধরলো হাতটা, জেমস ওকে টেনে প্রথম ধাপে ওঠালো বারো নম্বরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। র‍্যালফ হোঁচট খেয়ে ঠিক মতো পা ফেলে ওপর দিকে তাকালো। চোখ বিস্ফোরিত হলো সাথেই ফুটে উঠলো একটা অবাক হওয়ার হাসি। জেমসের প্রথমবারের দেখার স্মৃতি নেই। কিন্তু অন্যদের মুখে শুনেছে কিভাবে প্রথমবার এখানে আসলে নম্বর বারো কিভাবে নিজেকে সামনে নিয়ে আসে। এগারো আর তেরোকে মানুষের মতো কাঁধ দিয়ে দুপাশে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ায়। র‍্যালফের অবাক হওয়া দেখে জেমসও হাসি সামলাতে পারলো না।

BanglaBook.org

র‍্যালফ বললো, 'একজন উইজার্ড হতে আমার ভালোই লাগবে।'

জেমস দরজাটা ঠেলে খুলতেই দেখা গেল একটা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ওর মা এদিকেই আসছেন। 'জেমস!', ওকে দেখেই দ্রুত এগিয়ে এলেন এবং দুহাতে জড়িয়ে ধরে প্রায় শূন্যে উঠিয়ে ধরলেন।

জেমস একই সাথে অপ্রস্তুত ও খুশি হয়ে বললো, 'মাম! এবার ছাড়ো, জামার পকেটে চকলেট ফ্রগগুলো মনে হচ্ছে গলে গেল।'

'চার মাস পর বাড়ি ফিরে এসে কি এতোই বড় হয়ে গেলি যে মামকে একটা চুমু পর্যন্ত খেলি না,' উনি মজার ছলে বললেন।

টেড দুঃখের ভাব ফুটিয়ে বললো, 'জানিস তো এটা কিরকম ব্যাপার। কখনো ওনারা তোর ছিঁড়ে যাওয়া জামা যত্ন করে সেলাই করে দেবেন আর পরক্ষণেই ঝাঁটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলবেন যাও গিয়ে বাথরুমের ড্রেনটা পরিষ্কার করো। বুঝতে পারি না বাবা কী যে মতিগতি?'

জেমসের মাম হেসে টেডকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। 'টেড তুই বোধহয় একটুও বদলাবি না। বেশি বকবক করা থামা। এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ । আর তোমাকেও ভিক্টরি। আরে দারুণ টুপিটা তো তোমার।' র‍্যালফ একটু সঙ্কুচিত হলো। যদিও ভিক্টরির কিছু বলার আগেই জেমসের মাম বলতে শুরু করলেন, 'আর তুমি নিশ্চিত করে র‍্যালফ। হ্যারি তোমার কথা বলেছিল। জেমসের চিঠিতেও তোমার উল্লেখ বাদ যায় না বলাই যায়। আমার নাম জিনি। শুনেছি তুমি নাকি জাদুদণ্ড ব্যবহারে একজন মাস্টার।'

ভিক্টরিকে কিছু বলার সুযোগ না দেওয়ার জন্য জেমস বলে উঠলো, 'মাম, ড্যাড কোথায়?'

'ও কাজের শেষে অ্যান্ড্রোমিডাকে নিয়ে ফিরবে। এসে যাবে জলদিই। বাকি সব কাল এসে যাবে।'

'জেমস!' দুটো বাচ্চার গলা একসাথে শোনা গেল সাথেই ভেসে এলো ছুটে আসার পায়ের আওয়াজ। 'টেড! ভিক্টরি!' লিলি আর অ্যালবাস ওদের মায়ের পাশ দিয়ে ছুটে এলো। 'আমাদের জন্য কী এনেছো?' অ্যালবাস জানতে চাইলো জেমসের সামনে দাঁড়িয়ে ।

'হগওয়ার্টসের স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজারডি থেকে সরাসরি,' জেমস উচ্ছ্বাস মিশিয়ে অ্যালবাসকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমি তোদের দুজনের জন্য নিয়ে এসেছি...আদরের এক আলিঙ্গন!' অ্যালবাস শরীরের সব জোর দিয়ে জেমসকে ঠেলে দিয়ে একই সাথে হাসি আর বিরক্তি মিশিয়ে বললো, 'এটা ঠিক না! আমি ট্রেনের বিক্রেতা মহিলার কাছ থেকে ড্রুবলস বেস্ট ব্লোয়িং গামস আনতে বলেছিলাম।'

টেড নিচু হয়ে লিলিকে জাপটে ধরলো। 'আমি তোর জন্য কিন্তু দারুণ কিছু নিয়ে এসেছি বুঝলি পুচকি।'

BanglaBook.org

'কী সেটা?' জানতে চাইলো, বিষণ্ণ মুখে।

'তারজন্য তো তোকে ক্রিসমাসের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। করতে পারবি নিশ্চয়? তোর মা তো সব ড্রাগন সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে তাই না?'

'টেড লুপিন!' জিনি ধমকে উঠলেন 'এই হতচ্ছাড়া, খবরদার ওর আশার বেলুনটাকে আর ফোলাতে হবে না। এবার বাদ দাও বকর বকর, সবাই চলো আমার সাথে। গোটা বিকেলটা ক্রিচার বেজমেন্টে থেকে তোদের জন্য কিসব চা টা বানিয়ে রেখেছে। তবে বেশি খেয়ে ফেলো না লোভে পড়ে। তাহলে রাতে ওরই বানানো রাজহাঁসের স্পেশ্যাল মেনু খাওয়ার জন্য পেটে জায়গা থাকবে না। আর সেটা দেখে ও বেচারা সারা সপ্তাহ কেঁদে বেড়াবে।'

হ্যারি আর সাথে টেডের গ্রান্ডমাম অ্যান্ড্রোমিডা টঙ্কস এসে গেলেন আধঘন্টা বাদেই। এর পরের সময়টা চিৎকার চেঁচামেচি হই হুল্লোড় খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব করে কাটলো। জানা গেল হ্যারি আর জিনি হগওয়ার্টসের ডিবেট শোনেননি, জেমস যদিও ভেবেছিল ওরা শুনেছেন। অ্যান্ড্রোমিডা অবশ্য শুনেছেন এবং টাবিথা করসিকা আর ওদের দলটার ওপর ওনার বেজায় রাগ। ভাগ্যক্রমে উনি জানেন না র‍্যালফও ওই দলের সদস্য ছিল। র‍্যালফ মনেমনে খুশিই হলো এটা জেনে যে উনি এই কথাটা জানেন না ।

টেড ডেজার্ট খাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বললো, 'চিন্তা করিস না। কেউ যদি কিছু বলেও দেয়, আমি ম্যানেজ করে দেব। জানিয়ে দেব তুই আসলে আমাদের আন্ডারকভার এজেন্ট হয়ে ওই দলে ঢুকেছিলি। উনি এই সব গুপ্তচরগিরি ভালোবাসেন। ওর স্বামী ওই কাজই করতেন।'

ক্রিচারের স্বভাব একফোঁটা বদলায়নি। এক হাত বুকের সাথে ঠেকিয়ে অন্য হাত প্রসারিত করে নিচু হয়ে বুলফ্রগের মতো গলগলে কণ্ঠস্বরে জেমসকে বললো, 'মাস্টার জেমস, ফিরে এলেন, স্কুলের প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা লাভ করে। ক্রিচার মাস্টারের ঘর সেভাবেই সাজিয়ে দিয়েছে যা উনি পছন্দ করেন। মাস্টার আর তার বন্ধুরা কি ওয়াটার ক্রেস স্যান্ডউইচ খেতে পছন্দ করবেন?'

ক্রিচার বরাবরের মতই বাড়িটাকে দারুণ ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। এমন কি ছুটির দিনে বাড়ি সাজানোর কাজটাও করেছে। যদিও ওর ভাবনা অনুসারে আনন্দ উৎসব পালনের পদ্ধতিটা একটু উদ্ভট রকমের যা হয়তো জেইনের পছন্দ হতো। এই বাড়ির দেওয়ালে আগেকার মালিকদের শুদ্ধ রক্তের দেখদারির নমুনাস্বরুপ বেশ কিছু হাউজ এলফের কাটা মুন্ডু টাঙ্গানো আছে। ক্রিচার সেগুলোর গলায় ঝুলিয়েছে ঘণ্টা, মাথায় পরিয়েছে সবুজ টুপি,সাথেই নকল সাদা দাড়িও লাগিয়ে দিয়েছে।

'ক্রিচার ওদের মন্ত্রপূত করে ওদের দিয়ে গান গাওয়াবে, এটা পারবে ও,' জেমস আর র‍্যালফকে কথাগুলো অনুনয় বিনয় করে বলেছে ক্রিচার। 'কিন্তু মিসাস এর মতে এটা একটু বাড়াবাড়ি ধরনের...উৎসবের পক্ষে। ক্রিচার এটা পছন্দ করে, তবুও মেনে

BanglaBook.org

নিচ্ছে।' চাইছিল ওই মাথাগুলোর গান গাওয়ানোর ব্যাপারটা হোক। জেমস ওকে বলেছে এটা একটা দারুণ আইডিয়া। ও মামের সাথে কথা বলবে এ ব্যাপারে। সত্যি বলতে জেমস মনে মনে দারুণ ভাবে চাইছে ওই মরা মুণ্ডুর গান শুনতে।

লিলি আর অ্যালবাস সমানে জেমস আর র‍্যালফের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ালো যাতে ওরা ওদেরকে জাদু স্কুলে শেখা কিছু কলাকৌশল দেখায়।

'কাম অন জেমস! অ্যালবাস দাবি জানালো, 'কিছু একটা শূন্যে ভাসিয়ে দেখা! লিলিকে ভাসা দেখি!'

লিলি চেঁচিয়ে উঠলো। 'একদম না। অ্যালবাসকে ভাসা! উড়িয়ে জানালার বাইরে ছেড়ে দে ওকে!'

'তোরা দুজনেই ভালো করে জানিস একবার স্কুল চত্বর আর ট্রেনের বাইরে বেরিয়ে এলে জাদুশক্তি ব্যবহার করা যায় না। তাতে ঝামেলা হতে পারে।' জেমস বললো।

'আরে হাঁদারাম আমাদের ড্যাড হেড অরোর। আমি নিশ্চিত তোকে কোনো ওয়ার্নিং পর্যন্ত দেওয়া হবে না।'

জেমস গম্ভীর ভাবে বললো, 'সেটা দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। তুই যখন বড় হবি তখন বুঝতে পারবি এর মানেটা কী।'

অ্যালবাস ও কথায় কান না দিয়ে বললো, 'আসলে তোর জানাই নেই তাই না, কী করে শূন্যে ভাসাতে হয়? জেমস কৌশলটা জানে না! কি বাজে উইজার্ডরে তুই। পটার পরিবারের একেবারে অযোগ্য। মাম এটা জানতে পারলে লজ্জায় মরে যাবেন।'

'তুই সেই দুষ্টু অ্যালবাস ব্ল্যাব্লাসই থেকে গেছিস ।'

'একদম ওটা বলে ডাকবি না আমাকে!'

'কোনটারে, দুষ্টু নাকি অ্যালবাস ব্ল্যাব্লাস?' জেমস হেসে বললো। 'এমা তুই জানিস না অ্যালবাস ব্ল্যাব্লাসই তো তোর আসল নাম? তোর বার্থ সারটিফিকেটেও ওটাই লেখা আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'অ্যালবাস-ব্ল্যাব্লাস!' লিলি সুর করে ডাকার সাথে সাথে নাচতে শুরু করলো অ্যালবাসকে ঘিরে ।

আর সহ্য করতে না পেরে অ্যালবাস জেমসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আরো খানিকক্ষণ পরে জেমস আর র‍্যালফকে দেখা গেল বেডরুমের দিকে যেতে। ওদের যাওয়ার পথে দেওয়ালের গায়ে একটা কালো পর্দা টাঙানো ছিল। যেটার পেছন থেকে নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছিল।

জেমস জানালো, 'মিসেস ব্ল্যাক বুড়ি। নচ্ছার পাজির পাঝাড়া। এটা ওনার বাবার বাড়ি ছিল। যখনই আমরা এখানে আসি উনিও এসে হাজির হয়ে যান। আর শুরু করেন বকরবকর। ড্যাড আর নেভিল অনেক চেষ্টা করেছে ওই ঝুলন্ত বাদুড়টাকে এখান থেকে হঠানোর কিন্তু পারা যায়নি। দেওয়ালের ওই অংশটা কেটে বাদ দেওয়ার

BanglaBook.org

কথাও ভাবা হয়েছিল। যদিও সেটাও করা সম্ভব হয়নি। কারণ এটাই বাড়িটার প্রধান দেওয়াল। ওটায় কিছু করতে গেলে ওপর তলা ভেঙে পড়ার চান্স আছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকলেও ক্রিচারের সাথে ওনার বেশ ভালো বনিবনা আছে। পুরোনো মালকিন বলে কথা। তাই ধরেই নিয়েছি এটা আমাদের পরিবারের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে।'

র‍্যালফ সাবধানে পর্দাটা সরিয়ে উঁকি মারলো। ওর ভুরু ফুলে উঠলো ওপরের দিকে। 'আরে...উনি টেলিভিশন দেখেন নাকি?'

জেমস কাঁধ ঝাঁকালো। 'কয়েক বছর আগে আমরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করি বুঝলি। নতুন একটা সোফা ঘরে ঢোকানোর জন্য ওই দরজাটা খোলা ছিল সেদিন। ওখান দিয়ে যে জানালাটা দেখা যায় ওটা দিয়ে তাকালে সামনের বাড়ির ভেতরের ঘরটা দেখা যায়। সেদিন ঘরটায় টিভি চলছিল। উনি সেটা দেখতে পেয়ে বকবকানি থমিয়ে দেন। অতএব একজন আর্টিস্ট ভাড়া করে আনা হয়, যিনি একটা টিভি ওনার ছবির মধ্যে এঁকে দেন। বুড়ি চ্যাটশো দেখতে ভালোবাসে। ওটা করার পর থেকে অসুবিধা অনেকটাই কমে গেছে বলতে পারিস।'

র‍্যালফ আস্তে করে পর্দাটা ছেড়ে দিল। একটা মানুষের গলা ভেসে এলো, 'ঠিক কখন বা কবে আপনি জানতে পারলেন আপনার কুকুরের ট্যুরেট সিনড্রোম আছে, মিসেস ড্রেকমন্ট?'

র‍্যালফের জন্য একটা আলাদা খাটের বন্দোবস্ত ক্রিচার করেই রেখেছে দেখা গেল। ট্রাঙ্কটা পায়ের কাছে রাখা আছে। সাথে একটা করে রিবন বাঁধা পাইনফল দুজনের বালিসে রাখা আছে। নিশ্চিত ভাবে ক্রিচারের বানানো ক্রিসমাস মিন্ট ওটা।

বিছানায় শুয়ে পড়ার পর ঘুমজড়ানো কণ্ঠে জেমস বললো, 'এটা ড্যাডের গডফাদারের ঘর ছিল।'

'দারুণ ব্যাপার,' র‍্যালফ বিড়বিড় করে বললো। 'ভালো মানুষ ছিলেন উনি? নাকি ওই ছবির বুড়িটার মতই পাজির পাঝাড়া ছিলেন?'

'ড্যাডের কথা মতো ওর দেখা অন্যতম একজন সেরা মানুষ। সময় পেলে তোকে একদিন ওর সম্বন্ধে বলবো। দশ বছর ধরে ওকে খোঁজা হয়েছিল একটা খুনের মামলায়।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর অন্ধকারে র‍্যালফের গলা শোনা গেল, 'তোরা জাদুকররা বেশ বিভ্রান্তিকর চরিত্রের মানুষ; সেটা জানিস কি?'

জেমস মুচকি হাসলো। আর কিছুটা সময় পর বোঝা গেল দুজনেই ঘুমের জগতে চলে গেছে।

BanglaBook.org

একাদশ অধ্যায়
তিনটি রেলিক

স্কুল থেকে ফিরে আসার পরের সাময়িক উত্তেজনা শেষে গ্রিমল্ড প্লেসে ক্রিসমাসের ছুটির দিন গুলো আর পাঁচটা দিনের মতোই কাটতে থাকলো। র‍্যালফের সাথে সবার পরিচয় করে দেওয়ার পর আর একজন পারিবারিক সদস্যর মতোই ও মেতে গিয়েছে বাকিদের মতোই আনন্দের জোয়ারে। ক্রিসমাসের আগের বুধবারে হুগো আর রোজ কে নিয়ে আঙ্কল রন ও হারমাইওনি আন্টি এসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই হাজির হলেন ভিক্টরির বাবা মা আঙ্কল বিল আর ফ্লেউর আন্টি। জেমস এই মানুষ গুলোকে খুবই পছন্দ করে। এই বাড়ীতে থাকার জায়গা তুলনামূলকভাবে কম হলেও জেমসের ভালোই লাগছিল সবার এই একত্র হওয়াটা।

থার্ড ফ্লোরের বেড রুমে যাওয়ার সময় নিজের আর হারমাইওনির লাগেজ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রন বললো, 'এক দিক থেকে ভালোই হয়েছে যে মাম আর ড্যাড চার্লির কাছে গিয়েছে। জায়গাটা যে এতো ছোট এটা ছোটবেলায় বুঝতে পারিনি।'

হারমাইওনি আদরের ছলে কনুইয়ের খোঁচা মেরে ব্যঙ্গ করে বললো, 'রন, আসলে তোমার আয়তনটা অনেক বেড়ে গেছে। আর সেটার জন্য তোমার নালিশ করা ভালো দেখায় না।'

BanglaBook.org

'আমি মোটেই নালিশ করছি না। তাও তো একটা ঘর পেলাম। পার্সি যদি আসতো, ওকে বোধ হয় ক্রিচারের সাথেই শুতে হতো।'

জেমস, র‍্যালফ এবং অন্যান্য ভাই বোনেরা একসাথে হই হট্ট গোল করে সময় ভালোই কাটাচ্ছিল মাঝে মধ্যে আঙ্কল রনের সাথে ম্যাজিক্যাল দাবার আসরও বসছিল। কখনো ওরা দল বেঁধে ঘুরতে বেড়াচ্ছিল রাস্তায়। আবার কখনো জিনি বা হারমাইওনির সাথে যাচ্ছিলো মার্কেটে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা সারতে। আঙ্কল বিল আর ফ্লেউর আন্টি র‍্যালফ আর জেমস এর সাহায্য নিয়ে ঘরে ঢোকালেন একটা ঝাঁকড়া ক্রিসমাস ট্রি। যেটা হল ঘরের দুই তৃতীয়াংশ জায়গা দখল করে নিলো।

'আমার এটা করার একটুও ইচ্ছে নেই,' বিল বললেন, নিজের জাদু দণ্ডটা বের করে। গাছের দিকে তাক করে বললেন, 'রিডিউসিও!'

গাছটা তিনভাগের একভাগ মাপে ছোট হয়ে গেল। ডাল বা পাতার ঘনত্ব সেই অনুসারে না কমায় ওটাকে এখন গাছের বদলে একটা ঝোপ বলে মনে হচ্ছে। ক্রিসমাস ইভের পুরো সকালটা জেমস, র‍্যালফ, রোজ আর ভিক্টরি পপকর্ণের মালা বানালো, গাছটাকে সাজালো এবং উপহারগুলো রঙিন কাগজে মুড়ে ফেললো। ওই দিন রাতে হারমাইওনি বাড়ির সবাইকে একত্র করে ক্রিসমাস ক্যারল শেখানোর ঘোষণা করলো। রন বা হ্যারির এটা মোটেই পছন্দ হলো না।

'হারমাইওনি আমাদের বাদ দিলে ভালো হয়,' হ্যারি ফায়ারপ্লেসের কাছে রাখা একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন। 'আজ সারা দিন আমাদের খুব খাটনি গেছে।'

'ঠিক বলেছিস,' রন সায় দিলেন, 'সবে ছুটির শুরু। আর একটুও গা এলানোর সুযোগ পেলাম না। এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'রোনাল্ড উইজলি, আপনি চাইলে আপনার কোট আর টুপির ওপর বসতে পারেন,' হারমাইওনি জিনিস দুটো রনের কলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললেন। 'সারা বছরে কোনো মতে আমরা একবার সুযোগ পাই পরিবারের সকলের সাথে একত্র হওয়ার। তাও ভাগ্য ভালো থাকলে। আর আমি কোনো সুযোগই দেব না শুধুমাত্র বসে থাকতে এই অজুহাতে যে তোমরা আজ বাড়িতে আছো। তাছাড়াও,' এ টু ছদ্ম গাম্ভীর্য এনে বললেন, 'আসার সময় বলেছিলে তোমার নাকি ক্যারল গাওয়াটাকে হাস্যকর মনে হয়।'

'ওটা যখন বলেছি তখন বুঝতে পারিনি তুমি সিরিয়াস মুডে ছিলে,' রন বিড়বিড় করে বললেন, উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

'তোমাকেও উঠতে হবে,' জিনি হেসে হ্যারির হাত ধরে টেনে চেয়ার থেকে ওঠালেন। 'তুমি চাইলে ক্রিসমাসের গোটা দিনটা শুয়ে থাকতে পারো। কিন্তু আজ রাতে আমরা কিছু মজা করবো, চাও বা না চাও তাতে যোগদান করতেই হবে।'

হ্যারি গুঙিয়ে উঠে জিনির কাছে ভালোছেলের মতো কোটটা পরে নিলেন। জিনি ইয়ারকির ছলে হ্যারির পেটে এক গুঁতো মারলেন। হ্যারি হেসে উঠে জিনির স্কার্ফটা

BanglaBook.org

ধরে টেনে দিলেন। রন আর হ্যারির মধ্যে বিষয়টা নিয়ে বিরক্তি দেখা গেলেও বিল এ ব্যাপারে একপায়ে খাড়া হয়ে আছেন। শুরু করে দিয়েছেন বুকে হাত রেখে দরজা থেকে হলে আসার পথটার কাছে দাঁড়িয়ে গলা সাধা। ফ্লেউর ওনার মেয়ের মতো সাজগোজ করে অনুরাগের দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন নিজের কর্তার দিকে। ওরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। জেমস শুনতে পেল আঙ্কল রন চাপা গলায় ড্যাডকে বলছেন, 'আমি বাজি ধরতে পারি ও যতটা বউকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করছে ততটাই আমাদের ফাঁদে ফেলার ধান্দা করছে।'

রাতটা এতোটাই নিখুঁত রকমের ক্রিসমাসের আবহাওয়া যুক্ত হয়ে উঠলো যে জেমসের মনে হচ্ছিল মাম আর হারমাইওনি আন্টি নিশ্চিত কিছু ম্যাজিক করেছেন। শুরু হয়েছে তুষার পাত। সাদা বরফে ঢেকে যাচ্ছে রাস্তাঘাট বাড়ি দেওয়াল সহ আশেপাশের সব কিছু। হারমাইওনি সবাইকে গান লেখা কাগজ দিয়ে দিয়েছেন। ওদেরকে দাঁড় করিয়েছেন সারিবদ্ধ ভাবে ছোট থেকে বড় উচ্চতা অনুসারে। রন হ্যারিকে বললেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে মা যদিও এখানে নেই তবু হারমাইওনি কোনো ভাবে ওনার সত্ত্বাটাকে নিজে মধ্যে নিয়ে নিয়েছে।' গানের অভ্যাস চলার সময় হারমাইওনি বিরক্ত হচ্ছিলেন টেডের ওপর। কারণ ও বিভিন্ন রকম নিজস্ব সুরে ক্যারলটা গাইছিল। যেটা শুনে অ্যালবাস আর হুগো ভালোই মজা পাচ্ছিলো। অবশেষ একসময় সকলের পারফরমেন্সে খুশি হয়ে হারমাইওনি দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো গ্রিমল্ড প্লেসের রাস্তায়। একের পর এক বাড়ির ডোরবেল বাজিয়ে চালতে থাকলো সমবেত ক্যারল সঙ্গীত। বেশির ভাগ মাগল বাসিন্দারা যারা দরজা খুলেছিল ব্যাপার স্যাপার দেখে অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

কেবল মাত্র এক বড়সড় হিয়ারিং এইড পড়া বুড়ো দরজা খুলে চিৎকার করে জানিয়ে দিলো হরটেন্স হোম ফর ফেরাল ফেলাইনশ ছাড়া সে আর কোনো চ্যারিটিতে টাকা দেয় না । তারপর ধ্রাম করে মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দিলো।

টেড এই সুযোগে বললো, 'ম্যকগোনাগল ম্যামের উচিত একে একটা ক্রিসমাস কার্ড দেওয়া ।'

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই জেমস র‍্যালফের দিকে হাত নেড়ে বললো, 'অ্যানিমাগাস। আমি তোকে পরে বুঝিয়ে বলবো।'

ক্রিসমাসের সকালটা শুরু হলো ঝকঝকে সূর্যের আলো সহ। তুষার জমে থাকা জানালা গুলো ভেদ করে একটা আবছা মায়াময় আলো ঢুকছিল ঘরে। ব্রেকফাস্ট করতে যাওয়ার সময় সিঁড়িতে রোজ আর অ্যালবাসের সাথে দেখা হলো জেমস আর র‍্যালফের।

'চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই,' রোজ বললো। 'মম্ বলেছে কেউ যদি ব্রেকফাস্ট করার আগে উপহার খুলে দেখার চেষ্টা করে, তার ওপর উনি ক্রুসিও মন্ত্র ছুঁড়ে দেবেন।'

BanglaBook.org

জেমস চোখ মেরে বললো, 'হারমাইওনি আন্টি এটা বলেছেন?'

অ্যালবাস উত্তর দিলো, 'না মানে ঠিক ওই কথাটা বলেননি। তবে আঙ্কল জর্জের জেড-রে স্পেশ্যাল চশমাটা পড়ে কী উপহার মোড়ানো আছে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি আর উনি খুব রেগে গেছেন। একেবারে ডিমেন্টরের মতো দেখাচ্ছিল ওনাকে। সাঙ্ঘাতিক যাকে বলে!'

'আঙ্কল জর্জ এসে গেছেন নাকি? ও দারুণ!' জেমস প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্না ঘরের দিকে ছুটলো।

অ্যালবাস বিরক্তি মেশানো স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, তবে উনি সাথে করে ক্যাটি বেলকে নিয়ে এসেছেন। আসলে অ্যালবাস ক্যাটি বেলকে যত না অপছন্দ করে তার চেয়ে বেশি অপছন্দের বিষয় জর্জ উইজলি বিবাহিত জীবনে পা বাড়াবে এই ভাবনাটা।

পুরোনো রান্নাঘরটার কাছে যেতেই জেমস আর র‍্যালফের কানে এলো জর্জের গলা, 'আরে ওই পাবলিসিটি করার পর ট্রিপল ডাবলু'র দুটো নতুন ঠিকানা বেড়েছে। সাথে এটাই এখন উইজার্ডিং জগতের একেবারে এক নম্বরে থাকা জোক শপ। সেটা তো বোধ হয় জানো না। আরে ওই বিতর্ক সভার মতো একটা জায়গায় নিজের প্রচার করার সুযোগ ছাড়া যায় নাকি। যেটা আবার বড়সড় ভাবে ব্রডকাস্ট হচ্ছিল। যেন তেন ভাবে জনগণের কাছে পৌঁছানোটাই আসল কথা।'

লম্বা বাদামী চুলের অধিকারিনী সুন্দরী ক্যাটি বেল চায়ের কাপ হাতে বললেন, 'আশা করি তুমি শুনেছো মাইরন ম্যাড্রিগ্যাল ওয়্যারলেসে ব্যাপারটার নিয়ে কী বলেছে।'

টেড কাশলো, তারপর অতি কৌতূহলীর মতো জানতে চাইলো। 'কি বলেছেন উনি?'

'বলেছে "অতি জঘন্য ধরনের নিচুমানের ভাবনাচিন্তার ফসল ওটা",' জর্জ বললেন গর্বের সাথে, নিজের জুসের গ্লাসটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

নিজের গ্লাসটা জর্জের গ্লাসের সাথে ঠেকিয়ে টেড মুচকি হেসে বললো, 'বাহ, বেশ ভালো! বেশ ভালো!'

'আরে জেমস, এসে গেছিস তাহলে, খুব ভালো! আয় এখানে বস,' নিজের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে পাশের চেয়ারটায় চাপড় মেরে। 'তারপর বল ওই বুড়ি নিয়ম রক্ষাকারিনী কেমন কাজ কর্ম করছেন?'

'দারুণ, কিচ্ছু বলার নেই ও নিয়ে,' জেমস বললো, চেয়ারে বসে তুলে নিলো একটা টোস্ট। 'জর্জ এ আমার বন্ধু, র‍্যালফ।'

'হুম, আমরা তো ওর ব্যাপারে সবাই জানি, তাই না?' জর্জ বললেন র‍্যালফের দিকে ঝুঁকে নিজের নাকে হাত ছুঁইয়ে। 'আমাদের দলের লোক বিপক্ষ শিবিরে, ঠিক তো?' স্লিদারিন যুদ্ধ মেশিনের সাথে গোপনে মিশে থাকা গুপ্তচর। যে ভাবে সুযোগ মিলবে সেভাবে ওদের হকচকিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি ।'

BanglaBook.org

র‍্যালফ টেডের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো ।

টেড বললো, 'আমি কিছুই বলিনি। শুধু জানিয়েছিলাম তুই টিম বিতে ছিলি, আমাদের সারপ্রাইজ প্যাকেজটা ওখানে প্রদর্শনের আগে অবধি। বাকিটা জর্জ নিজেই বুঝে নিয়েছে তোকে এখানে দেখে।'

র‍্যালফ কাঁচুমাচু ভাবে বললো, 'কিন্তু সব কিছু যে ঠিক তা নয় সেটা তুমি জানো। আমি একটা ছোট ছেলে।'

জর্জ গম্ভীর ভাবে বললেন, 'র‍্যালফি, একটা ছোট ছেলে কী করতে পারে বা না পরে তার কোনো ধারণাই তোমার নেই।'

ক্যাটি সম্মতি সূচক কণ্ঠে বললেন, 'এক্কেবারে ঠিক কথা। জর্জ আর ওর ভাই ফ্রেড আম্রিজ দ্য টেরিবলের জমানায় হগওয়ার্টসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণ্ডগোলটা পাকিয়েছিল ভুলে গেলে চলবে না।'

'আরে বাবা আমি তো বললামই যেন তেন প্রকারে জনগণের নজরে নিজেদের নিয়ে আসতে হবেই।'

ক্যাটি হেসে বললেন, 'তার সাথে খানিকটা প্রতিশোধের ফোড়ন মিশিয়েও দিতে হবে।'

'আরে বাপরে, তোমার সাহস হলো কী করে এরকম একটা ভাবনার কথা বলার?'

র‍্যালফ আর জেমস একে অপরের দিকে তাকালো।

জেমস, র‍্যালফ, টেড আর জর্জ বেকফাস্ট টেবিলে বসেই গল্প গুজব চালতে থাকলো। কিছুক্ষনের মধ্যেই বাড়ির বাকী ছোট সদস্যরা ওদের টেনে নিয়ে গেল সেখানে, যেখানে আপাতত বাড়ির সবাই হাজির উ হারের মোড়ক খোলার জন্য।

'কি কেমন মজা হলো?' জর্জ বললেন, অ্যালবাস ওনাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল যখন। 'মাঝরাতে উপহার গুলো খুলে দেখে নাও তারপর আবার যেমন ছিল তেমন ভাবেই রেখে দাও রিপেরো মন্ত্র ব্যবহার করে।'

অ্যালবাস জবাব দিলো, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম। জেমসের জাদুদণ্ডটা নিয়ে এসে বিস্কুটের বাক্সের ওপর ওটা প্রয়োগ করতে। হলোই না! মাঝখান থেকে সব ঘেঁটে ঘ হয়ে গেল। মাম যে আমায় মারেনি এটা আমার ভাগ্য।'

জেমস কথাটা শুনতে পেয়ে ধেয়ে এলো, 'তুই আমার জাদুদণ্ড নিয়ে এসেছিস না বলে। মাম মারেনি তো কি হয়েছে আমি দিচ্ছি! দে ফেরত দে ওটা!'

অ্যালবাস জিভ ভেঙ্গিয়ে পালালো, পিছু নিলো জেমস।

এরপর চিৎকার চেঁচামেচি, মোড়কের কাগজ খোলা ও ছেঁড়ার শব্দ জেমসকে ভাবাতে বাধ্য করলো যে, গ্রিমল্ড প্লেসের এই পারিবারিক ক্রিসমাস পালনের সাথে জেইনের বলা স্টেটসে ওদের ক্রিসমাস পালনের অমিল আদপেই আছে কি। এও তো সেই হিঙ্কি পাঙ্কের মতই ব্যাপার স্যাপার। অল্প বয়েসী উইজলি আর পটাররা উচ্ছ্বাসের সাথে নিজেদের উপহার খুলে নিয়ে ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর

BanglaBook.org

পরিবেশটা একটু শান্ত হলো। হ্যারি জিনিকে একটা অদ্ভুত রকমের হাড়ি উপহার দিয়েছেন, যেটা হাতে নিয়ে জিনি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

'এটা একটা কনজ্যুর পট,' একটু থতমত ভাবে হ্যারি বললেন। 'এটা ঝট করে ডিনার বানিয়ে দেয়। রোজ সকালে তোমার কাপ বোর্ডে যা কিছু মশলা এবং সব্জি পড়ে থাকবে ওর মধ্যে দিয়ে দেবে। কী দিলে সেটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই। এই জাদু পাত্র ওই সব জিনিস থেকে সেরা ডিশ বানিয়ে রেখে দেবে দিনের বেলায়। রাতে যখন আমরা বাড়ি ফিরবো, কিচ্ছু করার দরকার পড়বে না। একেবারে সারপ্রাইজ ডিশ তৈরি থাকবে। যে সমস্ত মায়েরা দিনে কাজে ব্যস্ত থাকেন তাদের জন্য আদর্শ জিনিস।'

'এ কথাগুলোই লেখা ছিল ট্রিস্টান অ্যান্ড টাপার ওয়ারথ এর বিজ্ঞাপনে,' রন মুচকি হেসে মন্তব্য করলো। হ্যারি ওর মাথার পেছনে এক চাঁটি মারলো।

ফ্লেউর নাক কুঁচকে বললেন, 'আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানে স্বামীর স্ত্রীর জন্য রান্নার বাসন কিনে আনাটা অসম্মানজনক।'

'আর তার আসল কারণ তোমাদের ওই জায়গাটাই ওরকম। কারণ ওখানে পুরুষদেরই রান্নার কাজকর্মটা করতে হয়,' বিল উত্তর দিলেন মোলায়েম স্বরে।

'বলছিলাম কি, ওই গিফট প্যাকেটটা খোলো তো এবার,' হ্যারি বললেন একটু বিরক্তির সাথে।

জিনির জন্য আনা এই প্যাকেটটার ভেতরে ছিল এক জোড়া মার-পার্ল এর কানের দুল। যেটা দেখে জিনির মুখের ভাবটাই বদলে গেল অকল্পনীয় আনন্দের উচ্ছ্বাসে।

'হ্যারি! এতো দামী একটা জিনিস তুমি কিনলে কি করে? মার-পার্ল! আমি তো ভাবতেই পারছি না!' চোখটা ছল ছল করে উঠলো জিনির।

হ্যারি হেসে বললেন, 'এবার পড়ে দ্যাখো। যদি ওটা পড়ার পর তোমার মন শিহরিত হয়, তাহলে ওটা নকল। লেপ্রেচন-পার্ল। ওই কনজ্যুর পটটা কেনার কারণে গিফট পেয়েছি।'

'আমার কোনো অনুভূতি হলো না,' জিনি হেসে হ্যারিকে একটা চুম্বন করলেন।

রন হারমাইওনিকে দিলেন ছোট্ট কিন্তু দারুণ দামী একটা পারফিউমের শিশি। নাম হুইমসিজ এঞ্চ্যান্টমেন্ট। হারমাইওনি খুবই খুশি হলেন ওটা পেয়ে। জিনি আর হারমাইওনি হ্যারি আর রনকে দিলেন কুইডিচ ওয়ার্ল্ড কাপের টিকিট। যা ওরা নিজেরা গিয়ে কিনে এনেছিলেন।

'আমরা জানি তোমরা দুজনেই গত কয়েকবছর ধরে এটা দেখার ভাবনা চিন্তা করছিলে,' হারমাইওনি বললেন। রন আর হ্যারি একে অপরকে অভিনন্দন জানালেন। 'কিন্তু আগে ভাগে টিকিট কেনার কথাটা কখনোই তোমরা ভাবোনি। ওখানে মোট আটটা টিকিট আছে। চাইলে পুচকে গুলোকে নিয়ে যেতে পারো। ওদের ভালোই লাগবে ব্যাপারটা। তোমাদের স্ত্রীদেরও ভালো লাগবে যদি নিয়ে যাও। সেটা

BanglaBook.org

তোমাদের ইচ্ছে নির্ভর। যা খুশি করতে পারো, আমাদের তরফে কোনো চাপ নেই।'

কথাগুলো কতটা রন বা হ্যারির কানে গেল সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে কারণ ওরা তখন মেতে উঠেছেন কাপে কিরকম দল খেলবে সে নিয়ে আলোচনায় ।

জেমস নিজের উপহারের মোড়কটা খুলে দারুণ অবাক হলো, একটা নতুন ব্রুমস্টিক।

'ওয়াও,' একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললো। 'থান্ডারস্ট্রীক! মাম, ড্যাড তোমরা আমার জন্য থান্ডারস্ট্রীক কিনে এনেছো?'

'হ্যাঁ রে,' হ্যারি ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি জানি তুই ব্রুম নিয়ে উড়তে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছিস। আমি জেইনের সাথে কথা বলে জেনেছি যে তুই ইদানীং ভালোই উড়তে শিখে গেছিস। আমার মনে হলো তোর নিজের একটা ঝাড়ু থাকা দরকার। স্কুলের গুলো খুবই পুরোনো। ধীর গতির, ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণের উপযোগি নয়। এটা ব্যবহার করলেই তুই ফারাকটা বুঝতে পারবি।'

'অবশ্য যদি তুই ওটা ব্যবহার করতে না চাস,' জর্জ জানালেন,' তুই টেডের সাথে কথা বলে দেখতে পারিস। ওর নিম্বাস ঝাড়ুটাতো ফ্লবারওয়ার্ম মতোই স্লো। যদিও ওটার একটা অ্যান্টিক ভ্যালু আছে।'

টেড একটা কাগজ পাকিয়ে সোজা জর্জের মুখে ছুঁড়ে মারলো ।

জেমসের র‍্যালফের জন্য খারাপ লাগছিল। ছুটির দিনে ব্যবসার কাজে ট্যুরে যেতে হবে এই খবরের পর ওর বাবার দিক থেকে আর কোনো খবরই আসেনি। র‍্যালফ এই ভাবনায় পাত্তা না দেওয়া ভঙ্গি করে বলেছে ওর ড্যাড সম্ভবত উপ হারটা স্কুলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা দুই বন্ধুই অবাক হয়ে গেল যখন জিনি একটা ছোট্ট প্যাকেট র‍্যালফের হাতে তুলে দিলেন।

'এটা তেমন বড় কিছু নয়, তবু আমাদের মনে হয় এটা তোমার কাজে লাগবে,' জিনি হেসে বললেন।

র‍্যালফ মোড়কটা খুললো। একটা অতি পুরোনো পাতার কোনা দুমড়ে যাওয়া জীর্ণ বই। মলাটের ওপরের লেখাগুলো সময়ের সাথে সাথে ঝাপসা হয়ে গেছে। নাম অ্যাডভ্যান্সড পোশন-মেকিং।

'এটা একজন নামজাদা স্লিদারিনের সম্পত্তি ছিল। আশা রাখছি তুমিও একদিন সেরকম হবে,' হ্যারি বললেন শান্ত আবেগমাখা কন্ঠে। 'আমি ভেবেছিলাম ওটা হারিয়ে গেছে। হঠাৎ কয়েক সপ্তাহ আগে ওটা খুঁজে পাই। তুমি এখানে আসার আগে পর্যন্ত ভেবে পাচ্ছিলাম না ওটা নিয়ে কী করবো। তারপর মনে হলো এটা তোমার কাছেই থাকা উচিত। প্রফেসর স্লাগহর্নকে বইটা দেখিয়ো না। ওটা কে সহায়ক বই হিসাবে ব্যবহার কোরো।'

র‍্যালফ সাবধানে বইটার পাতা উল্টিয়ে দেখলো। মার্জিনের ফাঁকা অংশ গুলো হাতে লেখা তথ্য আঁকাতে ভর্তি। 'এসব নোট কে করেছেন?'

BanglaBook.org

হ্যারি উত্তর দিলেন, 'সেটা কোনো বিশেষ ব্যাপার নয় জানার জন্য। তুমি ওনাকে চেনো না। বইটার যত্ন নিও, এবং অতি সাবধানে ভেবে চিনতে ওটার তথ্য ব্যবহার কোরো। কিছু কিছু জায়গায় লেখা একেবারেই ঝাপসা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও একজন ভালো স্লিদারিন সদস্যর কাছেই ওটা যাচ্ছে বলেই আমার ধারণা: হ্যাপি ক্রিসমাস র‍্যালফ।'

র‍্যালফ হ্যারি আর জিনিকে ধন্যবাদ জানালো। ও ভালোমতই চমকে গেছে ওকে আর বইটাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে। এটা বুঝতে পেরেছে বইটা যতটা রহস্যময় ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। জিনির কাছে থেকে একটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে তাতে জড়িয়ে বইটাকে নিজের ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখলো।

নেভিল আর লুনা লাভগুড বিকেলবেলায় এসে গেলেন। তা দেখে জেমসের খুশির মাত্রা বেড়ে গেল। বেশ কয়েকমাস ধরে ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে। যদিও জেমস শুনেছে ওর মাম অ্যান্ড্রোমিডা টঙ্কসকে বলছেন যে এর পরিণতি কিছুই হবে না। জেমস জানে না ওর মাম কিভাবে এটা ধারণা করলেন, কারণ ও এই ব্যাপারে মামের সাথে একমত। নেভিল আর লুনাকে স্বামীস্ত্রীর বদলে ভাইবোন বলেই মনে হয় জেমসের।

ডিনারের পর, রনের মা ফায়ারপ্লেসের পথ ধরে সকলকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য উপস্থিত হলেন।

জানালেন 'আমরা চার্লির সাথে এখানে দারুণ আনন্দ মাখানো একটা সময় কাটাচ্ছি। প্রাগ শহরটা অসাধারণ। এই যে ছেলেরা শোন, তোরা একটু তোদের বাবার সাথে কথা বলিস তো। এখান কার মাগল নির্মিত বাড়ি ঘড় স্থাপত্য দেখে উনি একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন। আর কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকবেন বলে মন স্থির করেছেন। মন্ত্রণালয়ের কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর ওর মতিগতি বোঝাই দায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছেলে মেয়ে থাকাটা মোটেই ভালো নয়। এর পর কিভাবে যে আমার নাতি পুতিদের সাথে যোগাযোগ রাখবো রে বাবা?'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য হারমাইওনি জানতে চাইলো, 'চার্লি, ক্লেয়ার আর ওদের ছেলেরা কেমন আছে?'

'ভালোই আছে। যদিও চার্লি মাঝে মাঝেই পুঁচকে হ্যারল্ড আর জুলসকে নিজের কাজের জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। বোঝেও না ওই সব ভয়ানক প্রাণীগুলোকে দেখে বাচ্চাগুলো দুঃস্বপ্ন দেখবে।'

জেমস ওর কাজিন হ্যারল্ড আর জুলসের সাথে বেশ কয়েকবার কথাবার্তা বলেছে। আর তার থকে ওর ধারণা হয়েছে যে ড্রাগন দেখে ওরা যতটা না দুঃস্বপ্ন দেখবে ওদের দুষ্টুমির চোটে উলটে ড্রাগনগুলোই সেটা দেখবে।

ওই দিন রাত বেশ খানিকটা বাড়তেই বাড়ির অনেকেই শুতে চলে গেল। জেমস আর র‍্যালফকে দেখা গেল লুনা লাভগুডের সাথে বসে আছে ফায়ারপ্লেসের কাছে।

উনি ওদের শোনাচ্ছেন ওনার সর্বশেষ অভিযানের গল্প। হাইল্যান্ড পাহাড়ে গিয়েছিলেন উমগুবুলার স্ল্যাস কিল্টারের খোঁজে।

'ইতিবাচক কোনো প্রমাণ পাইনি,' উনি বললেন, 'কিন্তু ওদের বিচরণের ক্ষেত্রের একটা বিরাট এলাকা খুঁজে পেয়েছি। ওদের খাদ্য তালিকায় ব্লাস্টার ওয়ারম্পস এবং ফিগলস থাকে, ফলে খুব সহজেই ওদের মলের গন্ধ থেকে ওদের চলার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। গন্ধটা পিপারমিন্ট ধরনের। মোটেই খারাপ না।'

'আন গ্লবুলাস...স্ল্যাস কিলার্স?' র‍্যালফ বলার চেষ্টা করলো।

'কাছাকাছি হয়েছে,' লুনা নম্রভাবে বললেন। 'ওরা একধরনের ওড়ার শক্তিহীন শিকারী পাখি। যাদের সাথে দূরবর্তী সম্পর্ক আছে হিপোগ্রিফ আর অক্টোগেটর দের। আমি ওদের পথ চলা অনুসরণ করে ওদের মলের নমুনা নিয়ে এসেছি। গন্ধটা শুঁকে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?'

'লুনা,' জেমস বললো, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আর গলার স্বর যতটা সম্ভব নিচু করে, 'আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? আমার মনে হয় না আর কেউ এটার ব্যাপারে জানে!'

'আর কেউ যে ব্যাপারে জানে না, আমি সেই সব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলতে পারো,' লুনা বললেন।

'না মানে, আমি চাই যে এটা গোপন থাকুক।'

'ওহ,' লুনা বললেন মুখটাকে সামান্য গম্ভীর করে। জেমস চুপ করে থাকলো, লুনা সেটা লক্ষ্য না করে মৃদু হাসলেন। জেমস ভেবে দেখলো লুনার সাথে কথা বলার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, বলেই ফেলি।

'এটা স্ল্যাস কিল্টার বা র‍্যাক্সপ্রাউট বা ওই ধরনের কিছুর ব্যাপার নয়। সত্যি বলতে কি এটা আপনার ড্যাডের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত একটা বিষয়। কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আপনিও এর উত্তর জানেন। আচ্ছা আপনি...অ্যাস্ট্রামাডুক্স আর মারলিন অ্যাম্ব্রোসিয়াসের বিষয়ে কী জানেন?'

জেমসের দেখা একমাত্র মানুষ হলো লুনা যিনি কখনও কোনো কিছুতেই চমকে যান না। তিনি আগুনের দিকে দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ তা ঠিকই বলেছ এটা আমার আওতার ব্যাপার নয়। আমার ড্যাডের সারা জীবনের একটা হবি। অ্যাস্ট্রামাডুক্স ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ যিনি মারলিনাসের জীবনের শেষ দিনগুলো এবং প্রতিশ্রুত প্রত্যাবর্তনের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একটা এমন বিষয় যা নিয়ে কয়েক শতক ধরে প্রচুর প্রচুর জল্পনা কল্পনা হয়ে চলেছে, জানো আশা করি।'

'হ্যাঁ,' জেমস উত্তর দিলো, 'জানি। আমরা ওনার বিষয়ে এবং ঐ প্রতিশ্রুত প্রত্যাবর্তনের বিষয়েও পড়েছি। আমরা অবাক হচ্ছি এটা ভেবে ওই ব্যাপারটা আদতেই কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে কিভাবে?'

লুনাকে একটু চিন্তিত দেখালো, 'হুম, আমার বাবা এখানে উপস্থিত থাকলেই ভালো হতো। এ বিষয়ে উনি দিনের পর দিন কথা বলে যেতে পারেন। বেলফাস্টে

BanglaBook.org

অল্টারনেটিভ ম্যাজিক্যাল পাবলিশার্সদের এক সমাবেশে এটা উনি একবার বলেছেন। যদি আমার ভুল না হয় বক্তৃতার বিষয় ছিল মারলিনাস ষড়যন্ত্রের প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তত্ত্বগত খামতি। সাড়ে তিন দিন ধরে টানা বলে গিয়েছিলেন, তারপর মঞ্চের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েন। আমার তো মনে হয় উনি আরো আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কেউ সেটা বুঝতেও পারেনি। উনি একজন সাঙ্ঘাতিক রকমের ঘুমের মধ্যে কথা বলা মানুষ। নাইটগাউন পরা অবস্থাতেই উনি বেশিরভাগ বক্তৃতাগুলো দিয়েছেন। বেশির ভাগ মানুষ এটাকে পাগলামো ভাবলেও আমার মতে এটা একধরনের মাল্টি টাস্কিং,' বাবার প্রতি ভালোবাসার ছোঁয়া মাখানো শেষ কথাটায়।

জেমস জানে বেশি সময় নেই ওর হাতে, জর্জ বা যে কেউ এসে যেতে পারে। মাম বা ড্যাড এসে গেলে তো সব কেঁচিয়ে যাবে। 'লুনা আপনার বাবার কী মতামত এ বিষয়ে? মারলিনের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা বিষয়ে উনি কী বলেন?'

'অবশ্যই ওনার কিছু মতামত আছে। একশোর বেশি তত্ত্ব আছে এ নিয়ে। উনি আশায় আছেন যে সেদিনটা পর্যন্ত উনি বেঁচে থাকবেন। তবে উনি নিশ্চিত নন যে ফিরে আসা মারলিন ভালো না খারাপ জাদুকরদের তালিকায় থাকবেন। উনি দ্য কুইবলার এ বেশ কিছু নিবন্ধ লিখেছিলেন তিনটি রেলিকের বিষয়ে। একশো গ্যালিয়ন পুরস্কার ঘোষণাও করেন কেউ যদি ওগুলোর বিষয়ে কোনো প্রামান্য তথ্য দিতে পারে, এই মর্মে।'

জেমসের লুনাকে থামানোর ইচ্ছে নেই তবু জানতে চাইলো, 'তিনটে রেলিক মানে?'

'ওহ, আমি ভেবেছিলাম তোমরা এ বিষয়ে আগেই পড়েছো?'

র‍্যালফ বললো, 'আমরা পড়েছি তবে রেলিক তিনটে কী এ নিয়ে কোনো উল্লেখ পাইনি। ওখানে শুধু লেখা ছিল মারলিন মানুষদের জগত ত্যাগ করছেন এবং ফিরে আসবেন যেদিন ওর উপযুক্ত ক্ষেত্র পুনরায় তৈরি হবে, এই জাতীয় কিছু।'

'আরে ওটাই তো আসল কথা, বুঝতে পারনি বোধ হয়?' লুনা বললেন বিজ্ঞ ভাব সহকারে। 'ওই রেলিকগুলোই তো দিক নির্দেশ করবে সঠিক সময় হয়েছে না হয়নি তার। মারলিনের তিনটি ম্যাজিক্যাল জিনিস এর জন্য দরকার। ওনার সিংহাসন, ওর পোশাক এবং ওর জাদু লাঠি। যেগুলোর দায়িত্ব উনি দিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাস্ট্রামাডডুক্সকে। ভবিষ্যতবানী অনুসারে "হল অব এল্ডারস ক্রসিং" নামক একটি জায়গায় ওই তিনটে বস্তুকে একসাথে নিয়ে আসলে মারলিন ফিরে আসবেন ওগুলোর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য।'

জেমস ঢোক গিললো। ওর মনে হয়ে গেল রহস্যময় দ্বীপের গেটে লেখা ছিল নামটা "হল অব এল্ডারস ক্রসিং"। ওর হৃদপিণ্ড ধকধকিয়ে উঠলো, ও নিশ্চিত লুনা ওটার আওয়াজ শুনতে পেলেন। চেষ্টা করলো নিজের উত্তেজনা দমানোর। 'মারলিনের তিনটি রেলিক গেল কোথায়?'

BanglaBook.org

‘কেউই সেটা নিশ্চিত ভাবে জানে না,’ লুনা হালকা চ্ছলে উত্তর দিলেন। ‘কিন্তু আমার বাবা এ বিষয়ে কিছু যুক্তি গ্রাহ্য তত্ত্ব খাড়া করেছেন। উপকথা অনুসারে মারলিনের পোশাকটি তৈরি করা হয়েছিল এমন বস্ত্র দিয়ে যাতে ওটা কোনোদিনই নষ্ট না হয়। যা নাকি পরবর্তী সময়ে জাদু জগতের প্রথম রাজা ক্রীগলের মরদেহকে জড়িয়ে কবর দেওয়া হয়েছিল। আফসোসের ব্যাপার হলো কবরটা যে কোথায় সেটাও কারো জানা নেই। যারা জানতেন তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে এর গোপনীয়তা চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে গেছে।’ র‍্যালফ আচমকাই শিহরণ অনুভব করলো। লুনা বলতে থাকলেন, ‘মারলিনের সিংহাসন বংশ পরম্পরায় মাগলদের রাজাদের কাছে গচ্ছিত থেকেছে মহান জাদুকরের ফিরে আসার অপেক্ষায়। তারপর সেটাও কালের কুয়াশাজালে কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়েছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন ষোল শতকের এক উইজার্ড রাজা ওটা খুঁজে পান এবং সেটা এখন জাদু মন্ত্রণালয়ের কোনো এক স্থানে আছে। ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ এর অন্তহীন ভল্টের কোনো এক জায়গায়। এবার তিন নম্বর।’ লুনা চোখ কুঁচকে একটু ভেবে নিলেন, ‘মারলিনের স্মৃতি চিহ্নগুলির মধ্যে সেরা, ওনার জাদু ছড়ি। সেই সময়ে উইজার্ডরা ছড়ি ব্যবহার করতেন এখনকার মতো জাদুদণ্ডের বদলে। লম্বা একটি ছড়ি যা উচ্চতায় জাদুকরের সমান। মারলিনেরটা বানানো হয়েছিল এক কথা বলা নাকলউড গাছের গুড়ি থেকে। বলা হয়ে থাকে উনি ওর ছড়ির সাথে কথা বলতেন। আর এই ক্ষমতা ছড়িটাকে দিয়েছিল ড্রায়াড। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স ওই জাদু লাঠি নিজের কাছে রেখে দেন। মারলিন ফিরে আসলে নিজে ফিরিয়ে দেবেন এই আকাঙ্খায়। ওটাকে লুকিয়ে রাখেন, কোথায় সেটাও জানা যায় নি। উনি মারা যান ব্যাস সব তথ্য ও হারিয়ে যায় ওনার সাথে সাথে।’

র‍্যালফ চাপা গলায় বললো, ‘ওয়াও।’

‘কিন্তু তবুও তো কেউ ওই তিনটে রেলিক সংগ্রহ করতেই পারে। এখন প্রশ্ন হলো ওই হল অব এল্ডারস ক্রসিংটা কোথায়?’ জেমস জানতে চাইলো।

লুনা উত্তর দিলেন, ‘একই কথা বলতে হচ্ছে এটাও কেউ জানে না। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স এর উল্লেখ করে গিয়েছিলেন কারণ তার পাঠকেরা জায়গাটা চিনতো। বা বলা যেতে পারে ওটা ছিল খুব পরিচিত একটা জায়গা। কিন্তু সেটা ওই সময়ের ব্যাপার। এখনকার যুগে যার কোনো হদিশই এই সময়ের মানুষেরা জানেনা ।’

‘কিন্তু আপনার বাবা তো ভাবেন যে মারলিনাসের প্রত্যাবর্তন সম্ভব? তিনি তো মনে করেন এটা হতেই পারে তাই না?’ জেমস বললো।

এই প্রথম লুনার মুখটা গম্ভীর দেখালো। জেমসের দিকে তাকালেন। ‘আমার বাবা অনেক রকম জিনিসের ব্যাপারেই বিশ্বাস করেন, জেমস। যেগুলো যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বাস্তবে নেই। উনি বিশ্বাস করেন মারলিন ফিরে আসবেন। উনি বিশ্বাস করেন নারগেল ওয়ারটসের নিরাময় ক্ষমতা আছে। উনি এটাও বিশ্বাস করেন নিঃশ্বাস ফেলে

BanglaBook.org

এমন ঝর্ণার অস্তিত্বে। বিশ্বাস করেন মরডমাঙ্কস নামের এক জাতীয় আধা মানব প্রজাতির সভ্যতার বিষয়ে যারা মাটির নীচে বসবাস করে। আমি বলতে চাইছি যে আমার বাবা বিশ্বাস করেন বলেই যে সব সত্যি হতে হবে তার কোনো মানে নেই।'

জেমস কিছুটা হতাশার সুরে বললো, 'হ্যাঁ সেটা বুঝতে পারছি।'

লুনা বলতে থাকলেন, 'আজ অবধি কোনো উইজার্ড মৃত্যুকে জয় করতে পারেননি। অনেকেই আটকে রেখতে পেরেছেন অনেকটা সময় ধরে। তার জন্য তারা যেমন কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন তেমনি শয়তানি পথেও হেঁটেছেন কেউ কেউ। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আজ পর্যন্ত কোনো একজন জাদুকর মৃত্যু ঘটার পর ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরন দিতে সক্ষম হননি। এটাই মরণ শীলতার নিয়ম। একটাই জন্ম এবং একটাই মৃত্যু।'

জেমস মাথা নাড়লো, ওর মাথাতে আর কোনো কথাই ঢুকছিল না। মনে এখন ভাবনার ঝড়। ইতিমধ্যে জিনি এসে দুই বন্ধুকে শুতে পাঠিয়ে দিলেন।

মিসেস ব্ল্যাকের পর্দা ঝোলানো ছবি পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে র‍্যালফ জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে, তুই কী ভাবছিস ? এখন ও কি তোর মনে হচ্ছে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে মারলিনের বিষয়টা নিয়ে?'

জেমস ইতবাচক ঘাড় নেড়ে বললো, 'অবশ্যই। ডিফেন্স এগেইন্সট দ্য ডার্ক আর্টস এর প্রথম ক্লাসের দিনটা মনে আছে? যখন প্রফেসর জ্যাক্সন প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন এর সাথে কথা বলতে এলেন? ওরা দুজনেই সামনের দিকটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সহসাই ভুডু কুইনের আবিরভাব হলো এবং উনি জানালেন ওদিকে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে অপেক্ষা করছে প্রফেসর জ্যাক্সনের জন্য। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ মনে পড়েছে।'

'ঠিক আছে। তাহলে আশা করছি তুই এটা লক্ষ্য করেছিস প্রফেসর জ্যাক্সন একটা স্যুটকেস সব সময় নিজের কাছে আগলে রাখেন? আমি ওটার ভেতরটা দেখেছি। কয়েক ফুট দূরে কিছু সময়ের জন্য ওটা আমার সামনে একটু সময়ের জন্য খোলা অবস্থায় ছিল। আমি দেখেছি ওটার ভেতরের একটা কালো কাপড়ের বান্ডিল আছে। আমি দেখেছি এটা দেখে জ্যাক্সন এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যে পারলে আমাকে ভস্ম করে দেবেন।'

জেমস দরজা খুললো, র‍্যালফ নিজেকে খাটে প্রায় ছুঁড়ে দিলো। 'এ্যা? আমি ঠিক বুঝলাম না?'

মনে করে দ্যাখ আমি তোকে কী বলেছিলাম ওই দিন রাতে ড্যাড আর প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন এর আলোচনার বিষয়ে? যা আমি শুনেছিলাম অদৃশ্য পোশাকের আড়াল থেকে। ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন উনি নজর রাখছেন জ্যাক্সনের দিকে। উনি এটাও বলেছিলেন যে এই অ্যান্টি অরোর প্রোপাগান্ডাটার পুরো ব্যাপারটার সাথে জ্যাক্সন জড়িয়ে আছেন। এবার ঢুকলো কিছু মাথায়?'

BanglaBook.org

র‍্যালফ ভুরু বিস্ফোরিত করে ভাবার চেষ্টা করলো, 'আমি বলতে পারছি না। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না মাগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্তে উনি আছেন। হ্যাঁ মানতেই হবে উনি কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু মানুষটা খারাপ নন।'

'র‍্যালফ এটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু বুঝতে পারছিস কি ওই স্যুটকেসে কী আছে বলে আমি ভাবছি?' আমার মনে হচ্ছে ওটা তিন রেলিকের একটা! ওটা মারলিনের পোশাক! উনি ওটাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। যতদিন না বাকি রেলিক দুটো জোগাড় হয়।'

র‍্যালফের চক্ষুদ্বয় বিস্ফোরিত হলো। চাপা ফিসফিসে স্বরে বললো, 'না! এ হতেই পারে না! মানে বলতে চাইছি যে প্রফেসর জ্যাক্সন!'

জেমস নিজের ব্যাকপ্যাক হাতড়াতে হাতড়াতে বললো, কেবল মাত্র এটাই নয়।' জেইনের দেওয়া ডেইলি প্রফেটের কপিটা বের করে আনলো যেটাতে হ্যারি পটারের আগমনের দিনে হওয়া বিক্ষোভের খবর ছাপা হয়ে ছিল। 'এটা দ্যাখ। এতদিন এটা আমার ব্যাগের ভেতরেই ছিলো। জানিনা কেন রেখেছিলাম। সে যাই হোক শেষ পাতার এই খবরটা পড়।' জেমস আঙ্গুল দিয়ে দেখালো সেই খবরটা যেটায় জাদু মন্ত্রণালয়ের ভেতরে ধরা পড়া চোরদের কথা লেখা হয়েছে। যারা কিছুই চুরি করেনি। র‍্যালফ ধীরে ধীরে ওটা পড়ল তারপর জেমসের মুখের দিকে তাকালো, চোখ আবারও বিস্ফোরিত।

বললো, 'এটা থেকে জানা যাচ্ছে ওরা ঢুকেছিল ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ এর ভেতর। তোর কি মনে হয় ওরা মারলিনের সিংহাসন চুরি করতে এসেছিল?'

চিন্তামগ্ন গলায় জেমস জবাব দিল, 'হতেও পারে। কিন্তু আমার সেটা মনে হয় না। আসলে ওদের ভাড়া করা হয়েছিল ভুল ভাবনা ভাবানোর জন্য। খবর অনুসারে ওই তিন জনের কারোরই বিশেষ অপরাধের রেকর্ড নেই, তাই তো? ওদের পক্ষে সম্ভবই না মন্ত্রণালয়ের ভেতর ঢোকা। নিশ্চিতভাবেই আমার মতে এটা একটা ধোঁকা দেওয়ার প্ল্যান। ওদের কার্যকলাপে যখন সবাই এদিকে মনোযোগ দেবে আসল পার্টি অন্য কোনো জায়গা থেকে সিংহাসনটা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছে।'

'কিন্তু ওনারা তো জানিয়েছেন কিছুই চুরি হয়নি,' র‍্যালফ বললো পুনরায় খবরটার দিকে তাকিয়ে।

'দ্যাখ, ওরা কি স্বীকার করতে চাইবেন যে মারলিনের সিংহাসন চুরি হয়ে গেছে? জেমস উত্তর দিলো। 'মানে বলতে চাইছি যে এই সাঙ্ঘাতিক খবরটা কিন্তু প্রায় ডার্ক ম্যাজিকের সমান। কারণ শত শত বছর ধরে শয়তান উইজার্ডরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মারলিনকে ফিরিয়ে আনার, ওই রেলিক গুলো একত্র করে। তারপর ধর,' জেমস চেষ্টা করলো লুনার কথা গুলো মনে করার, 'যদি ওটা সত্যি ই কোনো এক ভল্টে লুকানো থাকে ষোল শতক থেকে তাহলে হয়তো মন্ত্রণালয়ের লোকেদেরই জানা নেই ওটা কোথায় আছে। বা আদপেই আছে কিনা সেটাও হয়তো জানে না। ওরা হদিশ

করবেন কী করে যদি এক আধটা জিনিস এদিক ওদিক হয়ে যায়? লুনা কী বললেন মনে নেই ? অন্তহীন ভল্ট।'

'তার মানে,' র‍্যালফ নিবন্ধ টা পুনরায় পড়তে পড়তে বললো, 'কিছু মানুষ বা কেউ তিনজন গুন্ডাকে ভাড়া করেছিল মন্ত্রণালয়ে ঢোকার জন্য একটা হইচই বাধানোর জন্য। যে সুযোগটা নিয়ে আসল চোরের দল মারলিনের সিংহাসনটা নিয়ে পালাতে পারে। আর ওই আসল চোরেরাই ওই তিন জনকে কথা বলতে না পারার মন্ত্রে আচ্ছন্ন করে দেয়। সব দোষের ভারটাও ওদের কাঁধেই চেপে যায়। তাই বলছিস তো? বেশ ভালো যুক্তি। কিন্তু মারলিনের সিংহাসনের মতো একটা জিনিস লুকিয়ে রাখবি কোথায়? এই ধরনের ডার্ক ম্যাজিকযুক্ত জিনিসগুলোর একটা প্রভাব তো আছেই কি বলিস? মানে বলতে চাইছি যে তোর ড্যাড বা বাকি অরোরেরা কি সেই জাদু প্রভাবটাকে ট্র্যাক করতে পারবেন না?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলছিস তুই,' জেমস সম্মতি জানালো সংশয় সহকারে, 'ওরা ওটাকে হয় লুকিয়ে রাখবে সভ্য জগতের নাগালের বাইরে অথবা অদৃশ্য করে রাখবে প্রচুর পরিমানে ডিসইলিউশনমেন্টন ও সিক্রেসির মন্ত্র দিয়ে। যার নাগাল পাওয়া অতি অভিজ্ঞ উইচ বা উইজার্ডের পক্ষেও মুশকিল। ওদের প্রয়োজন একটা এমন জায়গা যেটা অতি সুরক্ষিত এবং অতীব গোপন, যেমন...' জেমস থেমে গেল, মনে হচ্ছে ও ধরতে পারছে ব্যাপারটা। ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল সেটা বুঝে, চোখে বিস্ময়ের ছাপ।

'আরে কী হলো?' র‍্যালফ জানতে চাইলো। জেমস তাকালো ওর দিকে, খবরের কাগজটা নিলো। সামনের পাতায় গিয়ে কিছু একটা দেখলো।

প্রায় দম বন্ধ কণ্ঠ স্বরে বললো, 'এটা দ্যাখ! আমরা যেদিন স্কুলে প্রথম যাই তার আগের দিন রাতে হানাদারির ঘটনাটা ঘটেছিল! মনে পড়ছে আমরা লেকের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম? আমি লেকের পাড়ে একটা নৌকায় কোনো এক জনকে দেখেছিলাম!'

'হ্যাঁ', র‍্যালফ চোখ কুঁচকে বললো, 'মনে পড়েছে। পরের দিন যখন আমেরিকানরা এলো, তুই মাদাম ডেলাক্রয় কে দেখে মনে করলি উনিই ছিলেন ওই নৌকায়। আর আমি ভাবলাম তোর মাথার স্ক্রু ঢিল আছে।'

জেমস ওর কথা কে গুরুত্ব না দিয়ে বললো, 'আমিও ভেবে নিয়েছিলাম ওটা উনি হতেই পারেন না। কারণ আমি লেকে যাকে দেখেছিলাম তার বয়স অনেক কম। যদিও দুজনের মধ্যে মিলটা যথেষ্টই শিহরণ জাগানো। জানিস ওই নৌকাটাকে আমি কোথায় দেখেছিলাম? ঠিক সেই জায়গায় যেখানে আমি আর জেইন ওই দ্বীপটাকে খুঁজে পেয়েছিলাম! রহস্যময় দ্বীপ! এখন নিশ্চিত যে ওটা মাদাম ডেলাক্রয়ই ছিলেন!'

'সেটা কী করে সম্ভব?' র‍্যালফ জানতে চাইলো। 'উনি তো পরের দিন এসেছেন।'

আলমা আলেরনের ভোজসভায় প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন মাদাম ডেলাক্রয় সম্বন্ধে কী বলেছিলেন সেটা এবার জেমস বললো র‍্যালফকে। 'ওটা ছিল ওনার প্রতিরুপ। উনি

BanglaBook.org

নিজের প্রতিরুপকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওই দ্বীপে নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা বলে। আর এই কারণেই প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন, “মাদাম নিজের চেয়ে কম বয়সের প্রতিরুপ যেখানে খুশি পাঠাতে পারেন” কথাটা বলা মাত্র ডেলাক্রয় রেগে গিয়েছিলেন।'

র‍্যালফের সংশয় এখনো কাটেনি। 'কিন্তু কেন? কেন উনি লেকের জলে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন?'

যতটা সম্ভব স্বর নিচু রেখে জেমস বললো, 'তুই কি কিছুই বুঝতে পারিস না। যে বা যারা মারলিনের সিংহাসন চুরি করবে তারা ওটা লুকিয়ে রাখতে চাইবে এমন কোনো জায়গায় যেটার বিষয়ে কেউ ভাবতেও পারবে না। আর হগওয়ার্টসের চেয়ে সুরক্ষিত জায়গা আর কী হতে পারে? আলাদা করে বিশেষ কোনো লুকানোর জায়গা বানানোর কী দরকার যদি সেটা নাগালের মধ্যেই থাকে। আর সেখানে যাতায়াতে কোনো সমস্যাই না থাকে। উনি ওটাকে হগওয়ার্টসের এলাকায় ওই দ্বীপেই লুকিয়ে রেখেছে। আর ওই নিষিদ্ধ অরণ্যে এত রকমের জাদু আছে যে ওই খানে সিংহাসন টার প্রভাব চাপা পড়ে যাবে। ওই রহস্যময় দ্বীপটাই লুকানোর জায়গা হতে বাধ্য!'

র‍্যালফ জেমসের দিকে তাকিয়ে থাকলো ঠোঁট কামড়ে চোখ বড় বড় করে। তারপর এক সময় বললো, 'ওয়াও, পুরো ব্যাপারটা এতো সাঙ্ঘাতিক এবার বুঝতে পারছি। তাহলে তুই বলছিস মাদাম জ্যাক্সনের সাথে মিলে কাজ করছেন?'

'কোনো না কোনো ভাবে ওরা এ ব্যাপারে জুড়ে আছেন তো বটেই।'

'বিচ্ছিরি ব্যাপার,' র‍্যালফ বললো। 'আমার পছন্দের তালিকায় এসে গিয়েছিলেন প্রফেসর জ্যাক্সন। কিন্তু আবারও জানতে চাইছি এর পেছনের বড় লক্ষ্যটা কী? মানে বলতে চাইছি যে লুনা বললেন মারলিনকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব একটা বিষয়। উনি যেভাবে বললেন তাতে মনে হলো একমাত্র কোনো ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটিয়ে ওই ব্যাপারে বিশ্বাসীরা ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। একবার মারা যাওয়ার জন্য চিরকালের জন্য মরে যাওয়া। আরে জ্যাক্সন আর ডেলাক্রয়কে ওদের কল্পজগত নিয়ে সময় কাটাতে দিলে ক্ষতি কী?'

জেমস সেটা হতে দিতে পারে না। মাথা নাড়লো। 'আমি ডেলাক্রয়ের ব্যাপারে বলতে পারব না। কিন্তু জ্যাক্সন মোটেই হাওয়ার প্রাসাদ বানানোর ব্যক্তি নন। উনি টেকনোম্যান্সির ক্লাস নেন এটা ভুলে যাস না। উনি এমন কোনো পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হতেই চাইবেন না যেটা ওর ভাবনা অনুসারে ফল দেবে না। আর একটা ব্যাপার সবাই বলছেন মারলিন মারা গেছেন। কিন্তু অ্যাস্ট্রামাডুক্স কোথাও বলেননি উনি মারা গেছেন, বলেছেন কি? বলেছেন উনি মানুষের জগত ত্যাগ করেছেন।'

র‍্যালফ কাঁধ ঝাকালো। 'সে যাই হোক। সবই আমার কাছে ঝাপসা লাগছে।' বলেই মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লো।

'কাম অন র‍্যালফ!' পুরোনো খবরের কাগজটা ওকে ছুঁড়ে মেরে জেমস বললো। 'ওরা মারলিনকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে যাতে ওরা মাগলদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ

BanglaBook.org

শুরু করতে পারে! আর এটা থামানোর দায়িত্ব আমাদের।'

র‍্যালফ ঘুরে শুলো, তাকালো জেমসের দিকে। 'কী বলতে চাইছিস তুই? তোর ড্যাড হেড অরোর। তোর যদি সত্যি এ ব্যাপারে মাথা ব্যাথা থাকে তাহলে ওনার সাথে কথা বল। এটা তো ওনার দায়িত্ব। এরকম কিছুকে আটকানো। ভুল বললাম কি? যাইহোক আমরা কী করতে পারি বল দেখি?'

জেমস উত্তেজনায় ছটফট করছিল। 'আমরা চেষ্টা করতে পারি ওদের থামানোর! এখন আমাদের কোনো কথাই কেউ বিশ্বাস করবে না। আমরা চেষ্টা করবো ওই রেলিক গুলো হাতানোর। আর সেটা করতে পারলে আমদের কাছে প্রমাণ জোগাড় হয়ে যাবে!'

র‍্যালফ প্রায় মিনিট খানেক জেমসের তাকিয়ে থাকার পর বললো, 'তোর কি মনে হচ্ছে না তুই একটু বাড়াবাড়ি করছিস ব্যাপারটা নিয়ে? বুঝতে পারছি যে তুইও তোর ড্যাডের পথেই হাঁটার চেষ্টা করছিস। এই জগতকে বাঁচিয়ে হিরো হওয়ার...'

'শাট আপ র‍্যালফ,' জেমস সহসাই রেগে গিয়ে বললো। 'তর কোনো ধারণাই নেই তুই কী বলছিস।'

র‍্যালফ আবার ঘুরে শুলো। 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস। সরি।' জেমস জানে ওদের ঝগড়ার পর থকে র‍্যালফ কখনোই খুব বেশি বাদানুবাদের পথে হাঁটে না।'

'ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি কেন ওই কথাটা বললি। কিন্তু এটা পুরো আলাদা ব্যাপার। আমি মোটেই আমার বাবার মতো হতে চাই না, এটা জেনে রাখ। শুনতে পেলি? মারলিনকে ফিরিয়ে আনার হয়তো সত্যিই কোনো পথ নেই। কিন্তু প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর মতো গ্রুপগুলো মোটেই ভালো কিছু না। যদি আমরা এটা প্রমাণ করে দিতে পারি যে ওরা একটা যুদ্ধ বাঁধানোর ছক কষছে, তাহলে অন্তত ওদের গতিবিধিটাকে থামিয়ে দিতে পারি। পারি না? আর যদি সেটা করতে পারি তাহলে সেটা করাটাই আমাদের উচিত বলে আমার মনে হয়। তুই কি আমার সাথে আছিস?'

র‍্যালফ ফিক করে হেসে জেমসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'অবশ্যই আছি। শুধুমুধু জাদুকর হয়ে মজা কোথায় যদি না এই পৃথিবীকে রক্ষাই করতে না পারি?'

জেমস চোখ পাকিয়ে বললো, 'র‍্যালফিনেট্র বাজে বকা থামা আর চল ঘুমিয়ে পড়ি।'

র‍্যালফকে কথাটা বললেও জেমসের চোখে ঘুম এল না অনেকটা সময় পর্যন্ত। ভেবেই চললো সেই সব সূত্রগুলোর বিষয়ে যা আজ সন্ধ্যে থেকে আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল। এখন বিষয়টা অনেকটাই পরিষ্কার। আর এটা সত্যি হতে বাধ্য। লুনার কথা ওর পুরো বিশ্বাস হচ্ছে না। মারলিনকে এই জগতে ফিরিয়ে আনা যাবে না। উনি যে সব সেরা জাদুকর ছিলেন এটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অন্যান্য শক্তিশালী উইজার্ডরা যেসব বিষয়কে অসম্ভব ভাবেন সেটা উনি করতে সক্ষম

BanglaBook.org

এটা জেমস বিশ্বাস করে। এই ব্যাপারটাকে সহজে দূরে সরিয়ে রাখা ওর পক্ষে অসম্ভব। র‍্যালফের কথাটা ওকে খোঁচা মারছে যে জেমস একটা পথ বানিয়ে নিচ্ছে বাবার মতো হিরো হওয়ার জন্য। ও ভয় পাচ্ছে এটা ভেবে নয় যে এই ভাবনাটা মিথ্যে। বরং এটা ভেবে যে হয়তো এটাই সত্যি হয়ে যাবে! আরো অনেকটা সময় পরে যখন পুরো বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল, অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্ব নিয়ে জেমসও হারিয়ে গেল ঘুমের জগতে।

***

স্কুলে ফিরে যাওয়ার আগের দিন জেমস গ্রিমল্ড প্লেসের ওপর তলার ঘরগুলোতে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল একঘেয়েমি কাটানোর জন্য। শেষ অতিথি গতকাল বিদায় নিয়েছে। র‍্যালফ, টেড আর ভিক্টরির সাথে মন্ত্রণালয়ে হ্যারির অফিস দেখতে গিয়েছে। জেমস ওখানে অনেক বার গিয়েছে বলে আর যায়নি। তার চেয়েও বড় কারণ ও চাইছিল একা একা সব কিছু ভালো করে ভাবতে। প্রায় আধঘন্টা ধরে বিছানায় শুয়ে নানান বিষয়ে ভাবনা চিন্তার সাথে সাথে পার্চমেন্ট কাগজে হাবিজাবি নানা রকম কথা লেখা ও ছবি আঁকার শেষে উঠে এসেছে ওপর তলার ঘরে। ওপর তলাটা নিঝুম হয়ে আছে। বরফজমা জানালা দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় ধুলি কণা ভাসছে দেখা যাচ্ছে। বিছানা পত্র, ট্রাঙ্ক সব গোছানো হয়ে গেছে। আর কিছু দিনের মধ্যেই গ্রিমল্ড প্লেস ছেড়ে চলে যাবে। আবার ফাঁকা পড়ে থাকবে জায়গাটা। এমনকি ক্রিচারও কয়েক মাসের জন্য মারবেল আর্চে যাবে প্রধান বসত বাড়িতে। বাড়িটার প্রাচীনত্ব আর নিস্তব্ধতা ঘরগুলোতে ছেয়ে আছে কুয়াশার মতো। জেমসের নিজেকে ভূতের মতো মনে হচ্ছিল।

ড্যাড আর মামের বেড রুমটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও থমকে দাঁড়ালো। পিছিয়ে এল এক পা, দরজা দিয়ে উঁকি মারল ভেতরে। পর্দা গুলো সরানো আছে। জোরালো সূর্যালোক একটা চারকোনা আকৃতি নিয়ে ঢুকছে ঘরে, পড়েছে হ্যারি পটারের ট্রাঙ্কের ওপর। জেমস এদিক ওদিক দেখলো কেউ আসছে কি না। তারপর পা টিপে টিপে ঢুকে পড়লো ঘরটায়। ট্রাঙ্কটা পুরো বন্ধ করা নেই। তালা লাগানোর ব্যবস্থাও নেই। জেমস আস্তে করে ঢাকনাটা ওঠালো, দেখল ভেতরটা। শেষ বার যেখানে ছিল এখনো ওটা ওখানেই আছে, ড্যাডের ইনভিজিবিলিটি ক্লোক। ভালো করে ভাঁজ করে এক কোনায় রাখা আছে, একগাদা মোজার সাথে। জেমস দরজার দিকে তাকালো, একটা অপরাধ বোধ মাথা চাড়া দিচ্ছে। এটা ওর করা উচিত নয় মোটেই। একদমই না। ওর ড্যাড ব্যাপারটা জানতে পারলে একটা বিরাট ঝামেলা পাকবে। আবার এটাও হতে পারে ড্যাড ব্যাপারটা বুঝতেই পারবেন না। এই পোশাকটা সাথে নিয়ে ঘোরা সম্ভবত হ্যারি পটারের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। জেমস তো মনেই করতে পারছে না ড্যাড শেষ কবে এটা পরেছেন। এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না এরকম একটা দারুণ জিনিস অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকছে। জেমস নিচু

BanglaBook.org

হলো, ছুঁলো ওটাকে। তারপর বিন্দু মাত্র নিজেকে কিছু ভাবার সুযোগ না দিয়ে ওটাকে তুলে নিলো। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে নিজের ঘরে, কিন্তু তার আগে আর একটা জিনিস ওর চোখে পড়লো। নিঃশ্বাস চেপে ও ওটার দিকে তাকালো। বিশ্বাস করাতে চাইলো নিজেকে যে ও সেই জিনিসটাই দেখছে। ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটার তলায় ওটা রাখা ছিল। জেমস ওটা উঠিয়ে নিতেই দেখা গেল। খুব কম মানুষই বুঝতে পারবে ওটা আসলে কী। প্রাথমিক ভাবে ওটা দেখে একটা পার্চমেন্টের টুকরো বলেই মনে হবে। বেশ কয়েক ভাঁজ করে রাখা আছে। একটা ম্যাপের মতো। জেমসও সেটাই ধরে নিলো। এটা নিতেই হবে তা না হলে টেড লুপিন জানতে পারলে বলবে জেমস একটা গোল্ডেন চান্স মিস করেছে।

জেমস মরওডার্স ম্যাপটা আর ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটা বুকের কাছে চেপে ধরে সাবধানে ট্রাঙ্কটা বন্ধ করলো। যতটা সম্ভব দ্রুত নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে। অপহৃত জিনিসগুলো নিজের ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে একই সাথে ওর ভেতর কাজ করছিল ভয় এবং উত্তেজনার আনন্দ। এমন একটা সময় আসবেই যখন ওর এই কাজটা ধরা পড়বে। যদিও ও জানে ওর ড্যাড এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই সুযোগ পেলে উনিও জেমসের মতোই কাজ করতেন। সে যখন সময় আসবে তখন দেখা যাবে। তার আগে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে নিতে হবে। জেমসের জানা নেই ঠিক কী করবে এগুলো নিয়ে। তবে এটা বলতেই পারে আগে যে অ্যাডভেঞ্চারই আসুক না কেন এই দুটো জিনিস থাকায় ও এখন মানসিকভাবে অনেকটাই শক্তিশালী।

***

স্কুলে ফিরে যাওয়ার ট্রেন জার্নিটা হলো অতিরিক্ত রকমের একঘেয়ে আর শান্ত। এটাই হয় আনন্দের মুহূর্ত কাটিয়ে রুটিনের বাঁধাধরায় ফেরার ক্ষেত্রে। পরের সপ্তাহে জেমস আর র‍্যালফ বিস্তারিতভাবে বললো জেইনকে। লুনা কী বলেছিলেন থেকে শুরু করে ওরা তার ভিত্তিতে কি মতামত খাড়া করেছে অবধি সবকিছু। জেমস এটা দেখে খুশি হলো যে জেইন ব্যাপারটা সহজেই মেনে নিলো।

লাইব্রেরীর এক কোনার দিকের টেবিলে বসেছে তিন বন্ধু। চাপা গলায় জেইন বললো, 'হয়তো মাদাম ডেলাক্রয় প্রফেসর জ্যাক্সনের ওপর ইম্পেরিয়াস কার্স প্রয়োগ করেছেন?'

'হ্যাঁ এটা হতে পারে,' র‍্যালফ সমর্থন জানালো, 'উনি প্রফেসরকে একটা যন্ত্রের মতো ব্যবহার করছেন।'

জেমস মাথা নাড়লো। 'ড্যাড বলেছেন ইম্পেরিয়াস কার্স ব্যবহার করা সোজা কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে সেটাকে কার্যকরী রাখতে হলে বিশেষ ইচ্ছেশক্তির দরকার। আর স্কুলের একটা বছর বিরাট একটা সময় সেটা করার পক্ষে। একই সাথে শক্তিশালী

BanglaBook.org

জাদুকররা এই স্পেল প্রয়োগ এবং কাটানোর পদ্ধতি ভালোভাবেই জানেন। জ্যাক্সন অত সহজ টার্গেট নন এ ব্যাপারে।'

র‍্যালফ কাঁধ ঝাকালো এবং কিছু শিক্ষার্থীকে এদিকে আসতে দেখে ঝুঁকে নিচু স্বরে বললো, 'সে যাই হোক আমার কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। মানে বলতে চাইছি যে, জাদুকররা সেই কোন যুগ থেকে চেষ্টা করে চলেছেন মারলিনকে ফিরিয়ে আনার, কি তাই তো? আর এখন যে সমস্ত সেরা জাদুকর বেঁচে আছেন তাদের অনেকেই মনে করেন এটা একটা গল্প কথা। প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন তো ডার্ক আর্টসের ক্লাসে বললেন যে সবচেয়ে প্রামান্য তথ্য অনুসারে "লেডি অফ দ্য লেক" মারলিনের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং ওকে বন্দী করে রেখে দেন। হয়তো এটাও উপকথা, কিন্তু তবুও উনি অন্তত বারোশো বছর আগে মারা গেছেন এবং কোনো এক জায়গায় ওনাকে কবর দেওয়া হয়েছে।'

জেইন সব সময় একটু অদ্ভুত রকমের ভাবনার জগতে বিচরণ করে। সে এটা শুনে বললো, 'এটাও তো হতে পারে ওনাকে ইনফেরিয়াস রুপে ফেরত আনা হলো? ওর শরীরটাকে জোম্বি বা ওই জাতীয় কিছু করে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নেই তো ওদের?'

জেমস চোখ পাকিয়ে বললো, 'ইনফেরি আসলে মৃতদেহকে জোর জবরদস্তী করে নড়াচড়া করানোর পদ্ধতি। কাউকে ইনফেরি করে কেউ বলতে চাইবে না যে সে জীবন্ত মানুষটাকে ফিরিয়ে এনেছে। তাহলে সেটা মারলিনের খুলি নিয়ে পাপেট শো দেখানোর মত কিছু একটা হবে।'

জেইন হাতটা তুলে আঙুল গুলো দিয়ে মুখের আকৃতি করে বললো, 'এই যে, বালকগণ। আমি মারলিন। আমি মৃত্যুর জগত থেকে ফিরে এসেছি, কিন্তু আমার হাতটা বাঁধা কেন?'

জেমস হাসি সামলে বললো, 'বাজে বকা থামিয়ে আসল কথায় আসা যাক। হতেই পারে মারলিনের এই উদ্ভট কাহিনী আসলে উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রফেসর জ্যাক্সন আর মাদাম ডেলাক্রয় এবং আর যারা এই ব্যাপারটায় বিশ্বাস করেন, সাথে যারা প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর সাথে যুক্ত তার এটা নিয়ে কাজ করে যাবেন। এমনকি যদি এটা মারলিনকে ফিরিয়ে আনতে না-ও পারে তবুও ওরা এটার সুযোগ নিয়ে অন্য কিছু একটা করবেনই। আর আমরা যদি সেটা প্রমাণ করতে পারি, তাহলে...

'তাহলে আমরা ওদের কাজকর্মটা থামিয়ে দিতে পারবো,' র‍্যালফ বললো। 'কি তাই তো? জাদু জগতে ওদের সম্মান খর্ব করা যাবে তাই না?'

'একদম ঠিক। আর আমরা যদি সেটা করতে পারি, আমরা ওদের অনেকটা জোরই কমিয়ে দিতে পারবো ওদের লক্ষ্য পুরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে।'

জেইন মাথার পেছন দিকে দুহাতের আঙুলের জোর বাঁধিয়ে পেছন দিকে হেলান দিলো। 'যা বুঝছি তাতে আমাদের কাজ হবে ওদের রেলিকগুলো হাতানো।

BanglaBook.org

সিংহাসনটা হাতানো আমাদের পক্ষে কঠিন, যদি সত্যিই ওটা ওই দ্বীপে লুকানো থাকে। তাহলে থাকছে পোশাকটা। আমরা জানি যে ওটা কোথায় আছে। আর যাই হোক জ্যাক্সনের স্যুটকেস আমাদের কামড়ে দেবে না যদি আমরা ওটা খোলার চেষ্টা করি।'

র‍্যালফের মুখটা ভীত দেখালো। 'আর যাই হোক।'

'আমাদের ওটা এমন ভাবে হাতাতে হবে যাতে জ্যাক্সন জানতে না পারেন ওটা গায়েব হয়ে গেছে। যদি ধরে ফেলেন তাহলে ওরা সব চিহ্ন বেমালুম লোপাট করে দেবেন,' জেমস বললো, চিন্তিত মুখে। 'কোনো ভাবে যদি জানতে পারতাম ওরা ঠিক কবে রেলিক গুলো একত্রিত করতে চাইছেন। তাহলে ওদের চেষ্টার আগেই ওগুলো হাপিস করে দেওয়ার একটা চান্স নিতে পারতাম।'

র‍্যালফ এবার জানতে চাইলো, 'ওই হল অব এল্ডারস ক্রসিংটা কোথায়?'

জেমস ভুরু ওপর দিকে তুলে বললো, 'আমার ভাবনা অনুসারে ওটা ওই দ্বীপটাই।'

এবার জেইন মাথা নাড়লো। 'নাহ, হতেই পারে না। ওই গেটের ছড়া বলছে ওটা লুক্কায়িত দ্বীপ। আর একবারে নিচের দিকে হল অব এল্ডারস ক্রসিং নিয়ে কিছু একটা লেখা ছিল, যার অর্থ ওটা অন্য কোনো জায়গা।'

জেমস নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে পার্চমেন্টটা বের করলো যেটাতে ও আর জেইন মিলে গেটের লেখাটা কপি করেছিল। ওটা বিছালো সামনে। লুনার বলা কথা গুলোর ভিত্তিতে ছড়াটা এখন অনেক বেশি বোধগম্য মনে হচ্ছে। ওরা ওটা পড়তে শুরু করলো সাথেই নিজেদের করা নোট গুলো সহ, আরো একবার।

যখন ঝকমকে শশীর আলোয় জগত করবে স্নান – শশী = চাঁদ

আমি খুজে পাবো লুক্কায়িত স্থান; – মানে একে কেবল মাত্র চন্দ্রালোকিত রাতেই দেখা যায়।

যখন রাত্রি হবে নির্দিষ্ট নিঝুম – নির্দিষ্ট? একটা বিশেষ দিন বা তারিখ?

ভাঙবে কি তার সেই ঘুম – মারলিনাস ঘুমাচ্ছেন? রিপ ভ্যান উইঙ্কল।

ফিরে আসবে সেই আকাঙ্খার ভোর – ঘটনাটা ঘটবে রাতের বেলায়?

না হারিয়ে একটিও পবিত্র চিহ্নডোর; – পবিত্র চিহ্নডোর, তিনটে রেলিক! ওদের একত্র করতে হবে।

জীবনকে ফেলে এসে, এক নতুন জীবন – অতীতের কোনো একটি জীবন এসে দাঁড়াবে নতুন এক সময়ে, এটাই কি উপকথার সূত্র?

আসছে হল অব এল্ডারস ক্রসিং এর ক্ষণ – এটা কোথায়?

'তুই ঠিকই বলেছিস,' জেমস সম্মতি জানালো। 'এটা পড়ে সত্যি মনে হচ্ছে এল্ডারস ক্রসিং অন্য কোনো জায়গা। বা এমনও হতে পারে লুক্কায়িত দ্বীপ বদলে যাবে হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এ, কে জানে?'

জেইন অসম্মতির ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

BanglaBook.org

র‍্যালফ খানিকক্ষণ ভেব নিয়ে বললো, 'তাতে ঘটনা বিশেষ বদলাচ্ছে না কিছু। ছড়াটা যা ছিল তা-ই থেকে যাচ্ছে। কোনো এক উপকথার অংশ রূপে।'

জেইন বেশ উত্তেজিত ভাবে বললো, 'তুইতো ওই দ্বীপটাকে দেখিসনি,' তারপর জেমসের দিকে ঘুরে বললো, 'তোর কি মনে হয় ওই গোটা লুক্কায়িত দ্বীপটা জন্ম নিয়েছে ওই সিংহাসনটা ওখানে রাখা হবে বলেই ?'

'হতেই পারে,' জেমস সম্মতি সুচক মাথা ঝুঁকিয়ে বললো। 'উপকথা সত্যি হোক বা না হোক ওই জিনিসটার একটা দারুণ ম্যাজিক্যাল ক্ষমতা আছে। সম্ভবত মাদাম ডেলাক্রয় ওর সাথে নিজের জটিল সুরক্ষা মন্ত্র তন্ত্র জুড়ে দিয়েছেন।'

'তার মানে যে ভাবেই হোক,' র‍্যালফ বললো, 'জ্যাক্সনের ব্রিফকেস থেকে আমাদের পোশাকটা চুরি করতে হবে। কোনো আইডিয়া?'

তিনজনেই একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। একসময় জেমস বললো, 'আমি একটা প্ল্যানের কথা ভাবছি। যেটার জন্য আমাদের কিছু একটা দরকার যেটা ওই পোশাকটার সাথে বদলে দেওয়া যায়।'

র‍্যালফ বললো, 'তুই তো বললি ওটা এক বান্ডিল কালো কাপড়, তাই না? সেরকম হলে আমার ক্লোকটা ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে আসার আগে ড্যাড আমাকে ওই উইজার্ডের পোশাকটা কিনে দিয়েছিলেন। আমার তো মনে হয় না কারো বিয়ে বা শোকসভায় যাওয়া ছাড়া ওটা আমার আর কোনো কাজে লাগবে। ওটা আমার বিছানার চাদরের চেয়েও বড়।'

জেমস বললো, 'তাহলে তো কথাই নেই। আমার মনে হয় ওটা ঠিকঠাক কাজেই লেগে যাবে। অবশ্য,' র‍্যালফের দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে বললো, 'যদি না কেউ জানতে পেরে যায় ওটা তোর...'

র‍্যালফ কিছু সময়ের জন্য চুপ করে থাকলো। তারপর তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো, 'হুমম, বুঝলাম। আমার শত্রুর সংখ্যা খুব একটা কম নয়। আর দু একটা বেশি হলে ক্ষতি নেই।'

যে কাজ ওরা করতে যাচ্ছে সেই কাজের সাথে যুক্ত শত্রুদের ক্ষমতাটা কী মাত্রার সেটা জানতে পারলে র‍্যালফ হয়তো এটা এত সহজে বলতো না, জেমস ভাবলো। তবে এনিয়ে আপাতত ও কিছু বলবে না। ওর গর্ব হচ্ছিল এটা ভেবে যে র‍্যালফ ওর সাথে সহযোগিতা করছে। যার অর্থ র‍্যালফ যথেষ্টই বিশ্বাস করে জেমসকে। আশা করা যায় জেমস এই ভরসার দাম দিতে পারবে ।

সপ্তাহের বাকি দিন গুলোতে জেমস সময়ই পেল না জ্যাক্সনের ব্রিফকেস আর জাদু পোশাক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার। মনে হচ্ছিল প্রফেসর জ্যাক্সন যেন জেনে গেছেন ওরা কি করতে চলেছে। আর তার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হোমওয়ার্ক চাপিয়ে দিচ্ছিলেন করে আনার জন্য। পাঁচটি চ্যাপ্টারের পড়ার সাথে সাথে পাঁচশো শব্দের একটা নিবন্ধও লিখতে দিয়েছেন ডিসপ্লেসড ইনারশিয়া এর সাথে সংযুক্ত হেক্টরস ল এর ওপর। ওদিকে প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন একটা প্র্যাক্টিক্যাল

BanglaBook.org

পরীক্ষা নেবেন জানিয়েছেন শুক্রবার বিকেলে, ডিসআরমিং এবং ব্লকিং স্পেলের ওপর। হাতে মাত্র একটা দিন সময় পেয়েছিল তিন বন্ধু অনুশীলনের জন্য। র‍্যালফ বাধ্য হয়েছে একটা ফেন্সিং এর পুতুলের ওপর মন্ত্র প্রয়োগ অনুশীলন করার ক্ষেত্রে। দুঘণ্টা অভ্যাস করার পর ও সফল হলো এক্সপেলিআরমাস স্পেলটা প্রয়োগ করে পুতুলের গায়ের পোশাক একটুও না পোড়ানো বা ফুটো করার ব্যাপারে। ভাগ্যক্রমে র‍্যালফের ডুয়েলের সাথী হলেন প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন। র‍্যালফ কিছুটা স্বস্তি পেলো এই ভেবে যে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় প্রফেসর অনেক সহজেই ওর ভুলভাল স্পেল প্রয়োগকে সামলে নেবেন। সমরকালীন সময়ে যেটা হলো সেটা দেখে অন্যদের চেয়ে র‍্যালফ নিজে চমকে গেল অনেকখানি। ওর এক্সপেলিআরমাস স্পেল প্রয়োগ ফ্রাঙ্কলিনের জাদুদণ্ডকে ওনার হাত থেকে ছিটকে দিলো। ওটা ওপরে গিয়ে আটকে গেলো সিলিং এ, একটা তীরের মতো ।

'দারুণ, মি. ডিডলে,' ফ্র্যাঙ্কলিন মৃদুস্বরে বললেন নিজের জাদুদণ্ডটার দিকে তাকিয়ে। 'মি. পটার, একটু কষ্ট করে ওটাকে ফিরিয়ে এনে দেওয়া যাবে? ভাঁড়ার ঘরে একটা মই আছে।'

ডিফেন্স এগেইন্সট ডার্ক আর্টসের ক্লাস শেষে র‍্যালফের সাথে ফিরে আসার সময় জেমস আবার লক্ষ্য করলো গোঁফওয়ালা জাদুকরটা গ্লোব দেখতে থাকা জাদুকরদের ছবিটার মধ্যে থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে। শেষ সপ্তাহ থেকে ও লক্ষ্য করে দেখেছে হলের বিভিন্ন ছবি থেকেই ওই ধরনের চোখ ওর দিকে তাকিয়ে থাকছে। সব পেইন্টিং-এ এক ঘটনা ঘটছে না কিন্তু ও ভালোভাবেই চাহনি অনুভব করছে। পয়জনিং দ্য পেরাক্লেস ছবির কোনার দিকের টেবিলের কাছে থাকা মোটা জাদুকরটা, লাইব্রেরীতে যখন ওরা তিনজন জ্যাক্সনের ব্রিফকেস নিয়ে আলোচনা করছিলো, মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনতে চাইছিল বলেই মনে হচ্ছিল। ব্যাটল অফ ব্যুওরজিনিওনে ছবির ঘোড়ায় চড়া এক আরোহী আড়চোখে জেমসকে দেখছিলো যখন ও মাগল স্টাডির ক্লাসে যাচ্ছিলো। এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার সকালে ও যখন জেইনের সাথে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলো, হলের দেওয়ালে টাঙানো একটা পেইন্টিং এর ভেতরে আঁকা কিং সিসিফাসের পোর্ট্রেট নির্লজ্জের মতো ওদের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

জেমস কমন রুমে যাওয়ার আগে থেমে গ্লোব দেখতে থাকা জাদুকরদের ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল। কালো গোঁফওয়ালা এবং চশমা পরা উইজার্ডটি ওর দিকে তাকালেন কঠোর কিন্তু ভাবলেশহীন চোখে।

'কী ব্যাপার বলুন তো?' জেমস জানতে চাইলো, আমার পোশাক আশাক বা অন্য কিছু বিষয় কি আপনার গোলমেলে ঠেকছে?'

ছবির জাদুকরের মুখাবয়বে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, জেমসের আবার কেন জানি না মনে হলো এই মুখটা খুব চেনাচেনা ধরনের।

'আমার কেন জানি না আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে। আপনি কে বলুন তো?'

BanglaBook.org

র‍্যালফ বললো, 'তুই একটা ছবির সাথে কথা বলছিস!'

'আমি প্রত্যেকদিন একটা করে ছবির সাথে কথা বলি কমন রুমে যাওয়ার সময়,' জেমস উত্তর দিলো না ঘুরেই।

'হ্যাঁ তা তো বলিস জানি। কিন্তু হলে টাঙানো কোনো একটা ছবির সাথে কথা বলতে শুরু করাটা...এটা একটু পাগলামো ধরনের বলেই মনে হচ্ছে ।'

জেমস ছবিটাকে একটু বিরক্তির স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আমি আপনাকে কিভাবে চিনি ?'

ছবির ভেতরের আর একজন জাদুকর বললেন, 'ইয়ং ম্যান, এই স্বরে আমরা কথা শুনতে অভ্যস্ত নই। যদি পারো একটু ভালোভাবে শ্রদ্ধা সহকারে কথা বলো। আমরা তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।'

জেমস কথা কানে না নিয়ে গোঁফ আর চশমাসহ জাদুকরকে দেখতেই থাকলো, যিনিও ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। জেমসের একবার মনে হল ওনাকে চেনা চেনা লাগার কারণ হল এই পেইন্টিং এর বাকি লোকগুলোকেও প্রায় একই রকম দেখতে। কিন্তু সেটা তো একটা অদ্ভুত রকমের ব্যাপার তাই না? ওইতো একজন টাকমাথা মোটা লোক। ওর ভেতরে যে পোর্ট্রেটটা আঁকা আছে তিনি তো রোগা, সাথে আছে সোনালী এক গাদা দাড়ি। না যাদেরকে দেখতে পাচ্ছে তারা মোটেই একরকম দেখতে নন। কিছু বিচ্ছিরি ধরনের দেখতে মহিলাও আছেন ছবিতে। কিন্তু ওই চোখ আর মুখের ধাঁচে কি যেন একটা আছে। জেমস মাথা ঝাঁকালো। ওর অবস্থা এখন গলার কাছে এসে গিয়েও উচ্চারণ করতে না পারার মতো।

'আরে চলতো,' র‍্যালফ বললো জেমসের হাত টেনে ধরে। 'ছবির সাথে কথা পরে বলবি। আজ স্ট্রীক অ্যান্ড কিডনী নাইট, মনে আছে তো?'

ওই সপ্তাহের শেষে জেমস নিজের থান্ডারস্ট্রীক ঝাড়ু নিয়ে উড়লো। সত্যিই একেবারে অন্য রকম অভিজ্ঞতা এই ঝাড়ুতে ওড়া আর স্কুলের ব্যবহৃত ঝাড়ুতে ওড়ার মধ্যে। থান্ডারস্ট্রীকের গতি অনেক বেশি কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ। কারণ জেমসের ইচ্ছেমতই ঝাড়ুটা অতি সহজে এদিকে ওদিকে বাঁক নিচ্ছিলো। জেমস ভাবতে না ভাবতেই ও যা করতে চাইছে সেটা হয়ে যাচ্ছিলো। সেটা কোনো দিকে ঘোরাই হোক বা ঝাঁপ দেওয়া। টেড প্রায় দম বন্ধ করে উত্তেজনার সাথে এর কারণ হিসাবে জানিয়েছে যে "এক্সট্রা জেসচারাল এনহান্সমেন্ট" নামক একটা বিষয় নাকি থান্ডারস্ট্রীক এর সাথে জুড়ে দেওয়া আছে।

একটা রহস্যমাখানো স্বরে বলেছে, 'ব্যাপারটা হলো, এই ঝাড়ুগুলো মালিকের মন বুঝতে সক্ষম। শুধু মাত্র একটা হালকা ছোঁয়া পেলেই এগুলো বুঝতে পারে তুই কোথায় যেতে চাইছিস। যেহেতু আগে ভাগেই সব বুঝতে পেরে যায় তাই তুই ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখতে পাবি তুই গন্তব্যে পৌঁছে গেছিস।'

জেমস টেডকে ওটা নিয়ে ওড়ার জন্য বললো, কিন্তু টেড দুখিতভাবে মাথা নাড়লো। 'ওটা তোর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে। তুই ওর মালিক। অন্যকেও যদি

BanglaBook.org

ওটাকে ওড়ানোর চেষ্টা করে ওটা পাগলের মতো আচরণ করবে। এটা এই নতুন সিস্টেমের একটা খামতি বলা যেতে পারে। অথবা একটা দারুণ ব্যাপার বলতেও পারিস। যদি তোর মনে হয় যে কেউ এটা চুরি করতে পারে, তাহলে।'

জেইন চাপা গলায় বললো 'এরকম একটা কিনতেই হবে। দাম কি রকম এগুলোর?'

টেড জানতে চাইলো, 'কত আছে তোর কাছে?'

জেইন একটু ভেবে বললো, 'এখন কিছুই নেই, কারণ শেষ পাঁচ ডলারটা আমি হাউজ-এলফ ডোরম্যানকে দিয়ে দিয়েছি।'

টেড জানালো, 'ওর দাম ওর চেয়ে অনেক বেশি।'

দুর্গে ফিরে যাওয়ার পথে জেইন জেমসকে বললো ও একটা প্ল্যান করেছে রেলিক পোশাকটার সাথে র‍্যালফের পোশাকটা বদলানোর।

'আজ রাতে র‍্যাভেনক্ল কমন রুমে আয়। র‍্যালফকেও আসতে বলে দিস দেখতে পেলে। ঠিক ন'টার সময় আমি প্রবেশ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো।'

সেদিন রাতে র‍্যাভেনক্ল কমনরুম এক্কেবারে ফাঁকা। জেইন জানালো এর কারণ। গ্রেট হলে উইজার্ড দাবা প্রতিযোগিতা চলছে। যতদূর জানি, আনঅফিশিয়াল। সে যা-ই হোক সকলেই এখন ওখানে গেছে উৎসাহ দিতে। তা তোরা কি কিছু ভাবলি কিভাবে জ্যাক্সনের কাছ থেকে ওটাকে হাতাবি?'

জেমস বললো, 'তুই তো বললি কি একটা প্ল্যান করেছিস?'

'করেছি তো। কিন্তু সেটা খুব ঝকমারি কাজ। আগে তোদেরগুলো শুনি, বলা যায় না আমার চেয়ে সহজ কিছু হতেও তো পারে।'

জেমস মাথা নাড়লো। র‍্যালফ বললো, 'আমি কয়েকদিন ধরে প্রফেসর জ্যাক্সনের ওপর নজর রেখে দেখলাম উনি তো ব্রিফকেসটা হাতছাড়াই করেন না।'

'ঠিকভাবে বললে ওটা পুরোপুরি সত্যি কথা নয়,' জেইন বললো ফায়ারপ্লেসের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

র‍্যালফ আর জেমস বসলো সোফাতে। জেমস বললো, 'র‍্যালফ তো ঠিক কথাই বলছে। উনি তো ওটা কুইডিচ ম্যাচ দেখার সময়েও নিয়ে যান। খাওয়ার সময়ে দু পায়ের ফাঁকে ওটা রেখে তবে খাওয়া শুরু করেন। ওটাকে কাছ ছাড়া করেনই না।'

'মেনে নিচ্ছি উনি ওটা কাছ ছাড়া করেন না। কিন্তু একটা সময় ঠিকমতো ওটার দিকে উনি নজর রাখতেও পারেনও না।'

'মানে? কখন, কোথায় ?

'টেকনোম্যান্সির ক্লাসে,' জেইন বললো। 'ভেবে দ্যাখ ভালো করে। উনি কী করেন গোটা ক্লাসের সময়টায়?'

জেমস একটু ভাবলো তারপর বললো, 'পায়চারি করেন।'

'একদম ঠিক,' জেমসের দিকে আঙুল তুলে বললো। 'ডেস্কের কাছে নিচে মেঝেতে উনি ব্রিফকেসটাকে রাখেন যত্ন করে। আর তারপর চলতে থাকে ওনার

BanglaBook.org

পায়চারি। আমি বাজি ধরতে পারি উনি গোটা ক্লাসটাকে অন্তত দশ চক্কর দেন। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রায় এক মিনিট লাগে একটা চক্কর দিতে। যার অর্থ অন্তত কুড়ি সেকেন্ড ব্যাগটা ওনার চোখের আড়ালে থাকে।'

'আরে থাম থাম' র‍্যালফ বলে উঠলো, 'তুই কি ক্লাস চলাকালীন সময়ে অদলবদলটা করতে চাইছিস নাকি?'

জেইন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমি তো আগেই বললাম আমার প্ল্যানটা খুব একটা সহজ না।'

'কেন? গোটা কুড়ি শিক্ষার্থী থাকে ক্লাসে। আমরা ওদেরকে এই ব্যাপারটায় দলে টানতে পারি না?'

'না,' জেমস বললো সম্মতিবাচক ভাবে, 'ফিলিয়া গয়েল আছে ক্লাসে। যে টাবিথা করসিকার কাছের লোক। এবং এই সম্ভাবনা আছেই যে ওরা মারলিনের প্লটটার সাথে যুক্ত। এমনও হতে পারে ফিলিয়া জানে ওই ব্রিফকেসে কী আছে। আমি চাই না আর কেউ জানুক আমরা কী করতে চাইছি।'

জেইন বললো, 'এর মানে এটাও নয় যে এটা করা অসম্ভব।'

র‍্যালফ ভ্রু কুঁচকে বললো, 'তুই কী করে এটা ভাবছিস যে কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে আমরা জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটা খুলে পোশাকটা বদলে নেব এবং গোটা ক্লাসের কেউ সেটা দেখতেই পাবে না?'

'হুমম,' জেমস বললো এবার ভ্রু কুঁচকে। 'এটাও তো হতে পারে আমরা ওটা খুলবোই না। যদি আমরা ব্রিফকেসটাই বদলে দিই? র‍্যালফের ক্লোকটা আরেকটা ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে যে করেই হোক ওই ব্রিফকেসটার সাথে বদলে নিই কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে।'

র‍্যালফ তবুও সংশয়ের সুরে বললো, 'জ্যাক্সন ওটা ধরে ফেলবেন। ওটা নিয়ে সব সময় চলাফেরা করেন। সম্ভবত ওটার প্রতিটা অংশ উনি ভালোভাবে চেনেন।'

জেইন চিন্তামগ্ন স্বরে বললো, 'ওটা খুবই সাধারণ দেখতে একটা চামড়ার ব্রিফকেস। আমি এরকম অনেককেই নিয়ে ঘুরতে দেখেছি এই হগওয়ার্টসেই। একটু খুঁজলেই আমরা প্রায় কাছাকাছি একটা ওরকম দেখতে পেয়ে যাবো...' সহসাই আঙুলে তুড়ি মেরে জেইন বললো, 'হোরাস!'

'হোরাস?' জেমস চোখ পিটপিট করে বললো, 'হোরাস বারচ? গ্রেমলিনের উইজার্ড দাবা খেলোয়াড়? ওকে আবার কী দরকার?'

জেইন মাথা উত্তেজনায় ঝাঁকিয়ে বললো, 'উকেট এর কথা মনে আছে? হোরাস ভিসাম-ইনেক্সিও মন্ত্র ব্যবহার করে ফ্লাইং সসারের রুপ দিয়েছিল। চোখকে বোকা বানানোর মন্ত্র! ও বলেছিল ওটা মানুষকে সেটাই দেখায় যা সেই মানুষটা দেখতে চায়। যদি আমরা একটা মোটামুটি জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটার মতো দেখতে একটা কেস জোগাড় করতে পারি, তাহলে ভিসাম–ইনেক্সিওর জাদু ওই বুড়ো স্টোনওয়ালকে বোকা বানাতে পারবে আমি বাজি লড়তে পারি! বলতে চাইছি যে, উনি আশাই

BanglaBook.org

করতে পারবেন না যে ক্লাস চলাকালীন সময়ে ওর ব্রিফকেস বিষয়ে কিছু ঘটবে। ফলে আমাদের নকল ব্রিফকেস ওর কাছে আসল বলেই মনে হবে। ভুল বললাম কিছু?'

র‍্যালফ আর একটু ভেবে নিয়ে বলে উঠলো, 'আইডিয়াটা দারুণ, কাজ করার মতো. মনে হচ্ছে কাজ হয়ে যাবে।'

'হুমম,' জেমস সায় দিলো। 'কিন্তু, ক্লাস চলাকালীন সময়ে অদলবদলটা কী করে করা যাবে এই প্রশ্নের সমাধান কী হবে?'

জেইন গম্ভীর ভাবে বললো, 'আমাদের কিছু একটা করতে হবে যাতে সবার মনোযোগ সেদিকে যায়।'

র‍্যালফ মুখ বেঁকিয়ে বললো, 'তুই বড্ড বেশি টিভি দেখতি বোঝাই যাচ্ছে।'

জেমস ভ্রু কুঁচকে বসে ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটার কথা ভাবছিলো। বললো, 'বুঝলি, আমার মনে হচ্ছে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।' জেমস ওদের দুজনকে ক্লোক আর মরওডার ম্যাপ হাতানোর ব্যাপারটা বললো।

'তুই ওদেরকে তোর ড্যাডের ট্রাঙ্ক থেকে মুক্তি প্রদান করেছিস!' জেইন বললো দুষ্টুমির হাসি হেসে। 'পাজির পাঝাড়া কোথাকার! টেড এটা জানতে পারলে তোকে চুমু খাবেরে হতচ্ছাড়া!'

'টেড এটার কথা জানে না, আর আমি আপাতত চাইছিও না যে ও জানুক,' জেমস কথাগুলো কেটে কেটে বললো। 'কিন্তু ঘটনা হলো, আমার মনে হচ্ছে আমরা এই অদলবদলটা ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটা ব্যবহার করে কাউকে জানতে না দিয়েই করতে পারি। আর তার জন্য আমাদের তিনজনকেই দরকার।''

র‍্যালফ বললো, 'কিন্তু আমি তো ওই ক্লাসের ছাত্র নই।'

জেমস বললো, 'জানি। ওই সময়ে তোর কি ক্লাস আছে? বুধবার, প্রথম ভাগে?'

র‍্যালফ ভেবে বললো, 'ইয়ে...অ্যারিথম্যান্সি। ধুর।'

'তুই ওই ক্লাসটা ফাঁকি দিতে পারবি?'

'পারবো মনে হয়। কেন?'

জেমস প্ল্যানটা বুঝিয়ে বললো। জেইন হাসলো, কিন্তু র‍্যালফকে দেখে মনে হচ্ছিল ওর অস্বস্তি হচ্ছে। 'আমি না একদম মিথ্যে বলতে পারি না। ওরা ধরে ফেলবে। জেইন আমার কাজ করলে হয় না? ও এগুলো ভালো পারে।'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'ও তো আমার সাথে ক্লাসেই থাকবে। ফলে ওটা হওয়ার চান্স নেই।'

জেইন আশ্বাসের সুরে বললো, 'তুই ওটা ভালোই পারবি র‍্যালফ। শোন মিথ্যে বলার সোজা উপায় হলো সোজা চোখের দিকে তাকাবি আর পলক না ফেলে কথাটা বলে দিবি ব্যাস। ও আমি শিখিয়ে দেবো। তোকে একটা পাক্কা মিথ্যেবাদী বানানোর দায়িত্ব আমার।'

ওই দিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে জেমস প্ল্যানটা আর কয়েকবার ঝালিয়ে নিলো মনে মনে। এখন ও মারলিনের ফিরে আসার অসম্ভব দিকটার ব্যাপারে নিশ্চিত।

BanglaBook.org

নিজেকেই একটু বোকাবোকা মনে হচ্ছে ঘটনাটাকে সত্যি হতে পারে ভেবে নেওয়ার জন্য। নিশ্চিতভাবেই এটা ডার্ক উইজার্ডদের একটা পাগলামো। তবুও এটার ওপর বিশ্বাস রেখে জ্যাক্সন আর ডেলাক্রয় ওটাকে বাস্তব করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেনই। যদি ওরা তিন বন্ধু পোশাকটা হাতাতে পারে তাহলে দরকারি প্রমাণ ড্যাড আর অরোরদের হাতে তুলে দিতে পারবে। যাতে ওনারা লুক্কায়িত দ্বীপটায় তল্লাসি চালাতে পারেন। এর ফলে ওরা পেয়ে যাবেন মারলিনের সিংহাসন আর প্রমাণিত হয়ে যাবে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা। ডেইলি প্রফেটের প্রথম পাতার খবর হবে ওটা। সাথে সাথেই টাবিথা করসিকার প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর আসল উদ্দেশ্যও সামনে এসে যাবে। মিথ্যে প্রচার চালিয়ে যুদ্ধ আর শাসনের ছক কষার। পুরো বিষয়টার ছবি মাথার মধ্যে দেখার পর জেমস অনেকটাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল যে হ্যাঁ ও ওই রেলিক পোশাকটা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

প্ল্যানটা সাজিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই কিছু সংশয় ওর মাথায় ঘুরছিলো। নিশ্চিতভাবেই এটা একটা জটিল চিন্তা ভাবনা। যার অনেকটাই নির্ভর করবে ভাগ্যের ওপর। একবার মনে হচ্ছে পুরোটা জলের মতো সহজভাবে ঘটে যাবে আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে যদি না হয় তাহলে ও, জেইন আর র‍্যালফ তো ধরা পড়ে যাবে। কী উত্তর দেবে তখন ওরা? জ্যাক্সন বুঝে যাবেন ওরা ওর পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে। সেটা কি যথেষ্ট হবে ওই শয়তানি পরিকল্পনা থামানোর জন্য? জেমস, হেড অফ দ্য অরোর এর ছেলে। রেলিকটা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে জ্যাক্সন এটা বুঝে যাবেন যে ওরা হ্যারি পটারকে এখনো এ বিষয়ে কিছু বলেনি। জ্যাক্সন আর সাথীরা কি খুন করার মতো পদক্ষেপ নেবেন তাদের চক্রান্তর খবর গোপন রাখার জন্য? বিশ্বাস তো হচ্ছে না, কিন্তু এরকম একটা সাঙ্ঘাতিক পরিকল্পনায় জ্যাক্সনের যুক্ত থাকাটাও তো অবিশ্বাস্য রকম সত্য। সে যাই হোক জেমস এ বিষয়ে নিশ্চিত যে যদি তাদের প্ল্যান সফল না হয় তাহলে ওরা তিন বন্ধু একটা বিরাট বিপদের সম্মুখীন হবে ।

এই প্রথমবার ওর মনে হচ্ছে সব কিছু ওর ড্যাডকে জানানো দরকার। এখনো পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব কিছু লিখে একটা চিঠিন পাঠিয়ে দিতেই পারে নবিকে দিয়ে। যদি ওরা রেলিক পোশাকটা হাতাতে সক্ষম হয় তাহলে প্রমাণ রুপে চিঠিটাকে দেখাতে পারবে। আর যদি ওরা সফল না হয় তাহলে অন্তত আর একজন জানতে পারবে মারলিনের প্লটটা বিষয়ে। অনেক রাত হয়ে গেছে এখন চিঠি লেখার পক্ষে। তবে কাল সকালে আগেই ওই কাজটা করতে হবে এসব ভাবতে ভাবতেই ওর চোখে নেমে এলো ঘুম। পরেরদিন সকালে সব কিছু ভুলে গিয়ে ও চললো ব্রেকফাস্ট করতে। এক নতুন সপ্তাহের শুরুতে নতুন দিনের আলোয় ওর নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে হলো, ওদের প্ল্যান সাকসেসফুল হবেই। অসফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। নিজেকে নিয়ে এতটাই মগ্ন ছিল যে লক্ষ্য করলো না অ্যাজাম্পশন অফ সেন্ট মাঙ্গো পেইন্টিং এর ফ্যাকাশে ধরনের জাদুকরটা ওকে একভাবে দেখে চলেছেন, কপাল কুঁচকে পাথরের মত মুখাবয়ব বজায় রেখে।

BanglaBook.org

দ্বাদশ অধ্যায়
ভিসাম-ইনেন্সিও

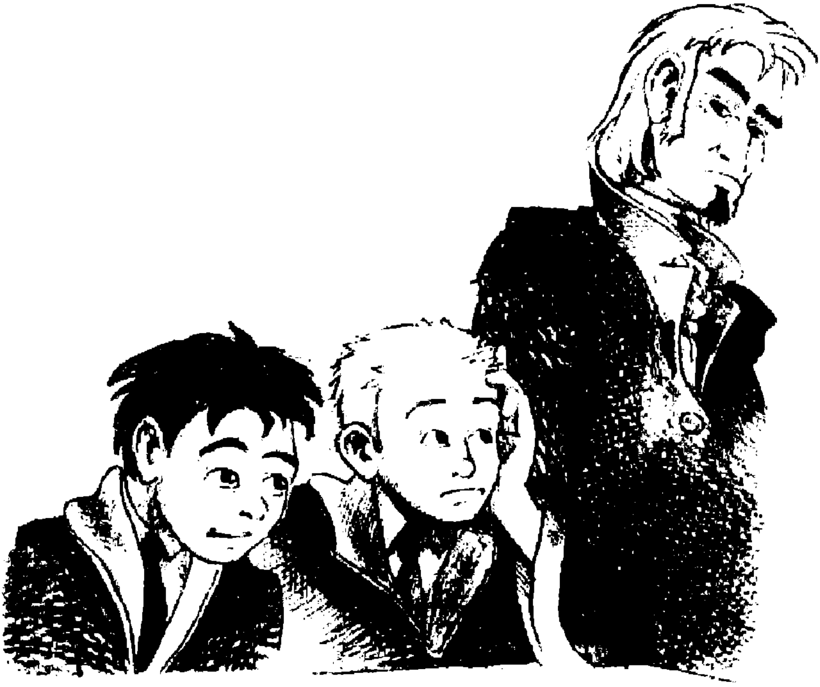

জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটা হাতানোর জন্য জেমসদের সামনে প্রথম যে বাধা টপকানো দরকার সেটা হলো একটা প্রায় একইরকম দেখতে ব্রিফকেস জোগাড় করা। জেইন যেমনটা বলেছিল ওটা একটা সাধারণ চামড়ার ব্যাগ। ব্রিফকেসের তুলনায় অনেক বেশি পরিমানে ডাক্তারী ব্যাগের মতো দেখতে। সোমবার রাতে ডিনার করার সময় ফ্যাকাল্টিদের টেবিলে বসা প্রফেসরের পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটাকে ওরা ভালো করে দেখে নিলো। ওপরে কাঠের হাতল, পিতলের চেইন লাগানো এবং গোটা গায়ে অজস্র আঁচড়ের দাগ। ওদের হতাশা বাড়লো আর একটা জিনিস দেখে আর সেটা হলো একটা পিতলের পাত যা লাগানো আছে কেসটার গায়ে। যার ওপর খোদাই করা আছে "টি.এইচ. জ্যাক্সন"। ওরা বুঝতে পারল এটার মতো দেখতে আরেকটা

BanglaBook.org

ব্রিফকেস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনেক ছাত্র ছাত্রীর কাছেই চামড়ার কেস বা পোর্টফোলিও আছে কিন্তু ওটার মতো একটাও নয়। হয় ওর থেকে রোগা বা সরু, রঙ আলাদা। মঙ্গলবার রাত অবধি ওরা এমন কোনো ব্রিফকেস খুঁজে পেল না যেটার সাথে অদলবদল করা যেতে পারে। র‍্যালফ আর একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করার কথা বললো কিন্তু জেমস এর দ্রুত নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী।

'আমরা জানি না ওরা কবে তিনটে রেলিককে একত্র করার দিন স্থির করেছে। আমরা যদি অপেক্ষাতে সময় কাটিয়ে দিই, ওরা ওটা হয়তো করে ফেলবেন। আমরা আর কিছুই পাবো না। কারণ যখন ওরা বুঝতে পারবেন ওগুলো কোনো কাজের নয় তখন হয় ওরা রেলিকগুলোকে নষ্ট করে দেবেন অথবা আবার লুকিয়ে রেখে দেবেন।'

র‍্যালফ আর জেইন কথাটা মেনে নিলো। কিন্তু তাতে তো ব্রিফকেস খুঁজে পাওয়ার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বুধবার অর্থাৎ যেদিন টেকনোম্যান্সির ক্লাস সেদিন র‍্যালফ ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলো চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভাব নিয়ে। জেইন আর জেমসকে আদ্যোপান্ত দেখলো চেয়ে চেয়ে।

জেমস জানতে চাইলো, 'কী ব্যাপার রে?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি একটা কেস খুঁজে পেয়েছি যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি।'

জেমসের মুখ হাঁ হলো আর জেইন সজোরে শব্দ করে বাকি কফিটা এক চুমুকে খেয়ে নিলো।

'সত্যি? কোথায়?' জেমস চাপা ফিসফিসানির স্বরে জানতে চাইলো। ও সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছিল যে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই, যেটা একই সাথে ওকে উদ্বিগ্ন এবং স্বস্তি দিচ্ছিল। কিন্তু এখন আবার শুরু হলো অ্যাড্রেনালিনের নাচানাচি। র‍্যালফের ফ্যাকাশে মুখ আর বিস্ফোরিত চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে সে-ও উত্তেজনায় ভুগছে।

'তোরা আমার বন্ধু রুফাস বারটনকে চিনিস?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ, স্লিদারিন প্রথম বর্ষ। তেল চটচটে চুলওয়ালা ছেলেটা তো?'

'হ্যাঁ। ওর নুড়ি পাথর জাতীয় বস্তু সংগ্রহের শখ আছে। নিজেকে বলে "রক হাউন্ড'। ওর বিছানার কাছের শেলফে চকচকে পালিস করা অনেক ছোটো ছোটো পাথর সাজানো আছে। সেখানে ক্রিস্টাল আছে কোয়ার্টজ আছে আবার মুন-স্যাফায়ারও আছে। কাল রাতে প্রায় একঘন্টা এসব নিয়ে ওর বকবক শুনেছি। ও সাথে করে ওর রক হান্টিং এর সব সরঞ্জাম স্কুলে নিয়ে এসেছে। ওর কাছে একটা হাতুড়ি আছে যার অন্য দিকটায় রকমারি যন্ত্র পাতি আটকানো আছে। সাথে আছে ছোট ছোট অজস্র কাপড়ের টুকরো আর পালিস করার জিনিস।'

জেইন বললো, 'বুঝলাম, বুঝলাম। ছেলেটা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার মাস্টার, বুঝে গেছি আমরা। আর বলতে হবে না। কিন্তু আসল কথাটা কী?'

BanglaBook.org

"হ্যাঁ মানে বলছি যে ও ওর সব জিনিসপত্র একটা কেসে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কাল রাতে ওটা বের করেছিল...'

জেমস বলে উঠলো, 'ওটা কি একেবারে আমাদের দরকারের মত দেখতে?'

র‍্যালফ চোখ বড় বড় রেখেই মাথা ঝোঁকালো। 'প্রায় নিখুঁত বলা যায়। এমনকি ছোট্ট পিতলের পাতও লাগানো আছে! যার ওপর অবশ্য কোম্পানির নাম লেখা আছে যারা ওটা বানিয়েছে। কিন্তু আছে একেবারে সেই জায়গায় যেখানে জ্যাক্সনের পাতটা লাগানো আছে। রংটা আলাদা, হাতল গুলো হাতির দাঁতের, কিন্তু বাকি সব একেবারে একরকম...'

জেমস দম বন্ধ করা কণ্ঠে বললো, 'তা ওটা আমরা পাবো কিভাবে?'

'আমি ওটা পেয়ে গিয়েছি,' র‍্যালফ উত্তর দিলো, নিজের প্রতি একটু গর্বের ভাব রেখে। 'আমি ওকে বললাম আমার একটা বড় ব্যাগ দরকার বই আর পার্চমেন্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য। আরো বললাম আমার ব্যাকপ্যাকটা ঠিকঠাক স্লিদারিনের মতো নয়। ও বললো বুঝতে পেরেছে আমি কি বলতে চাইছি। ও এই ক্রিসমাসে একটা নতুন যন্ত্রপাতি রাখার ব্যাগ উপহার পেয়েছে। চাইলে আমি ওর পুরোনোটা নিতে পারি। নতুন ব্যাগটায়, যেটা বেশ বড় এবং ড্রাগনের চামড়া দিয়ে তৈরি, সব কিছু ঢুকিয়ে রাখবে বলেই ও পুরোনোটাকে ফাঁকা করছে। এমনকি জল নিরোধক পর্যন্ত, ওই বলেছে।' র‍্যালফ প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছিলো।

জেইন জানতে চাইলো, 'হঠাৎই ও বলে দিলো যে তুই ওটা নিতে পারিস?'

'হ্যাঁ! বললামইতো আমি ওটা পেয়ে গেছি, যেটা আমাকেও একটু ভাবিয়েছিল। মানে বলছি যে, সত্যিই ব্যাপারটা একটু কেমন...আমি ঠিক বলতে পারছি না...'

'একটু বেশি বেশি রকমের কাকতালীয়,' জেইন বললো।

জেমস গম্ভীর ভাবে বললো, 'কেসটা এখন কোথায় আছে?'

র‍্যালফকে সামান্য অপ্রস্তুত দেখালো। 'আমি ওটাকে নিচে নিয়ে এসেছি, সিঁড়ির তালার একটা ফোকরে লুকিয়ে রেখেছি। আমি চাই না ওটা সহ আমাকে কেউ দেখুক। বলা যায় না যদি কোনো...'

উঠে দাঁড়িয়ে জেমস বললো, 'একদম ঠিক ভেবেছিস। চল যাওয়া যাক।'

র‍্যালফ পুনরায় সংশয়ের স্বরে বললো, 'তুই সত্যিই কাজটা করতে চাইছিস? মানে বলতে চাইছি যে পরের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হতো...

'কিচ্ছু করার নেই কারণ আমাদের সামনে আর কোনো পথ নেই।'

র‍্যালফ বিড়বিড় করে বললো, 'তা হয়তো নয়। সবসময়েই আর একটা কিছু বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকেই। বলতে চাইছি যে, আমাদের কি কাজটা এইভাবেই করতে হবে? আমরা কি কাজটা এইভাবে করতে পারি না ? আমাদের মধ্যে কেউ একজন ইনভিজিবল ক্লোকটা পরে অদলবদলের কাজটা করে ফেলতে পারি না, জ্যাক্সন যখন অন্যদিকে তাকিয়ে থাকবেন?'

BanglaBook.org

জেইন মাথা নেড়ে বললো, 'না পারি না। কারণ জায়গাটা খুব ছোটো। জ্যাক্সন পায়চারী করতে গিয়ে তোর সাথে হোঁচট খেতে পারেন। আমাদের এটা করতে হলে এইভাবেই করতে হবে।'

'দ্যাখ আমার মনে হয় আমরা এটা করতে চাইছি,' জেমস বললো, দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় র‍্যালফ আর জেইনের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'যদি নিয়তি বলে কিছু থাকে সেটাই তোকে গতরাতে কেসটা পাইয়ে দিয়েছে র‍্যালফ। আমরা এই সুযোগ ছাড়তে পারি না। এটার অর্থ...নিয়তির মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দেওয়া।'

র‍্যালফ চোখ পিটপিট করে ব্যাপারটা কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করলো। জেইন ভাবনাগম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'ব্যাপার বেশ গুরুতর।'

জেমস জানতে চাইলো, 'তোরা দুজন আমার সাথে আছিস কি না বল?' বাকি দুজন সম্মতি সুচক মাথা ঝোঁকালো।

সিঁড়ির তলার ফোকরটাতে দেখা গেল ব্যাগটাকে, র‍্যালফের কথামতোই ওটা জ্যাক্সনের ব্রিফকেসের মতোই দেখতে। মরচে লাল রঙ, যথেষ্টই ঘষা খাওয়া যা হয়েছে পাথুরে এলাকায় টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। মাপে এবং আকৃতিতে একেবারে দরকারের মতো। সাথেই পিতলের পাতটাও লাগানো আছে সঠিক জায়গাতেই। র‍্যালফ ওর মধ্যে নিজের পোশাকটা ভরেই এনেছিল। জেমস খুলে দেখলো একেবারে একই রকম দেখতে লাগছে ঠিক যেমনটা ও দেখেছিল সেই দিন ফ্রাঙ্কলিনের ক্লাসে।

'আপার সেলারের বয়েজ বাথরুমে নিয়ে চল এটাকে,' জেমস বললো, ওদের দুজনের সাথে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে। 'ওটা হলের ঠিক নিচে টেকনোম্যান্সি ক্লাস থেকে যাওয়ার পথে। তোর বিশেষ কিছু দরকার আছে জেইন?'

'শুধু আমার জাদুদণ্ড আর নোটস,' জেইন উত্তর দিলো। হোরাস বারচ আনন্দের সাথেই জেইনকে ভিসাম-ইনেন্সিও ব্যবহার করা শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুযোগ হয়নি হাতেকলমে প্র্যাকটিস করার। তবে এটার একমাত্র ব্যাপার হলো স্পেলটা কাজ করে, যদি আদপেই কাজ করে তবেই, তারই ওপর যে জানে না যে মন্ত্রটা প্রয়োগ করা আছে। যার অর্থ জেমস, র‍্যালফ বা জেইন বুঝতেই পারবে না ব্যাগটার ওপর মন্ত্রটা আদপেই কোনো কাজ করেছে কি না। ওদের ভরসা রাখতে হবে জেইনের জাদুদণ্ড ব্যবহারের ওপর এবং অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণ যতক্ষণ না প্রফেসর জ্যাক্সন নকল কেসটাকে আসল বলে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। একমাত্র এভাবেই, সফলতা বা অসফলতার দ্বারা প্রমাণিত হবে মন্ত্রের ক্ষমতা।

বয়েজ বাথরুমে সিঙ্কের ওপর কেসটাকে রাখলো জেমস। জেইন ব্যাকপ্যাক থেকে নিজের জাদুদণ্ড আর নোটস লেখা পার্চমেন্ট এর টুকরোটা বের করলো। র‍্যালফকে দিল পার্চমেন্টটা।

সামান্য নার্ভাস ভাবে বললো, 'এটা এমন ভাবে ধর যাতে আমি পড়তে পারি। ওর হাত কাঁপছিল জাদুদণ্ড সহ কেসটার দিকে তাক করা অবস্থায়। একটু সময় পরে

BanglaBook.org

হাতটা নামিয়ে নিলো। 'খুবই বিচ্ছিরি ব্যাপার। র‍্যালফ তো জাদুদণ্ড ব্যবহারে মাস্টার। ও এটা করলে কেমন হয়?'

জেমস অস্থিরস্বরে বললো, 'হোরাস তোকে শিখিয়ে দিয়েছে কী করে ওটা করতে হয়। এখন র‍্যালফকে সে সব শেখাতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। ক্লাস শুরু হতে আর পনের মিনিট বাকি ।'

'বুঝতে পারছি,' জেইন বললো, 'কিন্তু আমার মন্ত্র প্রয়োগের পর যদি ওটা কাজ না করে? যদি র‍্যালফ ওটা করতে পারে, বুঝতেই পারছিস অন্যদের বোকা বানাতে ওটা বেশি কার্যকরী হবে।'

জেমস বললো, 'আর ওর যা সুনাম এসব ব্যাপারে তাতে ওর মন্ত্র প্রয়োগ করাটা যদি ভুল হয়, তাহলে আমাদের এদিকে ওদিকে চামড়ার টুকরোটাকরা খুঁজে বেড়াতে হবে।'

'আমি কিন্তু এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, সেটা ভুলে গেলি না কি রে?' র‍্যালফ বললো।

জেমস কথাটায় কান না দিয়ে বললো, 'জেইন তোকেই করতে হবে। আমি বলছি তুই পারবি। একবার চেষ্টা করেই দ্যাখ।'

জেইন গভীর ভাবে একটা শ্বাস নিলো, তুলে ধরলো জাদুদণ্ড, তাক করলো ব্যাগটার দিকে। তাকালো র‍্যালফের ধরে থাকা পার্চমেন্টটার দিকে। তারপর সুর টেনে টেনে বললো।

'চোখের দেখার জন্য দরকার আলোর অমর গতি, যা বাড়িয়ে দেয় আত্মগর্ব। বোকা বানাতে সব হয়ে যাক এলোমেলো, নিশ্চিত হোক ব্যতিক্রমের নিশ্চয়তা।'

তিনবার ছোট মাপের বৃত্তাকারে জাদুদণ্ডটা ঘুরালো জেইন, তারপর কেসটার ওপর একটা টোকা মারলো। একটা পপ ধরনের শব্দ হলো। সাথে হালকা আলোর একটা বৃত্ত দেখা গেল জাদুদণ্ডের মাথায়। বৃত্তটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে কেসটাকে ঘিরে নেমে গেল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বৃত্তটা। জেইন একটা বড়সড় নিঃশ্বাস ফেললো।

র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'কাজটা কি হলো?'

জেমস বললো, 'হতেই হবে। আমাদের কাছে এটা একই রকম দেখাবে যদিও কিন্তু কিছু একটা তো হলোই, কি বলিস জেইন? মন্ত্র নিশ্চিত ওটার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।'

জেইন উত্তর দিলো, 'মনে তো হচ্ছে। চল এবার ক্লাস রুমে যাই। কেউ আসার আগেই আমাদের ওখানে যাওয়া দরকার।'

ওরা দৌড় লাগালো করিডোর দিয়ে। জেমস আর জেইন লক্ষ্য রাখছিল প্রফেসর জ্যাক্সন আসছেন কি না সেদিকটায়। র‍্যালফ নিজের শীতকালীন কোটের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়েছিল নকল ব্রিফকেসটাকে।

'বুঝতেই পারছি কি আজব দেখাচ্ছে আমাকে। ছোটোখাটো মাপের গ্রপের মতোই দেখাচ্ছে নিশ্চিত,' র‍্যালফ বললো।

BanglaBook.org

জেমস আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো, 'ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই, আমরা এসে গেছি প্রায়।'

ওরা টেকনোম্যান্সি ক্লাস ঘরের দরজার কাছে এসে থামলো। জেইন উঁকি মেরে ভেতর দেখে জেমস আর র‍্যালফের দিকে ঘুরলো।

'প্ল্যান বি,' দম আটকানো গলায় বললো, 'কেউ একজন ভেতরে আছে। হাফলপাফের কেউ। নামটা মনে করতে পারছি না।'

জেমস দরজার কোনা দিয়ে দেখলো। চিনতে পারলো, মাগল স্টাডিজ ক্লাসে দেখেছে। নাম টেরেন্স, জেমসের সাথে ওর চোখাচোখি হলো।

'হেই, টেরেন্স,' জেমস হেসে ডাকলো। ঢুকলো ঘরে, শুনতে পাচ্ছিল পেছনে র‍্যালফ আর জেইনের ফিসফিসানি। ও চেষ্টা করলো সেই শব্দকে চাপা দেওয়ার। 'কেমন কাটলো তোমার ছুটির দিনগুলো? খুব ঘুরলে নাকি?'

টেরেন্স আমতাআমতা করে বললো, 'হ্যাঁ তা বলতে পারো।'

জেমসের মনে হলো এই কাজটা সামলানো বেশ কঠিন হবে। 'তা, কোথায় কোথায় গিয়েছিলে? আমি তো ট্রেনে চেপে লন্ডনে গিয়েছিলাম। পরিবারের সবার সাথে দেখা করার জন্য। খুব মজা করেছি। তুমি কোথাও গিয়েছিলে নাকি আলাদাভাবে?'

টেরেন্স ঘুরে বসে জবাব দিলো, 'কর্ক এ গিয়েছিলাম মামের সাথে। যাওয়ার সময়টাতে সমানে বৃষ্টি হয়েছে। একটা ফ্লুট কনসার্টে গেছিলাম।'

জেমস আগ্রহের সাথে মাথা নাড়লো। ভাগ্যক্রমে, টেরেন্স ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় বসেছিল, জেমসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। চোখের কোনা দিয়ে জেমস দেখলো, জেইন জ্যাক্সনের ডেস্কের কাছে নকল ব্রিফকেসটাকে রাখছে। টেরেন্স মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিক করে বসার জন্য ঘুরতে গেল।

জেমস চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ফ্লুট কনসার্ট! দারুণ ব্যাপার!'

টেরেন্স আবার ঘুরে গেল জেমসের দিকে। 'না, মোটেই না।'

জেইন উঠে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করলো কাজ হয়ে যাওয়ার। জেমস ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। 'ওহ তাই বুঝি। আহারে!' টেরেন্সের কাছে থেকে সরে যেতে যেতে বললো, 'ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আবার দেখা হবে কেমন। চলি।'

জেইন আর জেমস প্ল্যান মতো একেবারে সামনের বেঞ্চে বসলো। ঘরটা ছোট, ওদের বেঞ্চ থেকে জ্যাক্সনের ডেস্ক ফুট দুয়েক দূরে। জেমস ভালো করে সামনের জায়গাটা দেখে নিলো। না, তেমন কিছু নেই যেটা গোলমাল পাকাতে পারে। অপেক্ষা করলো আরো কিছু ছাত্রছাত্রী আসার। এসেও গেল একে একে, ঘরে গুঞ্জিত হলো হাসিঠাট্টা কথার ধ্বনি। এবার জেইনকে জিজ্ঞেস করলো চাপা স্বরে, 'ওটা কোথায় রাখলি?'

চক বোর্ডের কাছের ওই কোনাটায়। আমি তোর ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটাকে একটু

BanglaBoi.org

ভাঁজ করে রেখেছি যাতে ওটা মেঝেতে না পড়ে থাকে। ওই ব্যাটা বুড়ো স্টোনওয়াল না আবার ওটায় হোঁচট খায় ডেস্কের পেছন দিকে যেতে গিয়ে।'

জেমস তাকলো জেইনের দেখানো কোনাটার দিকে। দরজার কাছটায় ওটাকে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা পুঁটলির মতো। জ্যাক্সন ওটার দিকে নজর দেবেন বলে মনে হয় না তবে সেটা করাটাও অসম্ভব নয় ।

জেমস ফিসফিস করে বললো, 'কোনো কোনো দিন তো উনি ডেস্কের পেছনে যানই না।' জেইন কাঁধটা একটু উঠিয়ে আবার নামিয়ে নিলো, অর্থাৎ এরকম কিছুর আশা করা ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রফেসর জ্যাক্সন ঘরে ঢুকলেন, হাতে চামড়ার ব্রিফকেস। জেমস আর জেইন একভাবে চেয়ে রইলো ওনার ক্লোক খুলে টেবিলে রাখা থেকে শুরু করে কেসটাকে ডেস্কের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে রাখার দিকে।

'স্বাগত সবাইকে,' বললেন চিরন্তন ভঙ্গিতে। 'আশা করছি সকলেই দারুণ একটা ছুটি উপভোগ করে এসেছো। সাথে আশা করছি ছুটিতে যাওয়ার আগে তোমরা যা যা শিখেছিলে সেগুলো এখনো মাথার মধ্যে আছে। এবার নিজের নিজের লেখা নিবন্ধগুলো তোমার বাঁ পাশেরজনকে এক এক করে দিয়ে দাও, তারপর বাড়িয়ে দাও সামনের বেঞ্চে। মি. ওয়াকার সবগুলো তোমার কাছে এসে গেলে আমায় জানাবে আমি নিয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।'

জেইন মাথা নাড়লো, চোখটাও চকচক করে উঠলো একবার। জেমস আর জেইন দুজনেই নিজেদের জাদুদণ্ড নিয়ে এসেছে জামার মধ্যে গুঁজে। যদি জ্যাক্সন দেখে ফেলেন, তাহলে ওরা জানাবে এটা ওরা করেছে ওদের প্রিয় টেকনোম্যান্সি শিক্ষককে সম্মান জানানোর জন্য। কারণ জ্যাক্সন স্বয়ং নিজের জাদুদণ্ডটা নিজের জামার সাথে যুক্ত খাপে করে সঙ্গে রাখেন সব সময়। ওরা জানে জ্যাক্সন একটু তোষামোদ পছন্দ করেন।

'আজ রাতে আমি তোমাদের নিবন্ধগুলো দেখবো, যেমনটা প্রত্যেকবার দেখি। আপাতত চলো আমরা একবার সব ঝালিয়ে নিই। মি. হলিস, যদি সম্ভব হয় তো একবার আমাদের ছোট্ট করে বুঝিয়ে বলো দেখি হেক্টরস ল অফ ডিসপ্লেসড অনারসিয়া বিষয়ে।'

লালচে গালওয়ালা প্রথমবর্ষের হাফলপাফ সদস্য হলিস, গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলো বলা। জেমস কিছুই শুনছিল না। টান টান হয়ে বসে তাকিয়ে ছিল জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটার দিকে। মনে মনে ভাবছিল চাইলেই ওটাকে তুলে নিয়ে চলে আসতে পারে। ওর হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে ধড়াস ধড়াস করে। একই সাথে একটা ভয়ানক শীতল অনুভূতি ওকে ঘিরে ধরছিলো, ওদের প্ল্যান মনে হচ্ছে সফল হবে না। প্রফেসর জ্যাক্সনের নাকের ডগার সামনে দিয়ে ওটাকে হাতানো একটা উন্মাদীয় ভাবনা। আর ওরা সেটাই করতে চলেছে। একটা উদ্বিগ্নভাব ওকে স্বস্তি দিচ্ছে না। জ্যাক্সন শুরু করলেন পায়চারী।

'অপ্রয়োজনীয় অনেক কথা বলে ফেললে মি. হলিস, যদিও ভুল কিছু বলোনি। মিস মরগ্যানস্টারন, তুমি কি বলতে পারবে বিভিন্ন ঘনমাত্রার বস্তুদের মধ্যে ইনারসিয়ার পার্থক্য বিষয়ে?'

'হ্যা স্যার। বিভিন্ন ঘনমাত্রা ইনারসিয়ার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে সাড়া দেয়। আর সেটা নির্ভর করে তাদের অ্যাটমের মাপের ওপর।' পেট্রা উত্তর দিলো। 'একই লক্ষ্যে গমনকারী একটি সীসার বল এর প্রভাবে ফেটে যেতে পারে কিন্তু একটি মার্শম্যালোর তৈরি বলের ক্ষেত্রে সেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।'

জ্যাক্সন ইতিবাচক মাথা নেড়ে বললেন, 'টেকনোম্যানিয়ার দিক থেকে এর ব্যাখ্যা কি? কেউ বলতে পারবে? মিস গয়েল?'

ফিলিয়া গয়েল হাত নামালো। 'ইনারশিয়া ট্রান্সফারেন্স মন্ত্রর বন্ধনশক্তি কম ঘনত্বের জিনিসকে প্রভাবিত করে বেশি ফলে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমনকার তেমনি থেকে যায়। আর এই সুবিধার জন্য যেকোনো কম ঘনত্বের জিনিস অতি দ্রুত এবং বেশি দুরত্ব অতিক্রম করতে পারে বেশি ঘনত্বের জিনিষের তুলনায়। যেমন মিস মরগ্যানস্টারনের সীসার বল।'

জ্যাক্সন একটু হেসে মজার ছলে বললেন, 'ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি সুবিধাজনক নয়। একটা কামান থেকে একটা পালক যত জোরেই নিক্ষেপ করা হোক না কেন সেটা কাউকে আঘাত করতে পারবে না।'

গোটা ক্লাস হেসে উঠলো। জ্যাক্সন শুরু করলেন তার দ্বিতীয় রাউন্ডের পায়চারী। আর ঠিক সেই সময় দরজার কাছে হাজির হলো র‍্যালফ।

অদ্ভুত রকমের একটা কণ্ঠস্বরে বললো, 'মাফ ক্রব্বেন!' ক্লাসের সবাই ওর দিকে তাকালো। জেমস আর জেইন বাদে। 'আম্মি দুখখিত। আমবার মনে হচ্ছবে আমবার গাঁক দিয়ে গক্ত বের হচ্ছবে।' সত্যি সত্যিই র‍্যালফের নাক দিয়ে ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ছিলো। ও হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলো নাকের কাছটা, হাতটা রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিলো। গোটা ক্লাসে উহ আহ ধ্বনি শোনা গেল, কেউ অবাক কেউ আবার বিরক্ত হয়েছে।

জেইন একটুও সময় নষ্ট করলো না। যেই র‍্যালফের গলা শুনেছে আর দেখেছে জ্যাক্সন ঘুরে তাকিয়েছেন, ও সোজা উঠে এগিয়ে গেছে ক্লাসের ডানদিকটায়। বের করে এনেছে জাদুদণ্ড।

'উইংগারডিয়াম লেভিওসা!' যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ ফিসফিসে স্বরে বলে উঠলো। সাথে সাথেই ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটা দৃশ্যমান হলো। উঠে গেল কোনায় রাখা নকল ব্রিফকেসটার ওপর থেকে । জেইন ওটাকে ভাসিয়ে রাখতে রাখতেই জেমস নিজের জাদুদণ্ডটা বের করলো। পেছনদিকে ওরা শুনতে পাচ্ছিলো জ্যাক্সন র‍্যালফকে বলছেন।

'আহা, এ তো সাজ্ঘাতিক ব্যাপার, চেপে ধরে থাকো।'

BanglaBook.org

'আম্মি দুখখিত,' র‍্যালফ তোতলানোর মত করে বললো। 'আম্মি একটা কফ লজেঞ্জ খেতে গিয়ে ভুউল করে ওয়েডলী ডোসল্লীড ডোনাট খেবে ফেলেছি। আম্মার মনে হয় আম্মাকে হোস্পীতালে যেতে হব্বে।'

জেমস ওদিকে নিজের জাদুদণ্ড তাক করলো নকল কেসটার দিকে ফিসফিসিয়ে বললো লেভিটেশন এর মন্ত্র। এতদিন যা যা ভাসিয়েছে তার তুলনায় এটা অনেক বেশি ভারী। আর এই কাজে ওর দক্ষতা খুব একটা বলার মতো নয়। কেসটা পুরো শূন্যে ভেসে উঠলো না, একটা কোনা ঠেকে থাকলো মেঝেতে। ও ওটাকে টেনে আনলো আসলটার যতটা কাছে আনা যায়, রাখলো পাশাপাশি। একটা বড় করে দম নিয়ে শ্বাস আটকে রাখলো। পেছনে শিক্ষার্থীদের হাসি ঠাট্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো ।

'আমার মনে হয় না তোমার হাসপাতালে যাওয়ার দরকার আছে,' জ্যাক্সন কিছুটা বিরক্তির সাথে বললেন। 'সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো আর হাতটা সরাও।'

র‍্যালফ কাঁপতে শুরু করে দিলো। কাতরানির সুরে বললো, 'আম্মার মনে হয় আমি হেমোফেবিয়ান!' এটা জেইনের মাথা থেকে বের হয়েছে।

জ্যাক্সন গরগরে কণ্ঠে বললেন, 'তুমি মোটেই হেমোফিলিয়াক নও। আর এই শেষবারের মতো বলছি সোজা হয়ে দাঁড়াও।'

জেমস এবার জাদুদণ্ড নাড়িয়ে আসল কেসটাকে নকলের জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলো। যেখানে জেইন ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটাকে ভাসিয়ে অপেক্ষায় আছে। আসল কেসটা ডেস্কের একটা কোনাতে আটকে আছে। ওটাকে উঠানোর সাথে সাথেই ডেস্কটার একদিক ওপরে উঠে গেল। জেমস মুখ বিকৃত করে জাদুদণ্ড নামালো। একটা শব্দ হলো যদিও সেটা কারো কানে গেল না। জেইন ভীত চোখে জেমসের দিকে তাকালো। জেমসের মুখে অসহায়তার ছাপ। জেইন এবার ডেস্কের তলায় আসল কেসটাকেই ক্লোকটা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা চালালো। ওদিকে ক্লোকটার একটা অংশ আটকে গেছে চক বোর্ড সংলগ্ন কোট টাঙানোর হুকে। কিছুই প্ল্যান মাফিক হচ্ছে না। এখন কেউ যদি এদিকে ঘুরে তাকায় ওদের সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। জেমস ঘুরে তাকানোর ইচ্ছেটাকে দমাতে পারলো না। র‍্যালফের নাক দিয়ে এখনো রক্ত বের হচ্ছে। জ্যাক্সন ওর কাঁধে হাত দিয়ে শরীরের আধখানা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাত দিয়ে চেষ্টা করছেন র‍্যালফের হাতটা নাক থেকে সরাতে আর দ্বিতীয় হাতে তৈরি ওনার হিকোরী জাদুদণ্ড। ক্লাসের সবাই অধীর আগ্রহে নানারকম মুখের ভাব নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রফেসর কী করেন দেখার জন্য।

জ্যাক্সন তেড়েমেড়ে বললেন, 'উফ, তুমি সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দিচ্ছো বাপু। আবার বলছি হাতটা সরাও ।'

জেমস ওদিক ওদিক নড়িয়ে আসল কেসটাকে ডেস্কের তলা থেকে সরানোর চেষ্টা

BanglaBook.org

করলো। ঘেমে নেয়ে গেছে, হাতের তালুর ঘামে পিছলে যাচ্ছে জাদুদণ্ড। ওদিক থেকে ভেসে এলো জ্যাক্সনের কণ্ঠ 'আরটিমাসে' আর এদিকে কেসটাকে জেমস বের করতে পারলো ডেস্কের তলা থেকে।

'ওহ!' র‍্যালফ দরকারের চেয়ে অনেক বেশি জোরে চিৎকার করে বললো 'এই তো, হ্যাঁ, অনেকটা ভালো বোধ হচ্ছে।'

'ওটা আরো মিনিটখানেক আগেই হতো যদি তুমি আমার কথা শুনতে,' জ্যাক্সন বললেন জাদুদণ্ডটাকে যথাস্থানে রাখতে রাখতে। গল্প শেষ। জেইন অন্তিম ঝাঁকুনি দিলো জাদুদণ্ডে। ইনভিজিবিলিটি ক্লোক ছিটকে এসে পড়ল মেঝেতে, অদৃশ্য হয়ে গেল। জেমসের কাছে সময় নেই ব্রিফকেসটা লুকানোর। বুঝতে পারল যে যার জায়গায় ফিরতে শুরু করেছে।

'যাও এবার হাত মুখ সব ধুয়ে নাও,' জ্যাক্সন বললেন জোরালো কণ্ঠে র‍্যালফের উদ্দেশ্যে। নিজের জায়গায় ফেরার জন্য ঘোরার আগে। 'তোমায় দেখতে মোটেই ভালো লাগছে না। কেউ দেখলে ভাববে তোমাকে কোনো রাক্ষসে আক্রমন করেছিল।' বাকিটা চাপা স্বরে বললেন, 'কেউ জানবেও না রাক্ষসটার নাম নোসব্লীড নউগাট...'

ইতিমধ্যে, জেমস নিজের জাদুদণ্ডটা ঢুকিয়ে নিয়েছে জামার ভেত। জেইন, অতি দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের ডেস্কের তলা দিয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। আসল কেসটাকে দুপায়ের গোড়ালি দিয়ে ধরে সটান টেনে নিয়ে চলে এলো নিজের ডেস্কের তলায়। জেমস শুনতে পাচ্ছিলো জেইনের ওটাকে পা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিজের চেয়ারের তলায় নিয়ে আসার আওয়াজ। জ্যাক্সন এসে দাঁড়ালেন জেইনের ঠিক পাশে, গোটা ক্লাস এখন চুপ ।

জেমস মুখ তুলছিল না। বুঝতে পারছিল প্রফেসর ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। কিচ্ছু করার নেই বুঝতে পেরে ও মুখ ওঠালো। জ্যাক্সন সত্যিই নাক বরাবর ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। কিছু একটা আঁচ করার ভঙ্গিতে একবার ওকে একবার জেইনকে দেখছিলেন। জেমসের পেটের ভেতর প্রজাপতি উড়ছে। তারপর একসময় আবার সামনের দিকে হেঁটে গেলেন জ্যাক্সন। জেমসের মনে হলো, একটা অনন্তকালের অবসান হলো।

'সত্যি বলছি,' উনি কাউকে উদ্দেশ্য না করেই বললেন, 'এসব ঘটনা ঘটলে ক্লাস ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই ঠিক কাজ। আমার মতো মানুষেরও নিজেকে পাগল পাগল বলে মনে হচ্ছে। যাকগে, আমরা কোন জায়গায় ছিলাম যেন তখন? হ্যাঁ মনে পড়েছে...'

ক্লাস চলতে থাকলো। জেমস এড়িয়ে যেতে থাকলো জ্যাক্সনের দিকে তাকানোর প্রয়োজনকে। ওর এখন একটাই চাহিদা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ক্লাস ছেড়ে বাইরে পালানো। আসল ব্রিফকেস বা ইনভিজিবিলিটি ক্লোক কোনোটাই আপাতত নিতে

BanglaBoi.org

পারার চান্স নেই। অন্তত জ্যাক্সন যতক্ষণ থাকছেন। একটাই প্রার্থনা জ্যাক্সন যেন জেইনের চেয়ারের তলায় ওনার আসল ব্রিফকেসটা দেখতে না পান। সবটাই এখন নির্ভর করছে জেইনের ভিসাম-ইনেন্সিও মন্ত্র কতটা কাজ করে তার ওপর। জেমস তাকালো নকলটার দিকে, মোটামুটি সেই জায়গায় যেখানে আসলটা ছিল ওর চোখে তো নকল ব্যপারটা ধরা পড়ছে, চামড়ার রঙ আলাদা। পিতলের পাতে "টি.এইচ. জ্যাক্সন" এর বদলে লেখা আছে "হিরাম অ্যান্ড ব্ল্যাটুটস লেদারস, ডায়াগন অ্যালি, লন্ডন"। জ্যাক্সন নিশ্চিত ভাবে কিছু একটা আঁচ করেছেন। কিন্তু মন্ত্রটা যদি কাজ করে, তাহলে ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা থাকছে এ যাত্রায় বেঁচে যাওয়ার।

একসময় ফুরালো ক্লাসের মেয়াদ। জেমস ঝপ করে উঠে দাঁড়ালো, জেইনকে ইশারা করলো এগিয়ে যাওয়ার। জেইন ওর দিকে তাকালো অবাক হয়ে, চোখের নজর দিয়ে দেখাতে চাইলো চেয়ারের তলাটা। জেমস তবুও ওকে ঠেললো সামনের দিকে যাওয়ার জন্য, নেতিবাচকভাবে মাথা নেড়ে। ক্লাসের সবাই এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ধক ধক করে কাঁপতে থাকা শরীর নিয়ে জেমস আর জেইন আর কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে এলো করিডোরে। সাহস হচ্ছিলো না পেছন ফিরে দেখার।

হাঁটতে হাঁটতে জেইন ফিসফিস করে বললো, 'এবার আমরা কী করবো?'

অনেক কষ্টে গলার স্বর নিচু ও শান্ত রেখে জেমস বললো, 'আমরা পরে ফিরে আসবো। হয়তো উনি কিছুই দেখেননি। আমরা যখন বেরিয়ে আসছিলাম উনি নিবন্ধ লেখা কাগজগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। যদি আমরা এখানে কোনো একটা কোনায় লুকিয়ে থাকি, তাহলে দেখতে পাবো...'

'মি. পটার?' পেছন থকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'মি. ওয়াকার?'

দুই বন্ধু থমকে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ঘুরলো। টেকনোম্যান্সির ক্লাসঘরের দরজা দিয়ে মাথা বের করেছেন প্রফেসর জ্যাক্সন। 'আমার মনে হচ্ছে তোমরা দুজন কিছু একটা ফেলে চলে যাচ্ছ আমার ক্লাসে। ওটা নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এলেই ভালো হয় বোধ হয়?'

কেউ কোনো উত্তর না দিলো না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। প্রফেসর ঢুকে গেলেন ভেতরে। অপেক্ষা করতে থাকলেন ওদের।

'কাছে এসো,' জ্যাক্সন হালকা স্বরে বললেন। 'এখানে একেবারে ডেস্কের সামনে এসো, আশা করি অসুবিধা হবে না।' দেখতে পাওয়া গেল ডেস্কের ওপর জ্যাক্সনের ঠিক সামনেই রাখা আছে আসল নকল দুটি ব্রিফকেসই। জেইন আর জেমস ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জ্যাক্সন পুনরায় বলা শুরু করলেন, এবার কণ্ঠস্বর আরো শীতল এবং চাপা।

'আমি জানি কে তোমাদের কী গল্প শুনিয়েছে আমার অ্যাটাচিতে আমি কী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি সে বিষয়ে। কিন্তু এটা বলতে পারি যে তোমরাই প্রথম নও যারা এটা

BanglaBoi.org

জানার চেষ্টা করলে বা এটা হাতানোর জন্য একটা দারুণ কোনো প্ল্যান বের করলে।' জেমস ভ্রু কপালে তুলে তাকালো, জ্যাক্সন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি গল্পগুলো শুনেছি যা আমার ছাত্রছাত্রীরা বানিয়েছে। সেখানে ভয়ানক ধরনের কোনো জন্তু, পৃথিবী ধ্বংস করার অস্ত্র বা কোনো অন্য জগতে যাওয়ার চাবির কাহিনী তৈরি হয়েছে। একেকটা তার আগের থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং এবং উত্তেজনাকর। তোমাদের প্রচেষ্টা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমার অতি কৌতূহলী ছোট্ট বন্ধুদ্বয়...' জ্যাক্সন ঝুঁকে এলেন ডেস্কের ওপর, দুই বন্ধুর থেকে ওনার নাকের দূরত্ব এক ফুটেরও কম এখন। আরো চাপা গলায় বললেন কেটে কেটে, 'আমার এই ব্রিফকেসে যা আছে সেটা তোমাদের কল্পনার চেয়েও অনেক অনেক বেশি সাঙ্ঘাতিক জিনিস। আর এ কথাটা আমি মোটেই ইয়ার্কির ছলে বলছি না। আমি কোনো ভাঁওতাবাজির হুমকি দিই না। তোমরা যদি আবার আমার জিনিস হাতানোর চেষ্টা করো, তাহলে সেই কাজ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার জন্য বেঁচে থাকার সুযোগও তোমাদের থাকবে না। আশা করছি আমি আমার কথা গুলো তোমাদের মাথায় ঢোকাতে পেরেছি?'

জেমস আর জেইন বোবার মতো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে জ্যাক্সন ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'গ্রিফিন্ডর আর র‍্যাভেনক্ল এর পঞ্চাশ নম্বর করে কেটে নেওয়া হলো। তোমাদের দুজনকে ডিটেনশনও দিতে চাই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যার উত্তর আমি দিতে চাই না। সেই জন্য শুধু সাবধান করে দিতে চাইছি, আমার তরুণ বন্ধুদ্বয়, দয়া করে আর কোনোদিন আমার অ্যাটাচির দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। তাহলে কিন্তু আমি তোমাদের জীবনটাকে চরম ভাবে...চিত্তাকর্ষক করে দিতে বাধ্য হবো। এই কথাটা মনে গেঁথে নিও। এবার,' পিছিয়ে গিয়ে, চোখ নিচু করে আবার বলে উঠলেন, 'নিজেদের ওই বিচ্ছিরি জিনিসটা নিয়ে বিদায় হও।'

একরাশ বিরক্তিসহ জ্যাক্সন একটা ব্যাগ ওদের দিকে ঠেলে দিলেন। নকল ব্রিফকেসটা থেকে গেল ওনার সামনেই। উনি নিজের মোটা গাঁটওয়ালা আঙুলগুলো দিয়ে হাতির দাঁতের হাতলটা চেপে ধরে উঠিয়ে নিলেন। যেটার পিতলের পাতটায় লেখা আছে "হিরাম অ্যান্ড ব্ল্যাটুটস লেদারস, ডায়াগন অ্যালি, লন্ডন"। চকচক করে উঠলো জ্যাক্সন ডেস্কের পাশ দিয়ে ঘুরে আসতেই। জেমস বা জেইন কেউই ওদের সামনে থাকা ব্রিফকেসটায় হাত ছোঁয়াল না।

জ্যাক্সন গলা তুলে বললেন, 'আরে, এখনো দাঁড়িয়ে আছো। ওটা নাও আর ভাগো এখান থেকে।'

'হ্যাঁ যা-যাচ্ছি স্যার,' জেইন বললো, প্রফেসরের ব্রিফকেসটা ডেস্কের ওপর থেকে তুলে নিয়ে। তারপর দুজনেই একসাথে ঘুরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তিনটে করিডোর পেরিয়ে এসে, ওরা ছোটা থামালো। ঢুকে পড়লো একটা ফাঁকা হলঘরে। তাকালো ব্রিফকেসটার দিকে যেটা নিয়ে আসতে জ্যাক্সন ওদের বাধ্য

BanglaBook.org

করলেন। কোনো দ্বিধাই নেই। এটাই প্রফেসরের নিজের ব্রিফকেস। নাম লেখা পাতটা সেটাই প্রমাণ দিচ্ছে "টি.এইচ. জ্যাক্সন"। জেমস ঢোক গিললো, অবিশ্বাস্য ভাবে ওরা সফল হয়েছে। ওরা ছিনিয়ে নিতে পেরেছে মারলিনের জাদু পোশাক।

জেইন বড় শ্বাস নিয়ে জেমসের দিকে তাকিয়ে বললো 'সব ভিসাম-ইনেপ্সিওর কাজ। যা চেয়েছি তাই হয়েছে। জ্যাক্সন বুঝে গিয়েছিলেন আমরা কিছু একটা করতে চলেছি, কিন্তু এটা ওনার মাথায় আসেনি।'

জেমস এর হতচকিত ভাবটা এখনো কাটেনি, 'কিন্তু এটা সম্ভব হলো কী করে? দুটোই তো ওনার সামনে রাখা ছিল!'

'আরে, ব্যাপারটা এরকম হয়েছে বুঝলি। জ্যাক্সন ধরে ফেলেছিলেন আমরা ব্রিফকেস বদল করবো, কিন্তু সেটা করার মতো সুযোগ পাইনি। আমার চেয়ারের তলায় ছিল ওনার আসল কেসটা। যেটাকে উনি ভেবে নেন নকল। ভিসাম-ইনেপ্সিওর জাদু ওনাকে ওনার ইচ্ছে মতোই দেখতে সাহায্য করেছে। উনি আসলটাকে নকল ভেবে দেখতে চেয়েছেন আর সেটাই ঘটেছে। আর ঠিক একইভাবে জাদু করা নকল ব্রিফকেস ভ্রান্তি সৃষ্টি করে ওর চোখে প্রতিভাত হয়েছে আসল রুপে!'

জেমস বুঝতে পারলো। 'চোখকে বোকা বানাও এর মন্ত্র আসল ব্রিফকেসের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। ওটাকে দেখাচ্ছে নকলের মতোন, আর সেটাই দেখতে চেয়েছে জ্যাক্সনের মন! ওয়াও এটা ভাবাই যায়নি!' জেইনের কাঁধে চাপড় মেরে বললো, 'কী করেছিস রে পাগলা! অথচ ওটা যে করতে পারবি নিজের ওপর বিশ্বাসটাই আনতে পারছিলি না!'

জেইনকে একটু লজ্জিত দেখালো, যেটা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। হাসলো ফিক করে। 'চল, র‍্যালফকে খুঁজে দেখি। ঠিকঠাক আছে কিনা। ওকে দুটো নোজব্লীড নউগাটস খেতে বলাটা তোর কি ঠিক হয়েছিল?'

'তুই তো বলেছিলি এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে সবার নজর অন্য দিকে চলে যায়।'

জেমস নিজের পোশাকের তলায় জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটা ঢুকিয়ে নিলো। ওরা চললো র‍্যালফকে খুঁজে বের করার জন্য। এতক্ষণ এখানে সময় কাটানোর কারণ ওরা অপেক্ষা করছিল টেকনোম্যান্সির ক্লাসরুম ফাঁকা হওয়ার। ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটাকে নিয়ে আসার জন্য।

মিনিট পাঁচেক বাদে তিন বন্ধুকে গ্রিফিন্ডর কমনরুমের দিকে যেতে দেখা গেল। পরের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে ব্রিফকেসটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য। জেমস ট্রাঙ্কের একেবারে তলায় ওটাকে ঢুকিয়ে দিলো, জেইন আবার ওর জাদুদণ্ড বের করলো।

'জেনিফারের কাছ থেকে এই স্পেলটা সবে শিখেছি। এক ধরনের বিশেষ লকিং স্পেল।'

'দাঁড়া দাঁড়া,' জেমস ওকে থামালো, 'তুই ওটা করে দিলে আমি এটা খুলবো কী করে?'

BanglaBook.org

'ওহ। সত্যি বলতে সেটা আমি ঠিক জানি না। তবে এটা জানি অ্যালাহোমোরা স্পেলের প্রভাব কাটানোর স্পেল এটা। আমার তো মনে হয় না ট্রাঙ্কের মালিকের বিরুদ্ধে এই স্পেলটা কাজ করবে। অন্যদের জন্য এটা সেট করা হয়। এই জন্যই এই সব মন্ত্রগুলো বেশ মজাদার, কি বলিস?'

'এদিকে তাকা,' র‍্যালফ ঘরের জানালাটার কাছে গেল। খুললো আবার লাগালো, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'জানালার ছিটকিনিটার ওপর আগে স্পেলটা সেট কর দেখি। বাইরে এখন যা ঠাণ্ডা ওটা না খুলতে পারলেও চলবে।'

জেইন কাঁধ ঝাঁকিয়ে জাদুদণ্ড তাক করে বললো, 'কলোপোরটাস।' ছিটকিনিটা একটা শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

র‍্যালফ দেখে নিয়ে বললো, 'হুম, কাজটা হয়েছে। এবার খোল দেখি।'

জেইনের জাদুদণ্ড ওঠানোই ছিল, বললো, 'অ্যালাহোমোরা।' ছিটকিনিটা নড়ে উঠলো, খুললো না। জেইন জাদুদণ্ড পকেটস্থ করে বললো, 'জেমস খুলে দ্যাখ। জানালাটা তোর সাথে সম্পর্ক যুক্ত বলেই আমার ধারণা, কি ঠিক তো?'

জেমস একই স্পেল ব্যবহার করতেই ছিটকিনিটা খুলে গেল, সাথে জানালাটাও।

জেইন হেসে বললো, 'দেখলি তো? বললাম না স্পেলগুলো বেশ মজাদার। আমি নিশ্চিত ওই বুড়ো স্টোনওয়ালকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে কী করে এই মন্ত্রগুলো কাজ করে। কিন্তু, আমি বাপু ওনাকে আর কোনো প্রশ্ন করবো না। এটা আগে থেকেই বলে রাখলাম।'

জেমস ট্রাঙ্কটা লাগানোর পর জেইন বন্ধন মন্ত্র ছুড়ে দিল ওটার ওপর।

ক্লাসরুমে যাওয়ার পথে র‍্যালফ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা অন্যদের তো চোখে পড়বে যে জ্যাক্সন একটা অন্য ব্রিফকেস বয়ে বেড়াচ্ছেন? অন্য কোনো কেউ যদি জানতে চায় ব্যাপারটা কী?'

জেইন আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলো, 'না রে র‍্যালফিনেটর, সেরকম কিছুই হবে না। উনি এখানে আসার পর থেকে সবসময় ওটা সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এটা সবাই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যতক্ষণ মানুষ চাইবে যে ওকে ওই ব্যাগটা সমেত দেখতে ততক্ষণ ভিসাম-ইনেপ্সিও মন্ত্র সেটাই দেখিয়ে যাবে। এক মাত্র আমরা তিনজন দেখতে পারো উনি তোর বন্ধুর রক হাউন্ড ব্যাগটা নিয়ে চলাফেরা করছেন।'

র‍্যালফের সংশয় তবু কাটছিলো না। 'মন্ত্রের প্রভাব কি একটা সময়ের পর নষ্ট হয়ে যাবে? নাকি এটা ততদিন বজায় থাকবে যতদিন মানুষ নকলটাকে আসল বলে মনে করবে?'

জেমস বা জেইন কেউ জানে না এর উত্তর। জেমস বললো, 'আমরা শুধু আশা করতে পারি এটা দীর্ঘস্থায়ী হোক।'

BanglaBook.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়
পোশাকের রহস্য

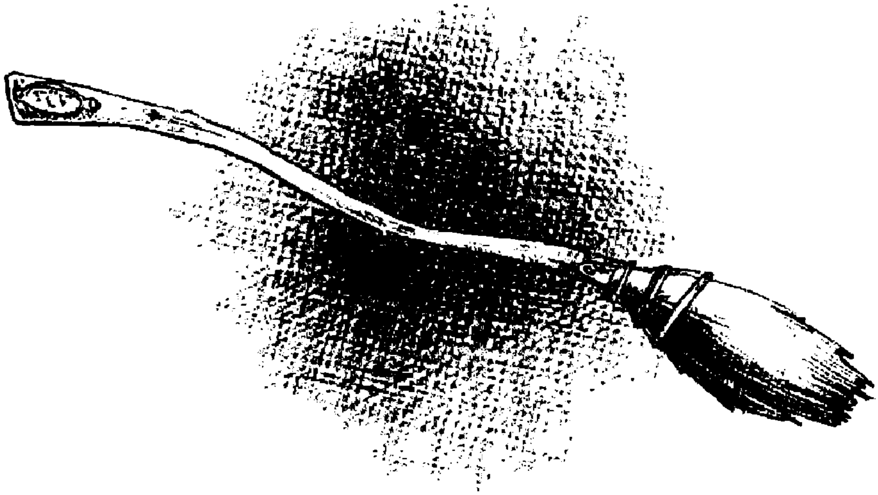

ওই দিন রাতে ডিনারের পর তিন বন্ধু আবার চললো গ্রিফিন্ডরের শয়নকক্ষের দিকে। একবার থামলো যখন জেমস দেখলো একটা ছবি থেকে, যেখানে অতিরিক্ত মোটাসোটা এক গরুর দুধ দোয়াচ্ছে কিছু মেয়ে, এক মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। জেমস ওই লম্বা এবং কুৎসিত দর্শন মহিলার কাছে জানতে চাইলো উনি কী দেখছেন। তিরিশ সেকেন্ড কেটে যাওয়ার পর জেইন আর র‍্যালফ অধৈর্য হয়ে জেমসের এক একটি বাহু ধরে টেনে নিয়ে চললো। শয়নকক্ষে পৌঁছে জেমস ট্রাঙ্ক খুলে জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটা বের করলো। রাখলো বিছানার ওপর, তাকিয়ে থাকলো তিন জনে ওটার দিকে।

র‍্যালফ জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কি ওটা খুলবো?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ। কারণ আমাদের তো জানতে হবে যে আমরা ওই পোশাকটাই পেয়েছি, তাই নয় কি? আজ সারা দিন একটা প্রশ্ন আমাকে তাড়িয়ে

BanglaBook.org

নিয়ে বেড়াচ্ছে। যদি এমন হয় আমার অনুমান ভুল, ওর ভেতরে যেটা আছে সেটা প্রফেসর জ্যাক্সনের নিজের জামা কাপড়? আবার এটাও মোটেই ভাবতেও পারছি না যদিও যে কেবল মাত্র মানুষের মনে একটা কৌতূহল জাগানোর জন্য সব সময় ওটা বয়ে বেড়াচ্ছেন তুই সকালে ওনার মুখাবয়ব দেখলে বুঝতে পারতি, যখন উনি ভেবেছিলেন উনি আমাদের ধরে ফেলেছেন। পুরো উন্মাদ মনে হচ্ছিল।'

জেইন বিছানায় এক লাফে উঠে বললো, 'আচ্ছা আমরা যদি ওটা খুলতে না পারি তাহলে কী হবে?'

জেমস উত্তর দিলো, 'আমার মনে হয় না সেরকম কোনো বিশেষ লক ওতে লাগানো আছে। তাহলে সেদিন ডার্ক আর্টসের ক্লাসে ওটা খুলে যেত না।'

র‍্যালফ একটু সরে দাঁড়ালো, জেমস যাতে ওটার সামনে আসতে পারে। 'তাহলে আর দেরী করে কী হবে। খুলেই ফ্যাল ওটা।'

জেমস তালাটার দিকে হাত বাড়ালো। যদি না খোলে তাহলে ওরা তিনজন যা যা তালা খোলার মন্ত্র জানে সেসব প্রয়োগ করবে এই ভাবনা মনে নিয়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কেসটার সাথে সংযুক্ত পিতলের তালাটা অতি সহজেই খুলে গেল। এত সহজে খুললো যে জেমসের মনে হলো ওর হাত ছোঁয়ানোর আগেই যেন তালাটা খুলে গেল। বাকি দুজন এটা বুঝতে না পারলেও ও থমকে গেল একটা শিহরণের সাথে।

র‍্যালফ ফিসফিসিয়ে বললো, 'কেল্লা ফতে?' জেইন ঝুঁকে এলো কেসটার ওপর। সামান্য ফাঁক হয়েছে ডালার মুখ।

জেইন বললো, 'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। ভেতরটা অন্ধকার। জেমস, ঢাকনাটা খোল। আমাদের দুজনের তুলনায় ওটা তোর কাছে অনেক বেশি দরকারি।'

জেমস ছুঁলো কেসটাকে, ধরলো হাতল দুটো, উঠালো ওপরেরটাকে। দেখতে পেলো কালো কাপড়টার ভাঁজগুলোকে। একটা প্রাচীন ভ্যাপসানো গন্ধ বের হয়ে এলো কেসটার ভেতর থেকে। জেমসের মনে হলো যেন একটা এক সপ্তাহের পুরোনো জ্যাক-ও-লণ্ঠনের কুমড়ো ভেতরের ঘ্রাণ নিলো। কেঁপে উঠলো লুনার বলা কথা মনে পড়তেই, উনি বলেছিলেন একসময় এই পোশাকটা এক জন মৃত রাজার শরীর মুড়িয়ে রাখার জন্য ব্যবহার হয়েছিল।

জেইন চাপা খসখসে কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'এটাই কি সেটা? আমি তো বুঝতে পারছি না এটা কী?'

'হাত দিস না,' র‍্যালফ কথাটা বলতে না বলতেই জেমস ওটা ধরে নিয়েছে। টেনে বের করে আনলো। পরিষ্কার দাগহীন কালো পোশাকটার ভাঁজ খুলে গেল মসৃণভাবে। বিরাট বড় ওটা। র‍্যালফ আরো খানিকটা পিছিয়ে গেল, জেমসের পায়ের কাছে পোশাকটা স্তূপের আকারে জমে উঠতেই। আর কয়েকটা টানের সাথেই শেষ অংশটা জেমসের হাতে এসে গেল, যেটা পোশাকটার হুড বা মস্তকাবরনী। সেটার মাপও

BanglaBook.org

বিশাল, গলার কাছটায় সোনালী বোতাম লাগানো।

জেইন মাথা নাড়লো ইতিবাচক ভাবে, মুখ ফ্যাকাসে এবং গম্ভীর। 'সন্দেহের কোনো কারণই নেই যে এটাই সেটা। এবার এটাকে নিয়ে আমরা কী করবো?'

র‍্যালফ ঝট করে বললো, 'কিছুই না। ওটাকে কেসের মধ্যেই ঢুকিয়ে রাখ জেমস জিনিসটা মোটেই সুবিধের নয়। ওর জাদু শক্তির অনুভূতি হচ্ছে কি তোদের? আমি নিশ্চিত জ্যাক্সন কিছু সুরক্ষা মন্ত্র বা যা-ই হোক ওটার ভেতর দিয়ে রেখেছেন। তা না হলে ওটার অস্তিত্ব এতদিনে সবাই টের পেয়ে যেত। তাড়াতাড়ি কর, ওটা ঢুকিয়ে রাখ। আমি ওটায় হাত দেবো না।'

'একটু দাঁড়া,' জেমস বললো। র‍্যালফের মতোই ও নিজেও অনুভব করতে পারছে জিনিসটার জাদুকরী প্রভাব, কিন্তু সেটা মোটেই ভয়ানক নয়। শক্তিশালী কিছু নিঃসন্দেহে কিন্তু কৌতূহল উদ্রেককারী। পোশাকটার গন্ধ এখন বদলে গেছে বাইরে আনার পর। যেটা এক সময় পচা গন্ধের মতো লাগছিল সেটা এখন মাটির সোঁদা গন্ধের মত মনে হচ্ছে। সাথে মিশে আছে লতা পাতা ভিজে ঘাসের ঘ্রাণ, সাথে কেমন একটা বুনো ভাব। পোশাকটা হাতে ধরে জেমসের এক অবর্ণনীয় অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে ও যেন ওর নিজের সত্তার অন্তস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ঠাণ্ডা জল, যা ঢুকছে জানালার ফাঁক ফোকর দিয়ে, দেখতে লাগছে নীলছে বরফে নির্মিত বাষ্পের মতো। অনুভূতিটা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে। ওটার প্রাণ আছে, কোনাকৃতি ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে কুন্ডলী পাকিয়ে। প্রসারিত করে দিচ্ছে প্রতিটি প্রান্তে। জেমসের আবছা আবছা মনে পড়ছে ছোট বেলায় পড়া গল্প, যেখানে লেখা ছিল মারলিন ছিলেন প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের মাস্টার। উনি খুব ভালো বুঝতেন এসব, আর ব্যবহার করতেন। ব্যবহার করতেন নিজের শাসন বজায় রাখার জন্য। জেমস বুঝতে পারছে কোনোভাবে সে ওই বিশেষ ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করে দিয়েছে, যার চাবিকাঠি গাঁথা আছে এই রেলিক পোশাকের সুতোর বুননে। অনুভূতিটা ক্রমশই পাকিয়ে পাকিয়ে বেড়ে চলেছে। জেমস অনুভব করতে পারছে রাত্রিকালীন প্রাণীদের অস্তিত্ব। অ্যাটিকে লুকিয়ে থাকা ইঁদুরের হৃদপিণ্ডের আওয়াজ, জঙ্গলে বাদুড়দের রক্ত-বেগুনী আনাগোনা, শীতঘুমে আচ্ছন্ন থাকা ভালুকদের ঝাপসা স্বপ্ন, এমন কি সাধারণ গাছপালা ঘাসপাতা সব কিছুর জীবন স্পন্দন। ওদের শিকড়ের মতো হাত গুলো জড়িয়ে ধরছে বাঁচার জন্য পৃথিবীর মাটিকে শীতের এই রুক্ষ শুষ্ক দিনে।

জেমস বুঝতে পারছে ও কী করছে, কিন্তু ওর হাত ওর নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। পোশাকের হুডটা উঠিয়ে চাপাল নিজের মাথায়। পোশাকটা ঝুলে থাকলো ওর কাঁধ থেকে। হুডটা মাথার ওপর দিয়ে নেমে এসে ওর চোখ ঢেকে দিতেই শুনতে পেলো জেইন আর র‍্যালফের চিৎকার। ওরা ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন কোনো এক লম্বা পিছল সুড়ঙ্গে। ওরা হারিয়ে গেল।

BanglaBook.org

সে হাঁটছিল। শুকনো পাতা ওর পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে জাচ্ছিল মড়মড় শব্দে, পায়ে জুতো নেই। মাপেও যেন বেড়ে গেছে অনেকটা একই সাথে শক্তসমর্থ। জোরে একটা নিঃশ্বাস নিলো, বুকটা ফুলে উঠলো পিপের মতো। বিশাল মাপের মানুষে পরিণত হয়েছে সে লম্বা পেশীবহুল হাত যেন পাইথন সাপ। ভারি পা গাছের গুঁড়ির মতো। চারদিকের জগত ওকে ঘিরে আছে, সব জীবন্ত। পায়ের তলায় মাটির প্রাণ অনুভূত হচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। এই অরণ্যের উদ্দামতা ওর ভেতর প্রবেশ করছে, ওকে শক্তি দিচ্ছে। কিন্তু সেই উদ্দামতা যতটা থাকা উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক কম। জগত বদলে গেছে, বদলেই চলেছে। কেউ যেন একে পোষ মানিয়ে নিয়েছে, হারিয়ে গেছে এর শক্তি এবং আদিমতা। সাথে সাথেই কমে গেছে ওর ক্ষমতাও। যদিও ওর সমকক্ষ কেউ নেই তবু পৃথিবী আর তার সম্পর্কের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে অনেক অন্ধকার অঞ্চল। যেগুলো বাড়ছে আকারে, প্রতি পদক্ষেপে ওকে থামিয়ে দিচ্ছে, সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে ওকে। মানুষের সম্পদ বেড়েই চলেছে, ক্ষতি হচ্ছে পৃথিবীর। বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীন স্থানে। ভেঙে যাচ্ছে আদিমতার জাদুর মায়াচ্ছন্নতা। একটা ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছে ওর মধ্যে। সবসময় ও গড়ে উঠতে থাকা মানব সাম্রাজ্য গুলোর কাছে গেছে, ওদের সাহায্য করেছে, সহযোগিতা করেছে, অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু এই পরিণতি কল্পনা করতে পারেনি। ওর ম্যাজিক্যাল ভাইবোনেরা কোনো সাহায্যই করতে পারেনি ওকে। ওদের জাদু ওর থেকে আলাদা। পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেই ওর জাদুর শক্তি অনেক অনেক বেশি আবার একই সাথে ওটাই ওর দুর্বলতা। এক শীতল রাগের আগুনে পুড়তে পুড়তে সে এগিয়ে চললো। ওর পথ চলার সাথে সাথেই গাছেরা ওর সাথে কথা বলছিলো। কিন্তু ড্রায়াডস আর নায়াডসদের আওয়াজ অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে। ওদের শব্দের প্রতিধ্বনি ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, যা বিভ্রান্তিকর।

ওর সামনে একটা খোলা স্থান যা কেবল মাত্র চাঁদের আলোতে দেখা যায়। পৃথিবীর বুকে এক পাথুরে রুক্ষতা নিয়ে অবস্থান করছে। গিয়ে দাঁড়ালো জায়গাটায়, মুখ তুলে তাকালো। চন্দ্রালোকিত রাতের আকাশ বর্তুল আকৃতি স্থানটিকে আলোয় ভরিয়ে রেখেছে। দেখে মনে হচ্ছে সব যেন সাদা রঙ করা। ওর ছায়া লুটিয়ে আছে পায়ের কাছে যেমনটা থাকে দুপুর বেলায়। এই জগতে ওর জায়গা নেই কোথাও। ও মানুষের এই সমাজ ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু ফিরে আসবে একদিন যেদিন পরিস্থিতির বদল হবে। বদলে যাবে পারিপার্শ্বিকতা। আবার এ ধরা উপযুক্ত হবে ওর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য। সেই সময়ে সে আবার জাগিয়ে তুলবে পৃথিবীকে, নবজন্ম দেবে গাছেদের আর তাদের আত্মাদের। ওদের সঞ্জীবিত করবে নতুন শক্তিতে, সাথেই নিজেকেও প্রাণিত করবে নতুনভাবে। আর তখনই সূচনা হবে সামঞ্জস্য জীবনকালের। তার জন্য হয়তো সময় লাগবে কয়েক দশক অথবা শতাব্দী। অথবা অপেক্ষা অনন্ত সময়ের। তাতে কিছু যায় আসে না। আর এই সময়টায় থাকবে না ও।

BanglaBoi.org

কাছেই একটা শব্দ হলো, অসংলগ্ন পদচারণের। কাছে পিঠেই কেউ আছে, এই বিশেষ ফাঁকা জায়গায়। এমন কেউ যাকে সে পছন্দ করে না। কিন্তু ওকেই প্রয়োজন। এই মানুষটার সাথে যখনই সে কথা বলে তখনই এ জগতটা নিস্প্রভ হয়ে যেতে থাকে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, ঝাপসা হয়ে যায় সব।

'ওদের বলবে সব যেন মেনে চলে। আমার বস্ত্র, আসন আর কবচ প্রস্তুত রাখবে। আমি অপেক্ষায় থাকবো। যখন আমার ফিরে আসার সময় হবে, হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এ সব একত্র করবে। আমি ঠিক বুঝতে পেরে যাবো। অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স, আমি তোমায় বেছে নিয়েছি এই লক্ষ্য পালনের জন্য। তুমি আমার শেষ সহকারী শিষ্য, তোমার আত্মা আমার হাতের মুঠোয়। তুমি এই কাজ করার জন্য বাধ্য যতদিন না লক্ষ্যপূরণ না হয়। আমার কাছে শপথ নাও।'

দূরবর্তী অন্ধকার থেকে, একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এটাই আমার ইচ্ছে এবং সৌভাগ্য প্রভু।'

কোন উত্তর ভেসে এলো না এই কথার প্রেক্ষিতে। সে চলে গেছে। তার পোশাক পড়ে আছে মাটির ওপর, ফাঁকা। ওর জাদুছড়িটা কিছু সময়ের জন্য খাড়া দাঁড়িয়ে থাকলো তারপর সামনের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়ার আগেই একটা হাত সেটা ধরে নিল। একটা অদ্ভুত রকমের সাদা রঙের হাত, যে হাতের অধিকারী অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স। চকিতেই পুরো দৃশ্যটা কে যেন মুছে দিলো অদৃশ্য হাতে। অন্ধকারময়তা সংকুচিত হয়ে এলো একটা ঘূর্ণায়মান বিন্দুতে। সমগ্র বিশ্বচরাচর পরিণত হল এক রাক্ষুসে গোলকে, ঘুরতে থাকলো সজোরে, আর তারপর মিলিয়ে গেল।

জেমস অতিকষ্টে চোখ খুলে হাঁফাতে থাকলো। ওর ফুসফুস মনে হচ্ছিলো বায়ুশূন্য হয়ে গেছে। যেন বেশ কিছু সময়ের জন্য ওখানে কোনো শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ সংগঠিত হয়নি। কেউ ওকে ধরলো। মাথা থেকে নামিয়ে দিলো হুডটা, টেনে সরিয়ে দিল পোশাকটা কাঁধের ওপর থেকে। একটা অসীম দুর্বলতা জেমসকে ঘিরে ধরছিলো, ও জ্ঞান হারাচ্ছিল। জেইন আর র‍্যালফ ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে শুয়ে দিলো বিছানায়।

'কি হয়েছিল?' জেমস জানতে চাইলো, জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে।

ভয় মেশানো কণ্ঠে র‍্যালফ বললো, 'সেটা তো তুই বলবি আমাদের।'

জেইন যেমন তেমন করে পোশাকটা ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। 'ওই ভয়ানক জিনিসটা তুই যে পরলি সাথে সাথেই নেই হয়ে গেলি! ছিলি না এখানে কোথাও। কিছু না জেনে ওটা ব্যবহার করাটা তোর মোটেই ঠিক হয়নি, বুঝলি।'

'আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম?' জেমস জানতে চাইলো, অনেকটাই ধাতস্থ হয়ে।

র‍্যালফ বললো, 'অজ্ঞান হলে তো ভালো হতো। তুই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলি। ফুসসস।'

BanglaBook.org

জেমসের অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে জেইন সম্মতির স্বরে বললো, 'একদম। তিন চার মিনিটের জন্য তোর কোনো অস্তিত্বই এখানে ছিল না। আর তখন ওর আবির্ভাব হলো,' জেইন উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে জেমসের বিছানার পেছনের কোনাটা দেখালো। জেমস তাকালো। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আবছায়া আকৃতি সহ সেড্রিক ডিগরি। ভূতটা ওদের দিকে তাকালো, হেসে কাঁধ ঝাঁকালো। সেড্রিককে অনেকটাই বেশি ঘনত্বের বলে মনে হলো জেমসের, আগে যে ক'বার দেখেছে তার তুলনায়।

জেইন বলে চললো, 'দেওয়াল ভেদ করে উনি এলেন, মনে হলো যেন তোর সাথেই দেখা করতে এসেছেন। র‍্যালফ তো ঠকঠক করে কাঁপছিল। যা-ই হোক আমি ওকে বললাম আরে একটা ভূত ওটা। যেমনটা রোজ দেখিস ব্রেকফাস্টের সময় বা মঙ্গলবারে ইতিহাসের ক্লাসরুমে। যদিও এগুলো কোনো কাজে এলো না।'

র‍্যালফ বললো, 'উনি আমাদের দুজনের দিকে তাকালেন একবার, তারপর ব্রিফকেসটার দিকে, তারপর যাকে বলে মিলিয়ে গেলেন। এরপর যেটা হলো, সেটা তোর আবির্ভাব। ঠিক ওইখানটায়, একেবারে সাদা স্ট্যাচুর মতো।'

জেমস সেড্রিকের ভুতের দিকে ঘুরলো, 'আপনি কী করেছেন?'

সেড্রিক মুখ খুললেন কথা বলার জন্য বেশ খানিকটা সময় নিয়ে। মনে হলো অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে এলো ওনার স্বর। জেমস জানে না শব্দগুলো কানে শুনছে নাকি সরাসরি মনের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছে।

"তুমি বিপদের মধ্যে ছিলে। আমায় পাঠানো হয়েছিল। আমি দেখেছি ওখানে কী হয়েছে যখন আমি ওখানে গেলাম।"

'ওটা কী ছিল?' জেমস জানতে চাইলো। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার রেশ এখনো ওর স্মৃতিতে আছে ঝাপসা ভাবে। যদিও কেন জানি না মনে হচ্ছে জাদুর প্রভাব কেটে গেলে আরো ভালোভাবে সব মনে করতে পারবে।

"এক চিহ্নিত দ্বারপ্রান্ত। এক অতি শক্তিশালী জাদু। যা খুলে দেয় একটা অন্য ডাইমেনশনের প্রবেশপথ। যার মাধ্যমে অনেক দূরবর্তী সময়ের কোনো মেসেজ বা সিক্রেট জানতে পারা যায়। কিন্তু এর শক্তির কোনো সীমা পরিসীমা নেই। ওটা তোমাকে প্রায় গিলে নিয়েছিল আর একটু হলেই।"

জেমস জানে এটা কতটা সত্যি। অনুভব করতে পেরেছিল সেটা। শেষের দিকে অন্ধকার ছিল অবিমিশ্র, অনাদি শোষকের মতো। গলার মধ্যে একটা শক্ত দলার অনুভব নিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমি ফিরে এলাম কী করে?'

সেড্রিক মামুলিভাবে জবাব দিলেন, "আমি তোমায় খুঁজে পেলাম। ডুব দিলাম ইথারের দুনিয়ায়। ওখানেই তো মরার পর থেকে সব চেয়ে বেশি সময় কেটেছে আমার। তুমি ওখানেই ছিলে। কিন্তু অনেক অনেক দূরে। আমি ধেয়ে গেলাম এবং ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।"

'সেড্রিক,' জেমস বললো, ওই পোশাকটা পরার মতো নির্বোধের আচরণ করা

BanglaBook.org

এবং কী হতে যাচ্ছিলো সেটার কথা ভেবে ভয় পেয়ে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য।'

"এটা তোমার পাওনা ছিল। তোমার বাবার কাছে আমি ঋণী ছিলাম। একবার সে-ও আমাকে ফিরিয়ে এনেছিল।"

জেমস বললো, 'আরে, তুমি তো এখন কথা বলতে পারছো?'

সেড্রিক হাসলো, আর এটা ছিল একটা সত্যিকারের হাসি যা জেমস প্রথমবার দেখলো ওই ভূতের মুখে। "আমার দারুণ লাগছে... একেবারে অন্যরকম... শক্তিশালী। অনেক অনেক... এখন, যে কোনো ভাবেই।"

র‍্যালফ হাত তুলে বললো, 'জেমস তুই আমাদের এই ভুতের কথাই বলেছিলি, তাই না? কয়েক মাস আগে যে মাঠের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীর দিকে তাড়া করে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ এর কথাই বলেছিলাম,' জেমস বললো। 'জেইন, র‍্যালফ, ইনি সেড্রিক ডিগরি। সেড্রিক এরা আমার বন্ধু। তা আপনার সাথে ঠিক কী ঘটেছে বলে মনে হয়? এখানে নিজেকে অন্যরকম মনে করার মতো কী এমন ঘটলো?'

সেড্রিক আবার কাঁধ ঝাঁকালো। 'অনেক অনেক দিন ধরে আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। আমি দুর্গের দেওয়াল ভেদ করে যাতায়াত করছিলাম কিন্তু ওটা ছিল একেবারে ফাঁকা। আমার ক্ষিধে পাচ্ছিল না, ছিল না তৃষ্ণা বোধ, ঠাণ্ডা লাগতো না, ক্লান্তি কাকে বলে বুঝতেই পারছিলাম না। আমি জানতাম আমি মরে গেছি, কিন্তু ব্যাস ওইটুকুই। সবকিছু অন্ধকার, নিস্তব্ধ...দিন রাত বা ঋতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। সময় বলেই যেন কিছু নেই। আর তারপরই সব বদলাতে শুরু করলো।'

সেড্রিক ঘুরে এসে বিছানায় বসলো, যদিও তার কোনো ছাপ পড়লো না কম্বলের ওপর। জেমস একেবারে কাছে থাকার জন্য অনুভব করতে পারছিল একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ বয়ে আসছে সেড্রিকের অবয়ব থেকে। আবার বলা শুরু করলো ভূতটা।

'এবার সেইসময় এলো, আমি চারপাশটা সচেতনভাবে অনুভব করতে শুরু করলাম। অনেক লোকজনকে হলগুলোতে দেখতে পেলাম, কিন্তু তাদের অবয়ব সব ধোঁয়ায় বানানো মনে হলো। আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। একসময় বুঝতে পারলাম এই অনুভূতিটা ঠিক তখন হচ্ছে যখন আমার মৃত্যুক্ষণটা পার হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক রাতে নিজেকে আমি সচেতনভাবে ফিরে পাচ্ছিলাম। আমি ওই সময়টা বুঝতে পারছিলাম কারণ একমাত্র ওই সময়েই আমি অনুভব করছিলাম মিনিট ঘণ্টার সাথে সময়ের বয়ে যাওয়া। গ্রেট হলের বাইরে একটা ঘড়ি দেখতে পেলাম আর সময়ের গতি অনুভব করলাম। প্রত্যেক রাতে নিজেকে দারুণ করে ফিরে পেতে শুরু করলাম কিন্তু দিন হলেই সব ঝাপসা হয়ে যেত। আর তারপরই একদিন সকালে স্পর্শের ক্ষমতা হারিয়ে সবে ঝাপসা হতে শুরু করেছি তখনই 'ওর' দেখা পেলাম।'

জেমস খাড়া হয়ে বসলো। 'অনুপ্রবেশকারীর?'

সেড্রিক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। 'আমি বুঝতে পারছিলাম ওর এখানে থাকা উচিত নয়। সাথে সাথেই কেন জানি না আমার মনে হলো আমি যদি চাই আমি ওকে নিজের রূপ দেখাতে পারবো। আমি ওকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলাম।'

সেড্রিক হাসলো। জেমসের মনে হলো, হ্যাঁ এই সেই হাসি যা ওর ড্যাড দেখতে পেতেন ।

'তবুও ওই লোকটা আবার ফিরে এসেছিল,' জেমস বললো। সেড্রিকের হাসিটা অসহায়তায় বদলে গেল।

'হ্যাঁ, ওই লোকটা ফিরে এসেছিল। আমি দেখেছিলাম এবং আবার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিই। রোজ সকালে আমি ওর জন্য পাহারা দিতাম। একদিন রাতের বেলা একটা জানালা ভেঙে ঢুকলো। সেই সময়টায় আমার শক্তি বেশি, কিন্তু আমার মনে হলো আমার উচিত অন্য কাউকে একটা জানানো যে লোকটা দুর্গের ভেতর ঢুকেছে। আর সে জন্যই আমি সেদিন তোমার কাছে এসেছিলাম। তুমি আমায় দেখতে পেয়েছিলে, আর আমি জানতাম তুমি কিরকম ছেলে। জানতাম তুমি সাহায্য করবে।'

জেইন হাসির সাথে বললো, 'সেই রাত, যেদিন তুই স্টেইন্ড গ্লাসের জানালাটা ভেঙেছিলি। ব্রুস লীর মতো লাথি মেরে লোকটাকে ফেলে দিয়েছিলি। দারুণ।'

'ওটা কে ছিল?' জেমস জানতে চাইলো কিন্তু সেড্রিক মাথা নাড়লো। ও জানে না।

'এখন তো প্রায় সাতটা বাজে,' র‍্যালফ বললো। 'আপনি এখন আমাদের দেখা দিচ্ছেন কিভাবে? এটা তো আপনার শরীর ধারনের পক্ষে সঠিক সময় নয়?'

সেড্রিক একটু ভাবলো। 'আমি দিন দিন ঘন হচ্ছি, জমাট হচ্ছি। আমি যদিও একটা ভূত, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমি ভূতের থেকে উন্নত কিছু একটাতে পরিণত হচ্ছি। আমি এখন অনেক বেশি কথা বলতে পারি। আর সময়ের বন্ধনটাও আমার ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এভাবেই একটা ঠিকঠাক ভূতের জন্ম হয়।"

'কিন্তু কেন?' জেমস প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে আটকাতে পারলো না। 'কেন একটা ভূতের সৃষ্টি হয়? কেন আপনি এসব থেকে বিদায় নিতে পারেন না, মুক্তি পেতে পারেন না?'

সেড্রিক জেমসের দিকে তাকালো। যেটা দেখে জেমসের মনে হলো, হয় সেড্রিক প্রশ্নটার উত্তর জানে না অথবা যা জানে সেটা ভাসা ভাসা ধরনের। আস্তে করে মাথা নেড়ে সেড্রিক বললো, 'আমার সব কাজ শেষ হয়নি। আমাকে আরো অনেক দিন বাঁচতে হতো। ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল, এতো দ্রুত। আমি শুধু...কিছু করতে পারলাম না।"

র‍্যালফ জেমসের ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো জ্যাকসনের ব্রিফকেসটা। তারপর বিছানার এক কোনায় বসে জানতে চাইলো, 'অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তুই কোথায় গিয়েছিলি জেমস মনে আছে?'

BanglaBook.org

জেমস একটা বড় করে শ্বাস নিলো, অদ্ভুত সফরটা মনে করার চেষ্টা করলো। বললো পোশাকটা ধরার পর হওয়া অনুভূতিগুলোর কথা। সেই বরফের মতো শীতল হাওয়া, নীল কুয়াশা, জীবজন্তু এবং গাছেদের অনুভব করা। তার পর বললো মারলিনের শরীরের মধ্যে অবস্থান করে ও যা দেখেছে সেসব। সাথে মারলিন কী ভাবছিলেন সে কথাও। জেমস কেঁপে উঠছিলো মারলিনের রাগের কথা বলতে গিয়ে। আর সেবক রুপে থাকা অ্যাস্ট্রামাডডুক্স এর শপথ নেওয়ার কথাও জানালো। যতদিন পর্যন্ত সময় না হবে ততদিন অবধি সব রক্ষা করতে হবে। প্রতিটা মুহূর্তের কথা বলে গেল বিস্তারিত ভাবে। আর শেষ করলো হাড়হিম করা অন্তিম অন্ধকার মুহূর্তের কথা বলে যা জেমসকে আবরিত করে নিচ্ছিল, সংকুচিত করে দিচ্ছিলো, নিয়ে যাচ্ছিলো এক অসীম নেতিবাচক শূন্যতার দিকে।

জেইন মনোযোগ দিয়ে সব শুনে হালকা চাপা স্বরে বললো, 'হুম সব কিছুর একটা মানে দাঁড়াচ্ছে।'

'কি?' জেমস জানতে চাইলো।

'মারলিন ওটা কিভাবে করবেন। বুঝতে পারলি না? প্রফেসর জ্যাক্সন এব্যাপারে প্রথম দিনের ক্লাসেই তো বলেছিলেন!' যথেষ্ট উত্তেজিত দেখালো জেইনকে। চোখ বড় বড় করে এক এক করে দেখে নিলো জেমস, র‍্যালফ আর সেড্রিকের ভূতকে, যে এখনো বিছানায় বসে আছে।

র‍্যালফ মাথা নেড়ে বললো, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো এ বছরে টেকনোম্যান্সি নিইনি।'

'মারলিন মারা যাননি,' জেইন জোর দিয়ে বললো। 'উনি ডিসঅ্যাপারেট করেছেন নিজেকে!'

জেমসের মাথায় ঢুকলো না ব্যাপারটা। 'তো কী হলো। যে কোনো উইজার্ডই পারেন অ্যাপারেট করতে। এর মধ্যে বিশেষ কী এমন হলো?'

'মনে করে দ্যাখ জ্যাক্সন আমাদের কী বলেছিলেন প্রথম দিনের ক্লাসে? অ্যাপারিশন ব্যাপারটা যে উইজার্ড করবেন তার কাছে একটা তাৎক্ষণিক ব্যাপার। যদিও এক জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে অন্য জায়গায় আবির্ভূত হতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। সাথে এটাও বলেছিলেন যদি কোনো উইজার্ড কোথায় আবির্ভূত হবেন সেটা আগেভাগে ঠিক করে না নেন তাহলে ফিরে আসতে পারবেন না। মনে পড়ছে? কোনো এক অনিশ্চয়তায় আটকে যাবেন সেই উইজার্ড।'

জেমস সায় দিলো, 'হ্যাঁ মনে পড়েছে?' সেদিনের কথাগুলো মনে পড়েছে ওর। কিন্তু সূত্রটা কী সেটা ধরতে পারছে না।

জেইন এবার অতিরিক্ত উৎসাহের স্বরে বললো, 'মারলিন নিজেকে কোনো স্থানে ডিসাপ্যারেট করেননি। নিজেকে পাঠিয়েছেন সময়ের একটা খাঁজে এবং কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার একত্রতায়।'

BanglaBook.org

র‍্যালফ আর জেমস হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকলো। জেইন বলতে থাকলো, ‘তুই তোর ওই স্বপ্নদর্শনের ভিত্তিতে বললি মারলিন অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্সকে বলেছিলেন রেলিকগুলো সুরক্ষিত রাখতে এবং অপেক্ষা করতে সঠিক সময়ের। আর সেই সময়টা আসলে কখন যখন হল অব এল্ডারস ক্রসিং এ রেলিকগুলো একসাথে আনা হবে। এবার বুঝলি? মারলিন নিজের আবির্ভাবের জন্য সময় এবং পরিস্থিতি সাজিয়ে দিয়েছিলেন। একেবারে শেষের দিকে তুই বললি মারলিন ডিসঅ্যাপারেট করেছিলেন এক ঘূর্ণায়মান বিন্দুতে,’ জেইন থামলো, ওর মুখে চিন্তার ছাপ। ‘বিগত শতাব্দীর দিন গুলোতে উনি আটকে থেকেছেন সময়ের ফাঁদে, এক সর্বত্র অবস্থানের ভেতর। অপেক্ষা করেছেন সঠিক পরিস্থিতি আসার। ঠিকঠাক বললে ওনার কাছে সময় প্রায় স্থির হয়েই আছে!’

র‍্যালফ জেমসের বিছানার কাছে রাখা ট্রাঙ্কটার দিকে তাকালো। বললো, ‘তারমানে ব্যাপারটা সত্যি। ওরা এই কাজটাই করার চেষ্টা করছেন। ওরা ওকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।’

‘এখন আর পারবে না,’ জেমস বললো চাপা হাসির সাথে। ‘কারণ পোশাক এখন আমাদের কাছে। সবকটা রেলিক না হলে পরিস্থিতি একরকম হবে না। ওরা কিছুই করতে পারবেন না।’

জেইনের বিশ্লেষণ শোনার পর জেমসের কাছে এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে দেখা বিশেষরূপে চিহ্নিত দ্বারপ্রান্ত ওর ভাবনায় ভিত্তি দিয়েছে। সাথে সাথেই এখন পোশাকটির প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। আর সেটা পাওয়ার পথে একের পর এক ভাগ্যের সহায়তা পাওয়াটা ওকে অবাক করছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে র‍্যালফের ব্রিফকেসটা পেয়ে যাওয়া। জেইনের ভিসাম-ইনেস্পিওর সঠিক ব্যবহার। ওর এখন মনে হচ্ছে কেউ ওদের মারলিনের ফিরে আসার ছক ব্যর্থ করতে পরিচালনা করছে। কিন্তু সেটা কে?

র‍্যালফ আর জেইন আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মারলিনের ডিসাপিরেশন নিয়ে। জেমস সেড্রিকের ভূতকে ডেকে বললো, ‘বলছিলাম কি, আপনি তো বললেন কেউ আপনাকে পাঠিয়েছিল আমাকে সাহায্য করার জন্য। কে তিনি?’

সেড্রিক উঠে দাঁড়ালো, একটু যেন ঝাপসা হয়ে গেল। জেমসের দিকে তাকিয়ে হাসলো এবং বললো, “এমন একজন যার নাম আমার বলা উচিত নয়। যদিও আমার মনে হচ্ছে তুমি অনুমান করতে পারবে। এমন একজন যিনি নজর রাখছেন।

স্নেইপ, জেমসের মনে হলো। ও যখন এগিয়ে যাচ্ছিলো চিহ্নিত দ্বারের অনন্ত গহ্বরের দিকে, স্নেইপের পোর্ট্রেটই সেড্রিককে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু উনি জানতে পারলেন কিভাবে? এটাই ভাবতে থাকলো জেমস। ওদিকে জেইন আর র‍্যালফ ফিরে গেল নিজের নিজের কমন রুমে। গ্রিফিন্ডরের সদস্যরা যার যার বিছানায় হারিয়ে গেল ঘুমের জগতে। একসময় জেমসও ঘুমিয়ে পড়লো, ওই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না ওই রাতে।

BanglaBook.org

***

পরের কয়েকটা দিন তিন বন্ধু বিজয়ীর মানসিকতায় স্কুলের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা চালিয়ে গেল। জেমস নিজের ট্রাঙ্কের ভেতর জেইনের দেওয়া লাকং মন্ত্র সহ ফেলে রেখেছে জ্যাক্সনের ব্রিফকেস। যার ভেতর আছে রেলিক পোশাক। ভিসাম-ইনেস্পিও মন্ত্রের ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে ওরা বিন্দুমাত্র ভাবছেও না যে কেউ আসল ব্রিফকেসটাকে দেখার কথা ভাববে। জ্যাক্সন হিরাম অ্যান্ড ব্ল্যাটুট এর পিতলের পাত লাগানো একদা পাথর রাখার কাজে ব্যবহার হওয়া ব্রিফকেসটা নিয়েই তার দিন যাপন করছেন। কেউ তাকিয়েও দেখছে না দ্বিতীয়বারের জন্য, ভাবছে না কোথায় গেল সেই কালো ব্যাগ যেটায় লেখা ছিল ওনার নাম। শনিবার বিকেলে তিন বন্ধু আবার মিলিত হলো গ্রিফিন্ডর কমন রুমে। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সে নিয়ে আলোচনার জন্য।

হোমওয়ার্ক করার ভান করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে জেইন বললো, ‘এখন দুটো প্রশ্ন আমাদের সামনে। হল অব এল্ডারস ক্রসিং কোথায়? আর তৃতীয় রেলিকটাই বা কোথায়, মারলিনের জাদু ছড়ি?’

জেমস মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, ‘আমিও ওইটার কথা ভাবছিলাম। সিংহাসন আছে মাদাম ডেলাক্রয় এর হেফাজতে। পোশাকের দায়িত্ব প্রফেসর জ্যাক্সনের । তৃতীয়টা তিন নম্বর ষড়যন্ত্রকারীর কাছে। আমার অনুমান এখানকার কোনো মানুষের কাছে ওটা আছে। র‍্যালফের গেমডেক যে চুরি করেছিল নিজের নাম দিয়েছিল অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স। সেই স্লিদারিন হতে পারে বোধ হয়, কি মনে হয়? সে ওই নামটা ব্যবহার করেছে, আর এই ব্যাপারটা যদি তার জানা থাকে, তার অর্থ সে এর সাথে যুক্ত।

র‍্যালফ জানতে চাইলো, ‘কিন্তু সেটা কে? আমি দেখিনি কে ওটা নিয়েছিল। ওটা পাওয়া যাচ্ছিলো না। যা-ই হোক মারলিনের জাদু ছড়ি লুকিয়ে রাখাটা কিন্তু বেশ কঠিন ব্যাপার, তাই না? তুই মারলিনের যা বিবরন দিলি তাতে লাঠিটা ছ'ফুট তো হবেই। একটা এরকম বড় জিনিস লুকিয়ে রাখবি কিভাবে?’

জেমস মাথা নেড়ে বললো, ‘আমার ভাবনায় কিছু আসছে না। তবে বলতে পারি র‍্যালফ এটা তোর একটা দায়িত্ব। তোকে নজর রাখতে হবে। টেড তো বলেইছে, তুই আমাদের ভেতরের লোক।’

র‍্যালফ তাকিয়ে থাকলো বড় বড় চোখে। জেইন একটা পার্চমেন্টে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বললো, ‘প্রথম প্রশ্নটার উত্তর কে দেবে? হল অব এল্ডারস ক্রসিং কোথায়?’

জেমস আর র‍্যালফ একে অপরের দিকে তাকালো। জেমস উত্তর দিলো, ‘কোনো ক্লু নেই। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আর একটা প্রশ্ন নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।’

BanglaBook.org

র‍্যালফ বিড় বিড় করে বললো, 'প্রথম দুটোর ঝামেলাই কমলো না, এসে গেল তিন নম্বর।'

জেইন মুখ তুলে তাকালো, জেমস দেখতে পেলো পার্চমেন্টে আঁকিবুকি কেটে লুক্কায়িত দ্বীপের গেট আঁকা হয়েছে। 'তৃতীয় প্রশ্নটা কী?'

জেমস ফিসফিস করে বললো, 'ওরা এতো দিন কাজটা করেননি কেন? তিনটে রেলিক যদি ওরা পেয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে ওরা ওই হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এ গিয়ে মারলিনকে হাজার বছরের ডিসঅ্যাপিরেশন থেকে ফিরিয়ে আনলেন না?'

এর উত্তরও ওদের তিন জনের কাছে নেই, কিন্তু ওরা মেনে নিতে বাধ্য যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। জেইন পার্চমেন্টটা উল্টালো, দেখা গেল আরিথম্যানসি ক্লাসে নেওয়া নোট আর ডায়াগ্রাম আঁকা আছে ওখানে। 'আমি র‍্যাভেনক্ল এর লাইব্রেরী খুঁজে দেখছি, কিন্তু কুইডিচ, ডিবেট, হোমওয়ার্ক আর কন্সটেলেশন ক্লাবের চাপে দুটো মিনিটও পাচ্ছিনা সময় বের করতে।'

র‍্যালফ নিজের কলমটা নামিয়ে রাখলে। পেছন দিকে হেলান দিয়ে হাত টান টান করে দুপাশে ছড়িয়ে বললো, 'ওটা কেমন চলছে? মানে তুই একমাত্র আমাদের মধ্যে যে মাদাম ডেলাক্রয় এর কাছাকাছি যেতে পারিস। ওনার হাবভাব কেমন?'

'এক্কেবারে জ্যান্ত জিপসি মমি," জেইন উত্তর দিলো। 'ওনার আর ট্রিলনি ম্যামের উচিত ডিভাইনেশন ক্লাসের মতোই এই ক্লাবের পরিচালনার দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া। কিন্তু ওনারা নিজেদের ঝগড়া নিয়েই ব্যস্ত। ইদানীংকালে কথা কাটাকাটিটা একটু কমেছে। ট্রিলনি কেবল মাত্র গ্রহ নক্ষত্রের চিহ্ন ইত্যাদি এঁকে আমাদের দেখান আর নিজে টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখেন আর বোঝার চেষ্টা করেন গ্রহাদির হালচাল।' জেমস সিবিল ট্রিলনিকে চেনে আগে থেকেই, দূরসম্পর্কের পারিবারিক বন্ধু রুপে। ওনার সম্পর্কে জেইনের মন্তব্য শুনে একটু হাসলো। জেইন বলতে থাকলো, 'ডেলাক্রয় আমাদের স্টার চার্ট বুঝিয়ে দেন। তারার বিভিন্ন রকম আলোর ওয়েভলেন্থ মাপা শেখান। যা দিয়ে নাকি বড়সড় ধরনের জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনা অনুমান করা যায়।'

জেমসের মনে পড়লো, 'আরে তাই তো। মনে পড়েছে। গ্রহদের একত্রে অবস্থান। পেট্রা আর টেড আমায় বলেছিল। ওরা ডেলাক্রয়ের সাথে ডিভাইনেশনের ক্লাস করেছে। যার অর্থ ভুডু কুইন এসব ব্যাপার নিয়ে সত্যিই মাথা ঘামায়।'

'কিন্তু উনি ট্রিলনির পুরো বিরোধী, এটা মানতেই হবে। ওর কাছে পুরো বিষয়টা কেবল মাত্র অঙ্ক আর হিসাবনিকাশ। আমরা জানি কবে কোনটা ঘটবে, কিন্তু উনি তাতে সন্তুষ্ট নন। একেবারে নির্দিষ্ট করে ক্ষণটাকে বের করতে হবে। আমার কাছে যদি জানতে চাস, বিশাল খাটনীর কাজ। আর এ ব্যাপারে উনি একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করেন।'

র‍্যালফ বললো, 'আমার তো মনে হয় সব ব্যাপারেই ওনার বাড়াবাড়ি আছে।'

BanglaBook.org

জেমস চাপা গলায় বললো, 'আমার মনে হচ্ছে উনি আমাদের ওপর নজর রাখছেন। আমি বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করেছি উনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন।'

জেইন ভ্রু উঁচিয়ে চোখ কুঁচকালো। 'ভুলে যাস না উনি অন্ধ। উনি কোনো কিছুই দেখেন না।'

'আমি জানি,' জেমস অবিচলিতভাবে বললো। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত উনি কিছু একটা জানেন। আমার তো মনে হয় চোখে দেখতে না পেলেও অন্য কোনো ভাবে দেখতে পান।'

র‍্যালফ বললো, 'শুধু শুধু আমাদেরকে ভয় দেখাস না তো। যা ঘটে চলেছে তাতেই থরহরি কম্প হয়ে আছে। উনি কিছু জানেন না। যদি জানতেন তাহলে এতোদিন কিছু না করে বসে আছেন? অতএব ওনাকে নিয়ে বেশি ভেবে লাভ নেই।'

পরেরদিন জেমস আর র‍্যালফ হ্যাগ্রিডের সাথে দেখা করতে ওর কেবিনে গেল, গ্রপ আর প্রেচকার খবরাখবর নেওয়ার ছুতোয়। হ্যাগ্রিড প্রেচকা যে গাড়িটা ভেঙে ফেলেছিল সেটা সারাচ্ছিল। ওটা ভেঙে যাওয়ায় ও মোটেই রাগ করেনি। ওদেরকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে চা বিস্কুট দিয়ে নিজে বসলো ফায়ারপ্লেসের কাছে। ট্রাইফ হ্যাগ্রিডের পায়ের কাছে শুয়ে মাঝে মাঝে হাতটা চেটে দিচ্ছিলো।

'ওহ, ওদের মধ্যে খুবই ঝামেলা হচ্ছে,' হ্যাগ্রিড জানালো, দৈত্যদের সম্পর্ক গঠন করার প্রাক পর্বটা সত্যিই খুব রহস্যজনক। 'গত ছুটিতে ওরা মারামারি করেছে। একটা এল্ক হরিণের চামড়া মৃতদেহ নিয়ে ঝগড়া। গ্র্যাপি মাথাটা নিতে চেয়েছিল, প্রেচকার আবার ওটার শিং দিয়ে গয়না করার শখ।'

র‍্যালফ চায়ে চুমুক দেওয়া বন্ধ রেখে বললো, 'এল্ক হরিণের শিং দিয়ে গয়না?'

'না, মানে হ্যাঁ, আমি গয়না বলেছি,' হ্যাগ্রিড নিজের বিরাট হাতটা উঠিয়ে বললো, 'ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। দৈত্যরা গয়না আর অস্ত্র দুটোর জন্যই একই শব্দ ব্যবহার করে। তবে তোমার হাইট যদি কুড়ি ফুট বা তার বেশি হয় ও দুটো একইরকম কিছুই হয়ে দাঁড়ায়। যাকগে, সে ঝামেলা মিটে গেছে এখন। ওরা আবার আগের মতই আনন্দে আছে।'

জেমস জানতে চাইলো, 'হ্যাগ্রিড, ওরা কি এখনো ওই পাহাড়ের পাদদেশেই বসবাস করছে?'

'হ্যাঁ সেটাই করছে প্রেচকা একজন সম্মানীয়া মহিলা। আর গ্রপ, কেন নিজের কুঁড়ে ঘরে ঢুকে বসে থাকবে। একটা দারুণ অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে নিয়েছে, বারচ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে সময় কাটিয়ে দেয়। সময় লাগবে ওদের। দৈত্যদের ভালোবাসা...কী বলবো একটা খুব ঠুনকো জিনিস, যা বোঝা খুব মুশকিল।'

র‍্যালফ চায়ের কাপের মধ্যেই কেশে উঠলো।

জেমস প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বললো, 'আচ্ছা হ্যাগ্রিড তুমি তো অনেক দিন ধরে হগওয়ার্টসে আছো। এই স্কুল এবং দুর্গ বিষয়ে অনেক রহস্য তোমার জানা আছে তাই না?'

BanglaBook.org

হ্যাগ্রিড চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলো। 'সে তো বটেই। এই চত্বরটাকে আমার মতো কেউ চেনে না। আরগাস ফিলচ অবশ্য অনেক কিছুই জানে। আমি এখানে এসেছিলাম ছাত্র হিসাবে, আর সেটা তোমার বাবার জন্মের অনেক আগের কথা।'

জেমস জানে ওকে সাবধানে কথা বলতে হবে। 'হ্যা সেটা আমিও ভাবছিলাম। আচ্ছা হ্যাগ্রিড কেউ যদি একটা বিশেষভাবে জাদু ক্ষমতাযুক্ত কিছু এই দুর্গের কোথাও লুকাতে চায়

হ্যাগ্রিড ট্রাইফের গায়ে হাত বোলানো থামালো। জেমসের দিকে নিজের বিরাট মাথাটা ঘোরালো। 'আমি কি জানতে পারি, তোমার মতো একজন প্রথম বর্ষের ছাত্রর আবার কী লুকিয়ে রাখার দরকার পড়লো?'

'আরে এটা আমার ব্যাপার নয় হ্যাগ্রিড,' জেমস তাড়াতাড়ি করে বললো। 'আমি অন্য কারো কথা বলছি। কৌতূহল বলতে পারো।'

র‍্যালফ বড় মাপের একটা চুমুক দিলো চায়ে। জেমস জানালার বাইরের দিকে তাকালো, চাইছে না হ্যাগ্রিডের অন্তর্ভেদী চোখের দিকে তাকাতে। 'আরে বাবা তেমন কিছু না। আমি এমনিই জানতে চাইছিলা...'

'ওহ,' হ্যাগ্রিড একটু হেসে মাথা নেড়ে বললো। 'তুমি বোধহয় আমার বিষয়ে তোমার বাবা, হারমাইওনি আন্টি আর রন আঙ্কেলের কাছে থেকে অনেক গল্প শুনেছো। ওরাই বলেছে তাই না হ্যাগ্রিড মাঝে মাঝেই সব কিছু খুলে বলে না। রহস্য জমিয়ে রাখে। খুব সত্যি কথা। আমি একটু মাথামোটা ধরনের মানুষ। সব সময় আন্দাজ করতে পারি না কোনটা বলতে হবে আর কোনটা বলতে হবে না। তুমি নিশ্চয়ই ফ্লাফি নামের একটা কুকুরের গল্প শুনেছো?' হ্যাগ্রিড কিছুক্ষণ জেমসের দিকে তাকিয়ে থাকলো তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লো। 'জেমস মাই বয়, আমি এখন অনেকটাই বুড়ো হয়ে গেছি সেইসব দিনের তুলনায়। চাবির দায়িত্বে থাকা মানুষদের বেশি কিছু জানতে নেই, কিন্তু আমরা জেনে যাই। তোমার ড্যাড আমাকে এরকম একটা কিছু হবে বলে জানিয়েছিল। নজর রাখতে বলেছিল তোমার ওপর। কারণ সে জানতে পেরে গেছে তুমি ওর ইনভজিবিলিটি ক্লোক আর মরওডার্স ম্যাপটা নিয়ে চলে এসেছো।'

'মানে?' জেমস চমকে ঝট করে ঘুরে তাকালো, আর একটু হলে নিজের চা'টা ফেলেই দিতো

হ্যাগ্রিডের প্রায় ঝোপের মতো দেখতে ভুরু জোড়া উঁচু হলো। 'ও তার মানে এবার তুমি পালাবে। আমার তোমাকে কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না।' একটু চিন্তার ভঙ্গিতে তাকালো, তারপর বলে উঠলো, 'মানে বলতে চাইছি যে হ্যারি আমাকে মোটেই বলেনি যে এ নিয়ে কথা না বলতে।'

জেমস বিড়বিড় করে বললো, 'ড্যাড জেনে গেছেন? এর মধ্যেই?'

হ্যাগ্রিড হেসে বললো, 'জেমস তুমি মনে হয় ভুলে গেছো তোমার বাবা অরোর বিভাগের প্রধান। গত সপ্তাহে এখানে বসেই আমাদের কথা হয়েছে। হ্যারি খুব

BanglaBook.org

জানতে আগ্রহী ম্যাপটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। কারণ দুর্গের অনেক কিছুই তো নতুন করে বানানো হয়েছে। যখন এখানে এসেছিল তখন ওর সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি ওটাকে পরীক্ষা করার। তাহলে, কি মনে হচ্ছে ভাগ্য সাথে আছে?'

মারলিনের পোশাক হাতানোর অভিযান করতে গিয়ে মরওডার্স ম্যাপটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। হ্যাগ্রিডকে কিছুটা লজ্জালজ্জা ভাবে জানালো ও এখনো ওটা পরীক্ষা করে দেখেনি।

হ্যাগ্রিড শুনে বললো, 'হয়তো ভালোই হয়েছে সেটা। তুমি ওটা না বলে নিয়ে এসেছো সেটা জানতে পেরে আমার মনে হয় না তোমার ড্যাড খুশি হয়েছেন। আর যতটা মনে হলো তোমার মাম এ ব্যাপারে কিছু জানেন না এখনো পর্যন্ত। যদি তোমার ভাগ্য ভালো হয় জানতেও পারবেন না। তবে আমার মনে হয় না হ্যারি এই খবরটা বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে পারবেন। আমার তো মনে হয় স্কুল চত্বরে লুকিয়ে রাখার থেকে চোরাই মালটা প্যাক করে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ সন্দেহজনক জিনিস স্কুলের মধ্যে রাখাটা ভালোর চেয়ে মন্দই করতে সক্ষম বেশি।'

শীতল বাতাসের ঝাপ্টা সহ্য করতে করতে ওরা ফিরছিল দুর্গে, এর মধ্যেই র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'ম্যাপটা কাজ করছে কি না তোর ড্যাড জানতে চেয়েছেন, এর মানেটা কী? ওটায় কী কাজ হয়?'

জেমস র‍্যালফকে বুঝিয়ে বললো মরওডার্স ম্যাপ ব্যাপারটা কী। ওর মনের মধ্যে একটা দোলাচল এবং উৎকণ্ঠা, কারণ ড্যাড জেনে গেছেন জিনিস দুটো নেওয়ার ব্যাপারটা। ও যে ধরা পড়ে গেছে এটা তো প্রমাণিত। হ্যাগ্রিডের কাছে উপদেশ পাওয়ার মতো হালকা হবে এর ফল এটা আশা করেনি। একটা বড়সড় চিৎকার চেঁচামেচি হবে ওর অনুমান ছিল।

র‍্যালফের আগ্রহ ম্যাপটার বিষয়ে। 'দুর্গের মধ্যে কে কোন জায়গায় আছে এটা সত্যিই দেখা যায়? তাহলে তো ওটা একটা দারুণ কাজের জিনিস! ওটা কিভাবে কাজ করে?'

'ওটাকে চালু করার জন্য বিশেষ একটা কথা বলতে হয়। ড্যাড অনেক দিন আগে আমাকে কথাটা বলেছিল কিন্তু এই মুহূর্তে ওটা মনে করতে পারছি না। আমরা কোনো এক রাতে ওটাকে চালু করার একটা চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে আমি ওটা নিয়ে ভাবতে চাইছি না।'

র‍্যালফ কথাটা মেনে নিয়ে সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ালো। মূল দরজা দিয়ে ঢোকার পর ওরা চলে গেল যে যার হাউজের থাকার জায়গার দিকে।

অনেকটাই দেরী হয়ে গেছে, করিডোরে এই মুহূর্তে জেমস একা। শীতের রাত, আকাশে মেঘ। একটাও তারা নেই। হলের ভেতর জ্বলতে থাকা আলো আর জানালা ভেদ করে আসা আবছা আঁধারে ঢেকে আছে জায়গাটা। জেমস কেঁপে উঠলো, কিছুটা

BanglaBook.org

ঠাণ্ডায় আর কিছুটা কোনো এক শীতল আতঙ্কের অনুভূতিতে। যেটা ছেয়ে আছে করিডোরে ঘন কুয়াশার মতো। দ্রুত হাঁটার সাথে সাথে ও ভাবতে শুরু করলো হলগুলো এত অন্ধকার এবং ফাঁকা কেন। এতোটাও দেরী হয়নি, অথচ এখানকার শীতল নীরবতা স্তব্ধতায় মনে হচ্ছে সকাল যেন আর হবে না। হাওয়ায় একটা কেমন যেন একটা প্রাচীনতার গন্ধ। সহসাই ও বুঝতে পারলো যে করিডোরে ওর যাওয়া দরকার তার বদলে অন্য কোনো জায়গায় চলে এসেছে। এক চক্ষু জাদুকরীর স্ট্যাচুর কাছের বাঁকটা এসে যাওয়া উচিত ছিল এতক্ষণ। যেখান থেকে বাম দিকে রিসেপশন হল পেছনে রেখে সিঁড়ির দিকে যাওয়া যায়। জেমস থেমে যে পথে হেঁটে এলো সেদিকটায় ঘুরে তাকালো। হলটা একই রকম দেখাচ্ছে, তবুও কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে অনেক অনেক দূরে ওটা। যে ছায়াগুলো যেখানে পড়ার কথা ছিল সেখানে পড়েনি বলেই কেন জানিনা ওর চোখ জানান দিচ্ছে। নজরে এলো একটাও মশাল নেই দেওয়ালে। একটা ভুতুড়ে আলো ঝুলছে, যার থেকে বের হচ্ছে হলদেটে আলোর বিচ্ছুরণ। যা বদলে যাচ্ছে রূপালি আলোয়। মিলিয়েও যাচ্ছে অতি দ্রুত চোখের পলক ফেলার আগেই।

অস্বস্তিকর বরফ শীতল আতঙ্ক জেমসের পিঠের দিকে অনুভূত হলো। এক ঝটকায় ঘুরে গেল, প্রস্তুত দৌড়ানর জন্য। কিন্তু পা সাড়া দিলো না সামনের দৃশ্য দেখার পর। করিডোর যেমনকার তেমনই আছে কিন্তু পিলারগুলো বদলে গেছে গাছের গুঁড়িতে। ওপরের কড়িবরগা বদলে গেছে ডাল পালায়, যার পেছন দিকটায় দেখা যাচ্ছে অনন্ত আকাশ। মেঝেটাও ঢেকে গেছে শিকড়ের বুনট আর মরা শুকনো পাতায়। দেখতে দেখতে করিডোরটাও মিলিয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে। এখন শুধুই এক অরণ্য। ঠাণ্ডা হাওয়া ওর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শনশন শব্দে, পেছন দিকে উড়ছে ওর পোশাক। একটা অদৃশ্য হাত যেন পেছন থেকে ওর চুল ধরে টানছে। জেমস চিনতে পারছে এখন সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শেষবার গাছের পাতা গাছেই ছিল আর ঝিঁঝিঁ পোকাদের কলতান শোনা যাচ্ছিলো। এ সেই লেকের ধারে স্থান যেখানে অবস্থান লুক্কায়িত দ্বীপের। গাছগুলো শুকনো ডালপালা রগড়াচ্ছে একে অপরের সাথে, ওদের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শব্দ মিলেমিশে মনে হচ্ছে জ্বরগ্রস্থ কেউ যেন স্বপ্নের মধ্যে প্রলাপ বকছে। জেমস বুঝতে পারল ও এগিয়ে যাচ্ছে ওই গাছগুলোর দিকে। ওই দিকেই জলজ ঝোপঝাড় নড়াচড়া করছে লেকের প্রান্তসীমায়। একটা বিশাল কালো অবয়ব ভেসে উঠছে আস্তে আস্তে, ঢেকে দিচ্ছে দৃশ্যমান সব কিছুকে। অসহায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জেমস এগিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে ঘন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। লুক্কায়িত দ্বীপ নিজেকে প্রকাশ করছে ধীরে ধীরে, জেমসের নিঃশ্বাস আটকে গেছে। দ্বীপটা বিস্তৃত হচ্ছে। ছদ্মবেশের আড়ালে থাকা এক গোপন প্রাসাদ আরো পরিষ্কারভাবে নিজেকে প্রতিভাত করছে। এক দৈত্যাকার গথিক ধাঁচের প্রাসাদ। ভয়ানক সব স্ট্যাচু আর গারগয়েল দিয়ে ঘেরা। যারা রূপ পরিগ্রহ করেছে দ্বীপটির গাছপালা থেকে কোনো এক অজানা উপায়ে। ড্রাগনের খোলা মুখ

BanglaBook.org

এখন ওর সামনে, কোনো মতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ওই সেতুতে পা রাখা আটকালো জেমস। মনে পড়ে গেল ওকে আর জেইনকে গিলে খেতে চেয়েছিল ওটা। রূপালি চাঁদের আলোয় গেটটাকে দেখা যাচ্ছিলো অপর প্রান্তে। সাথেই দেখা যাচ্ছিলো সেই লেখা ।

যখন ঝকমকে শাশির আলোয় জগত করবে স্নান
আমি খুজে পাবো লুক্কায়িত স্থান;
যখন রাত্রি হবেনির্দিষ্ট নিঃঝুম
ভাঙবে কি তার সেই ঘুম।
ফিরে আসবে সেই আকাঙ্খার ভোর
না হারিয়ে একটিও পবিত্র চিহ্নডোর;
জীবনকে ফেলে এসে, এক নতুন জীবন
আসছে হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এর ক্ষণ...

সহসাই গেটটা কেঁপে উঠলো এবং খুলে গেল, নিঃসীম অন্ধকার হাঁ করে আছে পেছন দিকে। ভেসে এলো সেই অন্ধকার থেকে একটা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সুরেলা ঘণ্টার মতো।

'পবিত্র চিহ্নের রক্ষক,' বললো সেই কণ্ঠ। 'তোমার দায়িত্ব পালন সন্তোষজনক।'

খোলা দরজাটার পেছনের জমাট অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জেমস। একটা আলো যেন ওখানে ক্রমশ বড় হচ্ছে। আলোটা একত্রিত হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে একটা অবয়বে। জেমস চিনতে পারলো অবয়বটাকে, ওটা একটা ড্রায়াড। মহিলা ট্রি স্পিরিট। আগেরবার যেটার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেরকম নয় যদিও। আগেরটার আলো ছিল সবুজ রঙের। এর ফ্যাকাশে নীল। সামান্য এগিয়ে এলো অবয়বটা। বয়ে যাওয়া জলস্রোতের মতো ড্রায়াডটার চুল উড়ছিল। মুখে একটা স্মিত সুন্দর হাসি। বড় বড় চোখ মাঝে মাঝেই চকচক করে উঠছিল।

আগের বারের ড্রায়াডটার মতোই স্বপ্নালু এবং মায়াচ্ছন্ন করা কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো, 'তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছো। তোমার রেলিকটা পাহারা দেওয়ার আর দরকার নেই। ওটা তোমার চিন্তার বিষয় নয়। ওটা আমাদের কাছে এনে দাও। আমরা ওটার অভিভাবক। শুরু থেকেই এটাই আমাদের কাজ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। ওই বোঝা বহনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করো। রেলিকটা আমাদের কাছে দিয়ে যাও।'

জেমস নিচের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো নিজের অজান্তেই একপা উঠিয়ে ফেলেছে সেতুটার ওপর। ড্রাগনের মুখটা এখনো বেশ খানিকটা দূরেই আছে। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলো ওটা খানিকটা ওপর দিকে উঠে ওকে স্বাগত জানাচ্ছে। পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি যেখানে চোয়ালের আকৃতি নিয়েছে সেখান থেকে একটা ক্যাঁচ করে শব্দ হলো।

BanglaBook.org

'রেলিকটা আমাদের কাছে নিয়ে এসো,' ড্রায়াডটি আবার বললো, জেমসের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে। যেন ওকে আলিঙ্গন করতে চায়। হাতগুলো অস্বাভাবিক রকমের বড়। সেতু পেরিয়ে এদিকে চলে আসবে বলে মনে হচ্ছে। হাতের নখগুলো এতটাই ঘন নীল যে দেখে বেগুনী মনে হচ্ছে। সেগুলোও লম্বা এবং নোংরা। জেমস একপা পিছিয়ে গেল, নেমে গেল সেতু থেকে। ড্রায়াডের চোখ বদলে গেল। আরো ঝকঝকে এবং কঠোর ভাব এখন ওখানে।

'রেলিকটা আমাদের কাছে নিয়ে এসো,' আরো একবার বললো কথাটা, বদলে গেছে বলার ধরনটাও। কঠোরতার ছাপ স্পষ্ট। 'ওটা তোমার নয়। ওর শক্তি তোমার চেয়ে বেশি। শুধু তুমি কেন, তোমাদের সবার চেয়ে বেশি। ওটা তোমাকে কাবু করে ফেলার আগে আমাদের কাছে নিয়ে এসো। রেলিক তাদের ধ্বংস করে দেয় যাকে ওর দরকার নেই। তোমাকেও এখন আর ওর দরকার নেই। ওটা তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে দিয়ে যাও যাতে আর কেউ ওটা ব্যবহার করতে না পারে। দিয়ে যাও ওটা, কারণ এখনো সে ক্ষমতা তোমার আছে।'

ড্রায়াডটির লম্বা হাত এগিয়ে আসছে ক্রমশ। জেমস নিশ্চিত আর একটু এগিয়ে গেলেই ওটা ওকে স্পর্শ করবে। আর এক পা পিছাতে গিয়ে, পা আটকে গেল একটা শিকড়ে, ভারসাম্য হারালো। ঘুরে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলো কিছু একটা ধরার জন্য এবং আছড়ে পড়লো একটা চওড়া শক্ত কিছুর ওপর। দুহাতের চাপ দিয়ে ওটাকে ঠেললো। একটা পাথরের দেওয়াল, ওপরের খাঁজে একটা মশাল জ্বলছে। জেমস চারদিকে তাকালো। হগওয়ার্টসের করিডোর, উষ্ণ এবং নিস্তব্ধ নির্জন আগের মতোই। আদপেই কি ও কোথাও গিয়েছিল? হয়তো না। তাকালো অন্য দিকটায়। ওই তো সেই মোড় যেখানে একচক্ষু জাদুকরীর স্ট্যাচুটা দেখা যাচ্ছে। অস্বস্তিকর ওই পরিবেশ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। যদিও জেমস বুঝতে পারছে যা ও দেখলো সেটা কেবলমাত্র একটা দেখা নয়। এখনো ওই জায়গাটার হিম শীতল হাওয়ার অনুভব ওর শরীরে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো জুতোতে লেগে আছে নদীর ধারের কাদা। গোটা শরীরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো, নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে ও সিঁড়ির দিকে দৌড় শুরু করলো। জোড়া জোড়া ধাপ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে চললো কমন রুমের দিকে।

জেমস ভালো ভাবেই বুঝতে পারছে কেউ চাইছে ও মারলিনের পোশাকটা দিয়ে দিক। কিন্তু সেটা ঠিক কাজ হবে কি না ওর ধারণা নেই। ভাগ্যক্রমে সেটা এখনো জেমসের ট্রাঙ্কে জ্যাক্সনের ব্রিফকেসেই আছে। পোশাকটা একবার স্পর্শ করার পর যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ওটা দ্বিতীয় বার ছোঁয়ার কোনো ইচ্ছে নেই জেমসের। সময় এলে ড্যাড বা অরোর ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই ওটাকে কেবলমাত্র ট্রাঙ্ক থেকে বের করবে। সেই সঠিক সময়টা এখনো আসেনি, কিন্তু আসবে। তাড়াতাড়ি। কিন্তু তার আগে ও মোটেই ওটাকে কোনো রহস্যময় অবয়বের বা ট্রি

BanglaBoi.org

স্পিরিট জাতীয় কিছুর হাতে তুলে দিতে রাজি নয়। এই মানসিকতা নিয়ে ও কমন রুমে ঢুকলো এবং শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকলো। আর খানিক সময় পর কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ার পরেও যেন জানালার ওপার থেকে একটা ফিসফিসে কণ্ঠস্বর ক্রমাগত বলে যেতে থাকলো...*রেলিকটা আমাদের কাছে এনে দাও...রেলিকটা আমাদের কাছে নিয়ে এসো...এখনো সে ক্ষমতা তোমার আছে...*কথাগুলো ওকে শীতল করে দিচ্ছিলো, এক সময় ঘুমে বুঁজে এলো ওর চোখ। স্বপ্ন দেখতে থাকলো সেই জাদুকরী সুন্দর চোখ দুটোর। সাথে অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা হাত আর বেগুনি রঙের নোংরা নখগুলোর।

***

পরের শুক্রবার, হারবোলজির ক্লাসে জেমস অবাক হয়ে দেখলো নেভিল লংবটম র‍্যালফের ট্রান্সফিগার করা পীচ গাছটা ট্রান্সফিগারেশনের ক্লাস থেকে বের করে এনে গ্রীন হাউজে রেখেছেন। ওটা এখন আর বড় হয়ে গেছে।

'এটা একটা কলা থেকে হয়েছিল, ভাবাই যায় না,' নেভিল জেমসের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত র‍্যালফ অন্য সবার থেকে বেশি অবাক হয়েছিল। ও সত্যিই একটু অন্য রকম। কিন্তু আমার মনে হয় ওর নিজের ক্ষমতা বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই। কিছু স্লিদারিন মনে করে ও রক্তসূত্রে বিশেষ জাদু ক্ষমতার অধিকারি হয়েছে। হতেও পারে, তবে যতটা জানি, ও নিজের মায়ের বিষয়ে বেশি কিছু জানে না।'

'এভাবেই ভাবতে বেশিরভাগ মানুষ অভ্যস্ত,' নেভিল নিজস্ব বাচন ভঙ্গিমায় বললেন। 'মাগলজাত সন্তানরাও ওই তথাকথিত শুদ্ধরক্তের ছেলে মেয়েগুলোর মতোই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। পুরোনো ধ্যানধারণা কিছুই বদলাচ্ছে না।'

জেমস পীচ গাছটার দিকে তাকালো। বড়সড় গাছটা ট্রান্সফিগারেশন ক্লাস রুমের সেই টেবিলটাকে আজও জড়িয়ে ধরে নিজের শিকড় বিস্তার করে চলেছে। নেভিলের কথাগুলো ওর সঠিক বলে মনে হলেও আজও ভুলতে পারেনি সেদিন ঘটনাটা ঘটার সময়ে র‍্যালফের মুখের ভাব। যখন কলাটাকে ট্রান্সফিগার করছিলো। র‍্যালফ মুখে না বললেও জেমসের মনে হয়েছিল র‍্যালফ বেশ খানিকটা ভয়ে ভয়েই থাকে নিজের ক্ষমতা নিয়ে।

পরের দিন গ্রিফিন্ডরদের কুইডিচ ম্যাচ স্লিদারিনদের সাথে। জেইন আর সাব্রিনা হিল্ডেগারডের সাথে জেমস বসলো গ্রিফিন্ডর স্ট্যান্ডে। র‍্যালফ নিজের স্বল্পসংখ্যক স্লিদারিন বন্ধুদের নিয়ে বসলো ওদের হাউজের সবুজ গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে। জেমস একবার চোখাচোখি করে মাথা নাড়লো। প্রত্যুত্তরে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে, সিনিয়র স্লিদারিনরা দেখছে কি না, র‍্যালফও সেটাই করলো।

নিচে মাঠে দুই দলের ক্যাপ্টেন হাজির হয়েছে সেন্টার লাইনের কাছে হ্যান্ডশেক করে কেব রিডক্যালির কাছ থেকে নিয়মকানুনের কথা শোনার জন্য। যদিও এসব

BanglaBook.org

কেবল মাত্র দেখনদারি। আদপেই কেউ প্রথাগুলোকে পাত্তা দেয় না। জেমস দেখলো জাস্টিন কেন্নেলি টাবিথা করসিকার সাথে অনিচ্ছা সহকারে হাত মেলালো। এতটা উঁচু থেকেও জেমস স্পষ্ট ভাবেই দেখতে পেলো টাবিথার মুখে সেই চিরন্তন নম্র হাসির ছোঁয়া। এরপর দুজনেই ফিরে গেল যার যার নিজের পজিশনে। মাঠে একা থাকলেন রিডকালি তার কুইডিচ ট্রাঙ্কটা সহ।

জেইন সাথে নিয়ে আসা পপকর্ণ চিবাচ্ছিল। রান্না ঘরের এক হাউস এলফকে পটিয়ে ও এটা জোগাড় করেছে। চারদিকের উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকা দর্শকদের দেখে নিয়ে বললো, 'একটা দারুণ ম্যাচ হতে চলেছে বলেই মনে হচ্ছে।'

সাব্রিনা চারদিকের চিৎকার ছাপিয়ে চিৎকার করে বললো, 'গ্রিফিন্ডর আর স্লিদারিনের ম্যাচে সব সময় বেশি দর্শক হয়। আমার মামের সময়ে সবাই স্লিদারিনদের অপছন্দ করতো কারণ ওদের খেলার ধরন ছিল বদমায়েশিতে ভরা। সে সময় মাইলস ব্লেচলে ছিল ওদের ক্যাপ্টেন। থান্ডেলরা থান্ডারারস এর থেকে ওদের দলে খেলার ডাক পেয়েছিল দুবছরের জন্য। কিন্তু বিতারিত হয় লীগ থেকে, ঝাড়ু নিয়ে কিসব কারচুপি করার দায়ে।'

জেইন জানতে চাইলো, 'কী কারচুপি করেছিলো জানা যায়নি?'

জেমস বললো, 'পারিভাষিক ভাবে বলা যায় কর্ক দ্য ব্রুম। এক ধরনের চিটিং। ঝাড়ুরতলায় মাঝখানে একটা ফুটো করে জাদু ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেটা ড্রাগনের পাঁজরের হাড় বা বাসিলিস্কের দাঁত বা অন্য কিছু। যা ঝাড়ুটাকে বিশেষ জাদুশক্তি প্রদান করে। মাইলস ওটাকে ব্যবহার করছিল রিপেলিং মন্ত্র দিয়ে এক্সপেলিআরমাস স্পেল জুড়ে নিয়ে বিরোধীপক্ষকে থতমত খাইয়ে দেওয়ার জন্য। যাতে ওরা কোয়াফলটাকে ঠিকঠাক ধরতে না পারে। পাজির পাঝাড়া ছিল লোকটা।'

জেমস মুখ বিকৃত করে বললো।

মাঠের অন্যদিকে, হোরাস স্লাগহর্ন, লাল লাল গাল সহ ফারের কলার ওয়ালা কোট আর সাথে একটা মানানসই টুপি পরে স্লিদারিনের ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে নিজের হাউজ টিমকে উৎসাহপ্রদান করছিলেন। ওনার থেকে দুধাপ নিচে বসে র‍্যালফ দায়িত্ব পালনের মতো করে সেই একই কাজ করছিল। জেমস জানে র‍্যালফ কুইডিচ খেলা ততটা ভালোবাসে না। তা সত্ত্বেও মন দিয়ে খেলাটা দেখার একটা চেষ্টা ও করে। জেমসের এটাও মনে হয় র‍্যালফ মোটেই নিজের দলকে পছন্দ করে না। ওর বন্ধুরা, যার মধ্যে রুফাস বারটনও আছে, উদ্দাম উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে।

এবার মাঠে প্রবেশ করলো গ্রিফিন্ডর দল, আর সাথে সাথেই জেমসের দিকের দর্শকেরা সমর্থন সূচক চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো। ওদের সাথে জেমসও গলা মিলালো, একরাশ হাসি আর গ্রিফিন্ডর জিতবে এই আশা নিয়ে। জেমস লাফিয়ে উঠে একটা জোরালো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো চেঁচিয়ে। ওদিকে ওর দল হাসি মুখে হাত নেড়ে মাঠ পরিক্রমণ শুরু করেছে।

BanglaBook.org

দুটি দল শূন্যে ভেসে উঠে নিজের নিজের জায়গা নিলো। পুনরায় একটা পরিচ্ছন্ন ম্যাচের কথা বলে রিডক্যালি ব্লাজারগুলো এবং স্নিচটাকে ছেড়ে দিলেন। সাথে সাথেই কোয়াফল ছুঁড়ে দিলেন ওপর দিকে। খেলোয়াড়রা ব্লাজার আর কোয়াফল এর দখল নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। নোয়া আর টম স্কোয়ালাস দুই দলের দুই স্নিকার ধেয়ে গেল স্নিচ লক্ষ্য করে। যেটা র‍্যাভেনক্ল এর ব্যানারের দিকে উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই দুটো দলের খেলার ধরনের পার্থক্য বোঝা গেল। গ্রিফিন্ডর পুরো টেক্সটবুক ধাঁচে খেলছে যেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নিয়মিত যত্ন করে নেওয়া অনুশীলনের ছাপ। জাস্টিন কেনেলির নির্দেশ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে দর্শকদের চিৎকার ছাপিয়ে। অন্যদিকে স্লিদারিনরা একঝাঁক ছটফটে মাছের মতো এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। টাবিথা করসিকা তার ঝাড়ু থেকে কোনো নির্দেশ পাঠাচ্ছে না। তবুও একটা অদ্ভুত নাচের মতো ছন্দে মাঝে মাঝেই ওর দলের খেলোয়াড়রা চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই একত্রিতও হচ্ছে। এরমধ্যেই একবার আক্রমণ করলো স্লিদারিনরা। টাবিথা একটা ব্লাজারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কোয়াফলটাকে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে ছুঁড়ে দিলো। আর সেটাকে ধরে নিলো ওরই দলের আর এক খেলোয়াড় যে লম্বা হয়ে ভেসেছিল ওর ঠিক পেছনেই। তারপর ওটাকে সোজা ঠেলে দিলো গ্রিফিন্ডর এর গোলে। গ্রিফিন্ডর কিপার ভাবতেও পারেনি যে বলটা টাবিথার কাছে আদপেও নেই। জেমস হতাশার নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে শুনতে পেল স্লিদারিনদের উচ্ছ্বাস। জাস্টিন কেনেলিকে দেখে মনে হচ্ছিল পারলে ও ঝাড়ু থেকে নিচে ঝাঁপ মেরে দেয়। ম্যাচ একঘন্টা গড়ানোর পর একশো তিরিশ বনাম একশো চল্লিশ পয়েন্টে এগিয়ে গ্রিফিন্ডর। পাঁচবার ইতিমধ্যে বদল হয়েছে এগিয়ে থাকার পরিসংখ্যান।

'এরকম ম্যাচে স্নিকারদের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশি,' সাব্রিনা চেঁচিয়ে বললো, চোখ খেলার দিকে রেখে। 'স্কোয়ালাস একবারে নভিস এ ব্যাপারে। কারণ গত বছর ওই দায়িত্বে ছিল নফটন। নোয়ার উচিত ওকে দেওয়ালে আটকে রাখা নিজের ঝাড়ু দিয়ে।'

সহসাই একটা উচ্ছ্বাস শোনা গেল। জেমস দেখতে পেলো নোয়া স্নিচ লক্ষ্য করে ধেয়ে যাচ্ছে। ওদিকে টম স্কোয়ালাস ঠাণ্ডা হাওয়ার কষ্ট সামলে দাঁতে দাঁত চিপে নিজের ঝাড়ুর ওপর কাত হয়ে বসে এগিয়ে যাচ্ছে নোয়াকে আটকানোর জন্য। খেলোয়াড়দের কোনোমতে কাটিয়ে কেনেলির ব্লাজার আক্রমণ থেকে ভাগ্যজোরে বেঁচে গেল। গতি যদিও দারুণ তবু জেমস নিশ্চিত স্কোয়ালাস কোনো ভাবেই নোয়াকে আটকাতে পারবে না স্নিচ দখল করা থেকে। গ্রিফিন্ডর গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা সোনালী আলো। সাথেই সামান্য পিছনে নোয়া। যারা সামনের সারিতে বসেছিল তারা মাথা নিচু করে নোয়াকে যেতে দিলো তারপর উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়ালো উত্তেজনায়। নোয়া একচুলের জন্য গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে ধাক্কা খাওয়া থেকে বেঁচে গিয়ে এগিয়ে বসেছে ঝাড়ুর সামনের দিকে, বাড়িয়ে দিয়েছে হাত। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসবিহীন মুহূর্ত...নোয়া এগিয়ে যাচ্ছে সোনালী বলটাকে ছোঁয়ার জন্য। দুরত্ব কমছে, কমছে। হাত কাঁপছে নোয়ার। হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল। নোয়া পিছিয়ে এলো, ভারসাম্য সামলানোর চেষ্টায়। মাঝ আকাশে ওর সামনে এখন স্লিদারিনের একটা সাময়িক মানবদেওয়াল যার নেতৃত্বে টাবিথা করসিকা। নোয়া তবুও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল। পিছলে গেল হাত ঝাড়ু থেকে। একপাশে কাত হয়ে এক হাতে ঝাড়ু ধরে ঝুলতে থাকলো। চেঁচিয়ে উঠলো দর্শকেরা।

ইতিমধ্যে টাবিথা ছিটকে বেরিয়ে গেল মানব দেওয়াল ভেদ করে। কোনো এক অদৃশ্য হাত যেন ফাঁকটা তৈরি করে দিলো ওর জন্য। টাবিথার ক্লোক উড়ছিল পেছন দিকে, জেমস অবাক হয়ে দেখলো তার ফলে সৃষ্টি হওয়া ছায়াতে স্নিচটা উড়ে যাচ্ছে টাবিথার পেছন পেছন। ওটা উঠছে বা নামছে সাথে সাথেই টাবিথাও বদলাচ্ছে নিজের চলন। যেভাবেই হোক, না দেখেই টাবিথা ওটাকে ছায়াচ্ছন্ন রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। সুযোগ বানিয়ে দিচ্ছে যাতে টম স্কোয়ালাস ওটা ধরতে পারে। টম ওকে দেখেছে, উড়ে এলো দ্রুত, চকিতে বেরিয়েও গেল পাশ দিয়ে। আর যাওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে করায়ত্ত করলো স্নিচের চমক। আনন্দের শব্দ সমুদ্রের গর্জনের মতো ভেসে এলো স্লিদারিন গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড থেকে। খেলা শেষ।

নোয়া কোনোক্রমে একটা পা ঝাড়ুতে আটকে রেখে নিচে নেমে এলো। ঠিক করে সোজা হতে পারছে না দেখে টেড আর কেনেলি নেমে এলো ওকে সাহায্য করার জন্য। চারদিকের চিৎকার চেঁচামেচিতে কথা কানে না এলেও জেমস আন্দাজ করতে পারছিল কী কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে। একটা অদ্ভুত ধরনের কিছু ঘটে গেল কিছুক্ষণ আগে, আর সেটা স্লিদারিনরা ঘটালো কোনো রকম ফাউল না করে। নিচে ঘাসের ওপর গ্রিফিন্ডর দলের চেজার পেট্রা মরগ্যানস্টারন কেব রিডক্যালীকে হাত পা নেড়ে টাবিথার দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলতে দেখা যাচ্ছিলো। করসিকা এখনো ঝাড়ুতেই ভাসমান টম স্কোয়ালাসকে পাশে নিয়ে। দলের অন্যরা ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। রিডক্যালি মাথা নাড়লেন, পেট্রার অভিযোগ মেনে নিতে না পারার চিহ্ন স্বরুপ। গ্রিফিন্ডরদের আর কিছু করার নেই, কারণ বেআইনি কিছু হওয়ার প্রমাণ ওরা দেখাতে পারছে না।

ড্যামিয়েন ডামাস্কাস ব্রডকাস্ট এর কক্ষ থেকে বেরিয়ে জেমস, জেইন আর সাব্রিনার কাছে এসে জানতে চাইলো, 'সব সব্বনাশের মাথায় বাড়ি মেরে কেউ কি আমায় বলবে ওটা কী ঘটলো?'

সাব্রিনা মাথা নেড়ে বললো, 'যা ঘটলো তা নিয়ে যে কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। তুই কি দেখেছিস যেটা আমি দেখলাম? করসিকা সম্মুখে স্নিচটাকে ব্লক করে রেখে দিলো! একবারো না ছুঁয়ে ওটার সাথে উড়ে আড়াল করে রেখে দিলো। যতক্ষণ না স্কোয়ালাস ওটার কাছে পৌঁছাতে পারে।'

BanglaBook.org

বাকি দর্শকদের সাথে স্ট্যান্ড থেকে বের হতে হতে জেইন জানতে চাইলো, ‘এরকম করার বিরুদ্ধে কোনো নিয়ম নেই?’

‘যে কাজ কার্যত অসম্ভব তার বিরুদ্ধে নিয়ম বানানো যায় না,’ ড্যামিয়েন বললো কিছুটা উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিতে। ‘যতক্ষণ না সিকার বাদে অন্য কোনো খেলোয়াড় স্নিচকে ছুঁচ্ছে ততক্ষণ ফাউলের প্রশ্নই নেই। আর করসিকা তো স্নিচটার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।’

শেষ কয়েকটা ধাপ নামছে জেমস আর জেইন, মাঠ পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো র‍্যালফ। হাঁফাতে হাঁফাতে সাব্রিনা আর ড্যামিয়েনকে পেরিয়ে এলো, ওদের মুড যে ভালো নেই এটা ও বুঝতে পেরেছে।

‘দেখলি তোরা কিরকম যেন হলো?’ র‍্যালফ কোনোক্রমে দম নিয়ে প্রশ্নটা করলে। ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো ওর উত্তেজনার পরিমাণ।

‘হ্যাঁ দেখলাম কিছু একটা,’ জেমস বললো, ‘যদিও এখনো পর্যন্ত আমার দেখাটা বিশ্বাস করতে পারছি না।’

জেইন সোজাসুজি বললো, ‘গ্রিফিন্ডররা ভাবছে তোদের দল কিছু একটা চিটিং করেছে। এর ফলে ফাইনাল খেলা কাদের মধ্যে হবে সেটাও ঠিক হয়ে গেল। খেতাবের জন্য লড়াইটা র‍্যাভেনক্ল এর সাথে স্লিদারিনদের হবে। আমি অবশ্য আশা করেছিলাম গ্রিফিন্ডর বনাম র‍্যাভেনক্ল খেলা।’

গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের একেবারে নিচে র‍্যালফ ঘুরে দাঁড়ালো বাকি দুই বন্ধুর দিকে মুখ করে। বললো, ‘দয়া করে কুইডিচ টুর্নামেন্ট নিয়ে কথা বলাটা থামাবি তোরা এক মিনিটের জন্য? তোরা হয়তো ভুলে গেছিস, আমাদের আরো দরকারি কিছু ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে।’

‘ও তাই বুঝি, তা সেটা কী বলে ফেলো তো র‍্যালফি,’ জেমস বললো, বিরক্ত না হওয়ার চেষ্টা করতে করতে।

র‍্যালফ একটা বড় করে শ্বাস নিলো। ‘তুই আমায় বলেছিলি আমি হচ্ছি তোদের পক্ষের একজন যে ওদের দলে ঢুকে আছি, কি বলেছিলি তো? যাতে করে আমি খুব কাছ থেকে সম্ভাব্য সবরকম বিষয়ে নজর রাখতে পারি কে বা কারা মারলিন ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে আছে। ঠিক বলছি তো?’

জেইন ভুরু কুঁচকে বললো, ‘তোর কি মনে হয় এটা উপযুক্ত সময় ওই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য?’

জেমস বলে উঠলো, ‘না, না ঠিকই আছে। র‍্যালফ তুই কি কিছু দেখেছিস? স্লিদারিনদের ডেরায় কি কিছু ঘটেছে?’

‘নারে বাবা!’ র‍্যালফ বললো অস্থির ভাবে। ‘কমনরুম বা অন্য কোথাও কিছু ঘটেনি। এখানেই ঘটে গেল কয়েক মিনিট আগে! মনে করে দ্যাখ, আমরা কী খুঁজে পেতে চেয়েছি?’

BanglaBook.org

‘আরে,’ জেইন বলে উঠলো, উৎসাহের স্বরে, ‘মারলিনের জাদু ছড়ি।’

র‍্যালফ সম্মতি সুচক মাথা ঝোঁকালো। কাছেই একটা উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। তিন বন্ধু ঘুরে তাকিয়ে দেখল স্লিদারিন দল মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সবুজ স্কার্ফ পড়া ছাত্র ছাত্রীর দল ঘিরে আছে ওদের। ঝাড়ু কাঁধে জয়োদ্ধত ভঙ্গিমায় টাবিথা সবার সামনে ।

‘ছয় ফুট বা তার কাছাকাছি লম্বা, বানানো হয়েছে জাদু সম্পন্ন গাছের গুঁড়ি থেকে,’ র‍্যালফ বললো টাবিথার হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে নিচু স্বরে। ‘কোথা থেকে এলো কেউ জানে না।’

‘একদম ঠিক বলেছিস!’ জেমস বলে উঠলো, র‍্যালফ কী বলছে বুঝতে পেরে। ‘টাবিথা বলে ওর ঝাড়ুটা বিশেষ ভাবে বানানো, কোনো এক মাগল শিল্পী নাকি ওটা বানিয়ে দিয়েছে! ও ওটাকে মাগল শিল্পকর্ম রুপে রেজিস্টারও করিয়েছে। যেহেতু ওটা ঠিকঠাক মাপসম্মত ঝাড়ু নয়!’

‘আর এতে কোনো প্রশ্নই নেই যে ওটায় বিশেষ অদ্ভুত রকমের জাদু ক্ষমতা আছে,’ র‍্যালফ বললো। জেমস সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

‘তুই যে কথাগুলো বলছিস আমিও সেগুলো ভাবছি নাকি রে?’ জেইন একটু থতমতভাবে বললো।

‘র‍্যালফ তাকালো জেইনের দিকে। ‘কি আমার কথাগুলোয় দম আছে তাহলে? এটাই তো নিখুঁত লুকিয়ে রাখার জায়গা! আর এই জন্যই আমি খেলা শেষ হতেই অতটা দৌড়ে এখানে এলাম। আমি চাইছিলাম তোরা দুজনেই ব্যাপারটা দ্যাখ এবং মিলিয়ে নে।’

জেইন শীস দিয়ে উঠে বললো, ‘বাহ, জেমস তুই কিছুক্ষণ আগে ঝাড়ুতে কারচুপির গল্প শোনাচ্ছিলি! আর এদিকে করসিকা মারলিনের জাদুলাঠিকেই ঝাড়ু বানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!’

জেমস একভাবে দেখে যাচ্ছে করসিকার হেঁটে যাওয়া দুর্গের দিকে। শীতকালীন সূর্যের আলো পড়ে ঝাড়ুটার লেজ চকচক করছে। সত্যিই একটা আদর্শ ভাবনা ছয় ফুট লম্বা অতি জাদুক্ষমতা সম্পন্ন কাঠের টুকরোকে লুকিয়ে রাখার জন্য। এখন ওরা জানতে পারলো মারলিন ছকের তৃতীয় ষড়যন্ত্রকারী আসলে কে, যে অস্ট্রামিডডুক্স এর নামে প্রোফাইল বানিয়েছিল। জেমসের হৃদপিন্ড লাফাচ্ছিল উত্তেজনা এবং অনুমানের আতিশয্যে।

একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ওরা স্লিদারিনদের পেছনে পেছন এগিয়ে চললো দুর্গের পথে। ‘তাহলে,’ জেমস বললো, ‘আমরা মারলিনের জাদু ছড়িটা হাতাবো কী করে করসিকার কাছ থেকে?’

BanglaBook.org

চতুর্দশ অধ্যায়
দ্য হল অব এল্ডারস ক্রসিং

পরের দিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'কিজন্য? কেন আমরা ওর ঝাড়ুটা চুরি করবো জানতে পারি কি?' সসেজের প্লেটটা নেওয়ার জন্য টেবিলের ওপর ঝুঁকে বললো, 'জ্যাক্সনের ব্রিফকেস অদলবদল থেকেও কঠিন কাজ এটাকে চুরি করা। মেয়েদের ডরমে ছেলেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা ওটার কাছেও যেতে পারবো না! তাছাড়া আমরা তো পোশাকটা পেয়েই গেছি। সবকটা রেলিক না থাকলে তো ওরা কিছুই করতে পারবে না।'

জেমস উত্তর দিলো, 'ওটা মারলিনের জাদুলাঠি, আর সেটাই কারণ আমরা ওটা যেভাবেই হোক নিজেদের দখলে আনবোই। যদিও এখন ওটা মারলিনের কাছে নেই

BanglaBook.org

তবুও ওটা এই পৃথিবীতে অন্যতম সবথেকে বেশি জাদু ক্ষমতা সম্পন্ন বস্তু। দেখতেই পেলি করসিকা ওটা দিয়ে ম্যাচে কী করলো। কেবল মাত্র স্নিচটাকে না দেখে আড়াল করাই নয়, ওর টিমের সব সদস্য বা ঝাড়ুগুলো ওর নির্দেশ পালন করছিল কোনো এক বিশেষ ক্ষমতাবলে। ওরা বা ওদের ঝাড়ুগুলো বুঝে যাচ্ছিলো কখন কোথায় হাজির হতে হবে। আর এটা এক অদ্ভুত শক্তির জাদু। এখনো পর্যন্ত করসিকা কেবল মাত্র কুইডিচ ম্যাচ জিততে ওটার ব্যবহার করেছে। কিন্তু তুই কি সত্যিই চাস যে ওই জিনিসটা ওর এবং প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্টস এর কাছে থাকুক?'

র‍্যালফকে দিশেহারা দেখাচ্ছিল। জেইন কফি কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে টেবিলের দিকেই চেয়ে থাকলো। 'আমি জানি না...' ও বললো ।

'কী?' জেমস অস্থির কণ্ঠে জানতে চাইলো।

জেইন তাকালো। 'বলতে চাইছি যে, সব কিছু যেন কেমন সহজেই ঘটে যাচ্ছে। দ্যাখ, র‍্যালফের ওই পাথর জমা করার ব্যাগটা ঠিক সময়ে জোগাড় হয়ে গেল। তারপর, কী ভাববি জানি না, আমরা সত্যিই লাকি যে ভিসাম-ইনেস্পিও মন্ত্র তার কাজ করে দিলো। তার আগের কথা ভাবলে, মনে করে দ্যাখ অদ্ভুত সব যোগাযোগ হয়ে তুই মারলিনের সিংহাসন লুকিয়ে রাখার জায়গার খোঁজ পেয়ে গেলি। ভুডু কুইনের প্রতিরুপকে লেকের ওপর দেখে আর ডেইলি প্রফেটে মন্ত্রণালয়ে চুরির চেষ্টার খবরটা পড়েই। আর এখন, আমরা জানতে পেরে গেলাম টাবিথার ঝাড়ুটা আসলে মারলিনের জাদু ছড়ি। আমার বলতে খারাপ লাগছে, তবু এটা কেমন যেন একটা কালো জাদুর চক্রান্ত বলেই মনে হচ্ছে। তা না হলে প্রথম বর্ষের তিনটে ছাত্রর পক্ষে সব ঠিকঠাক বুঝে নেওয়াটা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার।'

জেমস ক্ষুব্ধ হলো। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ বলতেই পারিস আমরা বেশ খানিকটা ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা কাজটাও যথেষ্ট মন দিয়ে করেছি। আর তার জন্যই সব ঠিকঠাক হয়েছে, এটা অস্বীকার করতে পারিস কি? মারলিন ষড়যন্ত্রের পেছনে থাকা মানুষগুলো এতোটাই সাহসী যে ওরা ভাবছেন কেউ ওদের ধরতেও পারবেন না এর অর্থ এই নয় যে পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে। ভুলে গেলি নাকি জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটা খোলার পর আমার সাথে কী হয়েছিল? তাছাড়া শেষ সপ্তাহে আমার সাথে যেটা হয়েছে সেটার কথা তো তাও তোদের বলিনি।'

র‍্যালফ এতটাই চমকে উঠলো যে আর একটু হলে পাম্পকিন জুসের গ্লাসটা ওর হাত থেকে পড়েই যেতো। কিছুক্ষণ চোখ বিস্ফোরিত করে তাকিয়ে থাকার পর নিজেকে একটু ধাতস্থ করে জানতে চাইলো, 'শেষ সপ্তাহে কখন?'

জেমস উত্তর দিলো, 'সেই রাতে যেদিন হ্যাগ্রিডের সাথে দেখা করলাম, আর তারপর তোকে বিদায় জানিয়ে আমি ফিরছিলাম। হগওয়ার্টসের করিডোর সেদিন কিভাবে জঙ্গলে বদলে গিয়েছিল ওর চারপাশে এবং লুক্কায়িত দ্বীপে ওর পৌঁছে যাওয়া

BanglaBook.org

বিস্তারিত ভাবে ওদের বললো জেমস। সাথে জানালো সেই ভুতুড়ে অবয়বের রেলিক পোশাক ফেরত চাওয়ার বিষয়টাও। জেইন মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, কিন্তু র‍্যালফের মুখে ছায়া ফেলেছিল এক ফ্যাকাশে শূন্যতা।

জেমসের বলা শেষ হতেই জেইন জানতে চাইলো, 'তোর কি মনে হয় ওটা কোনো ড্রায়াড ছিলো?'

জেমস কাঁধ উঁচিয়ে বললো, 'জানি না। আমরা সেদিন যেরকম দেখেছিলাম প্রায় তারই মতো, কিন্তু অনেকটাই আলাদা। একটা কেমন যেন অনুভূতির স্রোত ভেসে আসছিল, মানে কী যে বলবো। আমি যেন নিজের মাথায় ওর অস্তিত্বের অনুভূতি বোধ করছিলাম।'

'হতেও তো পারে ওটা কোনো স্বপ্ন ছিল,' জেইন বললো, 'তোর বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে অনেকটা সেরকমই।'

'ওটা মোটেই স্বপ্ন ছিল না। আমি করিডোর দিয়ে কমনরুমের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আর সেটা ঘুমের মধ্যে হাঁটা নয়।'

জেইন মাথা নামিয়ে আস্তে করে বললো, 'আমি শুধু অনুমানের কথা বললাম।'

'তার মানে কী বলতে চাইছিস তুই?,' জেমস ঝাঁজিয়ে উঠলো, 'তোর কি মনে হয় পুরো মারলিনের ব্যাপারটাও একটা স্বপ্ন? সেদিন ঘরের ভেতর তোদের দুজনের চোখের সামনে থেকে আমি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলাম। সেড্রিক ডিগরির ভূত আমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেটা তাহলে কী?'

'মোটেই আমি তা বলছি না। যদিও পুরো ব্যাপারটাই অতি মাত্রায় অদ্ভুত রকমের। তুই জঙ্গলে ছিলি নাকি স্কুলের করিডোরে? কোনটা আসল? নাকি দুটোই সত্যি? মানে বলতে চাইছি যে, এই সব নিয়ে তুই অনেক অনেক বিচ্ছিরি রকম ভাবনার জালে জড়িয়ে যাচ্ছিস। হয়তোবা ...'

র‍্যালফ তাকিয়ে ছিল নিজের ফাঁকা প্লেটটার দিকে। মাথা না তুলেই বললো, 'ওটা স্বপ্ন ছিল না।'

জেমস আর জেইন র‍্যালফের দিকে তাকালো। 'তুই কী করে জানলি র‍্যালফ?' জেইন প্রশ্ন করলো।

র‍্যালফ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কারণ ওই একই ঘটনা আমার সাথেও ঘটেছে।'

জেমস এর চোখ এবার বিস্ফোরিত হলো, মুখ হাঁ। 'তুই লুকায়িত দ্বীপ দেখতে পেয়েছিস? ড্রায়াডটাকেও? র‍্যালফ তুই কিছু বলিসনি কেন?'

'র‍্যালফ উত্তর দিলো ওদের দিকে তাকিয়ে, 'আমি তো বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা কি হচ্ছে! তোরা যখন অরণ্যের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পর ওই দ্বীপটাকে দেখেছিলি আমি তো তোদের সাথে ছিলাম না। গত সপ্তাহে আমি ভূগর্ভস্থ ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে যখন স্লিদারিন হাউজের দিকে যাচ্ছিলাম হঠাৎই সব ঝাপসা হয়ে গেল এবং

BanglaBook.org

পরিণত হলো একটা জঙ্গলে। ঠিক যেমন জেমস তুই বললি একটু আগে। তারপর আমি দেখতে পেলাম দ্বীপটাকে এবং গাছ ভূত মহিলাটিকে, কিন্তু তখন ওদের আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম ওটা আর পাঁচটা ভূতের মতোই কিছু হবে। আমাকেও রেলিকটা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। যা শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই। আসলে আমি এই সব বিদঘুটে, জাদুজগত বা শরীরের বাইরের জগত বিষয়ে ততটা সড়গড় নই। আমি দৌড়ে পালাতে চাইছিলাম, তারপর কী যে হলো বুঝলাম না। দেখলাম আমি স্লিদারিন কমন রুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, অন্যান্য দিনের মতই। তোরা যদি আমায় পাগল ভাবিস তাই কিছু বলিনি। ভেবেছিলাম চারপাশের জাদুর প্রভাব আমার মাথায় কাজ করছে। সত্যি বলছি আমি এখন অনেকটাই স্বস্তি পেলাম এটা শুনে যে ওই একই ব্যাপার তোর সাথেও ঘটেছে।'

জেইন মাথা নেড়ে বললো, 'বেশ ভাবনার বিষয়।'

'কিন্তু তুই কেন দেখলি?' জেমস জানতে চাইলো। 'রেলিক তো তোর কাছে নেই। ওটা তো আছে আমার জিম্মায়।'

জেইন হাস্যকর সেই মুখভঙ্গিটা করলো যেটা ও করে বিশেষভাবে কিছু ভাবার চেষ্টা করলে। 'মনে হচ্ছে এর একমাত্র কারণ র‍্যালফ একজন স্লিদারিন। মানে বলতে চাইছি যে ও তো বিতর্কে আমার আর পেট্রার বিরুদ্ধে ছিল। সে যেই হোক না কেন ভাবছে র‍্যালফ হলো এই ঘটনাচক্রের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। হয়তো সে এরকম ভাবছে যে র‍্যালফ তোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পোশাকটা চুরি করে ওই দ্বীপে ফিরিয়ে দেবে। আমার মনে হয় না র‍্যালফ তুই সেটা করবি,' জেইন র‍্যালফের দিকে তাকিয়ে শেষ কথাটা বললো।

'কোনো চান্সই নেই। আমি ওই জিনিসটাকে ছোঁবোই না,' র‍্যালফ জোর দিয়ে বললো।

জেমস মেনে নিলো, 'হুমম তোর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু জেইন তুই ওটা দেখতে পেলি না কেন?'

জেইন উদাসভাব মুখে এনে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কারণ আমি একবারে দাগহীন মানসিকতার মানুষ, যাকে বলে হাওয়ায় উড়ে আসা তুষারের কণার মতো। আর একটা কথা আমি আর কোনো দিন ওই দ্বীপে পা ঠেকাবোই না। ওটা যথেষ্টই সৃষ্টিছাড়া জায়গা আমার পক্ষে।'

র‍্যালফ ভুরু উঁচিয়ে বললো, 'আমি চাইলেও তো ওই পোশাকটা চুরি করতে পারবো না। জেইনের বন্ধনমন্ত্র সেট করা আছে না ট্রাঙ্কটায়? জেমসই একমাত্র মানুষ যে ওটা খুলতে পারবে।'

জেমস বললো, 'তুই চাইলেই গোটা ট্রাঙ্কটাকে নিয়েই পালাতে পারবি বলে আমার মনে হয়। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।'

র‍্যালফ গম্ভীর ভাবে বললো, 'সৌভাগ্যবশত সেরকম কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

BanglaBook.org

জেইন নিজের খালি কফি কাপটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বললো, ‘ড্রায়াড বা যা-ই হোক না কেন, ট্রাঙ্কে যে অতিরিক্ত বন্ধন মন্ত্র সেট করা ওটা আছে সেটা জানে না। তোদের দুজনের কাছেই পোশাকটা চাওয়া হয়েছে এর থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত যে কেউ পোশাকটা পেতে চাইছে এবং জেনে গেছে যে আমরা পোশাকটা পেয়েছি। আর এটা যদি জ্যাক্সন বা ওর দলের লোকজন না হয় তাহলে কে সে?’

জেমস বললো, ‘মনে করে দ্যাখ সবুজ ড্রায়াড আমদের কী বলেছিল? বলেছিল যে গাছেরা জেগে উঠছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই...ঠিক কী বলেছিলেন যেন?’

জেইন সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললো, ‘উনি বলেছিলেন অনেকেই অন্যপথে চলে গেছে, ঠিক যেন ভালো কিছুর এক্সপায়ারী ডেট পেরিয়ে গেছে। মানে অন্যভাবে বললে কিছু গাছ খারাপ গাছে পরিণত হয়েছে। যারা গণ্ডগোল আর যুদ্ধের পক্ষে। তোর কি মনে হয় ওই নীল ড্রায়াড যাকে তুই আর র‍্যালফ দেখেছিস সে আসলে ভালো সাজার ভান করছিল?

র‍্যালফ বললো, ‘সেটাই তো মনে হচ্ছে। দেখতে উনি খুব সুন্দরী এবং হাসিখুশি ছিলেন। কিন্তু আমি কেন জানি না বুঝতে পারছিলাম যদি আমি পোশাকটা ফিরিয়ে না দিই উনি আমায় জ্যান্ত চিবিয়ে খাবেন। আর সেটাই আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। বাপরে কি বড় বড় নখ ছিল হাতে!’ কেঁপে উঠলো র‍্যালফ।

জেইন এবার সিরিয়াস কণ্ঠে বললো, ‘অর্থাৎ ঘটনা এখন আমদের এবং মারলিন ষড়যন্ত্রকারীদের পেরিয়ে আরো বড় গণ্ডিতে ঢুকে পড়েছে। যেখানে গাছের আত্মারা যোগ দিয়েছে। জানা নেই আর কী কী জড়িয়ে আছে এদের সাথে। তবে যা বুঝছি, জাদুজগতের সব কিছুই যেকোনো একটা পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।’

‘অন্যভাবে বললে বলা যায়,’ জেমস বললো, ‘রেলিকগুলো যে অসম্ভব রকমের শক্তিশালী তার প্রমাণ মিলছে। ভুল কারোর হাতে ওগুলো গিয়ে পড়লে ঠিক কী ধরনের সর্বনাশ যে হবে কে জানে? আর এই জন্যেই টাবিথার কাছ থেকে ওই জাদুছড়িটা হাতাতে হবে।’

র‍্যালফ বলে উঠলো, ‘আমি বুঝতে পারছি না কেন আমরা তোর ড্যাডকে সব খুলে বলছি না। এটা তো ওনার করার মতোই কাজ। ভুল কিছু বললাম কি?’

জেমস উত্তর দিলো, ‘কারণ ওদের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন আছে যা ওদের মেনে চলতে হয়। ওরা একটা অরোরের দল নিয়ে আসবেন এই এলাকা খুঁজে দেখার জন্য। আমাদের বলা কথার ভিত্তিতে ওরা মোটেই টাবিথার ঝাড়ুটা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন না। এমনকি আমরা পোশাকটা দেখালেও পারবেন না। ওরা একের পর এক জিনিসপত্র খুঁজে খুঁজে দেখবেন। যার ফলে অনেক সময় লেগে যাবে। ওরা যখন টাবিথার ঝাড়ুর খোঁজে যাবেন তখন দেখা যাবে ওটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। জ্যাক্সন আর ডেলাক্রয় নিশ্চিত ভাবে বিপদের গন্ধ পেয়ে এখান থেকে কেটে পড়বেন।

BanglaBoi.org

হয়তো ওরা দুজন মিলে পুরো বিষয়টাকে অন্যরকমভাবে কিছু করে মারলিনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এ গিয়ে। পোশাকটা ছাড়া যদিও সেটা করা সম্ভব নয়, তাই হয়তো সিংহাসন আর জাদুদণ্ড হারিয়ে যাবে আবার, বা লুকিয়ে ফেলা হবে আর সেটা হবে শয়তান জাদুকরদের তত্ত্বাবধানে।'

র‍্যালফ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে আর বোঝাতে হবে না। এখন আমাদের করসিকার কাছ থেকে মারলিনের জাদুলাঠি যেভাবেই হোক নিজেদের দখলে আনতে হবে। আর সেটাই কিন্তু শেষ কাজ, তাই তো? ওগুলো পেলেই আমরা তুলে দেব তোর ড্যাড আর ওনার সহকর্মীদের হাতে। ওরা বাকি সব ঝামেলা মেটাবেন আর আমরা হয়তো হয়ে যাবো হিরো। যাই হোক, রাজি তো?'

জেইন সম্মতি জানিয়ে মাথা নামালো। 'হ্যাঁ, আমি তোর সাথে একমত। ঝাড়ুটা পেলেই আমাদের কাজ শেষ। কিরে জেমস?'

জেমসও সায় দিলো। 'এখন একটা পরিকল্পনা দরকার। কোনো আইডিয়া আছে মাথায়?'

র‍্যালফ পরিষ্কার বলে দিলো, 'এই কাজটা মোটেই সহজ নয়। জ্যাক্সনের ব্রিফকেসের সময় যদি ভাগ্য আমাদের সাহায্য করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে স্বয়ং ওপরওয়ালার সাহায্য দরকার। স্লিদারিনের কক্ষগুলো ধাঁধারক্ষী আর অ্যান্টিস্পাইং মন্ত্র দিয়ে এতটাই সুরক্ষিত করা যে ওখানে সুঁচ গলানো অসম্ভব ব্যাপার। আজ পর্যন্ত আমার দেখা সবচেয়ে সন্দেহপ্রবণ মানুষ ওরা।'

জেইন বিজ্ঞের মতো বললো, 'যারা বেশি ছলচাতুরী করে তাদেরই বেশি ঠকার চান্স থাকে। তবে আমরা বোধ হয় আর একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছি। আর সেটা সম্ভবত মারলিনের লাঠি হাতানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।'

জেমস জানতে চাইলো, 'ওর চেয়ে আবার বেশি গুরুত্বপূর্ণ কী?'

জেমসের চোখের দিকে তাকিয়ে জেইন উত্তর দিলো, 'সংগ্রহ করা রেলিকটাকে লুকিয়ে রাখা। কেউ বা কিছু জানে যে পোশাকটা আমাদের কাছে আছে। আর সেটা নেওয়ার চেষ্টাও একবার করেছে সে। আমি জানি না কী ধরনের ম্যাজিক ছিল ওটা। কিন্তু এটা স্বীকার তো করবি যে তোদেরকে ওই অজানা শক্তি হগওয়ার্টস থেকে সোজা ওই দ্বীপে নিয়ে চলে গিয়েছিল ?'

জেমস আর র‍্যালফ একে অপরের দিকে তাকানোর পর একসাথে মাথা নাড়লো ইতিবাচক ভাবে।

'তার মানে,' জেইন বলতে থাকলো, 'যদি ডিসঅ্যাপারিশন হগওয়ার্টসের চত্বরে অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এক অন্য রকমের জাদুর ব্যবহার করা হয়েছে তোদের ক্ষেত্রে। আর সেটা যথেষ্টই শক্তিশালী ব্যাপার। কোনো নিশ্চয়তা আছে কি যে আবার সেটার ব্যবহার হবে না?'

র‍্যালফের মুখটা ফ্যাকাশে দেখালো। 'আমি ওই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই চাই না।'

BanglaBook.org

জেমস একটু দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বললো, 'হয়তো ওটা করতে গিয়ে ওরা প্রথমেই সব শক্তি শেষ করে ফেলেছে।'

জেইন উত্তর দিলো, 'তোরা সেটার আশাতেই থাক,' ওদের দুজনকে একে একে দেখে নিয়ে বললো 'কারণ প্রথমবারে ওই শক্তি বিনয়ের সাথে ভালোভাবে চেয়েছে। এবার আর সেটা করবে বলে মনে হয় না।'

হঠাৎ একটা ভাবনা মাথায় আসতেই জেমস কেঁপে উঠলো।

জেমসের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'কী হলো?'

'রিমোট ফিজিও-অ্যাপারিশন,' জেমস খসখসে কণ্ঠে বললো। 'প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন এটাই বলেছিলেন মাদাম ডেলাক্রয়ের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে। যার সাহায্যে উনি নিজের প্রতিরুপকে অন্য জায়গায় পাঠান। এটা সাধারণ অ্যাপারিশন থেকে আলাদা। কারণ উনি এখানে পাঠান নিজের প্রতিরুপের একটা ভুতুড়ে প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সেই প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগে সাধারণ মানুষের মতোই এবং সে সক্ষম জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে। আমি দেখেছি ব্যাপারটা। ওই ভুতুড়ে অবয়ব দরকারমতো নিজের ঘন অবয়ব বানাতে পারে তারপর সেটাকে ধারণ করে নাড়াতে পারে পাপেটের মতো যেকোনো জিনিসকে। আর সেভাবেই মারলিনের সিংহাসন নিয়ে এসে ওই দ্বীপে লুকিয়ে রেখেছে।'

জেইন ভ্রু কুঁচকে বকলো, 'ওকে, তাতে হলোটা কী?'

'হলোটা এই যে ওই ভাবেই আমাকে আর র‍্যালফকে লুক্কায়িত দ্বীপে পাঠানো হয়েছিল। র‍্যালফ তুই তখন বললি না শরীরের বাইরের জগত না কী একটা? ব্যাপারটা এরকমই কিছু হয়েছিল ভাবা যেতেই পারে কি বলিস? হয়তো আমাদের ওপর জোর করে রিমোট ফিজিও-অ্যাপারিশন করা হয়েছিল! আমাদের প্রতিরুপ চলে গিয়েছিল লুক্কায়িত দ্বীপে, আর আমাদের শরীর...নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্কুলের করিডোরে।'

র‍্যালফ যে ভালোই ভয় পেয়েছে সেটা ওকে দেখি বোঝা যাচ্ছিলো। জেইনকে চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল। 'হ্যাঁ হতেই পারে। তোরা দুজনেই বলেছিস একা থাকা অবস্থায় ওটা তোদের সাথে ঘটেছিল। কেউই তোদের দেখতে পায়নি যখন তোরা নিশ্চল হয়েছিলি। আর তোদের আত্মা বা ওই জাতীয় কিছু একটা ভেসে গিয়েছিল রহস্যময় দ্বীপে।'

'ওটা করা তো মাদাম ডেলাক্রয়ের একটা স্পেশ্যাল ব্যাপার,' র‍্যালফ বললো শিহরিত হয়ে। 'তার মানে কি তুই বলতে চাইছিস উনি জানেন যে আমরা পোশাকটা করায়ত্ত করেছি?'

জেমস উত্তর দিলো, 'হতেই পারে। উনি এক রহস্যময়ী মহিলা। অনুমান করে ফেলেছেন কোনোভাবে আর সেটা বলেননি জ্যাক্সনকে। হয়তো উনি পুরো সাবাসীটা একাই পেতে আগ্রহী।'

BanglaBook.org

'একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত, তাহলে,' জেইন ঘোষনার মতো করে বললো । 'আমরা কখনই তোদের দুজনকে একা থাকতে দিতে পারবো না। আমার অনুমান যে বা যারা এটা করছেন তারা চান না এই সিক্রেট বাইরে ছড়িয়ে পড়ুক। আর তার জন্যই ওরা অপেক্ষা করেছিলেন তোরা কখন সম্পূর্ণ একলা হবি তার। আমরা যদি সব সময় তোদের আশেপাশে লোকজন থাকার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে সে চেষ্টা আর হবে না বলেই মনে হয়।'

র‍্যালফকে দেখাচ্ছিল সাদা পাথরের স্ট্যাচুর মতো, বললো, 'যদি না ওই পক্ষ দারুণ দারুণ ভাবে ডেস্পারেট হয়।'

জেইন সম্মতি জানিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। তবে সব সময়েই একটা সম্ভাবনা বলে বিষয় থাকে। যেহেতু আমরা এটাকে আটকাতে পারছি না তাই আশা করতেই পারি যে ওই রকম কিছু ওরা করবেন না।'

র‍্যালফ গোঙানির মত করে বললো, 'হ্যাঁ সেই ভাবনাটাই আমাকে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে।'

'কাম অন,' জেমস বললো, ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে। 'অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। হাউজ এলফগুলো আমাদের ড্যাবড্যাব করে দেখছে। আমরা যে কিছু একটা ছক কষছি এটা কেউ বুঝে ফেলার আগেই এখনই আমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার ।'

তিনবন্ধু বেরিয়ে এলো বাইরের ঠাণ্ডা চত্বরে, এদিক ওদিক ঘুরে অন্যরকম বিষয়ে আলোচনা করে সময় কাটিয়ে যে যার নিজের হাউজে ফিরে গেল।

পরের সপ্তাহটা কাটল দারুণ রকম ব্যস্ততায়। নেভিল লংবটম লিখতে দিয়েছিলেন ওনার সৃষ্টিছাড়া ধরনের অরিতিক্ত খাটনির প্রবন্ধ। আর তার জন্য জেমসকে অনেকটা সময় কাটাতে হলো লাইব্রেরীতে। খুঁজে খুঁজে বের করতে হলো স্পাইনাসওর্টের অন্তহীন ব্যবহার বিধি। যা বেশ জটিল একটা ব্যাপার কারণ স্পাইনাস উওরট উদ্ভিদটির প্রত্যেকটি অংশ, পাতা থেকে শুরু করে বাকল, শিকড় থেকে বীজ ব্যবহার হয় বিভিন্ন রকমের কাজে। চামড়ার রোগ যেমন সারায় আবার উড়ন্ত ঝাড়ু পালিসেও এর ব্যবহার হয়। জেমস সবে মাত্র উনআশি নম্বর ব্যবহার বিধিটা নোট করেছে, ওর টেবিলের উল্টো দিকে এসে একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বসলো মরগ্যান পেটোনিয়া। হাফলপাফের প্রথম বছরের ছাত্রী। জেমসের সাথে হারবোলজির ক্লাস করে। জেমসের মতোই স্পাইনাসওর্টের প্রবন্ধ নিয়ে ব্যস্ত।

জেমসের তালিকাটা দেখে বললো, 'এ বাবা মাত্র পাঁচটা ব্যবহার বিধি লিখতে হবে। এটা জানতে না?'

'পাঁচটা?' জেমস হতবাক স্বরে বললো।

মরগ্যান জেমসের দিকে মজা পেয়েছে এমন ভাবে তাকালো। 'প্রফেসর লংবটম আমাদের স্পাইনাসওর্ট নিয়ে লিখতে দিয়েছেন তার কারণ এটা হলো জাদু জগতের

BanglaBook.org

প্রথম তিনটে উদ্ভিদের একটা। যা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। আমরা যদি ওটার সব রকম ব্যবহার লিখতে যাই তাহলে ওটা একটা এনসাইক্লোপিডিয়া লেখার সমান হয়ে যাবে, বোকারাম।'

জেমসের মুখে রাগের ছাপ পড়লো 'আমি জানি সেটা।' নিজের অজ্ঞানতা ঢাকার একটা চেষ্টা করলো। 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিস্তারিতভাবে পড়ে আমি নিশ্চয়ই কোনো ভুল করে ফেলিনি?'

মরগ্যান ফিক করে হাসলো, সাথে সাথে এটা ভেবে মজাও পেলো যে জেমস কতটা সময় বাজে নষ্ট করেছে। কিছুক্ষণ পর জেমস সব গুছিয়ে নিয়ে চললো গ্রিফিন্ডর কমন রুমের পথে, কিছুটা বিরক্ত সাথেসাথেই অনেকটাই স্বস্তি সহ। আর কিছু নাহোক প্রবন্ধটা তো শেষ করা গেছে। প্রায় তেইশটা ব্যবহার বিধি ও উল্লেখ করেছে, যার জন্য নিশ্চিত ভাবে আলাদা বাহবা পাওয়া উচিত ওর। আর এর ফলে নেভিল ধরতেও পারবেন না যে জেমস ওর ক্লাসে ঠিকঠাক মনোযোগ দেয় না।

জেমস ইতিমধ্যে দুবার করিডোরে প্রফেসর ডেলাক্রয়কে দেখেছে। আর সাথে সাথে ওর ভেতরটা কেঁপে উঠেছে এই ভেবে যে উনি ওর দিকে লক্ষ্য রাখছেন। যদিও একবারও জেমস দেখতে পায়নি যে উনি ওর দিকে তাকালেন। কিন্তু যেহেতু উনি অন্ধ তাই দেখা না দেখায় কী আসে যায়। জেমস তো দেখেইছিলো কী অদ্ভুত ভাবে আলমা আলেরনের ডিনারে ডেলাক্রয় তার বদখৎ জাদুদণ্ডটা দিয়ে গাম্বো পরিবেশন করছিলেন নিখুঁত ভাবে, এক ফোঁটাও না ফেলে। ও নিশ্চিত ব্যবহারহীন ওই চোখের মনির বাইরে ডেলাক্রয়ের আলাদাভাবে দেখার কিছু একটা পদ্ধতি আছে। আর তার ফলেই উনি দেখতে পেয়েছেন জ্যাক্সনের ব্রিফকেসের বদলটা। ভিসাম-ইনেক্সিও মন্ত্র কাজ করে তাদের ওপরেই যারা চোখে দেখতে পায়, তাই নয় কি? উনিই হয়তো সেইজন যিনি র‍্যালফ আর ওর ওপরে ট্রিক খাটাচ্ছেন যাতে ওরা পোশাকটা লুক্কায়িত দ্বীপে দিয়ে আসে। বা না-ও হতে পারে, যে করছে সে আরো অন্য কোনো রকমের শক্তি। যা-ই হোক, কোনো ভাবেই ওরা এখন একেবারে একা থাকতে পারবে না, আর তাহলেই ওই শক্তি যেই হোক না কেন কিছুই করতে পারবে না।

জেমস একটু একটু করে বুঝতে পারছিল একলা না থাকাটা কী রকম কঠিন কাজ। ও ভেবেছিল হগওয়ার্টসের মতো বড় স্কুলে একা থাকাটাই সম্ভব হবে না। কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারছে স্কুল চত্বর সহ ক্লাসের হলঘরগুলোতে ও বেশ কয়েকবার একা হয়ে গিয়েছে গত দিনগুলোতে অনেকবার। ট্রান্সফিগারেশনের ক্লাস সেরে একাই গিয়েছিল হারবোলজির ক্লাসে। বা রাতে বাথরুমে গিয়েছিল একাই। কখনো একা না থাকার ব্যবস্থা করা বা এটা নিয়ে ভাবাটা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। কিন্তু জেমস অবাক হয়ে যাচ্ছে জেইন ক্রমাগত এই ব্যাপারটার ওপরেই জোর দিয়ে চলেছে।

হারবোলজির ক্লাশ রুম অবধি এগিয়ে দিতে দিতে জেইন ওকে একদিন বললো,

BanglaBoi.org

'ভাগ্যের কিছু সহায়তা পেয়ে আমরা হয়তো পোশাকটা হাতাতে পেরেছি। কিন্তু সামান্য সতর্কতার অভাবে আমি সেটাকে হাতছাড়া হতে দিতে রাজি নই। এটা মারলিনের ষড়যন্ত্রকারীদের কেয়ারলেস আচরণ যা আমাদের জন্য কাজ করেছে। আমি ওদের এরকম কোনো সুযোগ দিতে রাজি নই।'

ইতিমধ্যে একদিন জেমস, র‍্যালফ আর জেইনকে প্রোটিয়ান মন্ত্র শিখিয়ে দিলো। যার সাহায্যে হঠাৎ দরকার পড়লে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। জেমস উইজলিজ উইজার্ড হুইজেসে অর্ডার দিয়ে তিনটে নভেল্টি রাবারের হাঁস আনিয়ে নিয়েছিল। নিজের জন্য একটা রেখে বাকি দুটো দুই বন্ধুকে দিলো।

'প্রোটিয়ান মন্ত্রর কারণে আমি যদি আমার হাঁসটাকে ডাকানোর জন্য চাপ দিই তাহলে তোদের হাঁস দুটোও ডেকে উঠবে,' কথাটা বলেই জেমস নিজের হাঁসটায় চাপ দিলো।

"সরে যাও সরে যাও" একসাথে তিনটে হাঁস ডেকে উঠলো।

'ওয়াহ্ দারুণ,' জেইন নিজের হাতের হাঁসটাতে একবার জোরে চাপ দিলো। আবার একসাথে তিনটে হাঁস ডেকে উঠলো। 'তার মানে তোদের দুজন যখনই মনে করবি একা হয়ে যাচ্ছিস অথবা তোদের সাথে বাথরুম যাওয়া দরকার এটা বাজাবি আর আমি হাজির হয়ে যাবো, কি তাই তো?'

'ধ্যাত্তেরি,' র‍্যালফ বললো হাঁসটার দিকে বিরক্তির চোখে তাকিয়ে। 'আমার মোটেই এটা পছন্দ নয়। মনে হচ্ছে আমি যেন তিন বছরের বাচ্চা।'

জেইন কাঁধ উচিয়ে বললো, 'দ্যাখ তোর যদি অসন্তুষ্ট গেছো ভূতের থাপ্পড় খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে...'

'আমি মোটেই বলিনি যে আমি এটা ব্যবহার করবো না,' র‍্যালফ উত্তর দিলো অস্বস্তির সাথে। 'আমি বলেছি এসব আমার পছন্দ নয়।'

জেইন এবার জেমসের দিকে ঘুরে জানতে চাইলো, 'আমি কী করে বুঝতে পারবো তোদের মধ্যে কে আমাকে ডাকছিস?'

জেমস একটা কালো মার্কার পেন বার করে নিজের হাঁসের তলায় একটা ইংরেজী জে অক্ষর লিখলো। 'এবার তোর হাঁসটার দিকে তাকা। একটা হাঁসে কিছু করা হলেই অন্য হাঁসগুলোতে সেটা দেখা যাবে। যখনই তুই ডাক শুনতে পাবি উলটে দেখে নিবি কার নামের অক্ষর ফুটে উঠছে।'

'বেশ খাটনির ব্যাপার,' জেইন বললো সম্মতির স্বরে। সাথে সাথেই নিজের হাঁসটাকে তুলে স্যালুটের ভঙ্গিতে একবার বাজালো।

'সবাই পেট ভরে খাও,' প্যাকপেকে গলায় হাঁসগুলো বলে উঠলো।

জেমস নিজের হাঁসটাকে ব্যাক প্যাকে ঢোকাতে ঢোকাতে বললো, 'আর একটা কথা এগুলো কেবল মাত্র তখনই কাজ করবে যখন আমরা বিপদে পড়বো। বুঝতে পেরেছিস?'

BanglaBook.org

র‌্যালফ নিজেরটা পকেটে রেখে বললো, 'এগুলো কেবল মাত্র প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকে না কেন?'

জেমস পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'উইজলিদের কাছে জেনে নিস।'

সব সময় জেইন বা অন্য কাউকে আশেপাশে রাখা ব্যাপারটা জেমস বা র‌্যালফ উভয়ের কাছেই বেশ অস্বস্তিকর, তবু জেমস এর সাথে মানিয়ে নিলো। জেমস স্নান করার সময় জেইন বসে থাকে বাইরে একটা চেয়ারে। চলতে থাকে দুজনের কথাবার্তা প্রশ্নোত্তর। ডিফেন্সিভ মন্ত্রের বানান জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে ট্রান্সফিগারেশনের বিভিন্ন প্রয়োগ বিধি বা নিষেধাজ্ঞা সবই থাকে তার মধ্যে। জেমস জানতে পেরেছে হারবোলজি ক্লাসের বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী, যার মধ্যে মরগ্যান পেটোনিয়াও আছে, যারা হারবোলজির ক্লাস করার আগে স্পেলের ক্লাস করে। আর সেটা জানার পর থেকে ও ট্রান্স.ফিগারেশনের ক্লাস শেষ করেই দ্রুত স্পেলের ক্লাস ঘরের কাছে চলে যায়। তারপর পেটোনিয়া ও অন্যান্যদের সাথে পৌঁছে যায় গ্রীন হাউজে। এর ফলে ওকে একা পুরো মাঠটা পার হতে হয় না। ক্রমাগত ভিড়ে মিশে থাকাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল জেমসের। ইদানীং না চাইতেও যেন সেটা ও করেই ফেলছে। এভাবেই কেটে গেল সপ্তাহটা। শীতের ভাব কেটে বসন্তের একটা উষ্ণ আমেজ ছড়াতে শুরু করেছে আবহাওয়ায়। এখনো পর্যন্ত করসিকার ঝাড়ু কিভাবে হাতানো হবে তার কোনো পরিকল্পনা জেমস, জেইন বা র‌্যালফের মাথায় আসেনি। ওরা বুঝতে পেরেছে একসাথে বসে একটা আলোচনা করা দরকার এ ব্যাপারে।

'আমার এটা করতে একটুও ইচ্ছে করছে না,' র‌্যালফ বললো বাকি দুজনকে স্লিদারিন কমনরুমের দিকে নিয়ে যেতে যেতে। 'একমাত্র স্লিদারিন ছাড়া আর কাউকে এখানে আসতে আমি মাসখানেকের ভেতর দেখিনি।'

'ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না র‌্যালফ, 'জেইন বললো বটে কিন্তু গলায় সেই আত্মবিশ্বাসটার ছাপ দেখা গেল না। 'আমরা জেমসের ম্যাজিক ম্যাপটা নিয়ে এসেছি। আমরা আর একবার চেক করে দেখবো যদিও। তবু ওটা অনুসারে তোর হাউজের বেশির ভাগ সদস্য এখন স্লিদারিনদের ম্যাচের অনুশীলন দেখতে ব্যস্ত। কিরে জেমস তাই তো?'

জেমসের হাতে মরওডার্স ম্যাপটা খোলা। হাঁটার সাথে সাথেই ও ওটা দেখে চলেছে। 'আমার যা মনে হচ্ছে তাতে মাত্র দুজন স্লিদারিনের ডরমেটরিতে এখন আছে, আর তারা মানুষ নয়। ফলে আমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।'

'তুই নিশ্চিত তো ওটা ঠিকঠাক তথ্য জানায়?' র‌্যালফ জানতে চাইলো, নিজের আংটিটা বিশাল কাঠের দরজায় খোদিত সাপের চোখে লাগাতে লাগাতে। 'আমার যতদূর মনে পড়ছে শেষবার তুই বলেছিলি ওটাকে কী করে কাজ করাতে হয় তুই ভুলে গেছিস।'

'হ্যাঁ, তবে এখন তো এটা কাজ করছে, না কি?' জেমস একটু জোরেই কথাটা বললো। সত্যি বলতে ও একটু চিন্তাতেই আছে ম্যাপটা কাজ করছে কি না এ

BanglaBook.org

বিষয়ে। ম্যাপটা খোলার সময়েই ওটা চালু করার শব্দগুলো ওর মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর ড্যাড যে সন্দেহটা জানিয়েছিলেন হ্যাগ্রিডকে সেটার কথা ভেবে ও একটু চিন্তায় আছে। মুনি, প্রংগস, প্যাডফুট আর ওয়ার্মটেইল এই ম্যাপটা বানানোর পর এই দুর্গের অনেক রদবদল ঘটানো হয়েছে। ম্যাপের অনেকগুলো জায়গা ফাঁকা, আর সেই সব ফাঁকা জায়গায় লেখা আছে "নতুন করে আঁকা দরকার, তারজন্য মাননীয় প্রংগস আর প্যাডফুটের সাহায্য নিন"। জেমস ভালোই বুঝতে পারছে এই ম্যাপটা আঁকার মুল শিল্পী ছিলেন ওর দাদু আর সিরিয়াস ব্ল্যাক। যারা আর বেঁচে নেই। ফলে এই সব ফাঁকা জায়গাতে নতুন করে আঁকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। দুর্গের বিভিন্নস্থানে যারা চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন তাদের নাম আর স্থানটার নাম ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ফুটে উঠছে। কিন্তু যেই তারা কোনো আঁকাহীন ফাঁকা জায়গায় ঢুকছে সাথে সাথেই তাদের নাম মুছে যাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে স্লিদারিন হাউজ লেকের ধারে হওয়ায় ব্যাটল অফ হগওয়ার্টসের সময় এটা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি (র‍্যালফ জানতে পেরেছিল কেবল মাত্র মূল দরজাটা পুরো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল)। জেমস মরওডার্স ম্যাপে স্লিদারিন হাউজের সব কিছুই পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছে।

সাপটা আগের বারের মতোই তার প্রশ্নগুলো করলো। র‍্যালফ নিজের পরিচিতি দেওয়ার পর জানিয়ে দিল সাথে যারা এসেছে তারা ওর বন্ধু এবং ওদের নাম। জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দিয়ে সাপটা অনেকক্ষণ জেইন আর জেমসকে দেখে তারপর খুলে দিলো জটিল যন্ত্রপাতির বন্ধনে আবদ্ধ দরজা।

নিঝুম স্লিদারিন কমনরুমের ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে তিনবন্ধু এগিয়ে যাওয়ার সময় কেঁপে কেঁপে উঠছিল অজান্তেই। লেকের জলের ভেতর দিয়ে আসা সবুজ সূর্যালোক স্টেইন্ড গ্লাসের সিলিং ভেদ করে এসে ঘরগুলোতে বানিয়ে রেখেছে গা ছমছমে সব ছায়ার খেলা। মারবেল পাথর দিয়ে তৈরি এক বিশাল সাপের মুখের মতো ফায়ারপ্লেসে টিমে আঁচে জ্বলছে লাল আগুন।

জেইন বিড়বিড় করে বললো, 'এ যেন একটা দারুণ একটা বই পড়া টিম টিম করে জ্বলতে থাকা লন্ঠনের আলো। হ্যাঁরে র‍্যালফ, ওরা ওদের ঝাড়ুগুলো কোথায় রাখে জানিস?'

র‍্যালফ মাথা নেড়ে বললো, 'আমি আগেই তো বললাম আমি জানি না। শুধু এটা জানি এদের কোনো কমন লকার বা ওই জাতীয় কিছু নেই। যা গ্রিফিন্ডর বা র‍্যাভেনক্লতে আছে। এখানকার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী একে অপরকে বিশ্বাস করে না খুব একটা। যার যার নিজের নিজের প্রাইভেট জায়গা আছে জিনিস রাখার জন্য, ম্যাজিক্যাল চাবি সহ। আর তাছাড়া এখন ওদের ঝাড়ুগুলো এখানে আছে বলে কি মনে হয় তোদের? ওরা তো এখন ওগুলোকে কুইডিচ মাঠে নিয়ে গেছে।'

'আমরা এখন এখানে ওটা চুরি করার জন্য আসিনি,' জেইন জানালো, কমনরুমটার চারদিক দেখতে দেখতে। 'শুধুমাত্র বুঝতে এসেছি ওরা কোথায় ওটাকে লুকিয়ে রাখতে পারে।'

বসন্তের দিনের এই মাঝামাঝি সময়েও স্লিদারিনের ঘরগুলোতে সবুজাভ অন্ধকার ছেয়ে আছে। 'লুমোস,' জেমস শব্দটা উচ্চারন করতেই ওর জাদু দণ্ডের মাথায় আলো জ্বলে উঠলো। ও ওটাকে উঁচিয়ে ধরলো। 'এই হল থেকে পেছন দিকে গেলে ছেলেদের থাকার জায়গা তাই তো র‍্যালফ?'

'হ্যাঁ। মেয়েদের ঘরগুলো অন্য দিকে, ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে।'

জেইন সোজা এগিয়ে যেতে শুরু করলো সিঁড়িটার দিকে। 'স্লিদারিনের মেয়েদের ঘর রেইড করবো। তাড়াতাড়ি চল।'

জেমস বলে উঠলো, 'ওয়েট! নিশ্চিতভাবে কোনোও বন্ধনীমন্ত্র সেট করা আছে। ছেলেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ যে কোনো গার্লস কোয়ার্টারে। তুই ওখানে ঢুকতে গেলেই কিছু একটা ঘটবে। হয়তো অ্যালার্ম বেজে উঠবে।'

জেইন থেমে গেল, জেমসের দিকে তাকালো, তারপর আবার এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। 'নিকুচি করেছে। ওরা সব ব্যাপারেই ভেবে রেখে দিয়েছে এটা ভেবে বসে আছিস বুঝি?'

র‍্যালফ ঘরের একপ্রান্ত থেকে বললো, 'অবশ্য ওরা বলে এখানে 'প্রেত' আছে।'

জেইন বিড়বিড় করে বললো, 'তুই যাকে প্রেত বলিস আমি সেটাকে ভূত বলি...'

জেমস বেশ খানিকটা জোরেই বললো, 'আমরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছি সেটা করলেই ভালো হয় নয় কি? আমাদের খুঁজতে হবে কী করে টাবিথার ঘরে ঢোকা যায় সেই পথ। অথবা যদি কোনো ভাবে জানা যায় ও ঝাড়ুটা কোথায় লুকিয়ে রাখে।'

জেইন শান্ত ভাবে বললো, 'বিশ্বাস কর বা না কর, আমিও সেটাই ভাবছিলাম। এটা নিশ্চিত যে ও ঝাড়ুটা সাথে নিয়েই ঘুমায়। যদি সেটা না করে তাহলে আমি বাজি ধরতে পারি ও ওটা খুব কাছেই রাখে নিজের। আর তার অর্থ আমাদের মেয়েদের থাকার জায়গায় ঢুকতেই হবে। কিছু ভুল বললাম?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'সেটা করা অসম্ভব। এবার বুঝতে পারছি আন্ট হারমাইওনি সাথে থাকায় ড্যাডের কত সুবিধা হতো। এই অবস্থায় উনি পড়লে আন্টিকে পাঠিয়ে দিতেন চেক করার জন্য। আমরা ভালো ঝামেলাতেই ফাঁসলাম।'

জেমসের কথা শেষ হওয়া মাত্র একটা শব্দ ভেসে এলো সিঁড়ির দিক থেকে। তিনবন্ধু অপরাধবোধের আতংকে একবারে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হলো, তাকালো সিঁড়ির দিকে। ছোট ছোট পা ফেলার শব্দ। দেখা গেল একটা পুঁচকে হাউজ এলফ কাপড় ভর্তি বাস্কেট মাথায় নিয়ে তাল সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসছে। এলফটা থেমে গেল ওরা তিনজন তাকিয়ে আছে দেখে।

'অনেক অনেক ক্ষমা করবেন মাস্টারগণ,' এলফটা বললো। জেমস এলফটার গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলো ওটা মেয়ে এলফ। 'আমি কাচাকুচি করার জন্য কাপড় জামা নিচ্ছিলাম, আপনারা যদি দয়া করেন।' ওটার বড় বড় ফোলা চোখ দুটো

BanglaBook.org

ওদের দিকে তাকিয়ে পিট পিট করছে। সম্ভবত এরকম মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখা হচ্ছিল বলে ও লজ্জা পাচ্ছে। জেমস বুঝতে পারলো এলফটার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না, অবশ্য দেখার সুযোগ পাওয়াও যায় কি না সন্দেহ।

'একদম ভাবতে হবে না মিস ' জেইন বললো সামান্য ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে সিঁড়ি থেকে একপা পিছিয়ে।

এলফটা একটুও নড়লো না। জেইনের অভিবাদন করাটা অতি মনোযোগ দিয়ে দেখে বললো। 'এক্সকিউজ মি, মাস্টার?'

জেইন উত্তর দিলো, 'আপনার নাম কী মিস?'

'ইয়ে। ফিগল, মাস্টার। আমি ক্ষমা চাইছি মাস্টার। ফিগল মাস্টার বা মিস্ট্রেসদের সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত নয়, মাস্টার।' এলফটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো উৎকণ্ঠায় হাঁফাচ্ছে।

'আমি বুঝতে পারছি ফিগল সেটা খুবই সত্যি কথা,' জেইন বললো আশ্বাসের স্বরে। 'বলছিলাম যে আমি একটা অরগানাইজেশন এর সদস্য, আপনি হয়তো ওটার নাম শুনেছেন। আমরা ওটাকে বলি...ইয়ে...' জেইন জেমসের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো। জেমসের মনে পড়লো ও জেইন আর র‍্যালফকে বলেছিল আন্ট হারমায়োওনির ইক্যুয়াল রাইট ফর এল্‌ভস সংস্থার নাম।

জেমস তোতলানোর মতো করে বললো, 'ও হ্যাঁ, এস পি ই ডব্লু। দ্য সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অফ, ইয়ে, এলফিস ওয়েলফেয়ার?'

জেইন ঝট করে ফিগলের দিকে ঘুরে বললো, 'হ্যাঁ ওটাই যেটা ও বললো। এস পি ই ডব্লু। আমি নিশ্চিত এটার কথা আপনি শোনেননি। যারা এলফ তাদের আমরা সাহায্য করি।'

'ফিগল কোনোদিন শোনেনি, মাস্টার। কক্ষনো না। ফিগলের অনেক অনেক কাজ, মাস্টার।'

'মাই ডিয়ার ফিগল, ওইটাই আমাদের কাজের ক্ষেত্র। আমরা এস পি এ ডব্লুতে ওই কাজের ভার কমানোর ব্যাপারেই কাজ করছি। আর এই মুহূর্তে আপনার বিশ্বাস জাগানোর জন্য আমি আপনার কাজে সাহায্য করবো। আমাকে কি সুযোগ দেবেন আপনার ওই ভারি বাস্কেটটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার?'

এবার ফিগলকে দারুণ ভয়ার্ত দেখালো। 'না না মাস্টার। ফিগল সেটা হতে দিতে পারে না! মাস্টার কখনই ফিগলের কাজ করবে না, স্যার!'

জেমস বুঝতে পেরেছে জেইন আসলে কী করতে চাইছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। হাউজ এলফরা যারা বিশেষ করে এই স্লিদারিন হাউজে কাজ করে তারা মোটেই কোনো ভালো ব্যবহার পায় না সদস্যদের কাছ থেকে। ফিগলকে দেখে মনে হচ্ছে ভয়ের ঠেলায় এবার না কেঁদে ফেলে।

জেইন হাঁটু গেড়ে বসে নিজেকে সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকা হাউজ-এলফ টার চোখের সমান্তরালে নিয়ে এলো। 'মিস ফিগল আমি আপনাকে কোনো

BanglaBook.org

রকম ভয় দেখাতে বা ঝামেলায় ফেলতে চাইছি না। আমি প্রমিস করছি। তাছাড়া আমি এই স্লিদারিন হাউজের কেউ নই। আমি র‍্যাভেনক্লয়ের সদস্য। আপনি র‍্যাভেনক্লয়ের নাম শুনেছেন?'

'ফিগল শুনেছে মাস্টার। ফিগল মঙ্গলবার আর শুক্রবার র‍্যাভেনক্লয়ের জামা কাপড় নিয়ে আসে কাচার জন্য। র‍্যাভেনক্লরা স্লিদারিনদের চেয়ে কম সেন্ট ব্যবহার করে মাস্টার।' এলফটা এখনো হাঁফাচ্ছে তবে আগের চেয়ে অনেক কম।

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমি নিশ্চিত আর অনেক কিছু আছে বয়ে আনার জন্য। আমি কি ওগুলো নিয়ে এসে দেব?'

ফিগল নিজের ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে ধরলো। ওর মনে এখন ভাবনার দোলাচল। বুঝতে পারছে না ওর সাথে ইয়ার্কি করা হচ্ছে কিনা। সাথে ওর ওপর দেওয়া কাজের নির্দেশগুলো ওকে চেপে ধরছে। বেশ কিছুক্ষণ টেনিস বলের মতো চোখ দুটো দিয়ে জেইনকে দেখলো তারপর একবার ঝট করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

জেইন মোলায়েম স্বরে বললো, 'দারুণ মিস ফিগল। আপনি খুব ভালো একজন এলফ। ওপরে আর অনেক কিছু আছে তাই না, কাচার জন্য? আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি ওগুলোকে দরজাগুলোর সামনে এনে রেখেছেন। আমি ওগুলো এনে দিচ্ছি?' বলেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলো।

'আরে যাবেন না মাস্টার! থামুন!' ফিগল বললো হাত তুলে। মাথার ওপর থাকা বাস্কেটটা একপাশে কাত হয়ে যাচ্ছিলো, ওটাকে সামলে নিলো সহজেই। 'মাস্টার, গণ্ডি ভেঙে যাবে। ফিগল চায় না অন্যরা দেখুক কেউ তাকে সাহায্য করেছে।' ফিগল শেষ দুটো ধাপ নেমে এসে সিঁড়ির দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালো। হাত তুলে একটা তুড়ি বাজালো। কিছু একটা পরিবর্তন হলো দরজায়। জেমসের কেমন যেন মনে হলো একটা আলো নিভে গেল। যদিও ঘরের আলোয় কোনো পরিবর্তন হলো না। 'এবার মাস্টার ওপরে যেতে পারেন। কিন্তু প্লিজ মাস্টার...' আবার ফিগলের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠলো ভবিষ্যৎ শাস্তির কথা ভেবে। 'কিন্তু মাস্টার দয়া করে বাস্কেট ছাড়া আর কিছু ছোঁবেন না। আপনার হয়ে গেলে ফিগল সব বেজমেন্টে নিয়ে যাবে ধোয়ার জন্য। প্লিজ?' বোঝাই যাচ্ছিলো ও চাইছে তাড়াতাড়ি এ ঝামেলা চুকে যাক।

জেইন হেসে বললো, 'কোনো চিন্তা নেই।' একটু থেমে প্রথম ধাপে পা দিলো। কিছুই হলো না। 'আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি বন্ধুগণ,' জেইন কথাটা বলেই টকাটক উঠে গেল ওপরে।

জেমস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। একই সাথে র‍্যালফও। ফিগল জেইনের ওঠার দিকে তাকানোর পর উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে জেমস আর র‍্যালফের দিকে ঘুরে তাকালো। কাঁধ উঁচিয়ে হাসলো র‍্যালফ। জেমসও হাসলো তবে সেটা কাষ্ঠহাসি। ফিগল যদিও বুঝতে পারলো না। নিজের মাথায় থাকা বাস্কেটটা নিয়ে টাল সামলাতে

BanglaBook.org

সামলাতে দরজার কাছে গেল। ঢেলে দিলো ওতে থাকা সব কিছু আগে থেকে রাখা কাপড়ের স্তুপে।

'জেমস,' র‍্যালফ আস্তে করে ডাকলো, 'ম্যাপে নজর রাখিস।'

মাথা নিচের দিকে নামিয়ে সম্মতি জানালো এবং পুনরায় মরওডার ম্যাপ খুললো জেমস। প্রথমেই নজর দিলো ম্যাপের ডানদিকের একেবারে ওপরের অংশটায়, কুইডিচ মাঠ আর গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডগুলো নিখুঁত ভাবে আঁকা আছে ওখানে। অনেকগুলো নাম একসাথে জমাট বেঁধে আছে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের ভেতর এবং আশেপাশে। কিছু মাঠের মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। স্লিদারিনদের প্র্যাক্টিস সেশন এখনো চলছে তবে খুব বেশি জন ঝাড়ু নিয়ে উড়ছে না। সম্ভবত ওরা আলাপ আলোচনা করছে আগামী খেলার পন্থাপদ্ধতি নিয়ে। ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো মাঠ আর গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে থাকা নামগুলোকে। স্কোয়ালাস, নরবারট, বিটল ব্রিক শ আর অনেকের নাম ওখানে যাদের জেমস চেনে না।

জেমস দেখল ফিগল ঠিক সেই ভঙ্গিতে হাত তুলেছে যেভাবে সে দেখেছিল গ্রেট হলে হাউজ এলফদের টেবিল ক্লথ উঠিয়ে নিতে। যে জামা কাপড়গুলো কাচা হবে সেগুলো একটা বলের মতো হয়ে বড় একটা বিছানার চাদরের মধ্যে ঢুকে গেল। চারটে কোনা ওপরে গিয়ে বেঁধে নিলো গিঁট। ফিগল সামান্য গোলাপি রঙের পাউডার ছুঁড়ে দিলো কাপড়ের বলটার দিকে তারপর আবার তুড়ি মারলো। বলটা অদৃশ্য হয়ে গেল, সম্ভবত পৌঁছে গেল বেজমেন্টে। ফিগল এবার শঙ্কিত চোখে তাকালো সিঁড়ির দিকে।

'কিরে কী দেখছিস?' র‍্যালফ চিন্তাগ্রস্থ কণ্ঠে জানতে চাইলো।

জেমস গলা যত দূর পারলো শান্ত রেখে বললো, 'আমি টাবিথাকে দেখতে পাচ্ছি না। ফিলিয়া গয়েলও নেই। ওদের মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে তো আমি দেখিনি।'

'তার মানে? ওরা কোথায় গেল তাহলে?'

'আমি জানি না। ওরা এই মুহূর্তে ম্যাপের মধ্যে নেই।'

ফিগল ওদের দেখছিলো, বিস্ফোরিত এবং সতর্কভাবে। হয়তো অনুমান করতে পারছে একটা কিছু গণ্ডগোল ঘটছে মিনিটখানেক আগের তুলনায়। জেমস মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখতে থাকলো, বড় ফাঁকা জায়গা গুলোর দিকে তাকালো যদি কোনোটা থেকে করসিকা আর গয়েল বেরিয়ে আসে। স্লিদারিনের দরজার কাছের ফাঁকা জায়গাটার দিকে নজর রাখছিলো বেশি করে।

'ধুর,' চোখ বড় বড় করে বললো। 'ওরা এসে গেছে! এখন এখানে ওরা কী করছে?'

'ম্যাপটা বন্ধ কর!' র‍্যালফ বললো, ওর মুখ সাদা প্লেস্টের মতো হয়ে গেছে। 'চল পালাই! জেইন!' সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাক দিলো। কোনো উত্তর এলো না ওই দিক থেকে।

BanglaBook.org

সতর্কভাব থেকে আতঙ্কে বদলাতে শুরু করেছে ফিগলের মুখ। 'মিস্ট্রেস করসিকা আসছেন! ফিগল একটা দারুণ ভুল কাজ করে ফেলেছে! ফিগলের দারুণ শাস্তি হবে!' সোজা ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে, সাথে সাথেই তুড়ি বাজালো। আবার সেই অদ্ভুত রকমের পরিবর্তনটা অনুভব করলো জেমস। বুঝতে পারলো বন্ধন মন্ত্রটা ফিরিয়ে আনা হলো পুনরায়। একই সাথে ওপর দিকে এবং কমন রুমের দরজার দিক থেকে ভেসে এলো পদধ্বনি এবং কথা বলার শব্দ। জেমস ম্যাপটাকে পাকিয়ে নিয়ে ব্যাকপ্যাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলো। র‍্যালফ নিজেকে সবচেয়ে কাছের বসার জায়গাটায় নিজেকে প্রায় ছুঁড়ে দিলো, দেখাতে চাইলো অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ও ওখানে বসে আছে। পেছনের দরজা খুলে যেতেই জেমস ব্যাকপ্যাকটাকে কাঁধে ঢুকিয়ে নিয়ে ঘুরলো।

টাবিথা করসিকা আর ফিলিয়া গয়েল প্রবেশ করলো দরজা দিয়ে। জেমসকে দেখতে পেয়ে দুজনেই কথা বলা থামালো। টাবিথার পরনে কালো কেপ্রি আর স্পোর্ট ক্লোক, ঝাড়ুটা কাঁধে। সুবিন্যস্ত ভাবে পনিটেইল করে বাঁধা চুল, কিছুক্ষণ আগে যে কুইডিচএর প্র্যাক্টিসে ব্যস্ত ছিল তার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। শান্ত এবং সতেজতার ছাপ সুস্পষ্ট। টাবিথাই প্রথম কথা বললো।

'জেমস পটার,' সমস্ত রকম সারপ্রাইজ হওয়ার অবস্থাকে সামাল দিয়ে বললো। 'কি সৌভাগ্য।'

ফিলিয়া ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি এখানে কী করছো?'

'ফিলিয়া, বাজে ব্যবহার একদম নয়,' টাবিথা দ্রুত জেমসের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বললো। 'আমাদের এখানে মি. পটারের আগমনকে স্বাগত জানাই। আশা রাখছি গ্রিফিন্ডরে আমরাও একই অভ্যর্থনা পাবো। এই অস্থির সময়ে আমরা যদি নিজদের ভালো ভাবমূর্তি বানাতে না পারি তাহলে আমরা কী করছি? গুড আফটারনুন, মি. ডিডল।'

র‍্যালফ চেয়ারের ভেতর থেকে গুড়িয়ে উঠলো অস্বস্তি আর হতভম্বতা সহ। ফিলিয়া জেমসের দিকে একই রকম ভাবে তাকিয়েছিল। মুখের ভাব অনেক কমনীয় হয়েছে কিন্তু একটা থমথমে শীতলভাবও ছড়িয়ে আছে।

'গ্রিফিন্ডর কুইডিচ দলের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, ঘরের একটা কোনায় নিজের ক্লোকটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে টাবিথা বললো। 'আমরা সব সময়েই টুর্নামেন্ট ফাইনালে গ্রিফিন্ডর বনাম স্লিদারিন ম্যাচ পছন্দ করি, তাই না র‍্যালফ? জেমস আমি বুঝতে পারছি এটা তোমার বন্ধুদের খুব কষ্ট দিচ্ছে যে ও আমাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করতে পারবে না। ওদেরকে আমার সমবেদনা জানিয়ে দিও। ও হ্যাঁ আর একটা কথা...' টাবিথা এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে গার্লস রুমে যাওয়ার জন্য। 'আমি দেখলাম অনেক র‍্যাভেনক্ল খেলোয়াড় মাঠে গিয়েছিল আমাদের প্র্যাকটিস দেখার জন্য। অবাক হলাম তোমার বন্ধু জেইনকে ওখানে দেখা গেল না বলে। তুমি কি ওকে দেখেছো, দেখোনি না?' জেমসের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ঝাড়ুটাকে

BanglaBoi.org

মেঝেতে বার কয়েক ঠুকলো।

জেমস মাথা নাড়লো, কথা বলার সাহস হলো না।

'হুমম,' টাবিথা চিন্তাগ্রস্থভাবে বিড়বিড় করলো। 'বেশ কৌতূহলজনক ব্যাপার। মানতেই হবে। ফিলিয়া চল।'

একরাশ আতঙ্ক নিয়ে জেমস তাকিয়ে থাকলো টাবিথা আর ফিলিয়ার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার দিকে। মন তোলপাড় করে ও ভাবার চেষ্টা করছিল কোনো ভাবে যদি কিছু একটা ঘটানো যায়। কিন্তু কিছুই মাথায় এলো না।

'সরে যাও! সরে যাও!' এক জোড়া প্যাঁকপেকে কণ্ঠ ডেকে উঠলো।

টাবিথা আর ফিলিয়া থমকে দাঁড়ালো। ফিলিয়া ঘুরে দাঁড়ালো মুখে রাগের ছাপ। ওর আগে ছিল টাবিথা, আস্তে আস্তে ঘুরলো, মুখে শান্ত অথচ অবাক হওয়ার ছাপ।

জেমসকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি কিছু বললে?'

জেমস কাশির ভান করলো। 'ইয়ে, না। সরি। ওই যাকে বলে গলাটা হঠাৎ সুড়সুড় করে উঠলো।'

টাবিথা কিছুক্ষণ জেমসের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে চোখ কুঁচকে র‍্যালফের দিকে তাকালো। তারপর ঘুরে গিয়ে বাকি কটা ধাপ উঠে ওপরে চলে গেল। পেছন পেছন ফিলিয়া, বার কয়েক রোষান্বিত দৃষ্টি মাথা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিতে ভুললো না। আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল, ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। কিন্তু কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ বা রাগের চিৎকার ভেসে এলো না।

'কোথায় লুকালি রে!' আবার হাঁসের গলা শোনা গেল।

'এটা ওই হতচ্ছাড়ার কাজ!' র‍্যালফ বললো, লাফিয়ে উঠে নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে। 'কী করছে ও?'

'চলে আয়!' জেমস বললো প্রধান দরজার দিকে এগোতে এগোতে। 'ও যদি এখনো ওপরেই থাকে আমাদের কোনো সুযোগ নেই ওকে সাহায্য করার।'

ওরা প্রায় ছুটতে ছুটতে স্লিদারিনের হাউসের এলাকা ছেড়ে এ করিডোর ও করিডোর পাক মেরে এক জায়গায় এসে থামলো। হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছিল দুজনেরই, হাঁফাচ্ছিল চরম। দুজনেই বের করলো নিজেদের হাঁসদুটোকে ব্যাগ থেকে। একইরকম দেখতে হাঁসদুটোকে ভালো করে দেখতে থাকলো। দুটো শব্দ ওখানে ভেসে উঠেছে কালো কালিতে লেখা–লন্ড্রি রুম!

'পাজির পা ঝাড়া কোথাকার!' র‍্যালফ বললো, সাথে সাথে হেসেও ফেললো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। 'ফিগল নোংরা কাপড় জামার সাথে ওকেও পাঠিয়ে দিয়েছে ভূগর্ভস্থ ঘরে! আমার মনে হয় ওর ওখানেই থাকা ভালো।'

জেমস ফিক করে হাসলো। 'না, সেটা করা ঠিক হবে না। বলা যায় না ওরা ওকে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে শুকাতে দিয়ে দিতে পারে। ওর যদিও ওটাই প্রাপ্য। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে ও কী তথ্য জোগাড় করতে পারলো।'

BanglaBook.org

দুই বন্ধু এবার ছুটে চললো ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোর দিকে লন্ড্রি খুঁজে বের করার জন্য। মাঝখানে জেমস একবার থামলো একটা পেইন্টিং-এ নাইটসদের খাবার সারভ করতে থাকা এক বিরক্তি ভরা মুখের কাজের লোকের সামনে, লন্ড্রি রুমে যাওয়ার পথটা জেনে নেওয়ার জন্য।

***

'আমিতো মিনিট দুয়েক মতো সময় পেয়েছি ঘুরে দেখার। ফিগল হাজির হলো কামানের গোলার মতো,' জেইন বললো জেমস আর র‍্যালফকে যখন ওরা ওকে লন্ড্রি রুমে খুঁজে পেলো। 'আমার দিকে একগাদা গোলাপি পাউডার ছিটিয়ে দিলো আর ধপাস! আমি এসে পড়লাম এখানে।'

র‍্যালফ চারদিকের বিরাট বিরাট তামার কাপড়কাচার পাত্রগুলো আর বিভিন্ন রকম শব্দ করতে থাকা যন্ত্রপাতিগুলোকে দেখছিলো অবাক হয়ে। এলফরা ওদের তিন বন্ধুর উপস্থিতিকে পাত্তাও দিচ্ছিলো না। দুজন এলফ পাত্রগুলোর ওপর দিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছিলো ফুটন্ত জলে গুঁড়ো সাবান ঢালতে ঢালতে। চারদিক থাকে ছিটকে আসা সাদা ফেনা জমা হচ্ছিল তিন বন্ধুর মাথার ওপর।

'বিশ্বাস কর, এক দু মিনিট বাদেই এসব দেখার আর কোনো আগ্রহ থাকে না,' জেইন বললো বিকৃত স্বরে। 'বিশেষ করে এখানকার এই ললিপপ বাহিনী তোকে যদি আটকে রাখে।' তিনটে এলফ জেইনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করছিলো।

'ফিগল একটা মানুষকে এই কাচাকুচি করার ঘরে নামিয়ে আনলো, ওকে আমরা আটকে রাখবো যতক্ষণ না জানতে পারছি এর কারণ কী,' সবচেয়ে বয়স্ক এবং গোমড়া মুখো এলফটা গম্ভীর কণ্ঠে বললো। 'এস' পলিসি। হগওয়ার্টস কোড অব কন্ডাক্ট অ্যান্ড প্র্যাক্টিসেস, সেকশন থার্টি, প্যারাগ্রাফ অনুসারে এলফদের কাজের জায়গায় মানুষদের অনুপ্রবেশ আইন ভাঙা হয়েছে। তাই জানতে চাই, তোমরা দুজন কে?'

জেমস আর র‍্যালফ একে অপরের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকালো। র‍্যালফ বললো, 'আমরা ওর...যাকে বলে বন্ধু। তাই না বল? আমরা ওকে ওপরে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'ও তোমরাই তাহলে তারা ?' এলফটা বললো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। 'ফিগল একটা গল্প বলছিল যে মানুষেরা ওর কাজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ও সুযোগ দিয়েছিল। কি যেন বলছিল ও নাকি এলফ ওয়েলফেয়ার না কি ঘোড়ার ডিম এর কথা বলেছে। ফিগল খুবই হতাশ হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা ঠিক ওর মাথায় ঢোকেনি কিনা। আমাদের সাথে স্কুলের একটা বিশেষ সমঝোতা চুক্তি হয়ে আছে।'

জেমস নম্রভাবে বললো, 'ও আর ওই চেষ্টা করবে না। ও ভালোর জন্যই করতে

BanglaBook.org

চেয়েছিল, কিন্তু ও এসব ব্যাপারে ঠিক সড়গড় হয়নি এখনো বুঝলেন কি না? আমি খুবই দুঃখিত। ও আমাদের ঠিকঠাক বোঝানোর আগেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলো। আর এরকম কখনো হবে না।'

র‍্যালফও দুঃখ পেয়েছে এমন ভাব করে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কথা বলছিল না। এলফদের প্রধান জেমসের দিকে ভর্ৎসনার নজরে তাকালেন। এলফরা কাজের লোক হয়, একটু হতাশাগ্রস্থ হয় সাথে যথেষ্ট নম্র ভদ্র হয় এরকমটাই জেমসের জানা ছিল। কিন্তু এই বিশাল কাজের জায়গায় দেখা যাচ্ছে নিয়মটা সম্পূর্ণ আলাদা। এলফদের সাথে স্কুলের সমঝোতার চুক্তি আছে, এলফ প্রধান সেটাই বললেন। এর থেকে মনে হচ্ছে এরা ভালো মতোই একটা সংগঠন গড়ে তুলেছে। আর সেই এলফ সংগঠনের নিয়মানুসারে এলফদের কাজ কেবলমাত্র এলফরাই করতে পারবে। হয়তো এটাকে ওরা নিজেদের কাজের সুরক্ষার একটা দিক হিসাবে দেখে। জেমস বুঝতে পারছে না হারমাইওনি আন্টি এটাকে উন্নতি না অবনতির চিহ্ন রুপে দেখবেন।

আবার এলফ প্রধান গরগরে কণ্ঠে বললেন, 'বুঝলে কিনা, আমি নিজের সেরা বিচারের একটু বিরুদ্ধে যাচ্ছি। তোমরা তিনজন আমাদের নজরে থাকার তালিকায় রইলে। এলফদের নিয়মকানুনের গণ্ডির মধ্যে আবার ঢোকার চেষ্টা করলে আমি তোমাদের হেডমিস্ট্রেসের কাছে নিয়ে যাবো। ভুলে যেও না আমাদের ভেতর একটা সমঝোতার চুক্তি আছে।'

'সেটা অনেকবার শুনলাম,' জেইন বিড়বিড় করে বললো, চোখ মেরে।

র‍্যালফ বললো, 'আপনি তো আমাদের নামই জানেন না। তাহলে আমাদের নজরে রাখবেন কী করে? আমাদের তো চেনেনেই না।' র‍্যালফকে কনুয়ের এক খোঁচা মারল জেমস এইসব কথা বলতে শুনে।

এলফ প্রধান হাসলেন তার সাথিদের দিকে তাকিয়ে, ওরাও হাসলো একটুখানি। 'আমরা এলফ,' বললো প্রধান। 'যাও ভাগো এবারে এখান থেকে। আশা করবো আর তোমাদের টিকিও এখানে দেখা যাবে না।'

করিডোর থেকে কাচাকুচির ঘরটায় যাওয়ার অংশটা খুব একটা বড় নয়। সাধারণের চেয়ে অর্ধেক মাপের সিঁড়ির ধাপগুলো। সাবধানে উঠে এলো জেমস, র‍্যালফ আর জেইন।

র‍্যালফ জেইনকে বললো, 'তোকে মারবো না আদর করবো বুঝতে পারছি না। আর একটু হলেই তোর জন্য আমরা করসিকা আর গয়েলের হাতে ধরা পড়ে যেতাম।'

জেইন মুচকি হেসে বললো, 'কজন মানুষ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে সে স্লিদারিনের মেয়েদের থাকার জায়গায় ঢুকেছিল? আমি ঢুকেছিলাম, হি হি।'

'কেউ বলতে চাইবে কি?' জেমস বলে উঠলো।

'আমার সাথে এরকম ভাবে কথা বললে আমি মোটেই জানাবো না আমি কী জানতে পেরেছি।'

BanglaBook.org

র‍্যালফ বললো, 'সেটাই ভালো হবে।'

জেইন বললো, 'বোধ হয় না। মেয়েদের শোওয়ার ঘরে প্রত্যেক বিছানার পাশে একটা করে বড় কাঠের ওয়ার্ডরোব আছে। একটা খোলা ছিল। আমি ওটার ভেতর উঁকি মেরে দেখেছি এখন আমি বলতেই পারি আর আমার জানার দরকার নেই টাবিথা কোথায় তার ঝাড়ুটাকে রাখে।'

ছোট ছোট সিঁড়ি পার হয়ে ওরা পৌছালো একটা বড় দরজার কাছে। জেমস ঠেলা মারতেই ওটা খুলে গেল। কাচাকুচি ঘরের গরম আর শব্দ থেকে অবশেষে রেহাই মিললো। 'ঠিক বুঝলাম না কী বলতে চাইছিস?'

'ওগুলো ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ডরোব এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। যদিও ওগুলোর ভেতর দিয়ে কোনো জাদু দুনিয়ায় যাওয়া যায় না। যেটার ভেতরের দিকটাকে বলতে পারিস একই সাথে একটা সাজগোজ করার জায়গা আবার জামা কাপড় নিতে হলে তোকে বেশ কিছুটা হেঁটে যেতে হবে এতটাই বড়। আমার তো মনে হচ্ছিল যেন একটা বুটিকের ভেতর ঢুকে পড়েছি। বেশ কিছু ভালো ড্রেস এর সাথে সাথে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির পোশাকও ছিল ওখানে। সাজগোজের জায়গাটায় কয়েক বোতল ভ্যানিশিং ক্রিমও ছিল। যেগুলো দেখে আমার মোটেই মনে হয়নি যে ভ্যানিশ হওয়ার ব্যাপারটা একটা মেটাফর জাতীয় বিষয়।'

র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'সব মেয়েদের ওই রকম ওয়ার্ডরোব আছে?'

'দেখে তো তাই মনে হলো।'

জেমস ভ্রু কুঁচকে বললো, 'স্লিদারিনের গার্লস কোয়ার্টারে আমদের ঢোকার চান্সটা আপাতত শূন্যই বলা যায়। আর যদি কোনো ভাবে ঢুকতেও পারি, জানতেও পারছি না কোনোটা করসিকার ওয়ার্ডরোব, খোলার প্রশ্ন তো আরো দূরের ভাবনা কি বলিস?'

র‍্যালফ মনে করিয়ে দেওয়ার স্বরে বললো, 'আমি তো বলেই ছিলাম তোকে এই কাজটা একেবারেই অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

জেইন বলে উঠলো, 'ওখানে যে গন্ধ পেয়েছিলাম তাতে মনে হয়েছিল আমার ঠাকুমার আমলের পোশাকগুলো বোধ হয় রাখা আছে।'

জেমস বললো, 'তুই থামবি? ওখানের বাখ্যান শুনতে চাই না। সিরিয়াস ভাবনা দরকার। আমরা এখনো জানি না হল অব এল্ডারস ক্রসিং কোথায় বা জ্যাক্সন আর ডেলাক্রয় কখন সব কিছু একত্রিত করার কথা ভাবছেন। এরকমও ভাবতেই পারি যে আজ রাতেই ওটা করা হবে।'

'তার মানে!' র‍্যালফ বললো, 'তুই কি বলতে চাইছিস ওরা সবগুলো রেলিক বাদ দিয়েই কাজটা করে ফেলতে পারেন?'

জেইন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে, গম্ভীর হওয়ার ভঙ্গি করে বললো, 'হ্যাঁ, যদি ওরা সেই চেষ্টা করেন, আর কোনো কাজ না হয় তাহলে ওরা বাকি রেলিক দুটো লুকিয়ে ফেলবেন। আমরা আর কোনোভাবেই ওগুলো পাবো না।'

BanglaBook.org

র‍্যালফ হাত ওপর দিকে উঠিয়ে বললো, 'এ বাবা? তাহলে তো অন্য পথ দেখতে হবে। মানে বলতে চাইছি যে টাবিথা তো কোনো না কোনো সময় ঝাড়ুটা বের করে ওয়ার্ডরোব থেকে, ঠিক তো? আজকেই তো ওটা নিয়ে ওকে আমরা দেখেছি। আচ্ছা আমরা যদি কুইডিচ ম্যাচ বা অন্য কোনো সময়ে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই তাহলে কেমন হয়?'

জেইন হাসলো। 'এটা আমার পছন্দ হয়েছে। ও যখন মাটি থেকে শখানেক ফুট ওপরে থাকবে তখন করতে পারি।'

'আরো অসম্ভব একটা ভাবনা,' জেমস বললো চরম হতাশার সাথে। 'আমার ড্যাডের সময় থেকে কুইডিচ মাঠে একটা সুরক্ষা মন্ত্র সেট করা হয়েছে যাতে বাইরের কেউ কোনো গণ্ডগোল পাকাতে না পারে খেলা চলাকালীন সময়ে। অনেকবার এমন ঘটনা ঘটেছে যখন ডার্ক উইজার্ডরা মন্ত্রের ব্যবহার করে ওনাকে আহত করতে চেয়েছে বা ঝাড়ু থেকে ফেলে দিতে চেয়েছে। একবার তো এক দল ডিমেন্টর খেলার মাঠেই ঢুকে পড়েছিল। তার পর থেকে বিশেষ বাউন্ডারী সেট করে দেওয়া হয়েছে। কোনো রকম মন্ত্র বাইরে থেকে ঢুকবে না বা ভেতর থেকে বাইরে আসবে না।'

র‍্যালফ চোখ বড় বড় করে জানতে চাইলো, 'ডিমেন্টর কী?'

'ওটা তুই না জানলেই ভালো র‍্যালফ, বিশ্বাস কর।'

'যা-ই হোক আমরা আবার সেই শুরুর জায়গাতেই ফিরে গেছি,' জেইন বললো হতাশ ভাবে। 'আমার মাথায় তো কোনো আইডিয়াই আসছে না।'

র‍্যালফ সহসাই করিডোরে থমকে দাঁড়ালো। জেইন ধাক্কা খেলো ওর সাথে, যেটা র‍্যালফ যেন অনুভব করতেই পারলো না। করিডোরের একটা পেইন্টিং-এর দিকে ও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। জেমস দেখল এটাই সেই ছবিটা যেটার কাছে লন্ড্রি রুমে যাওয়ার আগে ও থেমেছিল। কোনার দিকের সেই পরিচারক যে জেমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যাওয়ার সময়। আর সেটা ছিল পথ জানার প্রয়োজনে। জেমস ইদানীংকালে বিভিন্ন ছবি থেকে মানুষজনের ওর দিকে তাকিয়ে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখানে নাইটদের আনন্দ উৎসবের মাঝে ওই পরিচারক সোজা তাকিয়ে আছে র‍্যালফের দিকে।

র‍্যালফের সাথে ধাক্কা লাগা জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে জেইন বললো, 'দারুণ ব্যাপার। জেমস দ্যাখ তুই কী করেছিস। এখন র‍্যালফও প্রতি পনের নম্বর ছবি দেখলে দাঁড়িয়ে পড়ছে। এটা কিন্তু মোটেই ভালো ব্যাপার নয়, যাই বলিস। তোরা দুজন হলি আমার দেখা সেরা পাগলাটে চিত্রপ্রেমী।'

জেমসও ছবিটার দিকে একটু এগিয়ে গেল, দেখলো পরিচারকটি দাঁড়িয়ে আছে ছায়াময় এক ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে। কাঁধে একটা লম্বা কাপড়। অবয়বটি একটু পিছিয়ে গেল, জেমস বুঝতে পারলো চরিত্রটি ছায়াচ্ছন্ন স্থানটিতেই থাকতে চাইছে। 'র‍্যালফ কী ব্যাপার রে?' জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

'আমি এটা আগে দেখেছি,' র‍্যালফ উত্তর দিলো একটু অন্যমনস্কভাবে।

'আরে মিনিট দশেক আগেই তো আমরা এই পেইন্টিংটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ভুলে গেলি নাকি?'

'না না। সে সময়ে এটা সাধারণ ছিল, কিন্তু তার সাথে এটা মেলাতে পারছি না। ওই লোকটা এখন অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।'

র‍্যালফ হঠাৎই এক পা ভাঁজ করে বসে ব্যাকপ্যাকটাকে নিজের সামনে মেঝেতে রাখলো। দ্রুত ওটার চেইন খুলে ভেতরটা পাগলের মতো হাতড়াতে থাকলো। মনে হচ্ছিল যেটার কথা ও ভাবছে সেটা উড়ে পালিয়ে যাবে। অবশেষে ভেতর থেকে একটা বই বের করে পেছনদিকে তাকালো বিজয়ীর ভঙ্গিতে। জেইন আর জেমস ওর কাছে এগিয়ে গেল। চেষ্টা করলো উঁকি মেরে বইটাকে দেখার। জেমস বইটা চিনতে পারলো। সেই প্রাচীন পোশন মেকিং-এর সেই বইটা যা মাম আর ড্যাড র‍্যালফকে ক্রিসমাসে দিয়েছিল। র‍্যালফের পাতা উল্টানোর সাথে সাথেই জেমস দেখতে পাচ্ছিলো বইটার পাতাগুলোয় লেখা অজস্র নোটস আর আঁকাবুকি গুলো। র‍্যালফ পাতা উল্টানো থামালো। দুহাতে বইটা ধরে তুলে ধরলো সেই উচ্চতায় যাতে পেছনে ওই পরিচারকের পেইন্টিংটা দেখা যায়। জেমস ঢোক গিললো।

জেইন আঙুল তুলে বললো, 'আরে এ তো একেবারে একই রকম!'

নিশ্চিত ভাবেই, পোশন বইটার শেষের দিকের পাতার ডানদিকের মারজিনে একটা পুরোনো পেন্সিল স্কেচ দেখা যাচ্ছে ওই একই পরিচারকের। ভুল হওয়ার কোনো উপায় নেই। হুকের মতো বাঁকানো নাক, মোটাসোটা থুপথুপে ধরনের আকৃতি। বইটার অবয়বটা নড়ে উঠে হলঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে এত দ্রুত চলে গেল যেন মনে হল দৌড়ে গেল। থেমে গেল ওপর দিকের থামগুলোর কাছে গিয়ে। টেবিলে বসে থাকা নাইটরা ব্যাপারটাকে আমল দিলো না। জেমস চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো।

র‍্যালফ জয়ীর ভঙ্গিতে বললো, 'আমি জানতাম আমি এটা আগে দেখেছি। একটু আগে ও অন্য জায়গায় ছিলো যে কারণে গণ্ডগোলটা কী বুঝতে পারছিলাম না। আর এখন দ্যাখ বইতে যেমনটা আঁকা আছে ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এটা বেশ অদ্ভুত।'

জেমস বললো, 'আমি একটু দেখতে পারি?' র‍্যালফ কাঁধ উঁচিয়ে বইটা জেমসের হাতে দিলো। জেমস ওটাকে উলটে নিয়ে প্রথম দিকের পাতা খুললো। প্রথম একশ পাতার মার্জিন বিভিন্ন নোটস আর মন্ত্রে ভর্তি। কিছু কিছু জায়গা মুছে দিয়ে অন্য কালিতে লেখা। যেন মনে হচ্ছে এই বইয়ের লেখক নিজের লেখা সংশোধন করে আবার লিখেছেন। বইটার মাঝখান থেকে নোটসের বদলে বেড়েছে ছবির আধিক্য। খসড়া ধরনের আঁকা হলেও বেশ পাকা হাতের কাজ। জেমস অনেকগুলোই চিনতে পারছে। রাজার রাজসভার পেছন দিকে থাকা মেয়েটার স্কেচ এটা। আর কয়েকটা

BanglaBoi.org

পাতা পরেই দেখতে পেলো পয়জনিং অফ পেরাক্লেস পেইন্টিং-এর টাক মাথা মোটা উইজার্ডটার স্কেচ। একের পর এক ও দেখতে পেল সেই সব চরিত্রগুলোর স্কেচ যারা পেইন্টিং থেকে রোজ ওর আর ওর বন্ধুদের ওপর নজর রাখে, নিরবচ্ছিন্ন কৌতূহল সহকারে।

'সত্যিই অদ্ভুত,' জেমস বললো চাপা গলায়। 'এখানে যাদের স্কেচ করা আছে তারা সবাই হগওয়ার্টস স্কুলের কোনো না কোনো পেইন্টিং-এ আছেন। লক্ষ্য করেছিস?'

র‍্যালফ আবার বইয়ের আঁকাগুলোর দিকে তাকালো, তারপর দেখলো পেইন্টিং এর দিকে। কাঁধ নাচিয়ে বললো, 'অদ্ভুত নিশ্চিত তবে চমকে দেওয়ার মতো কিছু নয়, ভুল কিছু বললাম? মানে বলতে চাইছি যে এই বইটা যার ছিল সে একসময় হয়তো এই স্কুলেরই ছাত্র ছিল, তাই না? আমার মতোই সে ছিল এক স্লিদারিন। আর সেজন্যই তোর ড্যাড আমাকে এই বইটা দিয়েছেন। আর তিনি যেই হোন, আঁকতে ভালোবাসতেন। বিভিন্ন পেইন্টিং থেকে একজন চিত্রপ্রেমী ছবিগুলো এঁকেছেন। এটাই বড় ব্যাপার।'

জেইন ভুরু উঁচিয়ে বই আর আসল পেইন্টিং লোকটাকে, যে এখনো স্তম্ভের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, এর ছবি দুটোকে বারবার দেখছিলো। 'নাহ, এগুলো কেবলমাত্র স্কেচ নয়,' মাথা নেড়ে বললো। 'এগুলো আসল, বা প্রায় কাছাকাছি। যথেষ্টই মুশকিল ফারাক বের করা। কী করে বুঝতে পারছি সেটা আমার কাছে জানতে চাস না। কিন্তু বুঝতে পারছি। যে এগুলো স্কেচ করেছিল সে ছিল একজন দক্ষ নকলনবিশ...অথবা সে-ই ছিল আসল চিত্রশিল্পী।'

র‍্যালফ একটু ভাবলো, তারপর মাথা নাড়লো। না আমি তোর কথা মানতে পারছি না। 'এই সব পেইন্টিংগুলো বিভিন্ন সময়ে আঁকা হয়েছে। কোনোভাবেই সম্ভব না কোনো একজন মানুষের পক্ষে এগুলো করা। তার থেকেও বড় কথা এখানকার অনেক পেইন্টিং অনেক অনেক বছরের পুরোনো। এই বইটার থেকেও বেশি বছর আগের।'

জেমস বললো, 'এখানেই তো আসল ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে।' ফটাস করে বইটা বন্ধ করে মলাটের দিকে নজর দিলো। 'যে এগুলো এঁকেছিল সে সব পেইন্টিংগুলো করেনি। ভেবে দ্যাখ যে চরিত্র গুলোকে এঁকেছে তারা কেউ কোনো পেইন্টিং-এর মুখ্য চরিত্র নয়। প্রত্যেকেই যাদের ছবি এখানে স্কেচ করা হয়েছে তারা পেছনের সারিতে থাকা মানুষ। কেউ একজন এদেরকে ওই সব পেইন্টিংগুলোর মধ্যে জুড়ে দিয়েছে।'

জেইন ঠোঁটের কোনা কামড়ে ধরে ভ্রু উঁচালো। 'কিন্তু কেউ একজন এটা করেছে কেন? এ তো অনেকটা ভালো দেওয়ালে উলটোপালটা লেখা বা আঁকার মতো কাজ। যেটা করতে কেউ মানুষটাকে দেখতে পেল না। বা করা হলো সেটাও কেউ বুঝতে পারলো না। তাহলে এটা করে লাভটা কী হলো?'

BanglaBoi.com

জেমসও ভাবছিলো। জেমস নিজেকেই মনে মনে বাহবা দিয়ে হাতের বইটার দিকে আবার তাকালো। 'আমার মনে হচ্ছে আমি একটু আঁচ করতে পারছি,' বললো, চোখ কুঁচকে কিছু একটা পুনরায় ভাবতে ভাবতে। 'আমরা আজ রাতের মধ্যেই এটা বুঝাতে পেরে যাবো।'

***

'কাম অন র‍্যালফ!' জেমস বিরক্তি মেশানো ফিসফিসানিতে বললো। 'সোজা হয়ে হাঁট! তুই সব গণ্ডগোল করে দিবি। তুই তো আমার পা-টা দেখতে পাচ্ছিস !'

র‍্যালফ গোঙানির মতো করে বললো, 'আমি পারছি না।' যতটা সম্ভব ঝুঁকে থেকে বললো। 'আমি জানি তুই বলবি তোর ড্যাড আর ওর বন্ধুরা এটা প্রায় সময়েই করতেন। কিন্তু ভুলে যাস না ওদের মধ্যে একজন মেয়ে ছিল।'

জেইন বললো, 'হ্যাঁ বুঝতে,পারছি। আর সেই মেয়েটা দিনে সাতবার গোগ্রাসে খেতো না।'

তিনবন্ধু অন্ধকার করিডোর দিয়ে ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটার তলায় ঢুকে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে একবার ওদের হৃদপিণ্ড প্রায় গলার কাছে এসে গিয়েছিল যখন সিঁড়ির কাছে গ্রিফিন্ডরের প্রিফেক্ট স্টিভেন মেটজকার আর ওর ভাই নোয়া একেবারে ওদের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। এছাড়া আর কারোর দেখা মেলেনি। ওরা একচক্ষু উইচের স্ট্যাচুর মোড়টার কাছে এসে যেতেই জেমস ওদের থামতে বললো। তিনজন সরে গেল একটা কোনায়। জেমস খুললো মরওডার্স ম্যাপটা।

র‍্যালফ অভিযোগের মতো করে বললো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা তিনজন একসাথে এটা কেন করছি? আমি তোদের দুজনকে বিশ্বাস করি। তোরা আসল কারণটা তো বলবি বোধ হয় আগামীকাল ব্রেকফাস্টের সময়।'

'র‍্যালফিনেটর, আমরা যখন এটা প্ল্যান করেছিলাম তুই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলি, জেইন ফিসফিস করে বললো। আর এখন তুই দয়া করে ধৈর্য হারাস না।'

'সে সময়টায় দিনের আলো ছিল। আর আমি অত ধৈর্য নিয়ে জন্মাইনি, জানিসই তো।'

জেমস শব্দ করলো, 'শ-শ শ!'

জেইন ম্যাপের ওপর ঝুঁকে বললো, 'কেউ আসছে নাকি?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'না না। ভয়ের কিছু নেই। ফিলচ এখন নিচে ওর কাজের জায়গায়। জানি না লোকটা আদপেই কখনো ঘুমায় কিনা, তবে এখন না ঘুমালেও ক্ষতি কিছু নেই। আপাতত আমাদের কাজের এলাকা ফাঁকা।'

র‍্যালফ সোজা হলো, ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটা এখন মেঝে থেকে এক ফুট ওপরে। 'তাহলে আমরা এই জিনিসটার নিচে ঢুকে আছি কেন?'

BanglaBook.org

জেমস ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'কারণ এটাই নিয়ম।'

'তা ছাড়াও,' জেইন বললো, 'একটা ইনভিজিবিলিটি ক্লোক থেকে কি লাভ যদি সেটা ব্যবহারই না করি?'

'চারপাশে কিন্তু কেউ নেই যে আমাদের দেখতে পাবে, র‍্যালফ জানালো।

জেমস ওদের মোড়টার ডানদিকের কোনার দিকে যাওয়ার জন্য ইশারা করলো। ওরা কিছুক্ষণ পর এসে পৌঁছালো হেডমিস্ট্রেসের অফিসের সামনে যেটার পাহারায় আছে গারগয়েল। জেমস ভালোই বুঝতে পারছে অদৃশ্য পোশাকের তলার দিকে ওদের পায়ের দিকে ওটা তাকিয়ে আছে। ওর মনে একটাই আশা যে এই অফিস ঘরে ঢোকার পাসওয়ার্ডটা একই আছে, যেটা ও শুনেছিল নেভিলের সাথে এসে, মাস কয়েক আগে।

গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে আস্তে করে বললো, 'ইয়ে, গ্যাল্লিওয়াটার?'

নতুন গারগয়েলটা সামান্য মাথা ঘোরালো। যাকে বদলানো হয়েছে আগেরটা ব্যাটল অফ হগওয়ার্টসে ভেঙে যাওয়ার পর। শব্দটা শুনে মনে হলো কোনো এক কবরখানার গেট খুললো। 'এই কি সেই যে অরণ্যের সবুজ মাঠ আর নীল আকাশ এবং লাল ছকের সাথে আছে?' প্রশ্নটা ভেসে এলো মাপা উচ্চারণে। 'আমি তো মনে করতে পারছি না।'

জেমস অবাক হয়ে র‍্যালফ আর জেইনকে বললো ফিসফিসিয়ে। 'অরণ্যের সবুজ মাঠ? আমি তো জানিই না সেটা কী বস্তু! যেটা আমি বললাম সেটাই তো নেভিল বলেছিল ভেতরে ঢোকার আগে!'

জেইন জানতে চাইলো, 'উনি কী উত্তর দিয়েছিলেন?'

'ওকে কোনো প্রশ্নই করা হয়নি!'

র‍্যালফ বললো, 'আমার মনে হচ্ছে এটা একটা টারটান পদ্ধতি। আমার গ্র্যান্ডমাম এসব নিয়ে খুব সময় কাটান। শুধু বলে দে, হ্যাঁ।'

'তুই সিওর তো?'

'মোটেই আমি নিশ্চিত নই। তাহলে না বলে দে! আমি কি উত্তর জানি নাকি?'

জেমস গারগয়েলটার দিকে ফিরলো, যে এখনো একভাবে জেমসের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ইয়ে, হ্যাঁ, একদম

গারগয়েলটা চোখ মেরে বললো, 'অনুমান সঠিক হয়েছে।' ওটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে গেল। খুলে গেল প্যাঁচানো সিঁড়ির প্রবেশপথ। তিনবন্ধু জড়াজড়ি করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো প্রথম ধাপটার ওপর। তিনজন দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সিঁড়িটা উঠতে শুরু করলো আস্তে আস্তে, ওপরের দিকে ওদেরকে নিয়ে। হেডমিস্ট্রেসের অফিসের সামনের হল ঘর ওদের পেছনে দিকে নিচে চলে গেল। আর ওরা কাঁপতে থাকলো অদৃশ্য পোশাকের তলায়। হাসতে থাকলো একে অপরকে চেপে ধরলো।

BanglaBook.org

‘এবার বুঝতে পেরেছি,’ র‍্যালফ বললো বিরক্তির সাথে। হাঁচড়পাচড় করে বেড়ানোর চেষ্টা করলো ক্লোকটার তলা থেকে। জেমস আর জেইন মাথার ওপর থেকে ক্লোকটা সরালো এবং চারদিকে তাকালো সন্ত্রস্ত চোখে। বোঝার চেষ্টা করলো র‍্যালফের হাসর কারণ। সোড্রিক ডিগারির ভূত ওদের সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে দুষ্টুমির হাসি।

র‍্যালফ একদমে বললো, ‘এভাবে কাতুকুতু দেওয়াটা একদম ঠিক না।’

সরি সেড্রিক বললেন চাপা স্বরে। *আমায় বলা হয়ে ছিল এখানে উপস্থিত থাকার জন্য।*

জেমস জানতে চাইলো, ‘কে বলেছিল আপনাকে এখানে আসার জন্য?’ কোনোক্রমে নিজের উত্তেজনা প্রশমন করে। এখনো ওর ঘাড়ের কাছের রোমগুলো খাড়া হয়ে আছে নিশ্চিতভাবে উত্তেজনার চাপে। ‘কেউ জানবেটা কিভাবে যে আমরা আজ রাতে এখানে আসবো?’

সেড্রিক হাসলো এবং এগিয়ে গেল সামনের ভারি বন্ধ দরজাটার দিকে। *তোমরা কিভাবে এটা পেরিয়ে ওপাশে যাবে?*

জেমস নিজের মুখমণ্ডলে একটা তাপের অনুভূতি পেলো হতাশাসূচক। ‘আমি এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম,’ স্বীকার করলো। ‘ওটা কি তালা লাগানো?’

সেড্রিক মাথা ঝোঁকালো। *তবে ওটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এর জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। আমার অনুমান...* ভূতটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে এবং ঢুকে গেল দরজা ভেদ করে। একটু বাদেই তিন বন্ধু শুনতে পেল তালা খোলার শব্দ। খুলে গেল দরজা। হাসি মুখে সেড্রিক ওদের ভেতরে আসার জন্য ইশারা করলো। জেমস ঢুকল সবার আগে। তারপর জেইন এবং শেষে র‍্যালফ বিরাট ডেস্কটায় ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এলো। ঘরে আবছা লালচে আলো ছড়িয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের কারণে। জেমস নিজের জাদুদণ্ডের আলোটা জ্বালিয়ে উঁচু করে ধরলো।

‘ওই জিনিসটা আমার চোখের সমানে থেকে সরাও, পটার,’ একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো। ‘তোমার জন্য বাকিদের ঘুম ভেঙে যাবে। কারণ এখন যেটা হবে সেটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত কিছু কথাবার্তা।’

জেমস জাদুদণ্ডটা নিচু করলো এবং অন্যান্য পোর্ট্রেটগুলোর দিকে তাকালো। সকলেই ঘুমাচ্ছেন বিভিন্ন রকম ভঙ্গিমায়, সাথেই শোনা যাচ্ছে নাক ডাকার শব্দ। ‘হুঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন,’ জেমস সম্মতির স্বরে বললো। ‘সরি।’

‘তাহলে তুমি সত্যিকে আঁচ করেই ফেলেছো, দেখতেই পাচ্ছি,’ সেভেরাস স্নেইপ বললেন নিজের পোর্ট্রেট থেকে, কালো চোখের দৃষ্টি জেমসের ওপর নিবদ্ধ করে। ‘এবার বলো আমাকে তুমি কি জানো আর কী বিশ্বাস করো।’

জেমস স্বীকার করলো, ‘খুব বেশি কিছু আঁচ করতে পারিনি বা করতে হয়নি।’ র‍্যালফের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘ও-ই সব অনুমান করেছে। ও-ই আপাতত বইটার

BanglaBook.org

মালিক।'

স্নেইপ চোখ টিপলেন। 'ওই গোলমেলে বইটা সবসময়েই গণ্ডগোলই বেশি পাকিয়েছে ভালো করার থেকে। যখন সুযোগ পেয়েছিলাম তখনই আমার ওটা নষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল। যাকগে বলে যাও।'

জেমস একটা গভীর শ্বাস নিলো। 'পেইন্টিংগুলো থেকে কোনো না কোনো চরিত্রের রোজ আমার দিকে লক্ষ্য রাখা দেখেই আমি আঁচ করেছিলাম কিছু একটা হচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা আমার সবাইকেই মোটামুটি একই টাইপের দেখতে লাগছিল, যদিও সকলেই আলাদা। আমি জানি না আমি এগুলোর সূত্র এক করতে পারতাম কিনা, যদি র‍্যালফ আমাকে বইয়ের আঁকাগুলো না দেখাতো। আমি জানি ওই বইটা ছিল কোনো এক স্লিদারিনের, যাকে আমার ড্যাড অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যে কারণে আমার আপনার কথা মাথায় এলো, আর দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল। আপনি সব পেইন্টিং-এ ওই চরিত্রগুলোকে এঁকেছেন। সবগুলোই আসলে আপনার নিজের ছবি কিন্তু ছদ্মবেশে। এভাবেই আপনি আমাদের ওপর নজর রাখছিলেন। যেহেতু আপনি আসল আর্টিস্ট, চিরন্তন নিয়ম অনুসারে আর কারো ক্ষমতা নেই ওগুলোকে নষ্ট করার। আর এটাই আপনার পদ্ধতি যার দ্বারা মৃত্যুর পরেও আপনি সব কিছুর ওপর নজর রাখার ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন।'

স্নেইপ কঠোর চোখে জেমসকে দেখে যাচ্ছিলেন। অবশেষে একটু মাথা ঝোঁকালেন। 'একদম ঠিক বলেছো পটার। খুব অল্পজন জানে এটা। কিন্তু আমি জানি এই কাজটা করার বিশেষ কিছু স্বাভাবিক নিয়ম। রঙের সাথে কিছু পোশন মিশিয়ে ছবি আঁকাটা তো সাধারণ একটা ব্যাপার। এটা করতে গিয়ে আমাকে নিজেকে নিয়ে যেতে হয়েছে দক্ষতার চরমে। তবে এটাও ঠিক যে অন্য সব কলাশিল্পের মতোই পেইন্টিং-এ দক্ষতা লাভ করতে হলে প্রচুর অভ্যাস আর স্টাডি করতে হয়। আমি তোমার সাথে একমত, আমার এক ভুলের জন্যই তুমি এই যোগসূত্রটা ধরতে পেরেছো। আর সেই মারাত্মক ভুলটা হলো ওই বইটাকে আজও এই জগতে থাকতে দেওয়া। আমি হয়তো একজন জিনিয়াস, কিন্তু গর্ব হলো সেই জিনিস যা আমার থেকে বড় বড় জিনিয়াসদের পতনের কারণ হয়েছে। তবে যাই হোক এটা বলতেই পারি এই প্রচেষ্টাটা দারুণ ভাবে সফল হয়েছে। এর সাহায্যে আমি তোমাকে এবং এই স্কুলের সমস্ত গতিবিধি অতি সহজেই নিজের নখদর্পণে রাখতে পেরেছি। এবার বলো, কেন তুমি এই রকম সময়ে আমার কাছে এসেছো? নিজের ভাগ্যকে যাচাই করে দেখার জন্য?'

'না,' জেমস বললো জোরের সাথে, তারপর চুপ করে থাকলো। ও সেটা বলতে চাইছে না যেটা বলার জন্য ও এখানে এসেছে। ভয় পাচ্ছে স্নেইপ হয়তো হাসবেন বা তার থেকেও খারাপ ব্যাপার ওদের প্রস্তাবকে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেবেন। 'আমরা এসেছি...আমরা এসেছি আপনার কাছে সাহায্যের আশায়।'

স্নেইপের মুখের ভাব একটুও বদলালো না। অতি মনোযোগ সহকারে উনি জেমসের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। 'তুমি আমার কাছে এসেছো সাহায্য পাওয়ার জন্য,' উনি এমন টোনে কথাটা বললেন তাতে বোঝা গেল উনি নিশ্চিত হতে চাইছে ঠিক শুনলেন কিনা এ বিষয়ে। জেমস মাথা ঝোঁকালো। স্নেপ চোখ কুঁচকে বললেন, 'জেমস পটার, আমি এটা আশাই করিনি। কিন্তু আমি খুশি হয়েছি। তোমার বাবার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল যারা ওর থেকে বেশি জানে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে। ও সব সময় ওদের সাহায্য নিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। তোমার মধ্যে এই ব্যাপারটা না থাকাই ভালো। যদি কয়েক সপ্তাহ আগে এটা অনুভব করতে পারতে তাহলে হয়তো কেবল মাত্র ভাগ্যের সহায়তা পাওয়ার আশা নিয়ে তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে হতো না।'

জেমস আবার মাথা ঝুঁকিয়ে কথাটা মেনে নেওয়ার ভঙ্গি করলো। 'হ্যাঁ, আর সেটার জন্য ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পেরেছি ওটা আপনিই ছিলেন যিনি সেড্রিককে পাঠিয়েছিলেন আমাকে সাহায্যের জন্য। যেদিন আমি জ্যাক্সনের ব্রিফকেসটা খুলেছিলাম।'

'বোকার হদ্দ এবং তস্য বোকা তুমি পটার। তোমার আরো ভালোভাবে সব জানা দরকার ছিল। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি আমি সত্যি অবাক হবো যদি বলো যে তুমি সব কিছু জানতে। ওই পোশাকটা সাংঘাতিক রকমের বিপজ্জনক বস্তু আর তুমি গাধার মতো সেটাকে যেমন তেমন করে রেখে দিয়েছো। আমার বিবেচনা মতে বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটাকে তোমার বাবার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।'

জেমস ভর্ৎসণা সূচক কথাগুলো গায়ে না মেখে উত্তেজনার সাথে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বলুন মারলিন ষড়যন্ত্র বিষয়ে আপনি কী জানেন?'

'আমি তোমার চেয়ে সামান্য বেশি জানি, দুর্ভাগ্যবশত। সেটাও জানতে পেরেছি ওই লিজেন্ড বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে। জানি সেই সব প্রচেষ্টাগুলোর কথা যেখানে একের পর ব্যর্থতার জন্ম হয়েছে মারলিনাস অ্যাম্রশিয়াসকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে। আমি নিশ্চিত পড়াশোনা করে যা জেনেছি তা অনেক বেশি কাজে লাগবে তোমার ওই হঠকারী ভাবে মারলিনের জাদুছড়ি হাতানোর ভাবনার চেয়ে।'

জেইন একধাপ এগিয়ে এসে বললো, 'হঠকারী বলছেন কেন?'

'আহহা এই যে বিদুষক মহাশয় এবার কথা বললেন,' স্নেইপ নাক সিটকানোর ভঙ্গিতে বললেন। 'কারণ,মি. ওয়াকার আমি তাই-ই মনে করি।'

জেমস জেইনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রশ্নটা একদম ঠিক করেছিস। জাদুছড়িটা সম্ভবত আরো বেশি বিপদজনক পোশাকটার তুলনায়। আর সেটাকে আমরা কখনোই সেই সমস্ত মানুষের হাতে ছেড়ে রেখে দিতে পারি না যারা মনে করে ভোল্ডেমর্ট একজন ভালো এবং বন্ধুত্বকামী মানুষ ছিলেন।'

স্নেইপ তরল সুরে জানতে চাইলেন, 'আর সেই মানুষগুলো কারা সেটা একবার

BanglaBook.org

শুনি পটার?'

'ওদের মধ্যে একজন টাবিথা করসিকা।'

স্নেইপ আবার জেমসকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'টিপিক্যাল গ্রিফিন্ডর মানসিকতা।

'টিপিক্যাল মানসিকতা!' জেমস ঝাঁজিয়ে উঠলো। 'কোনো হাউজ মনে করে যে সমস্ত মাগল-জাত উইজার্ডরা শুদ্ধ রক্তের উইজার্ডদের তুলনায় নিম্নমানের? "মাডব্লাড" কোনো হাউজের সৃষ্টি করা শব্দ?'

স্নেইপ ক্রোধের সাথে বলে উঠলেন, 'ওই শব্দটা আমার সামনে খবরদার আর কখনো উচ্চারণ করবে না। তুমি হয়তো ভাবছো তুমি সেই সবই বলছো যা তুমি জানো। কিন্তু আমি তোমার অজ্ঞানতা বিষয়ে সচেতন করে দেওয়ার জন্য বলছি তুমি যা জানো তা-ই সব নয়। তোমার জানাটা একপেশে। যে কোনো এক জনের বিষয়ে কেবল মাত্র হাউজের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়াটা তোমার বাবার আর একটা বড় ধরনের ভুল। আমি আশা রাখছি তুমি এই বিষয়টাকেও জয় করবে তোমার বুদ্ধিমতো নিজের বন্ধু খুঁজে নিয়ে।' স্নেইপের কালো চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো র‍্যালফের ওপর, যে চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছে।

'তার মানে র‍্যালফ একেবারে আলাদা রকম, তাই তো?' জেমস ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করলো।

স্নেইপ দ্রুত উত্তর দিলেন, চোখ র‍্যালফের ওপর থেকে না সরিয়েই। 'তাই নাকি? আলাদা কিসের ভিত্তিতে, মি. পটার? তুমি মি. ডিডলের পরিবার বিষয়ে কী জানো? বা আরো ভালো করে বললে মি. ডিডল সম্বন্ধে কতটা জানো?'

'আমি সেটাই জানি যা গাছের আত্মা আমাদের বলেছে,' জেমস যথেষ্টই রাগ মেশানো স্বরে বললো। 'আমি জানি কোনো একজন এই স্কুল চত্বরেই আছে যার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে ভোল্ডেমর্টের রক্তধারা। ওই শয়তানের রক্ত এখন অন্য কারো হৃদপিণ্ড মাধ্যমে চালিত হচ্ছে নতুন শরীরে। ভোল্ডেমর্টের উত্তরাধিকারী বেঁচে আছে এবং হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে আমাদের মধ্যে।'

'আর তুমি এতটা নিশ্চিত হচ্ছো কী করে,' স্নেইপ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'যে সেইজন একজন স্লিদারিন বা একজন পুরুষ?'

জেমস উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলেও বন্ধ করে দিলো। বুঝতে পারলো ড্রায়াড বিস্তারিতভাবে কিছুই বলেনি। 'ইয়ে, মানে, এটা তেই...একটা যুক্তি আছে তাই।'

স্নেইপ মাথা নেড়ে, তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব মুখে ফিরিয়ে এনে বললেন, 'তাই বুঝি? তাহলে বলতেই হয় তুমি আজ অবধি কোনো পড়াশোনাই করনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বোঝা গেল উনি যথেষ্টই হতাশ। 'তুমি কী জিজ্ঞেস করতে এসেছো পটার? আমি বুঝতে পারছি আমি কী বলবো তার চেয়ে তুমি যেটা ভেবে রেখেছো সেটাকেই সারসত্য ধরে নিচ্ছ। তাই আগে তোমার ব্যাপারটাই

BanglaBook.org

মেটানো যাক ।'

প্রাক্তন হেডমাস্টারের পোর্ট্রেটের সামনে এই মুহূর্তে জেমসের নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিলো। জেইন আর র‍্যালফ বেশ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আর জেমস ভালোমতোই জানে এটা একেবারে ওর নিজের প্রশ্ন যা ও করতে এসেছে। এটা ওদের তুলনায় অনেক বেশি করে ওর নিজের লড়াই। মারালনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওর যুদ্ধ। তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এ লড়াই ওর নিজের সাথে নিজের এবং ওর বাবার ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আসার।

চোখ তুলে তাকালো স্নেইপের কালো মনি সমৃদ্ধ চোখ দুটোর দিকে। 'যদি আমরা মারলিনের জাদু ছড়ি হাতাতে পারি তবে আমাদের যেতে হবে হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এ। ওদের থামাতে ওখানে যাওয়া দরকার। তা না হলে ওরা চিরকালের মতো সিংহাসন এবং জাদুছড়ি লুকিয়ে রেখে দেবে।'

জেমস পেছন দিকে জেইন আর র‍্যালফের নড়াচড়ার আওয়াজ পেলো। ঘুরে ওদের দিকে তাকালো। 'আমি তোদের দুজনকে আমার সাথে যাওয়ার জন্য ডাকছি না! কিন্তু আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত! আমাকে ওখানে যেতেই হবে ওদের থামানোর জন্য।'

স্নেইপ আবার একটা বড়মাপের দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'পটার, তুমি সত্যিই একটা বোকাহাঁদা এবং সেই চিরকালীন আত্মগর্বী, ঠিক তোমার বাবার মতোই। পোশাকটা ফিরিয়ে দাও। দিয়ে দাও তোমার বাবাকে অথবা হেডমিস্ট্রেসকে। তারা ভালো করেই জানেন কী করতে হবে নাহবে। আমি ওদের যা বলার বলে দেব। তুমি মোটেই একা একা এই কাজটা করতে পারবে না। আমি একবার তোমার আচরণে খুশি হয়েছি। আর একবার সেই কাজ করে আমাকে আর খুশি হওয়ার এবং সাধুবাদ পাওয়ার চেষ্টা করো।'

'না,' জেমস বললো দৃঢ় ভাবে। 'আমি যদি ওদের বলি, জ্যাক্সন এবং ডেলাক্রয়, সাথে আর যারা আছে সব পালিয়ে যাবে। আপনি চাইছেন এটাই আমি করি। তাহলে তো দুটো রেলিক চিরতরে হারিয়ে যাবে।'

'তিনটে রেলিক একত্র না হলে, ওটা কোনো কাজই করবে না।'

'কাজ না করুক ধ্বংসও তো হচ্ছে না,' জেমস বোঝাতে চাইলো। 'ওগুলো যেমন শক্তিশালী তেমনই রয়ে যাবে। আমরা চাই না যারা ভোল্ডেমর্টের চিন্তাধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারা ওগুলো ব্যবহার করুক। চাই না ওগুলো ভোল্ডেমর্টের উত্তরাধিকারীর হাতে চলে যাক।'

স্নেইপ খেঁকিয়ে বললেন, 'যদি সেরকম কেউ থাকে তবেই তো।'

জেমস উত্তরে বললো, 'থাক বা না থাক, রিস্কটা নেওয়া যাবে না। হল অব এল্ডারস ক্রসিং কোথায়?'

স্নেইপ পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'পটার তুমি জানোই না তুমি কী জানতে চাইছো?'

BanglaBook.org

জেইন আবার সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'জেমস, ওটা আমরাই যে ভাবে হোক ঠিক খুঁজে বের করে নেবো। একটা আদ্যিকালের পেইন্টিং-এর কাছ থেকে ওটা জানার চেষ্টা করার দরকার নেই। আজ অবধি তো সব কাজ আমরা একা একাই করেছি। এটাও ঠিক বের করে ফেলবো।'

স্নেইপ গর্জন করে বলকলেন, 'তোমরা নিজেদের ভাগ্য আর আমার কিছু কিছু নাক গলানোর কারণে এখনো পর্যন্ত টিকে আছো। নিজের অবস্থানটা ভুলে যেও না ছোকরা।'

'একদম ঠিক,' র‍্যালফ বললো। জেমস আর জেইন অবাক হয়ে তাকালো ওকে কথা বলতে শুনে। র‍্যালফ ঢোঁক গিলে আবার বলা শুরু করলো, 'আমরা এখনো অবধি যথেষ্ট ভালো কাজই করেছি। আমি ঠিকঠাক জানি না আপনি ঠিক কে, মি. স্নেইপ। সাথে সাথেই আপনি জেমসের জন্য যা করেছেন ও ওই জাদুপোশাকটা পরার পর সেজন্য কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি। কিন্তু আমার মনে হয় জেমস যা বলছে সেটাই ঠিক। আমাদের উচিত ওদের থামানোর চেষ্টা করা এবং বাকি রেলিকগুলো নিজেদের দখলে আনা। আপনি একজন স্লিদারিন, আর আপনি নিজেই বললেন স্লিদারিনদের বিষয়ে যা যা বলা হয় সব সঠিক নয়। সেই কথা সুত্রেই বলি, স্লিদারিনদের সম্বন্ধে আর একটা বলা হয়ে থাকে যে আমরা কেবল মাত্র নিজেদের কথাই ভাবি। আমি চাই না সেটা সত্যি বলে প্রমানিত হোক। আমি আছি জেমস আর জেইনের সাথে, তা সফল হই বা না হই। ওতে কিছু যায় আসবে না।'

স্নেইপ চোখের পলক না ফেলে গম্ভীর মুখে র‍্যালফের ঝটিকা বক্তব্য শুনলেন। শেষ হওয়ার পর এক এক করে দেখলেন তিন বন্ধুকে। তারপর আবার একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তোমরা প্রত্যেকেই এক একটা নিরেট মাথার অধিকারী। যা করতে চলেছো সেটা যুক্তিহীন এবং ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার জগতে বিচরণের সামিল।'

জেমস আবার জিজ্ঞেস করলো, 'হল অব এল্ডারস ক্রসিংটা কোথায়?'

স্নেইপ বেশ খানিকক্ষন মাথা নাড়লেন পুনরায় প্রশ্নটা শুনে। 'পটার আমি একবার বলেছি কিন্তু তুমি জানোই না তুমি কী জানতে চাইছো।'

জেইন বললো, 'কী জানে না?'

'হল অব এল্ডারস ক্রসিং কোনো জায়গা নয়, মি. ওয়াকার। আর এটা সবার আগে বোঝা দরকার তোমাদের। গত কয়েকমাস ধরে যদি আর একটু মনোযোগ দিতে তাহলেই এটা বুঝতে পারতে। হল অব এল্ডারস ক্রসিং একটা বিশেষ ঘটনা বা ইভেন্ট বলতে পারো। মি. ওয়াকার একটু ভেবে দ্যাখো। এল্ডারস ক্রসিং।'

জেইনের চোখ চকচক করে উঠলো। 'এল্ডারস,' চিন্তা মগ্ন ভাবে বললো। 'আরে তাই তো। মধ্যযুগের অ্যাস্ট্রনমাররা অ্যাস্ট্রলজিক্যাল চিহ্নগুলোকে এই নামেই ডাকতো। মানে গ্রহাদি। ওরা ওদের বলতো "দ্য এল্ডারস ওয়ান"।'

এবারে জেমস ব্যাপারটা অনুধাবন করে বিস্ফোরিত চোখে বলে উঠলো, 'তার মানে হল অফ দ্য এল্ডারস ক্রসিং...গ্রহদের একত্র সমাবেশ! হল অব এল্ডারস ক্রসিং

হলো সেই সময় যখন গ্রহগুলো একে অপরের পথ আড়াআড়ি ভাবে ক্রস করে। অর্থাৎ যখন...নির্মাণ হয় একটা সমন্বয়!'

র‍্যালফও সম্মতির স্বরে বলে উঠলো, 'গ্রহদের একত্র সমাবেশ। যার একটাই মানে এটা কোনো স্থান নয়, বরং একটা সময়।'

স্নেইপ তার চিরন্তন তাকানোর ভঙ্গিতে দেখলেন তিন বন্ধুকে। 'দুটোই। সেই সময় যখন গ্রহদের একত্র সমাবেশ হবে এবং সেই স্থান যেখানে মারলিনাস অ্যাম্ব্রেসিয়াসের তিনটি রেলিক একত্র হবে। আর সেটাই হবে প্রকৃত সেই জায়গা এবং সময়, যেখানে মারলিনের প্রত্যাবর্তন ঘটবে। এটাই ওনার চাহিদা। আর আমি যদি খুব একটা ভুল না করি, তোমরা যদি ওই যুক্তিহীন পরিকল্পনার পথেই হাঁটতে চাও তাহলে আর একটা গোটা সপ্তাহও তোমাদের হাতে নেই।'

জেইন আঙ্গুলে তুড়ি মেরে বললো, 'এই জন্যই ভুডু কুইন আমাদের সবাইকে নির্দিষ্ট সময়টাকে বের করার কাজটা বারবার করাচ্ছিলেন! উনি এটাও বলেছেন যে ওটা হবে এমন একটা রাত যা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না, আর সেটা মোটেও মিথ্যে বলেননি তাহলে! অর্থাৎ ওই সময়টাতেই ওরা রেলিকগুলো একত্র করবেন।

জেমস ফিসফিস করে বললো, 'লুক্কায়িত দ্বীপ। ওরা কাজটা ওখানেই করবেন। সিংহাসনটা তো ওখানেই রাখা আছে।' বাকি দুই বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দিলো। জেমস একই সাথে আতঙ্ক এবং উত্তেজনায় ফুটতে থাকলো। সেভেরাস স্নেইপের পোর্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে বললো, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আমার উপদেশটা মেনে নাও। যদি তুমি ওই পরিকল্পনা অনুসারে চলতে চাও, আমি কোনো ভাবেই তোমাদের সাহায্য করতে পারবো না। কেউই পারবে না। দয়া করে জোরজবরদস্তি বোকামোর পথ বেছে নিও না।'

জেমস পেছন ঘুরলো, জাদুদণ্ডের আলোটা নিভিয়ে ঢুকিয়ে নিলো পকেটে। 'জেইন, র‍্যালফ। চল এবার ফেরা যাক।'

স্নেইপ দেখলেন জেমস মরওডার্স ম্যাপটা দেখছে। এই ম্যাপটার সাথে স্নেইপের আগে থেকেই পরিচয় আছে। একবার এই ম্যাপটার জন্য তাকে অপমানিত হতেও হয়েছিল। ফিলচ এখনো নিজের অফিসেই আছে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তিন বন্ধু পুনরায় ঢুকে পড়লো অদৃশ্য হওয়ার পোশাকের তলায় এবং বেরিয়ে গেল হেডমিস্ট্রেসের অফিস থেকে। চললো হলের পথে। স্নেইপের মনে ছিলো ফিলচকে জাগিয়ে দেয়, যে এখন হাফ বোতল ফায়ার হুইস্কি খেয়ে নিজের ডেস্কে বসে বসে ঘুমাচ্ছে। স্নেপের একটা সেলফ পোর্ট্রেট ফিলচের অফিসে হরিণের শিকারের দৃশ্যের ভেতর আঁকা আছে। চাইলেই স্নেইপ ওই পেইন্টিং-এ উপস্থিত হয়ে ফিলচকে জাগিয়ে জানিয়ে দিতে পারেন তিন বন্ধুর রাত্রিকালীন এই অভিযানের কথা। কিন্তু না উনি সেটা করলেন না। পছন্দ হোক বা না হোক, এই ধরনের খুচরো বিষয়গুলো ওকে আর মজা দেয় না। সেড্রিক ডিগরির ভূত, যাকে সবার আগে স্নেইপ চিনতে

BanglaBook.org

পেরেছিলেন, জেমসরা চলে যাওয়ার পর দরজা ঠেলে দিয়ে তালা লাগিয়ে দিলো।

'থ্যাঙ্ক ইউ মি. ডিগরি,' স্নেইপ নিচু স্বরে বললেন, অন্যান্য ঘুমন্ত মানুষদের নাকডাকার শব্দের মধ্যেই। 'ইচ্ছে হলে ওদের ডরমেটরিতে ফিরে যাওয়ার পথটায় ওদের সাথে যেতে পারো। না-ও যেতে পারো। আমি আর ভাবতে চাই না।'

সোড্রিক মাথা ঝুঁকিয়ে স্নেপকে সম্মান জানালেন। স্নেইপ জানে এই ভুতটা ওর সাথে কথা বলতে পছন্দ করে না। একটা ভূত একটা ছবির সাথে কথা বলছে এটা বোধ হয় ছোকরার পছন্দ নয়। যদিও ওরা দুজনেই কেউ মানুষ নয়। তালা লাগানো দরজা ভেদ করে সেড্রিক বেরিয়ে গেল।

স্নেইপের কাছের একটা পেইন্টিং-এ নাকডাকা থামলো।

একজন চিন্তাগ্রস্থ বয়স্ক মানুষের গলা শোনা গেল, 'এই ছেলেটা পুরোপুরি ঠিক ওর বাবার মতো নয়, কি বলো?'

স্নেইপ নিজের পোর্ট্রেটের অবস্থানে ফিরলেন। 'একটা দিক থেকেই ও ওর বাবার মতো। ও একজন পটার।'

একটু দুষ্টুমির ভঙ্গিতে অন্যকণ্ঠটি বললো, 'এবার কে অতি সাধারন মানের একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শুনি?'

'এটা মোটেই সাধারণ মানের সিদ্ধান্ত নয়। আমি ওকে প্রথম থেকে লক্ষ্য করে আসছি। অতি উদ্ধত এবং বোকা একটা ছেলে। ঠিক যেমনটা ছিল ওই নামের পদবীধারীরা। মোটেই এই ভান করবেন না যে আপনি সেটা বুঝতে পারছেন না।'

'আমি কিন্তু দেখলাম ও তোমার সাহায্য নিতে এসেছিল।'

স্নেইপ কিছুটা রাগতভাবেই সম্মতি জানালো। 'এখন এটাই আশা করা যেতে পারে কেবলমাত্র এই ভাবনাটা একটা সঠিক অভ্যাসে যেন পরিণত হয়। সাহায্য নিতে এসেছিল কারণ ওর সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। আর এটা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ও কিন্তু আমার একটাও উপদেশ কানে নিলো না।'

বয়স্ক কণ্ঠটি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি কি ব্যাপারটা মিনার্ভাকে বলবে?'

'সম্ভবত ' স্নেইপ বললেন একটু ভাবতে ভাবতে, 'সম্ভবত না। আপাতত আমি সেটাই করবো যা আমি করে এসেছি। আমি লক্ষ্য রেখে যাবো।'

'তার মানে তুমি আশা করো যে ওরা তিন বন্ধু সফল হলেও হতে পারে?'

স্নেইপ কোনো উত্তর দিলেন না। মিনিট খানেক পর বয়স্ক কণ্ঠ আবার শোনা গেল। 'ওকে ব্যবহার করা হচ্ছে, আর সেটা ও জানে না।'

স্নেইপ মাথা ঝাঁকালেন। 'আমার মনে হয় না ওকে সেটা বলে কিছু লাভ হবে।'

'সম্ভবত তুমি ঠিকই বলছো সেভেরাস। এসব ব্যাপারে অনুমান করার তোমার সহজাত একটা ক্ষমতা আছে।'

স্নেইপ দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'মাস্টার অ্যালবাস, আমি কখন কথা বলতে হয় না এটা ভালো করে শিখেছি।'

'অবশ্যই তুমি শিখেছো সেভেরাস। অবশ্যই শিখেছো।'

BanglaBook.org

পঞ্চদশ অধ্যায়
মাগল স্পাই

মারটিন জে প্রেস্কট হলেন একজন রিপোর্টার উনি সব সময়ে সেই শব্দগুলোর কথা ভাবেন যার কিছু গুরুত্ব আছে। মারটিনের কাছে রিপোর্টার ব্যাপারটা একটা কাজের চেয়েও বেশি কিছু। ওটা তার পরিচয়। কেবল মাত্র একটা প্রতিবেদনদাতার নাম বা একটা ছবি হয়ে থাকাটা তার অপছন্দের ব্যাপার। চব্বিশ গুনিতে সাত দৌড়াতে থাকা জগতে এরকম মানুষদের প্রযোজকরা বলে থাকেন "একজন পারসোনালিটি"। উনি খবরকে শব্দে পরিণত করতে পারেন। সেটাকে বাঁধুনি দিতে পারেন। রঙ মাখাতে পারেন। না, কোনো নেতিবাচক অর্থে নয় বা নিজের বিশ্বাসের রঙও লাগাতে ভালোবাসেন না। উনি কেবলমাত্র সেই কাজটাই করতে চান যাতে একটা খবর

BanglaBook.org

সত্যিকারের খবরে পরিণত হয়। বা অন্য ভাবে বললে উনি সেটাই করতে পারেন যেটা মানুষ পড়তে বা দেখতে চায়। আর একটা ব্যাপার আছে আর সেটা মারটিন জে প্রেস্কট এর দেখনদারি। জিন্সের প্যান্টের সাথে সব সময় সাদা জামা পরেন। জামার হাতা সামান্য গোটানো থাকে। যদি কখনো টাই পড়েন তাতেও ছাপ থাকে তার কাজের। যা দেখে বোঝা যায় উনি আসলে বলতে চাইছেন–হ্যাঁ আমি কঠোর পরিশ্রম করি, কিন্তু সাথে আমি আমার পাঠক দর্শকদের সম্মান জানিয়ে থাকি নির্দিষ্ট প্রফেশ্যনালিজমের মাত্রায়। মারটিন রোগা প্রকৃতির, মুখচোখে তারুণ্যের ভাব। আকর্ষণীয় চেহারা আর সাথে একমাথা সুন্দর কালো চুল যা সবসময় এলোমেলো হয়ে থাকে। প্রেসক্লাবের ব্রেকফাস্টে ওকে খুব কমই দেখা যায়, আর সেটা নিয়ে ওর গর্বও আছে। কিন্তু যেদিন ওখানে আসেন সেদিন ওকে দেখে মনে হয় না উনি রিপোর্টার। আর এটাই খবর এবং মানুষ সম্বন্ধে ওনার মনোভাব। উনি জানতেন কিভাবে একের সাথে অপরকে জুড়ে দিতে হয়, যাতে তারা একে অপরের সাথে ইমোশোনালি একাত্ম হয়ে পড়ে।

কিন্তু সব শেষ কথাটা হলো খবরকে ভালোবাসাটাই মারটিন জে প্রেস্কটকে রিপোর্টার বানিয়েছিল। যেখানে অন্য হাই-পেইড এবং হাই-প্রোফাইল নতুন এ পথে আসা মানুষ দল বানিয়ে নিজে সব জায়গায় না গিয়ে বিভিন্ন ফুটেজ এবং ইন্টারভিউ এর ফিল্ম সংগ্রহ করে রেটিং বাড়ানর দিকে নজর দিতো, সেখানে মারটিন ভালোবাসেন নিজে এখানে ওখানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করতে। সত্যি এটাই যে মারটিন রিপোরটিং এর কাজটাকে উপভোগ করেন। তার চেয়েও বেশি সত্যি হলো উনি পছন্দ করেন খবরের পেছনে ধাওয়া করা। প্রেসের জগতের একজন সদস্য রুপে এই প্রাক্তন নিজেকে মনে করেন একজন শিকারী, যিনি শিকার করতে ভালোবাসেন বন্দুকের বদলে ক্যামেরা দিয়ে। মারটিন নিজের শিকারকে নিজে খেলাতে ভালোবাসেন হাতে ঝোলানো ক্যামেরাটা দিয়ে একটু চমকে দেওয়া ছবি নেওয়ার জন্য উনি চিৎকার করতে বা সময়োপযোগী প্রশ্ন ছুড়ে দেন। আর তার জন্য উনি পৌঁছে যেতে পারেন আদালতের পেছন দিকের দরজার কাছে বা কোনো রহস্যময় হোটেলের ঘরে। আর এসবই মারটিন করতে ভালোবাসেন একা একা। তার দর্শকদের একটা চিত্তাকর্ষক রোমাঞ্চকর উত্তেজনাময় দ্বন্দ্বের মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য। আর কেউ এতো ভালো ভাবে এই কাজ করতে পারতো না, আর এটাই ওকে বিখ্যাত করে দিয়েছিল।

মারটিনের একটা নাক আছে যে খবরের গন্ধ পায়। যেমনটা ওরা বলে থাকেন। ওর সেই বিশেষ ইন্দ্রিয় ওকে বলে দিয়েছে ও যে খবরের পেছনে ধাওয়া করছে, সেটা যদি ঠিকঠাক পরিবেশন করা যায়, একেবারে যেমন আছে ঠিক তেমন, কোনো রকম কাটাছেঁড়া না করেই, তাহলে এটাই হয়তো হয়ে যাবে জীবনের সেরা প্রাপ্তি, স্টোরি অব এ লাইফটাইম। আর এখন, ঝোপঝাড় ঘাস পাতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে

BanglaBook.org

চলতে, সারা গায়ে দুদিনের জমে থাকা ঘাম নোংরা, মাথার সুন্দর চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে, ওখানে লেগে আছে শুকনো গাছের পাতা ঘাস, হাতে এসেছে কেবল মাত্র অসফলতা। তবুও ওর মনে হচ্ছে এটাই সেই স্টোরি যা ওর ক্যারিয়ারকে তুঙ্গে উঠিয়ে দেবে। সত্যি বলতে ও জানপ্রাণ লাগিয়ে দিয়েছে কাজটার পেছনে, নাওয়া খাওয়া ভুলে এটাকেই একমাত্র লক্ষ্য ভেবে নিয়েছে। এমনকি ভূতটার ঘটনার পরেও। এমনকি এক নাছোড়বান্দা বাচ্চা ছেলের ধাক্কা খেয়ে তিন তলা থেকে আছড়ে পড়ার পরেও হাল ছাড়েনি। একটা দানব আকৃতির মাকড়সা আর একটু হলে ওকে গিলে খেতো তবু খবরের পিছু ছাড়েনি। মারটিন এই সব অসফলতাকে যথেষ্ট মূল্য দেন। বাধা যত বেশি, ধাওয়া করার মজাও তত বেশি। এই মুহূর্তে একটা গোপন হাসি ওর ভেতর নেচে বেড়াচ্ছে। কয়েক মাস আগে যে ইনভেস্টিগেটর দলটাকে সে ভাড়া করতে চেয়েছিল তারা কি এই কাজ করতে পারতো? তারা তো ওকে পাত্তাই দেয়নি। এক জাদুজগত যাকে সুরক্ষার এমন ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে যে কেউ জানতেও পারবে না। এটা হলো সেই গল্প যা কেবলমাত্র ওর পক্ষেই বলা সম্ভব। কথাটা ও নিজেকেই বললো, এটা একটা অভাবনীয় অনুসন্ধান। আর ফিল্ড রিপোর্টের দরকার নেই। বিশেষ করে খোঁজার প্রয়োজন নেই। সব খবর ওর হাতের মুঠোয়। মারটিন জে প্রেস্কট এই দেশের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিউজ রুমে এটাকে হাতিয়ার করেই ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু ওখানে যাবে কেন? এরকম একটা খবর হাতের মুঠোয় রেখে তো ও এই পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যেতে পারে, তাই না?

না, উত্তরটা নিজেই নিজেকে দিলো। এখন এ ধরনের ভাবনা ঠিক নয়। এখন একটা বিশেষ কাজ করতে হবে। একটা অতি কঠিন এবং বিরাট চাহিদাযুক্ত কাজ। তবে ওর মতে কাজের দূরুহ অংশটা ও ইতিমধ্যে সেরে ফেলেছে। কয়েকমাস ধরে নানা পরিকল্পনা এবং যোগাড়যন্ত্র করা, ছক কষা এবং পর্যবেক্ষণ করার পর সেই অন্তিমক্ষণ এসে গেছে বড় দাঁও মারার। সমস্ত বাজি জেতার জন্য তুরুপের টেক্কাটাকে দেখানোর। এটাও ঠিক, যদি এই শিকারের খেলার শেষ মুহূর্তে ওর প্ল্যান কাজ না করে ওকে খালি হাতেই ফিরতে হবে। ওর কাছে এই মুহূর্তে নেই সেরকম কোনো প্রমাণযোগ্য ফুটেজ। ভিডিও ক্যামেরাতে তোলা এক মাস আগের সেই অবিশ্বাস্য উড়ন্ত খেলাটির দৃশ্যগুলো থাকলেও হয়ে যেত। সেটাই হয়তো যথেষ্ট প্রমাণ বলে বিবেচিত হতো, কিন্তু সেটাও নেই। রাক্ষুসে মাকড়সাটার থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ওটাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে জঙ্গলে। সেই সব অসফলতার কথা ভেবে আর কোনো লাভ নেই। না, ওতেও কাজ হবে। ও যেমন প্ল্যান করেছে সেরকমই হয়েছে। হতেই হবে। ওর নাম যে মারটিন জে প্রেস্কট।

জঙ্গলের ভেতর পথ খুঁজতে খুঁজতে মারটিন দেখলো তার সেলফোনে কানেকশন আছে কিনা। ওর কাজের জন্য প্রয়োজন সব কিছুই গণ্ডগোল করতে শুরু করেছিল এই জঙ্গলে ঢোকার পর থেকে। ওর পামটপটা কাজই করছিল না বলা যায়।

BanglaBook.org

কোনোক্রমে চালু করা গেলেও অদ্ভুত সব আচরণ করছিল। গতরাতের আগের দিন ওটা চালু করে অফিসের কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতেই গোটা স্ক্রিন গোলাপি রঙের হয়ে গেল। দেখাতে শুরু করলো হেজহগদের বিষয়ে একটা বিচ্ছিার গানের কিছু লাইন। সৌভাগ্যবশত ক্যামেরা আর সেলফোনটা ঠিকঠাক কাজ করছিল মাকড়সার ঘটনাটা না ঘটা অবধি। এখন কেবল মাত্র ওর ফোনটাই সাথে আছে। আর সেটাতেও এখন হায়ারোগ্লিফিক্স, বিস্ময়বোধক চিহ্ন আর কিছু নম্বরের আজব ব্যাপার স্যাপার দেখাচ্ছে। অবশ্য কানেকশনটা আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে মারটিন কথা বলতে শুরু করলেন।

'এই মুহূর্তে আমি দুর্গটার কাছের এক জঙ্গলে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। যে দুর্গ লুকিয়ে আছে জঙ্গলের এলাকাতেই। এই সেই জঙ্গল যেটা গত কয়েকমাস আমার সাময়িক বাসস্থান হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত কোনো রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে, আমি শুধু দেখেই চলেছি। যা দেখতে পাচ্ছি তাকে সাধারণভাবে দেখে মনে হবে একটা কাউন্ট্রি বা বোর্ডিং স্কুল। যদিও আমার সূত্র এবং অনুসন্ধান অন্য কথা বলছে। আর সেজন্যই আমার মনে হচ্ছে সময় এসে গেছে এ রহস্য ফাঁস করার। যদি আমার তথ্য ভুল হয়, আমি নিশ্চিত ভাবে দারুণ বিস্মিত হবো। নিজেকে বোকার বোকা বলে মেনে নেবো। কিন্তু যদি কোনো ভাবে আমার প্রাপ্ত তথ্য সত্যি বলে প্রমাণিত হয়, যেটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, আমার নিজের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার নিরিখে, তাহলে আমি আমার নিজের ভাগ্যের চরমতম শিখরে পদার্পণ করবো। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি। এখন দিনের বেশ খানিকটা সময় পার হয়েছে। ন টা বাজে, আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমি আমার সুরক্ষিত লুকিয়ে থাকার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। সামনের খোলা মাঠটায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি।'

জঙ্গলের কিনারায় অবস্থিত ভাঙা চোরা কেবিনটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন মারটিন। সেই অস্পষ্ট ধরনের মানুষটা কাছে পিঠে কোথাও নেই, যে মাঝে মাঝেই এটার ভেতর ঢুকে পড়ে। মারটিন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, মানসিকভাবে নিজেকে শক্ত করে নিলেন। শুরু করলেন চলা। কেবিন থেকে দুর্গের দিকে সুন্দর করে ছাঁটা ঘাসের জমির ওপর দিয়ে। উনি মোটেই বিশ্বাস করেন না যে বিরাট রকমের কোনো দুর্ভাগ্য ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। ওর নিজের অন্তর্দৃষ্টি জানান দিচ্ছে সাংঘাতিক রকমের সব বিপদ উনি পেছনের রহস্যময় অদ্ভুতুড়ে অরণ্যে ফেলে এসেছেন। যদিও জঙ্গলের একেবারে কিনারায় দুর্গ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই উনি নিজের থাকার জায়গা বেছে নিয়েছিলেন। রাতের দিকে অদ্ভুত সব ভয় জাগানো শব্দ ভেসে এলেও গাছগুলো স্বাভাবিকই ছিল ওর মতে। স্বীকার করতেই হবে জঙ্গলের গভীরতম এলাকায় যাওয়া আসার অভিজ্ঞতায় বিচিত্র কিছু ঘটেইনি। কেবল মাত্র মাকড়সার ব্যাপারটা ছাড়া উনি কিছুই দেখতে পাননি। এর জন্য ওর দারুণ রকমের ভাগ্যকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। ওর অন্তর যদিও চেয়েছিল আর কিছু

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতা হোক। দেখতে পাওয়া যাবে এমন দানবদের। যেমন মাকড়সাটা, যাদের সাথে সাক্ষাৎকার মারটিনের কাছে ততটা খারাপ নয় যতটা না দেখতে পাওয়া কোনো কল্পিত শক্তির শব্দ থেকে ভয় পাওয়াটা। আর এ রকম শব্দ মারটিন শুনেছেন জঙ্গলে হেঁটে চলার সময়। ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে এটা উনি বুঝতে পারছিলেন। বিরাট কিছু, ওজনে বিশাল কিছু সব সময় ওর ডান দিকে বাম দিকে গাছেদের আড়ালে আড়ালে ওর সাথে চলেছে এটা বুঝেছিলেন। ওরা যারা ওর ওপর নজর রাখছিল তারা মোটেই মাকড়সার মতো বোকা কোনো জীব নয়, যথেষ্টই বুদ্ধিমান। ওরা হয়তো তেমন ভয়ানক নয় কিন্তু দারুণ কৌতূহলী। মারটিন তো একবার ভেবেছিলেন হাঁক মেরে ওদের সামনে এসে নিজেদের পরিচয় জানাতে বলবেন। তারপর মাকড়সার কথাটা ভেবে নিজেকে সংযত করেন। কারণ না জানি সে আবার কী দুর্বিপাক হয়ে দাঁড়ায় তার চেয়ে কৌতূহলী দানব অদেখাই থাক।

'যে দুর্গটার কথা আমি বলেছি, সেটা বিশাল মাপের,' মারটিন কথাগুলো বললেন ছোট্ট মাইক্রোফোনটায়। সেটি আটকানো আছে ওর কোটের কলারে। ওটার তার সংযুক্ত আছে ফোনটার সাথে। 'এই মহাদেশের অনেক অনেক জায়গায় আমি গিয়েছি, দেখেছি অনেক অনেক দুর্গ। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এরকম বিশাল প্রাচীন এবং দারুণভাবে যত্নে রাখা দুর্গ আমি আগে দেখিনি। মাস কয়েক আগে আমি যে জানালাটা ভেঙে বাইরে আছড়ে পড়েছিলাম সেটা ছিল অতি সুন্দর রঙিন কাঁচের। এখানকার দেওয়ালের পাথরে কোনো ফাটলের দাগ দেখা যায় না...' এটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও অনেকটাই সত্যি। 'এখন সৌভাগ্যক্রমে বসন্তের দিন। আকাশ পরিষ্কার এবং আবহাওয়া উষ্ণ। আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা করছি না এবং এখন পৌঁছে গেছি বিরাট এক দরজার কাছে, আর সেটি উন্মুক্ত আমার সামনে। ওখানে...আমার ডানদিকের মাঠে একদল মানুষ দেখতে পাচ্ছি। আমি...আমি ঠিকঠাক বলতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা যেন ফুটবল খেলছে। এটাও বলতে পারছি না যে আমি এরকম কিছু আশা করেছিলাম। ওরা আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। আমি দরজার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।'

মারটিন দরজা পার হওয়ার সাথে সাথেই কারোর নজরে পড়লেন। কমে গেল হাঁটার গতি যদিও এগিয়ে যেতে থাকলেন নার্ভাস না হয়ে। ওর একটাই লক্ষ্য যতটা সম্ভব ভেতরে ঢোকা। ইচ্ছে করেই নিজের স্টিল ফটো তোলার ক্যামেরাটা রেখে এসেছেন। ক্যামেরা সব সময়ে সব ক্ষেত্রে একটা সমস্যা থাকেই। ক্যামেরা সাথে থাকলে মানুষ অনেক জায়গায় ঢুকতে বাধা পায়। ক্যামেরাবিহীন যে কোনো মানুষ অতি সহজে যে কোনো জায়গায় ঢুকে পড়তে পারে, আশে পাশের মানুষ কৌতূহলের চোখে দেখলেও বেশির ভাগ সময়েই বাধা দেয় না কোথাও ঢোকার ক্ষেত্রে। অন্তত, খুব বেশি বাড়াবাড়ি না করলে। চত্বরটায় অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা এদিক থেকে ওদিকে যাতায়াত করছে। সাদা জামা আর টাইয়ের ওপর বিশেষ রকম

BanglaBoi.org

ক্লোক পড়ে আছে কালো রঙের। অনেকের সাথেই ব্যাকপ্যাক আছে বা বই। একেবারে কাছের একজন ওর দিকে তাকিয়ে চলে গেল। মনে হলো না কোনো কৌতূহল আছে ওর চোখে।

এখানে যাদের...এখানে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের পৃথিবীর যে কোনো মানুষের চোখে তারা...স্কুলের ছাত্র ছাত্রী,' মারটিন তার মাইক্রোফোনে বললেন মৃদু স্বরে, আশপাশ দিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে। 'অল্প বয়সী, সকলের পরনে একই রকম পোশাক, সবার স্কুলে পড়ার মতই বয়স। ওরা আমার উপস্থিতিতে অবাক হয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু হাবভাবে তা প্রকাশ পাচ্ছেনা। এই মুহূর্তে আমি পৌঁছে গেছি আসল দুর্গে প্রবেশের মূল দরজায়, মনে হচ্ছে এবার মনে হচ্ছে আমার দিকে সকলের নজর পড়ছে। এক্সকিউজ মি।'

শেষ কথাটা বলা হলো টেড লুপিনকে, যার এই মাত্র আবির্ভাব হলো দরজার মুখে। নোয়া মেটজকার আব্র সাব্রিনা হিন্ডেগারডের সাথে। তিনজনের কথাই থেমে গেল সাদা জামা আর টিলেটাই পরা মানুষটাকে ওদের সামনে দিয়ে যেতে দেখে। সাব্রিনার চুলে গোঁজা পালকটা নড়ে উঠলো মানুষটার দিকে ঘুরে তাকাতেই।

টেড বললো, 'ও কার সাথে কথা বলছে?'

'তার চেয়ে বড় কথা ওই লোকটা কে?' সাব্রিনা বললো। তিনজনেই এবার ঘুরে দেখতে পেলো লোকটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের প্রবেশ হল লক্ষ্য করে। শিক্ষার্থীরা সরে যাচ্ছে ওর সামনে থেকে, ওরা বুঝে গেছে এই লোকটা এখানে অনাহুত। তা সত্ত্বেও কারো ভেতর তেমন কোনো কৌতূহল দেখা যাচ্ছে না। কারো কারো মুখে ভেসে উঠেছে অবাক হওয়ার হাসি।

মারটিন মাইক্রোফোনে কথা বলা থামাননি। 'আরো আরো ছাত্র ছাত্রী, এই মুহূর্তে অন্তত আমি সেটাই বলছি, দেখতে পাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমার পাশে অন্তত বারো চৌদ্দ জন। আমি হেঁটে যাচ্ছি প্রধান হল ঘরের মত কিছু একটার ভেতর দিয়ে। দেখতে পাচ্ছি চারদিকে...ঝাড় লণ্ঠন, বড় বড় দরজা। অনেক স্ট্যাচু পেইন্টিং: আর সেই পেইন্টিং...সেই পেইন্টিং...সেই পেইন্টিংগুলো...' এই প্রথম মনে হচ্ছে মারটিন শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না বলার মতো। ভুলে গেছেন শিক্ষার্থীরা ওর চার পাশে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে, উনি এগিয়ে গেলেন সমানের একটা পেইন্টিং-এর দিকে। যেটাতে একদল বয়স্ক উইজার্ড একটা বিরাট ক্রিস্টাল বলের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সাদা দাড়িগুলো ঝকঝক করছে আলোতে। ওর মধ্যে একজন উইজার্ড দেখতে পেলেন সাদা জামা ও টাই পরা একজন মানুষ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। উইজার্ডটি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠলেন, 'এই যে ইয়ংম্যান তুমি ইউনিফর্ম না পড়ে চলে এসেছো! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিদ্ধস্ত। একটা গাছের পাতা তোমার চুলে আটকে আছে।'

'সেই পেইন্টিংগুলো...এই সব পেইন্টিং...' মারটিনের গলার স্বর আগের চেয়ে একটু উচ্চমাত্রার। একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করলেন।

BanglaBook.org

'পেইন্টিংগুলোর ভেতরে যা আঁকা আছে সে গুলো সব নড়াচড়া করছে। ওগুলো... ঠিক ঠাক ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা, মনে হচ্ছে যেন আঁকা সিনেমা, কিন্তু জীবন্ত। ওরা আমাকে...উদ্দেশ্য করে কথাও বলছে।'

'আমি আমার সমকক্ষদের সাথে কথা বলি বুঝলে ছোকরা,' উইজার্ডটি বললেন 'আমি তোমাদের মতো হতচ্ছাড়া বদমাশদের আদেশ দিই।'

জমায়েত হওয়া শিক্ষার্থীর দল হেসে উঠলো, একই সাথে একটা অনিশ্চয়তা প্রকাশ পেলো। এই সব নড়াচড়া করতে থাকা পেইন্টিং দেখে এভাবে তো কেউ অবাক হয় না। হয় এই মানুষটা উইজার্ডদের জগতে একটা পাগল অথবা এই লোক...ধুর। তাই আবার হয় নাকি। একজন মাগল কখনোই হগওয়ার্টসের ভেতরে ঢুকতে পারবে না। শিক্ষার্থীরা এবার একটা বড় বৃত্তর আকৃতি বানিয়ে পিছিয়ে গেল, যেন ওই মানুষটা কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু।

বিস্ফোরিত চোখে চারদিক দেখতে দেখতে মারটিন বললেন, 'ছাত্রছাত্রীরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমাকে ওই গণ্ডি পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, যেভাবেই হোক। আমাকে আরো ভেতরে যেতে হবে।'

মারটিন এগিয়ে যেতেই শিক্ষার্থীদের গণ্ডি ভেঙে গেল অতি সহজেই। ওরা ওকে অনুসরন করলো। এবার একটা গুঞ্জন হচ্ছে ওদের ভেতর। অবাক হয়ে যাওয়া একদল ছাত্রছাত্রী মৃদু স্বরে বকরবকর করতে করতে মারটিনের পিছু পিছু এগোতে থাকলো, আর ওদিকে চড়তে থাকলো মারটিনের কণ্ঠস্বর।

'আমি একটা বিরাটরক্ষে প্রবেশ করেছি। বেশ উঁচু। আমি এখানে এসেছিলাম আগে, তখন রাত ছিল, অন্ধকারে। হ্যাঁ এই সেই জায়গা যেখানে সঞ্চরণশীল সিঁড়িগুলো আছে। যাদের বোঝা খুব কঠিন, এক দারুণ মানের যন্ত্র প্রযুক্তি এখানে কাজ করছে। আর সেই যন্ত্র চলার সময় কোনো শব্দও করে না।'

জমায়েত হওয়া শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকে কেউ একজন বললো, 'লোকটা যন্ত্রপাতির ব্যাপারে কী বলছে? আরে এই লোকটা আসলে কে? ও এখানে করছেই বা কী?' উত্তরে অনেকগুলো অবাক হয়ে যাওয়া কণ্ঠের কলতান গুঞ্জরিত হলো।

মারটিন সামনের দিকে ঠেলে ঠুলে এগিয়ে গেলেন, সিঁড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে। সাথে প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'আমার উপস্থিতি মনে হচ্ছে এবার ওদের চমকে দিয়েছে। যে কোনো সময়ে আমাকে থামিয়ে দেওয়া হবে। আমি...আমি.. সিঁড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি।'

একটা কোনা ঘুরে সমানে এগতেই মারটিন দেখতে পেলেন কিছু ছাত্র ছাত্রী আলোকোজ্জ্বল একটা স্থানে উইস্কলস অ্যান্ড আউজার খেলছে। সহসাই দারুণভাবে চমকে গিয়ে কাত হয়ে ওকে থামতে হলো। কারণ একটা পুরোনো কোয়াফল যা এখন আউজার হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক ওর মুখের সামনে । মাত্র তিনইঞ্চি দূরে। ভাসছে এবং নড়ছে খুব ধীরে।

BanglaBook.org

একজন খেলোয়াড় চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি কে বাবা আমাদের খেলার মাঝে এসে ঢুকে পড়লে?' সাথে সাথেই জাদুদণ্ড উঁচিয়ে কোয়াফলটাকে ফিরিয়েও নিলো। 'খুব বেঁচে গেলে। লাগলে আর দেখতে হতো না। একটু দেখেশুনে চলাফেরা করা দরকার বুঝলেন কিনা।'

'উড়ন্ত...বস্তু!' মারটিন চেঁচিয়ে উঠলেন। পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের জামাটায় দুবার হাত বুলিয়ে নিলেন অযথাই পাগলের মতো। 'আমি...জাদুদণ্ড। আসল জাদুদণ্ড। আর সেটা দিয়ে জিনিস ভাসিয়ে রাখা হচ্ছে! এটা চিরদিন মনে রাখার মতো একটা ব্যাপার! আমি আগে কোনো দিন দেখিনি...!'

আর একজন উইঙ্কল অ্যান্ড আউজার খেলোয়াড় বলে উঠলো, 'আরে কে এই লোকটা? ও কী সব বলছে?'

আর একজন চেঁচিয়ে বললো, 'ওকে এখানে কে ঢুকতে দিলো? ও তো একজন মাগল! হতেই হবে!'

'এই তো সেই লোক যে কুইডিচ মাঠে ঢুকেছিল! এই সেই অনুপ্রবেশকারী!'

সবাই একসাথে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। মারটিন উইঙ্কল অ্যান্ড আউজার খেলোয়াড়দের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, কিছু অনুসরনকারী থেকে গেল পেছনে। 'আমাকে আরো অনেকে ঘিরে ধরেছে। চারদিকে অনেক করিডোর দেখতে পাচ্ছি। এইখানে...ইয়ে, যতদূর আমি বুঝতে পারছি, এগুলোর আশেপাশে সব বড় বড় ক্লাসরুম। আমি প্রথমটায় ঢুকছি...'

মারটিন ডানপাশের ক্লাস রুমটায় ঢুকে পড়লেন, পেছন পেছন ধেয়ে এলো একদল চিৎকার করতে থাকা শিক্ষার্থী। ঘরটা বেশ বড় এবং ক্লাস চলছিল। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ক্লাসে ছিল তারা ঘুরে তাকালো কী হচ্ছে দেখার জন্য।

ঘরটার চারদিকে তাকাতে তাকাতে মারটিন বললো, 'খুব একটা বিপদজনক বলে মনে হচ্ছে না। ছাত্র ছাত্রী, বইপত্র, একজন শিক্ষক ধরনের কাউকে দেখতেও পাচ্ছি, যে...যে, যে...যে...'

আবার মারটিনের কণ্ঠ উচ্চকৃত হলো, মনে হচ্ছিল উনি নিজের কথা বলার ওপর নিয়ন্ত্রণ খোয়াচ্ছেন। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, নিঃশ্বাস নেওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। ওর মুখ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কথা বলার, অস্পষ্ট কিছু শব্দ বের হচ্ছে ওখান থেকে। সামনের দিকে, অশরীরী প্রফেসর বিনস, যিনি পড়ানোর কাজটা যথেষ্ট মন দিয়েই করেন। এখনো গণ্ডগোলের দিকে কর্ণপাত করেননি। উনি ভেসে আছেন, কণ্ঠস্বর উচ্চমাত্রের রিনরিনে শব্দ। যেন কেউ বোতলের মধ্যে ফুঁ দিচ্ছে। অবশেষে ওনারও নজরে এলো মারটিন জে প্রেস্কটের হাঁপাতে থাকা অবয়ব, পড়ানো থামিয়ে উনি চোখ কুঁচকে তাকালেন। 'কে এই একক ব্যক্তি, আমি জানতে পারি কি?' বিনস জিজ্ঞেস করলেন নিজের ভুতুড়ে চশমার ওপর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

মারটিন কোনোক্রমে একটা বড় শ্বাস নিলেন। 'একটা ভূউউউউউউত' বিনসের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন। উল্টো দিকে ঘুরে পালানোর চেষ্টা করলেন। ওদিকে

BanglaBook.org

দরজার কাছে শিক্ষার্থীরা নড়েচড়ে ঢোকার জায়গা করে দিচ্ছে প্রফেসর লংবটম আর হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগলকে। সাথেই আছে টেড আর সাব্রিনা। তাদের সাথে ধাক্কা খেয়ে মারটিন আছড়ে পড়লেন অজ্ঞানের মতো অবস্থায়। ছিটকে পড়লেন শেষের দিকের দুটো ডেস্কের ওপর। যে দুজন ওই ডেস্কে বসে ছিল তারা ওপর দিকে হাত তুলে উঠে দাঁড়ালো। এক বোতল কালি ছিটকে পড়ে ছিটিয়ে গেল মেঝেতে।

হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল দ্রুত এগিয়ে গেলেন মারটিনের দিকে এবং বেশ খানিকটা দূরে থেমেও গেলেন। 'কেউ কি বলতে পারবে এই মানুষটা কে?' কাটা কাটা উচ্চারণে জানতে চাইলেন। 'আমার স্কুলের মধ্যে ও অজ্ঞান হয়ে পড়েই বা আছে কেন?'

জেমস পটার ঠেলে ঠুলে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। তাকালো ডেস্কের কাছে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে। একটা বড় সড় নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে উত্তরটা আমি জানি ম্যাম।'

***

পনের মিনিট পর, জেমস, ম্যাকগোনাগল, নেভিল লংবটম এবং বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে একসাথে দেখা গেল হেডমিস্ট্রেসের অফিসে। সাথে মারটিন প্রেস্কটও আছেন। মারটিন অফিসে আসার সময় মাঝপথেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন এবং ছেড়েছেন এক চিল চিৎকার। কারণ নেভিল ওকে করিডোর দিয়ে নিয়ে আসছিলেন শূন্যে ভাসিয়ে। এই চিৎকারে নেভিল এতোটাই চমকে গিয়েছিলেন যে আর একটু হলেই মারটিনের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। শেষমেশ সামলে নিয়ে সাবধানে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছেন মারটিনকে। করিডোর দিয়ে অফিসে আসার পথে জেমস জানালো এই সেই অযাচিত অনুপ্রবেশকারী যাকে ও ধাক্কা মেরে জানালা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। আবার একেই দেখতে পেয়েছিলো কুইডিচের মাঠে। এছাড়া আর কোনো কথা কেউ বললো না। অফিসে পৌছানোর পর দরজা লাগিয়ে দিলেন ম্যাকগোনাগল এবং তারপর বললেন, 'আমি শুধু জানতে চাই আপনি কে? আপনি এখানে কেন? আর তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এখানে আপনি ঢুকলেন কিভাবে?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলার সময়েই বোঝা যাচ্ছিলো ওনার রাগের পরিমাণ। উত্তরগুলো পেয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। আর তারপরে এখানকার কোনো ঘটনাই আপনার মনে থাকবে না এই নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি। এবার যা বলার বলে ফেলুন।'

মারটিন ঢোক গিলে চারদিকটা একবার দেখে নিলো। জেমসকে দেখতে পেয়ে মুখটা বিকৃত করলো। মনে পড়ে গেল জানালার কাঁচ ভেঙে আছড়ে পড়ার মুহূর্তটা। একটা বড় করে শ্বাস নিলো। 'সবার আগে জানাই আমার নাম মারটিন জে প্রেস্কট। ইন্সাইড ভিউ নামের একটা প্রোগ্রামে আমি কাজ করি। আর দ্বিতীয় কথা হলো,'

BanglaBook.org

হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকালো। 'আমি এই চত্বরের ভেতর ঢোকার পর আহত হয়েছি। এ নিয়ে আমি কোনো আইনী ঝামেলা করতে চাই না। তবে আশা করছি বুঝতে পারছেন যে এই ব্যাপারে মানে আহত হওয়ার ব্যাপারে আমার অধিকার আছে কমপেনসেশন দাবি করার। আর আমি মোটেই সেরকম কোনো হাবভাব দেখতে পাচ্ছি না আপনাদের তরফ থেকে।'

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে ম্যাকগোনাগল মারটিনের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়? একে তো আপনি দুর্গে অনধিকার চোরের মতো প্রবেশ করেছিলেন। এখানে আপনার আসার কোনো অধিকার নেই এবং বোঝেনও না কোথায় এসেছেন...' মাথা নেড়ে গলার স্বর নিচু করে বললেন, 'আমি কোনো হুমকির তোয়াক্কা করি না। আপনি নিশ্চিতভাবে মাগলজাত, যে কারণে আমি ধৈর্য ধরে আছি। আমার প্রশ্নের উত্তর গুলো তাড়াতাড়ি দিন নচেৎ আমাকে অন্য পথ নিতে হবে সেগুলো জানার জন্য।'

যদিও একটা কাঁপুনি দিচ্ছিলো মারটিনের শরীরে তবু চেষ্টা করলেন নিজেকে স্বাভাবিক রাখার। 'ওহ, আপনি বোধহয় এটার কথা বলছেন।' জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন একটা ছোট্ট শিশি। জেমস চিনতে পারলো ওটাকে। সেদিন রাতে পোশনের ঘরে এটাই দেখেছিল লোকটার হাতে। 'হ্যাঁ, আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আপনি জানেন এটা কী। আমাকে একটু সময় দিন আমি একটু দেখে নিই। ভেরিটাসেরাম, নিশ্চিতভাবে। আমি এটার দুফোঁটা আমার এক সহকর্মীর চায়ের কাপে দিয়েছিলাম। সে লোকটা একঘণ্টা ধরে টানা কথা বলে গিয়েছিল। থামানোই যাচ্ছিলো না। এমন সব কথা বলে ফেললো যা আমি নিজেই ভুলে যেতে চাই। সত্যি বলছি।'

ফ্র্যাঙ্কলিন বলে উঠলেন, 'আপনি একটা অজানা তরল একজন সাধাসিধে মানুষকে না জেনে বুঝে খাইয়ে দিলেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, মানে আমি তো শুধু জানতে চেয়েছিলাম ওটা দিয়ে কী কাজ হয়। ভুল কিছু করেছি নাকি? আমার মনে হয়েছিল দু ফোঁটাতে খারাপ কিছু হবে না।' শিশিটাকে আলোর দিকে তুলে দেখলো। 'এটা ট্রুথ সিরাম। সত্যি বলানোর তরল। এটা যদি ভয়ানক কিছু হতো, আপনারা নিশ্চয় ওটাকে ওভাবে খোলা জায়গায় ফেলে রাখতেন না। যে কেউ তো ওটা নিতে পারে।'

ম্যাকগোনাগলের মুখ রাগে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'এই স্থানে আমরা তালাচাবির বদলে নিয়মানুবর্তিতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর বেশি ভরসা করি। আপনার ওই বন্ধুর ভাগ্য ভালো যে আপনার হাতে নারগেলস্পাইক বা থার্প স্যাপের পোশন ছিল না।'

'মোটেই আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন না,' মারটিন বললো, যদিও নিজেই যথেষ্ট চাপে আছে বোঝা যাচ্ছিলো। 'আমি শুধু দেখাতে চাইছিলাম যে আমি

BanglaBook.org

আপনাদের কৌশলগুলোর খবর রাখি। আমি অনেক দিন থেকেই আমি এসব ব্যাপার নিয়ে চর্চা করছি। মোটেই আমাকে কোনো তরল খেতে বাধ্য করবেন না অথবা কোনো রকম ব্রেনওয়াশ করার চেষ্টা করবেন না। আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেবো, সাথে আমি চাই আপনিও আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবেন একই ভাবে।'

নেভিল নিজের জাদুদণ্ডটা ওঠালেন। 'তাহলে তার আগে বলুন দেখি কেন আমরা আপনার এখানকার সমস্ত স্মৃতি মুছে আপনাকে কাছের কোনো বাস রাস্তার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসবো না?'

মারটিন কোটের কলারে লাগানো ছোট্ট মাইক্রোফোনটায় টোকা মেরে বললেন, 'এটার জন্য। আমার কথা, সাথে সাথে আপনারা যা যা বলেছেন সেই সমস্ত কথা আমার কম্পিউটারে চলে গেছে আমার ফোনের মাধ্যমে। সব রেকর্ড হয়ে গেছে। একটা ছোট্ট শহরে, বেশি না মাত্র তিন কি.মি দূরে একদল সিনেমা বানানেওয়ালা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের একদল বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা করে আছেন। যাদের আমি ডেকে এনেছি আমার অনুসন্ধানে সাহায্য করার জন্য...'

'অনুসন্ধান!' হেডমিস্ট্রেস কথাটা বলে উঠলেন ঝাঁঝিয়ে। 'কোনো সুযোগই নেই এসব হতে দেওয়ার!'

মারটিন বললেন, 'ওদের মধ্যে একজন আবার ব্রিটিশ স্পেশ্যাল পুলিশের লোক।'

জেমস লক্ষ্য করলো এক চরম নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো ঘরে মাগল পুলিশের কথা বলার পর। ও একবার ওর ড্যাড এবং জাদু মন্ত্রণালয়ের লোকজনদের আলোচনা থেকে শুনেছিলো কোনো একজন মানুষ বা একদল মানুষকে সামলানো কঠিন নয়। কিন্তু বিষয়টা জটিল হয়ে পড়ে যখন কোনো অফিসিয়াল মাগল ইনভেস্টিগেটিভ ব্যুরো এর সাথে জড়িয়ে যায়।

'এসব করাতে গেলে ওপর মহলে ভালো যোগাযোগ থাকতে হয়,' মারটিন বলতে থাকলেন। 'একজন বড় মাপের এজেন্টকে এর সাথে যুক্ত করাটাতো আর কঠিন। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম এটা যে ধরনের গল্প তাতে যে কেউ যুক্ত হতে চাইবে। আর তার জন্য কোনো অফিশিয়াল চার্জও দিতে হচ্ছে না। কেবল মাত্র কৌতূহল জাগানো যে, এই এলাকাটার কোনো রেকর্ডই নেই। তাই একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি-যদি আগামী দুঘন্টার ভেতর আমার কাছ থেকে ওরা কোনো ফোন কল না পায়, কিভাবে এই এলাকায় ঢুকতে হবে তার নির্দেশসহ, তাহলে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অফিসে ফিরে যায়। এখানে আমার সাথে যা যা হচ্ছে এবং আমি যেসব কথাবার্তা বলছি সেসব ভালো করে শুনে নিয়ে যদি ওনারা মনে করেন দরকারি তাহলে যেন সেগুলো সম্প্রচার করেন। আমি নিশ্চিত এটা অনেক মানুষকেই হতবাক করে দিতে সমর্থ হবে। দুর্গের ভেতর একটা স্কুল যেখানে একটা ভূত তার শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয় কিভাবে আসল জাদু করতে হবে। সাথে থাকে জাদুদণ্ড এবং অনেক কিছু। বলতেই পারি যে আপনাদের সিক্রেটটা এবার সবার সামনে উন্মোচিত

BanglaBook.org

হবে। আপনাদের ছাত্র ছাত্রীরা এই গোপন স্থানে শিখতে আসে, কিন্তু তারা বাড়ি ফিরেও তো যায়। যায় তো নাকি? আমি বাজি ধরতে পারি ওদের বাড়িগুলো আশেপাশে কোথাও নেই। আর সেগুলো এই জায়গাটার মতো গোপন নয়। সেখানেও অনুসন্ধানের কাজ চলবে কোনো না কোনো ভাবে আপনাদের সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবেই।'

হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগলের মুখাবয়ব এই মুহূর্তে শ্বেতপাথরের মতো কঠিন ও ফ্যাকাসে রুপ নিয়েছে। সাদা জামা পরা রোগা মানুষটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, 'আরে বাবা এসব আপনি কী বলছেন স্যার, আপনি এসব করতেই পারেন না।' নিজের চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন মারটিনের সামনে। 'আপনি যেটা করতে চাইছেন তাতে তো এই স্কুলটা এবং সম্ভবত এরকম অনেকগুলো স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর তার ফলে এই মুহূর্তে স্কুলগুলির সাথে যুক্ত অনেক অনেকজনের জীবিকা নষ্ট হবে এবং প্রচুর ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা পাওয়ার সুযোগটাও হারাবে। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আপনি যেটা চাইছেন সেটা হলো পুরো জাদুজগতটা মাগলদের সামনে এসে যাক। তা সে উভয়পক্ষ এর জন্য তৈরি থাকুক বা না থাকুক। আর সেটা কিসের জন্য? আমার তো মনে হয় না এতে মানব সভ্যতার কোনো লাভ হবে। আমার তো মনে হচ্ছে আপনার আসল চাহিদাটা অনেক বেশি...আত্মকেন্দ্রিক। দয়া করে আরো একবার ভাবুন পরের পদক্ষেপটা নেওয়ার আগে। অপরদিকে কার্যক্ষেত্রে এমন অনেক শক্তি আছে যাদের আপনি সামলাতে পারবেন না। হয়তো আপনি নিজেও সেরকম কোনো শক্তির হয়েই কাজ করছেন। আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি আপনি খারাপ মানুষ নন, অথবা আপনি দারুণ ধরনের কোনো খারাপ মানুষ নন। ভেবে দেখুন বন্ধু, এমন কোনো পদক্ষেপ দয়া করে নেবেন না যা আপনাকে একটা গোটা প্রজন্মের কাছে দোষী সাব্যস্ত করে।'

মারটিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কথাগুলো শুনলেন, হয়তো কথামতো কাজও করতেন। হঠাৎ, যেন ঘোর কাটিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, 'আপনি বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন না?' একমুখ হাসি নিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন। 'আপনাকে দেখতে একবারে তার মতোই লাগে! অদ্ভুত ব্যাপার। দেখুন, আমি বুঝতে পারছি আপনি এখন সেই অবস্থায় নেই যেখানে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু আমি আপনার জন্য দুটো শব্দ বলছি, এক্সক্লুসিভ...ইন্টারভিউ। একটু মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে?'

কঠোর স্বরে হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'মি. প্রেস্কট। আপনি মোটেই এত জলদি এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্তের আশা করতে পারেন না। আমাদের এটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'

'একদম ঠিক,' নেভিল বললেন। 'আর যদিও আমরা আপনার কথা মেনেও নিই, আপনাকেও আমাদের টার্মস এর কথা ভাবতে হবে। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিতে

BanglaBook.org

চলেছেন তার থেকে আমাদের কী লাভ হতে পারে সেটাও জানা দরকার। আমি তো জানি না বা বুঝতে পারছি না। তবুও এটা বলতেই হচ্ছে, আমাদের কিছু সময় দরকার।'

আমি তো বললামই, মারটিনের গলায় এখন অনেকটাই আত্মবিশ্বাস। ওর মানে হচ্ছে পরিস্থিতি আপাতত ওর হাতের মুঠোয়। 'আপনাদের হাতে আর দুঘণ্টা আছে। ঠিক ঠিক বললে চুরানব্বই মিনিট।'

ফ্র্যাঙ্কলিন কিছুটা হতাশার সাথে বললেন, 'আমাকে একটা কথা বলুন তো মি. প্রেস্কট। আপনি এই স্কুল চত্বরে প্রবেশ করলেন কী করে? এই ব্যাপারটা নিয়ে আর অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের এটা জানা খুব জরুরী।'

মারটিন বললেন, 'একটা চেয়ার পাওয়া যাবে না বসার জন্য? সে এক বিরাট গল্প।'

নেভিল আবার নিজের জাদুদণ্ড ওঠালেন। মারটিনের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে জাদুদণ্ডটা তাক করলেন কোনার দিকে রাখা একটা কাঠের চেয়ারের ওপর। উড়িয়ে নিয়ে এলেন ওটাকে। প্রায় মারটিনের পায়ের কাছে এনে ওটাকে রাখলেন। মারটিন অতি উৎসাহে বসলেন। চেয়ারটা মাটিতে খটাস করে একটা শব্দ সহ থিতু হলো।

'এবার বলুন,' নেভিল বললেন হেডমাস্টারের ডেস্কের ওপর শরীরের কিছুটা ভার রেখে। ম্যাকগোনাগল বসে আছেন নিজের চেয়ারে টান টান হয়ে। ফ্র্যাঙ্কলিন আর জেমস দাঁড়িয়ে।

'হ্যাঁ বলছি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে আমি একটা চিঠি পাই যেটা থেকে জানতে পারি এই জায়গাটার সম্বন্ধে,' মারটিন সামনের দিকে ঝুঁকে নিজের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে নেভিলের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বললেন। 'ভিউ থেকে অফারটা ঘোষণা করাই ছিল এক লক্ষ পাউন্ডের। প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটির প্রমাণ দিতে হবে। আর যে ভদ্রলোক ওই চিঠি লিখেছিলেন তার বিশ্বাস হগওয়ার্টস হলো সেই জায়গা যেখানে এর প্রমাণ ভুরিভুরি মিলবে। সত্যি বলতে সারা বছর আমরা এরকম হাজার হাজার চিঠি পাই। যারা ওই অর্থ জেতার আশা করে থাকেন তাদের কাছ থেকে। কত শত রকমের ছবি যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে ঝাপসা করে তোলা ঝোলের বাটি থেকে শুরু করে ঝলসানো টোস্টের ছবিও থাকে যার ওপর নাকি কোনো সাধু মহাত্মার মুখ দেখা গেছে। ভিউ এর অবশ্য কোনো সদিচ্ছাই নেই এ টাকাটা কাউকে দেওয়ার। ওরা এর দ্বারা অদ্ভুত সব খবর সংগ্রহের ভালোই পথ বের করেছে। আর বিশ্বাস করার মতো যে খবরগুলো পাওয়া যায় দেখা যায় সেগুলো সবই কল্পনা আর উন্মাদ মস্তিষ্কের ফসল।

'অন্য দিকে আমি হলাম সেই ধরনের মানুষ যে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। যদিও চিঠিটায় এমন কিছু ছিল না যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু সাথে যে জিনিসটা ছিল সেটাই আমাকে চাগিয়ে দেয় এই কাজটা করার জন্য। একটা ছোট্ট

BanglaBook.org

বাক্স যার মধ্যে ছিল একটা জিনিস যাকে আপনারা বলেন "চকলেট ফ্রগ"। আমি ভেবে ছিলাম পত্রদাতা হয়তো কোনো মজাদার গিফট পাঠিয়েছেন আমার জন্য। আমি বিন্দুমাত্র না ভেবে ওটা খুলি। ভেতরে সত্যি সত্যিই একটা ছোট্ট চকলেটের ব্যাঙ ছিলো। আমি ওটাকে তুলে নিয়ে মুখে ঢুকাবো বলে হাত বাড়িয়েছি, ওটা মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। আমি আর একটু হলে ফেলেই দিতাম বাক্সটা। এরপর যা আমার মনে আছে তা হলো ব্যাঙটা লাফ দিয়ে আমার ডেস্কে পড়লো। দিনটা ভালোই গরম ছিল। আর সেদিনের খবরের কাগজটা ওখানেই রাখা ছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো ওটা নরম ধরনের বস্তু। কাগজটার ওপর ওর ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ছাপ পড়লো বেশ কিছু। তিনবার লাফালো তারপর এক জায়গায় আটকে থেকে গেল। পরের পাঁচ মিনিট আমি ওটাকে ছুঁয়েও দেখিনি, ওটাও নড়েনি। ইতিমধ্যে আমি ধারণা করে নিয়েছি যে ওটা একটা আসল ব্যাঙ যার ওপর চকলেটের প্রলেপ লাগানো আছে। এক ধরনের নির্দোষ মজা করা হয়েছে আমার সাথে। বাক্সের ভেতরে থাকা গরমে ও ব্যাটার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হলো। আর তারপরেই ওটাকে তুলতে গিয়ে বুঝলাম ওটা সত্যি সত্যি চকলেটের ব্যাঙ। আর স্বীকার করতেই হবে সে চকলেট যথেষ্টই ভালো মানের।

'সত্যি বলতে আমি সব ভুলেই গিয়েছিলাম। যতই মুক্তমনের মানুষ আপনি হোন না কেন, এই জগতে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলো কখনো না কখনো আপনার পুরাতন বিশ্বাসকে নড়িয়ে চড়িয়ে দেয়। আমার ক্ষেত্রে হয়তো সেটাও হতো না, যদি না ওই ব্যাঙটার পায়ের ছাপ কাগজটার ওপর না থাকতো। আমি ওটাকে আমার ডেস্কের নিচের দিকে রেখে দিয়েছিলাম। যখনই ওটার দিকে আমার নজর যেত মনে হতো ওই ব্যাঙটা আমার ডেস্কের ওপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মন থেকে এই ছবি কিছুতেই মুছতে পারছিলাম না। অগত্যা একদিন ইমেইল করেই দিলাম পত্রদাতাকে। জানালাম ব্যাঙ বাজির ট্রিকটা দারুণ ছিল। আর কিছু আছে নাকি সংগ্রহে?

'ইমেইলের উত্তর ইমেইলেই এলো পরের দিন। জানিয়েছে আমি যদি সত্যি সত্যিই ট্রিক্স দেখতে আগ্রহী থাকি তাহলে ওর পাঠানো সঙ্কেতের জন্য যেন অপেক্ষা করি। আর তার পরের দিনই ওর কাছে থেকে আর একটা প্যাকেট এলো। ছোট। ওর মধ্যে সেই সব কিছু ছিল যা দিয়ে আমি এখানে আসতে পারি। একটা লাফাতে থাকা চকলেট ব্যাঙ এর বিষয়ে অনুসন্ধান করতে আমার মাথা মোটা ওপরওয়ালারা যে আমাকে কোনো সাহায্যই করবেন না এটা আমার জানাই ছিলো। এমনকি ওদের ব্যাঙ এর পায়ের ছাপ দেখালেও লাভ হবে না জানতাম। সৌভাগ্যবশত আমার কিছু ছুটি পাওনা ছিল। ফলে সিদ্ধান্ত নিলাম এটা আমি একা একাই করবো। একটু অন্য রকম ভাবে একটা ভ্রমণ তো হবে। ব্যাস জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসে পড়লাম ট্রেনে।

'সাধারণের মতো করে কিছু করা ব্যাপারটা অনেকটাই সহজ ব্যাপার। ওই জঙ্গলটার অপরপ্রান্তে বসে, এখানে প্রথম আসার আগের দিন রাত্রে হাতে থাকা

BanglaBook.org

সঙ্কেত অনুসারে বুঝতে পেরেছিলাম আমার গন্তব্যস্থল কাছেই। পরের দিন ভোরে শুরু করলাম পায়ে হাঁটা। যে পথ চিহ্ন আমার কাছে ছিল সেটা ধরে হাঁটতে শুরু করে বারকয়েক ফিরে ফিরে এলাম যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিলাম সেখানেই। একবারও কিন্তু মনে হয়নি যে আমি কোনো বাঁক ঘুরেছি বা ভুল পথে হেঁটেছি মনে হচ্ছিল যখনই আমি চাইছি জঙ্গলের অপরপ্রান্তে যেতে তখনই এ জগতটা উল্টো পাক মারছে। আমি একটা কম্পাস ব্যবহার করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা পাগলের মতো এদিক সেদিকে ঘুরছিল। যেন ওটা ভুলেই গেছে ওকে কী করতে হয়।

'এ ঘটনা আমার সাথে টানা তিনদিন ধরে ঘটলো। আমি অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ছিলাম, সত্যি বিশ্বাস করুন। একই সাথে একটা জেদ মাথায় চেপেও বসেছিল। কারণ ভালোই বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা আমাকে আটকাচ্ছে গোপন জগতে ঢোকা থেকে। আর সেটা কী আমাকে জানতেই হবে। তাই পরের দিন সেই সঙ্কেতের বাক্সটা বের করে ভালো করে সব খতিয়ে দেখলাম। এই সময়ে ওটাকে আমার একেবারে সামনে রেখেছিলাম। লক্ষ্য রাখছিলাম ওটার ক্ষুদ্র জ্বলতে নিভতে থাকা বিন্দুটার দিকে। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো পায়ের তলার জমি যেন ধ্বসে যাচ্ছে। আমি একটা সরু গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ওপরে চড়ার জন্য যার দুপাশ অতিরিক্ত খাড়া। চারদিকে গাছ পড়ছে, সাথে নুড়ি পাথর। সব যেন ক্ষেপে গেছে, আমাকে কিছুতেও প্রবেশ করতে দেবে না। আমিও জান হাতে নিয়ে লড়ে গেলাম। পাশের খাড়া পাথরের দেয়ালের গায়ে যা পেলাম, সে কাঁটা গাছই হোক বা ছোট্ট একটা গুল্ম, তাই ধরে উঠতে শুরু করলাম ওপরে। তার পর মনে হলো এবার গ্র্যাভিটিও আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে। আমার পায়ের তলার জমি ফুলেফুলে উঠে আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করতে শুরু করলো। পরে বুঝেছি এসব কিছুই ঘটেনি ওগুলো ছিল এক ধরনের মায়ার খেলা। আমার নিজেকে কেমন যেন নেশাচ্ছন্নের মতো মনে হচ্ছিল। চোখে ঝাপসা দেখছিলাম। শেষের দিকে হামাগুড়ি দিয়েও নজর রেখে গিয়েছি সঙ্কেতের দিকে।

'এরপর সহসাই ওই সব অনুভূতিগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। জঙ্গলটা আবার আগের মতো স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। এগিয়ে চললাম। মিনিট দশেক পর, প্রথমবার আমার সামনে দৃশ্যমান হল আপনাদের এই দুর্গ। আমি থ হয়ে গেলাম, এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুর্গের থেকেও আমাকে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আরো হতবাক করে দিলো।

'ফুট কুড়ি সামনে, দেখতে পেলাম এক বিশাল আকৃতির মানুষকে। এতো বড়মানুষ! একটা প্রমাণ মাপের গ্রিজলী ভাল্লুকের মত মাপের মানুষ। আর তারপর, ওর পাশে দাঁড়িয়ে...' এতোক্ষণ একটানা বলে মারটিন থামলেন। ঢোঁক গিললেন, নিশ্চিতভাবেই ওই সব কথা মনে করতে করতে উনি শিহরিত হচ্ছেন। 'একটা এতো বড় প্রাণী যেটাকে আমি তো প্রথমে ডাইনোসর ভেবেছিলাম। চারটে পায়ের এক

BanglaBook.org

একটা থামের মতো। তার পর চোখ তুলে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ওখানে দুটো প্রাণী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, আর দুটোই মানুষের মতই দেখতে। দুজনের মধ্যে যে বেশি লম্বা তার মাথা আশেপাশের গাছগুলোর থেকেও উঁচু। আমি ওটার মুখ দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আমি চিৎকার করে পালালাম পেছনের দিকে, ওরা আমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলো নাকি পায়নি ঠিক জানি না। ভাল্লুকের মতো আকৃতির মানুষটা ওদের সাথে কথা বলছিলো। ওরা উত্তর দিচ্ছিলো বলেই মনে হল। ওদের কথা বলার শব্দে মাটি কাঁপছিল। তারপর, আমি আরো ভয় খেয়ে গেলাম যখন ওরা ঘুরে আমার দিকে, জঙ্গলের দিকে আসতে শুরু করলো। লম্বাটার একটা পদক্ষেপ এসে পড়লো ঠিক আমার পাশে, জমি কেঁপে উঠলো বোমা ফাটার মতো শব্দে। অন্তত তিন ইঞ্চি মাটি চেপ্টে বসে গেল, রেখে গেল পায়ের ছাপ। আমার দিকে নজর না দিয়ে ওরা চলে গেল।'

মারটিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, যেটা এই মুহূর্তে ওর গল্পের সাথে অবশ্যই মানানসই। 'এতক্ষনে আমি বুঝতে পারলাম আমি সঠিক স্থান খুঁজে পেয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চমকে দেওয়ার মতো স্টোরি। সম্ভবত এই শতকের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর।' সবার দিকে তাকালেন। চোখের ভাষায় একটা স্বীকৃতি পাওয়ার ঝলক।

হেডমিস্ট্রেস শীতল কণ্ঠে বললেন, 'একটা ছোট্ট বিষয় এখনো পরিষ্কারভাবে বুঝলাম না। একটা সঙ্কেত এর কথা আপনি বলেছেন। নিশ্চিত ভাবে ওটা কোনো যন্ত্র। যেটা কোনো না কোনো ভাবে এই স্কুলকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। আমি জানতে চাই সেটা কী এবং কিভাবে কাজ করে?'

মারটিন ভুরু তুলে একটু দেখলেন, হাসলেন সামান্য। তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন, 'ওহ, হ্যাঁ, তাই তো, ওটার কথা তো বলিনি। ওটা এখানে আসার পর থেকে আচরণ মোটেই ভালো করেনি আমার সাথে। তবে হ্যাঁ আসল কাজটা ঠিকঠাকই করেছে। একটা সাধারন জি পি এস ডিভাইস। ইয়ে মাফ করবেন। আপনারা তো বোধহয় এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত নন। পুরো কথাটা হলো গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ডিভাইস। এটা এই ধরাতলে মিটার খানেকের মধ্যে থাকা কোনো একটি লক্ষ্য বস্তুকে খুঁজে করতে সাহায্য করে। একটা দারুণ রকমের মাগল ম্যাজিক, ইয়ে মানে আপনার যদি মেনে নেন।'

জেমস ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম কথা বললো, 'কিন্তু আপনি স্কুলটা ওই যন্ত্র চিহ্নিত করলেন কিভাবে? ওই যন্ত্র বুঝলো কিভাবে যে ঠিক কোনো জায়গায় স্কুলটাকে খুঁজতে হবে? এই স্কুলের চিহ্ন তো কোনো ম্যাপে নেই।'

মারটিন ঘুরে তাকালেন, ভ্রু ঠেলে উঠলো ওপরের দিকে। সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না জেমসের প্রশ্নের উত্তর দেবেন কিনা। তারপর যখন দেখলেন ঘরের সবাই উত্তরটা শোনার অপেক্ষায় ওর দিকে তাকিয়ে আছে তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমার কাছে ওর সাথে কিছু তথ্য ও

BanglaBook.org

পাঠানো হয়েছিলো। আর সেগুলো পাঠিয়েছিল এখানকার কোনো একজন। খুবই সোজা ব্যাপার।'

মারটিন প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কিছু বের করে আনলেন। দেখার আগেই জেমস বুঝতে পারলো ওটা কী। প্রশ্ন করার আগেই ও এটা অনুমান করতে পেরেছিলো। বুকের কাছে একটা ভারী কিছু যেন আটকে থাকলো ওর।

মারটিন দেখালেন একটা গেমডেক। র‍্যালফের গেমডেকটার থেকে এর রঙ আলাদা, কিন্তু একই কোম্পানীর তৈরি। উনি ওটাকে হেডমিস্ট্রেসের ডেস্কের ওপর রাখলেন। 'ওয়ারলেস আপলিঙ্ক, অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এটা ব্যবহার হয়। সাথে সাথে এটা সাহায্যে চ্যাটও করা যায়। খুবই সাধারণ একটা যন্ত্র। এখানে কেউ এমন আছে নাকি যে ছদ্মনাম হিসাবে "অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স" শব্দটা ব্যবহার করেন?'

***

'আপনি আমার সাথে এটা করতে পারেন না!' মারটিন বললেন যখন নেভিল ওকে একটা রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে ঢুকিয়ে দিলেন। এই মুহূর্তের প্রয়োজনে ঘরটিকে সাময়িক কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। যেখানে আছে শিক লাগানো জানালা, একটা বিছানা সহ খাট, একটা জল খাওয়ার বাটি এবং এক টুকরো পাউরুটি। 'এটা বেআইনি কারাদণ্ড! এটা মোটেই ঠিক নয়, এরকম প্রতিহিংসা!'

নেভিল নম্রভাবে বললেন, 'এটাকে আপনার ফিল্ড রিসার্চের একটা অঙ্গ হিসাবে ধরে নিন। আমরা অনেক আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে জঙ্গলের খোলা জায়গায় আপনার থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ওটা ঝুঁকিপূর্ণ। একটু বিশ্রাম নিন বন্ধু।'

জেমস নেভিলের কিছুটা পেছনেই হলে দাঁড়িয়ে ছিল, মুচকি হেসে উঠলো। মারটিন ওকে দেখতে পেয়ে রাগে দাঁত কড়মড় করে একটা ঝটকা দিয়ে নেভিলের পাশ কাটিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। এত দ্রুত নেভিল নিজের জাদুদণ্ডটা বের করলেন যে জেমসের পোশাক হাওয়ার ঝাপ্টায় নড়ে উঠলো। 'আমি কিন্তু একবার বলেছি,' নেভিল জাদুদণ্ডটা পুরোপুরি মারটিনের দিকে তাক না করেই বললেন কাটা কাটা স্বরে, 'একটু বিশ্রাম নিন বন্ধু।'

জেমসের হাসি থেমে গেল। ও কখনো নেভিল লংবটমকে এতোটা সিরিয়াস দেখেনি। অবশ্য শুনেছিল যে এই নেভিলই ভোল্ডেমর্টের নাগিনীর মাথা তলোয়ারের এক কোপে কেটে দিয়েছিল, কিন্তু সে তো জেমসের জন্মের আগের গল্প। ও যে নেভিলকে জানে, সে একজন নম্র স্বভাবের আস্তে কথা বলা মানুষ এবং কিছুটা জবুথবু ধরনেরও। এখন নেভিলের জাদুদণ্ড ধরা হাতটা একেবারে স্থির হয়ে আছে শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো। মারটিন নেভিলের ভাবভঙ্গি দেখে ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়। পিছাতে পিছাতে পা দুটো বিছানায় ঠেকতেই ধপ করে বসে পড়লেন। জাদুদণ্ড পকেটস্থ করে নেভিল বেরিয়ে এলেন হলঘরে, সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল

রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের দরজাটা। মারটিন যেই দেখতে পেলেন জাদুদণ্ড পকেটে ঢুকে গেছে সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠে এক চিৎকার ছাড়লেন। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

'ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস আপনি নিশ্চয় জানেন আমাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষও আছে,' নেভিল বললেন তার চিরপরিচিত কণ্ঠ স্বরে।

দরজাটা বন্ধ হতে দেখে, ম্যাকগোনাগল ঘুরে শুরু করলেন হাঁটা। বাকিরা ওকে অনুসরণ করলো। 'আমাদের কিছু প্রাচীন পদ্ধতির শাস্তি প্রদান যন্ত্রও আছে প্রফেসর লংবটম, তবে আমার মনে হয় আপাতত এটাই যথেষ্ট। আমাদের আপাতত ওনাকে আটকে রাখতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মি. প্রেস্কটের কথার ভিত্তিতে যে পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে সে বিষয়ে জাদু মন্ত্রণালয় কিছু জানাচ্ছে। ও হ্যাঁ, মি. পটার আমার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য বলেই মনে করছি...তুমি কি কিছু জানো ওই গেম ডিভাইসটা বিষয়ে, যা সাহায্য করেছে আমাদের এখানে আসতে ওই হতচ্ছাড়া...লোকটাকে?'

হেডমিস্ট্রেসের হাঁটার গতির সাথে তাল রাখতে গিয়ে জেমস হাঁফিয়ে যাচ্ছিলো। উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুললেও কী বলবে ভেবে পেলো না। 'ইয়ে, হ্যাঁ, মানে...

নেভিল জেমসের কাঁধে হাত রাখলেন হাঁটতে হাঁটতে। 'আমার সকলেই দেখেছি তোমার মুখটা চাঁদের মতো সাদাটে ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছিল প্রেস্কট গেম ডেকটা বের করতেই। তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি আন্দাজ করতে পেরেছিলে ওটাই বের হবে। যদি তোমার কিছু জানা থাকে বলে দাও, হয়তো সেটা আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

জেমস ধরেই নিলো র‍্যালফের নাম উল্লেখ না করে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া র‍্যালফের এতে কোনো দোষও নেই। 'আমার এক বন্ধুর এরকম একটা আছে। সে-ও আমার মতই প্রথম বর্ষীয় ছাত্র, কিন্তু মাগলজাত। ও জানতো না এরকম কিছু আনা এখানে বিপদজনক। আমরা কিন্তু সত্যিই সেরকম কিছু করিওনি। আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওটাকে এখানে কাজ করতে দেখে।'

'তোমার বন্ধু কি ওটা দিয়ে মাগলদের কারোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতো?' নেভিল দ্রুত প্রশ্নটা করলেন।

'না! অন্তত আমি যতদূর জানি, ও কখনো ওটা ব্যবহার পর্যন্ত করেনি। ও এখানে আসার পর ওর হাউজমেটেরা ওর কাছে ওটা আছে জানতে পারে, আর সে নিয়ে ওকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। ওরা স্লিদারিন, আর হয়তো সেজন্যই ওকে ওরা টিটকারি মারতে থাকে ভাঁওতাবাজির ম্যাজিক যন্ত্র ব্যবহারের ছুতো তুলে। এটাও বলে ওই যন্ত্র ব্যবহার নাকি শুদ্ধ রক্তের জাদুকরদের অপমান করার সামিল।'

করিডোরে একটা বাঁক ঘুরলেন হেডমিস্ট্রেস, চললেন নিজের অফিসের দিকে। 'আমি আন্দাজ করছি তুমি মি. ডিডলের কথা বলছো তাই না? হ্যাঁ, আমি এটাও বিশ্বাস করি যে এই ঘটনাটার মাথাতে ও মোটেই নেই। অবশ্য ওর যন্ত্রটা সহায়ক

BanglaBook.org

হলেও হতে পারে। ওটা কি কোনো রকম সিগন্যাল বা সঙ্কেত প্রেরণ করে?'

জেমস কাঁধ উঁচু করে বললো, 'আমার মনে হয় আপনি এ বিষয়ে র‍্যালফকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই ভালো হয়। বা আমার আর এক বন্ধু জেইনকে। সে-ও এসব ব্যাপারে কিভাবে কী কাজ হয় ভালোমতই জানে। তবে আমার মনে হয় না ওই যন্ত্র নিজে নিজে সিগন্যাল পাঠাতে পারে। র‍্যালফ আমায় জানিয়েছিল কেউ একজন ওর যন্ত্রটা হাতিয়ে নিয়ে ওটাকে ব্যবহার করেছে। অন্য আর এক জন স্লিদারিন, এটা আমরা ভেবেছি। জেইন বলেছিল কেউ বেশ কিছুক্ষণ ওটাকে নাড়াচাড়া করেছে। আর ওটা ব্যবহার করার জন্য অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে। যদিও কোনো গেম ওটাতে খেলা হয়নি। হয়তো শুধু মাত্র সঙ্কেত তথ্য পাঠানোর জন্যই ওটা ব্যবহার হয়েছে। সম্ভবত এই মারটিনের বলা সেই ভেতরের কোনো ব্যক্তি। জিপিএস এর মাধ্যমে স্কুলটাকে খুঁজে পেতে যে সাহায্য করেছে।'

হেডমিস্ট্রেসের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নেভিল বললেন, 'তুমি নিশ্চিত তো জেমস এই ব্যাপারে? এরকমটা কি ভাবতে পারিস যে না জেনেই মি. ডিডল ওই ডিভাইসটা ব্যবহার করে সিগন্যাল পাঠিয়ে ফেলেছে? এটাও তো হতে পারে যে ওই গেমডেক চুরি যাওয়ার গল্পটা আসলে একটা সাজানো মিথ্যে।'

জেমস সজোরে মাথা নাড়াল। 'হতেই পারে না। র‍্যালফ এরকম নয়। ও তো নয়ই, বা আমরা বাকি দুজনেও কখনো এরকম ভাবতেও পারিনি বা ভাবিনি যে ওইটা কাউকে এখানে আসতে সাহায্য করতে পারে। র‍্যালফ শুধু বুঝেছিল ওই গেমডেকটা নিয়ে এসে ওর হাউজমেটদের ও ক্ষুব্ধ করে দিয়েছে।'

'আমরা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা ভুলে যাচ্ছি,' ম্যাকগোনাগল বললেন ক্লান্তভাবে চেয়ারে নিজের শরীরটা এলিয়ে দিয়ে। 'মি. ডিডল বা যে ওর গেমডেকটা চুরি করেছিল সে কোনো এক মাগলের কাছে সঙ্কেত পাঠানোর চেষ্টা করলেও তো আমাদের সুরক্ষা চুক্তিব্যবস্থা অনুসারে সেটা কাজ না করাই উচিত ছিল।'

প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন, এতক্ষণ হেডমিস্ট্রেসের অফিসেই থেকে গিয়েছিলেন ওই গেমডেকটা নেড়েচেড়ে দেখার জন্য। যন্ত্রটাকে ডেস্কের ওপর রেখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুই বুঝতে পারেননি ওটার। 'ওই সুরক্ষা চুক্তি ব্যাপারটা কী কাজ করে, ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস?'

'প্রফেসর ব্যাপারটা একেবারে সিধেসাধা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ওই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। সম্মতি জানাতে হয় এই মর্মে যে জ্ঞানত তারা হগওয়ার্টসের অস্তিত্বের কোনো রকম তথ্য কোনো মাগল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারবে না। যদি সেটা করে তাহলে চুক্তির জাদুক্ষমতা সম্পন্ন অংশ দায়িত্ব নেবে এ ব্যাপারে নাক গলানোর। এবং এরকম যে কোনো তথ্য আদানপ্রদান আটকাবে। সেখানে ল্যাঙলক জিঙ্কস বা ওই ধরনের কোনো জাদু অভিশাপ ব্যবহৃত হবে যা কথা আদানপ্রদানে বাধা দান করবে। এই ক্ষেত্রে আমরা, আন্দাজ করতে পারি যে ডিভাইস

BanglaBook.org

ব্যবহারকারীর আঙুলে পুড়ে যাওয়ার অনুভূতি হবে বা আঙুল অবশ হয়েও যেতে পারে। মোটকথা যে ভাবেই হোক তথ্য আদানপ্রদান আটকে যাবেই।'

ফ্র্যাঙ্কলিনকে একটু চিন্তাগ্রস্থ দেখালো। 'আমার আলমা আলেরনেও এরকম কিছুই একটা ব্যবহার করি। চুক্তির কথাগুলো আরো নির্দিষ্ট হওয়া দরকার মনে হয়। কোনো রকম ফাঁকফোকর থাকলে হবে না। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে কেউ যে ভাবেই হোক এমন কোনো যন্ত্র ব্যবহার করেছে যার সাহায্যে এখান থেকে নির্দিষ্ট সঙ্কেত পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। আমার অনুমান এই গেমিং ডিভাইসগুলোতে একটি করে ট্র্যাকার লাগানো আছে যা মি. প্রেস্কট বর্ণিত গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমে ধরা পড়ে। মি. ডিডলের গেমডেক যে ব্যবহার করেছিল সে এই বিশেষ ভৌগোলিক সঙ্কেত পাঠাতে সক্ষম হয়েছে ওই গেমডেক থেকে অন্য গেমডেকে। মি. প্রেস্কটের শুধু মাত্র দরকার ছিল অন্য দিক থেকে আসা সঙ্কেত তার জিপিএস যন্ত্রে ঢুকুক আর উনি সেটা অনুসরণ করে যাবেন মন দিয়ে। মি. প্রেস্কট চিরন্তন মাগল প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও ওটা ওকে পরিণত করেছিল এক ধরনের অগোছালো সিক্রেট কিপারে। উনি চাইলে, এই স্কুলের অবস্থানের গোপনতার সূত্র অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারতেন। তবে তারা এই স্কুলের নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌছাতে পারতো কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। আর হয়তো সেই জন্যই উনি ঘুরিয়ে আমাদের চাপ দিয়ে সাহায্য চাইছিলেন নিজের দলবলকে এখানে প্রবেশ করানোর।'

নেভিল হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা এরকম কিছুর অনুমতি মোটেই দিতে পারি না।'

'মনে তো হচ্ছে না পুরোপুরি ব্যাপারটাকে আমরা আটকাতে পারবো,' উত্তর এলো থমথমে কণ্ঠস্বরে। 'মি. প্রেস্কট অতিমাত্রায় সুবিধাবাদী ধরনের মানুষ বুঝতেই পারছি। উনি এতো বেশি জেনে গেছেন আমাদের ব্যাপারে যে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্টই বড় বিপদের সমান। যদি আমরা প্রেস্কটের সমস্ত সঙ্গিকে খুঁজে বের করে তাদের অবলিভিয়েট করে স্মৃতি মুছেও দিই তবুও একটা সুযোগ থেকে যাচ্ছে ওদের কাছে, পরে প্রেস্কটের এখান থেকে বলা সমস্ত কথার রেকর্ডিংটা খুঁজে পাওয়ার। হয়তো পরবর্তী যে কোনো সময়ে উনি ফিরে আসতে পারেন সাথে আরো লোক নিয়ে। আর তখন হয়তো কেবল মাত্র টেলিফোন নয় সাথে থাকবে লাইভ ক্যামেরা। আমি তো কোনো পথই দেখতে পাচ্ছি না ওনাকে অনুসন্ধান করতে দেওয়া ছাড়া।'

নেভিল মাথা নাড়লেন। 'মোটেই না। আমি নিশ্চিত ও ব্যাটাকে লেকের জলে কিছুক্ষণ চুবিয়ে রেখে দিলে বাপ বাপ বলে পালাবে এই খবরকে ব্রডকাস্ট করানোর বদলে।'

ফ্র্যাঙ্কলিন নিজের ছোট্ট চশমার কাঁচটা একটু নেড়ে ওপরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ ধরনের অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য অনেক রেডিমেড ব্যবস্থা কিন্তু আছে ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস। আমরা ইম্পেরিয়াস কার্স প্রয়োগ করতে

BanglaBoi.org

পারি মি. প্রেস্কটের ওপর। এটা করলে অতি সহজেই ওর সাথের লোকগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়াও যাবে। আবার ওকে দিয়েই ওর অফিসে রেকর্ডটাকেও নষ্ট করে দিতে পারি। আর সেটা হয়ে গেলেই আমরা মি. প্রেস্কটকে অবলিভিয়েট করে দেবো। আমাদের দিক থেকে চিন্তার আর কোনো কারণ থাকবে না।'

ম্যাকগোনাগল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আসলে আমরা এই কাজগুলো করার জন্য অথোরাইজড নই। আর সত্যি বলছি তার জন্য আমি খুশিও। জাদু মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, ওরা জেনে গেছেন সব কিছু। খবর পাঠিয়েছেন যে এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা ওদের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন। যে কোনো মুহূর্তে আমি তোমার বাবার কাছ থেকে নির্দেশ আসার অপেক্ষা করছি।'

বলতে না বলতেই, ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে এক মহিলাকণ্ঠ ভেসে এলো। 'শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জাদু মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। এটা একটি অফিসিয়াল বার্তা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে। আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি যে এখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ বিশ্বাসযোগ্য?'

ম্যাকগোনাগল উঠে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এখানে আমার সাথে যারা আছেন তারা ঘটনাটির গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত। তবে সাথে সাথে এটাও বলে রাখতে চাই স্কুলের প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে জেনে গেছে যে একজন মাগল স্কুল এলাকায় প্রবেশ করেছে। কারণ প্রবেশকারীর প্রবেশ মোটেই নীরবভাবে ছিল না।'

ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ভেসে থাকা মুখটি নেভিল, জেমস আর প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিনকে একবার দেখে নিলেন। 'আমি, মিস ব্রেন্ডা সাকারিনা, কাউন্সিল অফ অ্যাম্বাসাডোরিয়াল রিলেশনস এর সহসভাপতির আন্ডার সেক্রেটারি। দয়া করে অপেক্ষা করুন পরবর্তী সংবাদের জন্য।' মুখটি অদৃশ্য হলো।

জেমস লক্ষ্য করলো মিস সাকারিনার নাম শুনে ম্যাকগোনাগল ম্যামের মুখ সামান্য বিকৃত হয়েছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার একটি মুখ আবির্ভূত হলো ফায়ার প্লেসে। 'ম্যাডাম ম্যাকগোনাগল, প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন এবং লংবটম আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। এবং ছোট্ট মি. পটার তোমাকেও।' একটা বিশেষ ধরনের হাসি ফুটে উঠলো পটারকে কথাটা বলার সময়। হাসিটা মিলিয়েও গেল ক্ষনিকের মধ্যেই। মনে হল যেন সুইচ টিপে একটা আলো জ্বালানো নেভানো হলো। 'আমরা আপনাদের সাথে ঘটে যাওয়া অযাচিত ঘটনাটার কথা জানতে পেরেছি এবং একটা সিদ্ধান্তেও আসতে পেরেছি। হয়তো অনুমান করতে পারছেন, এরকম ঘটনার জন্য আমাদের বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। আপনি মি. প্রেস্কটকে বলুন ওর সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। আমরা ভেবে দেখলাম ওকে অনুসন্ধান করতে দেওয়া ছাড়া কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। তবে যতক্ষণ না মন্ত্রণালয় থেকে এক বিশেষ দল ওখানে যাচ্ছে মি. প্রেস্কট ছাড়া আর কেউ হগওয়ার্টসের চত্বরে ঢুকতে

BanglaBook.org

পারবে না। আমরা কাল সন্ধ্যেবেলার আগেই ওখানে পৌঁছে যাবো। তবে ঠিক কোন সময়ে সেটা ঠিক হবে প্রেস্কটের দলের সাথে কথা বলার পর।'

'মিস সাকারিনা,' ম্যাকগোনাগল বললেন, 'আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে ওই মানুষটিকে মন্ত্রণালয় অনুমতি দিচ্ছে ইনভেস্টিগেশন করে সেটা মাগলদের জগতে ব্রডকাস্ট করার?'

সাকারিনা নম্রস্বরে বললেন, 'মাফ করবেন, ম্যাডাম ম্যাকগোনাগল, আমি মোটেই সেরকম কিছু বোঝাতে চাইছি না, বা অন্যরকম কিছু। আপনি ভরসা রাখতে পারেন যে এরকম অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা প্রস্তুত। আমাদের নিজস্ব পন্থানুসারে। আমার মোটেই ইচ্ছে নেই সে ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আপনার ওপর চাপ বাড়ানোর। কারণ ইতিমধ্যেই অনেক চাপ আপনাকে নিতে হয়েছে।'

হেডমিস্ট্রেসের মুখে সামান্য গোলাপি ভাব ফুটে উঠলো। 'চাপের কথা বাদ দিন, মিস সাকারিনা। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আগামী দিনগুলোতেও এই স্কুল আর তার শিক্ষার্থীদের বিষয়ে এক কণা তথ্য অবগত হতে আমি কার্পণ্য করবো না।'

সাকারিনা হাসলেন সামান্য। 'মাই ডিয়ার মিনার্ভা, আমি এটা বলতেই পারি যে হগওয়ার্টসের ভবিষ্যৎ, তার ছাত্রছাত্রী এবং আপনি চিরকালের জন্য সুরক্ষিত। আমি একটু আগেই বললাম এরকম ঘটনার জন্য আমাদের বিশেষ দল আছে। মন্ত্রণালয় সবসময় তৈরি থাকে।'

'মাফ করবেন মিস সাকারিনা,' ফ্র্যাঙ্কলিন বলে উঠলেন, এক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে। 'কিন্তু আপনি তো আমাদের এটাই ভাবতে বাধ্য করছেন যে জাদু মন্ত্রণালয় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার অর্থ একটি মাগল ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টারকে হগওয়ার্টস স্কুলের অন্দরমহলে ঢুকতে দেওয়া হবে। যার দলের কাছে থাকবে ক্যামেরা এবং তার উদ্দেশ্য ম্যাজিক্যাল জগতের সব গোপনতা বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচন করা। তাই না?'

সাকারিনার মুখে ঝুলতে থাকা হাসিটা একটু শক্ত হলো। 'আমি এটাই বিশ্বাস করাতে চাইছি, মি. ফ্র্যাঙ্কলিন যে মন্ত্রণালয়ের এই ধরনের ইমারজেন্সী ঘটনার মোকাবিলা করার মত হাতিয়ার নিজেদের কাছে আছে। কী রকম সে বিস্তারিত জানার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আমি এর বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছি মিস। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এক বড় ধরনের সুরক্ষা লজ্ঘনগত সমস্যা সামনে নিয়ে আসতে পারে। যা হয়তো এই মুহূর্তে ভারচুয়ালি যে কেউ নিজের পক্ষে ব্যবহার করতে পারে। আর যত দিন সেই সুরক্ষা লজ্ঘন ঠিক না করা হবে এই স্কুল মোটেই সুরক্ষিত থাকবে না।'

'প্রফেসর, আমরা একটা একটা করে সব সমস্যার সমাধান করবো। আমরা আপনার চিন্তাকে সম্মান জানিয়েই বলছি, আমরা এই বিষয়টার ক্ষেত্রে সবরকম সুরক্ষার পদ্ধতি সাথে নিয়েই কাজে নামছি। যদি আপনি মনে করেন এতে আপনার

BanglaBook.org

এবং আপনার সাথে আসা সহকর্মীদের সুরক্ষার সমস্যা হতে পারে তাহলে আমরা আপনাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারি। আর সেটা হবে আমাদের কাছে যথেষ্টই হতাশাজনক এবং এই স্কুলের পক্ষেও দুঃখ জনক ব্যাপার...'

চশমা খুলে হাতে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, 'মিস সাকারিনা আমার চিন্তা এই স্কুলের চৌহদ্দির ভেতর থাকা সব কিছুর সুরক্ষার সাথে সাথে ম্যাজিক্যাল আর মাগল দুনিয়ার সুরক্ষা নিয়েও।'

সাকারিনা হেসে বললেন, 'বলা হয়তো বাহুলতাই হচ্ছে তবুও জানাচ্ছি, প্লিজ আপনারা সবাই মনটা শান্ত করুন। আমি মি. রিক্রিয়ান্টকে সাথে নিয়ে আগামীকাল সন্ধ্যের মধ্যে আপনাদের ওখানে পৌছে যাচ্ছি। আমরা মি. প্রেস্কটের সাথে দেখা করবো এবং আমাদের বিশ্বাস–আর সেটা ইতিবাচক–আমরা একটা সুবিধাজনক সম্মতিতে আসতে সক্ষম হবো। আপনারা দয়া করে এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না।'

জেমস জানতে চাইলো, 'আমার ড্যাড কী বলছেন?'

সাকারিনা রহস্যময় চোখে তাকালেন জেমসের দিকে। 'তোমার ড্যাডের কথা বলছো, জেমস? ঠিক কী জানতে চাইছো বলো তো?'

'আপনার এবং মি. রিক্রিয়ান্টের সাথে ওনারও কি এখানে আসা উচিত না?'

সাকারিনা আবার সেই মাপা হাসি হাসলেন। 'কেন জেমস? তোমার ড্যাড হেড অব দ্য অরোর এই কারণে? যা বুঝতে পারছি তাতে এই অযাচিত ঘটনায় কোনো রকম ডার্ক ম্যাজিক জড়িত নেই। ফলে শুধু শুধু ওকে ব্যতিব্যস্ত করার কী দরকার।'

'কিন্তু হ্যারি একবার এই মানুষটাকে খোঁজার চেষ্টা করেছে,' নেভিল জানালেন। 'গত বছর জেমস এবং হ্যারি কুইডিচের মাঠে লোকটাকে দেখে ধরার চেষ্টা করেছিল।'

হাসিবিহীন মুখে সাকারিনা জবাব দিলেন, 'এবং তারা বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছিলেন। ওই সময়ে ওটাই ওর কাজ ছিল। আর,এটা হয়তো বুঝতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না যে, এটা একটা অ্যাম্বাসাডোরিয়াল ইস্যু। হ্যারি পটারের অনেক রকম কাজ করার ক্ষমতা আছে জানি, তবে তার মধ্যে অ্যাম্বাসাডোরশিপ আছে বলে জানা নেই। তা ছাড়াও মি. পটার এই মুহূর্তে অন্য কাজে ব্যস্ত। আর সে কাজ থেকে ওকে নিয়ে আসা যাবে না। এ ধরনের আলাপ আলোচনা করার জন্য আমাদের দক্ষ লোক আছেন মন্ত্রণালয়ে। আমার এবং মি. রিক্রিয়ান্টের সাথে আরো একজন আসবেন। এক বিশেষজ্ঞ, মাগল-ম্যাজিক্যাল রিলেশন বিষয়ে। উনিই আমাদের মুখপাত্র হয়ে পুরো বিষয়টা দেখাশোনা করবেন এবং উভয় তরফকে খুশি করতে পারবেন।'

ম্যাকগোনাগল কথা থামানোর ভঙ্গিতে হাত তুলে জানতে চাইলেন, 'মিস সাকারিনা আপনারা না আসা পর্যন্ত মি. প্রেস্কটকে নিয়ে আমরা কী করবো?'

BanglaBoi.org

'ওকে বিরক্ত করবেন না। ফোন করতে দেবেন তবে খুব বেশি না।'

'অবশ্যই আপনি নিশ্চয়ই ওকে স্কুলের ভেতর যথেচ্ছ ঘোরা ফেরার অনুমতি দিতে বলছেন না,' কথাবলার ধরনটা প্রশ্নের চেয়ে নিশ্চিত দাবির মতো শোনালো।

সাকারিন। সম্ভবত কাঁধ উঁচু করলেন। ওই ব্যক্তি ঘুরে ফিরে দেখলে যা ক্ষতি হবে বলে আমার মনে হয়, সেটা অনেকটাই পরিমানে কম হবে কোনো রকম মাগল আইনী ব্যাপারে জড়িয়ে যাওয়ার থেকে। এই মুহূর্তে আমরা ওকে আপাতত একজন অতিথির মতোই সম্মান দেবো। শুনতে খারাপ লাগলেও কিছু করার নেই কারণ ইতিমধ্যেই উনি অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন।'

ম্যাকগোনাগলের মুখের একটা রেখাও বদলালো না। 'ঠিক আছে তাই হবে। গুড আফটারনুন, মিস সাকারিনা। আগামীকাল আমরা আপেক্ষায় থাকছি আপনাদের আগমনের।'

সাকারিনা হাসলেন। 'অবশ্যই। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি।'

আগুনের ভেতর থেকে মুখটা অদৃশ্য হলো। হেডমিস্ট্রেস এগিয়ে গিয়ে আগুন খোঁচানোর শিকটা তুলে নিয়ে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে ফায়ারপ্লেসের আগুন নাড়াচাড়া করলেন। মুখটার কোনো চিহ্ন যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা করে দিলেন। শিকটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অসহ্য বুরোক্র্যাটিক কথা বলা পাপেট সব।'

'আমি খুশি হবো যদি মি. প্রেস্কটকে আলমা আলেরনের সহকর্মীদের থাকার কোয়ার্টারে রাখা হয়,' চশমাটা পুনরায় পড়ে নিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন। 'এর ফলে ওর ওপর কড়া নজর রাখা যাবে। আমার মনে আমরা আর কোনো ঝামেলা পাকানো থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবো।

নেভিল ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'আমার পুরো ব্যাপারটাই পছন্দ হচ্ছে না। হ্যারির এখানে আসা উচিত ছিল। প্রেস্কট কোনো ডার্ক উইজার্ড নয় এটা ঠিক কিন্তু এখনো আমরা ঠিকঠাক জানি না ও এখানে কিভাবে প্রবেশ করলো। কেউ একজন ওকে সাহায্য করেছে এখানে ঢোকার সময়। যে একই সাথে সুরক্ষা চুক্তির বিশেষ ক্ষমতা কে নিষ্ক্রিয় করতেও সক্ষম হয়েছে। সাকারিনা কী বললেন তাতে আমার একটুও ভরসা নেই। আমার নিজস্ব মত একজন দক্ষ অরোরকে প্রয়োজন পুরো ব্যাপার খতিয়ে দেখার জন্য।'

হেডমিস্ট্রেস দরজা খুললেন অফিস ঘরের। 'এই মুহূর্তে এটার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই। প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন আপনার আইডিয়াটা আমার পছন্দ হয়েছে। মি. প্রেস্কটকে চলুন আলমা আলেরন সাথীদের থাকার জায়গায় রেখে আসি। আর মিস সাকারিনা যাই বলুক বা বিশ্বাস করুক, আমি চাইছি মি. প্রেস্কটকে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা যতটা সম্ভব ব্যস্ত রাখা হোক। যত কম সময় লোকটা এই স্কুল ঘুরে দেখার সুযোগ পায় ততই মঙ্গল। মি. পটার এবার তুমি তোমার ক্লাসের জন্য ফিরে যেতে

BanglaBook.org

পারো। আশা রাখছি বলার দরকার নেই যে এ নিয়ে কোনো কথা তুমি মি. ওয়াকার এবং মি. ডিডলকে বলবে না। আমি আরো খুশি হবো যদি তুমি কারোর সাথেই এ ব্যাপারে আলোচনা না করো। বিশেষ করে টেড লুপিন বা নোয়া মেটজকারের সাথে।'

জেমস বাকিদের পেছন পেছন অফিসঘর থেকে বের হবে এমন সময় শুনতে পেলো একটা শান্ত কণ্ঠ ভেসে এলো দেওয়াল থেকে। 'আগামীকাল একটা দারুণ ব্যস্ততম দিন কাটবে, পটার।'

জেমস থামলো, ফিরে তাকালো সেভেরাস স্নেইপের পোর্ট্রেটের দিকে। বুঝতে পারলো না পরিষ্কার ভাবে কী বলতে চাইছেন উনি। 'আমারও তাই মনে হয়। অন্তত হেডমিস্ট্রেস এবং অন্যদের জন্য।'

স্নেইপের কালো চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো জেমসের ওপর। 'আমাকে সত্যি করে একটা কথার উত্তর দাও পটার। তুমি কি এখনো মনে করছো টাবিথা করসিকা মারলিনের জাদু ছড়ি নিজের হেফাজতে রেখেছে?'

'ওহ, জেমস বললো, 'দেখুন আপনার যেটা ইচ্ছে সেটা বলুন, কিন্তু আমাদের ওটাই মনে হয়েছে। তাই আমরা যেনতেন প্রকারে ওর কাছ থেকে ওটা হাতাবোই।'

স্নেইপ দ্রুত উত্তর দিলেন, 'পটার বোকামো কোরো না। যেটা তোমার কাছে আছে সেটা ফিরিয়ে দাও। দিয়ে দাও ওটা হেডমিস্ট্রেসকে। আশা করছি বুঝতেই পারছো কী রকম ভয়ানক ব্যাপার ওই পোশাকটাকে সাথে রাখা। অন্তত এই পরিস্থিতিতে।'

জেমস চোখ পিটপিট করে বললো, 'কেন? কী এমন ঘটবে এখন? ওই প্রেস্কটের সাথে ওটার কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?'

স্নেইপ হতাশ চোখে জেমসের দিকে তাকালেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝতে পারোনি তার মানে। আগামীকালের আগত দলের সাথে তোমার বাবার না থাকার পেছনে শক্তপোক্ত একটা কারণ আছে। মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর লোক আছে, যদিও তারা নিজেদের ওই সংগঠনের সাথে যুক্ত বলে জানান দেয় না। সাকারিনা ওদের মধ্যে একজন। রিক্রিয়ান্টও আছে সম্ভবত। যদিও সরাসরি যুক্ত নেই। হয় এটা সাকারিনার প্রথম থেকেই করে রাখা পরিকল্পনা অথবা এই বিশেষ রহস্যময় ঘটনার একটা সুযোগ নিতে চলেছে ও।'

'কি? সাকারিনার পরিকল্পনা?' জেমস পোর্ট্রেটের আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় জানতে চাইলো।'

'বিস্তারিত জানার দরকার নেই। মোদ্দা কথা হলো যদি তুমি কাল রাতের ভেতর মারলিনের পোশাকের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারো, তবে সমূহ সম্ভাবনা আছে ওটা খোয়ানোর।'

জেমস জানালো, 'কিন্তু ওটা তো সুরক্ষিতই আছে। আমরা ওটা পেয়ে গেছি। সেটা আপনি ভালো ভাবেই জানেন। আর এখন দরকার মারলিনের জাদুছড়িটা যোগাড় করা।'

BanglaBook.org

'জাদুছড়ির কথা ভুলে যাও!' স্নেপ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন। 'তুমি না জেনেই নিজেকে ব্যবহার হতে দিচ্ছো। তোমায় ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার যদি বিন্দুমাত্র আশাও থাকতো যে তুমি তোমার বাবার চেয়ে একটু হলেও বুদ্ধিমান তাহলে আমি তোমাকে এক্ষুনি অকলামেন্সীর শিক্ষা দিয়ে দিতাম। আমি যখন বলছি যে মারলিনের পোশাকটাকে সুরক্ষিত করো এর অর্থ তুমি ওটাকে এমন কারো হাতে তুলে দাও যে জানবে ওটাকে কী করে বন্ধনে বেঁধে রাখতে হয়, লুকিয়ে রাখতে নয় শুধুমাত্র। শত্রুপক্ষর হাতে দুটো রেলিক আছে। পোশাকটা চাইবে বাকি দুটোর সাথে মিলিত হতে। আর সেটা আটকানোর ক্ষমতা তোমার নেই, পটার। তোমার বাবার মত উদ্ধত গোঁয়ার্তুমি কোরো না!'

জেমসও সমান ঝাঁজে উত্তর দিলো, 'আমার বাবা কখনোই উদ্ধত বা গোঁয়ার ছিলেন না যা আপনি মনে করেন। আর আমিও সেটা নই। আমি আপনার কোনো কথাই শুনবো না। আর তাছাড়া আগামীকাল গ্রহসমাবেশের দিন নয়। ওটা হবে পরের দিন। জেইন এটা আমাকে জানিয়েছে ।'

স্নেইপ পাগলের মতো হাসলেন। 'তার মানে তোমাদের দুজনকেই এবার বিশ্বাস করতে হবে। বেশ, দয়া করে জানালে ভালো হয়, কোথা থেকে মি. ওয়াকার এই তথ্য যোগাড় করলেন?'

জেমস কর্কশ ভাবে জবাব দিলো, 'ও কন্সটেলেশন ক্লাবের সদস্য। মাদাম ডেলাক্রয় গ্রহ সমাবেশের সঠিক সময়টা বের করার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে প্রচুর খাটিয়েছেন।'

'আর এটা বোঝার মতো ক্ষমতা তোমাদের কী করে হবে যে উনি ইচ্ছে করে প্রত্যেকবার ভুল তথ্য দিয়েছেন সময় বের করার জন্য? উনি একবছর আগে থেকেই জানেন সঠিক দিনটা। ওনার শুধু জানার দরকার ছিল নির্দিষ্ট ক্ষণটা। তুমি তো ধরতেই পেরেছিলে উনি মারলিন ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত। তাহলে উনি কি এটা চাইবেন যে সর্বকালের সেরা এবং বিপদজনক উইজার্ডের প্রত্যাবর্তন কালে একদল আকাশ পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষার্থীর দল ওই সময়টায় উপস্থিত থাকুক?'

জেমস অনুধাবন করতে পারলো। মোটেই ডেলাক্রয় তা চাইবেন না। এ ব্যাপারে মোটেই ভাবেনি ও। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও বললো না কিছুই। স্নেইপ বলতে শুরু করলেন, 'ওই মহিলা তোমাদের সবাইকে পুরো একদিনের হিসাবের গোলমাল করিয়ে রেখেছেন। হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এর রাত মোটেই বৃহস্পতিবারে নয়। ওটা ঘটবে বুধবার রাতে, পটার। এখনো অবধি তুমি ঠকে এসেছো এবং এখনো ভুলের জগতেই আছো। আর সময় নেই ওই ভুলটাকে নিয়ে চর্চা করার। যত তাড়াতাড়ি পারো পোশাকটাকে কারো হাতে তুলে দাও। যদি না পারো, তুমি অসফলতাই শুধু হাতে পাবে। আর আমাদের শত্রুরা অর্জন করবে নিজেদের সাফল্য ।'

'জেমস?' শোনা গেল নেভিলের গলা। দরজা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি মারলেন।

BanglaBook.org

‘তোমাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এলাম। তুমি কি কিছু ফেলে গিয়েছ নাকি?’

জেমসের মন এখন ছুটে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে। ও শূন্য দৃষ্টিতে নেভিলের দিকে তাকালো কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর ধাতস্থ হলো। ‘ইয়ে, না। না, সরি, আমি আসলে...একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।’

নেভিল স্নেইপের পোর্ট্রেটের দিকে তাকালেন। স্নেইপ একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে হাত দুটো বুকের কাছে গুটিয়ে রাখলেন। ‘আরে লংবম। ভেতরে এসে ছেলেটাকে সাথে নিয়ে যাও। আমার কোনো দরকার নেই ওর কাছে।’

নেভিল সম্মতি সূচক মাথা নাড়লো। ‘জেমস। চলে আস। একটু তাড়াতাড়ি করলে বিকেলের ক্লাসগুলো তোমার মিস হবে না। আমি তোমার সাথে গিয়ে বলে দেব ক্লাসে দেরিতে আসার কারণ।’

জেমস নেভিলের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মনের মধ্যে স্নেইপের বলা কথাগুলোর আলোড়ন নিয়ে। ওদের হাতে মাত্র একটা দিন আছে, একটা দিন টাবিথার কাছে থেকে জাদু ছড়ি হাতানোর জন্য। একটা দিন বাকি হল অব এল্ডারস ক্রসিং-এর। আর সেটা ঘটতে চলেছে ঠিক যেদিন সাকারিনা আসছে প্রেস্কটের সাথে আলোচনা করার জন্য। সঞ্চরনশীল সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের করিডোরে আসতে আসতে জেমস বুঝতে পারলো স্নেইপ একটা ব্যাপার একদম ঠিক বলেছেন...আগামীকাল একটা বিশেষ দিন হতে চলেছে। ব্যস্ততম দিন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষষ্টদশ অধ্যায়
মারলিনের জাদু ছড়ির বিপর্যয়

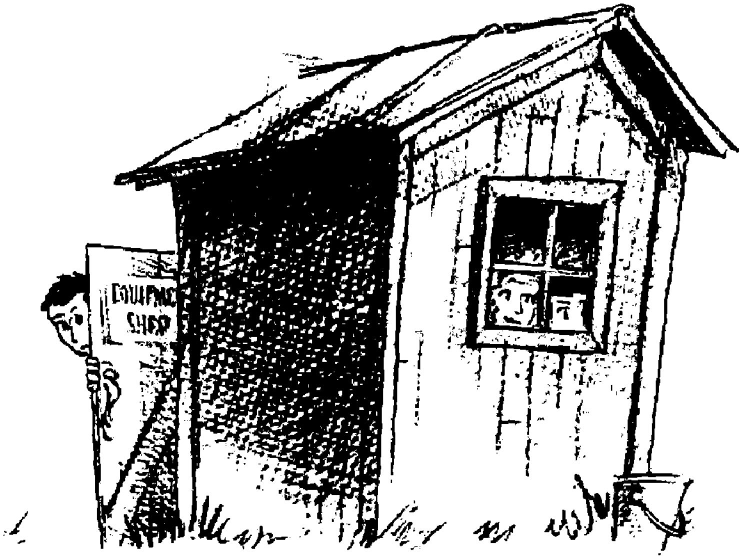

পরের দিন সকালে জেমস, র‍্যালফ আর জেইন গ্রেট হলে ব্রেকফাস্ট করতে এসে সোজা গ্রিফিন্ডর টেবিলের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেলো।

হলের ভেতর দিকে হেঁটে যেতে যেতে র‍্যালফ বললো, 'তুই নিশ্চিত তো এ ব্যাপারে? আশা করি বুঝতে পারছিস এখান ফেরার কোনো পথ আর আমাদের সামনে খোলা থাকবে না।'

জেমস ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো, কিন্তু কোনো কথা বললো না। আশেপাশে টেড, নোয়া এবং অন্যান্য গ্রেমলিন সদস্যরা সব আগে থেকেই বসে আছে।

'এই তো আসল লোক এসে গেছে,' টেড বললো। টেড আর সাব্রিনার মাঝের জায়গাটায় ঢুকে বসল জেমস। 'জেমস, আমরা নিজেদের ভেতর বাজি ধরছিলাম

BanglaBoi.org

কেন তুই আমাদের সবাইকে আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় একজায়গায় জড়ো হতে বলেছিস এই নিয়ে। নোয়ার ধারণা তুই অফিসিয়ালি গ্রেমলিন সদস্য হতে চাস এটা ঘোষণা করবি। সেক্ষেত্রে তোকে কিছু সাঙ্ঘাতিক পরীক্ষা দিতে হবে। এ ব্যাপারে আমার সবচেয়ে পছন্দের চ্যালেঞ্জটা হলো তোকে সাব্রিনার একটা গাউন পড়ে হগওয়ার্টস স্কুলকে নিয়ে লেখা একটা গান গাইতে গাইতে গোটা স্কুল চত্বরে পাক মারতে হবে। আরো অনেক কিছু থাকবে তারপরেও। ড্যামিয়েন আবার শামুক আর সরষের ঝোল খাওয়ার চ্যালেঞ্জটাও দিতে পারে।'

জেমস দাঁত কিড়মিড় করে বললো, 'আমরা তিনজন তোমাদের সবাইকে ডেকেছি একটা বিশেষ ব্যাপার জানার জন্য।' গ্রেমলিনদের কাউকেই তেমন অবাক হতে দেখা গেল না। ওরা নিজের নিজের খাওয়ার দিকে মন দিলো। জেমস বুঝতে পারছিল না কোথা থেকে কথা শুরু করবে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ও বুঝতে পেরেছে একদিনের মধ্যে মারলিনের জাদু ছড়ি হাতানো ওদের তিনজনের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া ওদের কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যানও নেই এই মুহূর্তে। স্নেইপের পোর্ট্রেট কিছু সাহায্য করতে পারতো হয়তো কিন্তু উনি তো বিশ্বাসই করেন না যে টাবিথার কাছে লাঠিটা আছে। তাহলে কার সাহায্য নেওয়া যায়? আর সেক্ষেত্রে ওর যাদের কথা প্রথম মাথায় এলো তারা একটা গ্রুপ যারা এই স্কুলে বিখ্যাত বা কুখ্যাত এবং দক্ষ বিভিন্ন রকম দুষ্টামি আর গণ্ডগোল পাকানোর জন্য। অনেকটা সময় লাগবে সব কিছু খুলে বলতে হলে টেড সহ অন্য গ্রেমলিন সদস্যদের। হয়তো সব শুনে ওরা সাহায্য করবেই না। কিন্তু এটাই শেষ আশা ওর কাছে। জেমস একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে নিজের পাম্পকিন জ্যুসের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমরা তোমাদের সাহায্য চাই...একটা জিনিস হাতিয়ে আনার জন্য? এক অর্থে!'

'ধার?' নোয়া পুনরাবৃত্তি করলো। 'কী সেটা? অর্থ? এক কাপ চিনি? বিশেষ ধরনের কারো মাথার চুল? এসব নিশ্চয় তুই চাইছিস না।'

'মেটজকার বকবক থামা,' টেড বললো। 'জেমস কী হাতাতে চাইছিস বল দেখি?'

জেমস আবার একটা বড় শ্বাস নিয়ে ঝট করে বললো, 'টাবিথা করসিকার ব্রুমস্টিক।'

ড্যামিয়েন জ্যুসে চুমুক দিতে গিয়ে কেশে ফেললো। বাকি গ্রেমলিন সদস্যরা চোখ বড় বড় করে তাকালো জেমসের দিকে। কেবলমাত্র টেড ছাড়া। সাব্রিনা চাপা স্বরে জানতে চাইলো, 'কী জন্য জানতে পারি কি? আজ রাতেই তো গ্রিফিন্ডর আর র‍্যাভেনক্ল এর খেলা। সেটাই কারণ নাকি? তুই কি চাইছিস গ্রিফিন্ডরদের জেতার আশাটাকে নষ্ট করতে? আমি মানছি যে ওর ঝাড়ুটায় কিছু একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু এভাবে চিটিং করাটা তোর ঠিক নয় জেমস।'

'না এর সাথে ম্যাচের কোনো সম্পর্ক নেই,' জেমস বললো। 'সব খুলে বলার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আমার অনুমতিও নেই এই ব্যাপারটা সবাইকে খুলে বলার। ম্যাকগোনাগল ম্যাম আমাকে এ ব্যাপারে একটা কথাও বলতে নিষেধ করেছেন।'

BanglaBook.org

পেট্রা বললো, 'যতটা বলা সম্ভব সেটাই বল তাহলে।'

'ঠিক আছে। জেইন আর র‍্যালফ আমাকে সাহায্য করবি। যদি তোদের মনে হয় আমি কিছু মিস করে যাচ্ছি। শুনতে ব্যাপারটা আজব লাগবে হয়তো কিন্তু তবুও বলছি।' তিনজন মিলে এরপর ওদের সামনে শোনালো মারলিন ষড়যন্ত্রের পুরো কাহিনী। মাদাম ডেলাক্রয়কে লেকের ওপর দেখা থেকে শুরু করে লুক্কায়িত দ্বীপের রহস্য। তারপর বললো র‍্যালফ আর জেমসের কাছে ভুতুড়ে ড্রায়াডের মারলিনের পোশাক ফেরত চাওয়ার অংশটাও। সাথেই জানালো কিভাবে ওরা প্রফেসর জ্যাক্সনের কাছে থেকে পোশাকটা হাতিয়েছে। জেমসের ভয় হচ্ছিল এতো খাপছাড়া ভাবে ওরা সব ঘটনা বলছে যে গ্রেমলিনরা ঠিকঠাক বুঝতে পারছে কিনা। টেড মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল খেতে খেতে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে। বাকি গ্রেমলিন সদস্যরা মাঝে মাঝেই ছুঁড়ে দিচ্ছিল প্রশ্ন। যাতে মিশে থাকছিল সন্দেহ, উৎকণ্ঠা এবং উত্তেজনা।

ড্যামিয়েন ভুরু কুঁচকে বললো, 'তোরা এতদিন ধরে এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলি আর আজ এসব জানাচ্ছিস আমাদের?'

'আমি তো বললামই, ম্যাকগোনাগল ম্যাম আমাদের বারণ করেছিলেন লুক্কায়িত দ্বীপ বিষয়ে কাউকে যেন কোনো কথা না বলি,' জেমস গম্ভীর গলায় বললো। 'তাছাড়া আমাদের কেন জানি না মনে হয়েছিল তোমরা এসব বিশ্বাস করবে না। আমাদের নিজেদেরই প্রচুর সময় লেগেছে পুরো ব্যাপারটাকে ঠিকঠাক বুঝতে। আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো আমি কী বলতে চাইছি। এবার বলো তোমাদের মতামত?'

সাব্রিনা ভুরু উঁচিয়ে বললো, 'আমার কাছে সবটা পরিষ্কার নয়। ঘটনাগুলো একে ওপরের সাথে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে এটা বুঝতে পারছি। ডিবেট চলাকালীন সময়ে আতশবাজির খেলা দেখানো এক জিনিস। আর এই স্কুলের অন্যতম ভয়ানক জাদুকরী, এটা একেবারেই আমার নিজস্ব মত। তার এলাকায় গিয়ে তারই ব্রুমস্টিক হাতিয়ে আনা একেবারেই আলাদা ব্যাপার। মানে চুরি কথাটা এর সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।'

জেইন বললো, 'একে আমরা চুরি তখনই বলতে পারি যখন প্রমাণিত হবে আমাদের কথা মিথ্যে। যদি টাবিথার ঝাড়ুটা সত্যিই মারলিনের জাদুছড়ি হয় তাহলে ওটা মোটেই ওর নয়। আমিও জানি না ওটা কার। সেটা কোনো ব্যাপার না। একদিক থেকে টাবিথাও তো তাহলে ওটা চুরি করে বেআইনি ব্যবহার করছে।'

দামিয়েন তবু পুরো সন্তুষ্ট হতে না পেরে বললো, 'ঠিক আছে, যদি ধরেও নিই টাবিথা কাজটা করেছে, তাহলে আমরাই একমাত্র যারা ব্যাপারটা জানি। যদি ও আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে হেডমিস্ট্রেসের অফিসে যায় তাহলে আমরা কী উত্তর দেবো? আমরা জানি না ও কার কাছ থেকে ওটা চুরি করেছে। যদি ওটা সব সেরা জাদুকরের জাদু ছড়ি হয় তাহলে ওটা করসিকার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে জগতের আমারা ঠিক কী ভালোটা করতে চলেছি? ওটা তো একটা মরা প্যাঁচার মতো ওড়া ছাড়া আর কিছুই করে না।'

BanglaBoi.org

'সত্যি না হওয়ার কী আছে?' র‍্যালফ বললো। 'যদি বাকি সব সত্যি বলে ধরে থাকি তাহলে এটাও সত্যিই।'

নোয়া একটু বিকৃত হাসি হেসে বললো, 'কথাটা কে বলছে দেখতে হবে এবার। একজন স্লিদারিন।'

র‍্যালফ চোয়াল শক্ত করে বললো, 'এ কথার মানেটা জানতে পারি কি?'

জেমস মাথা নাড়লো, 'র‍্যালফ ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না। ও তোর পেছনে লাগছে। এখানে আসল কথাটা হলো যদি আমাদের কথা সত্যিও হয় তবু সেটা প্রমাণ করার সুযোগ নেই। আমি চাইছি না তোমরা কেউ এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো। আমি শুধু বলতে চাই যদি এটা সত্যি হয় তাহলে চুরির দায়ে ম্যাকগোনাগল ম্যামের অফিসে যাওয়াটা খুব সাধারণ ব্যাপার। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি চাও এ ব্যাপারে জড়াতে না চাও আমি মোটেও জোর করবো না। জানি এটা ঝুঁকির কাজ। এর কারণে দারুণ রকমের একটা ঝামেলায় আমরা জড়িয়ে যেতে পারি। আমাদের সেরা চেষ্টা করে আমরা সফল না-ও হতে পারি।'

'এবার তুই একটু বকবক করাটা থামা,' নোয়া বললো, 'ভুলে যাস না কাদের সামনে কথাগুলো বলছিস। গ্রেমলিনদের সামনে।'

পেট্রা সোজা হয়ে বসলো। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিলো, 'মোদ্দা কথা যদি জেমস, র‍্যালফ আর জেইনের কথা ভুল হয়, আমরা কালকেই সেটা জানতে পেরে যাবো। যদি করসিকার ঝাড়ু ধার মানে হাতিয়ে আনতে পারি, আমরা ওটা ফেরত দিতেও পারবো কোনো না কোনোভাবে। সম্ভবত কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই। তাতে কোনো ক্ষতি বা পেনাল্টি হবে না বলেই আমার ধারণা। সবাই ধরেই নেবে এটা একটা কুইডিচ খেলা নিয়ে করা দুষ্টুমি। এভাবেও তো ভাবা যেতে পারে। কিন্তু যদি ওদের গল্প সত্যি হয়ে ঝাড়ুটা আসলে মারলিনের জাদু ছড়ি হয়, তাহলে কাউকেই হেডমিস্ট্রেসের অফিসে যেতে হবে বলে মনে হয় না।'

সাব্রিনা কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'কেন যেতে হবে না?'

'কারণ ধরার জন্য টাবিথা অনেক গভীর জলের মাছ,' নোয়া বললো চিন্তামগ্ন কণ্ঠে। 'যদি টাবিথা এই ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে থাকে এবং জাদুছড়ির দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হয়, তাহলে নিশ্চিত ভাবে ওকে দারুণ কোনো শাস্তি পেতে হবে। এরকম কাজের পরিকল্পনা যারা করে তারা এ ধরনের ভুলকে সহজে ক্ষমা করে না, এটা বোঝা কঠিন নয়। এমনও হতে পারে যে আমরা আর ওর দেখাই পাবো না।'

পেট্রা বিড়বিড় করে বললো, 'এটা কেবলমাত্র একটা আশা।'

টেড নিজেকে একবার ঝাঁকিয়ে নিলো। 'সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি। আপাতত সব কিছু আমাদের সামনে পরিষ্কার, শুধু আমার দিক থেকে একটাই চিন্তার বিষয়। আর সেটার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি জেমসের কথায় বিশ্বাস করতে পারি? আমি নিজে জেইন আর র‍্যালফের কথা বলতে পারবো না কিন্তু জেমস আমার চোখের সামনে বড় হয়েছে। ও হয়তো মাঝে মাঝে গোঁয়ার্তুমি করে কিন্তু ওর সততা

BanglaBook.org

নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র প্রশ্ন নেই। সাথে ও আমার গডফাদারের ছেলে। আর তোরা সেই মানুষটাকে তো ভালোভাবেই চিনিস। কি তাই তো ? আমি ওর জন্য এই ছোট্ট ঝুঁকিটা নিতে তৈরি। এর কারণ শুধু এটা নয় যে ও আমার পরিবারের অংশ, কারণটা হলো ও একজন পটার। ও যদি বলে এই লড়াইটা দরকারি. তাহলে জানিয়ে রাখছি আমি একপা এগিয়ে রাখলাম ওর সাথে থাকার জন্য।'

'দারুণ বলেছিস বাপরে,' নোয়া বললো চাপা স্বরে, টেডের পিঠে চাপড় মেরে। 'সাথে এটা ভুললে চলবে না এর মাধ্যমে আমরা টাবিথা করসিকার কাছে হারটাকে সমান করে নিতে পারবো।'

সাব্রিনা বললো, 'এটা করতে পারলে আজ রাতের কুইডিচ ম্যাচটাও সঠিক মানের হবে।'

ড্যামিয়েন মিচকি হেসে বললো, 'যখন ও আকাশে ওপরে থাকবে তখনই ঝাড়ুটা কেড়ে নিতে পারবো বোধহয় যেনতেন ভাবে।'

'আমিও সেটাই বলেছি!' জেইন সমর্থনের কণ্ঠে বললো।

পেট্রা ধমকের স্বরে বললো, 'তোরা দুটোই পাগল। একেবারে ওর মতোই বদমাইশ।'

জেইন থমথমে গলায় বললো, 'আমরা ওকে মেরে ফেলতে চাইছি না। চাইছি কয়েকশ ফুট ও পড়তে থাকুক ওপর থেকে। রিডকালি নিশ্চিতভাবে ওকে শেষ মুহূর্তে মাটিতে আছড়ে পড়া থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। ঠিক যেমনটা র‍্যালফিনেটর করেছিল জেমসের জন্য। এরপর তুমি আমাদের রাক্ষস বলে ভাবতে চাইলে ভাবতেই পারো।'

টেড জানতে চাইলো, 'তাহলে আমরা সবাই এই কাজটার পক্ষে?' সকলেই মাথা ঝুঁকিয়ে সমর্থন জানিয়ে চাপা গলায় কথা বলা শুরু করলো।

র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'এটা দারুণ ব্যাপার যে আমরা সবাই এক সাথে এটা করতে চলেছি। কিন্তু কাজটা কিভাবে শুরু করবো আমরা?'

টেড হেলান দিয়ে বসে ওপরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থুতনিতে আঙুল দিয়ে ঠুকতে শুরু করলো। একসময় একটা হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। 'কারোর কোনো আইডিয়া আছে আজ রাতে কিরকম আবহাওয়া হতে পারে?'

***

সেরকম কিছুই নেই যা করার জন্য গ্রেমলিনদের প্রস্তুতি নিতে হবে। লাঞ্চের পর সাব্রিনা আর নোয়া চললো বেজমেন্টের দিকে হাউজ এলফদের সাথে কথা বলার জন্য। জেমস আর টেড বিকেলের দিকে একটা ক্লাস ফাঁকা পেয়ে লাইব্রেরীতে সময় কাটালো বিশাল বিশাল কিছু বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়ার স্পেল বিষয়ক বই পড়ে।

টেড বললো, 'এসব পেট্রার বিষয়, সত্যি বলছি। আজ বিকেলে যদি ওকে ডিভাইনেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে না হতো আমাদের পক্ষে কাজের কাজ হতো।'

জেমস একটা লেখার ওপর চোখ বুলিয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে আমাদের দরকারি জিনিস আমার পেয়ে গেছি, কি বল?'

BanglaBook.org

'মনে হয়,' টেড হালকাচ্ছলে উত্তর দিয়ে একটা বিরাট মাপের কাগজ ভাঁজ করলো। মিনিটখানেক পর জেমসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়াটা তোর কাছে খুব কঠিন ব্যাপার, তাই না?'

জেমস টেডের দিকে তাকালো, তাকালো ওর চোখের দিকে, সেখান থেকে কাছের এক জানালার দিকে, 'হ্যাঁ, একটু কঠিন তো বটেই। আমি জানতাম না ঠিকঠাক বোঝাতে পারবো। আমি এটাও জানতাম না তোমরা ওটা বিশ্বাস করবি কিনা?'

টেড ভুরু ওপরে তুলে বললো, 'শুধু এই?'।

'দ্যাখ...' জেমস বলতে শুরু করেও থেমে গেল। হাতের কলমটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললো, 'না আমারও তা মনে হয় না। এটা অনেকটা কী বলবো... অনেকটা সেইরকম কাজ যা আমি নিজে করতে চেয়েছি। অস্বীকার করবো না জেইন আর র‍্যালফ প্রচুর সাহায্য করেছে। ওরা প্রথম থেকে আমার সাথে থেকেছে। কিন্তু তবুও। আমাদের মধ্যে আমিই এটা নিয়ে বেশি ভাবলেও আসলে আমরা তিনজনেই কাজটা করতে পেরেছি। আমি ওটাকে রুপ দিতে পেরেছি। এর অনুভূতিটা অনেকটা...' থেমে গেল জেমস, বুঝতে পারলো ও যেটা বলতে চাইছে, সেটা আশ্চর্য ধরনের কথা।

টেড জানতে চাইলো, 'অনেকটা কিসের মতো?'

জেমস দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললো, 'অনেকটা পরাজয়ের মতো। মানে আমরা যদি তিনজন এটা করতে না পারি, তাহলে আমরা তো আসলে হেরেই গেলাম।'

'তোরা তিনজন। ঠিক যেমন তোর ড্যাড, রন আর হারমাইওনি।'

জেমস তাকালো টেডের দিকে। 'কী? না...না...' বললো বটে কিন্তু ওর নিজেরই মনে হলো কোনো জোর নেই কথাটায়।

'আমি এমনিই বললাম,' টেড জানালো। 'এরকম ভাবলে একটা মানে দাঁড়ায় কিনা তাই। এভাবেই তো তোর ড্যাড কাজ করেছিলেন। উনি ছিলেন অনেক বড় মাপের একজন, যিনি এই বিশ্বের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। সেই বোঝা বহনের কষ্ট কাউকে পেতে দিতে চাননি। কেবলমাত্র নিজে, রন আর হারমাইওনি। কিন্তু জানিস আশেপাশে অনেক মানুষ আছে যারা তোকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। মাঝে মাঝে তারা সেটা করেনও। কিন্তু সেটা করার জন্য তাদেরকে ঠিকঠাক উস্কে দিতে হয়।'

জেমস চাপা স্বরে বললো, 'তুমি স্নেইপের মতো কথা বলছ।' এই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা অস্বস্তির অনুভূতি ওকে ঘিরে ধরছে।

টেড উত্তরে বললো, 'দ্যাখ মানি বা না মানি ওই হামবড়া ভাব নিয়ে থাকা বুড়ো স্নেইপও হয়তো সঠিক কথাই বলেন মাঝে মধ্যে।'

দু চোখে জল আসছে এরকম একটা অনুভূতিতে অবাক হয়ে জেমস বললো, 'বাদ দে উনার কথা।' কয়েকবার চোখ পিটপিট করে জলটাকে সামলে নিয়ে পুনরায়

BanglaBook.org

বললো, 'উনি সত্যি করেই সাহায্য করার জন্যেই ছিলেন তাই না? দু পক্ষেই যাতায়াত বজায় রেখে। পরিষ্কার করে কাউকেই বুঝতে দেননি ওর আনুগত্য আসলে কোন দিকে। আর সেটা করতে গিয়ে সব গণ্ডগোল বেঁধেছিল, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল সকলের বুঝতে। এর জন্য কি তুই আমার ড্যাডকে দায়ী করতে পারিস? ঠিক এই জন্যই আমিও ওকে বিশ্বাস করতে পারিনা। হয়তো আমার ড্যাড অনেক কাজ করেছিলেন রন আঙ্কল আর হারমাইওনি আন্টিকে সাথে নিয়ে। বোধহয় তার দরকারও ছিল। তাই না? ওরা জিতেছিলেন। উনি এমন দুজনকে সাথে পেয়েছিলেন যাদের উনি সবসময় বিশ্বাস করতে পারতেন। আমিও পেয়েছি সেরকম দুজনকে। আমার সাথে আছে র‍্যালফ আর জেইন। সে কারণেই আমিও ড্যাডের মতই ভালো ফলের আশা করি। কিন্তু এটাও জানি আমি ড্যাডের মতো নই মোটেই। অতএব আমার সাহায্য দরকার।' আরো অনেক কথা বলার ছিল জেমসের, কিন্তু ও থেমে গেল। কারণ সাজিয়ে গুছিয়ে যে বলতে পারছে না সেটা বুঝতে পারছিল। এটাও বুঝতে পারছিল না আর কিছু বলা উচিত কিনা।

টেড অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন চোখে জেমসের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বললো, 'আসলে এটা তোর ড্যাডের বিশাল ছায়ার তলায় দিন কাটানোর প্রশ্ন, ঠিক কিনা বল?' জেমস কোনো উত্তর দিলো না। একটু পরে টেড আবার বলতে শুরু করলো, 'আমি আমার ড্যাডকে জানা বা বোঝার সুযোগই পাইনি। উনি এখানেই মারা গিয়েছিলেন, এই স্কুল চত্বরে। সাথেই মামও। ওরা অংশ নিয়েছিলেন ব্যাটল অফ হগওয়ার্টসে। তোকে আর কী বলবো। সবই তো জানিস। তুই হয়তো ভাববি যে সমস্ত মানুষদের চেনাজানার সুযোগ হয়নি তাদের প্রভাব অনুভব করা যায় না। কিন্তু সেটা সত্যি না। আমি ওদের মৃত্যুর প্রভাব অনুভব করি। মাঝে মাঝে তো এটাও অনুভব করি ওরা এখানেই আছেন। মানে বলতে চাইছি যে বুঝতে পারি ওরা কী ভাবছেন? দুজনেই চলে গেলেন এক মহান যুদ্ধে অংশ নিতে। বাড়িতে থেকে গেল ওদের সন্তান। তোর কি মনে হয় এটা দায়িত্বের পরিচায়ক? আমার তো মনে হয় না।' টেড এবার সেই জানালাটার দিকে তাকালো যেটার দিকে একটু আগে জেমস তাকিয়েছিলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তবে হ্যাঁ এটা বলতেই পারি আমি ওদের জন্য গর্ব অনুভব করি। একদা কোনো একজন বলেছিলেন তোমার মৃত্যুর কারণটা যদি দামি না হয় তাহলে জীবনটাই বৃথা। মাম আর ড্যাড সেরকম একটা দামি মৃত্যুবরন করেছেন। আমি তাদেরকে হারিয়েছি বদলে একটা সম্মানের ভাগীদার হয়েছি। যে সম্মানটা অতি মূল্যবান, কি বলিস?' আবার জেমসের দিকে তাকালো টেড, সরাসরি মুখের দিকে। জেমস সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নামালো, ভাষা খুঁজে পেলো না কিছু বলার। টেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'এই কথাগুলো বললাম, কারণ আমার ড্যাড নিশ্চিত আমাকে কিছু একটা করার জন্য পেছনে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন।'

BanglaBook.org

অন্তত এক মিনিট চুপ করে থাকলো টেড। নিজের সাথে নিজের মনের জগতে একটা টানাপোড়েন সামলানোর জন্য। তারপর বললো, 'ড্যাড একজন ওয়ারউলফ ছিলেন। আমার কাছে এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তুই এটা জানতি না বোধহয়?

জেমস নিজের চমকে যাওয়া মুখাবয়ব না দেখানোর চেষ্টা করলো। ও জানতো রেমাস লুপিনের একটা রহস্যজনক ব্যাপার ছিল। যা কোনোদিন ওর সামনে আলোচিত হয়নি। জেমস শুধু এটা জানতো যে রেমাস ছিলেন সিরিয়াস ব্ল্যাক, প্রথম জেমস পটার আর পিটার পেট্টিগ্রু এর বন্ধু। শেষ লোকটি ওদের সাথে বিশ্বাসঘাতকটা করেছিল। জেমস জানতো ওর ড্যাডের সময়ে রেমাস এই স্কুলে এসেছিলেন শিক্ষকতা করার জন্য। রেমাস লুপিন ওর ড্যাডকে শিখিয়েছিলেন কী করে পেট্রোনাস চার্ম আহ্বান করতে হয়। রেমাসের অতীতের সব কিছু কেন অত গোপন? কী তার বিশেষত্ব? উনি তেমন বিশেষ কোনো সাংঘাতিক ঘটনার সাথে যুক্ত ছিলেন না বলেই জেমস অনুমান করেছিল। সে মনে করতো অল্প বয়সে ডার্ক আর্টের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে টেডের বাবা আজকাবানে বন্দী ছিলেন কিছু দিনের জন্য। কিন্তু এটা জেমস কখনোই ভাবতে পারেনি যে রেমাস ওয়ারউলফ ছিলেন।

জেমস চমকে যাওয়ার ভাবটা প্রকাশ করতে না চাইলেও টেড কিন্তু বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। 'চমকানোর কিছু নেই, এটা সত্যিই দারুণ রকমের সিক্রেট। কয়েক বছর আগে, আমার ঠিকঠাক বোঝার মতো বয়েস হওয়ার পর তোর ড্যাড আমাকে এ বিষয়ে খুলে বলেছিলেন। গ্র্যান্ডমাম অবশ্য কখনো এ নিয়ে একটাও কথা বলেননি। আজও বলেনা। আমার মনে হয় উনি ভয় পান। ব্যাপারটা যা ছিল সেটার বিষয়ে নয়, বরং...যাকে বলে, কী হতে পারে এটা ভেবে।'

জেমস একটু ভয়ের সাথেই প্রশ্নটা করলো, 'কী হতে পারে মানেটা কী টেড?'

টেড কাঁধ উঁচু করে বললো, 'তুই তো জানিস ওয়ারউলফ ব্যাপারটা কী। ওরকম হতে পারার দুটো উপায় আছে। হয় তোকে ওয়ারউলফ কামড়াবে অথবা তোর জন্ম হবে ওরকম কারো সম্পর্ক থেকে। অবশ্য এটাও ঠিক করে কেউ জানে না কেবলমাত্র বাবা বা মা ওয়ারউলফ হলে কী হয়। হ্যারি আমায় বলেছিলেন ড্যাড নাকি খুশি হতে পারেননি মামের পেটে আমার আসার খবরটা শুনে। ভয় পেয়েছিলেন বুঝতে পারছিস বোধহয়? উনি চাননি উনার সন্তান ওঁর মতোই হোক। যাকে বাঁচতে হবে সমাজের অংশ না হয়ে, অভিশপ্ত হয়ে, ঘৃণার পাত্র হয়ে। উনি মামকে বিয়ে করতেও চাননি, কারণ মামের দাবি ছিল সন্তানের। ড্যাডের ভয় ছিল উনার অভিশপ্ত জীবনের ছাপ পড়বে আগত সন্তানের ওপর। আমি যখন জন্ম নিলাম আমার মনে হয় সকলেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কারণ আমি ছিলাম একেবারে স্বাভাবিক। হ্যাঁ, মায়ের মেটামরফম্যাগাস শক্তি পেয়েছিলাম। শুনেছি ছোটবেলায় আমার চুলের রঙ

BanglaBook.org

পলকে পলকে বদলে যেত। এটা অবশ্য গ্র্যান্ড ম্যাম হাসতে হাসতেই বলে থাকেন। জানিস আমি এখনো এটা করতে পারি, সাথে আরো কিছু। যদিও সেসব আমি করি না। একবার যদি তুই জানতে পারিস তোর এই ধরনের ক্ষমতা আছে তাহলে সেটা বেশি মানুষ জানুক তুই মোটেই চাইবি না। আশা করছি আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছিস। সেখান থেকেই আমি বুঝতে পারি ড্যাড মারা গেছেন চিন্তা মুক্ত হয়ে। উনি জেনে গেছেন আমি স্বাভাবিক, সামান্য কিছু ব্যাপার ছাড়া। এর জন্য আমি গর্বিত।' টেড আবার জানালার দিকে তাকালো। বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে জেমসের দিকে তাকালো। 'হ্যারি আমায় বলেছেন কিভাবে তোর দাদু প্রথম জেমস পটার, সিরিয়াস ব্ল্যাক আর পেট্রিগ্রু সবসময় ড্যাডের সাথে থাকতেন। যখন পূর্ণ চাঁদের আলোয় ড্যাড বদলে যেতেন পশুতে। ওরা ওকে পাহারা দিতেন যাতে মানব জগতের সাথে কোনো সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। আমার তো প্রথমে শুনে মনে হচ্ছিলো ব্যাপারটা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর ও মজার। কারণ মাগলদের গল্প পড়ে পড়ে ধারণা হয়েছিল ওয়ারউলফরা সব হ্যান্ডসাম, আবেদনময় এবং রহস্যজনক। আমি তো মনে মনে চাইছিলাম আমি যেন ওয়ারউলফ হতে পারি। আর তারপরই... টেড থেমে গেল, একটা টানাপোড়েন ওর মনে। কণ্ঠস্বরের মাত্রা অনেকটাই কমিয়ে বললো, 'আসলে, ব্যাপারটা হলো, কেউ ঠিকমতো জানেই না ওয়ারউলফদের আচরণ কেমন, জানে কি? আমি এটা নিয়ে বেশি ভাবিইনি কখনো। কিন্তু, গত বছর...গত বছর, আমার অনিদ্রা শুরু হয়েছে। সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয় কি বলিস? কিন্তু যদি সেটা স্বাভাবিক অনিদ্রা না হয়। আমার ঘুম হচ্ছিল না, তার কারণ খাটাখাটনি কম হওয়া নয় মোটেই। আমি...আমি...' থেমে গেল টেড, হেলান দিয়ে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলো একদৃষ্টে।

'এই টেড,' জেমস ডাকলো, আওয়াজে ভয় ও হতভম্বতা মেশানো, জানেনা কী তার কারণ। 'তোর এসব কথা আমাকে বলার দরকারণ ছিল না। ভুলে যাও সব কিছু। ওটা কোনো ভাবার ব্যাপার নয়।'

'না,' টেড উত্তর দিলো জেমসের দিকে পুনরায় তাকিয়ে, 'আমার দরকার ছিল তোকে বলার। যতটা আমার নিজের জন্য ততটাই তোর জন্যও। কারণ এটা আমি এখনো কাউকে বলিনি, গ্র্যান্ডমামকেও না। আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি কাউকে বলতে না পারি তাহলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আমি কেন ঘুমাতে পারছিলাম না জানিস, কারণ আমার দারুণ ক্ষিধে পাচ্ছিলো। ক্ষিধের অনুভূতি! আমি ক্ষুধার্ত! বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে এই অনুভূতিটা আমার প্রথম হয়, নিজেকে বোঝাতে চেয়েছিলাম এটা একটা পাগলামো ছাড়া আর কিছু না। আমি তো পেটভরে ডিনার করেছি, যেমন রোজ করি। কিন্তু নিজের মনকে যাই বলি না কেন আমার পাকস্থলী জানান দিচ্ছিলো ওর খাবার দরকার। আর সেটা সাধারণ কোনো খাবার নয়। সে চাইছে মাংস। কাঁচা মাংস। হাড়ের গা থেকে ছিঁড়ে নিতে হবে। বুঝতে পারছিস আমি কী বলছি?'

BanglaBook.org

জেমস ভালোই বুঝতে পারলো, 'ওই দিন...' বলতে শুরু করে গলাটা একবার ঝেড়ে নিলো। 'ওই দিন কি পূর্ণিমা ছিল?'

টেড গম্ভীরভাবে ধীরে মাথা নাড়লো ইতিবাচক ভাবে। 'এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে গত বছর স্কুলের শেষ দিনগুলোতে আমি গ্রেটহলের তলার রান্না ঘরে যেতে শুরু করি, যেখানে এলফরা কাজ করে। ওদের একটা বিরাট মাংসের লকার আছে ওখানে। আমি শুরু করি... আশা করি বুঝতেই পারছিস। আমি খেতে থাকি। একটা সাংঘাতিক রকমের পরিণতির দিকে যাচ্ছে বুঝতেই পারছি।' টেড কেঁপে উঠলো, সাথে সাথেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'যাই হোক, আসল কথা হলো, আমি ওয়ারউলফে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে পারতে পারবো না। আমার ড্যাডও আমাকে একটা ছায়া দিয়ে গেছেন জীবনভর বয়ে বেড়ানোর জন্য। কি বলিস? আমি মোটেই এর জন্য উনাকে দায়ী করছি না। শুধু এটা জানি, এটার সবচেয়ে খারাপটা কী হতে পারে। সেটা অবশ্য খুব একটা খারাপ কিছু না। এটা আমাকে কুইডিচ খেলার ক্ষেত্রে ভালোই সাহায্য করছে। কিন্তু...এটা একটা ভয় পাওয়ার মতোই ব্যাপার। আমি জানিনা এটাকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এটা নিয়ে আর কারোর সাথে আলোচনাও করতে পারছি না। মানুষ...' টেড ঢোক গিলে জেমসের দিকে তাকালো। 'মানুষ ওয়ারউলফদের মোটেই ভালো চোখে দেখে না।'

জেমস বুঝতে পারছে না টেডের কথাকে সমর্থন করবে না কি করবে না। কারণ এটা নয় যে কথাটা অসত্য, কারণ এটা যে ও নিশ্চিত হতে পারছে না টেডের এ ব্যাপারে ও আর সায় দেবে কিনা। বললো, 'আমার ড্যাড তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে এটা বলতে পারি। আর আমার দিক থেকে বলতে পারি আমি একটুও ভয় পাচ্ছি না তোমাকে, সে তুমি ওয়ারউলফ হও বা না হও । আমি তোমাকে ছোট থেকে চিনি। আচ্ছা আমরা দুজন তো এ ব্যাপারটার একটা সমাধান ববের করতে পারি। যেভাবে তোর ড্যাড আর উনার বন্ধুরা করতেন। উনার একজন জেমস পটার ছিল, তোমারও একজন জেমস পটার আছে।'

টেড হাসলো, আর সেটা একটা সত্যিকারের হাসি। 'তোর মাংসের স্বাদ মোটেই ভালো না। আমার মোটেই খেতে ভালো লাগবে না। শিখে নে তো কিভাবে নিজেকে বিশাল মাপের কুকুরে বদলে নেওয়া যায়। যেভাবে সিরিয়াস ব্ল্যাক করতেন। তাহলে হয়তো ওয়ারউলফ হওয়াটা তত খারাপ লাগবে না। দুজন মিলে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াবো। ধুসসস! কথা বলতে বলতে আমি তো ভুলেই গেছি আসল কথাটা, যেটা বলার জন্য তোকে এসব বললাম।' টেড সামনের দিকে ঝুঁকে এলো, সিরিয়াসভাব মুখে। 'তুই বড় হচ্ছিস তোর ড্যাডের ছত্রছায়ায়, ঠিক আমার মতোই। আমিও ঠিক করতে পারছি না আমি আমার ড্যাডের মতো হবো কিনা। কিন্তু তুই সিদ্ধান্ত নিতেই পারিস। জেমস তোরটা কোনো অভিশাপ নয়। তোর ড্যাড একজন বিরাট মাপের

BanglaBook.org

মানুষ। খুঁজে নে ওর ভালোগুলো আর সেগুলোর আত্মস্থ কর। অবশ্য যদি তুই চাস তবেই। অন্য দিকটাও আছে, সেটাও তোর হাতে, তাই না? হয় চেপে ধর নয় ছেড়ে দে। অনেক জায়গা আছে যেগুলো বেছে নিয়েও তুই সেরা হতে পারিস। তোর ড্যাড অন্যদের সাহায্য বেশি নিতে পছন্দ করতেন না, করতেন কি? কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে উনার সাহায্যের দরকার ছিল না। তুই আমাদের সাহায্য চেয়েছিস এর অর্থ আমার কাছে এটা নয় যে তুই ওর চেয়ে কোনো অংশে কম। এটার অর্থ তুই এটা শিখেছিস যেটা উনি শিখতে পারেননি। আর এটাই তোকে তোর ড্যাডের কপি হওয়া থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে। আমার তো মনে হয় এটা খুবই ভালো একটা দিক। তুই আমাকে টাবিথা করসিকার কাছ থেকে কিছু একটা হাতানোর সুযোগ করে দিয়েছিস বলে এসব মোটেই বলছি না।'

জেমস বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না। ফ্যাল ফ্যাল করে টেডের দিকে তাকিয়ে থাকলো শুধু। বুঝতেও পারছে না টেড যা বললো সেগুলো সত্যি না মিথ্যে। শুধু এটুকুই বুঝতে পারছে ও নিজে অবাক হয়েছে। সাথে হয়েছে কৃতজ্ঞ, আর সেটা ইতিবাচক অর্থে। কারণ টেড বলেছে ওর গুণের কথা। সামনে রাখা বড় বইটা সশব্দে বন্ধ করলো টেড।

বললো, 'এবার চল দেখি, এই তথ্যগুলো কমনরুমে দিয়ে আসি যাতে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে পেট্রা এগুলো দেখার সুযোগ পায়। এর সঠিক ব্যবহার করতে একমাত্র ও-ই সাহায্য করতে পারে। নাহলে সব জলে যাবে। ডিনারের আর এক ঘণ্টা বাকি আছে, তারপর বাকি রাতটার জন্য আমাদের কাছে কোনো প্রস্তুতি থাকবে না। জানি না আমার কথাগুলো বুঝতে পারছিস কিনা।'

***

শেষ কুইডিচ ম্যাচের আগের বিকেলটা যথেষ্টই ঠাণ্ডা আর কুয়াশায় ভরে আছে। আকাশে ধুসর রঙের মেঘের চাদর। সেন্ট লোকিমাগাস দ্য পারপেচুয়ালি প্রোডাক্টিভ এর স্ট্যাচুর পেছনের টানেল ধরে অযাচিত রকমের গম্ভীর আর নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রেমলিন বাহিনী। ওরা ইকুইপমেন্ট ছাউনীর তলায় পৌঁছালো। টেড হাঁটার গতি কমিয়ে আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে গেল। রিডকালি সম্ভবত ইতিমধ্যেই তার কুইডিচের ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু সাবধান হতে দোষ কোথায়! টেড চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। কিছু ধুলো ভর্তি তাক আর কিছু ভাঙা ঝাড়ু ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। বাকিদের ইশারা করলো পেছন পেছন আসার।

'ইটস অল ক্লিয়ার। আমরা এখানে নিশ্চিত ভাবে সুরক্ষিত, রিডকালিও চলে গেছেন। উনিই একমাত্র মানুষ যিনি এই ছাউনী ব্যবহার করেন।'

র‍্যালফ সিঁড়ি দিয়ে উঠে চারদিকটা কৌতূহলের সাথে দেখলো। জেমসের মনে পড়লো সেই প্রথম রাতে গ্রেমলিনদের সাথে উকেট এর অভিযানে র‍্যালফ ছিল না।

BanglaBook.org

'এটা একটা জাদু সুড়ঙ্গ। এটা এক তরফা কাজ করে।' ফিসফিস করে র‍্যালফকে বললো। 'আমরা এটা ধরে আবার ফিরে যেতে পারবো কারণ আমরা ওই পথে এসেছি। কিন্তু যারা সামনের দিক দিয়ে ছাউনীতে ঢুকবে তারা যেতে পারবে না। তারা এই পথ দেখতেই পাবে না।'

র‍্যালফ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'কুল। জেনে ভালো লাগলো।'

একমাত্র ঝাপসা জানালাটার কাঁচে চোখ রাখলো জেমস, র‍্যালফ আর সাব্রিনা। দেখতে পেলো কুইডিচের মাঠটাকে। সাথে তিনটে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড, যেগুলো ব্যানার হাতে সমর্থক শিক্ষার্থী দর্শকদের দ্বারা ইতিমধ্যেই ভরে উঠতে শুরু করেছে। বাইরে অপ্রত্যাশিত ঠাণ্ডা তবুও উৎসাহে কমতি নেই। র‍্যাভেনক্ল আর স্লিদারিনের দলের খেলোয়াড়রা পিচের দুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের ক্যাপ্টেন রা রিডকালির সাথে করমর্দন সেরে চিরাচরিত নিয়ম কানুন শুনছে।

সাব্রিনা চাপা স্বরে বললো, 'আমি এসবের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই হাত মেলানোর ব্যাপারটা। জেইনকে এর জন্য বাহবা দিতেই হবে, ও-ই কথাটা মনে করিয়ে দিলো।'

জেমস মাথা নাড়লো সম্মতির ভঙ্গিতে। এটা জেইনেরই আইডিয়া। ম্যাচ শুরুর আগে কিছু সময়ের জন্য দুদলের খেলোয়াড়রা তাদের ঝাড়ুগুলো রেখে যায় গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের নিচে ওই হাত মেলানোর জন্য। মাথা ঘামিয়ে কথাটা মনে করেছে বটে। এটাই একমাত্র সময় যখন ঝাড়ুর মালিকেরা তাদের নিজস্ব ঝাড়ু থেকে দূরে থাকে।

'সময় হয়ে গেছে,' টেড বললো জেমসের কাঁধে একটা টোকা দিয়ে। 'ওখানে করসিকাকেও দেখা যাচ্ছে।'

জেমস একটা ঢোঁক গিললো, মনে হলো পাথরের একটা বল যেন নেমে গেল গলা দিয়ে। হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে ধড়াস ধড়াস করে। ব্যাক প্যাক থেকে ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটা বের করে একবার ঝেড়ে নিয়ে নিজের আর র‍্যালফের মাথার ওপর চাপালো। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। পেট্রা পেছন থেকে বলে উঠলো, 'আমি তোদের পা দেখতে পাচ্ছি। র‍্যালফ আরো একটু নিচু হতে হবে তোকে।' র‍্যালফ সেটা করতেই জেমস দেখল পোশাকের অংশ ওর পায়ের পাশগুলোকেও ঢেকে দিলো।

'যতটা সম্ভব নিচু হয়ে দ্রুত এগোতে হবে,' টেড জানালো। জিনিসপত্র রাখার এই ছাউনী কুইডিচ মাঠের এক কোনে অবস্থিত। ম্যাচ অফিশিয়ালদের দ্বারা সেট করা ম্যাজিক্যাল বাউন্ডারির ঠিক বাইরেটায়। দরজা থেকে বেরোলে পাশেই স্লিদারিনদের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড।

'আশপাশ ফাঁকাই আছে,' টেড বললো দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে। 'এখন সবাই যেন শুধু মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে, এই দরজার দিকে নয় সেই কামনাই করতে

BanglaBook.org

হবে।' বলেই দরজাটা খুলে পাশে সরে গেল। জেমস আর র‍্যালফ বেরিয়ে গেল। ওরা শুনতে পেল পেছনে দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

বাইরের বাতাস এলোমেলো ভাবে বইছে। মাঠের ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে বয়ে এসে ইনভিজিবিলিটি ক্লোকে মারছে ধাক্কা। পায়ের দিক থেকে উঠিয়ে দিচ্ছে ওপরে।

র‍্যালফ কাতর কণ্ঠে বললো, 'মনে হচ্ছে আমার পা কেউ দেখে ফেলবে।'

'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি,' জেমস বললো মাঠে চিৎকার এর সাথে তাল মিলিয়ে। 'যতটা সম্ভব আমার কাছে আর নিচু হয়ে থাক।'

ইনভিজিবল ক্লোকের পাতলা কাপড়ের ভেতর দিয়ে জেমস দেখতে পেলো স্লিদারিন খেলোয়ারদের ঝাড়ু রাখার ঘরটার দরজার অন্ধকার মুখ। বড় মাপের দরজাটা খোলা আছে হাট করে। দুটো পাল্লা দুপাশে আটকানো আছে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের দেওয়ালের সাথে। একটু দূরেই খেলোয়াড়রা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য পায়ের শব্দও ওদের কানে পৌঁছে যেতে পারে। জেমস দম বন্ধ করে দৌড়ে যাওয়ার ভাবনাটাকে আটকালো। অতি ধীর পায়ে দুই বন্ধু একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা টম স্কোয়ালাসের পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লো ছায়া ভরা দরজার ভেতরে। ভেতরে হাওয়া নেই, অদৃশ্য পোশাকের নড়াচড়া থেমে গেছে। জেমস সন্তর্পণে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ফেললো।

'জলদি জলদি, 'প্রায় শব্দহীন ফিসফিসানিতে বললো, 'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

জেমস জানে গ্রেমলিনরা কী পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু কিভাবে কী হচ্ছে তা ও দেখতে পায়নি। জেইন এখন র‍্যাভেনক্লয়ের দলের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের অপর প্রান্ত থেকে সব কিছু দেখতে পেয়েছিল। সে-ই পরে বলেছিল জেমসকে। টাবিথা আর জেনিফার টেল্লাস, র‍্যাভেনক্ল এর ক্যাপ্টেন, মাঠের মাঝে রিডকালির সাথে দেখা করতে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝ আকাশ থেকে একটা শব্দ সবার কানে আসে। সারা দিন আকাশে ধুসর মেঘ ছিলো, এখন সেখানে, দর্শক ও খেলোয়াড়রা তাকাতেই দেখতে পেলো সব একসাথে প্যাঁক মেরে ঘুরছে। একটা গোলা বানিয়ে সেটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে মাঠের ওপর। তার সাথে শোনা যাচ্ছে গুরুগম্ভীর কাঁপুনির মতো একটানা শব্দ। কেবলমাত্র জেইন ছাউনীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলো টেড আর পেট্রা ছোট্ট জানালাটার পেছনে দাঁড়িয়ে নিজেদের জাদুদণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে মেঘটাকে। হেসেছিল জেইন, তারপর চিৎকার করে বলেছিল, 'কুইডিচ খেলা কখনো আবহাওয়ার গোলযোগের জন্য থেমে থাকে না তাই না জেনিফার?'

কাছের গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে হালকা কিছু হাসির শব্দ ভেসে এসেছিল। জেনিফার একবার জেইনের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই তাকিয়েছিল ওপরে। ওখানে একটা মেঘের সুড়ঙ্গ ভাসছিল। গ্রেমলিনের সদস্য হওয়ার কারণে টেড জেনিফারকে সব

BanglaBook.org

কথাই বলেছিল আগেই। তবু জেইন বলেছিল, যে ভয়ের ছাপ জেনিফারের মুখে ছিল সেটা একেবারে নকল নয়। রিডকালি কী করবে বুঝতে পারছিলেন না। টাবিথাকেও হতভম্ব দেখাচ্ছিল। ও তাকালো মেঘের দিকে, চুল উড়ছিলো শনশন করে। জাদুদণ্ড নিয়েছে হাতে। রিডকালির মুখে একটা দৃঢ় সংকল্পের ছায়া।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান,' ঘোষকের কক্ষ থেকে প্রতি স্ট্যান্ডে প্রতিধ্বনিত হলো ড্যামিয়েনের কণ্ঠস্বর। 'আমারা সম্ভবত স্থানীয় অতি উচ্চমাত্রার কোনো আবহাওয়া গতি বিশেষত্বের সাথে পরিচিত হতে চলেছি। দয়া করে নিজের নিজের আসনে বসে থাকুন। যারা মাঠে আছে তাদের জানাই আপনারাও নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বেন না। যদি না নড়েন, সাইক্লোন আপনাদের ছুঁয়েও দেখবে না।'

দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে বললো, 'ওই ব্যাটা বদ্ধ পাগল দেখতে পাচ্ছিস না নাকি, ওটা একটা ডাইনোসর।'

'ও একই ব্যাপার ভাই,' ড্যামিয়েন চকিতে উত্তর দিলো।

সাব্রিনা আর নোয়া বেড়িয়ে এসেছে ছাউনী থেকে, সামলাচ্ছে নিজেদের ঘুড়ন্ত বাতাসের ঝাপ্টা থেকে। এগিয়ে যাচ্ছে হাফলপাফ স্ট্যান্ডের ছোট্ট কন্সেশন এরিয়াটার দিকে। কাউন্টারের দেখাশোনা করে হাফলপাফের শিক্ষার্থীরাই, কিন্তু খাবারটা বানিয়ে দেয় পেছন দিকে থাকা কিচেনে এলফরা। নোয়া আর সাব্রিনা আর একটু এগিয়ে একটা খোলা দরজার কাছে থামলো।

চিৎকার করে সাব্রিনা বললো, 'আরে তোমরা দেখেছো ওখানে কী হচ্ছে? আবহাওয়ার অবস্থা তো মনে হচ্ছে দারুণ খারাপ তাই না?'

কিচেনের ভেতর থেকে একটা ব্যাজার মুখো এলফ মুখ থেক পাইপ নামিয়ে বললো, 'তা আমাদের কী করতে হবে বলে তোমরা মনে করো অ্যাঁ? নিশ্চয় এটাই চাইছো তাই না, যে আমরা আমাদের কান থেকে ঝড় থামানো পিক্সি ডাস্ট ওদিকে ছিটিয়ে দিই?'

নোয়া দরজার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে চিৎকার করে বললো, 'আমি ভাবছিলাম এল্ভস অফ হগওয়ার্টস কোয়ালিশন এগ্রিমেন্টের সেকশন ফিফটি ফাইভ এর নয় নম্বর প্যারাগ্রাফের কথা। ওখানে লেখা আছে সাঙ্ঘাতিক আবহাওয়ার সময় এইসব মাঠ রক্ষা করার দায়িত্ব এলফদের। বিশ্বাস করো আবহাওয়া সত্যিই ওখানে ভয়ানক হয়ে উঠেছে। তোমরা কি অনুমতি দিচ্ছ তোমাদের হয়ে খেলোয়াড়দের থাকার জায়গাগুলোর দরজা বন্ধ করার? চল সাব্রিনা সেটাই করি।'

এলফটা পাইপটা ঝেড়ে নিয়ে নিজের ন্যাপকিনের গিঁটে আটকে লাফিয়ে সামনে এলো। 'দয়া করে কিছু মনে কোরো না! ঘুরে দাঁড়িয়ে কিচেনের ভেতর দিক লক্ষ্য করে চ্যাঁচালো, 'ওই! পেকল! ক্রাং! সিডি! আমরা একটা কাজ পেয়েছি যেটা এক্ষুনি করতে হবে। তাড়াতাড়ি সব চলে আয়।'

সাব্রিনা আর নোয়াকে পেছনে রেখে চারটে এলফ দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বেজারমুখো এলফ পেছন দিকে তাকিয়ে ছুটে যেতে যেতে বললো, 'কৃতজ্ঞ থাকলাম মাস্টার এবং মিস্ট্রেস। যান এবার খেলা উপভোগ করতে চলে যান।'

এলফরা মাঠে পৌছাতে পৌছাতে সাইক্লোন এর শুঁড় ছুয়ে ফেললো কুইডিচের পিচ সেন্টার লাইনকে ওটা প্রথম স্পর্শ করলো। টাবিথা করসিকার থেকে কুড়ি ফুট দূর। একটুও না চমকে ওটাকে দেখতে থাকলো করসিকা। পরে অনেকজন বলেছে, যথেষ্টই মনে রাখার মতো কথা। এত ছোট সাইক্লোন আগে কোনো দিন দেখা যায়নি। একটু ঘাস উড়লো, একশো ফুট মতো যেতে না যেতেই কমে গেল জোর। ফলে যারা গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে ছিল তাদের ওপর কোনো প্রভাবই পড়লো না। জেনিফার টেল্লাস ছুটে সাইড লাইনের দিকে নিজের দলের কাছে চলে গেল । রিডকালি সম্ভবত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন নি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে টাবিথা নিজের জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে সাইক্লোনটাকে পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে এদিক ওদিক দেখছিলো। মনে হচ্ছিলো ও কিছু একটা খুঁজছে।

ওদিকে স্লিদারিন খেলোয়াড়দের ঘরের ভেতর থেকে জেমস আর র‍্যালফ শুনতে পেল সাইক্লোন আর গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়ার শব্দ।

জেমস ক্লোকটা সরাতেই র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'এখানে তো অনেক ঝাড়ু রাখা আছে। ওর মধ্যে কোনটা নিতে হবে?'

জেমস এগিয়ে গেল একের পর এক রাখা ঝাড়গুলোর পাশ দিয়ে। দরজা থেকে সবচেয়ে দূরের কোনায় একটা ঝাড়ু ভেসে আছে, অপেক্ষা করছে যেন কখন ওর মালিক ওটায় চেপে বসবে ওড়ার জন্য।

সেটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'ওইটাই হবে।' উড়ন্ত ঝাড়ুটার দুপাশে দুজন দাঁড়ালো। কাছে যেতেই শোনা গেল মৃদু গুন গুন শব্দ আসছে ঝাড়ুটা থেকে। যেটা ভালোমতোই শোনা যাচ্ছে বাইরের ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে। 'জেমস দেরী করছিস কেন, নিয়ে নে ওটাকে। তাড়াতাড়ি কর, চল পালাই এখান থেকে।'

জেমস হাত বাড়ালো, চেপে ধরলো। কিন্তু ঝাড়ুটা একচুল নড়ল না। টানলো ওটাকে, দুহাত দিয়ে ধরে। কিন্তু না, অনড় রইলো ঝাড়ুটা। মনে হলো পাথরের স্ট্যাচু যেন।

র‍্যালফ পেছনে দরজার দিকে তাকিয়ে গোঙানোর মতো করে বলে উঠলো, 'এ আবার কী ঝামেলা? আমরা এখানে থাকতে থাকতেই ওরা এসে পড়...

'আমাদের কাছে অদৃশ্য হওয়ার পোশাক আছে র‍্যালফ। আমরা লুকিয়ে থাকতে পারবো,' জেমস বললো বটে কথাটা কিন্তু র‍্যালফের কথা ফেলে দেওয়ার মতো নয় মোটেই। কেউ ওদের দেখতে পাক বা না পাক এই ঘরটা ছোট, আর কোনো দ্বিতীয় দরজাও নেই এখান থেকে বের হওয়ার। 'ঝাড়ুটা কোনো কারণে আটকে আছে। আমি ওটাকে নড়াতে পারছি না।'

র‍্যালফ উত্তর দিলো, 'আরে বাবা ওটা তো একটা ব্রুমস্টিক। তোকে বোধ হয় ওটার ওপর চাপতে হবে।'

BanglaBook.org

জেমসের পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠলো। 'যদিও বা ওটাকে নড়াতে পারি কোনোভাবে, চাপতে বা চালাতে পারবো না কিছুতেই।'

'সে আবার কেন?'

কারণ ওটা আমার নয়! মনে করে দ্যাখ থান্ডারস্ট্রীকটা পাওয়ার আগে আমি কোনো ঝাড়ুকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। আমাদের এটাকে হাতাতে হবে, আর সেটা করতে গিয়ে আমি চাই না কোনো দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খেতে।'

র‍্যালফ বোঝানোর মতো করে বললো, 'কিন্তু এখন তো তুই ভালোই উড়তে পারিস! এমনকি থান্ডারস্ট্রীক পাওয়ার আগেও মোটেই খারাপ উড়তি না। প্রায় জেইনের সমানই ছিল তোর উড়ানোর দক্ষতা। দেরী না করে চেপে পড় ওটায়! আমি...আমি এক লাফে তোর পেছনে উঠে বসে ক্লোকটা আমাদের ওপর ঢেকে নেব!'

জেমস হতাশ ভাবে হাত দুটো দুপাশে ঝুলিয়ে রেখে বললো, 'র‍্যালফ ওটা পুরো পাগলামো হবে।'

সহসাই বাইরে থেকে একটা বুম শব্দর অনুরণন ভেসে এলো। যার কাঁপুনিতে ঘরের স্ট্যান্ড গুলোতে জমে থাকা ধুলো উড়লো বেশ খানিকটা। জেমস আর র‍্যালফ দুজনেই চমকে উঠলো। র‍্যালফ ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'ওটা কী হলো?'

জেমস ঝট করে উত্তর দিলো, 'আমি জানি না। কিন্তু এদিকে যা মনে হচ্ছে আমাদের হাতে আর কিছু করার মতো অন্য কোনো উপায় নেই। র‍্যালফ রেডি থাকিস লাফিয়ে চেপে বাসার জন্য।'

জেমস পা তুলে দিলো ভাসতে থাকা গুনগুন আওয়াজ করতে থাকা ঝাড়ুটার ওপর। চেপে ধরলো দুহাতে শক্ত করে। তারপর অতি সাবধানে বসে শরীরের ওজনটা ছেড়ে দিলো ওটার ওপর ।

এক মিনিট আগে টাবিথা করসিকা কিছু একটা আঁচ করেছিল। জেইন দেখলো টাবিথা তাকিয়ে আছে জিনিসপত্র রাখার ছাউনীটার দিকে। যে ভাবেই হোক বুঝতে পেরেছে সাইক্লোনটা সন্দেহজনক। আর এটাও বুঝতে পেরেছে কেউ ওখানে লুকিয়ে থেকে কুইডিচের ম্যাজিক্যাল গতির ভেতর জাদুর খেলা দেখাচ্ছে। জেইন তৈরি হলো দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারার জন্য যদি টাবিথা ওই দিকে যেতে শুরু করে তাহলে। আর তার জন্য ও অজুহাত দেখাবে যে জেইন আসলে টাবিথাকে বাঁচানোর জন্য এটা করেছে। যেভাবেই হোক ওকে ছাউনীর দিকে যেতে দেওয়া যাবে না। জেইন দেখতে পেলো টাবিথা একপা বাড়িয়েছে ওই পথেই, সাথে সাথেই দেখতে পেয়েছে এলফরা খেলোয়াড়দের থাকার জায়গার দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। গতিপথ বদলে টাবিথা এবার এগিয়ে গেল স্লিদারিনের গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের নিচের দরজার দিকে।

জেইন সব জোর লাগিয়ে দৌড়ালেও টাবিথাকে ধরতে পারতো না। এখন একটাই আশা এলফরা টাবিথার কথায় পাত্তা না দিয়ে যেন নিজেদের কাজটা করে।

BanglaBoi.org

নোয়া আর সাব্রিনাও একটা দুরত্ব বজায় রেখে এলফদের অনুসরন করে চলেছে স্লিদারিনের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের দিকে। দেখতে পেলো ওরা দরজা লাগিয়ে হুড়কোটাও যথাস্থানে সেট করে দিয়েছে। সাব্রিনা দেখলো টাবিথা এগিয়ে আসছে লম্বা লম্বা পা ফেলে থমথমে মুখে, হাতে জাদুদণ্ড

চেঁচিয়ে কিন্তু সংযত কণ্ঠে বললো, 'দরজাটা খোলো।' জাদুদণ্ড সমেত হাতটা উঠিয়ে বন্ধ দরজাটা দেখালো।

বেজার মুখো এলফ একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'খুব দুঃখিত, মিস। এটা চুক্তি অনুসারে করেছি। এই দরজা তখনই খুলবে যখন কোনো রকম বিপদ বা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আর থাকবে না।'

টাবিথা বললো, 'দরজাটা এখনই খোলো অথবা ওখান থেকে সরে দাঁড়াও। মাত্র ফুট তিরিশ দূরে দরজা থেকে করসিকা। সাব্রিনা লক্ষ্য করলো টাবিথার মুখে খুনীর মতো ভাব। নিজের জাদুদণ্ড ব্যবহার করে দরজা খোলার কথাই ভাবছে নিশ্চিত। সাথেই পুঁচকে কর্মরত এলফগুলোকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না বলেই মনে হচ্ছে। যেভাবেই হোক ও বুঝে গেছে ওর ঝাড়ু নিয়ে কিছু একটা ছক চলছে।

'হেই করসিকা,' সাব্রিনা চিৎকার করে ডেকে দরজা আর করসিকার মাঝখানে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। 'তাহলে তুমিই এই সাইক্লোনটাকে সৃষ্টি করেছো যাতে তোমার অতিরিক্ত গর্ব র‍্যাভেনক্লদের কাছে হেরে নষ্ট না হয়।'

টাবিথা সাব্রিনার দিকে তাকালো, কিন্তু চলার গতি কমালো না। জাদুদণ্ডটা নাড়িয়ে সাব্রিনার দিকে তাক করলো, সাব্রিনা থমকে গেল। নোয়া লাফিয়ে এলো সামনের দিকে, ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। দুজনের কেউই শুনতে পেলো না টাবিথা কী স্পেল উচ্চারণ করলো কিন্তু দেখতে পেলো একটা লাল আলোর ঝলক জাদুদণ্ডটার মুখে। যেটা ধাক্কা মারলো সাব্রিনার মুখে। ছিটকে এসে পড়লো নোয়ার গায়ে। দুজনেই আছড়ে পড়লো মাটিতে, ওদের চিৎকার চাপা পড়ে গেল বাতাসের এবং অবাক হয়ে যাওয়া দর্শকদের চিৎকারে।

শোনা গেল ড্যামিয়েনের কণ্ঠস্বর, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমাদের প্রিয় কুইডিচ পরিচালক মি. রিডকালিকে আপনারা হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন। উনি সাইক্লোনটাকে সামলানোর চেষ্টা করছেন এক ধরনের...যাকে বলে, প্রখ্যাত নাচ নেচে, এছাড়া কী বলবো বুঝতে পারছি না।' সত্যিই সেরকমই মনে হচ্ছে যে মি. রিডকালি সাইক্লোনের শুঁড়টার আশেপাশে নেচে নেচে ওটার ভেতর ধুলবালির একটা মেঘ বানিয়ে ছুঁড়ে দিতে চাইছেন। ঠিক মতো একটা লক্ষ্য খুঁজে নেওয়ার জন্য উনি ওটার এপাশে ওপাশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। আর সাইক্লোনের শুঁড়টাও এদিকে ওদিকে কাটিয়ে পালাচ্ছে। বেশির ভাগ দর্শকের নজর এখন ওদিকেই, তাই খুব অল্প জনই দেখতে পেলো স্লিদারিন গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের নিচের দিকটায় কী হচ্ছে।

'শেষ সুযোগ,' টাবিথা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এলফদের উদ্দেশ্যে বললো।

BanglaBook.org

এলফ দুজন তাকিয়ে আছে সাব্রিনার দিকে, যে এখনো নিজের মুখ হাত দিয়ে ঢেকে পড়ে আছে নোয়ার ওপর।

'শুনুন, মিস্ট্রেস,' বেজারমুখো এলফ কথাটা বলতে না বলতেই একটা লাল আলোর ঝলক এসে বন্ধ দরজার ওপর আছড়ে পড়লো। দুই এলফকে ছিটকে ফেলে দিয়ে দরজার বড় হুড়কোটা ভেঙে গেল একটা বিস্ফোরণের সাথে। চারদিকে ছড়িয়ে গেল ভাঙাচোরা টুকরো টাকরা। টাবিথা দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার গতি কমায়নি। আর একবার নিজের জাদুদণ্ড তাক করলো, দরজাটা হাট করে খোলার স্পেল প্রয়োগের জন্য। কিন্তু সেটা না করে থেমে গেল। মাথা ঘোরালো, কিছু একটা শুনতে পেয়ে। নোয়া, সাব্রিনার শরীরের নিচ থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। সাইক্লোনের শব্দ আর দর্শকদের উচ্ছ্বাসের শব্দ ভেদ করে কারো একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। তার জোর বাড়ছে।

স্লিদারিন খেলোয়াড়দের কক্ষটির দরজা হাট করে খুলে গেল চকিতেই, সেখান থেকে রকেটের গতিতে কিছু একটা বেরিয়ে চলে গেল। নোয়া এক ঝলক দেখতে পেলো করসিকার পাশ দিয়ে কেউ একটা ঝাড়ুতে চেপে এতো জোরে চলে গেল যে তার গতির ধাক্কায় ফুট দশেক দূরে মাটিতে আছড়ে পড়ে গেল করসিকা। কুইডিচের পিচের ওপর দিয়ে চিৎকার করতে থাকা সেই আওয়াজ চলে গেল দূরে, আরো দূরে।

জেমস টাবিথার ঝাড়ুটাকে যতটা শক্ত করে ধরা যায় ধরেছিল। র‍্যালফ থেকে যায় পেছনেই, ঘরের ভেতর। জেমস ঝাড়ুটায় চেপে বসতেই ওটা বুনো ঘোড়ার মতো ধেয়ে যায় সামনের দিকে। ঘর থেকে বেরিয়ে ওটা সাইক্লোনটার ভেতর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় জেমসকে। এতোক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকার পর জেমস চোখ খোলে। কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় পাগলের গতিতে উড়তে থাকা ঝাড়ুটাকে। অনেক চেষ্টা করছে ঝাড়ুটা ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার। গোল গোল পাক মারছে। কিন্তু জেমস চেপে ধরে ঝুঁকে বসে থাকে ওটার ওপর। র‍্যাভেনক্ল এর দর্শকদের ওপর দিয়ে ওটা উড়ে যায়, গতির ধাক্কায় উড়ে যেতে থাকে দর্শকদের টুপি, ব্যানার ইত্যাদি। ড্যামিয়েন চিৎকার করে কী সব বলছিল, যদিও সেসব কিছুই কানে ঢুকছিল না জেমসের। ওর কানে তখন শুধু ঝড় আর বাতাসের শনশন শব্দের ঝাপ্টা। একবার অতি কষ্টে পেছন ফিরে তাকালো। ভয় হচ্ছিল ওর কারণে কেউ আহত না হয়ে যায়। তবে সেরকম কিছু হতে দেখলো না।

এখন ও আবার এগিয়ে যাচ্ছে স্লিদারিন গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে। উল্টো দিকে ঝুঁকে টেনে ধরলো ঝাড়ুটাকে। যার ফলে ওটা একটা বিপদজনক বাঁক নিলো। স্লিদারিন গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড পড়ে থাকলো পেছনে। জেমস বুঝতে পারলো পাগলাটে ঝাড়ুটাকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। এবার তাকালো সামনের দিকে এবং ঢোক গিললো। সামনেই সেই জিনিসপত্র রাখার ছাউনীর খোলা দরজা। কোনো ক্রমে মাথা নিচু করলো জেমস।

BanglaBook.org

ঝাড়ুটা নিজে নিজেই বাঁক নিচ্ছিল, মনে হচ্ছিলো ওটার নিজস্ব একটা মন আছে। ভেতরের সুড়ঙ্গ পথে এদিক ওদিক কাটিয়ে ওটা এগিয়ে যাচ্ছিলো, একটা হাওয়ার চাপ অনুভব করছিলো কানের ভেতর জেমস। একসময় ওটা পৌছালো সেন্ট লোকমাগাসের স্ট্যচুর পেছনের ফাঁকা জায়গাটায়। তারপর কারডোরের দিকে এত জোরে ঘুরলো যে জেমস প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো।

চরম গতির সাথে ঝাড়ুটা এগিয়ে যাচ্ছিলো হলগুলোর ভেতর দিয়ে। সৌভাগ্যবশত স্কুলের শিক্ষার্থীর বেশিরভাগটাই কুইডিচের মাঠে চলে গেছে, করিডোরগুলো ফাঁকাই বলা যায়। সঞ্চরণশীল সিঁড়িগুলোকেও ঝাড়ুটা অসম্ভব দক্ষতার সাথে কাটাতে থাকলো। জেমসকে সবদিক লক্ষ্য রেখে ওগুলোর সাথে ধাক্কা খাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হচ্ছিল। পিভস ছিল সিঁড়ির নিচে, কিছু স্ট্যাচুর গোঁফ নিয়ে খেলায় মগ্ন। জেমস চোখের কোনা দিয়ে ওকে দেখতে পেল, তার পর সহসাই দেখা গেল পিভস বসে আছে ঝাড়ুর ওপর জেমসের সামনে ওর দিকেই মুখ করে ।

'পটার বয়! এটা তো অতি নচ্ছারগিরির নমুনা।' পিভস চেঁচিয়ে উঠলো খনখনে গলায়। ঝাড়ুটা ঢুকে পড়লো একটা সরু ক্লাস ঘরে। 'এটা কি এক ধরনের প্রতিযোগিতার চেষ্টা পিভসের সাথে? হি হি?'

পিভস একটা ঝাড় লণ্ঠনকে আঁকড়ে ধরে ঝুলে ঘুরতে শুরু করলো। জেমস আবার ঝাড়ু সমেত এগিয়ে গেল সামনের দিকে। নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলো, কিন্তু কাজ কিছু হলো না। ঝাড়ুটা নিজের ইচ্ছেতেই কাজ করছে পাগলের মতো। এবার ওটা নিচে নেমে এল পাথরের সিঁড়িওয়ালা এলফদের রান্নাঘরের কাছে। স্কুল ফাঁকা থাকলেও এই জায়গাটা এলফে ভর্তি। ইভিনিং এর বাসনকোসন পরিষ্কারে ব্যস্ত এলফের দল। ঝাড়ুটা এগিয়ে চললো বড় বড় বাসনগুলোর ভেতর দিয়ে, এলফদের ছিটকে ফেলে দিয়ে। বাসনপত্র পড়ার আওয়াজে এক হুলুস্থুল কান্ড। সে সব শব্দ ও পেছনে পড়ে থাকলো দুরন্ত গতির কারণে। পরেরটা জামা কাপড় কাচাকুচির ঘর। যথেষ্ট গরম। ঝাড়ুটা একই রকম গতিতে ঘরটিতে থাকা বিভিন্ন রকম বিশালাকৃতি যন্ত্র পাতির ভেতর দিয়ে কাটিয়ে কুটিয়ে চলা অব্যাহত রাখলো। জেমস সভয়ে দেখতে পেলো ঝাড়ুটা এগিয়ে যাচ্ছে তার চরম পরিণতির দিকে, কারণ সামনেই ঘরটা শেষ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাথরের দেওয়াল। ঝাড়ু ছেড়ে এবার পাশের একটা তামার জল ভর্তি পাত্রের ওপর লাফ দেবে ঠিক করলো জেমস এমন সময় ঝাড়ুটা একটু বামে দিকে ঘুরলো এবং ওপর দিকে সামনেটা ওঠালো। দেওয়ালে একটা দরজার মতো ফাঁক। জেমস চিনতে পারলো ওটা লন্ড্রির কাপড়জামা আসার পথের মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে ও আবার ঝাড়ুটাকে সজোরে চেপে ধরলো। সেই রকেটের মতো গতিতে ওটা উঠতে থাকলো ওপর দিকে, জেমস অতি কষ্টে পাটাকে আটকে রাখল ঝাড়ুর সাথে, ভেতরটায় শুধুই অন্ধকার আর এক চাপ ধরা অনুভূতি।

এক বান্ডিল কাপড় মাঝ পথে এসে পড়লো জেমসের ওপর, যার চাপে ঝাড়ু থেকে পিছলে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। চেষ্টা করলো ওগুলোকে নিজের শরীরের ওপর

BanglaBook.org

থেকে সরানোর, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আরো সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছিলো ঝাড়ু থেকে পড়ে যাওয়ার। আবার পাশ কাটালো ঝাড়ুটা। ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ আর কমে যাওয়া চাপ থেকে জেমস বুঝতে পারলো ওরা বাইরে এসে গেছে। মুখের সামনে ঝুলতে থাকা কাপড়ের ভেতর থেকে দেখতে পেল আলোর ঝলকানি, ঝাড়ুর ওঠা নামার সাথে সাথে। জেমস ঝুঁকি নিয়ে এক হাতে ঝাড়ুটা ধরে থেকে বেশ কিছু কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এবার আলো আরো স্পষ্ট হলো ওর নিচের দিকে। সবেমাত্র বুঝতে পেরেছে যে ঝাড়ুটা আবার ওকে কুইডিচ মাঠেই ফিরিয়ে এনেছে, সামনেই দেখতে পেল গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডগুলোকে। একেবারে কাছেরটার নিচের দিকে একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ওর দিকে ঘুরে হাত তুলে চিৎকার করছে। সহসাই ঝাড়ুটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, নড়াচড়া একেবারে বন্ধ। ঝাড়ুর প্রান্ত দেশ থেকে জেমস ছিটকে গেল, পড়তে থাকলো নিচের দিকে, সময়টা অনন্ত মনে হয়েছিল জেমসের। আছড়ে পড়লো মাটিতে, গড়িয়েও গেল কিছুটা। বাম হাতে কষ্টদায়ক ভাবে কিছু একটা হলো। গড়ানো থামতে ও দেখতে পেল অনেকগুলো চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে ও ঠিকই আছে, কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ একজন বললো।

আর একজন রাগতস্বরে বললো, 'এর চেয়ে খারাপ হওয়াটাই ঠিক ছিল। টিম ক্যাপ্টেনের ঝাড়ু চুরি করে ম্যাচটাকে ভেস্তে দিতে চেয়েছিল। এরকম করার কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

'আরে বাবা সব ঠিক আছে, সত্যি বলছি,' একটু দূর থেকে আরো একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। জেমস কাতর একটা শব্দ করে ওঠার চেষ্টা করলো বাম হাতের কনুইতে ভর দিয়ে। বাম হাতটা কাঁপছিল সাঙ্ঘাতিক ভাবে। ফুট কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে আছে করসিকা, দর্শক পরিবেষ্টিত হয়ে। ওর ঝাড়ু নিশ্চলভাবে ভেসে আছে ওর পাশে। একটা হাত দিয়ে ধরে আছে আলতো করে। 'আমরা এই প্রথম বার্ষিকীর অতি উৎসাহকে ক্ষমা করে দিতেই পারি। আমি সত্যিই অবাক হয়েছি কুইডিচের জন্য একজন কী না করতে পারে এটা ভেবে। আরে জেমস, ভুলে যেও না এটা একটা খেলা মাত্র।' ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসলো করসিকা জেমসের দিকে তাকিয়ে।

জেমস আবার পড়ে গেল ঘাসের ওপর, ডান হাতটাকে তুলে আনলো নিজের সামনে। জটলা কমতেই ঠেলে ঠুলে এগিয়ে এলেন রিডকালি। হেড মিস্ট্রেস, প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন এবং প্রফেসর জ্যাক্সন ওনার পেছনে। জেমস শুনতে পেল করসিকা চিৎকার করে ওর টিমমেটদের বলছে পিচের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, 'মানুষ মনে করে এটা মাগলদের হাতে তৈরি তাই এটা বোধহয় কম ক্ষমতা সম্পন্ন। কিন্তু দেখতেই পেলি তোরা। এর জাদু ক্ষমতা যে কোনো থান্ডারস্ট্রাকের চেয়েও বেশি। এমনকি এক্সট্রা জেসচারাল এনহান্সমেন্ট শক্তি সম্পন্নগুলোর চেয়েও বেশি। এই ঝাড়ু জানে কে তার মালকিন। আমাকে শুধু একটাই কাজ করতে হয়, একে আহ্বান জানানো। আমার মনে হয় মি. পটার সেটা জানতো না। এর জন্য আমার

বেচারীর জন্য দুঃখ হচ্ছে। ও শুধু জানতো ওকে ঝাড়ুটা হাতিয়ে পালাতে হবে।'

ম্যাকগোনাগল জেমসের পাশে ঝুঁকে বসে বললেন, 'পটার, সত্যি বলছি আমি কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না।'

প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন জেমসের হাতের দিকে একটা বিভিন্ন মাপের লেন্স আর তামার রিং দিয়ে তৈরি যন্ত্র দিয়ে দেখে জানালেন, 'ম্যাডাম, আলনা হাড় ভেঙ্গেছে।' তারপর ওটাকে ভাঁজ করে পকেটস্থ করলেন এবং বললেন, 'আমার মনে হয় প্রশ্ন পরে করলেও চলবে আপাতত ওকে হাসপাতাল উইং-এ নিয়ে যাওয়া দরকার। আমাদের আর অনেক কিছুর দিকে নজর রাখতে হবে।'

জেমসের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে হেডমিস্ট্রেস উত্তর দিলেন, 'একদম ঠিক বলেছেন। বিশেষ করে আর কিছুক্ষণের ভেতরেই মিস সাকারিনা আর মি. রিক্রিয়ান্ট এসে যাবেন। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি পটার, আমি তোমার আচরণে অবাক হয়ে গেছি। কারো একটা কিছু হাতানোর চেষ্টা করা এই রকম সময়ে।' উঠে দাঁড়ালেন, যাওয়ার আগে বললেন, 'ঠিক আছে তাহলে তাই হোক, মি. জ্যাক্সন আপনি মি. পটারকে একটু হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? সাথে মাদাম কিউরিওকে একটু জানিয়েও দেবেন যে মি. পটার আজ রাতটা ওখানেই থাকবে?' জেমসকে টেনে উঠালেন মি. জ্যাক্সন। ম্যাকগোনাগল তাকিয়ে ছিলেন কঠোর দৃষ্টিতে। 'ও হ্যাঁ এটাও জেনে নেবেন ও কোথায় থাকবে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যেতে হবে তো। আর কারোর সাথে ও যেন দেখা করতে না পারে এটাও বলে দেবেন।'

জেমসকে ক্যাসলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে জ্যাক্সন উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে ম্যাডাম। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

প্রথম পাঁচ মিনিট কেউ কোনো কথা বললো না। পেছনে মাঠের চিৎকার মিলিয়ে গেল, ওরা ঢুকলো স্কুল চত্বরে। জ্যাক্সন বললেন, 'পটার, আমি তোমাকে ততটা গুরুত্ব দিইনি এখনো অবধি।'

যন্ত্রণাটা জেমসের হাতটাকে অসাড় করে দিচ্ছিলো, তার মধ্যেই কথাটা ওকে নাড়িয়ে দিলো। 'এক্সকিউজ মি, স্যার?'

জ্যাক্সন কথোপকথনের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'মানে বলতে চাইছি যে আমি তোমাকে ঠিকঠাক বুঝতে চেষ্টা করিনি এতোদিন। তোমার বয়সের যে কোনো ছেলেমেয়ের চেয়ে তুমি একটু বেশি জানো বলেই মনে হচ্ছে। হয়তো তার একটা কারণ তোমার বাবা মন্ত্রণালয়ের হেড অরোর। এর আগে তুমি আমার ব্রিফকেস চুরির চেষ্টা করেছিলে। আর আজ মিস করসিকার ঝাড়ু চুরি করার জন্য বিশেষ একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলে। তাছাড়া সবাই যা-ই মনে করুক না কেন, বুঝলে পটার,' মেইন হলে ঢুকতে ঢুকতে জেমসের দিকে ভুরু নিচু করে তাকিয়ে বললেন, 'আমি নিশ্চিত তুমি র‍্যাভেনক্লদের জতের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ঝাড়ুটা চুরির চেষ্টা মোটেই করোনি।'

BanglaBook.org

জেমস গলা ঝেড়ে নিয়ে বললো, 'আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জ্যাক্সন ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'তাতে কিছু যায় আসে না পটার। তুমি কী ভাবছো তুমিই জানো, কিসের চেষ্টা করছো সেটাও তুমিই জানো। তবে এটা বলতে পারি আজ রাতের পর এসবের আর কোনো দাম থাকবে না।'

জেমসের হৃদপিণ্ড দপাং করে লাফিয়ে উঠলো, বেড়ে গেল তার গতি। 'কেন?' ও জানতে চাইলো, ওর ঠোঁটগুলোও যেন কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। 'আজ রাতে কী হবে?'

জ্যাক্সন কোনো উত্তর দিলেন না। হাসপাতাল বিভাগের কাঁচের দরজাটা খুলে ধরে থাকলেন জেমসের এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ঘরটা বড় এবং উঁচু, পর পর বিছানা সাজানো। মাদাম কিউরিও, যিনি কুইডিচ খেলার ফ্যান নন, নিজের ডেস্কে বসে ওয়্যারলেসে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক শুনছেন।

জ্যাক্সন জেমসকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মাদাম কিউরিও, আপনি মি. পটারকে চেনেন নিশ্চয়। কোনো দলে না থাকা সত্ত্বেও কুইডিচ ম্যাচ চলাকালীন সময়ে হাত ভেঙে ফেলেছে ।'

মাদাম কিউরিও উঠে দাঁড়ালেন এগিয়ে এলেন জেমসের দিকে, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'যত্ত সব গুণ্ডা। আমি কখনোই বুঝে উঠতে পারি না ওই খেলাটা মানুষকে ঠিক কিসে পরিণত করে। কেনই বা আমরা খেলাটাকে এখানে চলতে দিচ্ছি?' জেমসের হাতটাকে উঠিয়ে ধরে ভাঙা জায়গাটার অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন। বুঝতে পেরে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ইস ধরনের একটা শব্দ করে, জিভ দিয়ে চিন্তা সুচক একটা আওয়াজ করে বললেন, 'যথেষ্ট খারাপ ভাবেই ভেঙেছে, এটা বলতেই পারি। আরো খারাপ হতে পারতো। খুব বেশি সময় লাগবে না এটা ঠিক করে দিতে।'

'আর একটা কথা,' জ্যাক্সন বললেন, 'হেডমিস্ট্রেসের আদেশ অনুসারে আজ রাতে মি. পটার এখানেই থাকবে।'

মাদাম কিউরিও জেমসের হাতটা ভালো করে দেখতে দেখতে বললেন, 'স্কেলি-গ্রো কাল সন্ধে পর্যন্ত সময় নেবে সব ঠিক করে দেওয়ার জন্য। যদিও খুব একটা বাড়াবাড়ি কিছু হয়নি। একটা ব্যান্ডেজ করে ওর ঘরে জলদি পাঠিয়ে দিতে পারবো আশা করছি।'

'মাদাম, হেডমিস্ট্রেস মি. পটারের সাথে কিছু কথা বলবেন। আর সেজন্য উনি চান ওর দিকে যেন কড়া নজর রাখা হয়। মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কেন বলছি- সন্দেহ হচ্ছে উনি আন্দাজ করেছেন মি. পটার এই স্কুলের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে আছেন। এর বেশি কিছু বলতে পারবো না তবে এটা বলতে পারি বাইরে থেকে কেউ যাতে ওর সাথে দেখা না করতে পারে এবং ও যাতে বাইরে না যেতে পারে তার জন্য অতিরিক্ত প্রহরার ব্যবস্থা আপনি নিতেই পারেন।'

BanglaBook.org

জেমস বললো, 'উনি তো এরকম কিছু বলেননি!', যদিও জানতো ওর কথায় কিছু আসবে যাবে না। বরং ও যত বেশি বিরোধিতা করবে তত বেশি অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হবে ওকে।

কিউরিও ঢোঁক গিলে উঠে দাঁড়ালেন। 'গতকাল স্কুল চত্বরে ঢুকে পড়া ওই সন্দেহজনক লোকটার সাথে এর সম্বন্ধ আছে নাকি? আমি শুনেছি লোকটা কোনো এক মাগল সংবাদপত্রের সাথে জড়িত এবং এখনো এই স্কুলেই আছে! ওর সাথে সব মিলেমিশে আছে তাই না?' দুহাত মুখে চেপে ধরে ভয়ার্ত চোখে উনি জ্যাক্সন আর জেমসের দিকে তাকালেন।

'আমার পক্ষে আর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় মাদাম,' জ্যাক্সন উত্তর দিলেন। 'শুধু এটা বলতে পারি মি. পটারকে যেন বিশেষ নজরে রাখা হয়। আমরা সঠিক সময়ে ওর সাথে দেখা করবো। তা সে যা-ই হোক না কেন।' জ্যাক্সন তাকালেন জেমসের দিকে, ঠোঁটের কোনে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা সহ। 'তাহলে জেমস, দেখা হচ্ছে আগামীকাল সকালে।'

ঘুরে বেরিয়ে গেলেন ঘরটা থেকে, দরজাটা লাগিয়ে দিলেন বাইরে থেকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সপ্তদশ অধ্যায়
প্রত্যাবর্তনের রাত

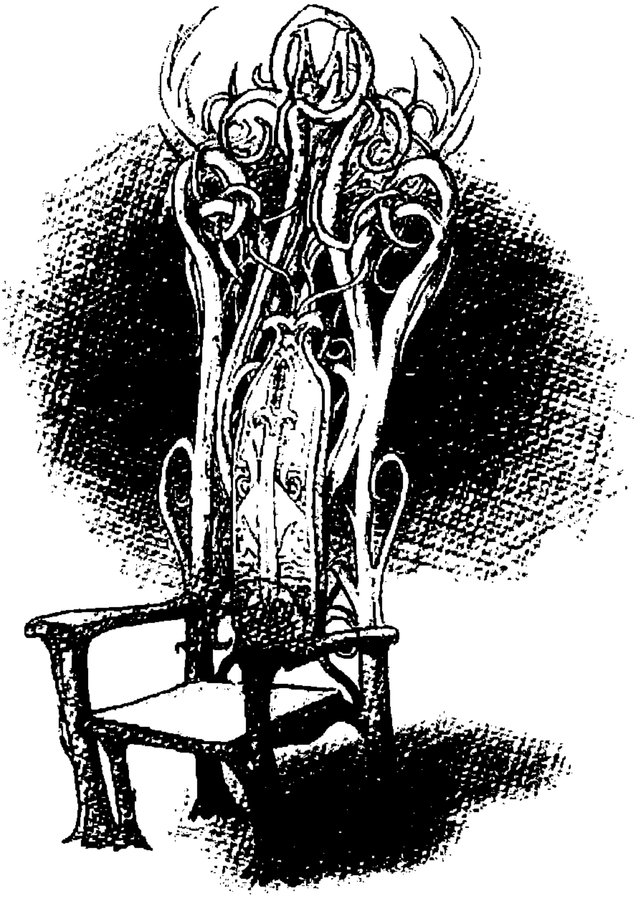

প্রফেসর জ্যাক্সনের অভিযোগ মাদাম কিউরিওর চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেললো না অবশ্য। অনেকটা সময় নিয়ে হাতটা পরীক্ষা করলেন উনি। কখনো টিপলেন, কখনো চিমটি কাটলেন। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে যত্ন করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। আর সেটা করার সময় উনার মুখ বন্ধ হলো না ক্ষণিকের জন্য। বকবক করে গেলেন কুইডিচ খেলার সময়ের আহত হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে। জেমসের মনে হচ্ছিল এইসব কথাগুলো উনি মুখস্ত বলার মতো বলে চলেছেন। হয়তো এর আগে এসব কথা উনি হাজারবার বলেছেন। জেমস অনুমান করতে পারছিল যে

মাদাম কিউরিওর মনটা অন্য কিছুর কথা ভাবছে। কিন্তু এই মুহূর্তে জেমস সে ব্যাপার নিয়ে ভাবতে রাজি নয় ।

স্কুল চত্বরে মারটিন প্রেস্কটের অনুপ্রবেশ সবার মনেই যে উৎকণ্ঠার ঝড় তুলে দিয়েছে এটা তো জানা ব্যাপার। যে একজন মাগল সাংবাদিক এবং তাকে রাখা হয়েছে আলমা আলেরনের অতিথিদের থাকার জায়গায়। এটাও একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা স্কুলের মানসিক পরিবেশ যথেষ্টই থমথমে হয়ে আছে। মন্ত্রণালয় থেকে লোক আসছে মারটিনের সাথে কথা বলার জন্য, হেডমিস্ট্রেসের এই ঘোষণার পরেও উত্তেজনা একটুও কমেনি।

স্কেলি-গ্রো ওষুধটা মাপতে মাপতে ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছেন মাদাম কিউরিও, এটা জেমস লক্ষ্য করলো। কেউ একজন ওই সন্দেহজনক মানুষটাকে এই স্কুলের ভেতর ঢুকতে সাহায্য করেছে। হেড অরোরের এই প্রথম বর্ষীয় ছেলেটাই সে কাজ করেনি তো? জেমস বোঝে–যারা প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর মিথ্যেগুলোতে বিশ্বাস করে–তারা ওর কাছ থেকে এরকম ধরনের কিছুর আশাই করছে। সেদিন ছাত্র ছাত্রীদের জটলার মধ্যে থেকে কোনো একজনকে বলতে শুনেছিল, 'ব্যাপারটা তো সেই রকমই মনে হচ্ছে তাই না? মাগল উইচ হান্টারদের হাত থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য ল অফ সিক্রেসী আইন বানানো হয়েছে, এটাই তো অরোররা বলে থাকেন। তা হলে এক্ষত্রে ওরা কী করছেন? তারা তো এই লোকটাকে স্কুলের ভেতর ঢুকতে দিয়েছেন। আমরা এটা জেনে ভয়ও পাচ্ছি এই ভেবে যে ওই জঙ্গলের গাছগুলোর পেছনে মাগলেরা অস্ত্রশস্ত্র আগুন নিয়ে লুকিয়ে নেই তো আমাদের পুড়িয়ে মারার জন্য! এটা তো মনে হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত। আমি চাই ওই লোকটা কী চায় সেটা নিজের মুখে আমাদের সামনে বলুক। তাহলেই বোঝা যাবে মন্ত্রণালয়ে ক্ষমতা লোভীদের আসল চেহারাটাকে।'

'এই যে, হয়ে গেছে। একটা টিসটিসে যন্ত্রণা আর নড়াচড়ার অনুভূতি তুমি সারা রাত অনুভব করবে। কারণ হাড়গুলো নিজেদের ঠিকঠাক সারিয়ে নেবে। সেটাই স্বাভাবিক। ব্যান্ডেজটায় হাত দিও না। তাহলে হাড়ের অবস্থান এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। সেটা চাইবে না নিশ্চয়। সেটা হলে আমাকে আবার হাড়টা ভাঙতে হবে এবং যা যা করলাম সব আবার করতে হবে। সেটাও আশা করি তুমি চাও না। আমিও চাইবো না।' সামনের দিকের বিছানাগুলো দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নাও কোনটায় তুমি শুতে চাও। সকালে এখানেই যাতে ব্রেকফাস্ট আসে তার ব্যবস্থা আমি করে দেব। এবার নিজের মতো করে বাকি রাতটা এখানেই আরাম করে কাটাও।'

জেমস নিজের ব্যাকপ্যাকটা বেডসাইড টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু একটা বিছানায় উঠে বসলো। যথেষ্ট আরামদায়ক বিছানা, আর তার কারণ হলো হাসপাতাল বিভাগের সব বিছানাতে রিল্যাক্সেশন মন্ত্র প্রয়োগ করা আছে। যদিও সেই আরাম এই মুহূর্তে হতাশা আর উৎকণ্ঠার মেঘে আচ্ছন্ন জেমসের মানসিকতায় কোনো

BanglaBook.org

ছাপ ফেলতে পারছে না। প্রফেসর জ্যাক্সন বলেই দিয়েছেন আজ রাতটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটা মোটেই সাধারণ কথা নয়। এদিকে জেমস আজ রাতেই আটকে গেল হাসপাতালের ভেতর। ম্যাকগোনাগল ম্যামের নির্দেশকে সামান্য উলট ফের করে প্রফেসর জ্যাক্সন কার্যত ওকে বন্দী করে দিলেন এখানে। ঝাড়ু নিয়ে একা একা ওড়ার পর, এই প্রথম একা থাকতে থাকতে জেমস কুইডিচ মাঠকে নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার ফলাফলটা অনুভব করলো। যথেষ্টই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল প্ল্যানটা প্রথম থেকেই। কিন্তু জ্যাক্সনের ব্রিফকেস চুরি করার প্ল্যানের মতো নয় মোটেই। ওটাতে তো ওরা সফল হয়েছিল, তাই নয় কি? সবই ঠিকঠাকই ঘটে যাচ্ছিলো, এখনো অবধি সম্পূর্ণ ব্যর্থ ওরা নয়। এ যেন এক অদৃশ্য ইঁটের দেওয়াল এসে গেলো শেষ মুহূর্তে। সন্দেহ নেই মারলিনের জাদুছড়িটাই সবচেয়ে শক্তিশালী তিনটে রেলিকের মধ্যে। এই মুহূর্তে হয়তো করসিকা, মাদাম ডেলাক্রয় এবং প্রফেসর জ্যাক্সন প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনটে রেলিককে একত্র করার। জানেন না যে পোশাকটা ওদের কাছে নেই । যদিও বাকি দুটো বহাল তবিয়তে বর্তমান।

এত উৎকণ্ঠার মধ্যেও জেমসের ঘুম ঘুম ভাব এসে যাচ্ছিলো বিশেষ মন্ত্রপূত বিছানার কারণে। ও উঠে বসলো, হৃদপিণ্ড লাফিয়ে চলেছে বুকের ভেতর। কী হবে যখন জ্যাক্সন ব্রিফকেস খুলে বুঝতে পারবেন ওটা আসল পোশাক নয়? ভিসাম-ইনেক্সিও মন্ত্রের প্রভাব তো বোধহয় তখন নষ্ট হয়ে যাবে? জ্যাক্সন দেখতে পাবেন নকল ব্রিফকেসটাকে। ওর মনে পড়ে যাবে টেকনোম্যান্সি ক্লাসের সেদিনকার ঘটনাটা। জেমস, র‍্যালফ আর জেইন ওকে বোকা বানাতে চেয়েছিল। উনি ভেবেছিলেন ওরা আসল কেসটা নিতে পারেনি। আর সেকথা আজ হাসপাতালে আসার আগে একবার বলেওছেন। নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবেন যে ওরা আসলে অসফল হয়নি। জ্যাক্সন যথেষ্ট বুদ্ধিমান। উনি বুঝে যাবেন কার কাছে আছে আসল পোশাকটা। র‍্যালফ বা জেইন নয়, জেমসের কাছেই ওটা আছে। সেই ছেলেটার কাছে যাকে উনি ততটা গুরুত্ব দেননি। জ্যাক্সন কি এই হাসপাতাল বিভাগে এসে পোশাকটা চাইবেন ওর কাছে? না, জেমস বুঝতে পারছে উনি সেটা মোটেই করবেন না। সোজা চলে যাবেন গ্রিফিন্ডর বয়েজ কোয়ার্টারে জেমসের ট্রাঙ্কের কাছে। সম্ভবত উনি হগওয়ার্টসের বিপদের অজুহাতে জেমসের ঘরটায় তল্লাসী চালাবার একটা ছুতো বের করে নেবেন। উনি খুলেও ফেলবেন ট্রাঙ্কটা এবং নিজের দখলে নেবেন পোশাকটাকে। জেমস, জেইন এবং র‍্যালফ, তদুপরি গ্রেমলিনদের নেওয়া ঝুঁকি পুরো বৃথা হয়ে যাবে। সব কিছুই ঘটে যাবে জেমসের কিছুই করার থাকবে না।

জেমস বেড সাইড টেবিলটায় হতাশা থেকে একটা ঘুষি মারলো। মাদাম কিউরিও, বুকের কাছে হাত রেখে চমকে উঠলেন। জেমসের দিকে তাকালেন, কিছু বললেন না অবশ্য। জেমসও উনাকে না দেখার ভান করলো।

BanglaBook.org

ঘুষি মারার ফলে ওর ব্যাকপ্যাকটা পাশে পড়ে গিয়েছিল। উঠিয়ে নিয়ে, খুললো ওটা। বের করলো পার্চমেন্ট, কালি ও কলম। ও ভালো করেই জানে অন্য কোনোদিন হলে মাদাম কিউরিও এই ধপধপে সাদা চাদরের ওপর কাউকে কালির বোতল খুলে বসতে দিতেন না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আলাদা। উনি নজর রাখছেন এক বিপদজনক ছেলের ওপর। যাকে ঘাঁটানো মোটেই ঠিক কাজ হবে না। পার্চমেন্টের ওপর ঝুঁকে বসে দ্রুত ভাঙা হাতে লিখতে শুরু করলো। লক্ষ্য করার সময় নেই তাড়াহুড়োতে লেখা ঘষটে যাচ্ছে।

প্রিয় ড্যাড

সরি, ম্যাপ আর ক্লোকটা চুরি করার জন্য। আমি জানি যে এটা আমার করা উচিত হয়নি। কিন্তু ওগুলো আমার খুব দরকার ছিল। ভেবেছিলাম আমার জায়গায় থাকলে তুমিও তা-ই করতে। যেটা বুঝে তুমি খুব একটা রাগ করবে না। আমি জানি এটা আমি মামকে বোঝাতে পারবো না। তুমি কি একটু বুঝিয়ে দেবে ওকে?

ওগুলো নিয়ে আসার একমাত্র কারণ, আমি বুঝতে পেরেছিলাম একটা দারুণ রকমের একটা গণ্ডগোল স্কুলের সীমানার মধ্যে হতে চলেছে। কিছু আমেরিকান শিক্ষকও ওটার সাথে জড়িত। মি. ফ্র্যাঙ্কলিন নন, উনি একেবারে আলাদা মানুষ। সাথে সাথে পি ই জড়িয়ে আছে এর সাথে। এসব কথা চিঠি লিখে জানানোর ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি, আমি ও মাম এক বিপদের সাথে জড়িয়ে গেছি। তাই চাইছি যে তুমি এখানে চলে এসো। কালকের মধ্যে আসতে পারবে কি? মিস সাকারিনা জানিয়েছেন তুমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত। আর সেখানে তোমায় ডিস্টার্ব করা যাবে না। তাই যদি সম্ভব হয় আসার চেষ্টা কোরো। ঠিক আছে? এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর আমি তোমার সাহায্য চাই!

ভালোবাসা সহ
জেমস

জেমস পার্চমেন্টটাকে ভাঁজ করে সুতো দিয়ে বাঁধলো। জানা নেই কী করে ওটাকে পাঠাবে। কিন্তু চিঠিটা লিখে ফেলে ও অনেকটা স্বস্তি অনুভব করছে। ওর মনে পড়লো এই মারলিন ষড়যন্ত্র বিষয়ে ড্যাডকে চিঠি লেখার কথা পোশাকটা চুরি করার পরই ভেবেছিল। সেটা তখন করেনি বলে আজ নিজেকে মনে মনে গালাগাল দিলো। সেই সময় তার মনে হয়েছিল ড্যাডকে না বলাটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখন এই মারলিন চক্রান্ত বাস্তবায়নের রাতে, যখন জ্যাক্সন ওর পোশাকটা পেয়ে যেতে পারেন এই

BanglaBook.org

সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তখন হাসপাতালরূপী জেলে আটকে গিয়ে ড্যাডকে চিঠি না লেখাটা নিজের ঔদ্ধত্য আর চরমতম বোকামো বলেই মনে হচ্ছে।

চকিতে একটা আইডিয়া এলো জেমসের মনে, ব্যাকপ্যাকটা হাতড়াতে থাকলো। হাতে পেলো ওর হাঁসটাকে। জেইনের হাতের লেখা এখনো ওটার তলায় লন্ড্রি রুম! জেমস কলম কালিতে চুবিয়ে একটা দাগ টানলো ওটার ওপর, তলায় লিখলো...হাসপাতাল বিভাগ, নবিকে পূর্ব দিকের জানালার কাছে পাঠিয়ে দে। লেখা শেষ হতেই চাপ দিলো হাঁসটার গায়ে। ওটা বলে উঠলো, 'ঢাকনাটা খুলে ফ্যালো!'

কোনার দিকে ডেস্কে বসে থাকা মাদাম কিউরিও চমকে উঠলেন আবার। কঠোর চোখে তাকালেন জেমসের দিকে। অপরাধী হোক বা না হোক, উনি নিশ্চিত মনে মনে বলছেন এ ছেলেটা আচ্ছা দুষ্টু তো।

'সরি মাদাম,' জেমস হাঁসটাকে ওপর দিকে তুলে ধরে বললো। 'আমি করিনি, এই হাঁসটা বললো কথাটা।'

'তাই বুঝি,' উনি বিরক্তির সাথে বললেন। 'যা-ই হোক, এবার আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। ইয়ে, তোমার কিছু চাই নাকি?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'না মাদাম। ধন্যবাদ। আমার হাতের ব্যাথা এখন অনেক কম মনে হচ্ছে।'

'বেশি নড়াচড়া কোরো না, তাহলে কাল সকালের মধ্যেই ওটা একেবারে ঠিক হয়ে যাবে এটা বলতে পারি।' উঠে দাঁড়ালেন এবং এগিয়ে গেলেন কাঁচের দরজার দিকে। দুটি অবয়বকে দেখা গেল দরজার ওপাশে। জেমস চিনতে পারলো, ফিলিয়া গয়েল আর কেভিন মারডক। যাদের প্রফেসর জ্যাক্সন পাঠিয়ে দিয়েছেন দরজা পাহারা দেওয়ার জন্য। মাদাম কিউরিও দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শুভ সন্ধ্যা জানালেন "রক্ষীদ্বয়"কে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল জেমস শুনতে পেল ধাতব হুড়কো লাগানোর শব্দ। হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই লাফিয়ে উঠলো ওর হাঁসটা ডেকে উঠতেই। তুলে নিচের দিকটা দেখলো। লেখা ফুটে উঠেছে ওর লেখার তলায়...দশ মিনিট পর জানালা খুলিস।

জেমস একটু স্বস্তি অনুভব করলো। ও নিশ্চিত ছিল না র‍্যালফ বা জেইন ওর হাঁসের ডাকের জবাব দিতে পারবে কিনা এ বিষয়ে। কারণ ও জানে না বাকি গ্রেমলিনদের কি হয়েছে ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে। একটা ক্ষীণ আশা মনে যে ওরা কেউ ধরা পড়েনি। শুধুমাত্র র‍্যালফকে নিয়ে চিন্তা। কারণ ও তো থেকে গিয়েছিল স্লিদারিন খেলোয়াড়দের ঘরটাতে। ওর সাথেই বোধ হয় সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটেছে। তবুওম আশা করছে যে র‍্যালফও ওখান থেকে পালাতে পেরেছে। সবাই যখন জেমসকে টাবিথার ঝাড়ুতে চড়ে উড়ে যেতে দেখলো, এটা নিশ্চিত যে সবার নজর ওদিকেই চলে গিয়েছিল। তারপর টাবিথা ওর ঝাড়ুকে ডাক পাঠায়, ওটা জেমসকে নিয়ে ফিরে

BanglaBook.org

যায় মাঠেই। এই সময়ের মধ্যে র‍্যালফ পালিয়ে গেছে নিশ্চিত ছাউনীর ভেতর। ফিরে গেছে গ্রেমলিনদের সাথে।

মাদাম কিউরিওর ডেস্কের ওপর টিকটিক করে চলতে থাকা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জেমস এক এক মিনিট ধরে বয়ে যেতে থাকা সময় কাটাচ্ছিল নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাচ্ছিল দশ মিনিটের আগেই গিয়ে জানালা খোলার ইচ্ছে থেকে। যদি কোনো কারণে মাদাম কিউরিও ফিরে আসেন আর ওকে দেখতে পান খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে তাহলে নিশ্চিত কিছু একটা ভেবে বসবেন। যদিও জানালাটা ত্রিশ ফুট ওপরে মাটি থেকে, তবুও। অবশেষে ঘড়ির কাঁটা আটটা পনেরোর ঘরে পৌঁছাতেই জেমস বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামলো। বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা হাতে নিয়ে নির্দিষ্ট জানালার কাছে চলে গেল। ছিটকিনি নামিয়ে খুললো জানালা। বাইরে ঠাণ্ডা কুয়াশা মাখা রাত। আকাশ এখন পরিষ্কার, কিছু তারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নবির চিহ্ন নেই কোথাও। জেমস ঝুঁকে তাকালো, এদিক ওদিকে দেখলো। অন্ধকারে একটা দানবীয় আকৃতি অন্ধকারের বুক চিরে তারাদের ঢেকে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ওটা এসে আছড়ে পড়লো ওর ওপর, ওকে ঘিরে ধরলো এবং বের করে নিলো জানালার বাইরে চিৎকার করে সাহায্য চাওয়ার অবকাশও পেলো না জেমস।

অবয়বটা এমন করে ওকে ধরেছে যে মনে হচ্ছে দম আটকে যাবে। নিচে থেকে একটা চাপা ফিসফিসে আওয়াজ ভেসে এলো, 'বেশি জোরে চেপে ধোরো না! ওর হাড়গোড় সব ভেঙে যাবে!' জেমস অবাক হয়ে গেল জেইনের গলা চিনতে পেরে। বিশাল হাতের চাপ কমলো খানিকটা। জেমস এবার দেখতে পেল মেয়ে দৈত্যটা ওকে নামাচ্ছে নিচে জমিতে।

'দারুণ কাজ করেছো তুমি প্রেচকা!' জেইন বললো, দৈত্যটার পায়ে চাপড় মেরে। একটা আনন্দের আওয়াজ করে প্রেচকা নিজের বিশাল পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ছেড়ে দিলো জেমসকে মাটিতে নামার জন্য।

হাঁফাতে হাঁফাতে জেমস বললো, 'আমি ভেবেছিলাম তুই নবিকে নিয়ে আসবি!'

ছায়ায় ঢাকা একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে র‍্যালফ বললো, 'এটা টেডের আইডিয়া ও বুঝতে পেরেছিলো, অন্তত এই মুহূর্তে তুই ওখান থেকে বের হয়ে আসতে চাস। মারলিনের ঝামেলাটা নিজের চোখে দেখতে চাস। তোকে নিয়ে জ্যাক্সন চলে যেতেই ও চলে যায় গ্রপের খোঁজে। গ্রপ খুঁজে বের করে প্রেচকাকে। কারণ ওর উচ্চতা হাসপাতালের জানালার কাছে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট। আমরা চিন্তা করছিলাম কী করে তোকে খবরটা দেওয়া যায়। ঠিক তখনই তোর হাঁসের আওয়াজ এসে গেল আমাদের কাছে। বাকি কাজটা ভালোই হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।'

BanglaBook.org

বাঁ হাত দিয়ে বুকে পাঁজরের কাছটা ঘষতে ঘষতে জেমস বললো, 'ভাগ্য ভালো যে প্রেচকা বাঁহাতি, তা না হলে আমাকে আবার স্কেলি-গ্রো এর আবার একটা পুরো ডোজ খেতে হতো। বাপরে ওই হাতের যে কি চাপ! তা টেড কোথায়?'

'বাকি সব গ্রেমলিনদের সাথে ঘরবন্দী করে রাখা হয়েছে,' জেইন বললো কাঁধ উঁচু করে। 'যদিও প্রমাণ করতে পারেননি তবু ম্যাকগোনাগল মনে করেন ঝাড়ুচুরি কাণ্ডে ওরা জড়িয়ে আছে। উনি হয়তো পুরো ব্যাপারটাকে এতটা পাত্তা দিতেন না। কারণ উনাকে রিক্রিয়ান্ট আর সাকারিনার দিকটা সামলাতে হবে। কিন্তু ওই জ্যাক্সন উস্কে এটা করেছেন। উনি বলেছেন প্রেস্কটের ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত আগামীকাল অবধি গ্রেমলিন এর সবাইকে আটকে রাখতে। জঙ্গল থেকে গ্রপকে নিয়ে ফেরা মাত্র টেডকে গ্রিফিন্ডর এর কমনরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু সাব্রিনা বাদে। করসিকার প্রয়োগ করা বিচ্ছিরি রকমের জাইগান্টিজম মন্ত্রে আক্রান্ত হয়েছে ও। নাকটা ফুলে ফুটবলের মতো হয়ে গেছে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই অবশ্য, ঘুম ভাঙলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভেবেছিলাম আমাদেরকেও আটকে রাখা হবে। কিন্তু জ্যাক্সন ভেবেছেন র‍্যালফের পক্ষে এরকম একটা ঝামেলায় জড়িত থাকার চান্স কম। আর আমার কাছে তো অজুহাত আছেই। আমি পুরো ঘটনাটার সময় খেলার মাঠের ভেতরেই ছিলাম। তারজন্যই এখানে আসতে পেরেছি। এবার বল তোর কী প্ল্যান?'

জেমস জেইন ও রালফের দিকে তাকানোর পর প্রেচকার দিকে তাকালো, একটা গভীর শ্বাস নিলো। 'এখনো সেই একই। আমাদের যেতে হবে লুক্কায়িত দ্বীপে। জ্যাক্সন, ডেলাক্রয় এবং আর যারা যারা এর সাথে জড়িয়ে আছে তাদের আটকানোর জন্য। যে ভাবেই হোক মারলিনের জাদুছড়িটা চুরি করতেই হবে। যদি সেটা পারি, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমাদের পালাতে হবে যাতে বোঝা যায় এর সাথে কে কে জড়িয়ে আছে।'

র‍্যালফ সম্মতির সাথে বললো, 'ঠিক, একদম ঠিক।'

ড্যাডের জন্য লেখা চিঠিটা দেখিয়ে জেমস বললো, 'তার আগে, আমাকে এটা পাঠাতে হবে। এটা এক সপ্তাহ আগেই পাঠানো উচিত ছিল। যাকগে একেবারে না পাঠানোর চেয়ে এখন পাঠানোই ভালো। টেড ঠিকই বলেছিল। আমাদের সাহায্য দরকার আমরা যদি গ্রেমলিনদের সাহায্য না চাইতাম তাহলে আজকে আমাকে ওই হাসপাতালেই আটকে থাকতে হতো।'

'আমরা যদি গ্রেমলিনদের সাহায্য না চাইতাম তাহলে হয়তো তোকে ওখানে যেতে না হতেও পারতো,' র‍্যালফ বিড়বিড় করে বললো।

চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে জেইনের দিকে ঘুরে জেমস জানতে চাইলো, 'গ্রহদের সমাবেশের সময়টা ঠিক কখন?'

'নটা পঞ্চান্ন, ' জেইন জানালো। 'আমাদের হাতে আর মাত্র দেড় ঘণ্টা আছে।'

BanglaBook.org

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'পনেরো মিনিটের ভেতর জঙ্গলের কাছে ওই লেকের ধারে চলে আয়। আমি ওখানেই থাকবো। প্রেচকাকেও নিয়ে আসিস যদি ও আসতে চায়।'

জেইন মেয়ে দৈত্যটার দিকে তাকালো। 'মনে হয় না চাইলেও ওকে বাদ দিয়ে যেতে পারবো। ও রেডি হয়েই আছে সাহায্য করার জন্য।'

'তাহলে তো ভালোই। র‍্যালফ, তুই তোর জাদুদণ্ড এনেছিস তো?'

র‍্যালফ পেছনের পকেট থেকে ওর অদ্ভুত রকমের বড় জাদুদণ্ডটা বের করলো। সবজেটে লেবু হলুদ রং করা অংশটা হালকা একটা আলোর আভা ছড়াচ্ছিল অন্ধকারে। 'আমি এটাকে কখনোই ঘরে রেখে আসি না।'

'ঠিক আছে। ওটা নিয়ে প্রস্তুত থাকবি। তুই আপাতত আমাদের রক্ষী। ভালো করে মনে করে নে কী কী শিখেছিস ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের ক্লাসে। তৈরি থাক সেগুলো ঠিক প্রয়োজন মতো ব্যবহার করার জন্য। বুঝতে পারলি? আর কিছু বলার নেই। চল যাওয়া যাক।'

জেমস ছুটে চললো করিডোরের অন্ধকার ধরে, যত দ্রুত সম্ভব। কোনোদিকে নজর না দিয়েই। এই মুহূর্তে যেটা করা বেশ ঝুঁকির কাজ। পোর্ট্রেটের দরজার কাছে পৌঁছাতেই ওখান থেকে বেরিয়ে এলো স্টিভেন মেটজকার।

'জেমস!' স্টিভেন বলে উঠলো, অবাক হয়ে তাকিয়ে। 'তুই এখানে কী করছিস? তোর তো এখন...' কথা থামিয়ে জেমসের পেছনের অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোরটা দেখলো। 'কেউ দেখে ফেলার আগে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়।'

পোর্ট্রেট সরিয়ে ঢুকতে ঢুকতে জেমস বললো, 'থ্যাংকস, স্টিভেন।'

স্টিভেন উত্তর দিলো, 'ওসব বলার দরকার নেই। কারণ আমি তোকে দেখিনি। তুইও আমায় দেখিসনি। আমাকে এর মধ্যে একদম জড়াবি না।'

'কিসের মধ্যে জড়াবো? কিছুইতো হয়নি।'

সাব্রিনা বাদে সব গ্রেমলিনরা ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে ছিল। সবার মুখেই অস্বস্তি আর ক্ষুব্ধতার ছাপ। নোয়া জেমসকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'প্রেচকা তাহলে সঠিক লোককে পেয়ে গেছে।' কথাটা শুনে সবাই ঘুরে তাকালো এবং মুচকি হাসলো।

টেড সিরিয়াস ভাবে জানতে চাইলো, 'তুই এখানে কী করছিস? র‍্যালফ আর জেইন তো তোকে আনতে গেছে। আমাদের হাতে থাকা সময়ের বেশিটাই চলে গেছে কুইডিচ মাঠে গণ্ডগোল হওয়ার কারণে। অনেক দেরী হয়ে গেল। তোর তো ওই দ্বীপটায় যাওয়া দরকার। তুই কি চাস আমরা তোর সাথে যাই?'

'না, আমার জন্য এর মধ্যেই তোমরা অনেক ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়েছ। আমি এসেছি শুধু এটা পাঠানোর জন্য।' চিঠিটা দেখালো। টেড ইতিবাচক ভাবে মাথা নাড়লো, বুঝতে পারলো ওটা কাকে পাঠানো হচ্ছে। 'আমাকে দশ মিনিটের মধ্যে জেইন আর র‍্যালফের কাছে যেতে হবে জঙ্গলে।'

BanglaBook.org

নোয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি যেতে চাই। করসিকা সাব্রিনার সাথে যেটা করেছে আমি সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ চাই।'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'তোমাদের তিনজনের জন্য আজ রাতে অন্য কাজ আছে। সেখানে দু একটা ভয়ানক মন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যাবে বলেই মনে হয়। যদি আমি, র‍্যালফ আর জেইন কোনো কারণে কাজটা করতে না পারি তাহলে জ্যাক্সন বা অন্য কেউ মারলিনের পোশাকটার জন্য এখানে আসবে। আমি চাই তোমরা তিনজন ওটা পাহারা দাও। যদি কেউ ওটা নিতে আসে, তোমরা তাকে থামিয়ো। কিভাবে, সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমার খারাপ লাগছে এটা তোমাদের করতে বলার জন্য, কিন্তু...করতে পারবে কি?'

পেট্রা সামনের দিকে মাথাটা একবার ঝুঁকিয়ে নোয়া আর টেডের দিকে তাকালো। 'এটা কোনো ব্যাপারই না। যেহেতু আমরা চাইছি এদের মধ্যে কোনো একজনকে বিশেষ শাস্তি দিতে, তাই এটাই আশা করবো তোমরা হারবে না, তাই না?'

জেমস মাথাটা একবার সমানের দিকে ঝুঁকালো তারপর শোওয়ার ঘরে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে ছুটলো। ঘরটা অন্ধকার, ফাঁকা। ছোট্ট বাথরুমটার কাছে একটা মোমবাতি জ্বলছে। নবি এখনো সবসময় জেমসের জানালার কাছে বসে থাকার বিশেষ অনুমতি পায়নি। দেখা গেল খাঁচার মধ্যে ঘুমাচ্ছে।

'নবি,' জেমস জোরালো ফিসফিসানিতে ডাক দিলো, 'ড্যাডকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা খবর আছে। আমি বুঝতে পারছি অনেক দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু এটা খুবই দরকারি।' বড়সড় পাখিটা পাখার মধ্যে থেকে মাথা তুলে ঠোঁট ঠুকলো অলসভাবে। পা বাড়াল সামনের দিকে, জেমস খাঁচার দরজা ও ঘরের জানালা খুললো।

'ফিরে আসার পর তুই প্যাঁচাদের থাকার জায়গায় চলে যাবি। আমার কাছে থাকিস এটা আমার ভালো লাগে। কিন্তু এখানে ফিরে আসলে একটু গণ্ডগোল হতে পারে। বুঝতে পারলি?'

প্যাঁচাটা বড় বড় চোখে জেমসকে দেখলো, তারপর উড়ে গেল জানালায়। তারপর পাখার একটা ঝাপ্টা মেরে মিলিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

জেমস সিঁড়ির দিকে ফিরে যাওয়ার আগে একবার ট্রাঙ্কটার দিকে তাকালো। একটু সরে গেছে নাকি ট্রাঙ্কটা? একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়ায়। জ্যাক্সন কি তাহলে পোশাকটা নিয়ে চলে গেছেন? লুক্কায়িত দ্বীপে যাওয়ার আগে নিজের ব্রিফকেসটা খুলে দেখেছিলেন, নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আর তখনই ধরে ফেলেছেন ব্যাপারটা। গ্রেমলিনরা নিশ্চিতভাবে জ্যাক্সনকে আসতে এবং যেতে দেখেছে। তারপর আবার মনে হলো, হয়তো না। জ্যাক্সন যথেষ্ট বুদ্ধিমান। হয়তো ছদ্মবেশে এসেছিলেন অথবা মাদাম ডেলাক্রয়কে বলেছেন রিমোট ফিজিও-অ্যাপারিশন ব্যবহার

BanglaBook.org

করে ছেলেদের শয়ন কক্ষে সরাসরি পৌছে পোশাকটা নিয়ে আসার জন্য। তারপর আবার মনে পড়লো, টেড বললো জেইন আর র‍্যালফ এখানেই ছিল কুইডিচ মাঠের গণ্ডগোলটার পর থেকে। জেমসকে জানতেই হবে। জেমস ট্রাঙ্কটার কাছে গেল, বের করলো নিজের জাদুদণ্ড। ওর নির্দেশ পেয়েই খুলে গেল ঢাকনা, দেখতে পেলো ওটা একেবারে নিচেই রাখা আছে। না যেখানে ছিল সেখানেই আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ব্রিফকেসের ঢাকনাটা একটু খোলা। একটা আতঙ্কের ঢোঁক গিলে ভেতরে হাত ঢুকালো। ছাঁয়া পেল সেই মসৃণ কাপড়ের। এমনকি সেই শিহরণ জাগানো গন্ধটাও এলো ওর নাকে। সেই গাছপালাসহ পৃথিবীর, যেখানে বাতাস তার নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা বড় মাপের স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো জেমসের ভেতর থেকে।

ট্রাঙ্কটা খুলে রেখেই জেমস চারদিকটা দেখতে দেখতে ভাবছিলো দ্বীপে সফর করার আগে আর কিছু নেওয়ার দরকার আছে কিনা। এদিক ওদিকে পড়ে আছে জামা কাপড় আর টুকটাক নানান জিনিসপত্র। একটু ভাবার পর মরওডার্স ম্যাপ এবং ইনভিজিবিলিটি ক্লোকটা তুলে নিলো। ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে পুনরায় জাদুদণ্ড দিয়ে ওটাকে বন্ধ করলো। ব্যাক প্যাকটাকে ফেলে এসেছে হাসপাতালের ঘরে। ম্যাপ আর ক্লোকটাকে ভরে নিলো বছরের শুরুতে মামের কাছ থেকে পাওয়া একটা চামড়ার বইয়ের ব্যাগে। দ্রুত নেমে এলো নিচে। আর একবার থামলো নোয়া, পেট্রা আর টেডকে ডেলাক্রয়ের শক্তির কথা বলার জন্য।

নোয়া বললো, 'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে চললো সিঁড়ির দিকে। 'আমরা এক এক করে তোর ট্রাঙ্কের দিকে নজর রাখবো। এক ঘণ্টা করে একেক জন, তাই তো টেড?'

টেড ঘাড় নাড়লো। চিন্তামুক্ত হয়ে পোর্ট্রেটের দরজা পেরিয়ে জেমস চললো র‍্যালফ আর জেইনের উদ্দেশ্যে।

পাঁচ মিনিট পর, দুর্গের ভেতর থেকে বের হয়ে মাঠে এসে গেল জেমস। ভেতরের আলো থেকে বাইরের অন্ধকারে এসে ওর চোখ এখনো ধাতস্থ হয়নি। আন্দাজে জমির ঢাল অনুসরণ করে এগিয়ে গেল লেকের দিকে। কানে এলো জেইনের সিটির শব্দ, চেষ্টা করছে পাখির ডাকের নকল করার। বাঁ দিক থেকে শব্দটা আসছে অনুমান করে জেমস করে এগিয়ে গেল সেই দিকে। একসময় দেখতে পেল, মেয়ে দৈত্যটা দাঁড়িয়ে আছে গাছের মাথা ছাড়িয়ে। জেইন আর র‍্যালফ কাছেই পায়চারি করছে।

জেইন মুচকি হেসে বললো, 'ভালো ছিল না এটা? জেমস বন্ডের সিনেমায় এরকম করতে দেখেছিলাম। আমার মনে হল তোর এটা পছন্দ হতে পারে।'

'দারুণ।' জেমস মেনে নিলো। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে এক ধরনের ভয় মেশানো উত্তেজনায় ওর ভেতরটা কাঁপছে। চরমক্ষণ এসে গেছে। আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সম্ভবত এতক্ষনে হাসপাতাল থেকে ওর পালিয়ে যাওয়ার

BanglaBook.org

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। কালকে এ নিয়ে একটা ঝামেলা পাকবেই। কিন্তু এই মুহূর্তের কাজটা যদি না হয় তাহলে আরো বড় ঝামেলা অপেক্ষা করে আছে সামনে। জেমস প্রেচকার দিকে তাকালো। 'ও কি আমাদের কাঁধে করে নিয়ে যাবে? তাহলেই একমাত্র সময়ের মধ্যে পৌঁছানোর সুযোগ আছে।'

প্রেচকা জেমসের কথাটা শুনতে পেয়ে নিচু হলো। পাশের পাহাড়ের দেওয়ালে ওর হাঁটুর ধাক্কা লাগায় কেঁপে উঠলো মাটি। 'প্রেচকা সাহায্য,' চেষ্টা করলো যতটা সম্ভব নিচু স্বরে কথা বলার। 'প্রেচকা ছোটদের বয়ে নেবে।' হেসে জেমসের কাছে মাথাটা নামিয়ে আনলো, যেটার উচ্চতা জেমসের সমান। জেইন, র‍্যালফ আর জেমস ঝটপট ওর কাঁধে ওঠার পথে অগ্রসর হলো। জেমসকে র‍্যালফ আর জেইনের সাহায্য নিতে হলো ভাঙা হাতের কারণে। প্রেচকা উঠে দাঁড়ানোর সময় ওদের মনে হলো অতি দ্রুতগতির কোনো এলিভেটরে ওরা চড়েছে। আর কিছু বলার আগেই প্রেচকা এগিয়ে চললো জঙ্গল ঠেলে। ওদের গায়ে লাগছিল গাছের একেবারে ওপরের দিকের ডাল পালার ছোঁয়া। মাঝে মাঝে প্রেচকা দুহাতে ওগুলো ঠেলে ধরে রাখছিল সামনের পথ করার জন্য।

জেমস জানতে চাইলো, 'ও কী করে বুঝছে ওকে কোথায় যেতে হবে?'

র‍্যালফ উত্তর দিলো, 'গ্রপ ওকে বলে দিয়েছে। আমি জানি না কিভাবে বলেছে, দৈত্যদের ব্যাপার। ওরা শুধু মনে রাখে ওরা কোথায় ছিল আর সেখানে কিভাবে ফিরে যেতে হয়। সম্ভবত এভাবেই ওরা একে ওপরের বাসস্থান খুঁজে নেয়। আমি ওদের ভাষা জানি না এক ফোঁটা, কিন্তু বুঝতে পারছি ও নিজে কী করছে সেটা জানে।'

গ্রপের কাঁধে চড়ে যাওয়া আর প্রেচকার কাঁধে চড়ে যাওয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। গ্রপ যেখানে যত্ন নিয়ে সাবধানে যায় সেখানে প্রেচকা চলেছে কোনো দিকে নজর না দিয়ে। প্রতি পদক্ষেপে ওর শরীর কাঁপছে। যা কাঁপিয়ে দিচ্ছে তিন বন্ধুকেও। জেমসের মনে হচ্ছিল এ যেন বড়সড় কোনো একচাকার সাইকেলের ওপর চড়ে বসে থাকা। জঙ্গল শেষ হলো। চারদিক এখন ফাঁকা, নিস্তব্ধ। একটু পরেই জেমস প্রেচকার টিউনিকটা সজোরে টেনে ধরে বললো, 'প্রেচকা এখানেই থামো। আমরা প্রায় এসে গেছি। আমরা যে এসেছি কেউ বুঝতে পারুক এটা আমরা চাই না।'

প্রেচকা হাত বাড়িয়ে একটা ওক গাছ ধরে দাঁড়ালো। সাবধানে নিচু হলো, তিন বন্ধু নামলো কাঁধ থেকে। ব্যাপারটা অনেকটা বড় মাপের স্লিপারে প্রায় পিছলে নামার মতো।

'প্রেচকা, তুমি এখানেই থাকো,' জেমস বললো। বিশাল মাথাটা ঝোঁকালো একটু মেয়ে দৈত্যটা। তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জেমস শুধু আশাই করতে পারে প্রেচকা গ্রপের মতো ওদের ফেলে খাবার খুঁজতে চলে যাবে না।

BanglaBook.org

হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে জেইন বললো, 'ওই দিক দিয়ে যেতে হবে।' জেমস দেখতে পেলো চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে লেকের জল। যতটা সম্ভব শব্দ কম করে ওরা এগিয়ে চললো পড়ে থাকা গাছের ডালপালা আর ঝোপঝাড় ঠেলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল লেকের ধারে। লুক্কায়িত দ্বীপ দূরে জলের ধারে দৃশ্যমান। বিশেষ রাতের জন্য তার প্রাচীন গথিক ধাঁচের ক্যাথিড্রালের মতো আকৃতি নিয়ে অপেক্ষমাণ। ড্রাগন মাথার সেতুটাকেও দেখা যাচ্ছে। মুখ হাঁ করে ভয়ানক আমন্ত্রণ জানানোর ভঙ্গিতে তৈরি। জেমস শুনতে পেল র‍্যালফের ঢোঁক গেলার শব্দ। ওরা এগিয়ে চললো নিঃশব্দে।

সেতুটার কাছে পৌঁছাতেই মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। রূপালি আলোয় লুক্কায়িত দ্বীপের রুপ পরিস্ফুট হলো পূর্ণ মাত্রায়। এই মুহূর্তে দ্বীপটার সেই ভয়ানক বন্য রুপটার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। নিপুণভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য বানানো ড্রাগন মাথার সেতু মুখ হাঁ করেই আছে। ওর পেছনে সেই গেইট, লতা পাতা অলংকৃত। দেখে মনে হচ্ছে রট আয়রনের বানানো। জেমস এখন লেখাটা পরিষ্কার পড়তে পারছে।

'ওটা তো বন্ধ,' জেইন ফিসফিস করে বললো, কিছু উৎসাহের সাথেই। 'এর মানেটা কী?'

জেমস মাথা নেড়ে বললো, 'আমি জানি না। চল, দেখি আমরা ওখানে প্রবেশ করতে পারি কিনা।'

একটা লাইন করে তিন বন্ধু পা টিপে টিপে এগিয়ে চললো সেতুর ওপর দিয়ে। জেমস একেবারে সামনে। দেখতে পেলো ওদের আসতে দেখেই ড্রাগনের মুখটা প্রশস্ত হলো। একটুও শব্দ হলো না এবার। প্রায় বুঝতে না দেওয়ার মতো করে ঘটে গেল ব্যাপারটা। দরজাটা অবশ্য বন্ধই আছে। জেমস জাদুদণ্ড নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো এবং থেমেও গেল যন্ত্রনার আওয়াজ করে। ভুলেই গিয়েছিল ওর হাতে ব্যান্ডেজ করা আছে।

'র‍্যালফ, তোকেই এই কাজটা করতে হবে,' ডান দিকে সরে গিয়ে র‍্যালফকে সামনে আসার জায়গা করে দিয়ে জেমস বললো। 'আমার ওয়ান্ড ব্যবহারের হাত অকেজো হয়ে গেছে। তোকেই দায়িত্ব নিতে হবে মি. স্পেল জিনিয়াস।'

র‍্যালফ জাদুদণ্ড বের করে তোতলানোর মতো করে বললো, 'ক-কি-ক-করতে হবে আমাকে?'

'শুধু আন-লকিং মন্ত্রটা প্রয়োগ করতে হবে।'

'কি...আরে থাম থাম!' জেইন একটা হাত তুলে বললো। 'সে বার ওই একই কাজ করতে গিয়ে আমরা গাছের খাদ্য হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। মনে আছে তো?'

জেমস বললো, 'সেটা তখনকার ব্যাপার ছিল। দ্বীপটা ঠিকঠাক তৈরি ছিল না। আজ রাত প্রকৃত সময় এর অস্তিত্বের জন্য, আমার অন্তত তাই মনে হয়। এবার ওটা

BanglaBook.org

আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে। তাছাড়া, এ হলো র‍্যালফ। যদি কেউ এই কাজটা করতে পারে তবে সেটা র‍্যালফ ছাড়া আর কেউ না।'

জেইন মুখ বিকৃত করলো, তবে পাল্টা উত্তর কিছু দিলো না। এক পা পিছিয়ে গেল, র‍্যালফকে আরো খানিকটা জায়গা করে দেওয়ার জন্য। র‍্যালফ কাঁপা কাঁপা হাতে জাদুদণ্ডটা তাক করলো দরজার দিকে। গলাটা ঝেড়ে নিলো একবার।

'কি যেন মন্ত্রটা? আমি শুধু ভুলে যাই!'

জেমস উৎসাহ ব্যাঞ্জকভাবে বললো, 'অ্যালোহোমোরা। দ্বিতীয় আর চতুর্থ সিলেবলে জোরটা দিবি। এটা তুই অনেকবার করেছিস। চিন্তার কিছু নেই।'

র‍্যালফ নিজেকে শক্ত করলো, হাতের কাঁপুনি থামানোর জন্য। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে, কম্পিত স্বরে বললো স্পেলটা।

সাথে সাথেই ডালপালাগুলোতে শুরু হলো চঞ্চলতা। লেখাগুলো মিলিয়ে যেতে থাকলো ডালপালার সাথে সাথে। সবকিছু সরে গেলে দেখা গেল কাঠের পাল্লা। আরো কয়েক সেকেন্ড পরে শব্দহীন ভাবে খুলে গেল দরজাটা।

র‍্যালফ জেমস আর জেইনের দিকে তাকালো, চোখ বিস্ফোরিত এবং উৎকণ্ঠায় ভরা। 'আমার মনে হয় কাজটা হয়েছে।'

সমানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জেইন বললো, 'আমারও তাই মনে হয়।' তিনজন সাবধানে দরজার ওপারের অন্ধকারে পা বাড়ালো।

লুক্কায়িত দ্বীপের ভেতরটা গোলাকৃতি এবং প্রায় ফাঁকা। থামের মতো গাছ গুলো দিয়ে ঘেরা। ওপর দিকে ডালপালা ও পাতায় ঢাকা একটা গম্বুজাকৃতি সিলিং। মেঝে পাথরের, ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচের দিকে মাঝখানে। সেই মাঝখানটায় বাটি আকৃতির মতো স্থান আলোকিত হয়ে আছে চাঁদের আলোয়। আলোটা এসেছে সিলিং-এর একটা গর্ত দিয়ে। চাঁদের আলোতে দেখা যাচ্ছে মারলিনের সিংহাসনটাকে। আর তার ঠিক সামনে সিল্যুয়েটের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, মাদাম ডেলাক্রয়।

জেমসের নিজেকে কেমন যেন দুর্বল বোধ হচ্ছিল ভয়ের চাপে। উনার পেছনদিকটা ওদের সামনে, উনি নড়ছেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সিংহাসনটার দিকে। মারলিনের সিংহাসনটা কাঠের তৈরি, লম্বা, পেছনের হেলান দেওয়ার কাঠ সোজা এবং সরু। দারুণভাবে পালিস করা ওটা। যদিও জেমসের ভাবনার চেয়েও বেশি কারুকার্য করা। গোটা গায়ে জাফরির মতো লতাপাতার খোদাইতে ভর্তি। খোদাইহীন কেবলমাত্র বসার আর হেলান দেওয়ার জায়গাটা। দেখে মনে হচ্ছে সিংহাসনটা লুক্কায়িত দ্বীপের মতো জন্ম নিয়েছে। কেউ ওটাকে বানায়নি। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত ডেলাক্রয় আগেই এসে গেছেন। জেমস ভাবতে চেষ্টা করছিল একটুও না নড়ে উনি কতক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। নিরীক্ষণ

BanglaBook.org

করে চলেছেন সিংহাসননটাকে। পেছনে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। ড্রাগন মাথা সেতুর ওপর দিয়ে কেউ আসছে। জেমস নিঃশ্বাস চেপে রাখলো। বুঝতে পারলো র‍্যালফ আর জেইন নিচু হয়ে পেছন দিকের ঘাস ঝোপের কাছে লুকাচ্ছে।

জেমস শুনতে পেলো এক অজানা ভাষায় একজন পুরুষ মানুষ কিছু একটা আদেশ দিলো। যেটা শুনতে একই সাথে মাধুর্যময় এবং আতঙ্কজনক। বাইরের দরজায় গাছপালার নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো পাথরের ধাপের ওপর দিয়ে। প্রফেসর জ্যাক্সনকে দেখা গেল এবার। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন মাদাম ডেলাক্রয়ের পেছনে।

'প্রফেসর জ্যাক্সন,' মাদাম ডেলাক্রয় মুখ না ঘুরিয়েই বললেন, 'আপনি কখনোই আমার চাহিদা পুরনে ব্যর্থ হননি।' উনার ভারী গলার শব্দ অনুরণিত হলো গম্বুজাকৃতি ঘরটাতে।

'আপনিও তাই মাদাম। আপনি তো দেখছি আগেই এসে গেছেন।'

'আমি সময় বাঁচানোয় বিশ্বাস করি থিয়োডোর। এক দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে এই মুহূর্তে আসার জন্য। যদি আমি সুযোগ বিষয়ে বিশ্বাসী হই তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি "অত্যন্ত দীর্ঘ"। কিন্তু আমি সেটা নই। আমি সেটাই করেছি যেটা করা বাঞ্চনীয়। এমনকি আপনিও সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন যা আপনার ওপর ন্যস্ত আছে বলে আপনি মনে করেন।'

মাদাম ডেলাক্রয় থেকে বেশ খানিকটা দূরেই থেমে গেলেন প্রফেসর জ্যাক্সন। 'আপনি কি সত্যিই তাই বিশ্বাস করেন মাদাম?' জেমস দেখলো জ্যাক্সনের হাতে উনার হিকোরী জাদুদণ্ড। 'আমার তো অবাক লাগছে। আপনি তো জানেন, আমি কোনো রকম সুযোগ বা ভাগ্যে বিশ্বাসী নই। আমি কেবলমাত্র বিশ্বাস করি বেছে নেওয়াকে।'

'থিওডোর, আপনি কী বিশ্বাস করেন তাতে কিছু যায় আসে না, যদি আপনার বেছে নেওয়াটা সঠিক পথের পথিক হয়।'

জ্যাক্সন সহসাই গলার মোলায়েম ভাব ত্যাগ করে বলে উঠলেন, 'আপনি ভালো করেই জানেন আমার কাছে আছে পোশাকটা। সবসময় ওটা আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছি: আপনি ওটা কিছুতেই পাবেন না। এখানে এসেছি সেটা বলার জন্যই। এসেছি আপনাকে আটকানোর জন্য। মাদাম যতই আপনি আমাকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন না কেন।'

অবাক হয়ে ঢোঁক গিললো জেমস। আওয়াজটা চাপা দেওয়ার জন্য মুখে হাত চাপা দিলো। জ্যাক্সন এখানে এসেছেন মাদামকে আটকানোর জন্য! কিন্তু কিভাবে? জেমস একটা শীতল স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাওয়ার অনুভূতি পেলো। ওর একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে প্রায় শব্দহীন ফিসফিসানিতে র‍্যালফ বললো, 'উনি কি এটাই বললে...'

BanglaBook.org

জেইন ধমকে উঠলো, 'শশশ! চুপ করে থাক!'

ডেলাক্রয় একটা অদ্ভুত ছন্দময় শব্দ করলেন। উনার কাঁধ নড়ে উঠলো সামান্য, জেমস বুঝলো উনি হাসছেন। 'মাই ডিয়ার, থিওডোর, আমি কখনোই আপনাকে আটকানোর চেষ্টা করিনি। কেন করবো আরে আমি যদি বুঝতাম আপনি এখানে এলে এক ফোঁটা অসুবিধা আমার হবে, তাহলে তো আপনাকে এখানে আসতেই দিতাম না। আপনার একগুঁয়েমি আর সন্দেহজনক চরিত্র তো আমার কাজের সেরা অস্ত্র। প্রফেসর, আপনাকে তো আমার দরকার ছিল। আমার দরকার ছিল আপনার কাছে যেটা আছে বা যেটা আপনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে আপনি রক্ষা করে চলেছেন সেটা হাতানোর জন্য।'

জ্যাক্সন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। 'আপনি কি ভাবেন যে আমি পোশাকটা এখানে নিয়ে এসেছি? আমি এতোটাই বোকা? তাহলে তো আমাকেই ভাবতে হবে যে আপনি অতি মাত্রায় উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারিণী। উঁহু, সেই পোশাক সুরক্ষিতই আছে। ওটা রাখা হয়েছে সবচেয়ে সেরা কাউন্টার অ্যাকিও মন্ত্রের বন্ধনে। আমি জানি ওরা ওটা আমার জন্যই করে রেখেছে। আপনি কোনোদিনই ওটা খুঁজে পাবেন না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

ডেলাক্রয় কিন্তু আরো জোরে হেসে উঠলেন কথাগুলো শুনে। এখনো উনি ঘুরে দাঁড়াননি। ওপর থেকে আসা আলোয় চেয়ারটা আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জেমস বুঝতে পারলো গ্রহদের আলোতে ওটার উজ্জ্বলতা বাড়ছে। গ্রহগুলো এখন এই জায়গার ওপরে এসে পড়েছে। হল অব এল্ডারস ক্রসিং এর ক্ষণ সমাগত প্রায়।

'ওহ প্রফেসর, আপনার আত্মবিশ্বাস আমাকে উৎসাহী করে দিচ্ছে। আপনার মতো শত্রু থাকার জন্য এই সাফল্য আরো সুস্বাদু হয়ে উঠছে। আপনি কি মনে করেন, আমি জানতাম না যে আপনি মারলিনাসের পোশাকটাকে আপনার ব্রিফকেসে বয়ে নিয়ে বেড়ান সবসময়ে? আপনি কি মনে করেন, আমি এখানে আসার পর থেকে ওই পোশাকটাকে ঠিক সময়ে পাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই করিন্নি? শুনে রাখুন আজ রাতে ওই পোশাক আমার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে নিজে থেকে এসে উপস্থিত হবে ।'

জেমসের মনে একটা ভয়ানক ভাবনা উপস্থিত হলো। ওর মনে পড়লো ডিফেন্স এগেইন্সট দ্য আর্টস ক্লাসের সেই দিনটার কথা, যেদিন জ্যাক্সন প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিনের সাথে কথা বলছিলেন। মাদাম ডেলাক্রয় এসে জানালেন ওর ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। জেমস সে সময় নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখতে পেয়েছিল ব্রিফকেসটা খোলা। তাহলে কি মাদাম ডেলাক্রয়ই ওটা খুলেছিলেন, যাতে জেমস ওটা দেখতে পায়? উনি কি ওকে কোনোভাবে ব্যবহার করেছেন? ওর মনে পড়লো জেইন আর র‍্যালফ বলেছিল পোশাক হাতানোটা খুব সহজেই হয়ে গেল। খুবই সহজে। জেমস কেঁপে উঠলো।

BanglaBook.org

'জেমস,' র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'তুই নিশ্চয় পোশাকটা আজ রাতে সঙ্গে করে নিয়ে আসিসনি?'

জেমস উত্তর দিলো, 'মোটেই না, আমি কি পাগল!'

জেইন যতটা সম্ভব চাপা স্বরে বললো, 'তাহলে তোর ওই ব্যাগে কী আছে?'

জেমস একই সাথে রাগ আর ভয় অনুভব করলো। 'মরওডার্স ম্যাপ আর ইনভিজিবিলিটি ক্লোক।'

র‍্যালফ জেমসের কাছে গিয়ে টেনে নিজের দিকে ওকে ঘোরালো। মুখে আতঙ্কের ছায়া। ইনভিজিবিলিটি ক্লোক!' ঢোক গিলে বিকৃত স্বরে বললো। 'জেমস, ওটা আমার কাছে আছে। স্লিদারিনদের খেলোয়াড়দের ঘরে ওটা আমার কাছেই থেকে গিয়েছিল, ভুলে গেছিস? আমি ওটার সাহায্যেই পালাতে পেরেছিলাম! আমার ঘরে, আমার ট্রাঙ্কে রাখা আছে ওটা!'

জেমস পাথরের মূর্তির মতো র‍্যালফের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওদিকে নিচে লুক্কায়িত দ্বীপ ঘরের মাঝখানে মাদাম ডেলাক্রয় হাসতে থাকলেন।

হাসির সাথেই দিলেন ডাক, 'মি. জেমস পটার। কোনো রকম সংকোচ না করে আমাদের এখানে চলে এসো। চাইলে তোমার বন্ধুদের নিয়েও আসতে পারো।'

জেমসের নড়ার ক্ষমতা চলে গেছে। মোটেই ওই নিচে যাবেনা ও। বরং দৌড়ে পালাবে। বুঝে গেছে ছলে বলে ওকে ইনভিজিবিলিটি ক্লোক আনার ভাবনায় ভুলিয়ে মারলিনাসের পোশাক এখানে নিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। এটাই সঠিক সময় পালানোর। কিন্তু সেটা ও করতে পারছে না। র‍্যালফ ওকে ঠেলছে। পালাতে বলছে। ঠিক ওই মুহূর্তে জেমসের অন্যদিকটায় বসে থাকা জেইন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। নিজের জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে।

গাছের মতো থামগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জাদুদণ্ড তাক করে চিৎকার করে বললো, 'এই যে, ভুডু কুইন' নিজেকে খুবই স্মার্ট মনে করেন তাই না! আসলে আপনি যতটা বিশ্রী দেখতে ততটাই শয়তান। স্টুপিফাই!'

জেমস দেখলো জেইনের জাদুদণ্ড থেকে একটা লাল আলোর ঝলক ছিটকে গেল। আছড়ে পড়লো মাদাম ডেলাক্রয়ের পিঠে। জেমস ভেবেছিলো উনি অজ্ঞান হয়ে এবার পড়ে যাবেন। বাস্তবে উনি একটুও নড়লেন না। অবাক হয়ে শুধু দেখলো লাল আলোর ঝলকটা ওকে ভেদ করে চলে গেল। সিংহাসনের কাছের মাটিতে ওটা পড়ে মিলিয়ে গেল। ডেলাক্রয় হাসতে হাসতে জেইনের দিকে ফিরলেন।

'আমি দেখতে বিশ্রী বুঝি?' হাসি থেমে গেল জেইনের দিকে তাকানোর পর। এখন আর উনি মোটেই অন্ধ বা বুড়ি নন। এই মুহূর্তে উনার প্রতিরুপ ওদের সামনে দাঁড়িয়ে। 'শয়তান? হতে পারে। তবে সেটা একটা ছবি মাত্র।' প্রতিরূপটা একটা হাত ওঠালো, সাথে সাথেই জেইন ভেসে উঠলো শূন্যে। হাত থেকে বেরিয়ে গেল

BanglaBook.org

জাদুদণ্ডটা। জেইন ধাক্কা খেলো গাছরুপী স্তম্ভে। তারপর ভেসে থাকলো তিন ফুট উঁচুতে। মনে হচ্ছিল একটা হুকে আটকে ওকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। 'আমি যদি শয়তান হতাম তাহলে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মেরে ফেলতাম বুঝলে কিছু?' হাসলেন, তারপর ঘুরে হাতটা বাড়ালেন সেইদিকে যেখানটায় জেমস লুকিয়ে আছে 'মি. পটার, প্লিজ, আমার সাথে লড়তে চেষ্টা করাটা খুবই বোকা বোকা ব্যাপার। আর সত্যি কথা এটাই যে এই বিষয়টাতে তুমি একেবারে নভিস। মি. ডিডলকেও সাথে করে নিয়ে এসো। সবাই একসাথে মজাটা উপভোগ করি। কী হলো, আসবে না নাকি?'

জ্যাক্সন ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন জেইন যখন বেড়িয়ে এসেছিল তখনই। উনার জাদুদণ্ড এখনো ওর হাতেই আছে নিচের দিকে নামানো। দেখলেন কাঁপতে কাঁপতে জেমস আর র‍্যালফ সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলেছে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ওর সাথে চোখাচোখি হলো জেমসের। ভ্রু ওপরে তুলে রাগের সাথে বলে উঠলেন, 'পটার, থামো,' খানিকটা উঁচু করে ধরেছেন জাদুদণ্ডটাকে, তাক করেছেন জেমস আর র‍্যালফের সামনেটায়। জেমসরা থেমে গেল, যেন ওদের পায়ের তলায় হঠাৎ আঠা লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।

'ওহ, থিওডোর, তুমি দেরী করিয়ে দিতে চাইছো?' ডেলাক্রয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। হাত ঘুরিয়ে একটা আজব রকমের নাড়াচাড়া করলেন নিজের আঙুলগুলোকে। জ্যাক্সনের জাদুদণ্ডটাও ছিটকে গেল উনার হাত থেকে। যেন সুতো বেঁধে টেনে নেওয়া হলো। জ্যাক্সন ধরতে গেলেন ওটাকে কিন্তু ওটা দূরে চলে গেল। ডেলাক্রয় আবার আঙুল নাড়লেন, জাদুদণ্ডটা সশব্দে ভেঙে গেল মাঝ আকাশে। জ্যাক্সনের মুখে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। উনি আস্তে আস্তে হাতটা নামালেন। তাকিয়ে থাকলেন ভেঙে যাওয়া হিকোরী দণ্ডটার দিকে। তারপর ঘুরে তাকালেন ডেলাক্রয়ের দিকে। মুখ ক্রোধে সাদা। এগিয়ে চললেন ভুডু কুইনের দিকে। ডেলাক্রয়ের হাত নেচে উঠলো বিদ্যুতের মতো। পোশাকের ভেতর থেকে আঙুলের ডগায় বের করে আনলেন নিজের অদ্ভুত দর্শন আঙ্গুরগাছের শিকড় থেকে তৈরি জাদুদণ্ডটা।

'এটা আসল জিনিসটার একটা নমুনা মাত্র,' বললেন রসিয়ে রসিয়ে। 'এর জন্ম হয়েছে এখানকার মাটি থেকে, আমার নিজের কাজের জন্য। কিন্তু আমি আগে থেকেই নিশ্চিত করে বলে দিতে চাই যে, থিওডোর, এটা ততটাই শক্তিশালী যতটা আমি জানি। আমায় বাধ্য কোরো না তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য।'

জ্যাক্সন থেমে গেলেন, কিন্তু মুখের ভাব একইরকম রইলো। 'আমি তোমাকে কিছুতেই এই কাজ করতে দেব না ডেলাক্রয়। তুমি সেটা ভালো করেই জানো।'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠে ডেলাক্রয় বললেন, 'ওহো, তুমি তো ইতিমধ্যেই সে চেষ্টাটা করে ফেলেছো। জাদুদণ্ডটা তাক করলেন জ্যাক্সনের দিকে, নাড়লেন। একটা

BanglaBook.org

কমলা আলোর ঝলক বের হল ওটা থেকে। জ্যাক্সনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল পেছন দিকে। তিনি আছড়ে পড়লেন ওপরের দিকের সিঁড়ির ধাপে। চেষ্টা করলেন উঠে দাঁড়ানোর, ডেলাক্রয় চোখ ঘোরালেন। কঠোর স্বরে বললেন, 'এরা আবার হবে হিরো!' পুনরায় নাড়লেন নিজের জাদুদণ্ড। জ্যাক্সন আবার ভেসে গেলেন শূন্যে। আছড়ে পড়লেন একটা স্তম্ভের গায়ে। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেলেন, আর নড়লেন না।

'এবারে,' জেমস আর র‍্যালফের দিকে জাদুদণ্ড তাক করলেন, 'এসো, আমার কাছে এসো।'

দুজনকেই শূন্যে ভাসিয়ে বাকি ধাপগুলোর ওপর দিয়ে টেনে আনলেন। নামিয়ে দিলেন মাঝখানের ঘাসে ভরা জায়গাটায়। ওরা পৌঁছে গেল একেবারে মাদাম ডেলাক্রয়ের প্রতিরুপের সামনে। যার চোখ দুটোর রঙ পান্না সবুজ এবং দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। 'পোশাকটা আমাকে দাও। আর দয়া করে এমন কিছু কোরো না যাতে তোমাদের ক্ষতি করতে হয়। আমি মাত্র একবারই একটা কথা বলতে ভালোবাসি।'

বইয়ের ব্যাগটা জেমসের কাঁধ থেকে পড়ে গেল মাটিতে পায়ের কাছে। ও তাকালো ওটার দিকে, নিজেকে কেমন যেন অসহায় এবং হতবুদ্ধি মনে হচ্ছে। 'প্লিজ', ডেলাক্রয় বললেন এবং জাদুদণ্ড নাড়লেন। জেমস হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হলো। অতি ওজনের কেউ যেন চেপে বসলো ওর ঘাড়ে। হাত চলে গেল ব্যাগের ভেতর, চেপে ধরলো পোশাকটাকে। টেনে বের করে আনলো। র‍্যালফের মনে হচ্ছিল ওকে আটকে রাখা হয়েছে এক জায়গায়। কোনোদিকেই একটুও নড়তে পারছে না। 'জেমস, ওটা দিস না।'

'আমি নিজেকে আটকাতে পারছি না,' জেমস বললো হতাশ স্বরে।

ডেলাক্রয়ের চোখে ঝলসে উঠলো লোভের ছায়া। হাত বাড়িয়ে আস্তে করে পোশাকটা নিয়ে নিলো জেমসের কাছ থেকে। 'ভালো ইচ্ছেকে সবসময় বড্ড বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।' বললেন হালকাচ্ছলে।

জেমস ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'আপনি সফল হতে পারবেন না। আপনার কাছে সব কটা রেলিক নেই.।'

ডেলাক্রয় পোশাক থেকে মুখ তুলে জেমসের দিকে তাকালেন অতি অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে। 'তাই নাকি মি. পটার, আমার কাছে নেই?'

'না!' জেমস বললো দাঁত কিড়মিড় করে। 'আমরা আসল ঝাড়ুটা নিতে পারিনি। ওটা টাবিথার কাছেই আছে। আমি এখনো জানিনা ও আদপেই জানে কিনা ওটা আসলে কী। কিন্তু এই মুহূর্তে ওটা এখানে নিয়ে ওর আসার কোনো চান্স নেই।' জেমসের আশা ও যা বললো সেটাই ঠিক। আশেপাশে কোথাও ঝাড়ুটার চিহ্ন নেই। যদি লুকিয়ে না থাকে, যেমন ওরা ছিল, তাহলে টাবিথা এখানে নেই।

ডেলাক্রয় মৃদু হাসলেন। ভাবখানা এমন যেন জেমস কোনো মজাদার কথা বলেছে। 'আরে তাই তো! তোমার মতে ওটাই সবচেয়ে ভালো লুকিয়ে রাখার জায়গা

BanglaBoi.org

তাই না মি. পটার? মিস করসিকা হলো পারফেক্ট মানুষ যে ওটা আমার কাছে এনে দেবে। আসলে ওটা এতটাই পারফেক্ট, যে তুমি ধরতেই পারোনি গোটাটাই আসলে একটা দারুণভাবে সাজানো মিথ্যে। খুবই কৌতূহলজনক যাকে বলে। আসলে ওর ঝাড়ুটা খুবই ভালো একটা জিনিস ছিল ধোঁকা দেওয়ার পক্ষে। এই পোশাকটার মতই মারলিনের জাদুছড়িও ঠিক পথ খুঁজে নেবে আমার কাছে চলে আসার, সে তুমি যা-ই মনে করো না কেন। আসল কথা হলো ওটার যত্নও ভালোই নেওয়া হয়েছে।'

সুন্দরী মাদাম ডেলাক্রয়ের প্রতিরুপ এবার র‍্যালফের দিকে ঘুরে হাত বাড়ালো। 'তোমার জাদুদণ্ডটা দাও তো মি. ডিডল, প্লিজ।'

'ন-নাহ,' র‍্যালফ গোঙ্গানোর মতো করে প্রতিবাদ করলেন। চেষ্টা করলো পিছিয়ে যাওয়ার।

'আমাকে জোর করতে বাধ্য কোরো না, র‍্যালফ,' ডেলাক্রয় বললেন নিজের জাদুদণ্ডটা তুলে ধরে।

র‍্যালফের হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে ব্যাকপ্যাকে পৌঁছে গেল। কাঁপতে কাঁপতে ও বের করে আনলো সেই অদ্ভুত রকমের বড় জাদুদণ্ডটা। এই প্রথম, জেমস ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো ওটা আসলে কী। শুধুমাত্র অস্বাভাবিক মোটাই নয়, একটা দিক চাঁছা। এটা কোনো এক সময়ে আরো বড় কিছুর অংশ ছিল। সময়ের সাথে সাথে জীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তবুও ওর বাকি অংশটা আজও যথেষ্টই শক্তিশালী। ডেলাক্রয় এগিয়ে গেলেন এবং র‍্যালফের হাত থেকে ঝট করে টেনে নিলেন মারলিনের লাঠিটাকে।

'এরকম একটা জিনিসকে দখল করে নিজের কাছে রাখার ঝুঁকি নেওয়ার কোনো মানেই নেই। যে কেউ ধরে ফেলতে পারতো ওটা আমার কাছে আছে। তারজন্যই ওটাকে তোমার আর তোমার প্রিয় বাবাকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে দিই। আমিই ছিলাম সেদিনের বিক্রেতা, অবশ্য অন্য রুপে। আমার মনে হয় তুমি ওটা ব্যবহার করে মজাই পেয়েছো। একটু বেশি মাত্রায় কার্যকরী তাই না? ওহো, কিন্তু এখন তো দেখতে পাচ্ছি,' উনি কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার কণ্ঠে বললেন, 'তুমি ভাবতে শুরু করেছিলে যে তুমি দারুণ ক্ষমতাশালী এক জাদুকর, তাই না?' আমি খুবই দুঃখিত, মি. ডিডল। তুমি কি মনে করো তুমি এখানে আসার সুযোগ পেতে, যদি না মারলিনের জাদুছড়ি তোমার কাছে থাকতো? মজাটা বোধ হয় বুঝতে পারছো তাই না? তুমি তো মাগল-জাত। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিও।' হেসে উঠলেন দুষ্টুমির ভঙ্গিতে।

ঘুরে দাঁড়ালেন, অতি যত্নে সাজিয়ে রাখলেন বাকি রেলিক দুটোকে সিংহাসনের ওপর। জেমস আর র‍্যালফ একে ওপরের দিকে তাকালো ফ্যালফ্যাল করে। এই ঘটনায় না জেনেও জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝে।

BanglaBook.org

'এবার হবে আসল কাজ। বলে বোঝাতে পারছি না আমি কী পরিমাণ খুশি। বলতে ইচ্ছে করেছে না তবু না বলে পারছি না, সব কিছু একেবারে আমার পরিকল্পনা মতই ঘটছে। হে আমার তরুণ বন্ধুগণ এবার উপভোগ করো সেই বিস্ময়কর ঘটনা। আমি অবশ্য কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছি না যে মারলিনাস ফিরে এসেই তোমাদের ধ্বংস করবেন নাকি বাঁচিয়ে রাখবেন। তবে এটা বলতেই পারি এরকম একটা ঘটনা দেখার জন্য মরতে পারাটা খুব বেশি কিছু না।'

জেমস কর্কশ স্বরে বললো, 'ওটা আরো মূল্যবান হবে যদি উনি ফিরে এসে আপনাকে খতম করেন।'

ডেলাক্রয় হেসে বললেন, 'এতো বিষাক্ত মানসিকতা। অবাক হবো না যদি তুমি মারলিনের একজন সেরা অনুগত হয়ে যাও।'

সিংহাসনের ওপর পোশাকট এমন ভাবে উঠে গেল যেন মারলিন ওখানে উপস্থিত হলেই ওটা ওর শরীরের ওপর ন্যস্ত হবে। সামনে হেলান দিয়ে রাখা আছে জাদুছড়িটা। গম্বুজাকৃতি ছাদের ফুটো দিয়ে নেমে আসা চাঁদ আর তারাদের সম্মিলিত আলোয় এই মুহূর্তে আরো উজ্জ্বল হয়েছে কক্ষটির মধ্যের স্থানটি। রূপালি আলোয় চকচক করছে তিনটে রেলিক। এসে গেল হল অব এল্ডারস ক্রসিং এর সেই কাঙ্খিত ক্ষণ।

জেমস কিছু একটা শুনতে পেলো। মাদাম ডেলাক্রয় এবং র‍্যালফও যে সেটা শুনতে পেয়েছে বুঝতে পারলো। তিনজনেই একসাথে ঘাড় ঘোরালো, বোঝার চেষ্টা করলো কোথা থেকে আসছে শব্দটা। এটা অনেক দূর থেকে আসা একটা কম্পনের মতো। নিচুমাত্রায় একসাথে যেন একশোটা বাঁশি বাজছে। শব্দটা বাড়ছে। মাদাম ডেলাক্রয়ের প্রতিরূপের মুখে যেন একটা ভয়ের ছাপ পড়েছে বলেই মনে হলো জেমসের। উনি ওদের দুজনার কাঁধ চেপে ধরলেন শক্ত হাতে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'ওই দ্যাখো!'

কুয়াশার শুঁড় কক্ষটির স্তম্ভগুলোর আশপাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে । তার সাথে শোনা যাচ্ছে শব্দটা। জেমস চারদিক দেখলো। কুয়াশার ডালপালা উঠে যাচ্ছে সিলিং-এর দিকেও দেখতে ধোঁয়ার মতো হলেও ওদের চলন নিয়ন্ত্রিত ছন্দময় এবং বাড়তে থাকা গতিতে চলছিল। এগিয়ে গেল সিংহাসনের দিকে, শুরু করলো একত্র হতে। শুরু হলোএকটা আলোড়ন। ভেঙে ভেঙে যেতে থাকলো কুয়াশার ডালপালা। একটা অবয়ব যেন গঠন হতে শুরু করলো। প্রথমে ঝাপসা, তারপর আস্তে আস্তে ঘন হতে থাকলো। সিংহাসনের মাঝখানে এক সারি সোজা দাগ দেখা গেল। জেমস শিহরণের সাথে বুঝতে পারলো ওগুলো একটা কঙ্কালের বুকের পাঁজর। একটা শিরদাঁড়া এসে গেল পেছন দিকটায়। যার ওপর দিকে একটা নরকরোটি আর নিচের দিকে শ্রোনির হাড় প্রকাশিত হল। জেমস বুঝতে পারলো অতি মন্থর গতিতে ওখানে

BanglaBook.org

সংগঠিত হচ্ছে অ্যাপারিশন। মারলিনের অ্যাটমগুলো কয়েক শতাব্দী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পর একত্র হচ্ছে। আর সেই কাজ হতে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে এক অপার্থিব শব্দ, যার মাত্রা এবং লয় বেড়েই চলেছে। ক্রমশ রুপ পরিগ্রহ হচ্ছে এক মানবদেহের।

'এই যে ভুডু কুহন, জেমসের পেছন থেকে আসা কণ্ঠস্বরটা ওদের তিনজনকেই একসাথে চমকে দিল। 'সামলাও দেখি এবার।'

একটা লাঠির আঘাত পড়লো ডেলাক্রয়ের মাথায়। পুরো মূর্তিটা শত শত ছোট কাদার তালের মত ধ্বসে পড়লো মাটিতে। সাথে সাথেই জেমস আর র‍্যালফের আড়ষ্টভাব কেটে গেল, বডি-বাইন্ড মন্ত্রের প্রভাব মুক্ত হয়ে। জেমস ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো জেইন ধরে আছে মোটা লাঠিটার অন্য দিক, টেনে আনছে প্রতিরূপটার থলথলে দলাটার ভেতর থেকে। ওটা চেষ্টা করছে নিজেকে পুনঃনির্মাণ করার জন্য। দেখে মনে হচ্ছে ডেলাক্রয়ের এই প্রতিরুপ গঠিত হয়েছে কাদা, পচা শিকড় আর পোকামাকড় দিয়ে। একটা হাত মাথাটাকে খুঁজে পেয়ে চেষ্টা করছে ঠিক জায়গায় লাগানোর।

'মারলিন রুপ পরিগ্রহ করা শুরু করতেই উনি আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন,' জেইন চেঁচিয়ে বললো, লাঠিটাকে মাথার ওপর তুলে ধরে। 'আমি ভাসমান অবস্থা থেকে পড়ে যাওয়ার পর হাতের কাছে শক্ত যা পাই সেটাই আঁকড়ে ধরি। তোরা তাড়াতাড়ি পোশাক আর জাদু ছড়িটা ওখান থেকে নিয়ে আয়! বেসবলের ব্যাটের মত হাতের লাঠিটাকে এক পাক ঘুরিয়ে জেইন এবার আঘাত করলো প্রতিরুপের একটা হাতে। ওটা ছিটকে গেল কিছুটা দূরে আর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পরিণত হল কাদা আর কৃমির মতো পোকায়।

জেমস লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে গঠিত হতে থাকা জাদুকরের শরীরের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মারলিনের পোশাকটা ধরে মারল টান। কিন্তু পোশাকটাতেও এসে গেছে শক্তি, বজায় রাখল নিজের অবস্থান। জেমস নরম মাটিতে পায়ের চাপ দিয়ে যত জোরে সম্ভব টান দিলো। পোশাকটা সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকলো বসে থাকা কঙ্কালটার ভেতর দিয়ে। আকৃতিটা সিংহাসনের হাতল আঁকড়ে ধরে চিৎকারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল আর এক ধাপ। র‍্যালফ ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো জাদুছড়িটাকে, যেটা এই মুহূর্তে মাপে বেড়ে গেছে অনেকটাই। টেনে নিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে এলো, তুলে ধরলো মাথার ওপর।

মাদাম ডেলাক্রয়ের প্রতিরুপ অবশিষ্ট দেহাংশ নিয়ে চেষ্টা চালালো পোশাক আর লাঠিটাকে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার। একমাত্র হাতটা র‍্যালফের দিকে তুলে নাড়িয়ে, চেপে ধরলো পোশাকটাকে। জেইন নাচের ভঙ্গিতে পৌঁছে গেল প্রতিরুপের পেছনে, হাতের লাঠিটাকে উঁচিয়ে ধরে চালালো ভাঙা চোরা অবয়বটার কোমর লক্ষ্য করে। জেমস তাকালো সিংহাসনের দিকে। দেখতে পেলো, বিরাট

BanglaBook.org

মাপের কঙ্কালটা কাঁপছে থরথর করে, আবার পরিণত হচ্ছে কুয়াশায়। মারলিনের অ্যাপারিশনের শব্দ এই মুহূর্তে শোনাচ্ছে কাতর চিৎকারের মতো।

এমন সময়, প্রায় শূন্য থেকেই যেন আবির্ভাব হলো আর একটা অবয়বের। লুক্কায়িত দ্বীপের কক্ষটির পেছন দিকের অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলো অভাবনীয় গতিতে। এটা সেই ড্রায়াডটা, যার হাতে ভয়ঙ্কর লম্বা নীল নখ। আরো কিছু একটা ওই অবয়বের সাথে পাশে ছুটছে। মনে হচ্ছে ড্রায়াডটা আসলে যেন একটা আলাদা কাপড়। অর্ধেক রুপ নেওয়া চিৎকার করতে থাকা মারলিনের কণ্ঠ ছাপিয়ে শোনা গেল এক নতুন কণ্ঠস্বর।

মাস্টার! প্রভু! না! আমি আর এই কাজ অসফল হতে দেবো না! আপনার সময় এসে গেছে অবশেষে!

অবয়বটা যেভাবেই হোক একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেল, ফেলে দিলো ড্রায়াডের রূপটাকে। পরিণত হলো বিরাট মাপের দুটো কালো থাবায়। ধেয়ে এলো জেমস আর র‍্যালফের কাছে, কেড়ে নিলো পোশাক আর লাঠিটাকে। ছুড়ে ফেলে দিলো ওদেরকে পাথরের সিঁড়িতে। জাদুছড়ি আর পোশাকটাকে থাবা দুটো রেখে দিলো আগের জায়গায়, তারপরই ধুলো হয়ে মিলিয়ে গেল।

সিংহাসনে বসে থাকা কঙ্কাল কেঁপে উঠলো ভয়ানকভাবে, কুয়াশার ডাল আবার শুরু করলো ঘন হওয়া। এবার আকৃতি গঠনের গতি অনেক অনেক বেশি। হাড়ের কাঠামোর ওপর মাংসপেশী জমে উঠলো পরতের পর পরত। বুক আর পেটের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যঙ্গ গঠিত হল নিমেষের মধ্যে। ছড়িয়ে গেল শিরা উপশিরার জাল। এক পাতলা কুয়াশার আবরণের মতো প্রথমে চামড়ার মোড়ক দেখা দিলো। কয়েক পলকেই সেটা বদলে গেল মোটা চামড়ায়। হাতের আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরলো জাদু ছড়িটাকে। যেটা এখন লম্বায় ছ'ফুট। মাথার দিকটায় একটা বড়সড় মোটা গুটলি। একটা হালকা সবুজ আলোর ঝলক লাঠিটার ওপর থেকে নিচে নেচে বেড়াচ্ছে। মারলিনের প্রত্যাবর্তনের সর্বশেষ টানা চিৎকারটি ধ্বনিত হলো। সম্ভবত সব দম শেষ। উইজার্ডের মাথা পেছনের দিকে ঢলে পড়লো, গলার শিরা ফুলে উঠেছিল মোটা শিকড়ের মতো। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল এভাবেই। কয়েক হাজার বছর পর নিলেন প্রথম শ্বাস, ভরে নিলেন নিজের বিশাল মাপের ফুসফুসে অনেকটা হাওয়া, নিচু করলেন মাথা।

"প্রভু!" একটা ভূতুড়ে কণ্ঠ শোনা গেল। জেমস তাকিয়ে দেখলো, যেখানে থাবা মিলিয়ে গিয়েছিল সেখানেই এক ক্ষুদ্র অবয়ব। একটা ছোট্ট মানুষ, প্রায় অদৃশ্য। হাঁফাচ্ছে, টাকমাথা চকচক করছে চাঁদের আলোয়। "আপনি ফিরে এসেছেন! আমার কাজ শেষ! আমি এখন মুক্ত!"

'হ্যাঁ, আমি ফিরে এলাম,' মারলিন বললেন সম্মতির সুরে। মুখাবয়ব পাথরের

BanglaBook.org

মতো, তাকিয়ে আছেন ভুতটার দিকে। 'কিন্তু অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স, এ কোন সময়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনলে?'

"এ-এ পৃথিবী এখন তৈরি প্রভু! আপনারই জন্য।" ভূতটা থতমত হয়ে বললো। 'আমি শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করেছি! আমার দায়িত্ব...আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি আমার সাধ্যের বাইরে গিয়ে! আমি অপেক্ষা করেছি যতটা আমার পক্ষে সম্ভব। আমি খুব অল্পই সাহায্য করতে পেরেছি! প্রভু, আমি একজন মেয়েকে খুঁজে পেয়েছিলাম! যার হৃদয়ের কোনো কথাই আমার কাছে গোপন থাকেনি! সে আমাদের লক্ষ্যকেই মেনে চলতো, তাই আমি...আমি তাকে উৎসাহ দিয়েছি! আমি সাহায্য করেছি, খুব সামান্য! অতি সামান্য!"

মারলিনের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্সের ওপর থেকে মাদাম ডেলাক্রয়ের প্রতিরুপের ওপর, যেটা এখন অনেকটাই নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে, মুখ ভর্তি কাদা আছে এমন একটা ঘলঘলে কণ্ঠস্বরে সেই প্রতিরুপ বললো, 'মারলিনাস, আমি আপনার অনুগতা। আমি আপনাকে ফিরিয়ে এনেছি আপনার নিয়তির নির্দেশ পূর্ণ করার জন্য। আপনি আমাদের নেতৃত্ব দেবেন মাগল পোকাদের ধ্বংস করার জন্য। আমরা তৈরি আপনার জন্য। এ বিশ্ব প্রস্তুত আপনার কাজের জন্য।'

নিচুমাত্রায় কিন্তু মেঘের গর্জনের মতো মারলিন বললেন, 'নোংরা দিয়ে তৈরি এই পাপেট আমার সহচরী? আমি ওর যে রুপ সেই রুপে দেখতে চাই। যে রুপ সে দেখাতে চায় সে রুপে নয়।'

ডেলাক্রয় নিজেকে সোজা করলেন, কিছু বলতে গেলেন। কিন্তু কথা বের হলো না। চোয়াল নড়ছে যন্ত্রের মতো। সহসাই একটা ধরা গলার আওয়াজ বের হয়ে এলো উনার ভেতর থেকে। প্রতিরুপের হাতটা উঠলো ওপর দিকে, চেপে ধরলো নিজের গলাটা। ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো লম্বা আঙুল যাতে সম্ভবত ভেতরের কাদা বের হয়ে আসতে পারে। কোলাব্যাঙের গ্যাঙ্গানির মতো শব্দ বের হয়ে এলো মূর্তিটার গলা দিয়ে। প্রতিরুপ সহসাই নুয়ে গেল কোমর থেকে, মনে হচ্ছিল কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। মারলিনের চোখ চকচক করে উঠলো প্রতিরুপের দিকে তাকিয়ে। জাদুছড়িটায় উদ্ভাসিত হল হালকা সবুজ আলো। অবশেষে, এক ঝাঁকুনি দিয়ে প্রতিরুপটা খাড়া হলো। স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত হলো তার মুখের হাঁ। কিছু একটা ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখের ভেতর থেকে। পড়লো গিয়ে সামনে। প্রতিরুপের শরীরটা এবার কুঁচকে ছোট হয়ে যেতে থাকলো। যেন মনে হলো প্রতিরুপের ভেতরের সব কিছুই বেরিয়ে গেল। নিজেকেই উগড়ে দিলো সে নিজের ভেতর থেকে। একসময় সবটাই মিলিয়ে গেল শুধু পড়ে থাকলো সামনের বিশ্রী কাঁপতে থাকা জমাটপিন্ডটা। ওটা মাদাম ডেলাক্রয় নিজে। নিজেরই পাপেট রুপ সুরক্ষিত জায়গা থেকে উগড়ে

BanglaBook.org

বের করে আনলেন নিজেকে। মেঝেতে পড়েই থাকলেন সিলিং-এর দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে নিজের হাড় বের করা চেহারাটা নিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

'অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স, তুমি আমায় এক মৃত সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছো,' মারলিন বললেন। তার চাপা কণ্ঠস্বর কক্ষটিতে গমগম করে উঠলো। পড়ে থাকা মাদাম ডেলাক্রয়ের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ক্ষুদ ভূতটার দিকে। 'গাছেরা আমার জন্য জেগে উঠেছে, কিন্তু তাদের বাকশক্তি নেই। এমনকি এই পৃথিবী শত শত বছরের নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনলে এমন এক সময়ে যেটা কেবলমাত্র তোমার পক্ষে ঠিক। তুমি আসলে যে এক অপদার্থ পরিচারক, যাকে আমি নিজের শিষ্যত্ব দিয়েছিলাম। সেটা এখন ফিরে আসার পর বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি আমার ভুলের ব্যাপ্তি। আমি তোমায় আমাকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। চলে যাও।'

মারলিন নিজের খালি হাতটা তুলে কর প্রসারণ করলেন অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্সের দিকে। ভূতটা আরো ঝাপসা হয়ে গেল, কুঁচকে গেল। হাত দুটো ওঠালো যেন কোনো তীর ওর দিকে ধেয়ে আসছে। "না! না! আমি তো অনুগতই থেকেছি! দয়া করুন! আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না! আমি তো আমার দায়িত্ব পালন করেছি! আমি তো আনুগত্যই দেখিয়েছি! নাআআআ!

শেষ শব্দটার উচ্চারণ বিলম্বিত হলো, উঠলো উচ্চ মাত্রায়। সাথে সাথেই ভূতটা আরো ছোট হয়ে গেল কুঁচকে। একটু সময়ের জন্য নীল ড্রায়াডের রুপ নেওয়ার চেষ্টাও করলো, তারপর সব কিছুই মিলিয়ে গেল। জেমস দেখতে পেল ওটাকে নিজের প্রসারিত হাতের থাবার মধ্যে মধ্যে যেন টেনে নিলেন মারলিন। ভূতটার শেষ শব্দগুলো শুনতে লাগলো আতঙ্কের কান্নার মতো। একটা জোরালো আলোর ঝলকের ভেতর ঢুকে গেল ভূতটা। মারলিন থাবা গুটিয়ে নিলেন, তারপর আবার খুললেন আঙুলগুলোকে ঘুরিয়ে। ভূতটাকে দেখা গেল, আবার মিলিয়েও গেল। শোনা গেল শেষ চিৎকারের অনুরণন।

অবশেষে, এই প্রথম মারলিন তাকালেন জেমস, র‍্যালফ আর জেইনের দিকে। জেমস সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জানে না আসলে সে ঠিক কী করতে চলেছে। কিন্তু বুকের ভেতর থেকে কে যেন বলছিল কী যেন একটা করতে হবে। মারলিন আবার হাত উঠালেন, এবার জেমসের দিকে। জেমসের মনে হলো আশপাশ কেমন যেন নরম হয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে আসছে সব। হাঁচড়পাঁচড় করে চিৎকার করার চেষ্টা করলো, কিন্তু লাভ কিছু হলো না। মারলিনের শক্তির সাথে ওর লড়া প্রবল ঝড়ে একটা ধুলিকণার মতো। মাটি নরম হয়ে একটা ফানেলের আকৃতিতে নিচে নেমে গেল, সেখান থেকে মারলিনের হাত বেরিয়ে এসে টেনে নিলো জেমসকে। হাতের

BanglaBook.org

মাঝখানটায় একটা চোখ, বরফের চোখ, নীল রঙের। চোখটা বন্ধ, মারলিন একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন। একটা শব্দ যা ছড়িয়ে গেল আশেপাশের অন্ধকারে। আর সে শব্দ হলো, 'ঘুমাও'।

অষ্টাদশ অধ্যায়
টাওয়ারে আলোচনা সভা

দিগন্তরেখায় ভোরের গোলাপি আলো দেখা দিতেই জেমসের চোখ খুলে গেল। ও লুক্কায়িত দ্বীপের ঘাসের ওপর অস্বস্তিকর ভাবে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে ওর হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটা কাতরানোর শব্দ বেরিয়ে এলো নিজের অজান্তেই উঠে বসার সময়। চারদিকে তাকাতেই প্রথমেই চোখে পড়লো মারলিনের সিংহাসনটা নেই। যেখানে ওটা রাখা ছিল সেখানকার ঘাসের ওপর ওটা যে রাখা ছিল সেরকম কোনো চিহ্নই নেই। চারদিকে তাকিয়ে আরো একটা ব্যাপার জেমস বুঝতে পারলো

যে লুক্কায়িত দ্বীপের সেই জাদুমায়ার জগতটাও আর নেই। মারলিনের সিংহাসন অদৃশ্য হতেই দ্বীপটা তার আসল বুনো প্রাকৃতিক রুপে ফিরে গেছে। সেই গথিক ধাঁচের শিহরন উদ্রেককারী স্থাপত্যর কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। চারদিকে পাখি ডাকছে গাছে গাছে।

'ওরে বাবারে,' একটা গোঙানি ভেসে এলো কাছ থেকে। 'আমি কোথায়? আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে এক কাপ কফি আর ফায়ারপ্লেস দেখতে পাওয়ার কোনো আশাই নেই যদি আমি চোখ খুলি।'

'জেইন,' জেমস বললো, কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে। 'তুই ঠিক আছিস? র‍্যালফ কোথায়?'

র‍্যালফ বিড়বিড় করে বললো, 'আমি এখানে। চেক করে দেখছি আমার শরীরে হাড় সহ বাকি জিনিসগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। যা বুঝছি চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সেন্ট লোকিমাগাসের চেয়েও বেশি দরকার বাথরুমে যাওয়ার।'

জেমস পাথরের ধাপগুলো ধরে উঠে এলো ওপরে। সকালের আলো এখনো ঠিক করে ফুটে ওঠেনি আশেপাশের ঝোপঝাড় গাছপালা ভেদ করে দ্বীপের বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। জেইন আর র‍্যালফ টলতে টলতে ওপরে উঠে এলো।

চারদিকে তাকিয়ে জেমস বললো, 'মারলিন চলে গেছেন। জ্যাক্সন বা ডেলাক্রয়কেও দেখা যাচ্ছে না।' জ্যাক্সনের ভাঙা জাদুদণ্ডের টুকরোয় পা পড়তেই জেমস কেঁপে উঠলো।

'আমরা ওই মানুষটার বিষয়ে ভুল ধারণা করেছিলাম তাই না?' র‍্যালফ বললো।

জেমস সম্মতির স্বরে বললো, 'আমরা অনেক ব্যাপারেই অনেক ভুল ভেবে বসেছিলাম।'

জেইন নিজের পশ্চাৎদেশে হাত দিয়ে কঁকিয়ে উঠলো। 'তবু এটা বলতেই পারি আমরা খুব খারাপ কিছু করিনি, সবকিছু যদি ভেবে দেখি। আমরা মারলিনের প্রত্যাবর্তন প্রায় থামিয়ে দিয়েছিলাম। ধন্যবাদ পাওয়া উচিত ঐ লাঠিটা আর আমার ফিটনেসের।' ওর কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতেই ও থেমে গেল। ওরা পৌঁছে গেল এমন একটা ফাঁকা জায়গায় যেখান থেকে ড্রাগন মাথা সেতুটাকে দেখা যাচ্ছে। জলজ লতাপাতায় ঢেকে আছে। কেমন যেন ভাঙাচোরা মনে হচ্ছে। ড্রাগনের মাথাটাও নেই। জলের কিনারাটা ভেজা ভেজা, কাদা ভর্তি, সকালের শিশিরে।

'আরে ওই দিকটায় তাকা,' র‍্যালফ হাত তুলে দেখালো। কাদার মধ্যে দেখা গেল পায়ের ছাপ।

'দেখে মনে হচ্ছে দুজন মানুষ ওইদিক দিয়ে গেছেন, স্কুলের পাশ কাটিয়ে,' জেইন বললো, নিচু হয়ে পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে। 'তোর কি মনে হয় এর মধ্যে একজন মারলিন?'

জেমস মাথা নাড়লো। 'না, মারলিন জুতো পড়ে ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছে ডেলাক্রয় আর জ্যাক্সন। মাদাম প্রথমে গেছেন, তারপর প্রফেসর উনার পিছু পিছু।

BanglaBook.org

তাছাড়া প্রয়োজন না থাকলে মারলিন নিজের পায়ের ছাপ রেখে যাবেন না।'

'আশা করছি মাদামকে ধরতে পারলে জ্যাক্সন দু আধখান করে তবেই ছাড়বেন,' জেইন বললো বটে তবে খুব একটা জোর দিয়ে নয়।

র‍্যালফ গম্ভীর ভাবে বললো, 'উল্টো না ঘটে যায়। দেখেছিস তো উনি প্রফেসরের জাদুদণ্ডটাকে কিভাবে ভেঙে দিয়েছেন।'

জেমস বিড়বিড় করে বললো, 'ওসব কথা আর মনে করাস না। আমি আর ওসব নিয়ে ভাবতে চাইছি না।' এগোতে থাকলো সামনের দিকে। জঙ্গল অভিমুখে, যেখানে ওরা প্রেচকাকে ছেড়ে এসেছিল। যদিও কোনো নির্দিষ্ট ভাবনা ওর মাথায় নেই কোথায় যাবে সে বিষয়ে। ওর মনে এখন দারুণ একটা সন্দেহ মারলিন কোথায় গেছেন এ বিষয়ে। যার জন্য ওর নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ডেলাক্রয় ওর অনুগামী হয়েছে। যেভাবেই হোক মাদাম উনাকে রাজি করিয়েছেন এটা মেনে নেওয়ার জন্য, আর উনি মেনেও নিয়েছেন।

একেবারে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে উনি পোশাকটা আনিয়েছেন। কী পরিমাণ সঠিক মাদামের কথা। খুব বেশি আঙুল নড়ানোর দরকার পড়েনি ওনার। এটা সত্যি যে শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ঘটেনি ডেলাক্রয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। একজন একা, পাগলাটে মারলিন অনেক বেশি ভয়ঙ্কর প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্টের সাথে থাকা মারলিনের তুলনায়। আর কিছু না হোক, ওই দলটা যা করবে তা ভেবে চিনতে বুঝে শুনে। কিন্তু মারলিন এসেছেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মানসিকতার সময় থেকে। যখন সব কিছুই সরাসরি করা হতো এবং মৃত্যু ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অসহায়তা এবং এক অসহ্য অপরাধবোধের ভার নিয়ে জেমস এগিয়ে চললো। জেইন আর র‍্যালফ ওকে অনুসরণ করলো কোনো কথা না বলে।

প্রেচকা চলে গেছে। জেমস একটুও অবাক হয়নি। ডাইনোসরের পায়ের ছাপের মতো প্রেচকার পায়ের ছাপ নরম মাটিতে দেখা যাচ্ছে। কোনো কথা না বলে তিন বন্ধু পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো। শিশির ভেজা পায়ে, কাঁপতে কাঁপতে। জঙ্গল ঢেকে আছে কুয়াশায়। মনে হচ্ছে সামনের কিছু গাছপালা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। ওদের এগিয়ে চলার সাথে সূর্যের তাপে কমতে থাকলো সেই কুয়াশার পরিমাণ। জঙ্গল চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করলো পাখিদের ডাকে। অজ্ঞাত জীবজন্তুর চলাফেরায়। সহসাই ওদের কানে এলো কিছু আওয়াজ, ওদেরকে কেউ ডাকছে।

জেইন একটু থেমে ভালো করে শুনে বললো, 'আরে! এ তো টেডের গলা!'

র‍্যালফ বললো, 'সাথে সাব্রিনাও আছে! ওরা এখানে কী করে এলো? এই যে! আমার এখানে!'

এবার তিন বন্ধু এক সাথে দুই গ্রেমলিন সদস্যকে উদ্দেশ্য করে সাড়া দিলো। অন্যদিক থেকে ভেসে এলো সাড়া পাওয়ার প্রত্যুত্তর। একটা বিরাট অবয়ব বের হয়ে এলো কুয়াশার ভেতর থেকে, গাছপালা বাঁচিয়ে।

BanglaBook.org

'গ্রপ!' জেইন হেসে ছুটে গেল দৈত্যটার দিকে।

গ্রপের কাঁধ থেকে টেড বলো, 'বাপরে তোদের দেখে মনে হচ্ছে নৌকাডুবি হয়ে উঠে এলি। কী কাণ্ড! তোরা সারা রাত ওখানেই থেকে গেলি?'

জেইন বললো, 'সে এক বিরাট গল্প, মোদ্দা কথা হ্যাঁ আমরা ছিলাম ওখানে। আর দু চার কথায় বললে বলতে হয়...মারলিন ফিরে এসেছে, ভুডু কুইন পালানোর পথে। আর জ্যাক্সন একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ। উনি ডেলাক্রয়ের পিছু নিয়েছেন। ফলাফল কী হয়েছে জানি না।'

র‍্যালফ কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'গ্রপের কাঁধে আমাদের তিনজনের জায়গা হবে? আমার মনে হচ্ছে খুব বেশি হলে আর এক পা হাঁটতে পারবো, তারপরেই মরে যাবো।'

গ্রপ হাঁটু গেড়ে বসলো, ওরা তিন বন্ধু পিঠ বেয়ে উঠে টেড আর সাব্রিনার কাছে গেল। ওপরে ওঠার আগে জেমস ভাঙা ডান হাতটা ঝাড়লো। ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই। হাড়গুলো এখন অনেক সতেজ। ব্যান্ডেজ খুলে কী মনে করে না জানি ঢুকিয়ে নিলো পকেটে।

'তোরা দুজন বেরিয়ে এলি কী করে?' জেমস টেডের পাশে বসে, গ্রপের ঘাসের মতো মোটা চুল এক গাছা আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো। 'আমি তো জানতাম তোদের বাইরে বের হওয়া মানা।'

টেড বললো, 'সে তো শুধু কালকের রাতটার জন্য। কাল রাত থেকে ওখানে সব পাগল করে দেওয়ার মতো কাজ কারবার হয়ে চলেছে। মাঝরাতেই ওখানে মারলিনের আবির্ভাব হয়েছে। একটা কথা না বলে পারছি না, মানুষটা জানে কিভাবে নিজেকে সবার সামনে আনতে হয়।'

'প্রেচকার ঘাড়ে চড়ে উনি ওখানে পৌঁছেছেন এবং প্রেচকাকে দিয়ে লাথি মারিয়ে ভেঙেছেন মূল দরজা।' সাব্রিনা জানালো। 'উনি নিশ্চিতভাবেই দৈত্যটার সাথে কথা বলেছিলেন। ওকে একেবারে বদলে দিয়েছেন। দরজা ভাঙা সারা হলে নিচে নেমে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। এখনো ঘুমাচ্ছে প্রধান দরজার কাছে জগতের সবচেয়ে বড় নোংরা কাপড়ের স্তূপের মতো।'

'আমাদের সবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দরজা ভাঙার শব্দেই,' টেড বলে চললো। তারপর তো এক হুলুস্থুল কাণ্ড। রাতের পোশাক পরা ছাত্রছাত্রীর দল এদিক সেদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে কী হলো সেটা জানার জন্য। বুঝতেই পারছিস প্রেস্কটের কারণে এমনিতেই সবাই টেন্সড হয়ে ছিল। কেউ তো জানেই না প্রেস্কটের আসল উদ্দেশ্য কী। তারপর আবির্ভাব হলো মারলিন নামক বিশালাকায় মূর্তির, পরনে ক্রিসমাসের ফাদার কাম দানবদের মতো পোশাক। শুরু করলেন মন্ত্রোচারণ, একবার কারোর দিকে তাকালেই সে ঢলে পড়ছিল ঘুমে। এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মাটিতে ঠুকছিলেন নিজের বিরাট লাঠিটা, যার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সারা দুর্গ জুড়ে। এরপরই উনার

BanglaBook.org

চোখে পড়লো পিভসের দিকে আর ঘটে গেল সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা!'

'কী হলো?' জেইন উৎসাহ ভরা কণ্ঠে জানতে চাইলো। 'পিভস কি উনার গায়ে একগাদা র‍্যাস্পবেরীর দানা ছড়িয়ে দিয়ে কোনো একটা কিছুর মধ্যে মিলিয়ে গেল?'

'না ' সাব্রিনা বললো 'পিভস উনার সহগামী হলো! দেখে তো মনে হচ্ছিল না সেরকম কিছু করার ইচ্ছে আছে, কিন্তু পারছে না। বাধ্য হলো যেন মারলিনের সাথে যেতে। মারলিন পিভসকে দেখতে পেয়েই থেমেছিলেন, কিছু কথাও বললেন ওর সাথে। জানি না অবশ্য কী কথা হলো ওদের মধ্যে। কারণ কী ভাষায় যে ওরা কথা বললেন সেটাই বোঝা গেল না। আমরা তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে পিভস এবার এমন কিছু করবে যার ঝক্কি সামলাতে হবে আমাদের। কিন্তু দেখলাম পিভস শুধু হাসলো। আর সে হাসি ওকে যেভাবে হাসতে আমরা দেখি সে হাসি নয়। এটা সেই হাসি যেটা অনেক সময় দেখা যায় মালিকের হাতে হাউজ এলফদের মার খাওয়ার পর। দাঁত বের হয় সে হাসিতে কিন্তু মজা থাকে কম, বুঝতে পারছিস আশা করি? এরপর পিভস জাদুকরের এক পাশে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড ওরা নিচু গলায় কথা বললো। একটু পরেই পিভস ভেসে এগিয়ে গেল, তবে গতি অনেক কম যাতে মারলিন ওকে অনুসরণ করতে পারে। মারলিন কোনো একটা জায়গায় যেতে চান বলেই মনে হলো। পিভস ওকে নিয়ে চললো সেই জায়গায়।'

'পিভস এটা করলো?' র‍্যালফ বললো অবিশ্বাসের স্বরে।

'বুঝতে পারছি,' টেড বললো, 'এটা স্বভাবিক নয়। বুঝতে পারলাম মারলিন ব্যক্তিটি মোটেই সুবিধাজনক নন। গ্রেমলিনরা প্রায় সকলেই বুঝে গিয়েছিল, এই হলো মারলিন। নিশ্চিত হলাম পিভসের ঘটনার পর।'

জেমস শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'তা ওরা গেল কোথায়?'

সাব্রিনা উত্তর দিলো, 'সিলভীন টাওয়ার। মানে এই নামেই ওটাকে ডাকা হয়। কোনো কাজে ওটা ব্যবহার হয় না। শুধু শোনা গেল যে উনি ওখানে অপেক্ষা করছেন কোনো এক "পার্লে উইথ দ্য পেনড্রাগন" এর জন্য, জানি না কী এর মানে।'

জেইন বললো, 'আমার কিন্তু কথাটা মোটেই ভালো ঠেকছে না।'

'কারোরই ভালো মনে হচ্ছে না,' টেড বললো। 'উনি মনে করছেন এই দুর্গের পেনড্রাগন একজন নেতা বা রাজা। কোনো এক মধ্যযুগীয় চ্যালেঞ্জের ব্যাপার স্যাপার মনে হচ্ছে। এদিকে ম্যাকগোনাগল সব ফ্যাকাল্টিদের একসাথে ডেকে পাঠাতে গিয়ে বুঝেছেন জ্যাক্সন আর ডেলাক্রয় নেই। তারপরই খবরটা এলো তুই হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গেছিস। অগত্যা উপায় না থাকায় ম্যাকগোনাগলই আমাদের পাঠালেন তোদের খুঁজতে। উনি নিজে আসতে পারলেন না ব্যস্ত থাকায়। তবে বুঝতে পেরেছিলেন পারলে আমরাই তোদের খুঁজে বের করতে পারবো। আমার তো মনে হয় উনি সন্দেহ করেছেন তোরা তিনজনে এই ঝামেলাটার ব্যাপারেও জানিস। যথেষ্টই সন্দেহপ্রবণ ওই বৃদ্ধা, তাই না?'

BanglaBook.org

টেডের কথা বলা শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই গ্রপ ওদের নিয়ে পৌঁছে গেল জঙ্গলের প্রান্ত সীমায়। সকালের সূর্যালোকে দুর্গ এবং তার জানালাগুলো ঝকমক করছে, ভেতরের গণ্ডগোলের বিন্দুমাত্র ছায়া পড়েনি সেখানে। আলমা আলেরনের গাড়ি রাখার জায়গাটার দরজা লাগানো আছে। জেমসের মনে পড়লো সময়ের পার্থক্যের কথা, ওর সাথে যুক্ত ফিলাডেলফিয়ার অংশ এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। স্কুল চত্বরের কোনাটায় পৌঁছাতেই টেড গ্রপকে বলো ওদের এখানেই নামিয়ে দিতে।

সাব্রিনা আন্তরিকভাবে গ্রপের কাঁধ চাপড়ে বললো, 'খুব ভালো কাজ করলে গ্রপ! যাও এবার গিয়ে প্রেচকার সাথে বিশ্রাম নাও, ঠিক আছে?' গ্রপ একটা সম্মতিসূচক আওয়াজ করে এগিয়ে গেল প্রেচকার দিকে। যে এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে দুর্গের সিঁড়ির ঠিক পাশেই। বিরাট কাঠের দরজাটা ভেতর দিকে ভেঙে ঝুলছে। এন্ট্রান্স হল পুরো ফাঁকা এবং নিস্তব্ধ। ওখানে ঢুকেই ঢোঁক গিলে র‍্যালফ জেমসের হাত চেপে ধরে হাত তুলে দেখালো। মি. রিক্রিয়ান্ট আর মিস সাকারিনা মেঝেতে পড়ে আছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। দুজনেরই চোখ খোলা, সিলিং এর দিকে তাকিয়ে অপ্রাকৃত ভাবে হাসছেন। সাকারিনার হাত সামনের দিকে বাড়ানো, সকালের আলোয় ফ্যাকাসে সাদা রঙের দেখাচ্ছে ওটাকে।

র‍্যালফ তোতলালো, 'ও ওরা ...ক-কি ম-মরে গেছেন?'

টেড রিক্রিয়ান্টের পায়ে হালকা করে পা ছোঁয়ালো। 'মনে হচ্ছে না। গা গরম এবং নিঃশ্বাস ও নিচ্ছেন। তবে সেটা খুবই আস্তে আস্তে। আমার মনে হচ্ছে মারলিন যখন এখানে আসেন তখনই ওরা এখানে নেমেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছে ওরা ওকে সম্ভাষণ জানাতে গিয়েছিলেন, আর মারলিন ওদের জাস্ট একটু ছুঁয়ে দিয়েছেন। অনেক ছাত্রছাত্রীকেই উনি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন, তবে এদের একটু বিশেষ রকমের ঘুম পাড়িয়েছেন। আমরা ওদেরকে রাস্তার মাঝ থেকে একটু সরিয়ে দিয়েছি। তা না হলে অন্যরা হোঁচট খেতে পারে।' কাঁধ উঁচিয়ে কী আর করবো এরকম একটা ভঙ্গি করে টেড ওদের নিয়ে এগিয়ে চললো।

জেমস দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইলো, 'সিলভীন টাওয়ারটা কোথায়?'

'ওটা ক্যাসলের প্রাচীনতম অংশের সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে সরু টাওয়ার,' টেড জানালো। ওর কণ্ঠস্বর অযাচিতভাবে গম্ভীর। 'কেবলমাত্র নক্ষত্র দেখার কিছু প্রয়োজন ছাড়া ওটা ব্যবহারই হয় না। খুবই উঁচু এবং কষ্টকর ওটাতে চড়া। পেট্রা বলেছিল ওটা নাকি অনেক অনেক দিন আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান ছিল এই দুর্গের। প্রত্যেক দুর্গেই নাকি এরকম একটা টাওয়ার থাকে। নিরপেক্ষ বানানো হয়। বলতে পারিস একধরনের ইউনিভারসাল এমব্যাসি। দুটো যুদ্ধরত দেশ বা রাজ্যের আলোচনা ক্ষেত্র। যেখানে দুপক্ষের রাজা থাকতেন সামনাসামনি। চারজন করে পরামর্শদাতা কেবল ওখানে যাওয়ার সুযোগ পেতেন, বাকিদের নিচে অপেক্ষা করতে হতো। কখনো সখনো যুদ্ধের মীমাংসা ওখানেই হয়ে যেত, এক রাজা আরেক রাজাকে হত্যা করে নিচে ফেলে দিত ব্যাস।'

BanglaBook.org

জেমসের মনে হলো হৃদপিন্ডটা যেন হঠাৎ খুব ভারী মনে হচ্ছে। 'এখন ওখানে কে আছেন উনার সাথে?'

টেড কাঁধ ঝাঁকালো, 'জানি না। আমরা যখন তোদের খুঁজতে বের হচ্ছিলাম ম্যাকগোনাগল সবাইকে একত্র করাচ্ছলেন। আমার তো মনে হয় উনি নিজেই উনার সাথে দেখা করতে যাবেন। উনাকে এর জন্য দারুণ উৎসাহিত মনে হচ্ছিল, অন্তত আমার।'

পাঁচ জন হাঁটতে হাঁটতে নিচু ধনুকাকৃতি দরজা পেরিয়ে এই দুর্গের প্রাচীনতম এবং খুব কম ব্যবহার হওয়া অংশে পৌছালো। অনেক ঘুরে সরু সরু করিডোর পার হয়ে ওরা যেখানে এসে উপস্থিত হলো সেখানে অনেক মানুষ। ছাত্র ছাত্রীরা জড়ো হয়েছে ওখানে। দেওয়ালের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কথা বলছে চাপা গলায়। টেড ওদের নিয়ে এলো একটা গোল কক্ষে, যার সিলিং অনেক উঁচু। দেখাই যাচ্ছে না কোন অন্ধকারে মিশে আছে। চারদিকে সন্ত্রস্ত ছাত্রছাত্রীর জটলা, চলছে নানা জল্পনা। একটা সরু ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে টাওয়ারের উচ্চতায়। কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে, টেড ওটা দিয়ে উঠতে শুরু করলো। পেছন পেছন জেমস, জেইন, র‍্যালফ আর সাব্রিনা।

'ম্যাকগোনাগল ওপরে আছেন... ওর সাথে?' র‍্যালফ বললো প্রশ্নের সুরে। 'কতটা ভালো আছেন কে জানে?'

সাব্রিনা গম্ভীর গলায় বললো, 'উনি আমাদের হেডমিস্ট্রেস ভুলে যাস না। উনি ভালোই আছেন।'

জেমস আস্তে করে বললো, 'আমিও সেটাই আশা করি।'

ওরা বাকি ধাপ কটা ওঠার সময় আর কোনো কথা বললো না। সময় লাগলো অনেকটাই। জেমস খুবই ক্লান্তি এবং যন্ত্রণা বোধ করছিল ওপরে ওঠার পর। র‍্যালফ পেছনে একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল। অবশেষে সিঁড়ি শেষ হয়ে ওরা আবার একটা ঘরে ঢুকলো। নিচু ছাদ, ধুলো মাকড়সার জাল আর শত বছরের পায়রা আর প্যাঁচার বিষ্ঠায় পূর্ণ। কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে সকালের আলো ঢুকছে ঘরটায়। বেশ কয়েকজন মানুষ সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তাদের মধ্যে হেডমিস্ট্রেস এবং মারলিন নেই।

'জেমস,' একটা ভারী কণ্ঠ জেমসের কাঁধের হাত রেখে বললো, 'তুমি এখানে কী করছো? আমার ভয় লাগছে কারণ এটা তোমার আসার জায়গা নয়।'

'প্রফেসর স্লাগহর্ন, ওকে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে,' সাব্রিনা উত্তর দিলো, একই সাথে তাকালো অন্যদের দিকেও। 'হেডমিস্ট্রেস ওকে এবং সাথে র‍্যালফ আর জেইনকেও এখানে নিয়ে আসতে বলেছেন। ওরা ওপরে যাবে।'

'ওপরে?' র‍্যালফ আঁতকে উঠলো। 'আরো উঁচু নাকি এটা? এটাই শেষ নয়?'

'ওহো, মি. ডিডল,' স্লাগহর্ন বললেন, র‍্যালফকে ভালো করে দেখে নিয়ে। 'বলতে

BanglaBook.org

বাধ্য হচ্ছি আরো খানিকটা আছে, তবে সেটা খুব বেশি নয়। আমাদের ঠিক মাথার ওপরেই। মিস হিল্ডেগারড, তুমি নিশ্চিত তো এ ব্যাপারে? এটা মোটেই শিশুদের জায়গা নয়।'

জেমসের মনে হলো, স্লাগহর্ন এর আসলে ক্ষোভ হচ্ছে। কারণ উনি ওপরে যেতে পারছেন না। অথচ জেমস, জেইন আর র‍্যালফ যেতে পারবে।

'প্রফেসর আপনি তো তখন ঘরে ছিলেন যখন হেডমিস্ট্রেস ম্যাম আমাদের পাঠান ওদের নিয়ে আসার জন্য,' টেড বললো কিছুটা ইচ্ছে করেই কঠোরতা মিশিয়ে।

'হ্যাঁ, তা ছিলাম,' স্লাগহর্ন বললেন, 'তবে তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে কাজটা করা ঠিক হচ্ছে।'

জানালার কাছের একটা বেঞ্চ থেকে প্রফেসর ফ্লিটউইক বললেন, 'ওদের যেতে দাও, হোরাস। যদি ওদের ডাকা হয়ে থাকে তবে নিশ্চিত ডাকা হয়েছে। আমাদের এখানে থাকলেও ওরা খুব একটা সুরক্ষিত নয় ওই বুনোটার নিরিখে।'

স্লাগহর্ন জেমসের দিকে তাকালেন, মনের জোরে মুখে আনলেন কোমলতা। র‍্যালফের দিকে ঘুরে হালকা একটা চাপড় মারলেন ওর কাঁধে। 'মি. ডিডল ভালোভাবে নিজের কাজটা কোরো।'

টেড এগিয়ে গেল একটা পাথরের সিঁড়ির দিকে। যেটার পরেই একটা ট্র্যাপডোর লাগানো আছে সিলিং-এর সাথে। জেমস র‍্যালফ আর জেইন এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে উঠলো বিবর্ণ ধাপগুলোতে। ট্র্যাপ ডোরটায় তালা লাগানো নেই। জেমস ঠেলে ওটাকে খুললো, এক ঝলক সূর্যের আলো এসে পড়লো ওর ওপর। জেমসের মুখ পাথরের মতো, শুধু চোখ নড়িয়ে দেখলো ওদের।

'মি. পটার,' হেডমিস্ট্রেসের কণ্ঠস্বর ছিটকে এলো, 'মি. ওয়াকার এবং মি. ডিডল। ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। আমার বাঁ দিকে এসে বসো। আমরা তোমাদের গল্পে একটু পরেই ঢুকবো।'

জেইন ট্র্যাপডোরটা বন্ধ করলো, জেমস ঘুরলো। ম্যাকগোনাগল বসে আছেন ওদের পেছনে, মারলিনের উলটো দিকে। একটা আগুনরঙা অতি চটকদার পোশাক পরে আছেন মিনার্ভা। জেমস আগে কোনোদিন এটা দেখেনি। অনেকটাই অল্প বয়সী মনে হচ্ছে ম্যামকে। মনে হচ্ছে যেন উনি কোনো রাজ্ঞী। উনি এবং মারলিন যে চেয়ারে বসে আছেন তা পাথরে খোদিত, মুখোমুখী নিচের ধাপে। ম্যাকগনাগলের বাম দিকে একটু উঁচুতে আরো চারটে আসন। যদিও সেগুলো মূল চেয়ার দুটোর মতো অতোটা নকশাদার নয়। ওখানে বসে আছেন নেভিল লংবটম, প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন এবং হ্যারি পটার।

'ড্যাড!' জেমসের মুখে ফুটে উঠলো স্বস্তির হাসি। দ্রুত ধাপ বেয়ে উঠে গেল বাবার দিকে।

'জেমস,' হ্যারি গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললেন। 'আমাকে জানানো হয়েছিল তোমাকে

BanglaBoi.org

পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি আমাদের খুবই চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। তোমাদের তিনজনকে খোঁজার জন্য এতক্ষণ হয়তো আমাকেই বেরিয়ে পড়তে হতো । যদি না এখানে আসা মাত্র খবরটা পেতাম যে তোমাদের পাওয়া গেছে।'

র‍্যালফ ভ্রু উঁচিয়ে জানতে চাইলো, 'আপান খবরটা কোথায় পেলেন?

হ্যারি মুচকি হেসে একটা উইজলি রাবারের হাঁস তুলে দেখালেন। যার নিচে টেডের হাতের লেখা দেখা যাচ্ছে-ওদের খুঁজে পেয়েছি! সোজা ওখানে চলে আয়! 'এটা পেট্রা মরগ্যানস্টারন এর। ওই জানালো এটা ব্যবহারের আইডিয়াটা ওরা তোদের কাছ থেকে পেয়েছে। বেশ ভালোই।'

'সরি ড্যাড, ম্যাপ আর ক্লোকটা না বলে নেওয়ার জন্য,' জেমস তড়বড় করে বললো। 'আমি জানি এটা করা উচিত হয়নি। আমি সত্যিই সব গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছি। মারলিন ফিরে এসেছেন আর সবটাই আমার দোষ।'

হ্যারি মধ্যের চেয়ারগুলোর দিকে একবার দেখে নিলেন। 'নিজেকে অতটা দোষী মনে করার কোনো কারণ নেই। এ নিয়ে পরে আমরা অনেক সময় পাবো আলোচনা করার। এই মুহূর্তে আমার মনে হয় আমাদের মাথা ঘামাতে হবে অন্য বিষয়ে।'

জেমস এবার মারলিন আর হেডমিস্ট্রেসের দিকে ঘুরলো। ওদের দুজনের কথা ও ভুলেই গিয়েছিল ড্যাডকে দেখতে পাওয়ার উত্তেজনায়। 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। সরি।' তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকলো হ্যারি, নেভিল আর ফ্র্যাঙ্কলিনের পাশেই। জেমস এবার লক্ষ্য করলো ওদের উল্টো দিকে প্রচুর পাখি এবং জীবজন্তু বসে আছে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে মারলিনের দিকে। প্যাঁচা ও পায়রার সাথে আছে দাঁড়কাক এবং কিছু বাজ পাখি। উলটো দিকের চারটে চেয়ারে, রেলিং-এ এবং বাকি দুটো ধাপের মেঝেতে ওরা বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এছাড়াও জেমসের চোখে পড়লো কিছু গৃহপালিত জন্তুও। ব্যাঙ আর ইদুরও দেখা গেল পাখিদের জটলার মাঝে উপস্থিত। সবাই তাকিয়ে আছে দাড়িওয়ালা মানুষটার দিকে। এমনকি জেইনের বিড়াল থাম্বসও বসে আছে ওখানে, একেবারে সামনে। মাঝে মাঝে নিজের কালো সাদা রঙের নাকটা ঘষছে থাবায়। .

মারলিনের বিশাল অনড় অবয়বের দিকে তাকিয়ে ম্যাকগোনাগল বললেন, 'প্রফেসর লংবটম আপনি যেন কি বলছিলেন?'

নেভিল উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি শুধুমাত্র আমার প্রতিবাদ জানাচ্ছিলাম...এই ব্যাপারে যে...এই অনুপ্রবেশকারীর সাথে কথা বলার ব্যাপারে। যিনি না জানি গায়ের জোরে কোন মতলবে স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। একই সাথে এমন একটা ভাষায় কথা বলছেন যা আমরা যারা আপনার সহকর্মী এবং বন্ধু তারাও বুঝতে অক্ষম। আশা করছি বুঝতে পারছেন আমাদের অবস্থাটা।'

'আমি ক্ষমা চাইছি, মি. লংবটম এবং বাকিদের কাছে,' ম্যাকগোনাগল বললেন মারলিনের অবয়ব থেকে চোখ সরিয়ে বাকিদের দিকে তাকিয়ে। 'আমি ভুলেই

BanglaBoi.org

গিয়েছিলাম। এই মানুষটি এসেছেন আদব কায়দা ও প্রথা মেনে চলার এক বিশেষ সময় থেকে। আমি উনার সাথে দেখা করলাম, আমার স্থানের এই বিশেষ পোশাক পড়ে কারণ উনি সেটাই চেয়েছিলেন। উনি আমাদের, আমাকে এবং বাকি সহকর্মীদের, যখন উনি প্রথম দেখেন তখন ভেবেছিলেন, আমরা বোধ হয় কৃষক যারা কোনো এক উপায়ে এই দুর্গ দখল করেছি। উনার সময়ের হিসাব মতো পেনড্রাগন এর উপস্থিতি মোটেই আমাদের স্কুল পোশাকের মত জেল্লাবিহীন হতে পারে না। এখানেই উনি ভুলটা করেন এবং শক্তি প্রদর্শন করেন। আর ভাষার ব্যাপারে বলতে পারি...'

'আমি আপনার ভৃত্যদের ভাষাতেও কথা বলতে পারি, যদি আপনি চান মাদাম পেনড্রাগন,' বলে উঠলেন মারলিন, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে। 'যদিও বুঝতে পারছি না কেন আপনি ওদের সাথে সমস্তরীয়দের মতো কথা বলছেন। ওদের এই আচরণ সঠিক নয়।'

ম্যাকগোনাগল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুঁজলেন। জেমস বুঝতে পারলো এরকম ধরনের ভুল বোঝাবুঝি চলতেই থাকবে কিছু সময় ধরে। 'এরা আমার সহকর্মী স্যার। আমার আদেশবাহক নয়। এটা সম্পূর্ণ একটা অন্য সময়, আমার হচ্ছে এটা আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে আপনাকে। আমি মোটেই কোনো সাম্রাজ্যের পেনড্রাগন নই। আমি কেবলমাত্র পরিচালক এক ক্ষুদ্র এলাকার, আর তার সবটাই এই টাওয়ারের ওপর থেকে দেখা যায়। আর হ্যাঁ, আপনি সেই ভাষাতেই কথা বলুন যা সকলে বুঝতে পারে।'

'যেমনটা আপনি চাইছেন তাই হবে মাদাম,' মারলিন উত্তর দিলেন। 'আশা করছি আপনার পক্ষের সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন তাহলে?'

'হ্যাঁ সবাই উপস্থিত। জেমস পটার, র‍্যালফ ডিডল, জেইন ওয়াকার,' হেডমিস্ট্রেস ওদের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'এই মানুষটি দাবি করছেন ইনি মারলিনাস অ্যাম্ব্রোসিয়াস, ফিরে এসেছেন মানুষদের জগতে কোনো এক সময়হীনতার জগত থেকে। আর তাতে সহযোগিতা করেছে তার ভূতুড়ে শিষ্য এবং পাঁচজন মানুষ। এই বিষয়ে তোমাদের কিছু বলার আছে?'

জেমস উত্তর দিলো. বুঝিয়ে বললো, যতটা সম্ভব ওর পক্ষে। কিভাবে তিনটে মারলিন রেলিক একত্র করা হয়েছিল লুক্কায়িত দ্বীপে। সাথে অতি সাবধানে এটাও জানিয়ে দিলো কিভাবে প্রফেসর জ্যাক্সন পোশাকটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন মাদাম ডেলাক্রয়ের পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য, কিন্তু জেমস ভুল বুঝে সব গণ্ডগোল পাকিয়েছে।

অত্যন্ত হতাশ ভাবে বললো, 'সব দোষ আমার। র‍্যালফ আর জেইন আমায় সাহায্য করেছে কারণ আমি ওদের সাহায্য চেয়েছিলাম। আমি চেয়ে...' একটু থেমে ঢোঁক গিলে বললো, 'আমি চেয়েছিলাম সব ঠিকঠাক করতে। কিন্তু সবই গোলমাল

BanglaBook.org

হয়ে গেল। আমি সত্যিই লজ্জিত।'

ম্যাকগনাগলের মুখে শান্ত ভাব কিন্তু মনের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। জেমস কথা শেষে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, একটু বাদেই সে মাথা সোজা হলো হ্যারির হাতের উষ্ণ ছোঁয়া পেয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর ভেতর থেকে।

মারলিন উপস্থিত সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে নিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস নিলেন। 'অ্যাস্ট্রোমাড্ডুক্সের পরিকল্পনার কারণে অনেকেই ব্যতিব্যস্ত হয়েছে এটা বুঝতে পারছি। তার মধ্যে কেউ ভালো কেউ খারাপ। আশা করছি এই বালকটির বক্তব্যর পর আমার পরিচিতি নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। আর সেকারণেই আমি আবার বলছি, ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে আমি জড়িয়ে গেছি একটা জঘন্য মিথ্যে আর চক্রান্তে। আমার সময়ের বিভিন্ন গল্প কথা অনুসারে আমি একজন অতি নিম্নমানের আত্মদর্পী মানুষ। এমন একজন মানুষ যে হিংসুটে এবং লোভী। যার কথা আমায় বলা হলো একটু আগে তোমাদের ওই ভোল্ডেমর্টের মতো আমি মোটেই নই। একটা ঝড় যতটা খারাপ আমি ততটাও নই। আমি কেবল মাত্র তখনই হত্যা করেছি, কেবলমাত্র তখনই যখন অনুতাপের আর কোনো পথ খোলা থাকেনি। আমি কেবলমাত্র তাদের কাছ থেকেই কিছু আদায় করেছি যাদের থেকে নেওয়া উচিত। তার এক তৃতীয়াংশ আমি বিলিয়ে দিয়েছি চার্চ আর গরীব মানুষের মধ্যে। তোমরা যাকে শয়তান বলে থাকো আমি তাদের তুলনায় এমন সব শয়তান জাতীয় প্রাণীদের দেখেছি আমার সময়ে, যারা তোমাদের এই সব শয়তানদের থেকে শতগুণে ভয়ঙ্কর।'

'কোনো সন্দেহ নেই যে এটাই আপনার বিশ্বাস,' ম্যাকগোনাগল বললেন, 'কিন্তু আপনি যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, এ জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি, সেই সময়েই নিকৃষ্ট মানসিকতার এক অতি শক্তিশালী জাদুকরের লোক কথা মানুষের মুখে শোনা যেত। আপনার ভয় হৃদয়ে নিয়ে প্রচুর মানুষ জীবনযাপন করতো।'

মারলিন গর্জে উঠলেন, 'সেটা হতো সেই সব মানুষদের যারা বদমায়েশির জীবনযাপন করতো। তা সত্ত্বেও আমি তাদের কাছে তলোয়ারের বদলে লাঠি হাতেই যেতাম মীমাংসার জন্য।'

'তা হয়তো হতে পারে, মারলিনাস। কিন্তু এটা আপনি ভালো করেই জানেন আপনি যে বিদ্যার চর্চা করতেন তা মোটেই সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। আপনি জাদুজগতের এমন এক স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতেন যা আপনাকে আলাদা করে দিয়েছিল বাকি মানবজগত থেকে। কেউ যদি বা সেই স্রোতে ভাসার চেষ্টা করতো সে হয়ে যেত পাগল। আপনি বদলে গিয়েছিলেন ওই নিয়মনীতি বিরোধী বিদ্যার চর্চা করতে করতে। অথবা ওটাই আপনাকে গ্রাস করেছিল। এমনকি অনেক সময় আপনি নিজের রায় নিয়েও সংশয়ে থাকতেন। মারলিনাস অ্যাম্ব্রোসিয়াশের রহস্যময় আনুগত্যের বিষয়ে সকলেই অবহিত আছে। সাথে সাথেই সবাই এটাও ভালো মতো

BanglaBook.org

জানে নন-ম্যাজিক্যাল জগতের প্রতি তার ভাবনা চিন্তা ঠিক কিরকম ছিল। সন্দেহ করা হয় যে আপনি তাদেরই সহযোগিতা করবেন যারা মাগল জগতটাকে ধ্বংস করে দিতে চায় বা শাসন করতে চায়। আমি আপনার সময়ের কথা বলতে পারবো না, কিন্তু এই সময়ে যারা এই ভাবনার পন্থী তারা আমাদের চিরশত্রু সে কারণেই আমরা এখান থেকে তখনই আপনাকে যেতে দেবো যখন জানতে পারবো আপনি কোনো পক্ষকে সমর্থন করছেন।'

মারলিন শান্ত নরম স্বরে জানতে চাইলেন, 'আপনি কিন্তুএকটু বেশি সাহস দেখাচ্ছেন, আমার বিষয়ে এরকম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে! ভুলে যাবেন না আমি চাইলে এক মুহূর্তের মধ্যে আপনাদের এই ধরাধাম থেকে মুছে দিতে পারি সামান্য আঙুল নাড়িয়ে।'

'আমিও সেটা করার সাহস দেখাতে পারি ভালো কাজের প্রয়োজনে,' ম্যাকগোনাগল বললেন দৃঢ় স্বরে। 'আপনি ছিলেন আপনার সময়ের সবচেয়ে বিতর্কমূলক চরিত্র। আর সেটা তাবড় তাবড় ইতিহাসবিদও স্বীকার করে গেছেন। এখনো সেটা বদলায়নি। আপনার শক্তি বিষয়ে একটা কথা বলতেই পারি। যে স্রোত থেকে আপনি শক্তি সংগ্রহ করতেন সেটা আপনার সময় থেকেই অনেক অনেক নিচু মানের হয়ে গেছে, কারণ ধরিত্রী আর আগের মতো নেই। মোটেই এটা বোঝানোর ভান করবেন না যে সেটাই আপনার এ জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার এক অন্যতম কারণ ছিল না। আপনি আশা করেছিলেন এমন একটা সময়ে ফিরে আসার, যখন এই পৃথিবীর শক্তি স্রোত আবার আগের মতো হয়ে যাবে। তার ফলে আপনার শক্তিও পুনরুজ্জীবিত হবে পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু এটা সেই সময় নয়। সেই শক্তি স্রোত এখন আরো ঝিমিয়ে গেছে। আপনার শক্তি হয়তো এখনো দারুণ রকম ভাবেই কার্যকরী। যা এখানকার সব কিছুকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাকে থামানো অসম্ভব। সেজন্যই বলছি মারলিনাস, একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিন এই যুগে আপনি কোন পক্ষে যোগ দেবেন।'

মারলিনাসের মুখ আগের মতই বিকারহীন পাথরের মতো চেয়ে থাকলো হেডমিস্ট্রেসের দিকে। 'সত্যিই আমি এক অন্ধকার সময়ে ফিরে এসেছি। যেখানে একজন পেনড্রাগন বিশ্বাস করে একজন সম্মানীয় উইজার্ডের চিন্তাভাবনা সামান্য কিছু হুমকিতে বদলে যাবে। তবে আমি এটা বুঝতে পারছি যে আপনাদের লক্ষ্য বিষয়ে আপনারা সৎ। যদিও সে লক্ষ্য অতি নিম্নমানের। আমি কখনোই এরকম কোনো পক্ষে ছিলাম না যারা জাদুহীন জগতের বিরোধিতা করে। আমি সব সময়ে কাজ করেছি দুই জগতের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। চেষ্টা করেছি কারোর পাল্লাই যেন ভারী না হয়ে যায়। কিন্তু কেউই আমার আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারেনি। আমি সকলের সেবা করেছি, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল ওটাই। পুনর্মুখী মানব সভ্যতার কাছে ন্যায় ব্যাপারটা একটা মিথের মতো। বরং তার চেয়ে সাম্যের

BanglaBook.org

জন্য লড়াইকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। যদিও সেটা ওই প্রকৃত ন্যায় নামক বস্তুটির একটা ঝাপসা সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই না।'

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'আপনি বেশ ভালো বক্তা, মারলিনাস। কিন্তু আপনি সোজাসুজি আমাদের উত্তরটা দিলেন না। আপনি কী আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন নাকি বিরোধিতা?'

এই প্রথম মারলিনাসের মুখে চামড়া কুঞ্চিত হলো। চোখ বন্ধ করে উনি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলেন। জেমসের মনে হলো ওনার দাড়িটায় কোনো রকম তেল মাখানো আছে। মাঝে মাঝে চারপাশের হাওয়ায় মশলা জাতীয় উগ্র ধরনের একটা গন্ধ ভেসে আসছে। 'অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স তার শাস্তি পেয়ে গেছে আমাকে এই সময়ে ফিরিয়ে আনার জন্য। আরো বেশি শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল ওর।' চোখ খুলে উপস্থিত সকলকে একবার দেখলেন। 'আমি একটা এমন দুর্গে প্রবেশ করলাম যা আমার দেখা সবচেয়ে মজবুত ভাবে তৈরি। খোলা আকাশের নিচে অবস্থিত অথচ কোনো পাহারাদার নেই। নেই কোনো ভৃত্য যে আমার স্নানের জল যোগাড় করে দেবে বা আমার আদেশ শুনবে। আপনি আমার সাথে দেখা করলেন আমি কে সেটা না জেনেই। আমাকে আশীর্বাদ করার মতো কোনো হাত এগিয়ে এলো না। আমার চারপাশে যারা উপস্থিত তাদের পোশাকে কোনো আভিজাত্য নেই। প্রায় সবাইকে দেখতে লাগছে অতি সাধারণ মানুষ বা ভাঁড়ের মতো। পেনড্রাগন রুপে যাকে দেখা গেল সে-ও আমার অপেক্ষায় ছিল না। তার পোশাকও তথৈবচ। মনে হচ্ছিল তিনি নিজেকে একটা আকার প্রকারহীন তাঁবুর ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছেন। তারপর আমাকে, আমার সম্মানকে আমার আনুগত্যকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো প্রশ্ন। যেখানে আমি শুধুমাত্র চেয়েছি একটুখানি শ্রদ্ধা। সত্যিই, আমার এই ফিরে আসা একেবারেই ব্যর্থ। আমার জন্য সেই সুসময় এখনো আসেনি।'

ম্যাকগোনাগল সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বললেন, 'স্বার্থপর অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স হয়তো ভুল করেছে, কিন্তু এটা হয়তো ভুল নয় মারলিনাস যে আপনি এই সময়টায় ফিরে এসেছেন। এটা ভাবা হয়ে থাকে যে আপনি মাগল দুনিয়ার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সেই বড় রকমের শোচনীয় ঘটনাকে আটকানোর মতো আরো বড় এক কাজ করার জন্যই আপনার এই আগমন ঘটেছে। এমনকি এই মুহূর্তে এমন সব গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে যার একমাত্র পরিণতি খারাপের ইঙ্গিতই করছে। আজকের এই বিশেষ দিনে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছে এক মাগল। এক বিপর্যয়ের সত্তা তাকে আমাদের এখানে এনে হাজির করেছে। তাকে আটকাতে পারেনি আমাদের জাদু সুরক্ষা। আর সেটা সম্ভব হয়েছে এক জাদুহীন বাস্তবের কারণে যার নাম টেকনোলজি। ওই মানুষটার কথা মতো সে এখানকার সব খবরাখবর কোনো এক প্রেস অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে জাদু জগতের গোপনীয়তা সমগ্র মানব জগতের সামনে উন্মোচিত হয়। এই

BanglaBook.org

গোপনীয়তা বজায় আছে বলে বিগত শতাব্দীগুলোতে ভারসাম্য বজায় আছে। যদি ওই মানুষটার পরিকল্পনা সফল হয় তাহলে জাদু আর মাগল জগতের সমান্তরাল জগতটা নষ্ট হয়ে যাবে। এর ফলে তৈরি হবে অনেক ছক, শক্তি দখলের ভাবনা এবং শেষ পারণাত হবে এক যুদ্ধ। আর পাঁচজনের তুলনায় আপনি অনেক ভালো বুঝবেন এর পরিণতি কী হতে পারে। আপনার উচিত আমাদের সাহায্য করা। যারা এই হইচইটা পাকাতে চায় তারা আপনার অপেক্ষায় আছে। ওদের ছোঁড়া তীর আপনি ওদের দিকেই ফিরিয়ে দিন মারলিনাস। আমাদের বাঁচান।'

প্রায় এক মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকলেন মারলিন, সূর্যের আলোয় চকচক করছিল উনার দাড়ি। আশেপাশের জীবজন্তুগুলো খুব অল্পই নড়াচড়া করছিল। অবশেষে মারলিন উঠে দাঁড়ালেন। মনে হলো একটা পাহাড় যেন সহসাই খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। অতি ধীরগতিতে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উনি। উনার জাদু ছড়িটাও ওর সাথে সাথে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাশে। অন্তর্ভেদী নীল চোখ দিয়ে উনি তাকালেন হেডমিস্ট্রেসের দিকে।

'আপনি ঠিকই বলেছেন মাদাম,' মারলিন বললেন দৃঢ় কণ্ঠে। 'এটা আমারই স্বার্থপরতা। আমার সব শক্তি পুনরায় ফিরে আসবে এরকম একটা ভালো সময়ের আশায় আমি আমার নিজের সময়কে ত্যাগ করেছিলাম। সেই ঔদ্ধত্য আমার সব কিছু ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমি ফিরে এসেছি এমন এক সময়ে যখন আমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে আমার শক্তির খণ্ডাংশগুলোকে। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, একজন সম্মানীয় ব্যক্তি রুপে, আমি কিছুই করতে পারবো না। আমার ক্ষমতা নেই আপনাদের দেওয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করার। এটা আমার জগত নয়। আমাকে ছাড়াই আপনাদের লড়তে হবে। হয়তো আপনারা হেরে যাবেন। আমি কোনো ভবিষ্যৎই দেখতে পাচ্ছিনা। শুধু বুঝতে পারছি আমার অবর্তমানে যেভাবে সূর্য উঠেছিল সেভাবেই উঠবে এবং অস্ত যাবে। তার আলো যুদ্ধের ওপর পড়বে নাকি শান্তির ওপর, সত্যির ওপর নাকি মিথ্যের ওপর, আমি জানি না। শুধু এটা জানি, সে আলো পড়বে এমন এক জগতের ওপর যে আমাকে চেনে না আর আমিও সেই জগতকে জানি না। এবার আমার বিদায় নেওয়ার সময় এসে গেছে মাদাম। আপনাদের সবাইকে জানাই আমার বিদায়।'

মারলিন হাত উঠালেন, ধরলেন নিজের জাদুছড়ি। সাথে সাথেই সব পাখিগুলোও ভেসে উঠলো আকাশে। শত শত পাখার ঝাপ্টানির শব্দে মুখরিত হলো স্থানটি। সব পাখি উড়ে চলে যেতেই দেখা গেল সাথে সাথে অদৃশ্য হয়েছেন মারলিন।

জেমস ভালো করে তাকালো সেই জায়গাটার দিকে যেখানে একটু আগে মহান জাদুকর দাঁড়িয়ে ছিলেন। সব কিছুর পরিসমাপ্তি হলো। আর কিছুই নেই এখানে। হ্যারি জেমসের দিকে ঘুরে ওকে জড়িয়ে ধরলেন দুহাতে। 'সব ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই,' বললেন। জেমসের মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। যদিও কথাগুলো ওকে অনেকটাই আশ্বস্ত করলো। ও ঘুরে ড্যাডকে জড়িয়ে ধরলো।

BanglaBook.org

***

'আমি অবাকই হবো যদি উনি ভালোর জন্য ফিরে গিয়ে থাকেন,' নেভিল বেশ জোরেই বললেন।

'আমার কোনো সন্দেহ নেই উনি আমাদের সেটাই বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন,' হেডমিস্ট্রেস জবাবে বললেন, টাওয়ারের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে। 'আবার এটাও ঠিক যে উনার কোনো জায়গা নেই যাওয়ার। ওর ভৃত্য অ্যাসট্রামাড্ডুক্সকে শাস্তি দিয়ে উনি পাঠিয়ে দিয়েছেন এক নেতির জগতে। ফলে ওর আর কোনো সহযোগী নেই যে ওকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে, যদি উনি আবার এ জগত ছেড়ে সময়ের মধ্যে ফিরে যেতে মনস্থ করেন। আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের এটাই মেনে নিতে হবে যে মারলিনাস আমাদের মধ্যেই আছেন। সেটা ভালো বা খারাপ যা-ই হোক। মি. পটার ওকে ট্র্যাক করার কোনো উপায় আছে?'

হ্যারি একটু ভাবলেন। 'কঠিন কাজ তবে অসম্ভব নয়। উনি নিশ্চিতভাবেই সেই গাছেদের জগতে ফিরে যাবেন নিজের সুরক্ষার জন্য। কারণ ওখানেই ওর শক্তি বৃদ্ধি পায়। সন্দেহ নেই, উনি অনেক পন্থা জানেন দিন অতিবাহিত করা এবং লুকিয়ে থাকার। কিন্তু উনার মাপের জাদুকরদের অস্তিত্বের একটা প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে থাকে যা ডিটেক্ট করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস আমরা ওকে খুঁজে বের করতে পারবো, কিছুটা সময় আর একটা অরোর টিম দরকার। এখন প্রশ্ন হলো ওকে খুঁজে পেলে আমরা কী করবো?'

মারলিন যে চেয়ারে বসে ছিলেন সেটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গম্ভীর স্বরে ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, 'উনার গতিবিধির দিকে নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মারলিনাস এক রহস্যময় এবং দুর্বোধ্য চরিত্র। উনি যা-ই বলে যান না কেন, আমি বুঝতে পারছি উনি নিজের পক্ষকেও বিশ্বাস করেন না। উনার সময়ে সব কিছু অনেক খোলামেলা ছিল। আপনারা এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কি? উনি এই যুগের বিষয়ে নিশ্চিন্ত নন। উনি জানেন না কাকে বিশ্বাস করতে হবে বা কাদের লক্ষ্য ওর ভাবনার সাথে খাপ খাবে। এর ফলে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, মারলিনের নিজের নৈতিকতাই আপাতত দোলায়মান। যা আপনি আশা করি বুঝতে পারছেন মাননীয়া হেডমিস্ট্রেস। উনি এখন একই সাথে নিজের হৃদয়ের কথা শোনার সাথে সাথে এই যুগের চালচলনটাও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন।'

হ্যারি জানতে চাইলেন, 'আপনি কি সত্যিই এটা বিশ্বাস করেন?'

ফ্র্যাঙ্কলিন সেই পিতলের যন্ত্রটা বের করলেন যা দিয়ে জেমসের ভাঙা হাতটা কুইডিচ পিচে পরীক্ষা করেছিলেন। ওটার ভেতর দিয়ে উনি তাকালেন মারলিনের চেয়ারটার দিকে। সম্মতির ভঙ্গিতে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি। মারলিন আমাদের সামনেই স্বীকার করে গেলেন যে গর্ব উনার সবচেয়ে বড়

BanglaBook.org

দুর্বলতা। উনি কখনোই উনার নিশ্চিত হতে না পারার খামতিটা আমাদের সামনে প্রকাশ করবেন না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। উনি জানেন না এই যুগে ওর অবস্থানটা ঠিক কোথায়। কারণ উনি এটাও জানেন না নিজের মনের কোনেও উনার অবস্থানটা আসলে কোথায়। যেটা উনি সবেমাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছেন।'

'এই দ্বিধাটা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না,' নেভিল বললেন, ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসতে আসতে। 'উনি কোন পক্ষে যোগ দেবেন এটা জানার জন্য আমরা বসে থাকতে পারি না। উনার শক্তির পরিমাপ হয়তো অনেক স্তিমিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস জীবিত যে কোনো জাদুকরের তুলনায় উনার শক্তি অনেক গুণ বেশি। আপাতত আমাদের এটাই ধরে নিতে হবে উনি আমাদের বিপক্ষে। মানে যতক্ষণ না নিজে থেকে জানান দিচ্ছেন যে উনি আমাদের দলে।'

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুম, আমি মেনে নিচ্ছি উনি এই মুহূর্তে দোলাচলে ভুগছেন, কিন্তু আমার মনে হয় না উনি আসলে শয়তান। বা এটা বলতে পারি, শয়তানি কাজের পরিপন্থী অন্তত নন।'

জেইন বলে উঠলো, 'আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন? কয়েক শতাব্দী ধরে কি উনার গায়ে সবচেয়ে শয়তান জাদুকরের তকমাটা এমনিই লাগানো আছে?'

'সবচেয়ে শয়তান জাদুকর মোটেই নন!' ম্যাকগোনাগল বললেন।

'একদম ঠিক,' হ্যারি সায় দিলেন। 'একমাত্র তারাই এটা মনে করে যারা উনাকে ঠিকঠাক জানে না। বা এই ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, তারা যা ভাবে সেটাই ঠিক। যাদের হৃদয় আসলে শয়তানের দাসত্ব করে বা যারা সব জেনে বুঝেও নিজেদের দোষ দেখে না তারা ওকে বুঝতে পারবে না। অন্তত এটা আমরা বুঝতে পারছি।'

ম্যাকগোনাগল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলো এবার অফিস ঘরে ফিরে যাই। সবে মাত্র আমাদের দিন শুরু হয়েছে এবং অনেক কিছু সামলাতে হবে। কিভাবে তা জানা নেই। তার থেকেও বড় কথা আমাকে এই অস্বস্তিকর পোশাকটা থেকে মুক্তি পেতে হবে।'

ফ্র্যাঙ্কলিন ট্র্যাপডোরটা তুলে ধরে খুলে দিলেন, বাকিরা একে একে শুরু করলো নিচে নামা। যে জীবজন্তুগুলো ওপরে এসেছিল তারাও পায়ে পায়ে নামতে শুরু করলো। স্লাগহর্ন সহ বাকি প্রফেসরেরা যারা নিচে অপেক্ষমান ছিলেন তারা একের পর এক প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। সেসব কথায় পাত্তা না দিয়ে জেমস ওর ড্যাডের সাথে ঘোরানো সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করলো।

'ড্যাড, তুমি এত তাড়াতাড়ি এখানে কী করে এলে?' জেমস জানতে চাইলো। 'মারলিন এখানে মাঝরাতের আগে আসেননি এটা আমি জানি। তাহলে ম্যাকগোনাগল ম্যাম কিভাবে এতো তাড়াতাড়ি তোমায় হাজির করলেন?'

BanglaBook.org

'হেডমিস্ট্রেস আমাকে এখানে নিয়ে আসেননি, জেমস,' হ্যারি জবাব দিলেন, মুখ ঘুরিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে। 'তোমার চিঠি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। নবি আজ সকালেই ওটা দিয়েছে, পড়ার সাথে সাথেই আমি রওনা দিয়েছি। হেডমিস্ট্রেস আমাকে ফায়ারপ্লেসে উপস্থিত হতে দেখে দারুণ চমকে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু সাকারিনা যে জানিয়েছিলেন তুমি নাকি স্পেশাল কী কাজে ব্যস্ত। তোমাকে বিরক্ত করা যাবে না!'

হ্যারি একচোট হেসে নিয়ে বললেন, 'জেমস তোমার চিঠির লেখা আমায় বাধ্য করে সব ছেড়ে এখানে আসার জন্য। তাছাড়া সত্যিই তেমন কোনো কাজ আমার এ সপ্তাহে ছিলও না। সাকারিনা যদি ওই রকম কোনো কথা বলে থাকে তার অর্থ ও চায়নি আমি এখানে উপস্থিত হই।'

'বুঝলাম,' জেমস বললো। 'স্নেইপের পোর্ট্রেট আমাকে জানিয়েছেন যে সাকারিনা আর রিক্রিয়ান্ট মোটেই ভালো মানুষ নয়। দুজনেই প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট এর সাথে যুক্ত।'

হ্যারি থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালেন জেমস, র‍্যালফ আর জেইনের দিকে। গলার স্বর নিচু করে বললেন, 'খুব সাবধানে এই সব কথা বলবে। বর্তমানে রিক্রিয়ান্ট আর সাকারিনার মতো মানুষদের নিয়ে মন্ত্রণালয় খুব চিন্তায় আছে। যদিও অনেকের কাছে এরকম ব্যাপার আসলে অতিরিক্ত দেখনদারি ও নজর কাড়ার একটা প্রচেষ্টা। হারমাইওনি চেষ্টা করে যাচ্ছে এইসব প্রচার আটকানোর এবং খুঁজে বের করতে যে ক বা কারা এসবের সাথে যুক্ত সেটা জানার। কিন্তু বিষয়টা বেশ জটিল। রিক্রিয়ান্ট কেবলমাত্র দাবার একটা সৈন্য কিন্তু সাকারিনা খুব সাঙ্ঘাতিক চরিত্র। আমার তো মনে হয় মারলিনকে ফিরিয়ে আনার পেছনে মূল কারিগর ও-ই।'

ড্যাডের মতোই যতটা সম্ভব গলা নামিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলো জেমস, 'কি? এটা হতেই পারে না। গতকাল রাতে লুক্কায়িত দ্বীপে তো ছিলেন মাদাম ডেলাক্রয়।'

জেইন বললো, 'হ্যাঁ, তাই তো, সাকারিনা তো কাল সন্ধ্যের আগে এখানে আসেনইনি।'

হ্যারি আরো গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সাকারিনা অত বোকা নয় যে আসল কাজ নিজের হাতে করবে। এর জন্য ওর ডেলাক্রয়কে দরকার ছিল। আর সাকারিনার সাহায্য ছাড়া ডেলাক্রয় মারলিনের সিংহাসন মন্ত্রণালয় থেকে হাতাতে পারতো না। রিক্রিয়ান্ট আর সাকারিনা এখানে এসেছে এই ছুতোয় যে ওরা আসলে এক "মাগল ম্যাজিক্যাল রিলেশন" বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এসেছে প্রেস্কট নামক লোকটার সাথে দেখা করাবে। এরকম কোনো এক্সপার্টের অস্তিত্বই নেই। মারলিনকে সেই বিশেষজ্ঞরূপে চালিয়ে দেওয়ার একটা প্ল্যান ওদের ছিল বলেই মনে হয়।'

'তার মানে জাদুজগতের গোপনতা মাগল জগতের সামনে উন্মোচন করা থেকে প্রেস্কটকে আটকানোর কোনো ভাবনাই ওদের কখনো ছিল না!' র‍্যালফ বললো বিবর্ণ

BanglaBook.org

মুখে। 'সাকারিনা আর মারলিন আসলে একসাথে কাজ করছে এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যাতে প্রেস্কটের গল্প বাইরের জগতে প্রকাশিত হয়?'

হ্যারি মাথা ঝাঁকালেন। 'আমারও সেটাই মনে হচ্ছে। এসব কোনো সূত্রহীন ঘটনার সারি নয়। ঘটে যাওয়া সব কিছু আসলে সাকারিনার মতো কিছু মানুষের পরিকল্পনা। মাগল আর জাদুজগতের একত্র হওয়া দরকার ওদের পরিকল্পনার স্বার্থে। যার একটাই লক্ষ্য, যুদ্ধ।'

'কিন্তু মারলিনের কথা শুনে তো মনে হলো না যে উনি নিজের ছাড়া আর কোনো পক্ষে থাকবেন,' জেমস বললো। 'এটাই কি ওদের পরকল্পনাটাকে ভেস্তে দিতে পারে?'

হ্যারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জানি না। ঘটনার প্রবাহ এখন এমন জায়গায় এসে গেছে যে এর গতিরোধ করা খুব কঠিন। সাকারিনার হয়তো মারলিনকে দরকার হবে না বাকি কাজটা করার জন্য।'

জেইন জানতে চাইলো, 'আপনি প্রেস্কটকে থামানোর ব্যাপারে কী ভাবছেন?'

'থামানো? ভুলে যেও না আমার এখানে থাকার কথা ছিল না। সাক্রিনার হাতে সব ক্ষমতা।'

'কিন্তু উনি তো বদমাইশ!' জেমস বললো। 'তুমি মোটেই ওকে ওর ইচ্ছে মতো কাজ করতে দিতে পারো না!'

'আমরা সেটা করতে দেবো না জেমস,' হ্যারি জেমসের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন। 'তবে সব কিছু অতি সাবধানে করতে হবে। মন্ত্রণালয়ে সাকারিনার প্রভাব অনেক বেশি। আমি একা ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না। ও আশা করে আছে আমি হঠকারী কিছু করে বসবো আর তার ভিত্তিতে ও আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে। ও চায় অরোর বিভাগটাই বন্ধ হয়ে যাক। এটাকে টিকিয়ে রাখাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাদুজগতের গোপনীয়তা বজায় রাখার থেকেও বেশি।'

জেমস ড্যাডের চোখে দিকে তাকিয়ে বললো, 'তার মানে সাকারিনা আর ডেলাক্রয় জিতে যাবে?'

'এই মুহূর্তে হয়তো উত্তরটা হ্যাঁ। কিন্তু তোমাদের আশা হারানোর দরকার নেই। নেভিল, হেডমিস্ট্রেস এবং আমার কাছে কিছু তুরুপের তাস এখনো লুকানো আছে। প্রেস্কটের বিষয়ে যা হয় হোক, আমরা শেষ পর্যন্ত টিকে যাবো। এখন প্রশ্ন হলো ওকে এখানে ঢোকার পথটা চেনালো কে?'

'কাজটা কি সাকারিনা করতে পারেন না?' জেইন বললো।

'না মোটেই না,' জেমস উত্তর দিলো। 'উনি ভো অব সিক্রেসীতে স্বাক্ষর করেছেন অন্যান্য সব উইচ বা উইজার্ডদের মতো। উনি যদি কোনোভাবে, মানে কোনো চিঠি লিখেও প্রেস্কটকে কিছু জানানোর চেষ্টা করে থাকেন, তাহলেও গোপনতা রক্ষাকারী শক্তি বা ভো ওকে আটকে দিতো। তাছাড়াও উনি মোটেই জানেন না একটা গেম

BanglaBook.org

ডেক কিভাবে কাজ করে বা ওটা দিয়ে কাউকে কিভাবে হগওয়ার্টসের চত্বরে প্রবেশ করানো যায়।'

কথাবার্তা এবং পায়ের শব্দ শোনা গেল ঘোরানো সিঁড়ির ওপর থেকে। হেডমিস্ট্রেস এবং অন্যান্য প্রফেসররা নেমে আসছেন। হ্যারি ইশারা করলেন নিচে নামার।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হ্যারি বললেন, 'এই জায়গাটাই আমাকে সবচেয়ে ভাবাচ্ছে। সব উইচ এবং উইজার্ড ভো অব সিক্রেসীর বন্ধনে আবদ্ধ। যে কোনো মাগল অভিভাবক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কন্ট্র্যাক্ট অব নন-ডিসক্লোজারের বাঁধনে। এর একটাই অর্থ এই জগত সম্বন্ধে জানে এমন কেউ এর কথা বাইরে প্রচার করতে সক্ষম নয়। কিন্তু কেউ একজন সেটা তো করেছেই বোঝা যাচ্ছে। আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে কে সেটা ।'

ওরা পৌঁছে গেল ঘোরানো সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে। ওদিকে হেডমিস্ট্রেস, নেভিল এবং বাকি প্রফেসররাও এসে গেলেন। অপেক্ষমান ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ম্যাকগোনাগল বললেন।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, দেখতেই পাচ্ছ আমরা একদম ঠিকঠাক সশরীরে নিচে নেমে এসেছি। অকারণ গুজব এবং ভয় ছড়ানো আটকানোর জন্য আমি কাল থেকে আজ পর্যন্ত ঘটতে থাকা ঘটনা নিয়ে চুপ ছিলাম। এই দুদিনে দুজন মানুষকে অযাচিতভাবে স্কুল চত্বরে প্রবেশ করতে দেখেছি আমরা। প্রথমজন এখনো এখানে আছে। একজন মাগল, নাম মারটিন প্রেস্কট। মানুষটির উদ্দেশ্য যথেষ্টই প্রশ্ন সূচক, কিন্তু আমরা তোমাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে আমরা তৈরি হয়েছি...'

'ধন্যবাদ মিনার্ভা,' একটা উচ্চকিত রিনরিনে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'আমি ইতিমধ্যেই শিক্ষার্থীদের আজকে কী হবে সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছি। আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি তোমার কর্মপদ্ধতির ধারবাহিকতার জন্য। যাই হোক তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যোগদান করবে?' সাকারিনা আর রিক্রিয়ান্ট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সাকারিনার হাস্যোজ্জ্বল মুখ সকালের আলোয় ঝকমক করছিল। ম্যাকগোনাগল বেশ কিছুক্ষণ সাকারিনার দিকে তাকিয়ে থাকার পর শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যে যার ক্লাসে চলে যাও। তোমাদের প্রফেসররা তোমাদের সাথেই ক্লাসে চলে যাবেন এখান থেকে। এবার দেখা যাক বাকি দিনটায় আমরা কী করতে পারি, কি তাই তো?'

'মিনার্ভা, আজকের মতো একটা সৃষ্টি ছাড়া দিনে, তোমার কি মনে হয় ক্লাসে যাওয়াটা খুব দরকার আছে?' হেডমিস্ট্রেস এবং বাকিরা একেবারে নিচে নেমে আসার পর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন সাকারিনা।

'সৃষ্টি ছাড়া দিনগুলোই ক্লাসে যাওয়ার পক্ষে আদর্শ দিন, মিস সাকারিনা,' ম্যাকগোনাগল উত্তর দিলেন, পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে। 'আশা করছি কেউ

BanglaBook.org

ভুলছেন যাচ্ছেন না এই দুর্গে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ কী? এক্সকিউজ মি?'

'হ্যারি,' মি. রিক্রিয়ান্ট ডাকলেন, একটু অতি উৎসাহব্যঞ্জক হাসি সহ। 'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, ব্রেন্ডা এবং আমি আশাই করিনি আজ এখানে তোমাকে দেখতে পারো। নিশ্চয়ই পারিবারিক কিছু?' জেমসের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, সাথে সাথে সাথেই তাকালেন র‍্যালফ এবং জেইনের দিকেও।

হ্যারি কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'আমিও অবাক হয়েছি তোমাদের দুজনকে এখানে দেখে। এরকম কোনো নথি আমার চোখে পড়েনি যাতে তোমরা আলমা আলেরন অতিথিদের সাথে পুনরায় দেখা করবে বলা আছে। আর আমি যে নথিপত্র খুব মন দিয়ে দেখাশোনা করি সেটা তোমরা ভালো ভাবেই জানো।'

সাকারিনা হ্যারির হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ছাত্র ছাত্রীদের জটলা থেকে। তারপর অতি গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'সত্যিই খুব অবাক করা ব্যাপার এটা। খুব ভয়ানক পরিস্থিতি। নিশ্চিত মিনার্ভা তোমাকে বলেছেন এ ব্যাপারে তাই না? মারটিন প্রেস্কট, একজন মাগল সাংবাদিক স্কুল চত্বরে ঢুকে পড়েছে। যদিও মন্ত্রণালয় মনে করছে এটা অনিবার্য একটা ব্যাপার।'

হ্যারি দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে সাকারিনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাই বুঝি?' তা লোকোয়াশিয়াস ন্যাপ জানেন এ বিষয়ে?'

'মন্ত্রীমশাই সাধারণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে সব সময় অবহিত থাকেন,' রিক্রিয়ান্ট উত্তর দিলেন। 'আমরা এই সাধারণ ব্যাপারটা উনাকে জানিয়ে ব্যতিব্যস্ত করতে চাইনি।'

'ও তার মানে উনি এটাও জানেন না যে তোমরা এখানে এসেছো?' হ্যারি হালকা একটা হাসির সাথে বললেন।

'হ্যারি,' সাকারিনা মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, 'ব্যাপারটা হলো এই ধরনের ঘটনাগুলো ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাম্বাসাডোরিয়াল রিলেশনস এর আওতাবদ্ধ। আমি নিশ্চিতভাবে এটা বলতেই পারি তুমিও নিশ্চয়ই অরোর বিভাগীয় ছোটখাটো সব কাজ করার আগে মন্ত্রীর স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য দৌড়াও না। আমরাও তেমনই আমাদের সব কাজকর্ম করার আগে উনার সম্মতি আদায় করি না। তা, তুমি কি আজকের দিনটা থাকছো এখানে?'

হ্যারি শান্ত ভাবে বললেন, 'মনে তো তাই হচ্ছে, ব্রেন্ডা। থাকতে হবে। কিভাবে ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাম্বাসাডোরিয়াল রিলেশনস এরকম পরিস্থিতিতে নিজেদের কাজ কর্ম করে দেখার আগ্রহ হচ্ছে। তাছাড়া, আমার মনে হয় তুমি এটা মেনে নেবে যে একজন অন্য ক্ষেত্রের ব্যক্তি এরকম কাজে সাক্ষী হিসাবে থাকাটা বেশ কার্যকরী। মানে যদি কখনো জিজ্ঞাসাবাদের ঝামেলা আসে?'

'বেশ, নিজেকে তৈরি রাখ মি. পটার,' সাকারিনা বললেন, মুখে হাসি অন্তর্হিত হয়েছে কথাটা শুনেই। 'আজ বিকেল চারটের মধ্যে সব মিটে যাবে। প্রেস্কটের দল এখানে হাজির হবে আর ওরা সব ঘুরে দেখে নেবে। একে আটকানোর আর কোনো

BanglaBoi.org

পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। মি. প্রেস্কট আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছেন। তুমি আমাদের সাথে থাকতেই পারো কিন্তু নাক গলানোর চেষ্টা না করলেই খুশি হবো। সেটা করাটা তোমার পক্ষে ভালো হবে না। তবে আমি জানি এ কথাগুলো তোমাকে আমার বলার কোনো দরকার নেই তাই না?'

'প্রধান দরজার কাছে নাক ডাকিয়ে ঘুমটা ভালোই হয়েছে আপনাদের কি বলেন?' সাকারিনা ঘুরতেই জেইন প্রশ্নটা হালকা করে ছুঁড়ে দিলো। থেমে গিয়ে জেইনের দিকে এগিয়ে এলেন সাকারিনা।

'কি বলতে চাইছো তুমি, ইয়ং ম্যান?' জানতে চাইলেন। হ্যারি একইসাথে অবাক এবং মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে তাকালেন জেইনের দিকে।

জেইন বললো, 'না মানে আসার সময় দেখেছিলাম আপনারা দুজনেই ওখানে শুয়ে ছিলেন। মারলিনের সাথে দেখা করার ইচ্ছে ছিল বোধহয় আপনাদের। অবশ্য উনি সম্ভবত আপনাদের চেয়েও বড় কোনো রাঘব বোয়ালকে খুঁজছিলেন! যে কারণে আপনাদের পাত্তাই দেননি। শয়তানি চোখের চাহনি দিয়ে আপনাদের ওখানেই ঘুম পাড়িয়ে দেন। ইস, খুবই কষ্টের ব্যাপার

সাকারিনার কাষ্ঠহাসি ফেরত এলো মুখে, এটার অর্থ এই মুহূর্তে উনি কিছু একটা ভাবছেন। চোখ ঘুরলো হ্যারির দিকে। 'জানি না এই সব বাচ্চাদের মাথায় কিসব উদ্ভট গল্প আপনারা ঢুকাচ্ছেন, মি. পটার। তবে এটা বলতেই পারি মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়ালদের এই সব গল্প শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। ওই মারলিন বা ওই জাতীয় কিছু।' মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলেন ধনুকাকৃতি দরজার দিকে, অনুসরন করলেন মি. রিক্রিয়ান্ট কিছুটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে।

হ্যারি জেইনের মাথার চুল নেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, মানুষকে কী করে খেপিয়ে দিতে হয় সেটা ভালোই জানা আছে দেখছি।'

'আমার ড্যাড বলেন এটা আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা,' জেইন সায় দিয়ে বললো। 'কিন্তু মম বলেন এটা মোটেই ভালো কাজ না। কে জানে কে ঠিক?'

সিলভীন টাওয়ার ছেড়ে ওই একই ধনুকাকৃতি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে র‍্যালফ বললো, 'দেখে মনে হচ্ছিল মিস সাকারিনা যত না রেগে ছিলেন তার চেয়ে বেশি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন।'

'হতেই পারে, হ্যারি বললেন। 'হয়তো মারলিন যাদের যাদের ঘুম পাড়িয়েছিল তাদের গতরাতের কথা মনেই নেই। সাকারিনারও হয়তো এটাও মনে নেই গত রাতে এখানে এসেছে।'

'তার মানে উনি হয়তো এখনো এটাই ভাবছেন যে প্রেস্কট এবং তার দলের সাথে দেখা করার সময় মারলিনের আবির্ভাব হবে?'

'সম্ভবত তাই। অবশ্য মারলিনের দেখা না পাওয়াটা খুব বেশি সময় সাকারিনাকে উজ্জীবিত করবে বলে মনে হয় না। মারলিন তো এতক্ষনে নিষিদ্ধ অরণ্যের অর্ধেক

BanglaBook.org

পেরিয়ে গেছেন, তার বিশ্বস্ত ট্রী স্পিরিটদের সাহচর্যে। নিশ্চিত ভাবেই ওরা এখন জেগে উঠেছে।'

জেমস থমকে দাঁড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর সেটা বুঝে হ্যারিও থেমে গেলেন এবং ঘুরে ছেলের দিকে তাকালেন। জেমস বিস্ফোরিত চোখে কিছু একটা ভাবছে। তারপরই চোখের পলক ফেলে ড্যাডের দিকে তাকালো।

'আমাকে নিষিদ্ধ অরণ্যে যেতে হবে,' বললো। 'খুব একটা দেরী হয়নি বোধহয়। ড্যাড তুমি কি আমার সাথে যাবে? জেইন, র‍্যালফ তোরা যাবি?'

হ্যারি ছেলেকে একটাও প্রশ্ন করলেন না। কয়েক সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে থাকলেন জেমসের মুখের দিকে, তারপর তাকালেন জেইন আর র‍্যালফের দিকে। 'কি তোমরা কি করতে চাও? ইচ্ছে আছে নাকি একটু অ্যাডভেঞ্চারের?'

জেমস এগিয়ে গেল অরণ্যের দিকে, একটু পিছনে হ্যারি, জেইন আর র‍্যালফ। ছোট ছোট গাছের সারি পেছনে ফেলে জেমস এগিয়ে চললো অরণ্যের গভীরে, যেখানে গাছগুলো আকারে প্রকারে বিশাল। যাদের ঘন পাতার ছাউনী পেরিয়ে সূর্যের আলো মাটিতে পৌছায় না। বেশ খানিকক্ষণ ওরা চারজন নিঃশব্দে হাঁটার পর একসময় জেমস থামলো। চারদিকটা দেখলো। এদিকে ওদিকে নড়া চড়া করতে থাকা গাছপাতার দিকে তাকালো। ডাল পাতার খসখসানি ছাড়া কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না আশেপাশে। হ্যারি, জেইন আর র‍্যালফ ফুট কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল। জেমস চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর চোখ খুলে চারদিকের বড় বড় গাছগুলোর দিকে তাকালো ভালো করে। তারপর কথা বলা শুরু করলো।

'আমি জানি এখনো তোমাদের অনেকেই আছো যারা জেগে ওঠোনি। আর আমি এটাও জানি তোমাদের মধ্যে যারা জেগে উঠেছো তাদের অনেকেই আমাদের পক্ষে নও। কিন্তু এখানে যারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, তারা হয়তো আমায় একটু সাহায্য করতে পারো। মারলিন এখানেই কোনো এক জায়গায় আছেন। হয়তো অনেক অনেক দূরে আছেন এই মুহূর্তে, তবে আমার মনে হয় তোমরা জানো উনি এখন কোথায়। উনি তোমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং আমি নিশ্চিত তোমরা তার সাথে কথা বলেছ। আমি জানি তোমরা কথা বলতে পারো, কারণ আমার সাথে তোমাদের একজনের কথা হয়েছে। মারলিনেরকে আমার কিছু কথা বলার আছে।'

জেমস থামলো, বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলো। ঠিকঠাক জানে না ও কী বলবে। ওর কেন জানি না মনে হয়েছে ওর একটা চেষ্টা করা উচিত। মারলিনকে এই জগতে ফিরিয়ে আনার জন্য ডেলাক্রয় দ্বারা ও ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন মন প্রাণ দিয়ে সেটা আটকানোর। তাকে একটা খেলার পুতুলের মতো ব্যবহার করা হয়েছে এটা জানতে পারাটাই ওর কাছে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওই সময়টায় ও সমানে ভেবে গেছে যা করছে ভালোর জন্য করছে। এই জগতটাকে রক্ষা করতে চলেছে শয়তানদের হাত থেকে। ঠিক ওর ড্যাডের মতো। যদিও ওর ইচ্ছে

BanglaBook.org

ছিল বাবার পথে না হাঁটা, ইচ্ছে ছিল সব কিছুর উল্টো করা। চেষ্টা করেছিলো সব কিছু একা হাতে করার, যেমন ওর ড্যাড করেছিলো, কিন্তু পারেনি। উলটে ও সাহায্য করে গিয়েছে শয়তান পক্ষকে। এখন সেই শয়তান চাইছে সে যেন এসব থেকে দূরে থাকে। জেমস তো সেটা হতে দিতে পারে না। এবার ওর চেষ্টাটা হবে একটু অন্যভাবে। যার জন্য হয়তো সময় লাগবে, যে চেষ্টা হয়তো কোনো ফল দেবে না, কিন্তু চেষ্টা ওকে করতেই হবে। হয়তো এটাই ওর আসল কাজের পথ ।

'মারলিন,' জেমস আস্থাহীন কণ্ঠে বললো, 'আপনি বলেছিলেন অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্স আপনাকে ভুল করে আমাদের সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। আপনি বলেছেন সে ছিল স্বার্থপর। কেবলমাত্র আপনার কাছে শপথ করা নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়াটাই ওর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমাদের হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল মনে করেন আপনি ভুল ভাবছেন। উনি মনে করেন এটাই সঠিক সময় আপনার ফিরে আসার। কারণ এই জগত আপনার সাহায্য চায় একটা যুদ্ধ থামানোর জন্য। যা সম্ভবত আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে। যাইহোক...আমি জানি আমি একটা ছোট বাচ্চা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনারা দুজনেই ভুল ভাবছেন।'

জেমস ড্যাডের দিকে তাকালো। হ্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে সম্মতিসূচক ভঙ্গি করলেন।

'আমি সব শুনেছি যা আপনি বলেছেন এবং আপনি চলে যাওয়ার পর কে কী বলেছে সেটাও। সেসব থেকে মনে হয়েছে আপনাকে এই সময়ে আনা হয়েছে তার কারণ আপনার কিছু একটা দরকার আছে। আপনি নিজেই ঠিকঠাক জানেন না আপনি যা যা করেছেন সেগুলো ঠিক না ভুল। আপনি জানেন না আপনি আপনার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন নাকি ওই শক্তি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমার মনে হয় সত্যি এটাই যে এই জগতের এখন যেমন আপনাকে দরকার তেমনই এই জগতটাকেও আপনার দরকার। এটাই আপনার সুযোগ–হয়তো এটাই আপনার শেষ সুযোগ–নিজেকে প্রমাণ করার যে আপনি একজন ভালো উইজার্ড। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ জল্পনা করে এসেছে আপনি ভালো না মন্দ। কিন্তু ইতিহাস কী বললো তাতে কী যায় আসে? যদি আপনি নিজের হৃদয় থেকে জেনে থাকেন যে আপনি ঠিক জায়গায় ঠিক কাজ করেছেন। তাহলে কে কী বললো তা নিয়ে ভাবার কী দরকার! আমি এটা এজন্য বলছি না যে আমি এটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এটা বলতে পারি যে আমি চেষ্টা করছি শেখার। মারলিন আপনি এখন এই জগতে কেন এটা ভাবার আর কোনো মানে নেই। যে-ই আপনাকে এখানে নিয়ে আসুন তার কারণ শুধু এই জগতকে বাঁচানো নয়, বরং... আমার মনে হয় আপনি এখানে এসে পড়েছেন আপনার নিজের মন্দ সত্তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর প্রয়োজনে।'

জেমস কথা শেষ করে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ওপর দিকে তাকালো, গাছগুলোর দিকে, বোঝার চেষ্টা করলো তার বলা কথাগুলো কারোর কানে পৌছালো

BanglaBoi.org

কিনা। বা কথাগুলো যাকে বলা তার কাছে গেল কিনা। গাছের পাতা আগের মতোই হুসহাস শব্দে নড়াচড়া করছে। ডালপালা নড়ছে অতি ধীরে ধীরে। মিনিট খানেক পর, জেমস পকেটে হাত ঢুকিয়ে হতাশভাবে ফিরে এলো তার ড্যাড, জেইন আর র‍্যালফের কাছে।

জেইন জেমসের কাঁধে একটা আলতো চাপড় মেরে ফেরার জন্য ঘুরলো। সাথে সাথেই বললো, 'এটা ছিল আমার শোনা সবচেয়ে বড় মাপের জ্ঞানদানের বক্তব্য। তবে আমার মনে হয় কথাগুলো তুই ঠিকই বলেছিস। আমার কথাগুলো খুবই পছন্দ হয়েছে, যদিও ওগুলো মারলিনের কানে হয়তো পৌঁছালো না।'

র‍্যালফ জানতে চাইলো, 'ওই সব কথাগুলো তুই নিজে থেকে ভেবে বানিয়ে বললি?' জেমস কাঁধ নাচিয়ে মুচকি হাসলো।

হ্যারি হাঁটার সময় একটাও কথা বলেননি, তবে পুরো পথটা জেমসের কাঁধের ওপর হাত রেখে ওর পাশে পাশে হেঁটে এসেছেন। জেমসের মনে হয়েছে এর অর্থ ড্যাড ওর কাজটাকে সমর্থন করেছেন। যদিও উনি নিজে হয়তো এইভাবে কাজটা করতেন না। তারপরই জেমস অনুভব করলো ড্যাড এটা মেনে নিয়েছেন কারণ ও কাজটা উনার পদ্ধতিতে করেনি। জেমস একটু হাসলো নিজের মনে বিষয়টা উপলব্ধি করে। হয়তো এই সত্যিটা বোঝা-যে সত্যি কোনো একজনকে নিজে নিজে শিখতে হয়। যদিও বেশিরভাগ মানুষ কিছু কথাবার্তা বলে এটা শেখানোর চেষ্টা করেন। যা ঘটলো তার নিরিখে এই শিক্ষাটা সত্যিই অনেক অনেক দামী। এখন শুধু আশা করতে পারে আগামীতে যা ঘটতে চলেছে তার তুলনায় এটা গুরুত্বপূর্ণই হয়ে থাকবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উনবিংশ অধ্যায়
রহস্যের উন্মোচন

পরেরদিন অনেকটা বেলা হয়ে যাওয়ার পর হ্যারি ব্রেকফাস্ট করার জন্য গ্রেট হলের নিচে হাউজ এলফদের রান্না ঘরে এলেন। সাথে জেমস, জেইন আর র‍্যালফ। জেমস দেখতে পেল বিরাট আকারের স্টোভটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই গোমড়ামুখো এলফটা যে আগেরবার বলেছিল জেমসদের দিকে ওদের নজরে থাকবে। এলফটা ওদের দিকে তাকালো কিন্তু কিছু বললো না। একটা ছোট্ট জানালার নিচে থাকা অতি ছোটো টেবিলে বসলো ওরা। পাম্পকিন জ্যুস, টোস্ট এবং র চা খেতে খেতেই হ্যারি ওদেরকে পোশাক পালটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে বললেন। কারণ ওরা তিনজনে এখনো সেই ঝাড়ু চুরি করার সময়ের পোশাকই পরে আছে। জেমসও সেটাই চাইছিল। ও ঠিক করেই রেখেছে, অন্তত মিনিট দশেক বিছানায় শুয়ে নেবে আগে। তাতে ক্লাসে যেতে দেরী হোক ক্ষতি নেই।

কমনরুমের দিকে যাওয়ার পথে জেমস আগে একবার হাসপাতাল বিভাগে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে আসতে হবে। ফিলিয়া গয়েল বা মারডক

BanglaBoi.org

কেউই আর পাহারায় নেই। কিন্তু জেমস অবাক হয়ে দেখল ওখানে হ্যাগ্রিড বসে আছে। একটা মোটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে। নাম বীস্ট অ্যান্ড বুন্ডক্স। ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে তাকালো জেমসের দিকে।

'আরে জেমস, তোমাকে দেখে ভালো লাগলো,' বেশ আন্তরিকতার সাথে যতটা সম্ভব গলা নিচু করে বললেন হ্যাগ্রিড। 'শুনতে পেলাম তুমি সুস্থই ফিরে এসেছো। তোমার বাবাকেও দেখলাম মনে হলো?'

'হ্যাঁ, একটু আগেই আমার সাথে ছিলেন,' জেমস উত্তর দিলো, হাসপাতাল বিভাগের দরজাটার ফাঁক দিয়ে ভেতর দিয়ে তাকিয়ে। 'তুমি এখানে কী করছো, হ্যাগ্রিড?'

'আরে এরকমটাই তো হওয়ার কথা তাই না? আমি নজর রেখে চলেছি। হেডমিস্ট্রেস অনুমতি না দিলে কেউ ঢুকতে বা বের হতে পারবে না। উনার বিশ্রাম প্রয়োজন। বাপরে! যা সহ্য করতে হয়েছে ওকে।'

'কাকে?' জেমস অতিরিক্ত কৌতূহলের সাথে জানতে চাইলো এবং আবার উঁকি মারলো দুই দরজার ফাঁকটা দিয়ে। একটা বিছানায় কেউ একজন শুয়ে আছেন । জেমস চিনতে পারলো না কে ওটা।

'কেন প্রফেসর জ্যাক্সন!' হ্যাগ্রীড উত্তর দিলেন, জেমসের পাশে দাঁড়িয়ে। জেমসের মতোই উঁকি মারলো দরজার ফাঁক দিয়ে বড় কালো চোখ দিয়ে। 'তুমি কিছু শোনোনি? আধঘণ্টা আগে ওকে দেখতে পাওয়া গেছে স্কুল চত্বরে, যথেষ্ট বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল উনাকে।' তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'ওকে দেখতে পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা চিন্তাজনক কৌতূহলের ঢেউ উঠেছিল। আমরা সরাসরি উনাকে এখানে নিয়ে আসি। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই দরজায় পাহারা দেওয়ার। মাদাম কিউরিও উনার দেখাশোনা করছেন।'

জেমস হ্যাগ্রিডের দিকে তাকালো। 'উনি কি খুব বেশি আহত?'

'আমরা প্রথমে সেটাই ভেবেছিলাম,' হ্যাগ্রিড একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন। 'কিন্তু মাদাম কিউরিও জানিয়েছেন খুব একটা চিন্তার দরকার নেই। কয়েকটা পাঁজরার হাড় ভেঙে গেছে। হাতের কয়েক জায়গা পুড়ে গেছে আর মাথায় একটা বিচ্ছিরি ক্ষত হয়েছে। সাথে সারা গায়ে শত শত কাটা ছেঁড়ার দাগ। যতদূর বুঝেছি, উনি একটা দীর্ঘসময় ব্যাপী দ্বৈত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে রাতেই ওটা ঘটেছে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে এইটুকুই উনার কাছ থেকে জানতে পেরেছি।'

'একটা দ্বৈতযুদ্ধ?' জেমস ভ্রু কুঁচকে বললো। 'কিন্তু ডেলাকুর তো উনার জাদুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন!'

'তাই নাকি?' হ্যাগ্রিড বললেন। 'তা এরকম কাজ মাদাম করলেন কেন শুনি?'

'হ্যাগ্রিড, মাদাম হলেন সেই জন যার সাথে উনি দ্বৈতযুদ্ধ লড়ছিলেন,' জেমস বললো বোঝানোর ভঙ্গিতে। 'ইনি এবং মাদাম...বুঝলে, বাদ দাও আমি তোমায় পরে

BanglaBook.org

বোঝাবো। আমি মাদামকে দেখেছি উনার জাদুদণ্ডটা দুটুকরো করে দিতে। আমি টুকরোগুলোও দেখেছি এখানে ফিরে আসার আগে। উনি ওগুলো ওখানেই ফেলে এসেছিলেন।'

'তাইইহ বুউউউ... হ্যাগ্রিড বললেন, আবার বসে পড়লেন আগের আসনেই। একটা জোরালো ক্যাঁচ করে শব্দ হলো। 'উনি একজন আমেরিকান, জানো বোধহয়। ওরা একের অধিক জাদুদণ্ড সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন। এসব পুরোনোদিনের ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উপকথা থেকে জেনেছি। ওরা ওগুলোকে আটকে রাখেন বিভিন্ন জায়গায়। জামার হাতার ভেতর, দুপায়ের বুটের পাশে আবার কখনো নিজেদের লাঠির ভেতরে। সবাই তো এগুলো জানে। কি মনে হয়, আমি ভুল বলছি?'

জেমস আবার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো, কিন্তু শুয়ে থাকা অবয়বটা দেখে কিছুই অনুমান করতে পারলো না। 'সরি প্রফেসর,' আস্তে করে বললো। 'তবে আমি আশা করছি আপনি ভুডু কুইনকে নরক দেখিয়ে ছেড়েছেন।'

'জেমস, কিছু দরকার আছে নাকি?' হ্যাগ্রিড জানতে চাইলেন জেমসের দিকে তাকিয়ে।

'আমি ব্যাকপ্যাকটা নিতে এসেছিলাম,' জেমস দ্রুত জবাব দিলো। 'গতকাল রাতে ওটা এখানে ফেলে গিয়েছি।'

'কিন্তু তোমাকে তো ওটা নিতে হলে পরে আসতে হবে, পারবে না?' হ্যাগ্রিড আন্তরিকতার সুরে জানতে চাইলেন। 'আমি শুধুমাত্র আমার দায়িত্ব পালন করছি। কেউ ঢুকতে পারবে না, আবার কেউ বেরোতেও পারবে না। হেডমিস্ট্রেস মনে করছেন, যে উনার ওপর আক্রমণ করেছিল সে আবার কিছু করার জন্য পুনরায় ফিরে আসতে পারে। ওই পাগলটার কথা ভুলে গেলে চলবে না, যে নিজেকে মারলিন মনে করছিল।'

'হ্যাগ্রিড, আক্রমণ যে করেছিল তার নাম মাদাম ডেলাক্রয়। যাই হোক। আমি পরেই আসবো। খুব ভালো কাজ করছো তুমি।'

হ্যাগ্রিড মাথা নেড়ে কোলের ওপর রাখা ম্যাগাজিনে মন দিলো। জেমস ফিরে চললো যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে।

গ্রিফিন্ডর কমনরুম ফাঁকা পড়ে আছে। ফায়ারপ্লেসের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে, তার থেকে যে তাপ বের হচ্ছে সেটা এই মুহূর্তে আর দরকার নেই। জেমস শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ পেলো। ওপরে কেউ নিশ্চিত জানালা খুলে রেখেছে। জানালাটা খুলে রাখবে নাকি বন্ধ করে দেবে এটা ভাবতে ভাবতে ওপরে পৌঁছে দেখতে পেলো মারলিন ওর বিছানায় আয়েস করে বসে আছেন।'

জেমসের টেকনোম্যান্সির বইটা হাত থেকে নামিয়ে জেমসের দিকে তকিয়ে বললেন, 'এই যে আমার ছোট্ট পরামর্শদাতা এসে গেলেন অবশেষে।'

BanglaBook.org

জেমস একবার খোলা জানালাটা আর একবার মারলিনের দিকে তাকালো। 'আপনি,' ওর মনের মধ্যে উত্তেজনা। 'আপনি কি...' জানালাটা দেখালো।

'আমি ওখান দিয়ে উড়ে এসেছি নাকি জানতে চাইছো?' মারলিন বইটাকে একপাশে আমার কি পাখা আছে নাকি? কী মনে করো তুমি জেমস পটার?

জেমস মুখের হাঁ বন্ধ করলো, বুঝতে পারলো এটা এক ধরনের পরীক্ষা। নিজের প্রাথমিক ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে চারদিকে তাকালো।

'না,' উত্তর দিলো। 'না, আসলে আমি ভেবেছিলাম আপনি ওই জানালাটা খুলেছেন। আপনি তো বাতাস ভালোবাসেন।'

'হ্যাঁ, আমি বাতাসের গন্ধ পছন্দ করি। বিশেষ করে বছরের এই সময়টার,' মহান জাদুকর উত্তর দিলেন, খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে। 'ধরিত্রী থেকে ভেসে আসে জীবন আর পরিস্ফুটনের গন্ধ, ভরিয়ে দেয় আকাশকে। এমনকি যারা জাদু জগতের অংশ নয় তারাও এটা অনুভব করে। ওরা এই বসন্তের সময় বলে বাতাসে ভালোবাসা ভেসে বেড়াচ্ছে। এটা সত্যের অনেকটাই কাছাকাছি কিন্তু বাস্তবের নয়, কারণ এ ভালোবাসা নারী পুরুষের মধ্যে নয়। এ ভালোবাসা মাটির জন্য শিকড়ের আর সূর্যের আলোর জন্য পাতার। সাথে সাথেই বাতাসের সাথে ডানার ভালোবাসা।'

জেমস সতর্ক ভাবে বললো, 'কিন্তু আপনি তো চাইছিলেন যে, আমি বিশ্বাস করি আপনি ওই জানালা দিয়ে এসেছেন ।'

মারলিন হাসলেন। দেখলেন জেমসকে ভালো করে । 'দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ জাদু সংঘটিত হয় মনের মধ্যে, জেমস পটার। জাদুর সবচেয়ে বড় কৌশল হলো এটা বুঝতে পারা দর্শক কী দেখতে চাইছে। আর সেটাকে নিশ্চিত করা।'

জেমস অন্য বিছানাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসলো। 'এসব কথা বলার জন্যই কি আপনি এসেছেন? নাকি আমার বলা কথাগুলো জানতে পেরে এখানে এসেছেন?'

জাদুকর উত্তর দিলেন, 'তুমি আমাকে শেষ দেখার পর থেকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। এখানে ওখানে যেতে হয়েছে। অনেক অনেক পুরোনো বন্ধুদের সাথে কথা বললাম। নিজেকে পুনরায় সংযুক্ত করলাম পৃথিবীর সাথে,. জন্তু জানোয়ারের সাথে এবং বাতাসের সাথে। অরণ্যে থাকা সমস্ত রকম অদ্ভুত বস্তু-আদির সাথে। পরিচিত হলাম এই সময়ের সম্বন্ধে...বর্তমান জগতটার সম্বন্ধে শিখলাম অনেক কিছু। আমি তোমাকে অনুভব করলাম। অনুভব করলাম তোমাদের সাথে থাকা মানুষদের।'

জেমস একটু হাসলো, কিছু একটা বুঝে। 'আপনি আমাদের ছেড়ে আসলে কোথাও যাননি! আপনি টাওয়ারের ওই ওপরে অদৃশ্য হয়ে আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন পাখিদের সাথে উড়ে চলে গেলেন। আসলে আপনি কোথাও যাননি। ঠিক বলছি না? আপনি শুধু নিজেকে অদৃশ্য করেছিলেন।'

কণ্ঠস্বর নামিয়ে মুখের একটাও মাংসপেশি না নড়িয়ে মারলিন বললেন, 'জেমস পটার! তোমার তো দেখছি একটা দারুণ ক্ষমতা আছে। সাধারণ আয়নাতে অনেক

BanglaBook.org

কিছু দেখার আছে। তবে এটা স্বীকার করছি যে আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিন এবং লংবটম, মাদাম পেনড্রাগন এবং তোমার বাবা যা যা বলেছেন আমার বিষয়ে সব শুনেছি। আমি একইসাথে অবাক হয়েছি আবার রেগেও গেছি যে ওরা আমার ব্যাপারে কত কী ভাবছেন এটা জানতে পেরে। তবে এখন আমি আর ঔদ্ধত্যের দাস নই। আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি, আচ্ছা ওরা যেটা ভাবছেন সেটাই যদি আমার ব্যাপারে সত্যি হয় তাহলে? তারপর ওখান থেকে চলে গিয়েছি আমার পুরোনো জায়গায়। ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি এখানে সেখানে, হেথায় হোথায়। আমি নিজের অন্তরাত্মাকে যাচাই করে দেখেছি, যেটা ফ্র্যাঙ্কলিন মনে করেছেন আমার করা উচিত। আর বুঝতে পেরেছি, খুঁজে পেয়েছি ওদের ভাবা সত্যের একটা ছায়াকে। একটা ছায়া...'

মারলিন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। জেমস কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে চুপ করে থাকলো, তাকিয়ে থাকলো উইজার্ডের দিকে। মারলিনের মুখাবয়ব অনড়, কিন্তু চোখ নড়ছে। প্রায় দু মিনিট পর মারলিন আবার কথা বললেন।

'কিন্তু একটা ছায়া যথেষ্ট নয় যা আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে দুমুখো কথাবার্তা আর সিদ্ধান্তহীনতায় ভরা এক যুদ্ধক্ষেত্রের সম্ভাবনাময় এক অন্ধকার সময়ে। আমি এসব থেকে অনেক দূরে, খুঁজে বেড়াচ্ছি, হাতড়ে বেড়াচ্ছি একটা স্থান, একটা সময়, একটা বিরক্তির অবকাশবিহীন পৃথিবীকে। নিমজ্জ হয়েছি হাওয়া আর বৃষ্টির গভীরতম ভাষার জগতে। যেখানে গাছেদের পক্ষ থেকে শোনা যাচ্ছে নতুন গান। সেই সময়ে পেলাম তোমার বার্তা, জেমস পটার, যা তুমি বলেছ আমার উদ্দেশ্যে।'

জেমস অবাক হলো এটা লক্ষ্য করে যে এবার ওই বিশাল মানুষটার কণ্ঠস্বরে ছাপ পড়েছে অনুভূতির। জেমসের দিকে উনি তাকিয়ে আছে ভিজে ভিজে চোখে। জেমসের নিজের কেমন যেন খারাপ লাগছিলো মানুষটার রাগের কথা ভেবে। এমনকি ওর নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে নিজের বলা কথাগুলোর জন্য। যে কথা সরাসরি গিয়ে আঘাত হেনেছে ওই বিরাট মাপের মানুষটার হৃদয়ে। এর পরেই রাগহীন পাথরের মতো মুখটা নিজেকে সংহত করলো। যেটা মোটেই অনুভূতির আস্তরন চাপানো নয় জেমস বুঝতে পারলো। ও সাক্ষী হয়ে থাকলো একজন মানুষের ওপর অনুভূতির প্রভাব কিভাবে পড়ে সেটা দেখার। একজন মানুষ যার শিক্ষা সংস্কৃতি তার কাছে একেবারে অজানা! এমন একজন মানুষ যার হৃদয় এতোটাই পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত যে অনুভূতির চাদর লজ্জাহীনভাবে তার মুখকে আচ্ছন্ন করতে সম্পূর্ণ ভাবে সক্ষম। ঠিক যেমনভাবে একটা মেঘ সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে, কিছু সময়ের জন্য হলেও।

'তাই, জেমস পটার...,' জাদুকর বললেন, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে, মনে হলো গোটা ঘর ভরে গেল উনার উপস্থিতিতে। '...আমি ফিরে এলাম। আমি এখানে উপস্থিত তোমার কথা শোনার জন্য। আমার আত্মার আমার হৃদয়ের এটা সত্যি দরকার। আজ সারাদিনের ভ্রমণে আমি অনেক কিছু শিখেছি, যার খুব অল্পই আমার

BanglaBook.org

পছন্দ হয়েছে। তবে বুঝতে পেরেছি এই সময়ের এক শয়তানের উপস্থিতির কথা। যে মুখোশ পড়ে আছে দ্বৈতাচার এবং সম্ভ্রান্ত আচার আচরণের। সম্ভবত সেই শয়তানকে হারানোটা তত মুখ্য ব্যাপার নয় যতটা মুখ্য ওই শয়তানকে তার আসন থেকে নামিয়ে আসল রুপটা মানুষকে দেখানো।

জেমস একগাল হেসে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বুঝতে পারছিলো না মারলিনের সাথে হ্যান্ডশেক করবে নাকি আলিঙ্গন করবে, নাকি নত হয়ে সম্মান দেখাবে। ওসবের কোনোটাই না করে মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'ইয়েস! ইয়ে থ্যাঙ্ক ইউ, মারলিন। ইয়ে মারলিনাস। মি. অ্যাম্ব্রোশিয়াস?'

উইজার্ডটি হাসলেন, উনার নীল চোখ চকচক করে উঠলো।

'তাহলে,' জেমস বললো, 'আমরা এখন কী করবো? মানে বলতে চাইছি যে আমাদের হাতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে। তারপরেই প্রেস্কট আর তার দলবল এই স্কুলের সব কিছু ফিল্ম করে নেবে। আমার মনে হয় আমার সব কিছু আপনাকে খুলে বলা দরকার। কিন্তু সমস্যা হলো তাতে অনেকটা সময় লেগে যাবে।'

'জেমস পটার ভুলে যেও না আমি মারলিন,' উইজার্ড বললেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'আমি এর মধ্যেই এই জগত সম্বন্ধে যা যা জানার তা সবই জেনে নিয়েছি। আমার মনে হয় তুমি হয়তো অবাক হয়ে যাবে যে আশেপাশের গাছেরা তোমাদের আদব কায়দা কালচার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। মি. প্রেস্কট মোটেই কোনো সমস্যা নয়। আমাদের এখন দরকার একটা সংগঠন বা কিছু লোক। যারা আমাদের সাহায্য করবে।'

জেমস পুনরায় বিছানায় বসে বললো, 'বেশ। বলুন, কী ধরনের সংগঠন বা লোকজন আমাদের দরকার?'

মারলিনের চোখ কুঞ্চিত হলো। 'আমাদের দরকার এমন কিছু মানুষ যাদের একইসাথে উপস্থিত বুদ্ধি আছে। বড় ধরনের কোনো শক্তির মোকাবিলা করার জন্য যে কোনো রকম হুজ্জুতি পাকাতে পারে। যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকাটা খুব একটা জরুরী নয়। বুঝলে জেমস পটার, এই মুহূর্তে আমাদের দরকার দুষ্টুমি করতে পারে এমন কিছু সম্মানিত ব্যাক্তিদের।'

জেমস মাথা ঝুঁকিয়ে জানালো, 'আমার মনে হচ্ছে এরকম একটা গ্রুপকে আমি জানি। সম্মানিত দুষ্টুর দল। পেয়ে গেছি।'

'তাহলে তাদের আমাদের এই মুহূর্তে দরকার, হে ছোট্ট পরামর্শদাতা, 'মারলিন বললেন দুষ্টুমি মাখা হাসি সহ। 'চলো যাওয়া যাক।'

মারলিনের সাথে পোর্ট্রেটের গর্ত দিয়ে বের হওয়ার সময় জেমস বললো, 'তাহলে, আপনি কি মনে করেন আমরা জিততে পারবো?'

নিচে নেমে এসে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে মারলিন বললেন, 'মি. পটার, তুমি সেই মুহূর্তেই জিতে গিয়েছ যখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার দলে যোগ দেওয়ার।'

BanglaBook.org

জেমস কিছুটা সাহসের সাথেই বললো, 'এটা কি বিখ্যাত মারলিন গর্বের ঘোষণা?'

'যেমনটা আমি আগেই বলেছি,' মারলিন উত্তর দিলেন, জেমসকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে যেতে, 'দশ ভাগের নয় ভাগ ম্যাজিক সম্পন্ন হয় মনে। আর শেষ দশমাংশ মি পটার পুরোটা একেবারে খাঁটি ব্যাপার এবং খাদহীন চমক এটা মাথায় গেঁথে বসিয়ে নাও তাহলেই তুমি যা করবে সেটা খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হবে।'

***

সকালের কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর ঝকঝকে দিন গড়িয়ে চললো এক অদ্ভুত রকমের গরম আবহাওয়ার সাথে। হেডমিস্ট্রেস যদিও ঘোষণা করেছিলেন মারটিন জে প্রেস্কট এবং তার দলবল আসার কারণে ক্লাস বন্ধ হবে না। কিন্তু দেখা গেল বেশ কিছু শিক্ষার্থী চত্বরে জটলা পাকিয়েছে মাগল সাংবাদিকের দলকে দেখার জন্য। সেই জটলার একেবারে সামনে জেমস আর হ্যারি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। কিছুটা দূরেই টাবিথা করসিকা এবং ওর স্লিদারিন সহযোগীরাও আগ্রহী চোখে তাকিয়ে আছে। স্কুলে ঢোকার প্রধান দরজার আগের সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাকগোনাগল। সাথে মিস সাকারিনা এবং মি. রিক্রিয়ান্ট। একেবারে নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে বার বার ঘড়ি দেখছেন মারটিন প্রেস্কট।

'মিস সাকারিনা আপনি নিশ্চিত তো ওরা ওদের গাড়ি নিয়ে এখানে ঠিকঠাক পথে আসতে সক্ষম হবে?' সূর্যের আলোতে চোখ কুঁচকে ওপরের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো প্রেস্কট। 'ওরা যাতে আসছে সেগুলো চাকার সাহায্যে চলে, যেমনটা আমি জানিয়েছি। চাকা। সেগুলোতে কোনো জাদু নেই, কোনো রকম দৈত্য দানব ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে না কিন্তু।'

সাকারিনা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন তার আগেই যন্ত্র চালিত গাড়ির শব্দ কানে এলো। প্রেস্কট লাফিয়ে উঠে ফিরে তাকালে, উদগ্রীব হয়ে উঠলেন দলীয় সদস্যদের দেখার জন্য। জেমস, ড্যাডের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিলো হেডমিস্ট্রেস নিজেকে ভালোভাবেই সামলাচ্ছেন, পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। বিরাট গাড়িগুলো চত্বরে ঢুকতেই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলেন ম্যাকগোনাগল। জেমস দুটোকে চিনতে পারলো, জেইন বলেছিল এগুলোকে বলে ল্যান্ডরোভার। প্রথম গাড়িটা একেবারে সিঁড়ির ধাপের সামনে এসে থামলো। খুলে গেল চারটি দরজা, ভেতর থেকে বাইরে আসা মানুষগুলোর চোখ কুঁচকে গেলো সূর্যের আলোয়। ওদের হাতে অনেকগুলো করে পকেটওয়ালা বড় বড় চামড়ার ব্যাগ। প্রেস্কট এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে, নাম ধরে ডেকে বুঝিয়ে দিতে থাকলেন কাকে কী করতে হবে।

'সিঁড়ির ডানদিক থেকে দরজার দিকে কোনাকুনিভাবে আমি লাইট আর রিফ্লেক্টর চাই। ওখানেই আমি সর্বশেষ বক্তব্যটা রাখবো এবং ইন্টারভিউগুলো নেবো। এডি

BanglaBoi.org

চেয়ার আছে? নেই? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আমরা দাঁড়িয়েই কাজ চালাবো। যদিও বসে কাজ করলে, বুঝতেই পারছো একটা আলাদা ওজন এনে দেয়। আমরা সব সময়ে এই চিত্রগ্রহণটাকে "লাইভ" ঘটছে এরকমভাবে দেখাতে চাই। ভিঙ্গ তুমি কোনো ক্যামেরায় থাকছো? আমি থারটিফাইভ মিলিমিটার হ্যান্ড ক্যামে সবটা রেকর্ড করতে চাই। দুটো ফিল্মে পুরোটা রেকর্ড হবে বুঝতে পারলে তো? আমারা পুরো ফুটেজটাকে এডিট করবো এমনভাবে যে মনে হবে লুকানো ক্যামেরায় সব তোলা হচ্ছে। পারফেক্ট যাকে বলে। গ্রেটা কোথায়, মেকআপ হবে তো নাকি?'

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রছাত্রী, হেডমিস্ট্রেস বা মন্ত্রণালয় অফিশিয়ালদের পাত্তাই দিচ্ছিল না দলটি। চারদিকে একদল নিজ নিজ কাজে দক্ষ মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়লো ক্যামেরা, লাইট, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি সাজানোর কাজে। প্রেস্কটের মতো কলারে লাগানো মিনি মাইক্রোফোনে শুধু শোনা যাচ্ছিলো "টেস্ট" এবং "চেক" শব্দ। জেমস দেখল কিছু লোক এমনও ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা এই টেকনিক্যাল ব্যাপারে যুক্ত নয়। ওদের পোশাক এদের তুলনায় উন্নত ধরনের এবং তাদের কৌতূহল চারপাশ এবং দুর্গের প্রতি। ওদের মধ্যে একজন টাকমাথা, পরনে গ্রে স্যুট, সৌম্যকান্তি বয়স্ক মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এগিয়ে গেলেন হেডমিস্ট্রেসের দিকে।

'খুবই ঝামেলা তাই না?' পেছনদিকের গাড়িগুলোকে দেখে বললেন। তারপর হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকিয়ে একটু মাথা ঝোঁকালেন। 'আমি, র‍্যান্ডলফ ফিনি, ডিটেক্টিভ, ব্রিটিশ পুলিশ। এখনো রিটায়ার করিনি, তবে সে দিন এগিয়ে আসছে। মি. প্রেস্কট হয়তো আমার কথা বলেছেন? উনি আমাকে এখানে উপস্থিত করে পুরো ব্যাপারটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ চেহারা দিতে চেয়েছেন, এরকমই মনে হচ্ছে। আপনার আর আমার মধ্যে...উনি মনে করেছেন, আমরা একে অপরের সাথে কথা বলতে পছন্দ করবো...আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি। তাহলে, এটা হলো এক ধরনের যাকে বলে...স্কুল, ঠিক বলছি কি?'

'একদম ঠিক, মি. ফিনি,' সাকারিনা বললেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে। 'আমার নাম ব্রেন্ডা সাকারিনা, মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাম্বাসাডোরিয়াল রিলেশন বিভাগের প্রধান। আমার মনে হচ্ছে আজকের দিনটা আপনার কাছে খুবই আকর্ষণীয় একটা দিন হবে।'

'মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক। বাহ কথাটা তো বেশ,' ফিনি বললেন সাকারিনার সাথে আলতোভাবে করমর্দন করে। দৃষ্টি নিবদ্ধ হেডমিস্ট্রেসের ওপর। 'আর আপনি কে মাদাম?'

'ইনি হলেন–,' সাকারিনা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, অপ্রত্যাশিত এধরনের পরিস্থিতির সামলানোর বিষয়ে দক্ষ ম্যাকগোনাগল সহজেই গলা চড়িয়ে জবাবটা দিলেন।

'মিনার্ভা ম্যাকগোনাগল, মি. ফিনি। আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে খুশি হলাম। আমি এই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস।'

BanglaBook.org

'আরে বাহ! বাহ!' ফিনি বললেন, ম্যাকগনাগলের হাত আন্তরিকতার সাথে হাতে নিয়ে পুনরায় সামান্য আনত হলেন। 'হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল, আমি অত্যন্ত খুশি হলাম আপনার সাথে দেখা করতে পেরে।'

'প্লিজ, মিনার্ভা বলে সম্বোধন করলে খুশি হবো, ম্যাকগোনাগল বললেন। জেমস দেখতে পেলো একটা বেদনার ছায়া ভেসে গেল মিনার্ভা ম্যাডামের মুখের ওপর দিয়ে।

'ঠিক আছে, তাই হবে। তবে আপনিও আমায় র‍্যান্ডলফ বলেই ডাকুন এটাই চাইবো।' এরপরের কয়েক সেকেন্ড ফিনি হাসলেন হেড মিস্ট্রেসের দিকে চেয়ে, তারপর গলা ঝেড়ে চশমাটা মুছলেন। স্কুল চত্বর এবং দুর্গটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, 'আমি জানতামই না এই জায়গাটায় একটা স্কুল আছে, সত্যি বলছি। আর সেটা এতোটাই সুন্দর হবে তা-ও ভাবতে পারিনি। কেন এটা একটা ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন রুপে নথিভুক্ত নেই তাই ভাবছি। মিনার্ভা, আপনারা এটাকে কী নামে ডাকেন?'

সাকারিনা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না। একটা ছোট্ট শব্দ হলো, একটু কাশি তারপর দ্রুত নিজের মুখটা এক হাত দিয়ে ঢাকলেন, বিস্ময়ের ছাপ ওনার মুখে।

'মৃদু হেসে ম্যাকগোনাগল উত্তর দিলেন, 'হগওয়ার্টস, র‍্যান্ডলফ। হগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজারড্রি।'

'কী বললেন?' ফিনি উনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি অদ্ভুত রকমের গোলমেলে ব্যাপার।'

'আমরাও সেটাই মনে করছি।'

'ডিটেক্টিভ ফিনি!' সহসা প্রেস্কট উঠে এসে ডাকলেন, মুখে প্যান কেক মেকআপ মাখানো আর কলারের ওপর টিস্যু পেপার রাখা। 'আরে আপনি দেখছি হেডমিস্ট্রেসের সাথে পরিচয় সেরে ফেলেছেন। তবে জেনে রাখা ভালো, মিস সাকারিনা আর মি. রিক্রিয়ান্টই আসলে আমাদের সফরে সাহায্য করার জন্য এসেছেন। মাননীয়া হেডমিস্ট্রেসও থাকবেন সাথে...তবে...সেটা ...ইয়ে কেবলমাত্র ফাঁক ভরাট করার জন্য, যেখানে যেমন দরকার পড়বে।'

'উনি উনার দায়িত্বটা ভালোই পালন করেন তাই না?' ফিনি ম্যাকগোনাগলের দিকে তাকিয়ে বললেন একটু হাসি সহ। জেমস দেখলো মিনার্ভা ম্যাডাম কিছুটা সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

'মিস সাকারিনা আর মি. রিক্রিয়ান্ট এর সাথেও আপনি কথা বলেছেন বোধহয়? প্রেস্কট এগিয়ে গেলেন ফিনি আর ম্যাকগোনাগলের মাঝখান দিয়ে। 'মিস সাকারিনা, আপনি ডিটেক্টিভ ফিনিকে একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয় আপনি ঠিক কী জন্যে এখানে এসেছেন?'

BanglaBoi.org

সাকারিনা মোলায়েম হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, হাত দিয়ে ফিনিকে সামান্য টানলে। যার অর্থ একটু এদিকে আসুন। হেডমিস্ট্রেসের থেকে সামান্য দূরে।

' সাকারিনা বললেন। ঠোঁট নড়লো কিন্তু শব্দ বের হলো না। থামলেন, হাঁ বন্ধ করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন উনার মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে ফিনি ভ্রু কুঁচকে তাকালেন সাকারিনার দিকে।

'আপনি ঠিক আছেন তো মিস?'

রিক্রিয়ান্ট মুখে একটা হাসির চাদর চাপিয়ে, যার সাথে সাকারিনার অভ্যাসগত হাসির এক ফোঁটা মিল নেই, বললেন, 'মিস সাকারিনা বোধ হয় এই আবহাওয়ায় একটু অসুস্থ বোধ করছেন, ডিটেক্টিভ ফিনি। আমিই বরং বলি। এটা একটা ম্যাজিক শিক্ষার স্কুল, যেটা মাননীয়া হেডমিস্ট্রেস ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত ভাবে বললে এটা আসলে জাদুকর ও জাদুকরিদের জন্য বানানো হয়েছে। আমরা...' রিক্রিয়ান্টের পরের কথাটা সম্ভবত গলার কাছে এসে আটকে গেছে এরকমটাই মনে হলো। মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাকিয়ে আছেন ফিনির দিকে। মনে হচ্ছে উনি যেন জালে আটকে যাওয়া একটা মাছ। বেশ খানিকটা অস্বস্তিকর সময় ব্যয় করার পর হাঁ বন্ধ করলেন। চেষ্টা করলেন হাসার বড় বড় অসমান দাঁত বিকশিত করে।

ফিনির ভ্রু এখনো কুঁচকে আছে। নিজেকে সাকারিনার বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করে দুজনের দিকে একবার করে তাকালেন। 'হ্যাঁ কী হলো? তারপর বলুন, আরে কিছু বলছেন না কেন? আপনারা কি দুজনেই অসুস্থ বোধ করছেন?'

প্রেস্কট ওদের সাথে সাথে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করছিলেন। 'আমার মনে হয় আমাদের সফর শুরু করা উচিত, কি বলেন আপনারা? অবশ্য, আমি এই দুর্গের ভেতর কিভাবে কোথায় যেতে হবে তা একটু আধটু জানি। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...' কথা বলতে বলতেই বুঝতে পারলেন জামার কলারের ভেতর আরো কিছু টিস্যুপেপার আটকে আছে। ওগুলো টেনে বের করে প্যান্টের পকেটে ঢোকালেন। 'মিস সাকারিনা, আপনি বলেছিলেন যে আর একজন কে যেন আপনাদের সাথে থাকবে? একজন বিশেষজ্ঞ যিনি সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন এরকম কি বলছিলেন না? আমার মনে হয় এটাই ভালো সময় সেই মানুষটার সাথে পরিচিত হওয়ার তাই না?'

সাকারিনা সামনের দিকে মাথাটা বাড়ালেন, চোখ ফোলা ফোলা এবং মুখ খোলা। আর কিছুটা শব্দহীন সময় কাটনোর পর হেডমিস্ট্রেস গলা খাঁকোড়ি দিয়ে সামনে চত্বরের দিকে ইশারা করলেন। 'ওই যে আমার মনে হচ্ছে উনি এসে গেছেন। আপনারা তো জানেন মি. হুবারট একটু লেটলতিফ ধরনের মানুষ। মানুষটা মাঝে মাঝে কাজের চাপে নিজের মাথাটা কোথায় আছে তাই ভুলে যান। তবুও বলতেই হবে উনি নিজের কাজের ক্ষেত্রে একজন জিনিয়াস, তাই না ব্রেন্ডা?'

মুখ হাঁ অবস্থায় সাকারিনা ম্যাকগনাগলের ইঙ্গিত করা দিকে তাকানোর জন্য

BanglaBoi.org

ঘুরলেন। স্কুল চত্বং একটা গাড়ি এসে ঢুকলো। অতি প্রাচীন সে গাড়ি, নীলচে ধোঁয়া বের হচ্ছে পাইপ থেকে। ফিনি ভ্রু কপালে তুলে তাকালেন, গাড়িটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সাকারিনা এবং রিক্রিয়ান্ট গাড়িটার দিকে তাকালেন, দুজনার মুখেই হতচকিত ভাব, সাথে বিরক্তি সিঁড়ির কাছে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে গেল গাড়িটাকে আসতে দেখে। ওটা গিয়ে দাঁড়ালো প্রথম ল্যান্ডরোভারটার সামনে। ইঞ্জিনটা ঘর ঘর ঘটাং ঘটাং কয়েকটা শব্দ করে উঠলো তারপর থেমে গেল একসময়।

ফিনি বললেন, 'ওটা তো মনে হচ্ছে ফোর্ড অ্যাংলিয়া, তাই না? আমি গত কয়েক দশকের ভেতর এ গাড়ি দেখিনি! অবাক হচ্ছি এটা ভেবে যে ওটা এখনো চলছে?'

ম্যাকগোনাগল ঝটিতি উত্তর দিলেন, 'ওহ, বুঝলেন কিনা র‍্যান্ডলফ, মি. হুবারট আবার ইঞ্জিনের ব্যাপারে এক মহা সমঝদার ব্যক্তি। সমঝদার বলার চেয়ে জাদুকর বলাই ভালো।'

ড্রাইভারের দিকের দরজাটা খুলে গেল এবং একটা অবয়ব বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। আকারে বেশ বড়সড়, ফলে নেমে আসার সাথে সাথে গাড়িটা নড়ে উঠলো। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে মানুষটা চোখ কুঁচকে বোকার মতো হাসলেন। লম্বা রূপালি চুল এবং দাড়ি, সাথে একটা বড় কালো ফ্রেমের চশমা চোখে। চুলগুলো পেছন দিকে পনিটেইল করে বাঁধা।

'মি. টেরেন্স হুবারট,' মানুষটার দিকে তাকিয়ে ম্যাকগোনাগল বললেন। 'চ্যান্সেলর অব হগওয়ার্টস স্কুল অব উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজারড্রি। ওয়েলকাম স্যার। আসুন আমাদের অতিথিরা এখানেই আছেন।'

মি. হুবারট হাসলেন তারপর তাকালেন গাড়িটার দিকে, পেছনের দরজাটা খোলার আওয়াজ হলো।

'আমার মনে হয় আপনারা কিছু মনে করবেন না,' মি. হুবারট চশমাটা ঠিক করে চোখের ওপর সেট করতে করতে বললেন। 'আমি আমার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এসেছি। ডিয়ার, সবাইকে হ্যালো বলো।'

জেমস চমকে গিয়ে ঢোক গিললো কারণ মাদাম ডেলাক্রয় বেরিয়ে এলেন গাড়ির ভেতর থেকে। ধীরে হাসলেন বেশ খানিকটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। 'হ্যালো,' বললেন অদ্ভুত রকমের একমাত্রিক কণ্ঠস্বরে।

হুবারট স্মিত হেসে তাকালেন উনার দিকে। 'খুবই প্রিয় একজন, তাই না? যাই হোক, আমরা কি কাজটা শুরু করতে পারি?'

সাকারিনা কাশলেন, মি. হুবারটের গাড়ি থেকে ডেলাক্রয়কে নামতে দেখে বিস্ময়ে চোখ বিস্ফোরিত। রিক্রিয়ান্টকে কনুই দিয়ে একটা খোঁচা মারলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না কারণ রিক্রিয়ান্টও তার মতোই বোবা এই মুহূর্তে।

'চ্যান্সেলর?' প্রেস্কট হুবারট আর ম্যাকগোনাগলের দিকে তাকিয়ে বললেন। 'কোনো চ্যান্সেলর এর কথা তো জানা ছিল না! ইনি আবার কোথা থেকে উদয় হলেন?'

BanglaBook.org

মুখাবয়বে স্মিত হাসির প্রলেপ লেগে থাকা ডেলাক্রয়কে পাশে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হুবারট বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি স্যার, শেষ কয়েকটা দিন এখানে ছিলাম না। কাজের জন্য মন্ট্রিল, কানাডা সহ ইত্যাদি জায়গায় যেতে হয়েছিল। দারুণ দারুণ সব ছোট ছোট বন্টন কেন্দ্র সব ওখানে। জানেন বোধহয় আমরা সেরা ম্যাজিকের জিনিসপত্রই এখানে ব্যবহার করি। অর্ডার দেওয়ার আগে আমি নিজে হাতে সব পরীক্ষা করে দেখে নিই, বুঝলেন কিনা। না না আর বেশি কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না। হি হি!' হুবারট নিজের নাকের ডগাটায় তর্জনী দিয়ে একটা টোকা মেরে রহস্যময় চোখে হাসলেন প্রেস্কটের দিকে তাকিয়ে।

প্রেস্কটের মুখ পাথরের মতো হয়ে গেছে কোনো এক সন্দেহে। একবার হুবারট একবার মাদাম ডেলাক্রয়ের দিকে তাকালেন। তারপর দুহাত তুলে চোখ বন্ধ করে বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আমাদের কী আসে যায়? মি. হুবারট আপনি যদি আমদের গাইড হতে চান তাহলে সেই কাজটা শুরু করুন।'

দেরী না করে প্রেস্কট ক্যামেরার দায়িত্বে থাকা ক্রুদের দিকে একবার তাকিয়ে মি. হুবারটকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেলেন বিশালাকৃতি দরজাটার দিকে। 'চ্যান্সেলর হুবারট। আপনি কি আমাদের এবং আমাদের দর্শকদের বলবেন যে আপনি ঠিক কী করেন এই হগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজারড্রিতে?'

'কেন বলবো না, নিশ্চয়ই বলবো,' হুবারট বললেন এবং ঘুরলেন। ওরা এসে গেছেন এন্ট্রান্স হলের একেবারে মাঝখানে। 'আমরা জাদু বিদ্যা শিখাই! সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ধাপে থাকা একটি ম্যাজিকের স্কুল এটি।' হুবারটের নজর সম্ভবত এই প্রথম ক্যামেরার ওপর পড়লো। একটু নার্ভাসভাবে হাসলেন উনি। 'শিক্ষার্থীরা, ইয়ে, মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে। এমনকি বাইরে থেকেও। আসে এই বিষয়ের প্রাচীনতম কলাকৌশল শেখার জন্য। বুঝে নেওয়ার জন্য, নিজের মধ্যে সমাহিত করার জন্য, ইয়ে যার মধ্যে থাকে ডিভাইনেশন, ইলুমিনেশন, প্রেস্টিডাইজেশন এবং ইয়ে আর অনেক কিছু অনেক অনেক কিছু।'

প্রেস্কট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হুবারটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, গাল রক্তাভ হয়ে উঠেছে। 'বেশ বেশ। তার মানে আপনি স্বীকার করছেন যে এখানে চার দেওয়ালের ভেতর আসল জাদুবিদ্যা শেখানো হয়?'

'ইয়ং ম্যান, সেটাই তো হয়। আমি এটা অস্বীকার করবো কেন?'

প্রেস্কট এবার ওজনদার স্বরে বললেন, 'তাহলে আপনি অস্বীকার করছেন না যে এই সব পেইন্টিংগুলো, যা এই ঘরের চারদিকে সাজানো আছে, সব ম্যাজিক্যাল, নড়াচড়া করতে সক্ষম পেইন্টিং?' ইশারা করলেন দেওয়ালের দিকে। ক্যামেরাম্যান ঘুরে দ্রুত সন্তর্পণে ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। বুম মাইক্রোফোন অপারেটর যন্ত্রটাকে নিচু করলেন যাতে হুবারটের প্রতিক্রিয়া ধরা যায়।

BanglaBook.org

'ন-নড়াচড়া করা পেইন্টিং?' হুবারট বললেন বিকৃত স্বরে। 'ওহ। ওহ-হো হ্যাঁ হ্যাঁ। আসলে ব্যাপারটা হলো ওদেরকে ওইভাবেই নির্দেশ দেওয়া আছে। মানে আপনি এই ঘরের যেখানে যাবেন ওই আঁকা অবয়বগুলোর চোখও সেই দিকে যাবে। সে আপনি এ ঘরের যেখানেই যান না কেন। 'হুবারট রহস্যময় ভাবে নিজের হাতটা নেড়ে বিষয়টাকে আরো জমকদার করে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা হলো ওরা আপনার ওপর নজর রাখবে!'

ক্যামেরাম্যান ভিউ ফাইন্ডার থেকে চোখ সরিয়ে প্রেস্কটের দিকে তাকালো। প্রেস্কটের মুখে অন্ধকারের নেমে এসেছে যেন। 'আমি কিন্তু এটা জানতে চাইনি। ওদের ঘুরে বেড়াতে দিন! আপনি জানেন যে ওরা সেটা পারে! আপনি!' ঝট করে ঘুরে ম্যাকগোনাগলের দিকে তাকালেন। 'আপনি গতকাল আপনার অফিসে একটা পোর্ট্রেটের সাথে কথা বলছিলেন! আমি দেখেছি! আমি শুনেছি ছবিটাকে কথা বলতে!'

ম্যাকগোনাগল মুখের এমন একটা হাস্যকরভাব করলেন যা দেখে জেমস সহ উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা অনেক কষ্টে হাসি সামলালো। হেডমিস্ট্রেস উত্তর দিলেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন স্যার।'

ফিনি এক পা এগিয়ে ম্যাকগোনাগলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, উচ্চতায় উনি প্রায় ছয় সাত ইঞ্চি ছোট মিনার্ভার চেয়ে। বললেন, 'আমার মনে হয় উনাকে এসব প্রশ্ন করা থেকে দূরে রাখাই ভালো। বুঝলে কিনা? শুধু তোমার অসামান্য ইনভেস্টিগেশনটা চালিয়ে যাও প্রেস্কট। এসব ব্যাপারগুলো বাদ দাও।'

প্রেস্কট থতমত খেয়ে কিছুটা সময় নিলো নিজেকে ধাতস্থ করতে। 'ওও-কে। বাদ দিন আমার ওই বোকাবোকা ভাবে নড়াচড়া করা পেইন্টিং-এর কথা জানতে চাওয়ার ব্যাপারটা।' ঘুরলেন হুবারটের দিকে। 'আমার মনে হয় বর্তমান সেশনের ক্লাস চলছে এই সময়ে তাই না মি. হুবারট?'

'উঁ?' হুবারট হতচকিত ভাবে বললেন, 'বর্তমান সেশন? হ্যাঁ...আ...আমার তো তাই মনে হয়। আমি আশা করিনি–'

'আপনি আশা করেননি যে আমরা দেখতে চাইবো, তাই না?' প্রেস্কট কথার মাঝেই বলে উঠলেন। 'হ্যাঁ, আমরা দেখতে চাই। আমাদের দর্শকদের অধিকার আছে জানার যে ঠিক কী হচ্ছে এখানে...ঠিক...আমাদের...নাকের ডগায়।'

'দর্শক?' হুবারট বললেন, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানে, ইয়ে, এটা কি লাইভ নাকি?'

প্রেস্কট মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বললেন, 'না, মি. হুবারট। এটা লাইভ নয়। আপনারা কেউ উনাকে বলে দেননি এটা কিভাবে কাজ করে? আমরা রেকর্ড করছি। ওটাকে এডিট করে সম্প্রচার করবো। মিস সাকারিনা, আপনি এগুলো বুঝতে পারছেন বোধহয়, কি ঠিক বলছি তো?' তাকালেন সাকারিনার দিকে, যিনি হেসে দুহাত প্রসারিত করলেন দুপাশে। অনেক কিছু বলার জন্য উনি ছটফট করলেও সব

BanglaBook.org

গলার কাছে এসে আটকে যাচ্ছে। রিক্রিয়ান্ট নিজের হাসির মাত্রাটা একটু বাড়ালেন। উনার কপালের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘামের বিন্দু। 'বেশ বেশ,' প্রেস্কট বিড়বিড় করলেন। 'তাহলে তো কিছু বলার নেই। খুব ভালো। চলুন শুরু করি আবার।' সোজা হয়ে হুবারটের দিকে তাকালেন 'হ্যাঁ, আমাদের দর্শকেরা খুবই আগ্রহী হবেন এই সব তথাকথিত ক্লাসরুমগুলোতে কী হয় সেটা জানতে, মি চ্যান্সেলর। দয়া করে আমাদের নিয়ে চলুন।'

হুবারট ডেলাক্রয়ের দিকে তাকালেন। 'ডিয়ার তোমার কী ইচ্ছে? ডিভাইনেশন নাকি লেভিটেশন?

'দুটোই আকর্ষণীয় হানি,' অনেক কষ্ট করে ডেলাক্রয় বললেন কথাগুলো। মনে হলো উনি আরো কিছু বলতে চান, কিন্তু চোয়াল নড়লেও ঠোঁট সহায়তা করছিল না।

'আমার স্ত্রী বিদেশিনী, দেখতেই পাচ্ছেন,' হুবারট বললেন ক্ষমা প্রার্থনার সুরে। 'যদিও চেষ্টা করছেন যতটা পারা যায়।'

'মি. হুবারট প্লিজ, ক্লাসরুম,' প্রেস্কট আদেশের মতো করে বললেন, 'আপনি এভাবে প্রেসকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন না।'

'না না, একদমই না। আমরা এরকম পাবলিসিটিকে গুরুত্ব দিই,' হুবারট বললেন, সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে। 'আসলে এটা এতোটাই সম্মানজনক ব্যাপার যে সবসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকাতাই কষ্টকর ব্যাপার। ম্যাজিক হলো, ইয়ে, এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা। কমকথায় এটাই বলা যায়। অল্প কিছু বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এটা শেখার মতো ধৈর্য এবং উচ্চাকাঙ্খা থাকে। এই যে আমরা এসে গেছি। ডিভাইনেশনের ক্লাসে।'

প্রেস্কট খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্লাসরুমে, পেছন পেছন ক্যামেরাম্যান এবং বুম মাইক্রোফোন ক্রু। প্রেস্কটের সাথে তাল রাখতে বেশ খাটতে হচ্ছিল ওদেরকে। ফিনি দলটার পেছনদিকে ছিলেন, ম্যাকগোনাগলের কাছাকাছি। হ্যারি আর জেমস দলটার সামনে, দরজা দিয়ে ঝুঁকে উঁকি দিলো ভেতর দিকে দেখার জন্য।

'এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অতি প্রাচীনতম এক বিদ্যার শিক্ষাগ্রহন করে। ভবিষ্যতকে অনুমান করার,' হুবারট বললেন গর্ব সহকারে। গোটা বারো শিক্ষার্থী এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে, নিজের ডেস্কে রাখা জিনিসের দিকে তাকিয়ে। ক্লাসঘরের এক প্রান্তে প্রফেসর ট্রিলনি দুহাত তুলে কব্জিতে পড়ে থাকা বালা নাড়িয়ে একটা বাজনার মতো বাজাচ্ছেন।

'খোঁজার চেষ্টা করো!' উনি বললেন রহস্যমাখা কণ্ঠস্বরে। 'মন দিয়ে দেখো, সবজান্তা কসমসকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো। যেখানে ছড়িয়ে আছে অনাদির ঘূর্ণায়মান সব ছক আর নকশা! খুঁজে বের করো কী আছে তোমার ভাগ্যে!'

'চায়ের পাতা!' ফিনি বললেন কিছু খুঁজে পাওয়ার আনন্দ মাখা গলায়। 'আমার মা চায়ের পাতার সাহায্যে আগত ভ্রমণকারীদের ভাগ্যগণনা করতেন! পুরোনো দিনের

BanglaBook.org

সেইদিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। বাহ কি সুন্দর ছবির মতো, সেই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এখানে।'

'ঐতিহ্য, ধুসস!' ট্রিলনি বললেন, চেয়ার থেকে উঠে নিজের পোশাককে নাটকীয় ভাঙ্গতে নাড়িয়ে। 'আমরা এখানে ওই সব পাতার মধ্যে প্রকৃত যে সত্য গেঁথে রাখা আছে তাকে খুঁজছি স্যার। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব ওখানে খোলা পড়ে আছে তাদের জন্য যারা ওটাকে দেখতে পায়!'

ফিনি ফিক ফিক করে হেসে বললেন, 'আমার মা-ও ঠিক এই কথাগুলোই বলতেন!'

'একজন শিক্ষার্থীর কাপের দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে প্রেস্কট বললেন, 'এইভাবে আপনারা ভবিষ্যৎ বলেন? অসহ্য ব্যাপার। ক্রিস্টাল বল কোথায়? ঘুরতে থাকা ধোঁয়া আর ভূতুড়ে দৃশ্যাবলী কই?'

হুবারট বললেন, 'সে সবও আমাদের আছে মি. প্রেস্কট। আছে না ডিয়ার?'

'অ্যাডভান্সড ডিভাইনেশন। দ্বিতীয় সেমিস্টারে। দু হাজার পাউন্ড ল্যাব-ফি,' ডেলাক্রয় যন্ত্রের মতো জবাব দিলেন।

হুবারট হাত তুলে বললেন, 'ক্রিস্টাল বলগুলো ঢেকে দাও। ওগুলো অত সহজে দেখানো যাবে না। আমরা চীন থেকে ওগুলো বিশেষভাবে বানিয়ে এনেছি। সব কিছুই আসল ক্রিস্টালের। আর আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ওগুলো বছরের শেষে নিজের নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। একধরনের মেমেন্টো বলতে পারেন।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে প্রেস্কট বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি লেভিটেশন এর কথাও বলেছিলেন!' প্রেস্কটের দলবল ওকে অনুসরণ করলো দ্রুততার সাথে, আরো আরো ইলেকট্রিকের তারের কয়েল খুলতে খুলতে।

'হ্যাঁ বলেছিলাম তো। জাদুকলার এক উৎকৃষ্ট নমুনা।' হুবারট উত্তর দিলেন, হল পেরিয়ে অন্য একটি ক্লাসরুমের পথে প্রেস্কটকে অনুসরণ করে যেতে যেতে। 'আমরা ওই ক্লাসটাকে বেসিক প্রেস্টীডাইজেশনের সাথে একসাথে করাই। হ্যাঁ, এটাই, আমরা এসে গিয়েছি।'

জেইন ক্লাসরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল জাদুদণ্ড হাতে। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী দেয়ালের দিকে সারি দিয়ে বসে ছিল। দেখছিল গড্রিক গ্রিফিন্ডরের অর্ধবক্ষ মূর্তি হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। জেইনের নাড়াতে থাকা জাদুদণ্ডের ছন্দ মেনে। প্রেস্কটের দলের সদস্যরা এটা দেখে অবাক হয়ে ঢোঁক গিললো। ক্যামেরাম্যান আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ব্যাপারটাকে আর ভালোভাবে দেখানোর জন্য।

'আহা! এই তো!' প্রেস্কট বলে উঠলেন উৎসাহিত ভাবে। 'আসল জাদু! আর সেটা করে দেখাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে!'

হুবারট গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন, 'যেমন বলেছিলাম। মি. ওয়াকার এই ক্লাসের সেরা। মি. ওয়াকার তোমার যেন কোন বছর?'

BanglaBook.org

জেইন হেসে আনন্দের সাথে জানালো, 'প্রথম বছর স্যার।'

হুবারট বললেন, 'এক্সিলেন্ট, দারুণ। একটা পাক খাইয়ে দেখাও দেখি, পারবে না?'

সাথে সাথেই শোনা গেল উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস কারণ আবক্ষ মূর্তিটি শূন্যে আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করেছে। তারপরেই ওটা নিচে পড়ে গেল, যেখানে একটা মাদুর জাতীয় জিনিস পাতা আছে।

হুবারট আশাহত ভাবে বললেন, 'ওহো, এটাতো ঠিক হলো না মি. ওয়াকার। শেষ মুহূর্তে ফেলে দিলে।'

জেইন কঁকিয়ে উঠে বললো, 'এটা আমার দোষ নয় স্যার! যে পেছন থেকে এটা করছে তার দোষ! টেড, বোকা কোথাকার! টানার বদলে ছেড়ে দিলো! আর কতবার বুঝিয়ে বলবো বলো তো তোমাকে!'

'ওই!' টেড একটা বিরক্তি সূচক আওয়াজ করে বেরিয়ে এলো ঘরের শেষ প্রান্তে রাখা একটা আলমারির ভেতর থেকে। হাতে একগোছা তার, যেগুলো ওই আলমারির ভেতরে আটকানো কিছু কপিকলের পুলিতে আটকানো। 'এখানে এই অন্ধকারের ভেতর এসে কাজ করে দেখেছিস কখনো? দোষ দিচ্ছে? তাছাড়া এটার জন্য নোয়া দায়ী। ক্রসপুলিটা টানতে ওইতো দেরী করলো।'

আলমারিটার ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ ভেসে এলো, 'কি? ঠিক আছে! এরপর থেকে আমি খেলা দেখাবো। আর এই সহকারীর কাজ ভালো লাগছে না। আমিও জাদুকরের টুপি পরতে চাই।'

জেইন চোখ পাকিয়ে বললো, 'নোয়া, এখানে কেউ কোনো টুপি পরে নেই।'

নোয়া চেঁচিয়ে বললো, 'নেই তো কী হয়েছে, ওই টুপি কারো একজনের অবশ্যই পরা উচিত।' দেখা গেল নোয়ার মাথা আলমারির দরজায়। 'তা না হলে লোকেরা বুঝবে কী করে কে আসল জাদুকর আর কে তার সহকারী?'

'আরে আরে, ঝগড়া থামাও,' 'হুবারট দুহাত ওপরে তুলে বললেন। 'এক একটা ক্লাসরুমের জন্য একটা করে টুপি বরাদ্দ। এই ক্লাসেরটা মিস মরগ্যানস্টারন নিয়েছেন খরগোসের খেলাটা দেখাবেন বলে। মি. প্রেস্কট, মি. ফিনি আপনারা কি খরগোসের খেলাটা দেখতে আগ্রহী?'

'অবশ্যই, দেখবো না কেন,' ফিনি বললেন উৎসাহের কণ্ঠে।

প্রেস্কট চেঁচিয়ে বললেন, 'না!'

টাবিথা করসিকা ঠেলে ঠুলে ছাত্রছাত্রীদের জটলা কাটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে। 'মি. প্রেস্কট,' বলতে শুরু করলো, 'আপনি...'

হুবারট ধীরে ধীরে টাবিথার দিকে ঘুরলেন। 'মিস করসিকা এটা অটোগ্রাফ নেওয়ার সময় নয় মোটেই।'

হাতে একটা ছোট নোট বুক আর পেন, টাবিথা ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো, 'আমি এখানে অটোগ্রাফ নিতে আসিনি, চ্যান্সেলর... কথার মাঝপথেই থামলো, তাকালো

BanglaBook.org

হাতের জিনিস দুটোর দিকে। নোট বইটার রঙ গোলাপি আর তার ওপর সাদা দিয়ে লেখা "অটোগ্রাফস"।

'এসব করার জন্য পরে অনেক সময় পাবে মিস করসিকা। তবে আমি নিশ্চিত তোমার এই আগ্রহে মি. প্রেস্কট বেশ খুশি হয়েছেন।'

'চ্যান্সেলর হুবারট?' পেট্রার গলা ভেসে এলো, যে তাকিয়ে আছে একটা কালো টপ হ্যাটের দিকে। যেটা রাখা আছে অত্যাধিক চকচকে একটা টেবিলের ওপর। 'আমার মনে হচ্ছে মি. ওয়াইফেলসের সাথে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। খরগোশেরা কি এভাবে শুয়ে থাকে?'

'এখন না মিস মরগ্যানস্টারন,' হুবারট উত্তর দিলেন, এসব পরে হবে এরকম ভঙ্গিতে হাত নেড়ে। 'মি. প্রেস্কট, আমার মনে হয় আপনি আমাদের সয়িং-ইন-হাফ কক্ষটি দেখতে চাইবেন?'

প্রেস্কট ততক্ষনে ওখান থেকে চলে গেছেন, হতভম্ব করসিকাকে পাশ কাটিয়ে ওর পেছন দিকের করিডোরের পথে। ওর দলের লোকেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছে তাল রাখতে গিয়ে। কারণ প্রেস্কট প্রত্যেকেটা রুমে একবার করে ঢুকছেন আর বেরিয়ে আসছেন। একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে একটা উল্লাসের চিৎকার ছাড়লেন এবং ইশারা করলেন দলীয় সদস্যদের দ্রুত আসার জন্য।

'এইখানে!' চিৎকার করে বললেন প্রেস্কট, পাগলের মতো ডানহাতটা নাড়তে নাড়তে। অনুসরণ করতে থাকা জটলা ঢুকে পড়লো ঘরটাতে, ছাত্রছাত্রীরা হাসতে শুরু করে দিয়েছে প্রেস্কটের ভাবভঙ্গি দেখে। 'একেবারে আপনাদের চোখের সামনে! একজন অশরীরী প্রফেসর! ভিন্স, যতটা পারো এর ছবি তুলে নাও! অকাট্য প্রমাণ এটা মরণের পরবর্তী জীবনের।'

এবার আর কোনো চমকের ঢোঁক না গিলে ভিন্স সামনের দিকে এগিয়ে গেল, এক হাতে ফোকাস তা ঠিক করে।

হুবারট উচ্ছ্বাসের স্বরে বললেন, 'ওহ, হ্যাঁ ইনি প্রফেসর বিনস। প্রফেসর! এই ভালো মানুষগুলোকে হ্যালো বলুন।'

প্রফেসর বিনস প্যাঁচার মতো চোখে জটলার দিকে নজর বুলিয়ে নিজের ক্ষীণ অদ্ভুতুড়ে কণ্ঠে বললেন, 'শুভেচ্ছা।'

ভিন্স নামক ক্যামেরাম্যানটি জানালো, 'এটা তো ধোঁয়ার ওপর প্রজেকশন করে করা হয়েছে।'

হুবারট কিছুটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বললেন, 'আসলে উনি এতটা কাছাকাছি কাউকে দেখা দিতে অভ্যস্ত নন। শিক্ষার্থীরা ওর থেকে বেশি দূরেই থাকে। যার ফলে একটা দারুণ রকমের রহস্য এবং সুপার ন্যাচারাল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।'

র‍্যালফ ছিল ক্লাস করতে থাকা শিক্ষার্থীদের ভেতর। ক্যামেরাম্যানকে বিরক্তির সাথে বললো, 'আপনি এটা উপভোগের আবহাওয়াটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। আপনার

BanglaBook.org

উচিত নয় সব কিছুর কাছাকাছি গিয়ে এভাবে সব পণ্ড করা।'

উপস্থিত মানুষদের দিকে তাকিয়ে বিনস আবার বললেন, 'শুভেচ্ছা।'

'অসম্ভব! হতেই পারে না।' প্রেস্কট ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠলো। 'এটা একটা ভূত! আমার চেয়ে ভালো কেউ সেটা জানে না!'

ভিন্স ক্যামেরা নামিয়ে বললো, 'এটা একটা প্রোজেকশন, মারটিন। আমি এরকম আগেও দেখেছি। তাছাড়া এটা খুব ভালো মানের নয় মোটেই। ওই শোনো প্রোজেক্টারের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। ওই ডেস্কের তলাতেই রাখা আছে। আর এদিকে তাকাও, দেখতে পাচ্ছো? ড্রাই আইস মেশিন। এর থেকে ধোঁয়া বানানো হয়।'

ফিনি দরজার কাছ থেকে গলা ঝেড়ে বললেন। 'মি. প্রেস্কট, যা চলছে তা খুবই বিরক্তিকর।'

প্রেস্কট পাগলের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কী পরিমাণ রেগে গেছেন ভেতরে ভেতরে। 'না!' চিৎকার করে উঠলেন। 'এ সবই সাজানো হয়েছে! এসব ওই লোকটার কারসাজি! ওই তোমাদের সবাইকে ধোঁকা দিতে চাইছে!' হুবারটের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

'আরে, আমরা তো এখানে এটাই করি,' হুবারট বললেন, মোলায়েম হেসে। 'আমাদের কাজটাই হল কৌশল খাটানোর। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলতে পারি মানুষকে ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই তো আমাদের কাজ। যাকে ইলিউশন বলা হয়।'

হুবারটের দিকে হাত উঠিয়ে রেখেই প্রেস্কট বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা ঠিক কী করার চেষ্টা করছেন এখানে। ম্যাকগোনাগল সহ সাকারিনা এবং রিক্রিয়ান্ট কথাটা শুনে মাথা নাড়লেন। 'আপনারা সবাই মিলে আমাকে পাগল সাজানোর চেষ্টা করছেন! তবে আমার দর্শকেরা এবং আমার সহকর্মীরা ভালো করেই আমাকে চেনে। আপনারা সব কিছু লুকাতে পারবেন না! সঞ্চরণশীল সিঁড়ির কী হবে? অথবা দৈত্যদের? কি হলো বলুন? অথবা...' প্রেস্কট থামলেন, আঙুল এখনো ওঠানোই আছে। কিছু সময়ের জন্য দৃষ্টিতে উদ্ভ্রান্তভাব এলেও এবার হাসলেন শয়তানি চোখে। 'আমি ব্যাপারটা জানি। একদম জানি সেই ব্যাপারটা। ভিন্স, এডি, বাকি যারা আছো সব এসো আমার সাথে।'

হুবারট, প্রেস্কটের লোকেরা এবং ছাত্র ছাত্রীর জটলা অনুসরণ করলো। 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন মি. প্রেস্কট? আমি তো আপনার গাইড, ভুলে গেছেন বোধহয়। আপনি যা দেখতে চাইবেন আমি দেখিয়ে দেবো।'

'দেখাবেন? কথা দিচ্ছেন তো?' প্রেস্কট বললেন, হুবারটের দিকে ঘুরে। কৌতূহলী ছাত্রছাত্রীরা সরে গেল প্রেস্কট আর ওর দলের জন্য, যাতে কথা বলতে সুবিধা হয়। 'আপনি আমায় দেখাবেন...' নাটকীয় ভঙ্গিতে থেমে গিয়ে মাথা ওপর দিকে উঠিয়ে, 'গ্যারাজটা?'

BanglaBook.org

'গ্যা...' হুবারট চোখ পিট পিট করে তাকালেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দিকে। জেমস বুঝতে পারলো হ্যারি ওর কাঁধটা চেপে ধরলো শক্ত করে। কিছু একটা সমস্যা এবার দানা বাঁধছে। 'গ্যারাজটা?' হুবারট কথাটা এমন ভাবে পুনরায় উচ্চারণ করলেন যে মনে হলো এ ব্যাপারে আগে কোনো দিন শোনেননি।'

প্রেস্কট শিকারীর ঢং-এ হাসলেন। 'আহারে! এইটা তো ঠিকঠাক সাজানো হয়নি। তাই না? আজ সকালে আমি ভালো করে সব ঘুরে ঘুরে দেখেছি যখন সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। এদিকে ওদিকে উঁকি মেরে মেরে আমি অনেক কিছুই দেখে নিয়েছি! ওখানে একটা গ্যারেজ আছে,' ক্যামেরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন। 'যেটার সাহায্যে সময় কালের গণ্ডি ভেদ করা যায়। একটা ম্যাজিক্যাল পোর্টাল একস্থানের সাথে আর একস্থানের যোগাযোগ স্থাপনের। যাদের মধ্যে দুরত্ব হাজার হাজার কিলোমিটারের! এখানকার সাথে আমেরিকার, যদি আমার অনুমান ভুল না হয়! আমি নিজের চোখে এটা দেখেছি। আমি ওইটার ভেতরে ঢুকেছিলাম এবং অনেক দূরের কোনো স্থানের গন্ধ অনুভব করেছি। আমি দেখেছি সেখানকার সূর্যোদয়, যখন এখানে সূর্য ছিল মাথার ওপরে দিগন্তরেখায়। ওটা কোনো ট্রিক বা ইলিউশন ছিল না। এই মানুষগুলো আমাদের কাছে নিজেদের প্রমাণ করতে চাইছেন যে ওরা আসলে ভাঁওতাবাজির মাষ্টার। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং প্রমাণ পেয়েছি যে এরা আসলে এমন এক জাদুর চর্চা করেন যার মধ্যে কোনো ভাঁওতাবাজি নেই। বদলে আছে শুদ্ধ এবং সহজ ভাষায় যাকে বলে এক অতিলৌকিক চর্চার ফসল। আর এবার সেটাই আমি প্রমাণ করবো!' এক ঝটকায় প্রেস্কট ঘুরলেন এবং হাঁটা শুরু করলেন এন্ট্রান্স হলের দিকে। হ্যারি হুবারটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু হ্যারিকে যেন উনি দেখতেই পেলেন না।

'মি; প্রেস্কট!' হুবারট উপস্থিত জতলার গুঞ্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। 'আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাকে ব্যাপারটা দেখতে দিন..মি. প্রেস্কট! এটা একটা অনিয়মিত ঘটনার সামিল!'

প্রধান দরজা দিয়ে বার হয়ে সমানের চত্বর দিয়ে প্রেস্কট এগিয়ে চললেন দলবল নিয়ে। শিক্ষার্থীদের জটলা আকারে বড় হয়েছে, ওদের কথা বলার শব্দে চারদিক মুখরিত। সবাই আলমা আলেরনের গ্যারাজটার বাইরেটা দেখেছে কিন্তু খুব অল্পই তাদের মধ্যে সুযোগ পেয়েছে ভেতরে যাওয়ার বা দেখার যে কী আছে ওখানে। সেসব কথার কৌতূহলজনক আলোচনাতে এই মুহূর্তে ব্যস্ত সবাই।

হ্যারি নিচু স্বরে জেমসকে বললেন, 'বাজে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে বুঝলি জেমস।'

'আমরা কিইবা করতে পারি?'

হ্যারি মাথাটা ঝাঁকালেন। দেখলেন প্রেস্কট দলের লোকেদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লেকের ধারে অবস্থিত ক্যানভাসের তাঁবুটার দিকে। ঘুরলো, নিজেকে

BanglaBook.org

তাঁবুর দেওয়ালের সামনে থামালো ক্যামেরার মুখোমুখী। ওর দলের লোকেরা জায়গা মতো দাঁড়িয়ে গেল। বুম মাইক্রোফোন নেমে এলো কাছে আর বিরাট সাদা ছাতাটা এমন ভাবে রাখা হলো যাতে কোনো রকম ছায়া পড়াকে আটকানো যায় প্রতিফলনের সাহায্যে। প্রেস্কট একটু ঘুরলেন, নিজেকে কোনদিক থেকে ভালো দেখায় সেটা ওর জানা আছে। ভিন্স এগোতে থাকলেন একটু একটু করে। জেমস স্বীকার করতে বাধ্য বেশ নাটকীয় মনে হচ্ছিল পুরো ব্যাপারটা।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন,' প্রেস্কট বলতে শুরু করলেন সামান্য গলার স্বর চড়িয়ে, 'আমার দলবল এবং আমি এবং আপনারা সকলেই শিকার হয়েছেন একটা সাজানো গোছানো মিথ্যে দেখতে। এটা মোটেই কোনো সাধারণ হাত আর কার্ডের ম্যাজিক শেখার স্কুল নয়। একদমই না, কারণ আমি নিজে ওই দেওয়ালের ভেতরে সাক্ষী থেকেছি বিভিন্ন চমকপ্রদ ও শিহরণ জাগানো ম্যাজিক দেখার ক্ষেত্রে। আমি সত্যি করে ভূত দেখেছি। দেখেছি সত্যি করে লেভিটেশন বা জিনিস ভাসানোর খেলা। আমি এটাও দেখেছি পাথরের দেওয়ালে সহসাই আবির্ভাব হয়েছে একটা দরজার। আমি এমন সব জন্তু জানোয়ার এবং দানব দেখেছি যা মনকে নাড়া দিতে সক্ষম। আজ, আমাদের নিয়ে বোকা বানানোর খেলা চলেছে। সেটা করেছেন একদল উইচ আর উইজার্ড–হ্যাঁ আসল জাদুকরের দল ওরা–যারা মনে করেন আমাদের কিছু সাজানো জিনিস দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যাবে। কিন্তু এবার আমি এই জায়গাটার আসল সত্য উন্মোচন করতে চলেছি। এই তাঁবুর ভেতরে এমন অপ্রাকৃত ম্যাজিকের অস্তিত্ব আছে যা আপনাদের স্তম্ভিত করে দেবে। আর যখন সেই সত্য সবার সামনে আসবে তখন মি. রুডলফ ফিনি, ব্রিটিশ স্পেশ্যাল পুলিশের ডিটেক্টিভ, একটা বড় মাপের সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করবেন এই সম্পূর্ণ বিষয়টা নিয়ে। আর তাতে সহযোগিতা করবে ইউরোপের সমস্ত পুলিশ বিভাগ। আজকের পর, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, দ্বিধাবিহীন ভাবে প্রমাণিত হবে, উইচ আর উইজার্ড ব্যাপারটা আসলে কোনো গল্প কথা নয়। আসলে ওরা আমাদের সাথে আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়

প্রেস্কট থামলেন, সময় দিলেন নিজের বলা কথাগুলোর প্রতিধ্বনি উপস্থিত হতচকিত মানুষজনকে শুনতে দেওয়ার জন্য। তারপর এগিয়ে গেলেন সেই দিকে যেখানে ম্যাকগোনাগল, হুবারট, সাকারিনা এবং রিক্রিয়ান্ট দাঁড়িয়ে আছেন। ফিনি দাঁড়িয়ে আছেন হেডমিস্ট্রেসের পাশেই চোখ বড় বড় করে ভ্রু উঁচিয়ে। 'মি. হুবারট,' প্রেস্কট ডাকলেন, 'আপনি কি ওর ভেতরে ঢোকার দরজাটা খুলে দেবেন আমাদের জন্য? এটাই আপানার শেষ সুযোগ ঠিকঠাক কাজ করার জন্য।'

হুবারটের মুখ গম্ভীর। তাকালেন প্রেস্কটের দিকে। 'মি. প্রেস্কট আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি এ ধরনের কাজ না করার জন্য।'

'আপনি ওটা খুলবেন নাকি আমি নিজেই খুলে নেব?'

হুবারট বললেন, 'আপনি সব গোলমাল পাকিয়ে দেবেন স্যার।' পাশে দাঁড়িয়ে ডেলাক্রয় পুতুলের মতো মিটিমিটি হাসছিলেন।

BanglaBook.org

'আমি কিছুই গোলমাল পাকাবো না কেবলমাত্র আপনাদের সব গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে মি. হুবারট। এই জগতের জানার দরকার আছে ওই তাঁবুর পেছনে আসলে কী আছে।'

হুবারটকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি যেন পাথরে পরিণত হয়েছেন। মনে হচ্ছিল কাজটা করার কোনো ইচ্ছেই উনার নেই। তারপর এগিয়ে গেলেন মাথা নিচু করে। একটা সমবেত উৎকণ্ঠার শব্দ সৃষ্টি হল আশপাশে। প্রেস্কট একটু সরে দাঁড়ালেন, ক্যামেরার দিকে তাকালেন বিজয়ীর ভঙ্গিতে। হুবারট তাঁবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিচু হয়ে হাতে তুলে নিলেন তাঁবুর দরজায় বেঁধে রাখা দড়ি। ফিরে একবার তাকালেন প্রেস্কটের দিকে। অস্বস্তিকর খানিকটা সময় অপেক্ষা করে টান দিলেন দড়িতে। গিঁট খুলে ক্যানভাসে বানানো দরজা ঝুলে গেল একদিকে, ঝুলে থাকলো পতাকার মতো। হাওয়ার নড়ে ঝাপ্টা মারতে থাকলো তাঁবুর দণ্ডে। উপস্থিত জনতা সশব্দে ঢোঁক গিললো, তারপর ওখানে নেমে এলো এক দীর্ঘ, হতচকিত হয়ে যাওয়া নীরবতা।

জেমস উঁকি মারলো। প্রথম দেখাতেই বুঝতেই পারলো ও ঠিক কী দেখতে পাচ্ছে ভেতরে। ভেতরটা বাইরের তুলনায় অন্ধকার, কিন্তু এটা বুঝতে পারলো উড়ন্ত গাড়িগুলো একটাও ওখানে নেই। একটা বিরাট চ্যাপ্টা গোল ধরনের বস্তু ভেতরে রাখা আছে। একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা খিলখিলিয়ে হাসলো প্রথমে। তারপর সেটা সংক্রমিত হল সবার ভেতর। বয়ে গেল একটা হাসির ঝড়।

হুবারট বললেন, 'তাহলে, আপনি এটা করেই ফেললেন। আপনি আমাদের গোপনীয়তাকে নষ্ট করে দিলেন। আর এর অর্থ আমরা একবারে শেষ হয়ে গেলাম। স্যার আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আর মোটেই হাসির পাত্র নন।' হুবারট পিছিয়ে এলেন যাতে ক্যামেরা ও শব্দ গ্রহণকারী দল তাঁবুর ভেতরটা সোজাসুজি দেখতে পায়। ছোট ছোট ক্রিসমাসের লাইট ভেতরে ছন্দবদ্ধ ভাবে নেভা জ্বলা করছে একটা বিরাট কাগজ দিয়ে তৈরি ফ্লাইং সসারের চারপাশে। কালো রং এর একটা লেখা একপাশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

টেডের দিকে ঘুরে হুবারট বললেন, 'ও হো, মি. লুপিন ইচ্ছে না থাকলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি আবার রকেট বানান ভুল লিখেছো। এটা খুবই বিচ্ছিরি ব্যাপার!'

BanglaBook.org

বিংশ অধ্যায়
বিশ্বাসঘাতকের কাহিনী

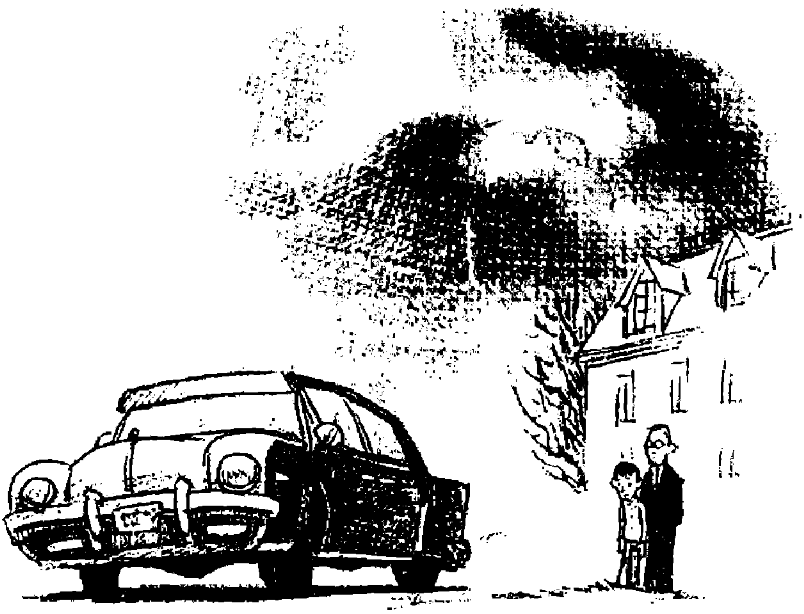

'আমি কিন্তু দেখেছিলাম!' ল্যান্ডরোভার দুটোর মধ্যে দিয়ে ভিন্সের পেছন পেছন যেতে যেতে প্রেস্কট খসখসে গলায় বললেন প্রমাণ করার ভঙ্গিতে। 'দৈত্যদের দেখেছি! একটা তো ওই গাছগুলোর মতো লম্বা! ওদের পায়ের ছাপের মাপ... ছাপের মাপ...! দুদিকে হাত প্রসারিত করলেন। পাত্তা না দিয়ে ভিন্স ক্যামেরাটা ঢুকিয়ে রাখলো ফোম দিয়ে ঘেরা স্যুটকেসের ভেতর।

টাই দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ডিটেক্টিভ ফিনি বললেন, 'মি. প্রেস্কট আপনি ইতিমধ্যেই একটা বড়সড় গোলমাল পাকিয়েছেন। আমি চাই না যে, সেটা আরো খারাপ হোক।'

প্রেস্কট বয়স্ক মানুষটার দিকে ঘুরে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এই এখানে যা চলছে সেটার তদন্ত আপনার করা উচিত, ডিটেক্টিভ! কিছুই ঠিকঠাক হলো না! ওরা আপনাদের সবাইকে ঠকালো!'

BanglaBook.org

'আমি যদি কোনো তদন্তের ব্যবস্থা করিও, মি. প্রেস্কট,' ফিনি উত্তর দিলেন, 'সেটা হবে আপনার কার্যপদ্ধতি বিষয়ে। এই স্কুল চত্বরে যে আপনি প্রবেশ করেছেন তার অনুমতি নিয়েছিলেন?'

প্রেস্কট চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি! আপনি কি পাগল?' তারপর থেমে গিয়ে নিজেকে সামলালেন। 'অবশ্যই। আর সে ব্যাপারে আমি আপনাকে আগেই বলেছি। এখানকার খবরাখবর আমার কাছে আগেই পৌঁছেছিল। এখানকার কোনো একজন আমাকে এখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন।'

'আপনি সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছিলেন?'

'সেক্ষেত্রে বলতে হয় সেই ব্যক্তির পাঠানো চকলেট ফ্রগটা আমাকে যথেষ্টই অনুপ্রাণিত করেছিল। আমি কখনোই সে অর্থে...'

'এক্সকিউজ মি। কি যেন বললেন আপনি, চকলেট ফ্রগ ? সেটা কী?' ফিনি ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন।

'আমি...ইয়ে, মানে। ব্যাপারটা হল, হ্যাঁ, আমার গোপন সোর্স অত্যন্ত নিশ্চিত যে এখানে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে...'

'আর সেগুলো হলো, যাকে বলে, জাদু শেখানো। তাই তো?'

'হ্যাঁ। ইয়ে না...মানে! কৌশল করা ম্যাজিক নয়! আসল ম্যাজিক! সাথে আছে দৈত্য দানব আর...আর...অদৃশ্য হতে পারে এমন দরজা আর উড়ন্ত গাড়ি!'

'একটা চকলেট ফ্রগ এগুলো ভাবতে আপনাকে সাহায্য করেছে, এটাই বলতে চাইছেন ?'

প্রেস্কট কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'আপনি আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি করছেন।'

'আপনি সেটা করতে আমাকে বাধ্য করছেন, স্যার। এবার আপনার ওই সোর্সের ব্যাপারে কী জানেন ঝটপট বলুন দেখি?'

প্রেস্কটের মুখটা চকচক করে উঠলো। 'হ্যাঁ! আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম! আমি মিস সাকারিনার সাথে ব্যবস্থা করেছিলাম তার এখানে আসার ব্যাপারে। উনি এসে যাবেন...' ভুরু উঁচিয়ে চারদিকে দেখতে থাকলেন।

'আপনি মিস সাকারিনার সাথে ব্যবস্থা করেছিলেন?' ফিনি জানতে চাইলেন, সিঁড়ির ধাপের দিকে তাকিয়ে। অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রীর দল অতিরিক্ত আগ্রহের সাথে দেখছিল জিনিসপত্র গুটানোর কাজ। মিস সাকারিনা বা মি. রিক্রিয়ান্ট কারোরই দেখা নেই ওখানে। 'উনি আপনার এই সোর্সের বিষয়ে জানতেন নাকি?'

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে প্রেস্কট জবাব দিলো, 'উনি জানতেন এটুকুই বলতে পারি, ব্যাস। গেলেন কোথায় উনি?'

ফিনি চারদিকে তাকাতে বললেন, 'সোর্স কি তোমার দলের সাথে এসেছেন? আমার তো এরকম কারো সাথে দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না।'

BanglaBook.org

‘ও ওখানেই ছিল। শান্ত জড়সড় ধরনের মানুষ। ডান ভুরুতে একটা কাটা দাগ আছে।’

‘ওহ, সেই লোকটা,’ ফিনি সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন। ‘আমার তো লোকটাকে অদ্ভুত ঠেকেছিল। আমি অন্তত একবার লোকটার সাথে কথা বলতে চাইবো ।

প্রেস্কট গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ‘সে তো আমিও চাইবো।’

ওদিকে মি. হুবারট সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে হেডমিস্ট্রেস ম্যাকগোনাগল, নেভিল এবং হ্যারি পটারের দিকে ঘুরলেন। ‘আমার মনে হয় আমাদের বন্ধুরা এখান থেকে ঠিকঠাক ফিরে যেতে পারবেন। ম্যাডাম হেডমিস্ট্রেস, আমার বিশ্বাস আমাদের কিছু সমাধান না হওয়া সূত্রকে এবার যাচাই করে দেখার সময় হয়েছে?’

ম্যাকগোনাগল সম্মতি সূচক মাথা ঝোঁকালেন এবং ভেতর দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। হ্যারি জেমসের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ‘চলে আয় জেমস। র‍্যালফ, জেইন তোমরাও এসো।’

হেডমিস্ট্রেসের হলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে র‍্যালফ বললো, ‘আপনি সত্যিই যেতে বলছেন?’

হ্যারি জানালেন, ‘মি. হুবারট বিশেষ করে তোদের তিনজনকে যাওয়ার জন্য বলে দিয়েছেন।’

জেইন উচ্ছ্বাসের স্বরে বললো, ‘বড় বড় মাপের লোকের সাথে বন্ধুত্ব থাকাটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার। তাই না বল?’

‘তাহলে,’ হেডমিস্ট্রেস গ্রেট হলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, ‘যেমনটা ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটাই ঘটে গেল। যদিও মি. অ্যাম্ব্রোশিয়াস একটু বেশি মাত্রাতেই অ্যামোরাস মন্ত্রের ব্যবহার করেছেন। মি. ফিনি তো আমাকে আন্তরিক ভাবে জানিয়ে রাখলেন এরপর যখনই আমি লন্ডনে যাবো উনি আমার সাথে ডিনারে উপস্থিত থাকবেন।’

‘মাদাম, আমার তো মনে হয় সুযোগ পেলে সেটা আপনার নেওয়াই উচিত হবে,’ মারলিন উত্তর দিলেন। বিশাল মাপের চশমাটা খুলে “মি. হুবারট” এর পনিটেল সমৃদ্ধ মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাকাঁতে। ‘আমি মানুষটাকে সম্ভাব্য নিখুঁত যে মন্ত্র সেক্ষেত্রে কাজ করতে পারে তা-ই ব্যবহার করেছিলাম। কী করে জানবো বলুন যে ডিটেকটিভ ফিনির লম্বা, ব্যক্তিত্ব সম্পন্না, সুন্দরী মহিলাদের প্রতি একটু বেশি পরিমাণে আগ্রহ আছে।’

‘এটা কি ঠিক স্যার? আমার তো মনে হচ্ছে আপনি বেশ আনন্দই পাচ্ছেন?’ ম্যাকগোনাগল বললেন।

জেমস বলে উঠলো, ‘মারলিন, আপনি গ্যারাজের ব্যাপারটা সামলালেন কিভাবে? আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম আর বাঁচার কোনো আশা নেই!’

মারলিন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। ‘জেমস পটার, আমি গ্যারাজের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। ওটা গাছেদের জ্ঞান সীমানার বাইরের ব্যাপার। এর চেয়ে সহজ

BanglaBook.org

অ্যাংলিয়া গাড়ি বা মাদাম ডেলাক্রয়ের বিষয়ে জানা। পরিস্থিতি অনুসারে নিজের কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করাটা চিরকালই আমার অন্যতম একটা শক্তি।'

র‍্যালফ জানতে চাইলো 'কিন্তু আপনি উকেটটাকে ওখানে নিয়ে গেলেন কিভাবে? স্বীকার করতেই হবে ওটা চমকে দেওয়ার মতই!'

মারলিন উত্তর দিলেন, 'গাছেরা ওটার ব্যাপারে জানতো, ফলে আমার জানতে অসুবিধা হয়নি। শুধু একটু উৎসাহিত করে দুটো পরিবেশের মধ্যে অদলবদল ঘটিয়ে দিয়েছি।'

জেইন ফিক করে হেসে বললো, 'তার মানে আলমা আলেরনের গাড়িগুলো এখন সেই ভাঙা কুড়ে ঘরের ভেতর রাখা আছে?'

মারলিন মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় তাতে খারাপ কিছু হবে না।'

গ্রেট হল পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওরা সবাই উঠে এলো মঞ্চের ওপর। ম্যাকগোনাগল পেছনের দেওয়ালে একটা লুকানো দরজা খুলে সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। পাথরের মেঝে এবং অন্ধকার একটা ফায়ারপ্লেস সহ এটা একটা অ্যান্টি চেম্বার। সাকারিনা আর রিক্রিয়ান্ট ছিলেন ওখানে, তৃতীয় আর একটি মানুষের দুপাশে বসে ছিলেন ওরা। মানুষটাকে জেমস চিনতে পারলো না ।

ওদেরকে দেখে রিক্রিয়ান্ট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা একধরনের বিদ্রোহ, হেডমিস্ট্রেস! 'প্রথমে আপনি এই...ব্যক্তিটিকে নিয়ে এসে অন্যায় ভাবে আমাদের অথোরিটির দুর্ব্যবহার করেছেন। তারপরে আপনি দুঃসাহস দেখিয়েছেন আমাদের ওপর ল্যাংলক মন্ত্র প্রয়োগের! মন্ত্রীমশাই নিশ্চিত–'

'ট্রেন্টন বকবকানিটা থামাও,' সাকারিনা বললেন চোখ পাকিয়ে। রিক্রিয়ান্ট চোখ পিট পিট করলো, অবাক হয়েছে বোঝা গেল, তবে আর কিছু বললোও না। সাকারিনা এবং হেডমিস্ট্রেসের দিকে বার কয়েক তাকালো।

হ্যারি বললেন, 'একেবারে সঠিক উপদেশ, যা এই প্রথম দিতে শুনলাম। আর আমার মনে হয় মন্ত্রী মশাই অবশ্যই এ ব্যাপারে শুনতে চাইবেন।'

নিজের নখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে সাকারিনা বললেন, 'মি. পটার আপনি ভালো করেই জানেন যে আমরা ভুল কিছু করিনি। মি. অ্যাম্ব্রোসিয়াসের আগমন ম্যাজিক্যাল জগতের গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সব ভালোভাবে মিটে গেছে।'

হ্যারি সামান্য নত হলেন। 'আমি খুশি হয়েছি ব্রেন্ডা আপনি এভাবে এটা ভেবেছেন বলে। তার থেকেও বড় কথা আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এটা দেখে যে আপনি মি. হুবারটের আসল নামটা জানেন। ভালো করেই জানি কোনো সূত্রই পাওয়া যাবে না উনাকে, আপনাকে এবং মাদাম ডেলাক্রয়কে একসাথে মিলিয়ে দেখার! এখন প্রশ্ন হলো আমরা আপনাদের বন্ধুটিকে কী করবো?'

সবার নজর এবার গেল সাকারিনা আর রিক্রিয়ান্টের মাঝের চেয়ারে বসে থাকা মানুষটার দিকে। ছোট খাটো গোলগাল কালো চুলের একটি মানুষ যার ডান চোখের

BanglaBook.org

ভুরুতে কাটার দাগ। সকলের তাকানো থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারলে ভালো হয় এমন হাবভাব।

র‍্যালফ ঘরে ঢুকলো সবার শেষে, মারলিন আর লংবটমকে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে এসে লোকটাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো । 'ড্যাড?' ভ্রু কপালে তুলে জানতে চাইলো, 'তুমি এখানে কী করছো?'

লোকটা মুখ বিকৃত করে দুহাত দিয়ে সেটাকে ঢাকলো। মারলিন র‍্যালফের দিকে তাকালেন, উনার বিশাল পাথরের মতো মুখটা গম্ভীর। একটা হাত রাখলেন র‍্যালফের কাঁধে। 'এই মানুষটা নিজের নাম বলেছে ডেনিশ ডিডল। আমার মনে হচ্ছে তুমি একে চেনো।'

নেভিল জানতে চাইলো, 'উনি এখানে কী করছেন?'

'আমার মনে হয় এই সমস্ত ঘটনার পেছনে ওনার উপস্থিতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,' হেডমিস্ট্রেস হতাশার স্বরে বললেন। 'ইনিই সেই মানুষ যিনি মি. প্রেস্কটকে এই স্কুলে প্রবেশ করতে সহায়তা করেছেন।'

র‍্যালফ, ম্যাকগোনাগলের দিকে ঘুরে গিয়ে বলে উঠলো, 'মানে? আপনি এ ধরনের কথা বলছেন কেন? এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

হ্যারি ধীর কণ্ঠে বললেন, 'উনি এসেছেন মি. প্রেস্কটের দলের সাথে। চেষ্টা করেছেন সব সময় আড়ালে থাকার। কারণ উনার চিন্তা ছিল তুমি হয়তো উনাকে দেখে ফেলবে। সব কিছু ঠিকঠাক ঘটে যাওয়ার পর দেখতে পেলে অবশ্য কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু বলতেই হবে, সব কিছু সেরকম হলো না যা উনি ভেবেছিলেন।'

'এ হতেই পারে না, যতসব উলটো পালটা কথা, 'র‍্যালফ বলে উঠলো। 'ড্যাড একজন মাগল! উনি মাগল'স নন-ডিসক্লোজার কন্ট্র্যাক্টে স্বাক্ষর করেছেন। করেছেন তো? ফলে চাইলেও তো উনি এটা করতে পারেন না! আমি জানি না উনি এখানে কী করতে এসেছেন। তবে আমার মনে হয় না আপনারা যা ভাবছেন সেটা ঠিক!'

মারলিনের হাত র‍্যালফের কাঁধে রাখাই ছিল। আস্তে আস্তে চাপড় দিলেন । 'মি. ডিডল তুমি নিজেই জিজ্ঞেস করে নাও তাহলে।'

র‍্যালফ বিশালাকায় জাদুকরের মুখের দিকে তাকালো রাগ আর অনিশ্চয়তার দৃষ্টিতে। তারপর তাকালো ঘরে উপস্থিত বাকিদের দিকে এক এক বারে। সে দেখা থামলো তার বাবার মুখের ওপর এসে। 'ঠিক আছে তবে তাই হোক। ড্যাড তুমি এখানে কী জন্যে এসেছো?'

ডেনিস ডিডল এখনো দুহাতে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ একটুও নড়তে দেখা গেল না উনাকে। অবশেষে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে পেছনে হেলান দিয়ে বসে মুখের ওপর থেকে হাত সরালেন। তাকিয়ে থাকলেন র‍্যালফের দিকে আরো কিছুক্ষণ। তারপর চারদিকের মানুষগুলোকে দেখলেন।

BanglaBook.org

'হুম, বলেই ফেলি তাহলে। হ্যাঁ,' নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিলেন, 'আমিই প্রেস্কটকে বলেছিলাম এখানকার কথা। আমিই ওকে চকলেট ফ্রগ আর গেমডেক পাঠিয়েছিলাম। আমি এই স্কুল এলাকার কোনো একজনের সাথে যোগাযোগ করতাম এমন একজন যে অ্যাস্ট্রোমাড্ডুক্স নাম ব্যবহার করতো। একবার যোগাযোগ করতে পেরেই বুঝে গিয়েছিলাম প্রেস্কটের পক্ষে তার জিপিএস দিয়ে এই স্কুলের অবস্থান খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হবে না ।'

র‍্যালফের মুখে ছেয়ে গেল অবিশ্বাস আর চরম হতাশার ছায়া। 'কিন্তু কেন ড্যাড? কেন তুমি এরকম একটা কাজ করলে?'

'ওহ র‍্যালফ! আমি খুবই দুঃখিত। আমি জানি বিষয়টা তোর পক্ষে খারাপ দেখাচ্ছে,' ডেনিস বললেন। 'কিন্তু পুরো ব্যাপারটা খুবই...খুবই জটিল প্যাঁচালো। প্রেস্কটের শো "ইন্সাইড ভিউ" ঘোষণা করেছিল সুপারন্যাচর‍্যাল কিছুর প্রমাণ দিতে পারলে টাকা দেবে। আমার আর্থিক অবস্থাটা মোটেই ভালো নেই রে র‍্যালফ। আমি সেই কবে থেকে একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সময়টাই খারাপ। আমাদের অর্থ দরকার। আমি ভেবেছিলাম চকলেট ফ্রগটাই যথেষ্ট হবে প্রমাণের জন্য। সত্যি বলছি! কিন্তু প্রেস্কট আরো প্রমাণ চাইলো। আমি বুঝেছিলাম আমাকে দারুণ রকমের চমকপ্রদ কিছু ওকে দেখাতে হবে, তাই...' কথা থামিয়ে উদভ্রান্ত ভাবে ঘরের সবাইকে আরো একবার দেখলেন।

'কিন্তু তুমি কোনো অর্থই পাওনি,' মারলিন নিচু কাঁপানো স্বরে বললেন। 'কিন্তু সেটাই একমাত্র বিষয় নয় এখানে, তাই না?'

ডেনিশের ভ্রু কাঁপতে থাকলো মারলিনের দিকে তাকানোর পর। কী বলবেন সম্ভবত সেটা ঠিক করতে পারছে না। পাশে দাঁড়ানো সাকারিনা অর্থবহ ভাবে গলা খাঁকাড়ি দিলেন। ডেনিশ তাকালেন ওর দিকে, মারলিনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে। 'অর্থ,' অনিশ্চিত ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বললেন, 'প্রেস্কট বলেছিল যখন অনুষ্ঠানটা সম্প্রচার হবে তখন টাকা দেবে আমায় প্রমিজ করেছিল।'

'কিন্তু এখন তো আর কোনো অনুষ্ঠানই হবে না,' মারলিন বললেন শান্ত গলায়।

'ড্যাড, তুমি বাকি জগতের সামনে ম্যাজিক্যাল জগতকে বেচে দেওয়াটাকে দামি বলে মনে করেছিলে। যা করে তুমি কিছু অর্থ পেতে। যা আমাদের জীবনে কিছু সময়ের জন্য স্বস্তি নিয়ে আসতো। ব্যাস ? র‍্যালফ কথাগুলো বলার ভঙ্গিতে দোষ চাপানো নয়, ছিল এক তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। সে স্বরে এমন এক হতাশার সুর ছিল যা জেমসের বুকের ভেতর গিয়ে ধাক্কা মারলো।

'না, নারে র‍্যালফ না! ডেনিস বললেন, তারপর অন্য দিকে তাকালেন। 'সত্যি বলছি আমি একবারও ভাবতে পারিনি যে এটার জন্য পুরো জাদুজগতের অস্তিত্বে ঘা লাগবে। মানে আমার মাথায় ছিল শুধুমাত্র একটা ফালতু টিভি শো এর কথা। তা ছাড়াও থেমে গেলেন, কী বলবেন সেটার ভাবনা নিয়ে যে ওর মনের ভেতর একটা টানাপোড়েন চলছে বোঝা যাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

'তাছাড়া কী?' মারলিন শান্ত ভাবে জানতে চাইলেন।

ডেনিশ মারলিনের দিকে তাকালেন, মুখে উদ্বেগের ছাপ, ডান ভুরু কাঁপছে। 'তাছাড়া, এই ম্যাজিক্যাল দুনিয়া আজ অবধি আমার জন্য কী করেছে?' কথাটা বলেই দুহাতে মুখ ঢাকলেন। একটা বড় শরীর কাঁপানী শ্বাস নিলেন। 'আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছিল, ব্যাস। দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল অবহেলায়, ঠিক যেন আমি একটা...আমি একটা অপদার্থ মিউট্যান্ট! আমার নাম...আমার পরিবার সব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আমার কাছ থেকে। আমার বাবা মা পর্যন্ত আমাকে ত্যাগ করেছিলেন! কারণ আমি তাদের মতো নই! তাদের সাথে যোগাযোগ করা বা কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার জন্য। ওরা বলেছিলেন আমাকে মাগল জগতে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে, কারণ আমি ওখানের জন্যই জন্মেছি। ওরা বলেছিল আমি ওখানেই আনন্দে থাকবো। কতটা আনন্দে সেটা বোধ হয় আমি ওদের দেখাতে পেরেছি, কি বলেন আপনারা? ওরা চাননি আমার জন্য ওদের সম্মান নষ্ট হোক জাদুর দুনিয়ায়। তাহলে আমিই বা কেন ম্যাজিক্যাল জগতের গোপনীয়তা নিয়ে মাথা ঘামাবো ?'

র‍্যালফের মুখে কেউ যেন একটা অবিশ্বাসীর মুখোশ চাপিয়ে দিয়েছিল ওই মুহূর্তে। 'তুমি কী সব বলছো ড্যাড? তুমি তো উইজার্ড নও। গ্র্যান্ডমা আর গ্র্যান্ডপা মারা গিয়েছিলেন আমার জন্মের আগেই। তুমি নিজেওতো ঠিক আমার মতই অবাক হয়ে গিয়েছিলে যখন হগওয়ার্টস থেকে চিঠিটা আসে।'

ডেনিশ ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন। 'র‍্যালফ আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলামরে আমার অতীতের কথা। অনেক অনেক দিন আগের ব্যাপার ওসব আমি চেষ্টা করেছিলাম ওগুলোকে মুছে ফেলতে। আমি আসলে একটা কলঙ্ক আমাদের পরিবারে। তোর দাদা দাদু এবং তোর চাচারা সবাই জাদুকর ছিলেন। কিন্তু আমি একজন স্কুইব। জন্মেছিলাম কোনো ক্ষমতা ছাড়াই। ওরা আমাকে যতদুর সম্ভব বড় করে তুলেছিলেন। আসলে আমার আচার আচরণ ওরা ঘৃণা করতেন। নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর পর যখন নিশ্চিত হলেন আমার কোনো ম্যাজিক্যাল ক্ষমতা নেই তখন ওরা সেটা আর সহ্য করতে পারলেন না। আমাকে লুকিয়ে রাখলেন পুরো জাদুজগতের কাছ থেকে। আমি ছিলাম ওদের জীবনের এক ঘৃণ্যতম সিক্রেট। কিন্তু আমাকে পুরোপুরি লুকিয়ে রাখা ওদের পক্ষে সম্ভব হলো না। অবশেষে যখন আমার বারো বছর বয়েস হলো, ওরা আমাকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে রাখা হলো একটা মাগল অনাথাশ্রমে। ওখানে জানানো হলো আমার বাবা মা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। শপথ করিয়ে নিলেন যে, আমি কখনোই ওদের ব্যাপারে কোনো কথা বলবো না। কখনোই ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো না। আমার মা...এটায় দুঃখ পেয়েছিলেন। উনি কাঁদতে কাঁদতে নিজের মুখ লুকিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন কঠোর মানুষ। মা উনার বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। এক মাগল ড্রাইভার জোগাড় করে আমাকে অনাথাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। মা থেকে

BanglaBook.org

গেলেন গাড়ির ভেতরে আর বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ভেতরে। মা আমাকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা সেটাও করতে দেননি। বলেছিলেন যত মায়া কাটাতে পারবে ততই আমাদের পক্ষে ভালো। অনাথাশ্রমের কর্মীদের ওপর উনি স্মৃতি বিনির্মাণের মন্ত্র প্রয়োগ করেন। ওদের বিশ্বাস করিয়ে দেন যে আমাকে আমার বাবা মার মৃত্যুর পর এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে। আমাকে একটা বিছানা আর এক প্রস্থ জামা কাপড় দিয়ে আমার বাবা বিদায় নেন। এরপর আমি আর কোনোদিন আমার বাবা মাকে দেখতে পাইনি।'

চুপ করে গেলেন মি. ডিডল। তাকিয়ে থাকলেন র‍্যালফের মুখের দিকে। মারলিন বললেন, 'মি. ডিডল বোঝাই যাচ্ছে আপনি অনেক কষ্টভোগ করেছেন জীবনে। আমার মনে হয় ডিডলটা আপনার আসল পদবী নয়?'

'না। আমার বাবা এই পদবীটা বানিয়েছিলেন আমার জন্য,' তিক্ত স্বরে বললেন ডেনিস। 'যেটাকে আমি ঘেন্না করি।'

'স্যার আপনার আসল নাম পদবীটা বলবেন?'

'ডলোহভ,' র‍্যালফের বাবা উত্তর দিলেন, প্রায় এক মৃতপ্রায় কণ্ঠস্বরে। 'আমার নাম ডেনিস্টন গাইলস ডলোহভ। ম্যাক্সিমিলিয়ন এবং উইলহেল্মিনা ডলোহভ এর সন্তান আমি। অ্যান্তোনিন এর সৎ ভাই।'

ঘরে কিছু সময়ের শীতল নীরবতা জমাট বেঁধে রইলো। ম্যাকগোনাগল বললেন, 'মি. ডলোহভ, আপনি কি অনুমান করতে পারছেন আপনি যা করেছেন তার জন্য আপনাকে আজকাবানে পাঠানো হতে পারে?'

ডেনিস চোখ পিট পিট করে তাকালেন। মনে হলো একটা ঘোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। 'কি? না, না, কখনোই ভাবিনি। আমি আইনের বিরুদ্ধাচারণ করার মতো কিছু করবো না এই শপথ নিয়েছিলাম।'

সাব্রিনা আবার হালকাভাবে কাশলেন। 'আমার মনে হয় মি. ডিডল আপনার আর কোনো উত্তর দেওয়া উচিত নয় যতক্ষণ না আপনার পক্ষের আইনজীবী উপস্থিত হচ্ছেন।'

'কেন?' ডেনিস বললেন সাকারিনার দিকে তাকিয়ে। 'আমি কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি? আপনি বলেছিলেন–

সাকারিনা কথা চাপা দিয়ে বললেন, 'এটা আপনার ভালোর জন্যই বললাম, স্যার।'

ডেনিস উঠে দাঁড়ালেন, 'কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন এই জগতের ভালোর জন্য আমার এই কাজ।' হ্যারির দিকে তাকালেন। 'জানেন, এই মহিলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যদি প্রেস্কট ও তার দলবল আর্থিক ব্যাপারে ঝামেলা করে উনি সেটা দেখবেন! উনি এটাও বলেছিলেন এই ব্যাপারটা যেকোনো মূল্যের আর্থিক বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ! যখন আমি ওদের কাছে গিয়েছিলাম–'

BanglaBook.org

সাকারিনা বরফশীতল কণ্ঠে বললেন, 'সিট ডাউন, মি. ডিডল!'

'ওইটা বলে আমায় ডাকবেন না! আমি ওই শব্দটাকে ঘেন্না করি!' ডেনিশ সাকারিনার কাছ থেকে সরে গিয়ে বললে। তাকালেন হ্যারির দিকে। 'ওরা আমায় বলেছিলেন প্রেস্কটের সাথে এ বিষয়ে কথা বলাটায় কোনো সমস্যা নেই! আমি ওদের বলেছিলাম আমি কী ভাবছি এ বিষয়ে। আমি জানতাম এটা নিয়ে আমাকে মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলতে হবে। ওরা বলেছিল, যে কন্ট্র্যাক্টটায় আমি স্বাক্ষর করেছি সেটা আমাকে আটকাতে পারবে না এ কাজ করা থেকে। কারণ আমি তো মাগল নই। আর যেহেতু আমি অনেক অনেক দিন আগেই জাদু দুনিয়াকে ত্যাগ করেছি। আর তখন আমার সুরক্ষার চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করার বয়স হয়নি। তাই আমার দিক থেকে কোনো রকম আইনভঙ্গ হবে না এ কাজ করলে। উনি জানিয়েছিলেন চিন্তার কিছুই নেই! উনি এটাও বলেছিলেন যে এই কাজটা করা হচ্ছে সবার ভালোর জন্য। এই কাজটা করলে আমি হিরো হয়ে যাবো!'

'মিস সাকারিনা,' হ্যারি নিজের জাদুদণ্ড বের করলেন, ব্যবহার অবশ্য করলেন না, 'এই ব্যাক্তিটির অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার কিছু বলার আছে?'

অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে সাকারিনা উত্তর দিলেন, 'আমার এ ব্যাপারে কিছুই বলার নেই। উনি একজন সাঙঘাতিক মানুষ। এরকম একজন মানুষের কথায় কেউই বিশ্বাস করবে না।'

'মি. রিক্রিয়ান্ট?' হ্যারি হতভম্বিত হয়ে থাকা মানুষটার দিকে ঘুরে বললেন, 'আপনি কি মিস সাকারিনার বলা কথাকে সমর্থন করেন?'

রিক্রিয়ান্টের চোখ একবার হ্যারি একবার সাকারিনার দিকে ঘোরা ফেরা করতে থাকলো। 'আমি...' কথা বলা শুরু করে মাথা ও স্বর দুটোই নামালেন। 'আমি এ ব্যাপারে মিস সাকারিনার অনুপস্থিতিতে কথা বলতে চাই।'

'মি. রিক্রিয়ান্ট, আপনার সুপিরিয়র হিসাবে, আমি সাবধান–'

'আপনি কাউকেই সাবধান করে দিতে পারেন না ম্যাডাম,' নেভিল কঠোর স্বরে বললো, নিজের জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে।

'অ্যাম্বাসাডোরিয়াল সিকিউরিটির নামে শপথ করে বলছি, আমি বাধ্য হচ্ছি...' সাকারিন কথা বলতে শুরু করেও থেমে গেলেন হ্যারিকে ওর দিকে জাদুদণ্ড তাক করতে দেখে।

'মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক এবং অরোর ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে,' হ্যারি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মিস ব্রেন্ডা সাকারিনা আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি ইন্টারন্যাশনাল কোড অব উইজারডিং সিক্রেসীর সেকশন টু উলঙ্ঘন এবং মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকের সম্পত্তি চুরির দায়ে।'

সাকারিনা হাসার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেটা ভালো মতো ফুটে উঠলো না। 'মি. পটার, আপনি কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না। বোকার মতো ভয়ানক একটা খেলা

BanglaBook.org

আপনি খেলছেন। আমি শুধু সাবধান করে দিতে পারি আপনি এসব থেকে দূরে থাকুন।'

'মিস সাকারিনা আমার মনে হয় এবার থেকে যারা আপনাকে সহ্য করতে পারে না তাদের সাথে কোনো ষড়যন্ত্র পাকানোর আগে দুবার করে ভাবেন,' মারলিন বললেন অর্থময় হাসি হেসে। 'অরণ্যের ভেতর আমি মাদাম ডেলাক্রয়কে খুঁজে পেয়ে উনার সাথে এক অতি মনোরম এবং তথ্যময় বাক্যালাপ করেছি। উনি আপনার বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন। সেখানে এমন অনেক কথা বলেছেন উনি যেগুলো, আমার ভয় হচ্ছে সেগুলো আপনার পক্ষে সুবিধাজনক নয় বোধহয়।'

নেভিল মি. রিক্রিয়ান্টকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন, হেডমিস্ট্রেস অনুসরণ করলেন ওদের দুজনকে। হ্যারি জাদুদণ্ড নেড়ে ইশারা করলেন। 'আসুন মিস সাকারিনা, টাইটাস হার্ড ক্যাসল অপেক্ষা করছেন আপনাকে মন্ত্রণালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উনার আবার বেশি অপেক্ষা করা ধাতে সয় না।'

সাকারিনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারছিলেন এছাড়া আর কোনো পথ এই মুহূর্তে ওর সামনে খোলা নেই।

ড্যাডের আগে আগে সাকারিনাকে বেরিয়ে যেতে দেখে জেমস মনে মনে ভাবলো– সন্দেহ নেই নিজেকে বাঁচানোর মতো শক্ত পোক্ত ঢাল তৈরিই আছে উনার। ওদের মতো মানুষদের সব সময়েই অনেক রকম পন্থাপদ্ধতি থাকে দোষ ঢাকার। যদিও এই মুহূর্তে ব্রেন্ডা সাকারিনার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। গ্রেট হলের দিকে দরজাটা খুলে যেতেই জেমস দেখতে পেলো টাইটাস হার্ড ক্যাসল জাদুদণ্ডটা মাটির দিকে নামিয়ে রেখে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

জেমস দেখলো আপাতত ঘরে ও নিজে, মারলিন, র‍্যালফ, জেইন আর ডেনিস ডলোহভ।

ডেনিস ছেলের দিকে তাকিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'সরি র‍্যালফ। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি...বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম।'

র‍্যালফ চোখ নামিয়ে বইলো, 'তুমি আমায় সব কথা বলতে পারতে ড্যাড।'

ডেনিস মাথা ঝুঁকালেন। একটু পরে তাকালেন মারলিনের দিকে। 'আমাকে কি জাদুকরদের কারাগারে পাঠানো হবে? জানতে চাইলেন স্থির স্বরে। 'আমি তাহলে...আমি তাহলে সেখানেই চলে যাবো।'

'সম্ভবত, আমার সেটা মনে হচ্ছে না মি. ডলোহভ,' মারলিন ওদেরকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন। খুললেন দরজাটা। 'যদিও আপনার কাজটা একটা বিরাট হইচই পাকিয়ে দিয়েছে। তার থেকে ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে একসময় এই স্কুলের সুরক্ষা ব্যবস্থা যেরকম ছিল সেরকম আর নেই। অন্তত আধুনিক মাগল টেকনোলজির সামনে তো নয়ই। আপনার কাছেই হয়তো এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা আছে কিভাবে এটাকে উন্নত করা যায়।'

Banglabook.org

ডেনিস ভুরু উঁচিয়ে তাকালেন। 'আপনি কী বলতে চাইছেন বলুন তো? আপনি কি আমার সাহায্য চাইছেন এ ব্যাপারে?'

মারলিন কাঁধ উঁচু করলেন। 'আমি আসলে দুটো আগ্রহজনক বিষয়কে একত্রিত করার চেষ্টা করছি। আপনার একটা কাজ দরকার আর আমাদের দরকার একটা নতুন করে ঢেলে সাজানো সুরক্ষা ব্যবস্থা। মাগল টেকনোলজির ব্যবহারে আপনি একজন দক্ষ প্রায় জাদুকরদের মতোই। আমার মনে হয় আপনি এই ব্যাপারে বেশ ভালোই কাজ করতে পারবেন।'

ডেনিস স্বস্তির হাসি সহ বললেন, 'আমি অবশ্যই এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাববো স্যার।'

লম্বা লম্বা পায়ে গ্রেট হলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মারলিন বললেন, 'অবশ্য, এই স্কুলের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে এরকম কোনো কাজের বরাত দেওয়ার মতো ব্যক্তি নই। তবে আপনাদের হেডমিস্ট্রেসকে আমি চিনি। দেখি আপনার জন্য কী করতে পারি।'

র‍্যালফ আর জেমসের সাথে হেঁটে যেতে যেতে জেইন বললো, 'তাহলে, র‍্যালফ তোর অতীতটা সত্যি সত্যিই দারুণ একটা জাদুর জগতের সাথে জড়িত। যদিও তারা ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর এবং শুদ্ধ রক্তের গর্বে মেতে থাকা মানুষ। তাতে কিছু আসে যায় না। তবে উত্তরটা পাওয়া যায় কেন তোকে শ্লিদারিনে পাঠানো হয়েছে।'

'হয়তো তাই,' র‍্যালফ আস্তে করে বললো। 'একটা দিনের পক্ষে আজকের ঘটনাটা আমার কাছে খুবই বাড়াবাড়ি রকমের মারাত্মক। তবে যা-ই হয়ে থাকুক আজ অবধি কোনো কৌশলই আমি নিজে করিনি সেটা ভালোই বুঝতে পারছি । সব করেছে ওই জাদু ছড়ি।'

মারলিন সিঁড়ির কাছে থেমে ঘুরলেন। তাকালেন র‍্যালফের দিকে। 'তুমি আমার জাদু ছড়িটার রক্ষক ছিলে?'

'হুম,' র‍্যালফ অনিচ্ছার সাথে জবাব দিলো। 'কাউকে মেরে ফেলা থেকে বাঁচানোর জন্য ওটাকে সাথে রেখেছিলাম বলেই আমার ধারণা। না জেনে বুঝেই যদিও।'

জেইন বললো, 'একদম ওর কথা শুনবেন না। ও ওটাকে দারুণভাবে ব্যবহার করেছে। একবার জেমসের জীবনও বাঁচিয়েছে ওটা দিয়ে। একটা কলা থেকে গোটা একটা পীচ গাছের জন্ম দিয়েছে জানেন! আবার সাথে সাথে ডার্ক আর্ট প্রতিরোধ শেখার ক্লাসে ভিক্টরির মাথার চুল উঠিয়ে টাকও বানিয়েছে ওটা দিয়েই। যেটা অবশ্য আমরা অনেকেই করতে চেয়েছিলাম বারবার ভিক্টরির বকবকানি থামানোর জন্য।'

মারলিন র‍্যালফের কাছে ফিরে এলেন। জেমস নিশ্চিত একটু আগেও মহান উইজার্ডের কাছে উনার জাদু ছড়িটা ছিল না, র‍্যালফের সামনে একটা হাঁটু জমিতে রেখে বসা মাত্রই ওটা দেখা গেল উনার ডান হাতে। পুরোটা কালছে রঙের, কিন্তু জেমসের মনে পড়লো আগের রাতেই ওটা কিরকম সবুজ আলোর দ্যুতি ছাড়ছিল।

BanglaBook.org

'মি. ডিডল নাকি মি. ডলোহভ কি বলে ডাকবো তোমাকে?' মারলিন বললেন।

র‍্যালফ উত্তর দিলো, 'আমি ডিডল শব্দটার সাথেই বেশি জড়িয়ে আছি। আমি জানি না আমি ডলোহভের উপযুক্ত কিনা। সরি ড্যাড।' ডেনিস স্মিত হাসলেন ।

'তাহলে মি. ডিডলই বলি,' মারলিন বললেন। 'সব জাদুকর এই জাদু ছাড় সামলানোর ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। তুমি শুনেছ নিশ্চয় যে জাদুদণ্ড জাদুকরকে বেছে নেয়। আর সেটা খুবই সত্যি কথা। মাদাম ডেলাক্রয় মনে করতেন তুমি আর পাঁচটা সাধারণ বাহক যে ওটা বহন করেছিল। কিন্তু ওর ভাবনা ভুল। এই লাঠিই তোমাকে বেছে নিয়েছিল। ব্যবহার করা তো দূরে থাক একে ধরে রাখতে পারাই কোনো সাধারণ মাপের জাদুকরের পক্ষে অসাধ্য কাজ। কিন্তু তুমি কিছু না জেনেই এটাকে নিজের সাধ্যমতো ব্যবহার করেছো। তুমি জানতেও না এটার শক্তি কতটা, তবুও ওটাকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছো। ওটা তোমার কথা শুনেছে। আর সেটাই হলো একজন সেরা জাদুকরের সবচেয়ে বড় ক্ষমতার চিহ্ন। মি. ডিডল এই জাদুছড়ির কিছুটা এখন তোমার মালিকানাভুক্ত। আমি সেটা অনুভব করতেও পারছি। আমি বুঝতে পারছিলাম এর কিছু অংশ আর আমার আয়ত্বে নেই, কিন্তু কে তার অধিকারী ধরতে পারছিলাম না। এখন বুঝলাম সেটা কে।'

মারলিন লাঠিটা নামিয়ে রাখলেন হাঁটুর ওপর। চোখ বন্ধ করে লাঠিটাকে স্পর্শ না করে কিছু একটা মাপলেন। সেই সবুজ আলোর দৌড়াদৌড়ি আবার দেখা গেল লাঠিটায়। লাঠিটার নিচের দিকটা চেপে ধরলেন একহাতে। তারপর আরেক হাতের চাপে নিচ থেকে এক ফুট মতোন ভেঙে ফেললেন এক মোচড়ে। চোখ খুললেন এবং সেই অংশটুকু বাড়িয়ে ধরলেন র‍্যালফের দিকে।

'মি. ডিডল আমার মনে হয় তোমার একটা জাদুদণ্ডের দরকার আছে।'

র‍্যালফ কাঠের টুকরোটা নিলো মারলিনের কাছ থেকে। সাথে সাথেই ওটা রূপান্তরিত হল সেই আগের মতোই মোটা ভোঁতা অদ্ভুত দর্শন একদিক চাঁছা লেবু সবুজ রঙ করা লাঠিতে। র‍্যালফ হেসে বার কয়েক এহাত ওহাত করলো ওটাকে।

মারলিন বললেন, 'আমার মনে হয় না এটা আর আগের মতো অত শক্তিশালী হবে বা কাজ করবে।' নিজের লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওটা এখন অনেকটাই ছোট দেখাচ্ছে উনার শরীরের তুলনায়। 'তবুও আমি নিশ্চিত তুমি ওটা দিয়েই অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করতে সমর্থ হবে।'

র‍্যালফ যথেষ্ট সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, 'ধন্যবাদ।'

মারলিন ভ্রু ওপরে তুলে বললেন, 'আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই। ওটা তোমার প্রাপ্য মি. ডিডল। ওটার স্রষ্টা যে তুমি।'

জেইন মুচকি হেসে বললো, 'তাহলে মহান জাদুকর ভীতু সিংহকে তার সাহস প্রদান করলেন। আচ্ছা জেমস কবে একটু বুদ্ধি পাবে বলুন তো?'

মারলিন আর একটু ভুরু উঁচিয়ে জেইন এবং জেমসকে দেখলেন।

BanglaBook.org

'ওর কথায় কান দেবেন না,' জেমস বললো, হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। 'ওসব মাগলদের ব্যাপার স্যাপার। আমরা বুঝতে পারবো না।'

'চল চল তাড়াতাড়ি চল! র‍্যালফ হাঁক দিলো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে। 'আমি টেড আর বাকি গ্রেমলিন সদস্যদের দেখাতে চাই আমি আমার জাদুদণ্ড ফিরে পেয়েছি! টাবিথা করসিকা তার বিচ্ছিরি ঝাড়ুটা নিজের কাছেই জমিয়ে রাখুক।'

ওরা সঞ্চরণশীল সিঁড়ি দিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহের সাথে উঠতে থাকলো। ওদের অনুসরণ করলেন মারলিন আর নতুন জন্ম লাভ করা ডেনিস ডলোহভ।

ডেনিস মারলিনের কাছে জানতে চাইলেন, 'র‍্যালফ ওইটা সামলাতে পারবে তো?'

মারলিন মৃদু হাসলেন এবং সিঁড়ির ধাপে নিজের লাঠিটা ঠুকলেন। কেউ লক্ষ্য করলো না একরাশ লেবু সবুজ রঙা আলোর ফুলকি জোনাকির মতো ওপর দিকে উড়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একবিংশ অধ্যায়
সবুজ বাক্সের উপহার

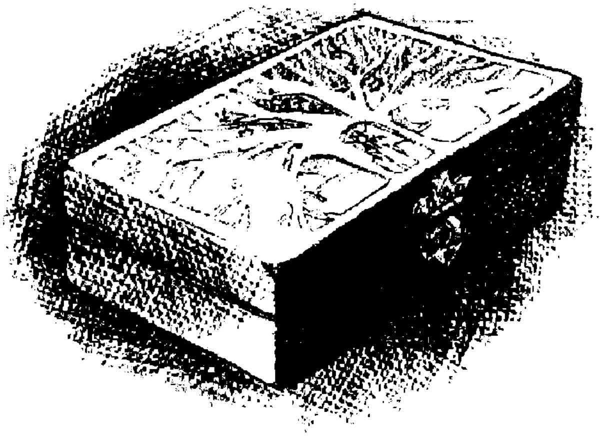

স্কুলে প্রথম বছরের শেষ সপ্তাহটা জেমসের চোখের সামনে দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে গেল যেন কোনো চাপ নেই, নেই কোনো ভয়ানক রকমের অ্যাডভেঞ্চার বা মরণপন প্রচেষ্টার চিন্তা। তুলনামূলক ভাবে অনেক কম চিন্তাভাবনার দরকার এমন কিছু নিবন্ধ লিখতে হলো। আর তার সাথে চললো জাদুদণ্ড ব্যবহারের শিক্ষা। হল অফ দ্যা এল্ডারস ক্রসিং-এর উত্থানের পর যা ঘটে গেল তার তুলনায় এগুলো তো কিছুই না। হাফলপাফরা এবারের হাউজ কাপ জিতলো। এতে কেউ অবাক হলো না। কারণ মারলিনের প্রত্যাবর্তনের ষড়যন্ত্র আটকানোর পথে যে সমস্ত ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে তাতে ওই হাউজের সদস্যরা সবচেয়ে কম পয়েন্ট খুইয়েছে। করসিকার ঝাড়ুকাণ্ডে গ্রিফিন্ডর আর র‍্যাভেনক্লদের পঞ্চাশ করে পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে।

স্কুলের শেষদিনের সকালে জেমস নিজের বই খাতা আর অতিরিক্ত পোশাক-আশাক ট্রাঙ্কে ঢুকাচ্ছে। হঠাৎ নোয়ার গলা ভেসে এলো সিঁড়ি থেকে, ওকে ডাকছে।

'রন উইজলি ফায়ার প্লেসে উপস্থিত। তোর সাথে কথা বলতে চাইছেন।'

জেমস হেসে বললো, 'দারুণ! বলে দে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি ওখানে!'

BanglaBook.org

মিনিটখানেক পর পড়িমরি করে ছুটে জেমস যখন ওখানে পৌছালো, টাই বাঁধা হয়নি পুরো। ওকে দেখেই আঙ্কল রন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে এই তো জেমস এসে গেছে! সব ঠিকঠাক? বছরটা ভালো কাটলো তো?'

জেমস সম্মতির সুরে বললো, 'আমার তো তাই মনে হয়। মনে হচ্ছে পাশ করে যাবো। জানো পুরো সোমবার রাতটা ফ্র্যাঙ্কলিনের ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের প্র্যাকটিস করে গেলাম। আর পরীক্ষা দেওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ঘটলো এক ভয়ানক ব্যাপার। বুঝতে পারলাম...আমি সব ভুলে গিয়েছি।'

'ওরে পাগল আমি তোকে স্কুলের পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করছি না,' মুচকি হেসে আগুনের ভেতর থেকে মুখটা বললো। 'শোন না তোর ড্যাড আমায় বলেছে তুই কিভাবে মারলিন ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিস। দারুণ ব্যাপার, তোর ভাবনায় একটুও ভুল ছিল না।'

জেমস মুচকি হেসে বললো, 'হ্যাঁ, ওই...ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদই ছিল তবে অদ্ভুত রকমের উলটোপালটা ব্যাপার যাকে বলে তারপর পাঁচ সপ্তাহ ধরে স্কুলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এখন তো মনে হয় ওই ঘটনাগুলো অন্য কারো সাথে ঘটেছিল।'

রন সম্মতির সুরে বললেন, 'হ্যাঁ সেরকমই মনে হয়, ঠিকই বলেছিস। জীবনের চলার পথের উত্তেজনাময় অংশগুলো খুব তাড়াতাড়ি মন থেকে মুছে যায়। আর একঘেয়ে ব্যাপারস্যাপারগুলোই জমে বসে থাকে। আমার মনে হয় এটাই আমাদের মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি। ও হ্যাঁ যেটা জানতে চাইছিলাম, প্রফেসর জ্যাক্সন কেমন আছেন?'

জেমস চোখ বড় বড় করে বললো, 'আরে কোনো কিছুই ওই স্টোনওয়ালকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারে না। আসল জাদুদণ্ডটা ভেঙে যাওয়ার পর যেটা নিয়ে উনি লড়েছিলেন সেটা খুব একটা ভালো ছিল না আগেরটার মতো। তবুও মাদাম ডেলাক্রয়ের সাথে দ্বৈত যুদ্ধে উনি খুব বেশি আহত হননি। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে জ্যাক্সন তাড়া করে গিয়েছিলেন মাদামকে। তারপর একটা ফাঁকা জায়গায় ওকে ধরে ফেলেন। যদিও ওখানে ডেলাক্রয় একটা শয়তানি চাল চালেন। ওর হয়ে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানান শত্রুপক্ষের ড্রায়াড আর নায়াডদের। গাছগুলো পেছন থেকে আঘাত করে জ্যাক্সনকে ছিটকে ফেলে দেয়। তাতেই উনার কপালে কেটে যায়। প্রেস্কট চলে যাওয়ার পরের দিন থেকেই শুরু করে দিয়েছেন ক্লাস নেওয়া। সাথে আমার আর জেইনের ওপর যত রকম ভাবে পারছেন চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন।'

রন ভ্রু কপালে তুলে বললেন, 'এর জন্য বোধহয় মানুষটাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না কি বলিস?'

'আমরা ওনার ব্রিফকেস ফেরত দিয়ে দিয়েছি এবং যতভাবে সম্ভব ক্ষমা চেয়েছি। মানে বলতে চেয়েছি যে আমরা ওনার সারা জীবনের প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়েছি।

BanglaBook.org

মারলিনের পোশাকটা সামলে রেখে সবচেয়ে ভয়ানক জাদুকরের প্রত্যাবর্তন আটকানো আরকি। কিন্তু দ্যাখো, মারলিনের ফিরে আসাটা ইতিবাচক হয়েছে। ডেলাক্রয়কে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমেরিকায়। উনার বিচার হবে আমেরিকান উইজার্ডিং আদালতে। সব তো শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাকই হয়েছে তাই না?'

'আমি শুধু এটাই বলতে পারি, আমি যদি উনার জায়গায় থাকতাম তবে আমি এমন ব্যবস্থা করতাম যাতে তুই যতবার ড্রয়ার খুলতিস মাকড়সা তোর গায়ে লাফিয়ে পড়তো,' রন বললেন দুষ্টুমির স্বরে। 'তবে এটা একান্ত আমার ভাবনা। আমার মন সবসময় এরকম কিছুই করতে চায়।'

'আঙ্কল রন, একটা সত্যি কথা বলি তাহলে। ইদানীং আমার প্রফেসর জ্যাক্সনকে খুবই ভালো লাগছে।'

'জেমস, তোর কথাতেই বোঝা যাচ্ছে তুই বড় হচ্ছিস, অভিজ্ঞ হচ্ছিস, কাজেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষমা চাওয়াটা খুব ভালো একটা ব্যাপার। কিন্তু "সরি" শব্দটায় মোটেই কোনো জাদু নেই। তুই শুধুমাত্র প্রফেসর জ্যাক্সনের পরিকল্পনাটাই বানচাল করে দিয়েছিলি তাই না, তুই উনার গর্বের জায়গাটাতেই ধাক্কাটা মেরেছিলি। তুই সফল হয়েছিলি ওকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপারে। ওর মনে সবসময় এটা থেকেই যাবে যে তুই ওকে বোকা বানিয়েছিলি। ওর মতো মানুষের পক্ষে এটা মন থেকে মুছে ফেলা বেশ কঠিন। এর জন্য ওকে তুই দায়ী করতে পারিস না, ঠিক কিনা বল?'

'না, পারি না,' জেমস মেনে নিলো। 'জানো, উনি আমাদের টেকনোম্যান্সীতে কিন্তু ফেল করিয়ে দেননি। যেটা করতেও পারতেন।'

'একজন খাঁটি মানুষ। আশা করছি ক্লাসওয়ার্কের চাপ আর নেই। আরে জীবনের অন্যান্য দিকেও যে তুই আছিস সেটাও তো দেখাতে হবে।'

কাছ থেকে নোয়ার গলা ভেসে এলো, 'অথবা জীবনের স্রোতে ভাসতে হবে।'

রন গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আমি শুনতে পেয়েছি, মেটজকার। এটা একটা দারুণ রকম পটার ঐতিহ্য, স্কুলে কোনোরকমে উৎরে যাওয়া। যার শুরু হয়েছিল প্রথম জেমস পটারকে দিয়ে। তা আপনার খবর কী, মি. গ্রেমলিন?'

নোয়া জানালো, 'সব জায়গার বোর্ড অনুসারে এ বছরের সব চেয়ে বেশি মার্কস পেয়েছি।'

রন হাসলেন। 'এর জন্য ধন্যবাদটা, সন্দেহ নেই পেট্রার প্রাপ্য। গ্রেমলিনদের কাছে ওর গুরুত্ব ঠিক ততটাই যতটা আমার আর হ্যারির কাছে হারমাইওনির ছিল। একটু দাঁড়া। জেমস, মাই ডিয়ার ওয়াইফ তোকে কিছু বলবে বোধ হয়।'

জ্বলন্ত কয়লা থেকে মুখটা অদৃশ্য হলো। একটু পরেই ওখানে স্মিত হাসি এবং এক মাথা ঘন চুলের অধিকারিনী হারমাইওনির মুখ দেখা গেল। উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন, 'আররে জেমস! তোকে তো দারুণ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে। শোন তোর আঙ্কলের কথা একদম শুনবি না। ও নিজে যথেষ্ট পড়াশোনা করতো। সাথে বাকি পাঁচজনের মতোই ও নিজেও ভালো মার্কস না পাওয়ার দুশ্চিন্তায় ভুগতো।'

BanglaBook.org

আর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'এগুলো মোটেই সত্যি না!' হারমাইওনি মুখ ব্যাঁকালেন।

'কোনো বদল হয়নি, একই থেকে গেছে। তোর বাবা মা খুব খুশি হবেন। আমরা তো খুশি হয়েছিই। বিশ্বাসই করতে পারছি না কি তাড়াতাড়ি সময়টা চলে গেল। মনে হচ্ছে গতকালই আমরা স্কুলে ক্লাস করেছি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমনরুমের চারদিকটা দেখলেন। 'একেবারে আমাদের সময়ের মতই আছে। আগামী বছরে সময় করে একবার যাবো। পুরনো দিনের জায়গায় ফিরে যেতে ভালোই লাগে।' কয়লার আগুনেও স্পষ্ট দেখা গেল হারমইওনির চোখের কোনা চিকচিক করে উঠলো। বার দুয়েক চোখ পিট পিট করে জেমসের দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ যা বলছিলাম জেমস। রন তোর ড্যাডের সাথে কথা বলেছে, ওরা কিছু জানতে চান তোর কাছে। আমার যদিও মনে হয়েছিল ব্যাপারটা ওদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন বললেই ভালো হয়। কিন্তু ওরা দুজনেই এতটা চিন্তিত বিষয়টা নিয়ে যে ওরা তোর মতামত জানতে চেয়েছেন।'

জেমস ফায়ারপ্লেসের দিকে নিচু হয়ে ঝুঁকে জানতে চাইলো, 'কি ব্যাপার?'

'আরে নীলডাউন হওয়ার দরকার নেই,' হারমাইওনি ধমকের স্বরে বললেন। 'তোর প্যান্টে ছাই লেগে যাবে। কথাগুলো তোদের হেডমিস্ট্রেসকে নিয়ে। জানিস, উনি অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন।'

জেমস জানতো না। 'তাই নাকি? কিন্তু...এরপর উনি কী করবেন?'

হারমাইওনি জেমসের দিকে এমন ভাবে তাকালেন বোঝাই গেল চেষ্টা করছেন এটা বোঝার যে, কথাগুলো জেমসের বয়সের উপযুক্ত হবে কিনা। 'ব্যাপারটা হয়তো তোর পক্ষে বোঝা বেশ শক্ত কিন্তু এটা বলতে পারি হগওয়ার্টস স্কুলের চার দেওয়ালের বাইরে ওর জন্য একটা আলাদা জীবন হয়তো অপেক্ষা করে আছে। উনি হয়তো, আমার মনে হচ্ছে, মি. ফিনির দেওয়া আমন্ত্রণ রক্ষা করতে লন্ডনে যাবেন।'

'তাই নাকি?' জেমস কঁকিয়ে উঠলো বলা যায়।

'তাই নাকি?' বই থেকে মুখ তুলে কাছেই কাউচে বসে থাকা নোয়াও পুনরাবৃত্তি করলো কথাটা।

হারমাইওনি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'আমি তোদের দুজনকেই নিশ্চিত করতে পারি ওটা হবে একটা অফিসিয়াল সাক্ষাৎ। উনি যাবেন মি. ফিনির কিছু মেমোরী মডিফিকেশনের জন্য। যদিও এখানে ওনার ঘুরে যাওয়াটা পুরো ভুলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ম্যাকগোনাগলের নেই, কিছু অদল বদল করে দেবেন। এর সবটাই মি. ডলোহভের তৈরি করা প্রোগ্রামের অংশ। "ক্লিন"–এই নামেই ডাকা হচ্ছে ওটাকে। স্কুলের সিকিউরিটি রেকর্ড পরিষ্কার রাখার জন্য। তবুও,' হারমাইওনি গলার স্বর নামালেন, 'উনি মি. ফিনির ব্যাপারে একটু বেশি উঁচ ধারণা পোষন করছেন। ব্যাপারটাকে এভাবে ভাবা যেতেই পারে যে উনি হয়তো, যাকে বলে, ইয়ে নিজের একজন জীবনসঙ্গি খুঁজে পেয়েছেন। যতই হোক...'

BanglaBook.org

রনের উচ্চকৃত গলা ভেসে এলো ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে, 'হারমাইওনি!'

'যাই হোক,' হারমাইওনি, আসল কথায় ফিরলেন। 'হ্যাঁ, হেডমিস্ট্রেস অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন, সম্ভবত এই সামারেই আপাতত ওই পদটার জন্য উপযুক্ত মানুষ পাওয়া যাবে আশা করছি। খুব সম্ভবত উনি ট্রান্সফিগারেশনের ক্লাসগুলো নেবেন এবং নতুন যিনি ওই পদে আসীন হবেন তাকে সাহায্য করবেন, তা সে যে-ই হোন না কেন। কেউ কেউ নেভিল লংবটমের নাম উত্থাপন করেছেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় মনে করে ও এই পদের তুলনায় অনেক কম বয়সী, যেটা মোটেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। এটাকেই বলে রাজনীতির খেলা...'

'মারলিন!' জেমস বলে উঠলো। 'তোমরা কি উনাকে নতুন হেডমাস্টার করার কথা ভাবছো!'

একটা আনন্দসূচক উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল ফায়া প্লেসের ভেতর থেকে। হারমাইওনি কাশলেন ।

'এই যে শোনো, আমি কিন্তু এসবের ভেতরে নেই, মনে রেখো। এসব তোমার ড্যাড আর আঙ্কলের আইডিয়া। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে তুমিও এ ব্যাপারে ওদের মতোই উৎসাহী।'

'কিন্তু উনি কী করে হেডমাস্টার হবেন?' নোয়া কাউচ থেকে লাফিয়ে উঠে এলো ফায়ারপ্লেসের সামনে। 'সরি,' কথাটাও বললো একই সাথে। 'তোমাদের কথার মাঝে নাক গলানোর জন্য এবং সব কথা শোনার জন্য।'

'আরে তাই নাকি?' হারমাইওনি একটু ব্যাঙ্গের স্বরে। 'আমি তো ভাবছিলাম তুমি ওই অ্যারিথম্যান্সির বইটার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলে। কী বোকা আমি। এটাকে সিক্রেট হিসেবেই রেখো, তোমরা দুজনেই। ওহো কী সব বলছি আমি? রন আমার মনে হয় এবার তোমার বলা দরকার।' একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে এমন একটা মুখের ভাব করলো যেটা দেখে জেমসের আগেকার আন্ট হারমাইওনির কথা মনে পড়ে গেল। হারমাইওনি হাসলেন। 'জেমস, ফিরে আসার সফর ভালো হোক এই কামনা করি। সপ্তাহখানেকের ভেতরেই দেখা হবে। রোজ আর হুগো তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে আর ট্রেন থেকে কিছু কলড্রন কেক কিনে নিয়ে আসতে বলেছে। গুড ডে, নোয়া।'

ফায়ারপ্লেস থেকে সরে যেতেই আবার ভেসে উঠলো আঙ্কল রনের মুখ। 'দারুণ আইডিয়া কি বলিস?' কথাটা বলে উদগ্রীবভাবে নোয়া আর জেমসের দিকে তাকালেন।

'কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব?' নোয়া আবার জানতে চাইলো। 'মানে বলতে চাইছি, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই মানুষটাকে এই গ্রহের সবচেয়ে প্রখ্যাতিক জাদুকর বলে মনে করা হতো, তাই নয় কি? আর এখন তুমি মনে করছো মন্ত্রণালয় একদল ছোট ছেলে মেয়ের দায়িত্ব উনার হাতে তুলে দেবেন?'

'সে ব্যাপারটা যে আমরা ভাবিনি তা নয়,' রন বললেন দ্রুত। নিশ্চিত উনি নিজেও এসব নিয়ে ভেবেছেন। 'আর সেজন্য ম্যাকগোনাগল আর নেভিল তো আছেনই।

BanglaBook.org

যারা ওর দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং খানিকটা বোর্ড অব ডিরেক্টরের মতোই ভুমিকা পালন করবেন। ম্যাকগোনাগল এ ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন। অবশ্য বলা যেতে পারে আমরাই উনাকে এ ব্যাপারে কিছুটা বাধ্য করেছি। উনি ভয় পাচ্ছেন আগামীদিনে হয়তো সব কাজ ওকেই করতে হবে আর তার ক্রেডিটটা পাবেন মারলিন। এরকম যে হতেও পারে সেটাও অনুমান করতে পারছি। কিন্তু তোর ড্যাড আর আমি এটা নিয়ে ভাবছি না। মারলিনের জন্মই হয়েছে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, বুঝতে পারছিস আশা করি?'

'হ্যাঁ,' জেমস সম্মতি জানালো। 'কিন্তু তবুও, উনি এমন একটা সময় থেকে এসেছেন যখন নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ ছিল মানুষকে বোঝানো কী করলে গিলোটিনের কাছে যাওয়া থেকে বাঁচা যাবে। আমার তো মনে হয় না মন্ত্রণালয় ওনাকে হগওয়ার্টসের দায়িত্ব দিতে রাজি হবেন।'

'তোর মারলিন অবাক করে দেওয়ার মতো প্রভাব সৃষ্টিকারী মানুষ, বুঝলি জেমস,' রন বললেন সিরিয়াস কণ্ঠে। 'মিনিস্ট্রির প্রায় সবার সাথেই দেখা করেছেন উনি। অনেক অনেক সময় ধরে আলোচনা করেছেন এই সময়ে এবং যুগে কিভাবে কাজকর্ম হয় সে ব্যাপারে। আমি বলতেই পারি এই কাজটার জন্য উনি কাজ শুরু করে দিয়েছেন!'

'নোয়া বললো, 'তাহলে তুমি ওকে অন্য কোথাও বসানোর কথা কেন ভাবছো না? বলতে চাইছি যে, বিশ্বের সবচেয়ে ফেমাস উইজার্ড উনি। আর কিছু যদি না থাকে মিনিস্টার অব ম্যাজিক হতেই পারেন।'

রন হাসলেন দুষ্টুমির ভঙ্গিতে। 'আমার মনে তোরা দুজনেই খুবই ছোট ''ওভার কোয়ালিফায়েড এবং আন্ডার এক্সপেরিয়েন্স'' কথা দুটোর সঠিক মানে বোঝার জন্য। সত্যি কথা বলতে, কোনো ডিপার্টমেন্টই উনাকে চাইবেন না। মারলিনের মতো মানুষ ডেস্কের পেছনে বসে কাজ করার মানুষ মোটেই নন, এটাও একটা ব্যাপার। সাথেই এটাও ঘটনা যে, কোনো ডিপার্টমেন্টের প্রধান আধিকারিক ওকে সাথে নিয়ে বেশিদিন কাজ করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।'

'মানে তুমি বলতে চাইছো উনি নিজেই আধিকারিক হয়ে বসবেন?' জেমস জানতে চাইলো।

'সেটাও কম বলা হবে। উনি, যাকে বলে ছুঁড়ে দেওয়া বন্দুকের গুলির মতো। নিশ্চিতভাবেই এই সময়ের অন্যতম সেরা জীবন্ত উইজার্ড। কিন্তু কাজের অভিজ্ঞতায় হাজার বছরের একটা ফাঁক আছে। উনি যত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পছন্দ করেন তাতে এখনকার দিনের লালফিতের ফাঁসের মন্ত্রণালয়ের জগতে উনি বেমানান। জেমস তোর বাবাও ওর সাথে তাল মেলাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ভেবে দ্যাখ এমন একজন মানুষের কথা যে কেবলমাত্র একটা চাহনি দিয়েই তার শত্রুপক্ষের লোকদের ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। আসল কথাটা হলো মন্ত্রণালয় ওই লোকটাকে

BanglaBook.org

কোনো রকম ঝামেলা বাঁধাতে পারবে না এরকম জায়গায় আটকে রাখতে চাইছে। এমন একটা জায়গা যেটা ওই মানুষটার পক্ষে সম্মানের কিন্তু সেখান থেকে কাউকে হুমকি দেওয়া যাবে না। এর চেয়ে পরিষ্কার ভাবে বলা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ বলতে পারবে বলেও মনে হয় না।'

'আর ঠিক এই মুহূর্তে হগওয়ার্টসে একজন হেড মাস্টারের দরকারও আছে,' নোয়া বললো মুচকি হেসে।

'তাহলে?' রন বললেন নোয়ার হাসি লক্ষ্য করে। 'ব্যাপারটা আশা করছি বোধগম্য হয়েছে, কি তাই তো?'

জেমস বললো, 'যদি মন্ত্রণালয় রাজি না-ও হয় উনি ওদের রাজি করিয়েই ছাড়বেন বলেই ভাবছো তো তুমি?'

ফায়ারপ্লেসে রন কাঁধ উঁচু করে বললো, 'কিন্তু কথাটা কে বলবে? এখনো কেউ ওকে এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। তবে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।' রন খানিকক্ষণ জেমসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'জেমস, তুই তো উনাকে সবচেয়ে ভালো বুঝিস। উনি যখন অতীত থেকে ফিরে আসেন তুই ছিলি ওখানে। তুই সেই মানুষ যে ওর সাথে কথা বলে হগওয়ার্টস এবং জাদু দুনিয়াকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছিস। এখন তোর ভাবনা কী? তুই কি মনে করিস উনি একজন ভালো হেডমাস্টার হতে পারবেন? তোর কি মনে হয় আমাদের উনার সাথে কথা বলা উচিত?'

নোয়া কাউচে হেলান দিয়ে জেমসের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো জেমস কী বলে সেটা শোনার। জেমস জানে ওর উচিত এটা নিয়ে একটু ভাবার, কিন্তু এটাও ঠিক উত্তরটা ও জানে। মারলিন একজন জটিল প্রকৃতির মানুষ। এবং মোটেই একজন "ভালো" মানুষ বলতে যা বোঝানো হয় বা মানুষ বোঝে, যেমনটা ছিলেন অ্যালবাস ডাম্বলডোর বা মিনার্ভা ম্যাকগোনাগল, তা নন। কিন্তু জেমস এটাও জানে, নিশ্চিতভাবে জানে যে মারলিন ভালো হতে চাইছেন। এটা বলা কঠিন যে সেই হেডমাস্টার ভালো, যিনি আচার আচরণে সত্যিই ভালো। নাকি সেই মানুষ ভালো, যিনি প্রত্যহ ভালো হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু জেমসের এটা বোঝার মতো ক্ষমতা হয়েছে যে এই ঝুঁকি নেওয়াটা ক্ষতিকর হবে না। তাছাড়াও, জেমসের গ্রেমলিন সত্তা মাথার মধ্যে বলে উঠলো–এরকম একটা হেডমাস্টার পাওয়া বেশ মজার যিনি টাবিথা করসিকার মতো উৎপাতদের এক চাহনীতে নেতির জগতে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

'জিজ্ঞেস করো উনাকে,' জেমস বেশ জোরের সাথেই বললো। 'যদি মন্ত্রণালয় রাজি থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করো। আমার মনে হয় উনি রাজি হয়ে যাবেন।'

'উউউউ হুউউউ!' নোয়া উল্লাস ধ্বনি ছাড়লো, শূন্যে হাত ছুড়ে।

'আপাতত কথাটা নিজেদের ভেতরেই থাক,' রন বললেন গম্ভীর স্বরে। 'যদি কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যায় যে তোর ড্যাড আর হারমাইওনি ব্যাপারটা নিয়ে মন্ত্রণালয়ে গোছগাছ করছেন, তাহলে সব ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে। বুঝতে পারলি?'

BanglaBook.org

নোয়া হাসলো। জেমসও সম্মতির হাসি ফোটালো মুখে।

কথা ঘুরিয়ে রন জানতে চাইলেন, 'তোর ড্যাড ক্লোক আর ম্যাপটা ফেরত নিয়ে নিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমাকে দু সপ্তাহ মাটিতে চলাফেরা করতে হবে। দু সপ্তাহ ঝাড়ু ব্যবহার করা মানা।'

রন চুক চুক করে শব্দ করলেন টাকড়ায় জিভ ঠেকিয়ে। 'ঠিক যে সময়টাতে ওটা ব্যবহারে তুই আরো দক্ষ হয়ে উঠছিস সেই সময় এমন শাস্তি। আহারে। যাকগে। জানিসই তো তোর ড্যাড সবদিকে নজর রাখেন, তোদের শাস্তিও দেন। কিন্তু তোর জন্য খুব গর্বও করেন। তুই আমারটা ব্যবহার করিস।'

জেমসের হাসি বিস্তৃত হলো, গালে পড়লো লাল ছোপ।

রন বললেন হাসি থামিয়ে, 'তবে মনে রাখিস, আমি কিন্তু বারবার এটা করবো না। একবার ঠিক আছে। আবার যদি তুই ওরকম কিছু করিস, জিনি তোকে বেজমেন্টের স্কুলে ভর্তি করে দেবে। এটা ভুলে যাবি না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওকে সামলানো কিন্তু খুব কঠিন, জেমস।'

***

ওইদিন বিকেলে, জেইন আর র‍্যালফের সাথে জেমস আলমা আলেরনের অতিথিদের বিদায় নেওয়া দেখতে গেল। দেখতে পেল সেই উড়ন্ত গাড়ি তিনটে গ্যারাজের বাইরে এনে রাখা হয়েছে। গ্যারাজটার কাঠামো খুলে নিয়ে ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে ডজ হরনেটে।

জেইন বললো চিন্তার স্বরে, 'ওখানে বেশ জটিল এবং রহস্যময় কিছু ব্যাপার ছিল কিন্তু আমি ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারিনি।'

'কোনটা ? কিছুক্ষণ আগে যেটা একটা বাড়ির মতো ছিল সেটাকে প্যাক করে ঢুকিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা?'

'না। যত ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছিল প্রফেসর ফ্র্যাঙ্কলিনের জনপ্রিয়তা ছাত্রীদের মধ্যে ততই বেড়ে যাচ্ছিলো।' এটা খুব সত্যি কথা। ফ্র্যাঙ্কলিন স্কুলের বয়স্কা মেট্রন থেকে শুরু করে প্রথম বর্ষের ছাত্রী, সকলেই ফ্র্যাঙ্কলিনকে খুব পছন্দ করতো। উনি হেঁটে যাওয়ার সময় প্রত্যেকের মাথায় হাত ছোঁয়াতেন আর ওরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠতো। দুজনের ওপর উনার কোনো প্রভাব পড়েনি। এক হেডমিস্ট্রেস আর দুই ভিক্টরি, যে মনে করতো উনি একজন অতিরিক্ত মাত্রায় বুড়ো হাবড়া। টেড বলেছিল একটু বেশি বয়সী হওয়ার একটা সুবিধা আছে যে কোনো বয়সের মেয়েদের সাথে সহজেই আলাপ জমানো যায়, কারণ একজন বয়স্ক মানুষের কথাবার্তায় খুব একটা গুরুত্ব কেউ দেয় না। জেইনের এই কথাটা বেশ মনোপুত হয়েছিল।

BanglaBook.org

দুষ্টুমির স্বরে বলেছিল, 'আমি যখন বুড়ো হয়ে যাবো আমার একটাই কাজ হবে, একের পর এক মেয়েদের সাথে আলাপ করা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা।'

জেমস চোখ কুঁচকে বললো. 'উনি কিন্তু কোনো কথাই বলেন না। কেবলমাত্র হাসেন আর নিজে যেন কিছুই না এমন একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে তোলেন। যেটা অবশ্য উনি সবসময়েই করে থাকেন।'

'এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েদের সাথে আলাপ করার ক্ষেত্রে তোর জ্ঞানের বহর।'

র‍্যালফ বড় বড় চোখ করে বললো, 'আমি তো অবাক হয়ে যচ্ছি এটা দেখে যে তুই কিছু শেখার চেষ্টাই করছিস না এ ব্যাপারে।'

'উনার উচিত ছিল এ বিষয়ে একটা ক্লাস নেওয়ার,' জেইন বললো তীক্ষ্ণ স্বরে। প্রফেসর ফ্রাঙ্কলিন পেট্রার হাতে বিদায় কালীন চুম্বন করছেন, দেখতে দেখতে। পেট্রা হাসলো, ওর গালে লালের আভা সুস্পষ্ট। ফ্রাঙ্কলিন সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পেট্রা ঝুঁকে প্রফেসরের গালে হালকা করে ঠোঁট ছোঁয়ালো।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান অফ হগওয়ার্টস,' ঘুরে উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা বছর ধরে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারাটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে। এটা আমাদের কাছে ছিল একটা মনে রাখার মতো ঘটনাবহুল বছর। ইউরোপীয়ান ম্যাজিক্যাল কমিউনিটির সঙ্গে একসাথে কাজ করে আমরা বিশ্ববাসীর সামনে একটা নজির স্থাপন করলাম। যার প্রভাব কেবলমাত্র জাদুজগতেই নয়, একই সাথে সমস্ত মানব জগতের ওপর পড়েছে।' কথা থামিয়ে একবার তাকিয়ে নিলেন সবার দিকে। তারপর চশমা খুলে হাতে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমার মনে হয়, আমরা এক দারুণ রকমের চ্যালেঞ্জে ভরা সময়ের শুরুতে দাঁড়িয়ে আছি। বদলের বাতাস বইতে শুরু করেছে। সাগরের উভয় পারে আমরা সেই সমস্ত শক্তিদের দেখতে পাচ্ছি যারা আমাদের সংস্কৃতির গোঁড়া ধরে নাড়া দিচ্ছেন। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সেতু গড়ে উঠেছে। আমরা এক হয়ে দাঁড়ালেই টিকে থাকতে পারবো তা সে যে আক্রমণই আসুক না কেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে এই পৃথিবীতে আছি। সেই সুত্রে পাওয়া আত্মবিশ্বাস থেকে বলতে পারি সব সময়ের হাওয়াতেই একটা বদলের ইঙ্গিত থাকে। ভালো মানুষদের কাছে একটাই চ্যালেঞ্জ। আর সেটা হলো সেই বদলে বদলে না গিয়ে বদলটাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়া। তাহলেই ধ্বংসের বদলে লাভের মুখটাকে দেখা যাবে। এই বছরটার পর, আমি নিশ্চিত, আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা সেই কাজটা করতে সক্ষম হবো।'

একটা উচ্ছ্বাসের আওয়াজ গুনগুন করে উঠলো চারদিকে, যদিও সেটা জেমসের কাছে কিছুটা সাজানো বলেই মনে হলো। উপস্থিত সকলে মোটেই ফ্র্যাঙ্কলিনের সাথে একমত নয় বা সবাই একই কারণে এটা মেনে নেবে না। তবুও এটা বলতেই হবে খুব ভালো কিছু কথা বললেন প্রফেসর। যার জন্য জেমসের খুব ভালো লাগছে।

BanglaBoi.org

উপস্থিত জনতার বিদায়সূচক ধ্বনির শুনতে শুনতে ভক্সওয়াগন বীটলে চড়লেন ফ্র্যাঙ্কলিন। খোলা দরজা দিয়ে শেষবারের মতো হাত নাড়লেন।

কেউ একজন জেমসের কাঁধে টোকা দিলো। ও ঘুরে দেখলো প্রফেসর জ্যাক্সন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বা কালো পোশাকে সজ্জিত মানুষটাকে আজ আগের চেয়ে অনেক তাজা দেখাচ্ছে। ঝুলো ভুরু নিচু করে নাক বরাবর জেমসের দিকে তাকালেন উনি।

'আমার মনে হয় এটা তোমার ভালোই লাগবে,' জ্যাক্সন বললেন। জেমস দেখলো উনি একটি ছোট কাঠের বাক্স হাতে ধরে আছেন। জ্যাক্সন একবার ওটার দিকে তাকালেন তারপর এগিয়ে ধরলেন জেমসের দিকে। 'এটা পাওয়া গেছে মাদাম ডেলাক্রয়ের ঘরে। আমার মনে হয়েছে এটা অন্য যে কারোর তুলনায় তোমার পাওয়ার অধিকার বেশি। যেভাবে সুবিধা হবে এটার ব্যবস্থা কোরো।'

জেমস নিলো বাক্সটা, খুবই হালকা। অদ্ভুত ধরনের সবুজ রঙের, দারুণ খোদাই করা কাজে ভর্তি গোটা গা। যেটা ওকে মনে করিয়ে দিলো লুক্কায়িত দ্বীপের লতাপাতা জড়ানো দরজাটার কথা। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করতে যাবে এটা কী। দেখলো প্রফেসর এগিয়ে চলে গেছেন স্টুটজ ড্রাগনফ্লাই গাড়িটার কাছে। গাড়ির কাছে পৌঁছে উনি থামলেন, ঘুরে একহাত তুললেন জনতার উদ্দেশ্যে। মুখটা সেই আগের মতোই পাথর সদৃশ। এবার যে উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হলো তা ফ্র্যাঙ্কলিনের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। অবাক করা ব্যাপার এটাই যে হগওয়ার্টসে জ্যাক্সন সকলের পছন্দের একজন মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, যেটা কিন্তু তার খিটখিটে বদমেজাজী স্বভাবের সাথে খাপ খায় না।

জ্যাক্সন গাড়িতে চেপে পড়া মাত্র, বাকি যারা ছিল তারাও দ্রুত উঠে গেল গাড়িগুলোতে। ধুসর পোশাক পড়া আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সদস্যরা আগের দিনই এখানে এসে গিয়েছিলেন লন্ডন থেকে। আমেরিকা ফিরে যাওয়ার সময় এদের সাথে থাকার জন্য। ওরাও উঠে পড়লেন গাড়িতে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে। একেবারে শেষে সব বাক্স প্যাঁটরা গাড়িগুলোর অন্তহীন মালপত্র রাখার জায়গায় চাপিয়ে দিয়ে পোর্টাররাও ড্রাইভিং আসনে গিয়ে বসলো।

আস্তে আস্তে খুলে গেল গাড়িগুলোর পাখনা। ধীরে ধীরে শুরু হলো হাওয়ায় সেগুলো ঝাপ্টানো। ডজ হরনেটটা উড়ে গেল সবার আগে। স্প্রিং-এর চাপ আর ধাতব কিছু শব্দের একটা রেশ রেখে ওটা ভেসে গেল হাওয়ায়। পিছু পিছু আকাশে উঠলো স্টুটজ ড্রাগনফ্লাই আর ভক্সওয়াগন বীটল। ওদের পাখনা ঝাপ্টানোর ফলে সৃষ্ট হাওয়ার নড়ছিল মাঠের ঘাস। তারপরই সহসা এক ঝটকায় প্রচণ্ড গতিতে মুখ তুলে ওগুলো উঠে গেল আকাশে। আর এক মিনিট যেতে না যেতেই শব্দ সহ সব কিছু মিলিয়ে গেল পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভেসে আসা বসন্তের হাওয়ায়।

BanglaBook.org

র‍্যালফ, জেইন আর জেমস গিয়ে বসলো মাঠের একটা বেঞ্চে।

র‍্যালফ কৌতূহলের চোখে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'জ্যাক্সন কী দিয়ে গেল ওটা তোকে?'

জেইন সাবধান করার মতো করে বললো, 'আমি তোর জায়গায় থাকলে কিন্তু ওটা খুলে দেখতাম না। ভুলে গেছিস নাকি উনি বলেছিলেন কিন্তু যে আমাদের জীবনটাকে খুব উত্তেজনাকর করে ছেড়ে দেবেন? উনি অপেক্ষাতেই ছিলেন এই চলে যাওয়ার। ঠিক তার আগে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থাটা করে গেলেন। যাতে উনি চলে যাওয়ার পর গন্ডগোলগুলো পাকে।' বুদ্ধিমানের ভঙ্গিতে নিজের মাথায় টোকা মারলো।

জেমস ভ্রু কুঁচকে মাথাটা একবার নাড়লো। কোলের ওপর রাখা বাক্সটার দিকে তাকালো। সামনের দিকে একটা পিতলের ল্যাচ লাগানো, আপাতত আটকানো। কিছু না বলে, ওটা খুলে ফেললো জেমস। জেইন আর র‍্যালফ ঝুঁকে এলো দেখার জন্য। বাক্সের ভেতরটা বেগুনী ভেলভেটে মোড়ানো। একটা জিনিস রাখা আছে ওখানে, শোয়ানো আছে ভাঁজ করা পার্চমেন্টের ওপর।

র‍্যালফ সোজা হয়ে বসে বললো, 'এ কি রে বাবা! কিছুই তো বুঝতে পারছি না! এটা তো একটা পুতুল।'

জেমস ওটাকে হাতে তুলে নিলো। সত্যিই খুব ছোট্ট একটা আকৃতি, কোনো রকমে বানানো হয়েছে সুতো আর চট দিয়ে। সাথে দুটো আলাদা রকমের বোতাম দিয়ে চোখ।

জেইন ভালো করে তাকালো, মুখ গম্ভীর। 'এটা তো... 'এটা তো তুই, জেমস।'

নিশ্চিত করেই বলা যায়, হ্যাঁ যথেষ্টই মিল আছে। কালো সুতো দিয়ে বানানো চুল জেমসের অগোছালো চুলের সাথে একই রকম দেখতে। এমনকি মাথার আকৃতি, মুখের কাছের সেলাই এবং বোতামের চোখ বেশ ভালো ভাবেই জেমসকে চিনিয়ে দিচ্ছে।

জেমস কেঁপে উঠলো। 'এটা একটা ভুডু পুতুল,' বললো। এবার ভেতরের পার্চমেন্টটার দিকে নজর গেল ওদের। ওটার ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করলো তিন জনে।

মি. পটার

আশা করি তুমি বুঝতে পারছো এটা কী বস্তু। এ বছরে আর সময় হলো না রিপ্রেজেন্টেশন্যাল হারমনিক্স এর প্রাচীন বিদ্যা নিয়ে টেকনোম্যান্সীর ক্লাসে আলোচনা করার। তবে আমার মনে হয় তুমি ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারবে। এটা পাওয়া যায় মাদাম ডেলাক্রয়ের ঘরে। হেডমিস্ট্রেস এবং সেভেরাস স্নেইপ ও ডাম্বলডোরের পোর্ট্রেটের সাথে আলোচনার পর আমরা মনে করি মাদাম ডেলাক্রয় যে এটা তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন এটা জানাটা তোমার দরকার। জানো বোধহয় ডাম্বলডোর আর স্নেইপ, ওরা তোমার দিকে বিশেষ নজর রাখেন। ডেলাক্রয়ের মানুষকে ব্যবহার

BanglaBook.org

করার এই ক্ষমতা সত্যিই তারিফ করার মতো। এই পুতুলটা রাখা ছিল আর একটা বড় পুতুলের পাশে, যেটা তোমার বাবা হ্যারি পটারের। অন্যদিকে রাখা ছিল একটা মোমবাতি। যা মনে হচ্ছে তাতে উনি সব সময় ওই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখতেন। যার ফলে সব সময় তোমার বাবার পুতুলের ছায়ায় তোমার পুতুলটা থাকতো।

ভুডু পদ্ধতিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটা সত্যের অংশ থাকে। ডেলাক্রয় জানতেন তুমি তোমার খ্যাতনামা বাবার চাহিদার কথা ভেবে একটা দ্বন্দ্বে ভুগছো। এখান থেকে একটা শিক্ষা গ্রহণ কোরো মি. পটার, সেটা হলো ইমোশন ব্যাপারটা খারাপ নয়। কিন্তু তাকে যাচাই করার আবশ্যকতা আছে। নিজে ভালো করে জানো, বোঝো। অনুভব সবসময়ে দরকারী কিন্তু তা আমাদের বিভ্রান্তও করে দেয়। আর সেগুলোই, যেমনটা বুঝতে পারছো, তোমার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হয়। আমি আবার বলছি, তোমার চেয়ে একজন বয়সে বড় মানুষ এবং শিক্ষক রুপে, নিজের অনুভূতিকে যাচাই করতে শেখো। যদি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারো তাহলে ওরাই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

থিওডোর হিরসাল জ্যাক্সন

'ওয়াও!' র‍্যালফ নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'তাহলে আমাদের ভুডু কুইন ডাকাটা শুধু শুধু ছিল না!'

জেইন জানতে চাইলো, 'এটা নিয়ে তুই কী করবি জেমস? মানে বলতে চাইছি যে যদি তুই এটাকে নষ্ট করতে চাস, হয়তো তোকেও শেষ হয়ে যেতে হবে। সে যেভাবেই হোক না কেন?'

জেমস তাকালো ছোট্ট বদখৎ নিজের মূর্তিটার দিকে। 'আমার সেটা মনে হয় না,' উত্তর দিলো ভাবনা গম্ভীর স্বরে। 'আমার মনে হয় না কারণ তাহলে জ্যাক্সন এটা আমাকে দিতেন না। আমার মনে হয় উনি এটা দিয়েছেন কি ঘটেছিল সেই কথাগুলো মনে রাখার জন্য। সাথে সাথে আবার যেন এরকম না ঘটে সেটা নিশ্চিত করার জন্য।'

'তাহলে, তুই কী করবি এটাকে?' জেইন আবার জানতে চাইলো।

জেমস উঠে দাঁড়িয়ে পুতুলটাকে জিন্সের পকেতে ঢোকালো। 'আমি জানি না। মনে হচ্ছে এটাকে রেখেই দেবো। অন্তত কিছুদিনের জন্য তো বটেই।'

এর পরেই তিন বন্ধু চললো স্কুলের দিকে, স্কুলের প্রথম বছরের শেষ দিনে আর যা যা করা সম্ভব সেগুলো করার জন্য।

ওই দিন অনেকটা রাতে, পরের দিন এখান থেকে ফিরে যাওয়ার উত্তেজনায় জেমসের ঘুম এলো না। উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো কমন রুমে, এই আশায় কেউ হয়তো জেগে আছে উইজার্ড দাবা বা উইঙ্কল অ্যান্ড আউজার খেলার জন্য। ফায়ারপ্লেসের ধিকিধিকি আগুনে ঘরটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ঘুরে চলে

BanglaBook.org

যাবে এমন সময় জেমসের কিছু একটা চোখে পড়ায় ফিরে তাকালো। আগুনের কাছে বসে আছে সেড্রিক ডিগরির ভূত। রূপালি অবয়ব এখনো স্বচ্ছই আছে। তবে জেমসের আগেরবারের দেখার তুলনায় অনেকটাই ঘনত্ব বেড়েছে।

জেমস কাছের একটা কাউচে গিয়ে বসতেই সেড্রিক হেসে বললো, 'আমি নিজের জন্য একটা নামের কথা ভাবার চেষ্টা করছিলাম।'

জেমস বললো, 'আপনার তো আগে থেকে একটা নাম আছেই?'

'হ্যাঁ, তবে সেটা ঠিক ভূতুড়ে নাম নয়। ওই "নিয়ারলি হেডলেস নিক" বা "ব্লাডি ব্যারন" এর মতো তো কিছু নেই। আমিও ওরকম কিছু একটা নাম খুঁজছি।'

জেমস একটু ভেবে বললো, '"দ্য চেজার অব অ্যানোয়িং মাগল" নামটা কেমন?'

'একটু বেশি বড়।'

'তা, আপনি কিছু ভেবেছেন নাকি?'

'আমি ভাবার চেষ্টা করেছি। হাসবে না কিন্তু,' জেমসের দিকে তাকিয়ে ভূতটা বললো। 'আমি ভেবেছি এইটা, "দ্য স্পেকটার অব সাইলেন্স" '

'হুম,' জেমস সাবধানে বলো। 'কিন্তু আপনি তো নিস্তব্ধ নন। সত্যি বলতে কি ইদানীং আপনি ভালোই শব্দ করতে পারছেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আর মনেই হয় না যে অনেক অনেক দূর থেকে ওটা ভেসে আসছে।'

'ঠিক,' সেড্রিক সম্মতি জানালো, 'ইদানীং আমি একটু বেশি শব্দ করতে পারছি...শব্দ বলতে যা বোঝায় আরকি। আমি এখন এই স্কুলের আর পাঁচটা ভুতের মতোই হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। একটা সময় পর্যন্ত আমি তো চুপচাপই ছিলাম, না?'

'আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তবুও, "স্পেক্টার অফ সাইলেন্স" এই নামটা নিয়ে,' জেমস একটু দ্বিধার সাথে বললো, 'আপনি যদি মানুষের সাথে কথা বলে বেড়ান সেটাও তো ঠিক হবে না।'

'আমাকে হয়তো আরো ধীরস্থির আর শান্ত হতে হবে,' সেড্রিক ফিসফিস করে বললো। 'শুধু ভেসে বেড়াতে হবে এখানে সেখানে আর দেখতে হবে যেখানে যা ঘটছে। তারপর একদিন যখন আমি মানুষের পাশ দিয়ে যাবো, জীবিতরা একে অপরকে ফিসফাস করে বলবে, 'আরে ওই দ্যাখো, যাচ্ছে! দ্য স্পেক্টার অব সাইলেন্স!'

জেমস কাঁধ উঁচু করে বললো, 'হ্যাঁ এটা বেশ ভালো হবে। আমার মনে হয় আপনি গোটা সামারটা পাবেন এই চুপচাপ থাকার অভ্যাস করার জন্য।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

জেমস সহসাই সোজা হয়ে বসে বললো, 'তাহলে আপনি গ্রিফিন্ডরের নতুন ভূত হতে চলেছেন? মানে নিয়ারলি হেডলেস নিক তো চলে গেছে ভূতেরা যেখানে যায় সেখানে। আমাদের কোনো হাউজ ঘোস্ট নেই।'

সেড্রিক একটু ভাবলেন। 'আমার সেটা মনে হয় না। সরি। আমি হাফলপাফ এর সদস্য ছিলাম ভুলে যাওনি নিশ্চয়?'

BanglaBook.org

জেমস আবার গা এলিয়ে দিলো। 'ও, হ্যাঁ তাই তো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

মিনিট খানিক চুপ থাকার পর সেড্রিক আবার কথা বললো, 'তুমি কিন্তু একটা দারুণ কাজ করে দেখিয়েছো। আমাদের সাহায্য করার জন্য জঙ্গলে গিয়ে মারলিনকে ডেকে এনে। আমরা মনে করেছিলাম উনি ভালো সব কিছু ত্যাগ করেছেন।'

জেমস মাথা তুলে ভূতটার দিকে তাকালো। কপাল কুঁচকালো সামান্য। 'ও ওই ব্যাপারটা। সত্যি বলতে কি ওটা অন্ধকারে একটা ঢিল মেরেছিলাম। এটা আমার দোষ যে মারলিন আমাদের এই সময়ে ফিরে এলেন। আমার মনে হয় ছিল আমি জগতের জন্য একটা ভালো কাজ করছি। জ্যাক্সন আর ডেলাক্রয়ের শয়তানি পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছি। শেষ অবধি দেখা গেল মাদাম আমায় সমানে ব্যবহার করে গিয়েছেন। অন্যদিকে প্রফেসর জ্যাক্সন একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ।'

'সে যাই হোক, তুমি তো কিছু শিক্ষা লাভ করলে এর থেকে, তাই না?' সেড্রিক বোঝানোর মতো করে বললো।

'আমি জানি না, বলার পর জেমস একটু ভেবে বললো, 'হ্যাঁ আমারও সেটাই মনে হচ্ছে।'

সেড্রিক বললো, 'একটা ব্যাপারে তুমি আর তোমার বাবা একদম একইরকম।'

জেমস হাসলো মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে। 'আমি তো বুঝতে পারি না সেটা কী। আমি শুধু একটাই জিনিস বুঝেছি আমার কাজের পদ্ধতি আমার ড্যাডের মতো হবে না। যদি সেটা করার চেষ্টাও করি সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। আর আমি যদি আমার নিজের পথে করি, হয়তো ভাগ্য জোরে সব কিছু ঠিকঠাক সামলে নিতে পারবো। ড্যাডের পথটা ছিল নায়কোচিত। আমার পথটা ম্যানেজারের কাজ করার মতো। আমার সেরা ট্যালেন্ট হলো আমি মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে পারি।'

জেমসের দিকে ঝুঁকে সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে সেড্রিক বললেন, ''না জেমস! তোমার সেরা ট্যালেন্ট হলো তুমি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারো সাহায্য করার জন্য। তুমি কি মনে করো এটা বিরাট কিছু নয়? এই জগতের তোমার মতো লোকের দরকার। কারণ বেশির ভাগ মানুষের সেই আত্মবিশ্বাস বা প্যাশন নেই বা লক্ষ্য নেই নায়ক হওয়ার। ওরা হতে চান, কিন্তু কাজটা কেন করবে ও কিভাবে করবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেও লোক দরকার তোমার ভেতর সেই ক্ষমতাটা আছে জেমস। তোমার বাবা একজন হিরো ছিলেন। কারণ সে ছিলো দ্য বয় হু লিভড। ওর একটা নিয়তি ছিল। যার জন্য ওর চলার পথটা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু একটা পথ আগে থেকেই ঠিক করা ছিল ওর জন্য। সে পথে হাঁটা শুরু করেছিল হ্যারি। আবার সেই পথেই ছিল ভোল্ডেমর্টের যাত্রা। ও জানতো ওর অবস্থানটা কোথায় আর ওকে কী করতে হবে। তার জন্য যদি মরতেও হয় কিছু করার নেই।

আর তুমি...তুমিও একজন হিরো কারণ প্রত্যেকটা দিন তুমি খুঁজে নিচ্ছো, বেছে নিচ্ছো দশের মধ্যে একজন হওয়ার পথটা। সাথে সাথে তোমার মধ্যে আছে সেই

BanglaBook.org

ক্ষমতা যা দিয়ে তুমি উৎসাহিত করছো আর পাঁচজনকে তোমার মতো হওয়ার জন্য।'

জেমস ফায়ারপ্লেসের কয়লাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'আমি কোনো হিরো নই।'

সেড্রিক হাসলেন এবং আগের অবস্থানে ফিরে গেলেন। 'তুমি এরকম ভাবে ভাবছো তার কারণ তুমি মনে করো হিরোরা সব সময়েই জয়ী হয়। জেমস এই একটা বিষয়ে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। একজন হিরোকে তার জয় দিয়ে বিচার করা হয় না। অনেক হিরোর মৃত্যু হয়েছে এই জয়ের প্রচেষ্টায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশইকেই ইতিহাস মনে রাখেনি। আসল কথা হলো হিরো সেই জনই হতে পারে যে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করে। যখন হয়তো সেটা না করাটাই অনেক অনেক সহজ কাজ বলে বাকিদের মনে হয়।'

জেমস ঘুরে ভূতটার দিকে তাকালো, মিচকি হাসলো। 'মনে হচ্ছে আপনাকে আমাদের ডাকা উচিত "দ্য স্পেক্টার অফ চিজিনেশ" নামে, বকতে পারেন বটে।'

ভূতটা হা হা করে হেসে উঠলো।

জেমস উঠে দাঁড়ালো। 'ধন্যবাদ, সেড্রিক। আপনার কথাগুলো...সাহায্য করবে আমাকে।'

সেড্রিক মাথা ঝোঁকালো। জেমস এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে, থামলো প্রথম ধাপের কাছে গিয়ে। 'একটা ব্যাপার আমাকে ভাবাচ্ছে, সেড্রিক। হয়তো আপনি একজন ভূত এবং ওই সবের সাথে থাকার কারণে এ ব্যাপারে কিছু জানলেও জানতে পারেন।'

'বলো কী ব্যাপারে জানতে চাও?'

'অরণ্যে আমাকে ড্রায়াড বলেছিল এমন একজন আছে যে ভোল্ডেমর্টের উত্তরাধিকারী। উনি এটাও বলেছিলেন সেই জন জীবিত এবং কাছে পিঠেই আছে, এই স্কুল চত্বরের ভেতরেই।'

সেড্রিক মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ শুনেছি তুমি যখন কথাটা স্নেইপকে বলেছিলে।'

'তা সে যেই হোক, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এই সেইজন যে র‍্যালফের গেম ডেক চুরি করে অ্যাস্ট্রামাড্ডুক্সের নাম ব্যবহার করেছে। যদিও ব্যাপারটা তা হয়নি। এরকম কাউকেই পাওয়া যায়নি। সে যেই হোক সে তো প্রথম থেকেই মিস সাকারিনার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে।'

সেড্রিক কাছের এক জানালা দিয়ে দূরে তাকালেন। 'তোমার কি মনে হয় তুমি জানতে পেরেছো সেটা কে?'

জেমস বললো, 'টাবিথা করসিকা। স্নেইপের সাথে কথা বলার সময়েও এবং এখনো পর্যন্ত আমি মনে করি ওটা ও-ই হতে পারে। ওর ঝাড়ুটা মারলিনের জাদুছড়ি নয় প্রমাণ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু একটা গণ্ডগোল আছে ওটাতে। আর সাথে সাথেই টাবিথাও যথেষ্ট সন্দেহজনক।'

BanglaBook.org

সেড্রিক উঠে চেয়ারগুলো ভেদ করে এগিয়ে গেল, এবং সেটা যে অজান্তেই করছে বোঝা গেল। 'জেমস, আমার কেমন যেন একটা মনে হচ্ছে। আমি সেটা তোমাকেই বলছি সেই যার নাম করা উচিত নয় বলে সবাই বলে, সে যেন এখানেই আছে. আমার এরকমটাই মনে হয়। সে এই সব হলের ভেতরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এটা অনেকটা একটা গন্ধের মতো, একটা পচা উগ্র গন্ধ যার থেকে ভুসভুসিয়ে উঠছে...বেগুনী রঙা একটা কিছু। হয়তো আমি অন্য ভুতেদের চেয়ে একটু বেশি সেনসিটিভ। আমি বুঝতে পারি কারণ সে-ই তো দায়ী ছিল আমার মৃত্যুর জন্য।'

'হ্যাঁ,' জেমস আস্তে করে বললো, 'আমি সেটা ভুলিনি।'

'কিন্তু জেমস ঘটনাচক্র খুব কমই আমাদের ভাবনা মতো ঘটে। আমরা যা ভাবি সেরকম সব সময় নয়। বাস্তব জগতে, অন্তত আমার সময়ে, মারলিনের সময়ে না-ও হতে পারে, শয়তান অনেক রকমের রুপ নেয় মুখোশ পড়ে। যা যথেষ্টই বিভ্রান্তিকর। তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময়েই ভালো মানুষদের দেখে খারাপ মনে হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ভুলটা করেছি প্রফেসর স্নেইপের ব্যাপারে। যার মধ্যে তোমার বাবাও আছেন।'

'আর আমিও করেছি সেটাই,' জেমস স্বীকার করলো। 'প্রফেসর জ্যাক্সনের ক্ষেত্রে।'

সেড্রিক মাথা নোয়ালো।

'প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল টাবিথা মারলিন ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল। আপনার কী মনে হয় ওর আর ওর ঝাড়ুটার আসল গল্পটা কী?'

জেমসের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সেড্রিক, মনে হলো যেন ওকে বোঝার চেষ্টা করছেন। 'আচ্ছা তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে ও যেটা বলছে আসলে ওর ঝাড়ুটা আসলে তা-ই?'

'মানে?' জেমস অবিশ্বাসের স্বরে বললো। 'একটা মাগল সৃষ্ট শিল্পকলা? একে একটা মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে না আপনার ?'

সেড্রিক কাঁধ ঝাঁকালেন, কিন্তু ভঙ্গিতে মনে হলো আসলে উনি যা জানেন সেটা পুরোটা বলছেন না। 'জেমস, যারা শয়তানের পক্ষ নিয়ে কথা বলে তারাই কিন্তু এই জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষ হয় না। কখনো কখনো তারাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, যারা নিজেদের ভেবে নেওয়া মিথ্যেটাকে সত্যির সাথে গুলিয়ে ফেলে।'

জেমস চোখ পিট পিট করে বললো, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন... টাবিথা করসিকা বিতর্ক সভায় যা যা বলেছে তার সব কিছুই ও নিজে বিশ্বাস করে? ভোল্ডেমর্ট আসলে একজন ভালো মানুষ ছিলেন? ওকে মন্ত্রণালয় এবং জাদুজগতের শাসনতন্ত্র ধ্বংস করেছিল নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগার বলে? এই কথাগুলো টাবিথা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে?'

সেড্রিক জেমসের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। 'অনেস্টলি যদি বলতে হয় তাহলে আমি সত্যিই জানি না। কিন্তু এটা ভালো করে জানি যে ওই কথাগুলো

BanglaBook.org

অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন। সেটা টাবিথা ভালো করেই জানে। হতে পারে ওর ঝাড়ুটা বিশেষ ধরনের কিছু শক্তি সম্পন্ন। কিন্তু তার সাথে একটা মিথ্যেকে সত্যি বলে বিশ্বাস করানোর প্রচেষ্টা ডার্ক ম্যাজিকের তুলনায় অনেক অনেক সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার।'

জেমস ধীরে ধীরে চুপচাপ নিজের বিছানায় ফিরে এলো, ওর মন ছুটে বেড়াচ্ছে ভাবনার জগতে। সত্যিই ও কখনো ভাবেনি যে টাবিথা যা বলে সেগুলো মনে প্রাণে বিশ্বাসও করে। ওর মনে হয়েছিল যেহেতু টাবিথা প্রোগ্রেসিভ এলিমেন্ট প্রোপাগান্ডাকে সমর্থন করে, সেহেতু ওদের চূড়ান্ত শয়তানি লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এসব কথা বলেছে। কিছুক্ষণের জন্য ওর দুঃখ হলো টাবিথার জন্য। সত্যিই খুব বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার যে ওর মতো একটা মেয়ে নীতিগত ভাবে এটা বিশ্বাস করে যে ও যা ভাবছে সেটাই ঠিক। জেমস পটার আর ওর ড্যাড আসলে শয়তান। ব্যাপারটা ভাবাই যথেষ্ট কষ্টকর, তবে ভাবা যায় না এমনও নয়। বাইরে এখন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করছে। জেমস এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো, চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। ফ্যাকাসে আর শান্ত দেখাচ্ছে মুখটা যদিও মাঝে মাঝেই সামান্য নড়ে উঠছে ওর ভুরু দুটো।

পরের দিন সকালে জেমস, জেইন আর র‍্যালফ হগওয়ার্টস এক্সপ্রেসে চেপে পৌছালো পৌণে দশ নাম্বার প্ল্যাটফর্মে। ওখানে ছিলেন জেইনের বাবা মা আর ওর বোন গ্রীয়ার, যে অত্যাধিক কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে ছিল লাল রঙের বিশালাকায় ইঞ্জিনটার দিকে। জেমস দেখতে পেলো কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন মাম আর ড্যাড। সাথে আছে অ্যালবাস আর লিলি। হেসে হাত নাড়লো জেমস। ওর মনে হচ্ছিল যেন এক সপ্তাহ আগের দিন ছিল ওটা। যেদিন ওরা এসেছিলেন ওকে এই এক্সপ্রেসেই উঠিয়ে দিতে। এক অনিশ্চয়তায় ভরা প্রথম বছরের অজানা স্কুল জীবনের জন্য। এখন সেই একটা বছর কাটিয়ে ও ফিরে এলো ঘরে। হগওয়ার্টসের দিনগুলো খুব খুব মজাদার ছিল কিন্তু ও যে ফিরে আসতে পেরেছে এটাই বিরাট ব্যাপার। পরেরবার ওর সাথে থাকবে অ্যালবাস। যে যাবে প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। এখন থেকেই অ্যালবাসকে ও রাগাবে কোন হাউজে ওর জায়গা হবে এই প্রশ্নটা বারবার করে। এটাই হবে এই সামারের ছুটিতে ওর অন্যতম কাজ। অবশ্য এর জন্য ওর চিন্তার কিছু নেই। অ্যালবাস যদি গ্রিফিন্ডরে সুযোগ না-ও পায় তাতে ওর কোনো সমস্যা হবে না। জেমস জানে যদি অ্যালবাসকে অন্য কোনো হাউজে পাঠানো হয়, তাতে জেমসের একটু ঈর্ষা হবে। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য।

ট্রেন থেকে বের হওয়ার জটলায় জেমস দেখল ওর সামনেই টেড। যে ভিক্টরির হাতটা ধরে আছে।

জেমস মুচকি হেসে বললো, 'বুঝলি, তোকে এর জন্য অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে।'

BanglaBook.org

'বিতর্কিত হতে পারাটা কিন্তু খুব কঠিন কাজ,' টেড জবাব দিলো। 'তবুও আমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের বোঝা বহন করতে হয়।'

ভিক্টরি বললো, 'আমাদের বাবা মা যেন আমাদের একসাথে না দেখতে পান, টেড লুপিন, সব কিছু গোলমাল করে ফেলো না। ভালো করেই জানো যে ওরা এটাকে সমর্থন করবেন না। আর জেমস, তুই তোর মুখটা বন্ধ রাখ।'

টেড জেমসকে বললো, 'ভিক্টরি রেগে মেগে যখন কথা বলে তখন ওর কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়, কি বলিস?'

জেমস হাসলো, কথাটা খুবই সত্যি।

জেমস দরজার কাছে থেমে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালো। ফিরে আসা ছাত্রছাত্রীদের ভিড়, পোর্টার আর বিভিন্ন পরিবারের মানুষদের ব্যস্ততার মাঝেই জেইনকে জড়িয়ে ধরেছেন ওর মিষ্টি চেহারার ব্লন্ড চুলের অধিকারিনী মা এবং লম্বা গর্বিত বাবা। ওর বোন সেটা মনে হচ্ছে ততটা পছন্দ করছে না। যদিও এখনো লাল রঙের ট্রেন ইঞ্জিন ওর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। র‍্যালফ ওর ড্যাডের সাথে একটু আড়ষ্ট হয়ে আলিঙ্গন করলো, দুজনের মুখেই এক অদ্ভুত রকমের হাসি। র‍্যালফ জেমসের দিকে ফিরে হাত নাড়লো।

'ড্যাড বলেছেন এই সামারটা আমরা লন্ডনেই কাটাবো! তোর সাথে যাব দেখা করতে!'

জেমস উল্লাসের চিৎকার করে বললো, 'দারুউউন হবে!'

এবার ওন নিজে নামলো ট্রেন থেকে, দেখলো ওর নিজের পরিবারের সদস্যরা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওদেরকে সামনাসামনি দেখতে পেয়ে জেমস আর খুশি চেপে রাখতে পারলো না। সত্যিই এবার ও ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। ছুটে গেল ওদের দিকে, সাথে সাথেই প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলো। মাদাম ডেলাক্রয়ের তৈরি পুতুলটা ওর পকেটেই আছে। যদিও ওটা নিয়ে ভাবনার আর কোনো মানেই হয় না। ওটা থেকে আর কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কোনো রকম ক্ষতিরই না।

'জেমস!' অ্যালবাস ওকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলো। 'এনেছ তো ? যেটা আনবে বলে প্রমিজ করেছিলে!'

'আমাকে কী ভাবিস রে? ফাদার ক্রিসমাস?' অ্যালবাস আর লিলির গুঁতো সামলাতে সামলাতে জেমস উত্তর দিলো একরাশ হাসি মুখে নিয়ে।

'তুমি প্রমিজ করেছিলে! লিকোরিস ওয়ান্ড কিনে আনবে ব্রিটেনের জাদুকরীর কাছ থেকে !'

'আর কলড্রন কেক রোজ আর হুগোর জন্য,' হ্যারি বললেন একগাল হেসে।

'ওয়াও, কথা নিশ্চিত অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি সবার জিনিস এনেছি!' জেমস বললো। পকেট থেকে লিলি আর অ্যালবাসের চাহিদার

BanglaBook.org

জিনিস বের করে দিলো ওদের হাতে। তারপর বের করলো ভুডু পুতুলটা। তাকিয়ে থাকলো ওটার দিকে অনিশ্চয়তার চোখে।

জিনি জানতে চাইলেন 'ওটা আবার কী বস্তু, জেমস?' ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ওর হাতের জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে এটা তো দেখতে...প্রায় তোর মতো!'

জেমস হো হো করে হেসে বললো, 'এটা তোমার জন্য মাম। আমার মনে হয় এটা তুমি কাছে রেখে দিতে পছন্দ করবে যখন আগামী বছর আমি আবার স্কুলে ফিরে যাবো। এটা দেখলেই আমার কথা মনে পড়ে যাবে তোমার।'

জিনি অবাক চোখে ওটাকে দেখে হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি কাঁধ উঁচু করে হাসলেন। জিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এটা একটু অদ্ভুত রকমের। তবে অসুবিধা নেই।' পুতুলটা হাতে নিলেন। 'আচ্ছা আমি যদি এটাকে জড়িয়ে ধরি তুই সেটা অনুভব করতে পারবি?'

জেমস এবার কাঁধ উঁচু করলো। বাকিদের কোনো উৎসাহ নেই ব্যাপারটায়। ওরা হাঁটতে শুরু করেছেন প্রধান টারমিনালের দিকে। 'আমি জানি না সেটা। সে যা-ই হোক। বলছিলাম যে...আমার মনে হয় চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কিছু হবে না।'

জিনি সম্মতির ভঙ্গিতে হেসে মাথা ঝুঁকালেন। তারপর হাসলেন। উনি একবার চেষ্টা তো করবেন অবশ্যই।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org